CONTENTS

Wednesday, July 19, 2000.

Thursday, July 20, 2000.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on 19th July, 2000 Wednesday at 11 A. M.

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Speaker in the Chair, The Chief Minister, The Deputy Speaker, 16 Ministers and 34 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :- আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়গণ কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয়কুমার রাংখল।

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল (কুলাই) :- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩।

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চেয়েন নাম্বার ২৩।

প্রশ্ন

1. Is there a plan of the State Government to up-grade the Distriet H. Q. of Dhalai, Ambassa, to the status of Notified Area,

2. It yes when it is expected to be up-graded.

3. If not, the reason thereof ?

উত্তর

১। বর্তমানে ধলাই জেলার সদর মহকুমাকে নোটিফায়েড এরিয়া হিসাবে ঘোষণা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। ১৯৯৫ ইং সনের ত্রিপুরা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট-এর শর্তাবলী পূরণ হলে আমবাসাতে একটি নগর পঞ্চায়েত স্থাপনের বিষয়টি সরকার বিবেচনা করবেন।

২। বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে এবং উপযুক্ত সময়ে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

৩। ১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, নগর পঞ্চায়েত এবং নোটিফায়েড এরিয়ার পার্থক্যটা কি সেটা জানতে পারি কি?

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) :- সরকার মনোনীত সদস্যদের নিয়ে নোটিফায়েড এরিয়া প্রথম হয়। নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে নগর পঞ্চায়েত গঠিত হয়।

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যেহেতু আমবাসা ডিসট্রিক হেড কোয়ার্টার এবং জনসংখ্যাও বৃদ্ধি হয়েছে। প্রশাসনিক জটিলতা এখনও সেখানে রয়েছে। নগর পঞ্চায়েত গঠিত না হলে আমরা ভীষণ সমস্যায় পড়ব। এই সম্পর্কে আমার অনুরোধ রইল। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এটা হবে কিনা ?

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) :- স্যার, আমরা খতিয়ে দেখছি। সম্ভব হলে নিশ্চয়ই করা হবে।

শ্রীজওহর সাহা (বীরগঞ্জ) :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, নগর পঞ্চায়েত এ্যাক্টে কি আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে নগর পঞ্চায়েত এবং নোটিফায়েড এরিয়ার মধ্যে তফাৎ আছে। কোন ভিত্তিতে নগর পঞ্চায়েত এবং নোটিফাইড এরিয়া গঠিত হয় ?

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) :- স্যার, নগর পঞ্চায়েত এলাকা ঘোষণা করতে গেলে তার যে লোকসংখ্যা নিরুপণ করতে হয়। লোকসংখ্যার ঘনত্ব চিহ্নিত করার প্রয়োজন হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার বেশীরভাগ লোক কৃষি বা অকৃষি কাজে যুক্ত কিনা ? পাশাপাশি ঐ এলাকা থেকে রেভিনিউ সংগ্রহ করার কি অবস্থাগুলি আছে এই বিষয়গুলি বিবেচনা করে সাধারণতঃ নগর পঞ্চায়েত ঘোষণা করা হয়।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী ১৯৯৪ ইং সালে যেটা নগর পঞ্চায়েত অ্যাক্ট আপনি পড়লেন সেটা কি, এটা একটু জানতে চাই।

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) :- স্যার, ১৯৯৩ ইং সালে যখন ৭৪ তম সংবিধান সংশোধন করা হয় সেই অনুযায়ী আমাদের রাজ্যে ১৯৯৪ ইং সালে এগুলি কার্যকর করা হয় ১৬শে অক্টোবর থেকে। এবং ৭৪ তম সংশোধনী মূলত এই নগর পঞ্চায়েতগুলির হাতে অধিক ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে দেওয়া হয় এবং সেই নগর পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে উন্নয়নের প্রশ্নে রাস্তাঘাট, পানীয় জল, ড্রেন এই সমস্ত উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা সেই আইনের মধ্যে রাখা হয়েছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাওমনু) :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পঞ্চায়েত অ্যাক্ট ১৯৯৪ ইং এটা বিরোধী দলনেতার জানার কথা। এবং এটা নরসীমারাও প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় করেছিলেন এবং সব নোটিফায়েড এলাকাতে নির্বাচন করার জন্য সংবিধানের দ্বাদশ সিডিউলড-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই ব্যাপারটা বিরোধী দলনেতার জানার কথা ছিল, এবং জানেন না বলে আমি বলেছি। আমার সাপ্লিমেন্টারী হচ্ছে এই অধিবেশনের কয়েকদিন আগে আমি একটি প্রশ্ন করেছিলাম। সেখানে উত্তরে বলা হয়েছে যে বিশালগড় এবং আমবাসাকে নগর পঞ্চায়েত করার পরিকল্পনা নিয়ে সরকার অগ্রসর হচ্ছেন। অথচ আজকে আপনি বললেন না এই রকম কোন পরিকল্পনা নেই।

দ্বিতীয় হচ্ছে, কমলপুর নগর পঞ্চায়েতে ভোটার সংখ্যা তিন হাজার দুই শত এবং সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতে ভোটারের সংখ্যা সাড়ে তিন হাজারের মত। সেই ক্ষেত্রে আমবাসা একটা বিশাল জনপদ এবং এখানে সমস্ত অফিস, ডি. এম. অফিস, এস. ডি ও. অফিস এবং বি. ডি. ও. অফিস সমস্ত কিছু আছে। এর পরেও আপনারা নর্মস খোঁজেন। কি হলে পরে সেখানে নগর পঞ্চায়েত হবে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমি বলছি নগর পঞ্চায়েত করতে গেলে যে সমস্ত বিষয়গুলি দরকার এই বিষয়গুলি আমি বললাম যে এলাকার লোকসংখ্যা, লোকসংখ্যার ঘনত্ব কৃষিজীবি নয় এমন লোক সেখানে কত জন সেখানে রেভিনিউ ইনকাম করার সুযোগ কতটুকু এই বিষয়গুলি চিহ্নিত করা আছে। এই বিষয়গুলি আমরা সরকারীভাবে তদন্ত করি এবং তদন্ত করে এগুলি যদি পূরণ হয় নিশ্চয়ই আমরা এগুলি বিবেচনা করব। আর একটা বিষয় শ্যামাবাবু তুলেছেন এটা ঠিকই আমিও দেখেছি যে বিশালগড় এবং আমবাসাতে নোটিফায়েড এরিয়া করার জন্য সরকারী রেকর্ডের মধ্যে রয়েছে। সেই অনুযায়ী আমি উত্তর দিয়েছি। এই বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীজওহর সাহা ঃ- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে, বিষয়গুলি তদন্ত হচ্ছে মানে কি কি বিষয় হলে পরে নগর পঞ্চায়েত ঘোষণা করা যায় এবং কবে থেকে এই তদন্ত কাজ শুরু হয়েছে এবং কবে নাগাদ এই তদন্ত কাজ শেষ হবে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, কবে নাগাদ শেষ হবে এটা আমার পক্ষে এই সময় বলা কঠিন। আমি যতটুকু জানি আমাদের দফতরের পক্ষ থেকে এগুলি তদন্ত করা হচ্ছে। এবং আমরা আশা করি এর মধ্যে তদন্ত কাজ শেষ হবে।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ। উনি অনুপস্থিত। মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীরাম রিয়াং।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মান্ডাবাড়ী) ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নম্বার-৪৩

প্রশ্ন

১। আইতরমা ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরের বার্ষিক ইনপুট এবং আউটপুট কত ?

উত্তর

ত্রিপুরা স্টেট কনজিউমার্স ফেডারেশন লিঃ আইতরমা ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরের বার্ষিক ইনপুট এবং আউটপুট বলিয়া কোন টার্ম নাই।

আউটপুট বলিতে যদি মোট সেলস্ টার্ণ ওভার বুঝায় তবে গত তিন বছরের মোট সেলস্ টার্ণ ওভার নিম্নে দেওয়া হল—

১৯৯৬-৯৭ ইং, ৩,৫১,৮১,৪৯.০৪ টাকা,

১৯৯৭-৯৮ ইং, ১,৫৮,০৭০০.০৪ টাকা,

১৯৯৮-৯৯ ইং, ১,৯৮,৬৫,৫০৭.৭৯ টাকা,

শ্রী কাশীরাম রিয়াং :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বার্ষিক লাভ কত?

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৯৬-৯৭ ইং গ্রস প্রফিট মোট ৩১ লক্ষ ৯২ হাজার ৪০২ টাকা ৬৯ পয়সা। ১৯৯৭-৯৮ইং মোট ২৭ লক্ষ ৭৬ হাজার ২৯৬ টাকা ৯৫ পয়সা। ১৯৯৮-৯৯ ইং মোট ৪৭ লক্ষ ১৫ হাজার ৮০০ টাকা ৯১ পয়সা।

শ্রীমানিক দে (মজলিসপুর) :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আইতরমা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর রাজ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কাজেই বিভিন্ন সময় দেখা যায় রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তর তাদের প্রয়োজনে সেখান থেকে জিনিষপত্র কেনাকাটা করে। সুতরাং আইতরমাতে যদি বেশী করে জিনিষপত্র রাখা হয় তাহলে সেগুলি বিক্রি করার ক্ষেত্রে যেমন অসুবিধা হয় না তেমনি ক্রেতাদের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। কাজেই আমি জানতে চাই রাজ্যে সমবায় দপ্তর থেকে সেই রকম কোন নির্দেশ বা নীতি নির্দেশীকা আছে কিনা দপ্তরের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি আইতরমা থেকে কেনার জন্য?

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) :- এটা আছে। এই সম্পর্কে রাজ্যে চিফ সেক্রেটারীর একটা স্টেণ্ডিং অর্ডার আছে। এছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানদেরকে নিয়ে আমরা মিটিং করেছি যাতে তাদের দপ্তরের প্রয়োজনীয় জিনিষ আইতরমা থেকে ক্রয় করেন। এবং ইতিমধ্যে দেখা গেছে এটা রেসপন্স পাওয়া গেছে।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ইনপুট যদি সেখানে না থাকে তাহলে সেখানে কি করে হিসাব হয়?

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি তো আগেই বলেছি যে ইনপুট এবং আউটপুট টার্মস আমাদের ত্রিপুরা স্ট্যাট্ কো-অপারেটিভ কনজিউমার্স্ ফেডারেশনে নেই। তার পরে আমি বলেছি যে যদি মাননীয় সদস্য মনে করেন যে ইনপুট আউটপুট যদি সেলস্ টার্ণ ওভার হয় তা হলে আমি হিসাবটা দিয়েছি এই। স্যার গ্রস প্রফিট সম্পর্কে আমি বলেছি যে ১৯৯৬–৯৭ইং ১৯৯৭-৯৮ এবং ১৯৯৮-৯৯ এবং ১৯৯৯ ২০০০ ইং সালের হিসাব এখনো আমরা চূড়ান্ত করিনি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গ্রস প্রফিটের পরিমাণ আছে। নীট প্রফিটের পরিমাণ আছে কিনা?

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা আপাতত নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয়।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-৫৩।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- স্যার, এডমিটেড কোশ্চেয়েন নাম্বার-৫৩।

প্রশ্ন নং ১. ২০০০-২০০১ ইং অর্থবর্ষে রাজ্যে কতটি পি. এইচ. সি. খোলা হবে, এবং কোথায় কোথায়।

উত্তর নং ১. ২০০০-২০০১ ইং অর্থবর্ষে আর্থিক সংগতির অভাবে রাজ্যে কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয় নাই। স্যার, এমনিতে কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় নয়। কিন্তু আগে থেকে যে সব পি. এইচ. সি. এর কাজ শুরু হয়েছে সব মিলিয়ে প্রায় ১৯টা পি. এইচ. সি. আছে। যেটার যেটার কাজ শেষ হয়ে যাবে সেগুলিই ওপেন করব এই অর্থবর্ষের মধ্যে। তার মধ্যে বিশেষত যেগুলি এখন পর্যান্ত শেষ হয়ে গেছে, আর কিছু অন্যান্য কাজের জন্য বাকী আছে সেগুলি হচ্ছে—সালেমা, রাজনগর, নলুয়া, বড়পাথরী, চেবরী এইগুলির কাজ শেষের পথে। এইগুলির কাজ শেষ হয়ে গেলে আমরা তাড়াতাড়ি এই গুলি ওপেন করার চেষ্টা করব।

প্রশ্ন নং ২. ২০০০-২০০১ ইং অর্থবর্ষে রাজ্যে মোট কতটি সাবসেন্টার খোলা হবে ?

উত্তর নং ২. ২০০০-২০০১ ইং অর্থবর্ষে রাজ্যে মোট ১১ (এগার)টি সাবসেন্টার খোলার পরিকল্পনা আছে।

শ্রীসমীর দেব সরকার :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমাদের খোয়াই মহকুমায় বিশেষ করে খোয়াই নদীর পূর্বপাড়ে সেখানে পাঁচ থেকে সাতটা গাঁওসভা আছে সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল। সেই গাঁওসভাগুলির মধ্যে দূর্গাপুর, দক্ষিণ দূর্গাপুর, শান্তিনগর, প্রমোদনগর, অসংমতাই এবং প্রেমসিংনগর এই ৬টা গাঁওসভায় প্রায় ২৫ হাজার লোক এদের জন্য নদীর পূবপাড়ে দূর্গাপুরে একটা সাবসেন্টার খোলার পরিকল্পনা আছে কিনা ? এটা গ্রামবাসীও জানিয়েছেন এবং বিধানসভার কমিটির মাধ্যমে এসেছে। এছাড়া আশারামবাড়ী খোয়াই শহর থেকে ১৮ থেকে ১৯ কি. মি. দূরে অবস্থিত। সেখান থেকে যাতায়াত করতে খুবই অসুবিধা। সেখানে প্রাক্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রী যখন ভিজিট করেছিলেন তখন এই রতনপুর গাঁওসভাতে একটা পি. এইচ. সি. খোলার কথা বলে এসেছিলেন। তখন আমিও সেখানে ছিলাম। এই তিনটা-দূর্গাপুর, আশারামবাড়ী এবং রতনপুরে পি. এইচ. সি. খোলা হবে কিনা ? সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- স্যার, আমরা সাবসেন্টার কোথায় কোথায় খুলব এখনো স্থান নির্ধারণ হয়নি এই ১১টা সাবসেন্টারের। বাজেটের পরে বসে স্থানীয় যে সব ডিমাণ্ড আছে এর

ভিত্তিতে প্রায়োরিটির ভিত্তিতে সেগুলি খোলার চেষ্টা করব। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব প্রস্তাবটি পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। তখন আমরা নিশ্চয়ই দেখব। আর যেটা পি. এইচ. সি-র জন্য বলেছেন তা এখনো কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা (সীমনা) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে গত আর্থিক বছরে ৪টা পি. এইচ. সি. শেষের পথে। আমার প্রশ্ন হলো নুতন ব্লক হেড কোয়াটারে অনেকগুলিতেই পি. এইচ সি. নেই। যেমন হেজামারা ব্লকের জন্য আমরা প্রস্তাব রেখেছিলাম ব্লকের পক্ষ থেকে। এই নতুন ব্লকে আলাদা করে একটি পি. এইচ. সি. খোলা যায় কিনা। এবং এই নতুন অর্থ বছরে খোলার জন্য সরকারের কোন চিন্তা ভাবনা করছেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি তো বলেছি যে কাজগুলো এগিয়ে চলছে আর্থিক অসংগতি তো আমাদের রাজ্যে এক বছরে বহু কাজ আমরা করতে পারি না। এই কাজগুলো শেষ হয়ে গেলে পরে, এর পরে আমরা নতুন জায়গা পি, এইচ, সি, খোলার চেষ্টা আমরা করব। এটা মাননীয় সদস্য জানেন যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে ২৫ দফা কর্মসূচী আছে, তাতে ভিতরের অংশগুলোকে চিহ্নিত করে ১০টি পি, এইচ, সি, খোলার চেষ্টা করছি। সবগুলোর কাজ চলছে এগুলো শেষ হলে নিশ্চয়ই আমরা নতুন ব্লক এলাকাতে দিতে পারব।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য জওহর সাহা মহোদয়।

শ্রীজওহর সাহা —: মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা যে, রাজ্যের বর্তমানে কতকগুলো সাব সেন্টার চালু রয়েছে? দ্বিতীয়ত হলো অমরপুরের বামপুর এটা কোন উগ্রপন্থী এলাকা নয়, ডালাক বাজার সেটা উগ্রপন্থী এলাকাটি উগ্রপন্থী কবলিত নয় এবং চেলাগাং-৩। সেখানকার ডিসপেন্সারী কিংবা সাব সেন্টারগুলোতে দীর্ঘদীন কোন ডাক্তার কিংবা অভিজ্ঞ সম্পন্ন লোক না থাকার ফলেই ঐ বিস্তৃর্ণ এলাকার বিশেষ করে উপজাতি অংশের মানুষ যারা চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পাশাপাশি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি সোনামুড়ার মতিনগরে জোট সরকারের আমলে প্রায় ২১ লক্ষ টাকা খরচ করে সেখানে একটি হাসপাতাল খোলা হয়েছিল। কাশীবাবুও এখানে আছেন এবং সেটার উদ্বোধন হয়েছিল। সেখানে ডাক্তার দেওয়া হয়েছিল এবং ৬টি বেডের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ডাক্তারদের জন্য কোয়াটার, নার্স ইত্যাদি দেওয়ার পরেও বর্তমানে মতিনগর হাসপাতালটি বন্ধ হওয়ার কারণ কি ?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- স্যার এগুলোর সঙ্গে তো এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। আলাদা করে প্রশ্ন করলে নিশ্চয়ই আমি বলতে পারব। এটার সঙ্গে কোন রকম সংগতি তো নেই। তবে মাননীয় সদস্য যখন জানতে চেয়েছেন তবে আমি এইটুকু বলতে পারি যে আমাদের চেলাগাং-এ যে ডিসপেনসারিটি আছে সেই ডিসপেনসারীতে নিশ্চয়ই আগে ডাক্তার ছিল এখন বিভিন্ন কারণে ওখানে

ডাক্তার থাকতে পারছেন না। সেখানে আমাদের একজন ফার্মাসিস্ট আছে। তিনি দেখাশুনা করছেন এবং সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট সময়ে অমরপুর হাসপাতাল থেকে ওখানে ডাক্তার গিয়ে সেগুলো কাভার করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে এবং সেই ভাবেই ইনস্ট্রাকশান আছে। আর অন্য যে সব সেন্টারগুলো আছে সব সেন্টার আমাদের ডাক্তার দেওয়ার কোন প্রভিশান নেই। ওখানে এম. পি. ডব্লিউ একজন মেইল আরেক জন ফিমেইল সেখানে থাকবে এবং তারা কাজ করবে। আর মতিনগরের কথা যেটা বলেছেন এটা কাশীরামবাবু জানেন মতিনগরে পি এইচ্ সি এটা করা হয়েছিল নিউ নরর্মস পি এইচ্ সি হিসেবে। নিউ নর্মস পি এইচ্ সি যেটা আছে সেটা হচ্ছে ৪টা অবজারভেশন বেড থাকবে এবং তাতে একজন মেডিক্যাল অফিসার থাকবে এই ক্ষেত্রে তাদের অব্জারভেশন করবে যতক্ষণ অব্দি রোগী সুস্থ না হয়। ফলে মতিনগরে একজন মেডিকেল অফিসারও সেখানে কর্মরত আছে এটা আমার যতটুকু জানা আছে এবং সেখানে নার্স'ও আছে নিউ নর্মস পি এইচ, সি, হিসাবে এবং এটা চলছে। এর পাশাপাশি কমল নগরে আছে, কল্যানগরে আছে সেই পি, এইচ, সি গুলো সঠিক ভাবে চলছে।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা সালেমা হাসপাতালে যে বিল্ডিংটি তৈরী হয়েছে সে বিল্ডিংটি কিন্তু এখানে ডাক্তার এবং নার্সদের কোয়ার্টারের অভাবে ঐ নতুন বিল্ডিংটা চালু করা যাচ্ছে না। কিন্তু হাসপাতালের বিল্ডিংটা তৈরী হয়ে গেছে, এখন যদি কোয়ার্টার তৈরী না হয় তাহলে কোয়ার্টার তৈরী হতে হতেই এই হাসপাতালের বিল্ডিংটা পুরোনো হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত. উপজাতিদের উন্নয়নে মূখ্যমন্ত্রী যে ২৫ দফা গুচ্ছ প্রকল্প এই প্রকল্পগুলোকে মাথায় রেখে ঐখানে একটা পি, এইচ, সি, এর কাজ শুরু করা হবে কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- স্যার, সালেমা পি. এইচ সি-তে আমি নিজেই পরিদর্শনে গিয়েছি। বাড়িঘর দেখেছি কনস্ট্রাকশানও হয়ে যাবে। ওখানে কোয়ার্টারের কোন ফেসিলিটি নেই। আমি তখন স্থানীয় লোকদের সাথে আলোচনা করেছি। ডাক্তার, নার্স, সরকারী কর্মচারীরা থাকতে পারে এই রকম কোন সরকারী আবাসন নেই এবং যে রকম দেখেছি ভাড়া নিয়ে যে থাকবে সেই রকম প্রোভিশানও নেই। সুতরাং এটা চালু করার জন্য দপ্তর চেষ্টা করছে এবং রেভেনিউ এর কিছু ভাঙ্গাবাড়ি ঘর ইত্যাদি আছে এইগুলিকে সাময়িক ভাবে মেরামত করে তার মধ্যে আমরা ব্যবস্থা করতে পারি কি না সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন জন এতে দখল করে আছে, তারপরে ভেক্যান্ট করে মেরামত করে ডাক্তারদের থাকার ব্যবস্থা খুবই কষ্টসাধ্য তবুও চালিয়ে যাচ্ছি। আর এই অর্থ বছরে হাউসিং স্কীমে হাউসিং বোর্ডের থেকে কোয়ার্টার করা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় এই গুলিকে প্রায়োরিটি দেওয়ার জন্য আমরা রিকিউজিশান দিয়েছি। গঙ্গানগর এবং জগবন্ধু পাড়া এই দুটি পি.এইচ.সি খোলার জন্য আমরা গত অর্থ বছরই টাকা দিয়ে দিয়েছি। সেটা পি. ডব্লিউ. ডি. বা

ডি. এম কে নির্দেশ দিয়েছি যাতে আর. ডি থেকে এইগুলি করে দেওয়া হয়, তাদের কাছে টাকা প্রেস করাও আছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মিঃ স্পীকার স্যার, প্রথম কথা হল "হেলথ্ ফর অল উইথ ইন্ ২০০০" এই শ্লোগান দিয়ে এখন পর্যন্ত যতগুলি পি. এইচ.সি হয়েছে এটা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম।

১৯৯১ সালের জনসংখ্যা অনুপাতে এখন কম করেও ৫০টা পি. এইচ সি. ১০টা রুরাল হসপিটাল থাকার কথা। আর ২০০০ সালের জনসংখ্যা হচ্ছে ৩৫ লক্ষ, এই হিসাবে এখানে ৭০টি পি, এইচ, সি, এবং ২০টি রুরাল হসপিটাল দরকার। এইভাবে পরিকল্পনা করে অগ্রসর হবে কিনা? ২নং হচ্ছে মনু এবং আমবাসাতে যে হসপিটাল আছে, আমবাসাতে নয়, ঠিক এটা হচ্ছে কুলাইয়ে। এটা কনজেসটেড কাজেই এই দুটি এরিয়াতে রুর‍্যাল হসপিটাল করার কোন পরিকল্পনা নেওয়া হবে কি না? এবং ২০,০০০ লোকের জন্য (উপজাতি) যে একটা হসপিটাল করা এই ফর্মুলা কার্যাকরী করে প্রণব বাবুর প্রস্তাব এবং অন্যান্য জায়গাতে দরকার আছে এইগুলি করবেন কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবু যে হিসাবটা করেছেন এটা শুধু আমরা জনসংখ্যার নিরীখেই নয়, ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি থেকে আমাদের এখানে ১৩০টা পি. এইচ. সি. করতে হয়। এখন পর্যন্ত আমাদের ৫৯টা শেষ হয়েছে। এবছর আমাদের হাতে আরও ১৯টা আছে। এইগুলি যদি হয় তাহলে আমরা আপ্ টু ৭৮ এ পৌঁছতে পারব। এইগুলি শেষ হয়ে যাবে। তার পরে টাকা পয়সার সঙ্গতি হলে তো আমরা নিশ্চয়ই করতে পারব। এখন আমাদের ১০টা রুর‍্যাল হসপিটাল আছে। প্রতিবছরই আমরা একটা দুইটা করে করছি। যেমন গত বছর আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ২টা করব এবার আবার ৩টা রুর‍্যাল হসপিটাল করব সেইগুলি এখনও ঠিক হয়নি। ২০০০ সালের জন্য স্বাস্থ্য এটা আমাদের শ্লোগান আছে, ২০০০ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য বলতে শুধু হসপিটাল বোঝায় না। স্বাস্থের বিষয়টা অন্যান্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত আছে। এটা তো হসপিটাল করা বোঝায় না। টাকা পয়সার সঙ্গতি হলে আমরা নিশ্চয়ই করব। সুতরাং এটা তো হাসপাতাল করা বোঝায় না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ আপনি বলুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— অনেক হয়েছে এটা গত কালকে হয়েছে।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) :— স্যার, মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জানাবেন কিনা যে, গ্রামীণ হাসপাতালগুলি রয়েছে, তার পরিকাঠামোর দিক থেকে একটা গ্রামীণ হাসপাতালে অনুসৃত নীতি মোতাবেক, নির্দেশিকা মোতাবেকে কি ধরনের ব্যবস্থা এবং চিকিৎসা সহ অন্যান্য স্টাফ থাকা আবশ্যক। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : হ্যাঁ, স্যার, এটা তো আমাদের দপ্তরের একটা নির্দিষ্ট গাইড লাইন আছে। এতে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের সাথে অন্তত গ্রামীণ হাসপাতাল বা কমিনিটি হাসপাতাল হেল্‌থ সেন্টার বলে যাই থাকুক সেইগুলি হয়ে থাকে। এবং এর মধ্যে ৩টি স্পেশালিষ্ট লোক সহ ম্যাডিকেল অফিসার সহ ৬ জন মেডিক্যাল অফিসার থাকবে। এই রকম সিদ্ধান্ত আমাদের দপ্তরের রয়েছে। কিন্তু মাননীয় সদস্য যেটা জানতে চেয়েছেন তার উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারছি। আমাদের তো লোকসংখ্যা অনুযায়ী কিছু সর্টেজ আছে। স্পেশালিষ্ট এখনো সব জায়গায় দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠছে না। আমাদের জানা আছে সব জায়গায় যাতে স্পেশালিষ্ট দেওয়া যায় আমরা সেই চেষ্টাও করছি।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : সাপ্লিমেন্টারী, ১৯৯২ ইং সালে ছেছুয়া এবং তৈতুতে মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীরাম রিয়াং তৎকালীন স্বাস্থ্য মন্ত্রী ছিলেন। উনি দুটো ফাউণ্ডেশন স্টোন উদ্বোধন করেছিলেন প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টারের জন্য এবং দুই জায়গাতে ৫ কানি করে দুই জন থেকে ভূমি দান করেন। ছেছুয়া এবং তৈতু সেখানে বিরাট কাঁঠালের বাগান ছিল এবং ছেছুয়াতে ভাল জমি পাঁচ কানি করে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯২ ইং সালের পরে এটা গ্রহণ করে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী বিমল সিংহা উনি এখন প্রয়াত। উনি আমার বন্ধু উনার সঙ্গে যখন আলাপ হয়েছিল উনি বলছেন যে "৯৮ বা ৯৯ ইং সালে অবশ্যই করব"। উনি মারা যাওয়ার পর বর্তমানে যিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রী উনি আমার শিক্ষক। আমি উনার কাছে অনেক বার অনুরোধ করেছি। এখন সেখানে কৃষি পর্যন্ত হয় না। বিমলবাবুতো বলে গেছেন যে টাকা সংকুলান আছে। তাই মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি না, আপনি সেই ভূমিকা নিতে যাচ্ছেন কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : স্যার, ছাত্র অবস্থায় দুষ্টামী করে এবং দুষ্টামী থাকে কথাবার্তা ঠিক রাখে না। বড় হয়ে গেলে দায়িত্বশীল হতে গিয়ে দুষ্টামী করা তা এটা ঠিক নয়। করা উচিতও না। তাহলে তো ছাত্র অবস্থায় যাই হোক না সুনাগরিক হওয়ার লক্ষণই তো পরিস্ফুট হওয়া। সুতরাং সেই জন্যই এটা বাদ দেওয়া ভাল। মাননীয় সদস্য সেই বিষয়টি আমার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। আমি তাঁকেও বলেছি এই কথা, প্রয়াত বিমল সিংহা কি বলেছেন তা তো আমার জানা নেই। কারণ দপ্তরে তো এই ধরনের কোন রেকর্ড নেই। ব্যক্তিগত কথা তো অনেক বলা যায়, কিন্তু কি বলেছে তা আমার জানা নেই। উনি যখন বলেছেন, আমিও নাকি বলছি আমাদের টাকা সংকুলান হলে ছেছুয়াতে নিশ্চয়ই একটা যাষ্টিকাই করে দেখব দূরত্ব ইত্যাদি আছে। সেটা মাননীয় সদস্যকে আমি বলছি এই ধরনের হবে। তখন আমরা করব বলছি তো।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ (আগরতলা) :- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং-৫৮।

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং-৫৮।

প্রশ্ন

1) What are the identified slum pockets in Agartala Municipal Area ?

2) What are the main featuers taken into consideration for identifying slum areas ?

3) Whether any such areas have been left out which ought to have been declared as slum pockets ?

4) If so, what are the reasons ?

উত্তর

১। আগরতলা পৌর পরিষদ এলাকার মোট ১৬টি বস্তি এলাকা আছে, যথা :

১) শিবনগর, দক্ষিণ ধলেশ্বর (মালিবস্তি)। ২) বিবেকপল্লী। ৩) টাউন প্রতাপগড়। ৪) উত্তর বনমালীপুর। ৫) সুকান্ত কলোনী (বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগার)। ৬) নূতন বোধজং স্কুলের বিপরীত এলাকা। ৭) রবিদাস পাড়া (পশ্চিম জয়নগর)। ৮) বটতলা ও শ্মশান ঘাটের মধ্যবর্ত্তী স্থান। ৯) ঋষি কলোনী (উজান এবং ভাটি অভয়নগর)। ১০) রামপুর (কালিকাপুর এবং রঞ্জিৎনগর)। ১১) মোল্লাপাড়া (বিটারবন)। ১২) অভয়নগর দাস কলোনী (কাটাখালের নিকট)। ১৩) জ্যোতির্ময় কলোনী এবং লেনিন কলোনী (ক্যানসার হাসপাতালের নিকট)। ১৪) ভট্টপুকুর। ১৫) পশ্চিম প্রতাপগড়। ১৬) জগহরিমুড়া।

২। যে সমস্ত এলাকায় জীর্ণ বাসস্থান রয়েছে, পানীয় জল, বিদ্যুৎ সরবরাহ, রাস্তাঘাট, নর্দমা জনস্বাস্থ্য ইত্যাদির পরিসেবা অপর্যাপ্ত এবং এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে সেই সমস্ত এলাকাকে বস্তি এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

৩। আগরতলা পুর পরিষদ কতগুলি নূতন এলাকাকে বস্তি হিসাবে ঘোষণা করার বিষয়টি বিবেচনা করছে।

৪। আগরতলা ও অন্যান্য শহরের নূতন এলাকাকে বস্তি হিসাবে চিহ্নিত করার বিষয়টি পরীক্ষা করা হচ্ছে।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ২নং প্রশ্নের উত্তরে যে সমস্ত উত্তর দিয়েছেন যে জীর্ণ বাসস্থান, দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারীরা পানীয় জলের যেখানে সুব্যবস্থা নেই এই সমস্ত এলাকাকে আপনারা স্লাম পকেট হিসাবে ধার্য করেন। এখন কাটা খালের নদীর পাশে পুরোটাই স্লাম এরিয়া আশ্চর্যাজনক হচ্ছে। ভাটি অভয়নগরের পর থেকে ক্যান্টেনমেণ্ট রোড থেকে ইন্দ্রনগর

এই কাটা খালের পুরোটাই যারা বসবাস করছে এদেরকে স্লাম পকেট হিসাবে ধার্য্য করা হয়। এজ এ রেজাল্ট কেন্দ্র থেকে যে বিভিন্ন স্কীমে যে টাকা আসছে তা দিয়ে জায়গাগুলোর উন্নয়ন হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী এই যে ডিফারেন্সটা এন আইডেন্টিফাই ইজ এ স্লাম পকেট ফর ম্যানি ইয়ারস। এই সবের কি কারণে এবং কবে নাগাদ হবে চিন্তা ভাবনা আছে কেন্দ্রীয় বিভিন্ন টাকার What is the barg declaring this area as a slum pocket. Though deep tubewell also are lying the below poverty line. They are also suffering from shortage of drinking water. There is no draining system. This barg is maintained to identify the slum areas and as a result various funds of Central Government sponsor schemes are not being property of those slum areas which is going to be declared as slum areas.

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) :- স্যার, আমি বলছি যে আগরতলা পৌর পরিষদ এলাকার মধ্যে আরো কতগুলো স্লাম এলাকা ঘোষণা করার জন্য তারা চিন্তা ভাবনা করছেন এবং সেখানে বর্তমানে আরো প্রায় ১৫টি স্লাম এলাকা রয়েছে। তারা আরো প্রায় ১৬টি এলাকাকে স্লাম এলাকা ঘোষণা করার জন্য চিন্তা ভাবনা করেছেন এবং তার মধ্যে টোট্যাল লোকেশানটা পরিস্কার জানা নেই। ঐ নামগুলি পড়লে আমার ধারণা বাকি যে বস্তী এলাকা ঘোষণা করার মত রয়েছে সেগুলি কাভার হবে বলে আমার ধারণা। পৌর পরিষদ যেগুলি দিয়েছেন যেমন বিদ্যাসাগর পল্লী, রবিদাস পাড়া, ট্রাইবেল পাড়া, ওমেসিং কলোনী, হাওড়া নতুন পল্লী, মাষ্টার পাড়া, হরিজন কলোনী (ফরেষ্ট অফিসের নিকট) লেলিন কলোনী, জ্যোতির্ময় কলোনী, শরৎ পল্লী, মালঞ্চনগর (শ্যামলী বাজার)। আগরতলা পৌর পরিষদের যে লিষ্ট সেগুলি আমি বলছি। কলেজ লেক, মালঞ্চনগর (শ্যামলী বাজার), কলেজ লেক, এম. বি. বি. কলেজের দক্ষিণ পাড়, রাধানগর (মন্দিরের কাছে), কুলি বস্তী (ইটখলা বোধজং দীঘির পাড়), গোলচক্কর, জয় দুর্গা পাড়া, এবং শশ্মানঘাট হইতে ইন্দিরা কলোনী, বিদ্যাসাগর কলোনী পর্যন্ত। এই ১৬টি এলাকাকে নতুন করে স্লাম করার জন্য আগরতলা পৌর পরিষদ প্রস্তাব করেছেন।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আইডেন্টিফাইড্ স্লাম পকেট আগরতলা মিউনিসিপালিটি এরিয়ায় আছে এদের উন্নয়নের জন্য সেন্ট্রাল গভঃমেন্ট থেকে কত টাকা কি কি স্কীমে কত দিয়েছে ? আর বাকী যে প্রস্তাবিত নামগুলি আপনি বলেছেন সেই প্রস্তাবগুলিতে সেন্ট্রাল গভঃমেন্টের স্কীমের আওতার মধ্যে এই স্লাম পকেটগুলিতে উন্নয়নের সম্ভাবনা আছে মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা ?

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) :- এই ষোলটা স্লাম এলাকার জন্য কত টাকা খরচ করা হয়েছে সেটা এখন আমার কাছে নেই। আমি এটা বলতে পারি যে আসলে এই স্লাম্ এলাকাগুলি নগর

পঞ্চায়েত বা পৌরসভা এলাকার মধ্যে মূল সমস্যা। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য যে পরিমাণ টাকার দরকার সেই তুলনায় টাকার পরিমাণ অনেক কম এটা বলা যায়।

শ্রীমধুসূদন সাহা (বনমালীপুর):- স্যার, স্লাম্ এরিয়ার জন্য কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচী যদি থাকে সেই কর্মসূচীগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং তার মধ্যে স্পেন্ট মানি কত?

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী):- গত বছর স্লাম এলাকার জন্য ২৫ লাখ টাকা বরাদ্ধ দিয়েছে। সেই টাকাগুলি থেকে আইডেন্টিফাইড্ করে পানীয় জল, ড্রেনেজ ক্ষেত্রে কি কি কাজ করবেন তারাই এইগুলি ঠিক করেন। পানীয় জল, পয়প্রণালী তাদের যে হাউসিং স্কীম এই গুলি করেন।

মিঃ স্পীকার:- মাননীয় সদস্য সুধন দাস।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ:- স্যার কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে স্লাম্ পকেটের জন্য?

মিঃ স্পীকার:- উনি বলেছেন ২৫ লাখ টাকা পৌরসভায় দেওয়া হয়েছে ইমপ্লিমেন্ট্ করার জন্য।

শ্রীরতনলাল নাথ:- এখানে কি কি স্কীম আছে স্যার?

মিঃ স্পীকার:- মাননীয় সদস্যগণ, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, ২৫ লক্ষ টাকা পৌর পরিষদকে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন কাজ করার জন্য।

শ্রীরতনলাল নাথ:- এখানে এমন কোন মন্ত্রী আছেন কি? যারা তাঁদের দপ্তরের যেসব স্কীম নিয়েছেন তার নাম বলতে পারবেন না?

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ:- স্বর্ণ জয়ন্তী ইত্যাদি ইত্যাদি নানা রকম স্কীম আছে, আপনি একটি স্কীমেরও নাম বলতে পারবেন না?

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী): হ্যাঁ, স্বর্ণ জয়ন্তী স্কীম আছে।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ:- স্যার, এটাতো আমি বললাম।

মিঃ স্পীকার:- ঠিক আছে। আর দরকার নেই। মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস।

শ্রীসুদন দাস:- স্যার, আমার অ্যাডমিটেড স্টর্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৬৮।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী):- মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-৬৮।

প্রশ্ন

১ ইহা কি সত্য যে, ডাক্তারদের বিভিন্ন গ্রেডে এস. সি, এস. টি. দের পোষ্ট শূণ্য আছে,

২। যদি সত্য হয়, তবে কোন্ গ্রেডে কয়টি এস. সি. পোষ্ট শূন্য আছে,

৩। শেষ কবে (লাষ্ট প্রমোশন) বিভিন্ন গ্রেডে প্রমোশন হয়েছে, (গ্রেড ভিত্তিক পৃথক হিসাব)

৪। গ্রেড ফাইভ থেকে গ্রেড ফোর-এ এস. সি., এস. টি. ডাক্তারদের প্রমোশন হচ্ছে না কেন ?

উত্তর

১। ইহা সত্য যে গ্রেড-৫ থেকে গ্রেড-১ (ওয়ান)-এ এস. সি. ও এস. টি. পোষ্ট খালি আছে।

২। গ্রেড ভিত্তিক এস, সি, ও এস, টি, শূন্য পদের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

গ্রেডের নাম	শূন্য পদের সংখ্যা	
	. সি.	এস, টি.
গ্রেড-৫ (ফাইভ) ঐ (এম, ডি, অ্যাক্স ক্যাডার)	২৫	১১১
ঐ (এম, ডি, অ্যাক্স ক্যাডার)	৪	১২
গ্রেড-৪ (ফোর)	১	২০
গ্রেড-৩ (থ্রি)	১	৫
গ্রেড-২ (টু)	২	৪
গ্রেড-১ (ওয়ান)	১	১

৩। গ্রেড ভিত্তিক শেষ প্রমোশন দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে—

গ্রেড—৪ (ফোর)	১৪-১১-৯৫ ইং
গ্রেড— ৩ (থ্রি)	২৩-০২-৯৬ ইং
গ্রেড—২ (টু)	১৭-০৩-৯৯ ইং
গ্রেড—১ (ওয়ান)	১৪-০৬-৯৯ ইং

৪। গ্রেড—৫ (ফাইভ) থেকে ৪ (ফোর) প্রমোশন পূর্বে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে শূন্য পদগুলি পূরণের জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

শ্রীসুধীর দাস :— এখানে মাননীয় মন্ত্রী যে তথ্য দিয়েছেন, এতে মাননীয় মন্ত্রী স্বীকার করেছেন, এস, সি, এবং এস, টি, ডাক্তারদের প্রমোশনের পদ শূন্য আছে। তাদের সংখ্যাও দিয়েছেন। ১৯৯৫ এবং ১৯৯৬ ইং সালে গ্রেড থ্রি এবং গ্রেড-ফোর-এর লাষ্ট প্রমোশন হয়েছে। এই গ্রেডে উপযুক্ত প্রার্থী থাকা সত্বেও কেন তাদের প্রমোশন দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে পরিষ্কার করে বলবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, প্রমোশনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু বিধান মেনে চলতে হয়। আমরা মোটামুটি টি. পি, এস, সি,-এর মাধ্যমে কনফার্ম করি। ডিপার্টমেন্টে কিছু এডহক বেসিসে প্রমোশন হয়। ২টি প্রমোশন এডহক বেসিসে এক সঙ্গে হয় না। এতে পরবর্তী স্তরে

প্রমোশনের ক্ষেত্রে অসুবিধে হয়ে যায়। এটা দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। আমরা সে জন্যে চেষ্টা করছি, এই অসুবিধা কাটিয়ে উঠার জন্য। সেজন্যে প্রতিটি গ্রেডে যাদের কনফারমেশন হয় নি সেগুলি আমরা টি, পি, এস, সি-এর কাছে পাঠিয়েছি কনফার্মেনেশনের জন্যে। সে জন্যেই আমি বলেছি, তাদের প্রমোশন দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রার্থী নেই (বিশেষ করে এস, টি, দের ক্ষেত্রে)। সে জন্য অসুবিধে হচ্ছে।

শ্রী জয়গোবিন্দ দেব রায় (রাধাকিশোরপুর) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে সমস্ত এস, টি, পোষ্টের প্রমোশন দেওয়া যাচ্ছে না এস, টি, ডাক্তার না থাকায়, সেগুলি ডি-রিজার্ভ করার কোন প্রশ্ন সরকারের সামনে আছে কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— আরেকটা হচ্ছে আমাদের এখান থেকে মেডিক্যাল পড়তে যারা যাচ্ছেন তাদের মধ্যে এস. টি. ছাত্রের সংখ্যা কম নয়। প্রায় ২০ জনের মত এস. টি. মেডিক্যালে পড়াশুনা করছেন। এস. টি, মেডিক্যাল অফিসারদের অনেক পোষ্ট খালি আছে। আমাদের এখানে ৮১১টা ক্যাডার পোষ্ট এস. টি-দের জন্য রয়েছে। তার মধ্যে ৭০০ মত ম্যানিং পজিশানে আছে। আর অন্যান্যগুলি খালি আছে। টেম্পোরারী ভাবে এগুলিতে নিয়োগ করা যায় কিনা এটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আমাদের হাসপাতাল যা হচ্ছে তাতে নূতন করে মেডিক্যাল অফিসারের পোষ্ট ক্রিয়েট হচ্ছে না। সেই জন্য টেম্পোরারী পিরিয়ডের জন্য কিছু পোষ্ট ডিরিজার্ভ করা যায় কিনা বিভিন্ন নিয়ম কানুন ইত্যাদি মেনে—এখানে এস. সি. দপ্তর আছে, এস. টি দপ্তর আছে তাদের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়। তাদের অনুমতি পেলে আমরা বিচার বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা ঠিক কিনা যে, ১৯৯২ইং সালের পর এস. সি এবং এস. টি ডাক্তারদের এপয়েন্টমেন্ট টি. পি. এস সি-র মাধ্যমে হয় নি, সবাইকে এডহক বেসিসে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে ? ৯২ইং সালের পর যাদের এপয়েন্টমেন্ট হয়েছিল টি. পি. এস. সি বা এডহকেই হোক যাদের রেগুলেরাইজ করা হয়েছে ৮ বছর পর, এখনও তারা প্রমোশান পাননি। এর কারণ জানাবেন কি ? অন্যান্য দপ্তরে যেমন টি. পি. এস বা টি সি. এস-দের ক্ষেত্রে ৭ বছর পরই কিছু প্রমোশান হয়েছে। কিন্তু ডাক্তারদের ক্ষেত্রে ৮/৯ বছর পরেও তাদেরকে গ্রেড ফাইভ থেকে গ্রেড ফোর-এ উন্নীত করা হয় নি। এর ফলে এস. টি ডাক্তাররা ডিপ্রাইভ হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি ডাক্তারদের প্রমোশানের বিষয়টি অলরেডি প্রসেস করেছি আমাদের এস. টি এবং এস. সি মেডিক্যাল অফিসারদের জন্য পোষ্ট আছে। তাদের সুবিধার জন্যই আমরা এডহকে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হচ্ছে। ডাক্তাররা পাশ করে এসে যাতে তাদের বসে থাকতে না হয় তার জন্যই তাদেরকে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছে।

এখন তাদেরকে যদি টি. পি. এস. সি-র মাধ্যমে নিয়োগ করতে হয় তাহলে টি. পি. এস সি এডভার-টাইজ করবে, পরে সে অনুযায়ী ইন্টারভিউ নেবেন, ইন্টারভিউ নিয়ে প্যানেল তৈরী করে আমাদেরকে দেবেন। এতে অনেক সময় নেয়। তাই আমরা চেষ্টা করি ডাক্তারদের যাতে বেকারত্ব ভোগ করতে না হয়। তারা যখন পাশ করে আসবে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে প্রসেস করার চেষ্টা করি। এস. টি-দের ক্ষেত্রে এখনও করে যাচ্ছি রেগুলারাইজ করতে হলে নির্দ্দিষ্ট কতগুলি ক্রাইটেরিয়া আছে। টি. পি. এস. সি সেগুলি মেক আপ করে তারপর করে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— ক্রাইটেরিয়া আছে যে উইদিন ওয়ান ইয়ার টি, পি, এস, সি ফেস করতে হবে। কিন্তু এই সমস্ত ডাক্তাররা ৯৫ থেকে ২০০০ সাল এই পাঁচ বছর পর্য্যন্ত এখনও এডহকে আছেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, ডিপার্টমেন্টালী কিছু বিষয় থাকে সেগুলি প্রমোশানের ক্ষেত্রে বার বার চেষ্টা করেও ক্লীয়ার করা যাচ্ছেনা।

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১) গ্রেড ওয়াইজ এস, টি ডাক্তারদের যে কোটা আছে এটা ঠিক ভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে কিনা? ২) গ্রেডওয়াইজ যারা স্পেশালিষ্ট ডাক্তার আছে তাদেরকে কমলপুর, কৈলাশহর, গণ্ডাছড়ায় ট্যান্সফার করা হয়, সেখানে স্পেশ্যালিষ্ট ডাক্তারদের পোষ্ট নাই। এরকম কয়জন এস, টি ডাক্তারকে ট্র্যান্সফার করা হয়েছে? ৩) কতজন এম, বি, বি, এস পাশ করা ডাক্তারকে এখনও সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি? ৪) এস, টি. এবং এস, সি ডাক্তারকে সুপারসীড করা হয়েছে এরকম কোন এগজাম্পাল আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, সুপারসেশানের কোন এ্যাগজাম্পল নেই। এস, সি এবং এস, টি ডাক্তার যারা আছেন তারা আগেই প্রমোশান পান। ইউ, আর যে সমস্ত ডাক্তাররা আছেন তারা ১৭/১৮/২০ বছর ধরে স্টেগনেশানে আছেন। সুতরাং সুপারসেশানের কোন প্রশ্নই উঠেনা। দ্বিতীয় হচ্ছে গ্রেড ওয়ান পোষ্টে রিজারভেশান ঠিক আছে, এখনও খালি আছে। কারণ উপযুক্ত প্রার্থী নেই। প্রার্থী আসলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা পেয়ে যাবে এবং তারা কোয়ালিফাই করলেই পেয়ে যাবে। এই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নেই, মাননীয় সদস্যের কাছে যদি এই রকম তথ্য থাকে তাহলে আমি অনুরোধ করব সেটা দেবার জন্য। আমরা দেখব যারা যে যে গ্রেডে স্পেশালিষ্ট এই স্পেশালিষ্টদের এমন ভাবে বদলি করা হয়েছে কিনা যেখানে কাজ করার স্কোপ নেই। এই রকম কিছু আমার জানা নেই। যদি মাননীয় সদস্যের জানা থাকে তাহলে আমাকে স্পেসিফিক জানাবেন নিশ্চয়ই দেখব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, স্পেশালিষ্ট

পোষ্ট ফর এস. টি এই ভেকেন্ট পোষ্টগুলি ফিল-আপ করার জন্য জেনারেল এম. বি. বি. এস. যারা আছেন তাদের বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রায়রিটি দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা আমরা দিচ্ছি। আমরা যখন পড়তে পাঠাই তখন প্রায়রিটি দেওয়া হচ্ছে এবং যা পারসেনটেজ আছে তা দেওয়া হয়।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা : - সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সেটার রিজারভেশন তো নেই।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— কেনডিডেট পাঠানোর সময় আমরা ঐ পারসেনটেজ মিলিয়ে পাঠাই।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস (বামুটিয়া) : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যারা ডাক্তারী পাশ করে এসেছে তাদের যাতে বসে থাকতে না হয়, তার জন্য খুব দ্রুত কাজে যোগদানের জন্য এডহক বেসিসে নেওয়া হয়। কিন্তু টি. পি. এস. সি-তে দিলে সে ক্ষেত্রে অনেক দেরী হয়। কারণ ইন্টারভিউ নিয়ে তাদের চাকুরী দিতে হয়। এটা এই সরকারের তরফ থেকে বা দপ্তরের তরফ থেকে টি, পি, এস, সি-র কাছে যে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল সেই প্রস্তাব কবে পাঠানো হয়েছিল এবং পাঠানোর পরও যেখানে টি, পি, এস, সি-র কার্যকরী ব্যবস্থা নেই সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, লাষ্ট প্রপোজ্যাল বোধহয় তিন চার মাস হবে গিয়েছে আমার জানা মতে। টি, পি, এস, সি তারা তো নিজস্ব একটা সাংবিধানিক সংগঠন, তারা নিজস্ব প্রসেস অনুযায়ী সমস্ত কিছু করেন। এটা তো শুধু হেলথ্ ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার নয়, রাজ্যের ডিপার্টমেন্টগুলির যেগুলি সেখানে যেতে হয় সেই অনুযায়ী তারা করেন। মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয়কুমার রাংখলের লাষ্ট সাপ্লিমেন্টারী যেটা ছিল সেটা দিতে আমি ভুলে গেছি। উনি সাপ্লিমেন্টারীতে জানতে চেয়েছিলেন এই রকম কতগুলি এস. টি এবং এস. সি সীট যারা পাশ করে এসে চাকুরী পাননি। আমার কাছে এই রকম ৯টি দরখাস্ত আছে এবং সেই দরখাস্তগুলি অলরেডি প্রসেস, তারা ইতিমধ্যে পেয়ে যাবে।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্ন পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলির লিখিত উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXURE—'A'

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— গতকাল একটা ব্যাপার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী AIR 1987 অন্ধ্র প্রদেশের একটা কেসের রেফারেন্সের বই আমাকে দিয়েছিলেন, তাতে আমি কনফিউজড্

হয়েছিলাম। কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বইটা 'ল্য, ডিপার্টমেন্টের লোকরা উনাকে দেখে দিয়েছেন। উনি যে কথাটা বললেন একর্ডিং টু কমিশনার এনকোয়ারী অ্যাক্ট, ১৯৫২ ইং অনুসারে সাব সেকশান ফাইভ অনুসারে ইট ইজ ভেরী মাচ কারেক্ট। আমি এই জায়গায় বলছি 'ল্য' ডিপার্টমেন্টের স্টাফ যারা উনাকে এই প্রশ্নের উত্তরগুলি রেডি করে দিয়েছেন ইট ইজ এসট্রোনিষ্ট, যেসব সেকশান ফাইভ এ্যাণ্ড সাব সেকশান সিকস্ যেটাকে ফাইভে বলা হয়েছে। কিন্তু সাব সেকশান ফোরে যেটা আছে সেটা মেণ্ডেটরি হবে না। কমিশন অব্ ইনকুয়িরিস অ্যাক্ট, ১৯৫২ ইং তিন নং ধারার পাঁচ উপধারায় বলা হয়েছে In case of person the Provision of sub-section (4) shall not apply if the appropriate Government is satisfied in the interest of sovereignity and intigrity of India, the security of the state & Friendly relations with foregin states or in the public interest.

এই পাবলিক ইন্টারেস্ট দেখিয়ে সাব-সেকশান ফাইভ অনুসারে বলা হয়েছে যেহেতু কেসটা চলছে, তাই এটা যাতে হেল্পফুল না হয়। কাজেই এই রিপোর্ট এখন প্রকাশ করা যাবে না। অ্যাস্টনিশিংলি, এ. আই. আর ম্যানুয়েলে সাব সেকসান-৫ এবং ৬ হ্যাজ বিন ওমিটেড। তার মানে কি? সাব সেকসান-৪ ইনপ্লাই স্টিল। সাব সেকসান-৪ এটা ১৯৭৮ইং-এ আর এটা হচ্ছে ২৮-৮-১৯৮০ইং-তে। সাব সেকসান ৫ এবং ৬মিটেড। এখানে দেওয়া আছে Substituted for the words the House of the People or, as the case may be, the Legislative Assembly of the State by the Commissions of Enquiry (Amendment) Act (19. of 1990)

২৮-৮-১৯৯০ ইং-এ সাবসেকশান ৫ এবং সাব সেকশান-৬ওমিটেড। এখানে বলা আছে During the course of evidence given before the Joint Committee, it was brought to their notice that many a time reports of Commissions of Inquiry on important issues of national interest could not see the light of the day even though considerable money from public funds had been spent thereon. The Joint Committee, therefore, considered if necessary that a specific provision should be made in the Act requiring the appropriate Government to cause the report of every Commission of Inquiry to be laid before the House of the People or the Legislative Assembly, as the case may be together with a memorandum in regard to the action taken thereon, within a period of six months from date of the submission of the report. The new sub section 4 to section 3 of the Act seeks to give effect to this recommendation of the Joint Committee. এটা ১৯৯০ ইং-এ সাব সেকশান ৫ এবং সাব সেকশান ৬ ইজ নো মোর একজিসটেন্স ইট হ্যাজ

বিকাম নাউ মেনডেটরী। সাব সেকশান-৪-এ ক্লিয়ারলি বলা আছে The appropriate Government shall cause to be laid before the House of the People or, as the case may be, the Legislative of the State, the report if any, of the Commision on the inquiry made by the Commission under sub-section (1) together with a memorandum of the action taken thereon, within a period of six months of the submission of the report by the Commission to the appropriate. Government.

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন রিপোর্ট প্রকাশ করছেন না, কি আছে রিপোর্টে আমরা জানিনা। তবে ফ্রম ভেরিয়াস সোর্স আমরা জানতে পেরেছি, এই মন্ত্রিসভার বিভিন্ন সদস্য একটা কনসপিরেসির সংগে যুক্ত ছিল যার দরুণ বিমল সিনহা হত্যাকাণ্ডের রিপোর্ট চাপা দেওয়া হচ্ছে। বিমল সিনহা ২৯, ৩০ এবং ৩১ তারিখ কমলপুর সাব-ডিভিশানে ছিলেন। ইন দি স্টেটমেন্ট রেকর্ডেড বাই দি ও, সি কমলপুর, পুলিশ স্টেশান, উনি বলেছেন কমিশনারের কাছে মাননীয় বিমল সিনহা মহোদয় ২৯ এবং ৩০ তারিখে কমলপুরে ছিলেন। আমাদের কাছে এরকম কোন তথ্য নেই। স্যার, বিমল সিনহার বাড়ী পুলিশ ষ্টেশান থেকে ১ ফার্লং দূরত্ব নয়।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য, শুনুন, আপনি শুধু একটা পয়েন্ট ক্লিয়ার হওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করেছিলেন, আমি আপনার রিকোয়েস্ট রেখেছি।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ ঃ— স্যার, সাব-সেকশান ৫ এবং ৬ অমিটেড। স্যার, শ্যামাচরণবাবু একটা মোশান এনেছেন, তাহলে এটার উপর আলোচনা হোক। এটা অ্যাকসেপ্ট করুন। এখানে আইনের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে আমাদের আওয়াজকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এটা-ত হয়না স্যার।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— রুল ৯৪-এ আমি গতকাল একটা মোশান এনেছিলাম।

মিঃ স্পীকার :— এটা যদি আইনসিদ্ধ হয়, তাহলে আগামীকালকে আসবে। আজকে-ত কোন মোশান নেই।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— কিন্তু আমরাতো আজকের জন্য মোশান দিয়েছিলাম।

মিঃ স্পীকার ঃ— না, কোন মোশান নেই, কোন মোশনতো মুভ করা নেই।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, এরকম হলে আমরা কোথায় যাব? আপনার এখানের ফর্মালিটিস কি, সেক্রেটারীর কাছে কিভাবে মোশান জমা দিতে হয়। উনি সেক্রেটারীর কাছে মোশান জমা দিয়েছেন। নেই মানে কি, এটা কি ধরণের কথা। ডিরেক্টতো আপনার হাতে জমা দেওয়ার কোন স্কোপ নেই। উনি মোশান এনেছিলেন গতকালকে এবং জমা দিয়েছিলেন সিডিউল টাইমে।

মিঃ স্পীকার :— না না, সিডিউল টাইমে হয়নি তো, টাইম কাভার করেনি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, রুলস ৯৪-এ মোশান আনতে কোন সময় লাগে না, সিডিউল টাইম লাগে না।

মিঃ স্পীকার :— না, না। মোশান যে প্রসিডিউরে আনার কথা যদি সেটা না থাকে তাহলে কি করে হবে ?

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—না না, এটা হয় না।

মিঃ স্পীকার :— আপনি আমার চেম্বারে আসুন, আসলে আমি বলে দেব।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— রুলসে যা লেখা আছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— আপনি বলছেন প্রসিডিউরে কাভার করে না। আপনি বিষয়টাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন তো, আপনিও যাবেন, এই হচ্ছে সিস্টেম। আর এদিকে স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা এখানে তুলেছেন উনিতো এটা হায়দ্রাবাদের একটা কেসের কথা তুলেছেন। হায়দ্রাবাদে তিন জন সদস্যের হাইকোর্টের রায়, ইট ইজ নট মেণ্ডেটরী। আমাদের এটা অ্যাক্সেপ্ট করতেই হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলছেন, আপনি বসুন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গতকালকে আমি যে কেসের রেফারেন্সটা এখানে উল্লেখ করেছি আমি নিজেই বলেছি যে, এটা হায়দ্রাবাদের এবং তিন জন জাজ ওখানকার একটা কমিশনের উপর মামলা চলছিল সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে তারা রায় দিয়েছিলেন। তার মধ্যে বিভিন্ন ইস্যু আছে, জাজমেন্টটা বিরাট বড় জাজমেণ্ট এবং সেই জায়গায় কমিশন অব্ ইনকোয়ারী অ্যাক্টা-এর তিন নম্বর ধারার চার নম্বর যে উপধারাটা আছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এর মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল এই ধারা মতে ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে পরে মানে ছয় মাসের মধ্যে এটা মেনডেটরী সাবমিট করতে হবে, এটা ঠিক কিনা বলেন। তাঁরা তিন জন জাজ মিলে যেটা বলেছেন দুই পক্ষ থেকে শুনে, "আমরা মনে করি না যে এটা মেনডেটরী" এবং তারা কেন মেনডেটরী মনে করেন না তারা সাব্সিকোয়েন্স যে লাইন সেই লাইনে পরিস্কার বলেছেন যে, ওখানেও পরিস্কারভাবে যদি ছয় মাসের মধ্যে এটা সাবমিট করা না হয় তাহলে সাব্সিকোয়েন্ট অ্যাক্শন্টা কি হবে সেই সম্পর্কে পরিস্কার ভাবে কিছু বলা হয়নি। অ্যাপরণ্ দ্যাট্ আমি আর একটা সর্ব্বশেষ সুপ্রীম কোর্টের এই জাতীয় কমিশনের মামলার প্ররিপ্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্টের জাজদের আর একটা রেফারেন্স এখানে দিচ্ছিলাম, সেটা দশ বৎসর হয়েছে। উত্তর প্রদেশের একটা

কমিশনের পরিপ্রেক্ষিতে সেটা দিয়েছে এবং তাতে গিয়ে তারা ডিটেল্‌স্‌ অ্যানালিসিস করেছেন। আগের যে তিন জন জাজের কথা বললাম তাদের মধ্যে একজন মিঃ রেডডী, তিনি সুপ্রীম কোর্টের জাজ হয়েছিলেন এবং তার পরবর্তী সময়ের ১৯৯৯ইং সালের যেটা সেটাতে তারা কি বলেছে, তারা বলেছেন, চার নম্বর যে ধারা তার ইনটেনশনটা কি, যেটা এখানে আপনি পড়ে শুনিয়েছেন যে, এই রকম আমাদের দেশে বহু কমিশনের রিপোর্ট আছে যেগুলি সূর্যের আলো দেখেনি। এটা হওয়া উচিৎ নয়। কাজেই সেই দিক থেকে যাতে এই রিপোর্টগুলি সাবমিটেড হয় এটাইতো কথা। আমিতো কোন জায়গায় বোধ হয় বলিনি যে, আমরা রিপোর্ট সাবমিট করব না। আমরা প্রথম থেকেই বলছি যে, এখানে একটা মামলা চলছে এবং এখানে চার্জশীট সাবমিট করা হয়েছে এবং আমি বলব আমাদের রাজ্যের যে রেকর্ড মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ আমাদের এখানের এই সমস্ত কেস সম্পর্কে কতগুলি দুর্বলতা নিয়ে একটা স্পেশাল ডিসকাসশন করেছিলেন, তাতে আমরা বলেছি ঠিকই আছে আমরা থানাকে ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু পার্টিকুলারলী এই কেসে স্পেশালী যে এফর্ট নেওয়া হয়েছে তাতে এটা বলা যায় তুলনামূলকভাবে অনেক কম সময়ের মধ্যে সাবমিটেড হয়েছে এবং এটা এখন কমিটি হবে সেশনে, সেশনে কমিটি হলে পরে, গতকালকে আমি এটাও বলেছি ক্যাটাগরিক্যালী আমরা সেখানে আমাদের যে পি পি আছেন তাকে অনুরোধ করব যাতে এটার ট্রায়েলটা দ্রুত কমপ্লিট হয় এবং এটা সম্পূর্ণ হয়ে গেলেই রিপোর্টটা সাবমিট করে দেব। তারপর অ্যাকশন্‌ টেকেন রিপোর্ট যেটা এবং সেটা আমরা পরীক্ষা করছি, তাতে এটা সাবমিট করার আগে বা পাবলিশ করার আগে এখানে অ্যাকশন্‌ নেওয়া যায় না, ঘটনা তা নয়। সেই সম্পর্কেও আমাদের তরফ থেকে পরীক্ষা করে ল ডিপার্টমেন্টকে অ্যাগজামিন করতে বলা হয়েছে, সেখানে কোন ঘাটতি নেই। আমরা কোন জায়গায় এ কথাতো বলিনি যে, রিপোর্টটা পাবলিশ করব না। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যেটা মাননীয় সদস্য বলছেন, আমিতো ১৯৯৯ ইং এর সুপ্রীম কোর্টের বিরাটের মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বলছি সেখানেও কোন জায়গায় বলেনি ম্যানড্যাটরি, এবং আমিতো গতকালকে এটা পড়ে শোনাবার চেষ্টা করেছিলাম। আজকে আপনারা বইপত্র নিয়ে এসেছেন কিন্তু এইগুলিতো আজকে আমার কাছে অ্যাভেইলেবল্‌ না। আমি যেটা বার বার বলছি-এতে বিভ্রান্ত হবার কিছুই নেই। এই কমিশনের রিপোর্ট পাবলিশ করতে আমরা নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করব না। এখন কোর্টে যে মামলা চলছে সেটা সম্পূর্ণ হলেই আমরা দ্রুততার সঙ্গে সেটা পাবলিশ করে দেব। কাজেই আমরাতো বলিনি যে এটা করব না। কাজেই এখানে এই প্রশ্নগুলিতো অবান্তর। কে যুক্ত, কি ব্যাপার, কি কনসপিরেসী এগুলোতো আমি জানি না। যাইহোক, আমরা যখন রিপোর্টটি এখনই পাবলিশ করছিনা তখন এই রিপোর্টের বিষয়বস্তু নিয়ে তো এখন কোন আলোচনা হতে পারে না।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে রেফারেন্স দিয়েছিলেন সেটা ১৯৯৬ইং সালের। অ্যাট্ দ্যাট টাইম সাব্-সেকশন ৫ অ্যাণ্ড সাব্-সেকশন-৬ ওয়ার ইন্ এগ্জিস্টেন্স। এর পরিপ্রেক্ষিতে এখানে বলা হয়েছে ইট্ ইজ্ নট্ ম্যাণ্ডেটরী। স্যার, আমিও সেই একই বই থেকে একটু পড়ে শোনাচ্ছি-ইট্ ইজ্ ওয়ান থিং টু সে দ্যাট্ অন্ দ্যা গ্রাউণ্ড অব্ দিস্ লেপ্স্ অব্ টাইম, দ্যা রিপোর্ট হ্যাজ, লস্ট ইটস রেলিভেন্সি ওর ভেলিডিটি ইন্ এ গিভেন কেইস্ অন্ দ্যা রিলিজিয়াস্ সার্কামস্টেন্সেস্ হ্যাজ্ নট্ গিভেন সাস্ কোয়ালিটেটিভ্ চেঞ্জেস দ্যাট দ্যা রিপোর্ট ইজ্ নো-লংগার রেলিভেন্ট ওর অব্ অ্যানী ইউজ্ অ্যাণ্ড কোয়াইট এ ডিফারেন্ট থিং টু সে দ্যাট দ্যা রিপোর্ট ইজ আণ্ডার ভয়ড অন্ এক্স্পাইরেশন অব্ সিক্স মানথস্ অন্ দ্যা গ্রাউণ্ড অব্ নন-কমপ্লায়েন্স ইন্ দ্যা সেইড সাব্-সেকশন। ইন্ কেস্ অব্ নন্ অব্জারভেন্স অব্ দ্যা সেইড সাব্সেকশন ইট ইজ অলওয়েজ ওপেন টু অ্যানী মেম্বার অব্ দ্যা পার্লামেন্ট, ওর স্টেট লেজিস্লেচার-ওর অ্যানী অপোজিশন পার্টিজ্ টু কোয়েশ্চান দ্যা গভার্ণমেন্ট অ্যাজ টু হোয়াই দ্যা রিপোর্ট অব্ দ্যা কমিশন ইজ্ নট প্লেসড্ বিফোর দ্যা হাউস অ্যাণ্ড অলসো রিগার্ডিং অ্যাকশন টেকেন বাই দ্যা গভার্ণমেন্ট অন্ সাচ রিপোর্ট।

স্যার, এখানে এই জিনিসটা ৬ মাস অতিক্রান্ত হবার পর আগে ছিল সাবসেকশন ৫ অনুসারে গেজেট নোটিফিকেশান করা। এটা গতকালকে মাননীয় সদস্য রতনবাবুও বলেছেন। এমনিতে সাব্সেকশন ৫ এও এটা নেই। সাবসেকশন ৫ এখন উঠে গেছে। এখন সাব্সেকশন ৪ ইজ্ ইন্ এগ্জিস্টেন্স। এখন এই রিপোর্টটা পাবলিশ করবেন কি না, এবং ভবিষ্যতে আদৌ এটা কার্য্যকরী হবে কি না, এটার রেলিভেন্সী থাকবে কি না, এই ব্যাপারে একটা কোয়েশ্চান এরাই করছে। তাহলে কেন স্যার এত লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এই কমিশনগুলি বসানো হয় যদি সরকার এই রিপোর্টটি হাউসে প্লেস না করেন। তাহলে এই কমিশনগুলি গঠন করার মানে কি?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ৬ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে এটা ভয়ড থাকবে কি না? এটা তো এলাহাবাদ হাইকোর্টের যে মামলাটি হয়েছিল তাতে পরিস্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বিচারপতি মণ্ডলী বলছেন যে, আপনারাতো অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট চাইছেন-এটাতো দুই তিন বছর পরে দিলেও চলবে। তাহলে আপনারা প্রিক্লুড করছেন কেন? এটা করার সুযোগ আছে। আপনারা যে কমিশনের রিকোমেণ্ডেশন-এর উপর গভার্ণমেন্ট অ্যাক্ট করুক-সেটা করার সুযোগটা বন্ধ করবেন না। এটার সুযোগ আছে এবং থাকবে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বিতর্কে যাব না, এতে বিতর্ক হতেই পারেনা। এবং সর্বশেষ বলছি-৯৯ ইং-এ আপনারা যে বল্লেন বিরাটের মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে স্পেসিফিক্যালী বলা হয়েছে কিন্তু সেই জায়গায়তো বলেনি যে এটা ম্যাণ্ডেটরী। এবং কোন জায়গায় বলেনি যে দেরীতে সাবমিট হলে তার রেলিভেন্সী কমে যায়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে

হতে পারে। অ্যানীহাউ, মাননীয় সদস্যকে তারপরেও বলব আপনারা যে প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করছেন এবং আপনারা যেটা রেফার করেছেন সেটাও আমরা পরীক্ষা করে দেখব। কারণ আমাদের কোন রঙ বা নিগেটিভ কিছু নেই। কাজেই সেটা আমরা পরীক্ষা করে দেখব।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার লাষ্ট কোয়েশ্চান-আমাদের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিন্‌হা সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত হওয়ার পর উনার পরিবার কি ধরনের সাহায্য পেয়েছে বা না পেয়েছে সেটা জানি না-সেই জায়গায় সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত হওয়ার পর যা যা সুযোগ পরিবারগুলি পাওয়ার কথা সেটা তার ক্ষেত্রেও প্রজোয্য। সুখরাম দেববর্মা নিহত হওয়ার পর তার পরিবারকে যে ধরণের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে সে ধরনের সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন কিনা (প্রয়াত বিমল সিন্‌হার পরিবার) ?

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ বসুন, হয়েছেতো, বসুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— শুনুন, যে জিনিসটা উত্থাপন করা যায়না, আমি আপনাকে দিয়েছি কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দেওয়ার পর সেটা আর হয়না। এটা কালকেই শেষ হয়ে গিয়েছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এগুলি যখন রিপোর্ট প্রকাশ পাবে তখন দেখা যাবে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ বসুন। প্লীজ রতনবাবু বসুন। চীফ মিনিষ্টার এটা বলেছেন। বসুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, উনি কখন প্রকাশ করবেন তা উনিই জানেন। এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উৎথাপিত হয়েছে, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ক্লীয়ার করা উচিৎ। সুখরাম দেববর্মার নিহত হওয়ার পর তাঁর পরিবারকে যে ধরণের সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছে প্রয়াত মন্ত্রী বিমল সিন্‌হার পরিবার একই ধরণের সুযোগসুবিধা পেয়েছেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— এটা কেন বলছেন ? এটাই কি চলবে নাকি ? আপনাকে অনুমতি দিলাম একটা পয়েন্ট ক্লীয়ার করার জন্য এখন এটা আসছে কেন ? এটা আসেনা।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার : শুনুন, আপনারা এই সুযোগ আর পাবেননা। আপনারা এটাকে যেভাবে ব্যবহার করছেন আমি মনে করি আপনাদের অনুমতি দিয়ে ভুল করেছি। আমি এমনই বলতে বাধ্য হব।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মুখ্যমন্ত্রী স্টেটমেন্ট দিয়েছেন আমরা এটাকে গোপন করব না বলব। এবং এটাও বলছি মাননীয় সদস্য সুদীপ বাবুর বিষয়টি তদন্তের মধ্যে রাখছেন। তারপরে আমি জানি না কি করবেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— কি বলছেন, এটার সঙ্গে যুক্ত নয়।

(গণ্ডগোল)

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, বিমল সিনহা সন্ত্রাসবাদীর হাতে নিহত হয়েছেন এই নিয়ে কারোর কোন ডিসপুট নেই এবং এর পেছনে কি ষড়যন্ত্র আছে এটা কোর্ট দেখবে। এখন উনার পরিবার কি কি সাহায্য পেয়েছেন বা না পেয়েছেন এটা বলছি। সন্ত্রাসবাদীর হাতে নিহত হলে পরে পরিবারগুলি যে যে সাহায্য সরকারীভাবে পাওয়ার কথা সেই সাহায্য এই ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এবং ঐ পরিবার এই সাহায্যের জন্য এখনও সেইভাবে চিন্তাভাবনা করেনি। এখন এই হাউস যদি মনে করে যে বিশেষ ভাবে ঐ পরিবারকে সাহায্য করা দরকার আমরা করব কোন অসুবিধা নেই।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আরে বলতে দিন না।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমি বলছি সুখরাম দেববর্মার ব্যাপারে এই হাউসের মধ্যে মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবু সুনির্দিষ্টভাবে কেটাগরিক্যালি বলেছেন চাকুরী, কোয়ার্টার এই সমস্তগুলি। আমরা বলছি এগুলি সব দেখব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এবং সবগুলি আমরা করার ব্যবস্থা করব। আমাদের পেটার্ন যেটা আছে এর বাইরে যদি গিয়ে আমরা কিছু করার চেষ্টা করি তাহলে আপনাদের দিক থেকে সমালোচনা আসতে পারে যে আমরা আমাদের দলের মধ্যে এই সমস্ত করে দিচ্ছি। আপনারা যদি বলেন খুব ভাল স্পেশাল ডিসপেনশন এইড এই জন্য করা আমরা করব।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমাদের তরফ থেকে প্রস্তাব আনতে হল এটা দুঃখজনক।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বসুন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, বিমল সিনহা অন্যান্য সাধারণ মানুষের মত সন্ত্রাসের বলি হিসাবে ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু উনার স্ত্রী এটা গ্রহণ করেন নি। এটা এইভাবে গণ্য করা উচিত হয়নি। কাজেই আমি তখনও বলেছিলাম যে একসট্রা কিছু মানবিক দিক থেকেও করা যায় কিনা অন্তত এটা বিবেচনা করা হউক। সেটা হচ্ছে স্পেশাল অ্যামাউন্ট চার থেকে পাঁচ লাখ টাকা এবং থাকার ঘর। মন্ত্রী থাকলেতো উনি কোয়ার্টার পেতেন। যদিও এখন আছেন এটা আলাদা কথা। একটা থাকার ঘর অফিসিয়ালি দেওয়া যায় কিনা এবং

ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এগুলি দেওয়া যায় কিনা এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি বলেন ভাল হয়।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্যরা যা বলেছেন এগুলি খুব অ্যাক্টেভলি পজেটিভ ওয়েতে আমরা দ্রুত কনসিডার করার চেষ্টা করব।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়ের নিকট থেকে একটি রেফারেন্স নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তার গুরুত্ব অনুসারে উহা উংথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গত ১৩ই জুলাই ২০০০ইং তেলিয়ামুড়ার কয়েকটি গ্রামে অগ্নিসংযোগের ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে উঠে দাঁড়িয়ে উনার নোটিশটি উংথাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্স নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে :— "গত ১৩ই জুলাই, ২০০০ইং তেলিয়ামুড়ার কয়েকটি গ্রামে অগ্নিসংযোগের ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তাহলে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা আমাকে অনুগ্রহ করে জানান।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি হাউসে ছিলাম না।

মিঃ স্পীকার :— এই বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে এবং কেটাগরিক্যালি বার বার বলা হয়েছে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— ঠিক আছে স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটা বিবৃতি দিয়েছেন এবং আপনারা আলোচনাও করেছেন। আমি তো প্রিপিয়ার্ড নই। আবার কালকে তো অনেকগুলি রিপ্লাই আছে। তবু আমি চেষ্টা করব কালেকশন করে নিশ্চয়ই আমি সাবমিট করব।

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যাসূচীতে ৭ (সাত) টি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়গণ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথম হচ্ছে—এটা উত্থাপন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ এবং শ্রীসুরজিৎ দত্ত মহাশয়। এটা গত ১০.৭.২০০০ ইং তারিখে উংথাপন করেছিলেন। "কুমারঘাটের পূর্ত দপ্তরে মন্ত্রীর নির্দেশে টেণ্ডার বাতিল, দুর্নীতি বাজার বহাল তবিয়তে "গত পইলা জুলাই ২০০০ইং তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকার পঞ্চম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— ১.৭.২০০০ইং তারিখ দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত টেণ্ডার বাতিল সংক্রান্ত সংবাদের উপর মাননীয় বিধায়ক শ্রীরতনলাল নাথ ও শ্রীসুরজিত দত্ত কর্তৃক উৎথাপিত দৃষ্টি নোটিশ সম্পর্কে।

রাজ্য পূর্ত দপ্তরের মহকুমার ডিভিশন সম্পর্কে গত ১লা জুলাই ২০০০ইং তারিখ "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি প্রকৃত ঘটনা প্রতিফলিত হয় নি এবং সংবাদটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত। প্রকৃত ঘটনা হল :—

১। কুমারঘাট ডিভিশান থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ইং হতে জুন, ২০০০ইং পর্য্যন্ত মোট ২৯ জন কর্মচারীকে বদলি করা হয়েছে। তার মধ্যে মনু এবং গঙ্গানগর সাব ডিভিশনের এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার সহ ২৬ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক কারণে কুমারঘাট সাব ডিভিশনের এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের বদলীর আদেশ স্থগিত রাখা হয়েছে। একজন কর্মচারীর বদলীর আদেশ বাতিল করা হয়েছে। এবং অন্য আর একজন কর্মচারীকে শীঘ্রই ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

২। এক্সট্রা আইটেম ও কাজের ডেভিয়েশন সম্পর্কিত সংবাদটি অতিরঞ্জিত এবং সত্য ঘটনাটিকে প্রতিফলিত করে নি। ঘটনাটি হল কোন কোন কাজ বা প্রকল্পটি শেষ করার স্বার্থে এক্স্‌ট্রা আইটেম ও কাজের ডিভিয়েশন করানোর কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। ৬৯ লক্ষ টাকার ৯টি কাজের চুক্তি পত্রের যে সমস্ত এক্স্‌ট্রা আইটেম্ ও ডেভিয়েশন আইটেম ডিভিশন অফিসে অনুমোদনের জন্য আছে তার পরিমাণ ১১ লক্ষ টাকার বেশী নয়। কুমারঘাট ডিভিশনের কাজের পরিমাণ বিবেচনা করে উক্ত টাকার এক্স্‌ট্রা আইটেম ও ডিভিয়েশন আইটেম অযৌক্তিক বলে মনে হয় না।

৩। কোন কোন সময় কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া যায়। যখনই এই রকম অভিযোগ পাওয়া যায় তখনই তদন্ত করা হয় এবং অভিযোগের গুরুত্ব অনুযায়ী কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

৪। সম্প্রতি কুমারঘাট নির্বাহী বাস্তুকার কর্তৃক ২৪ লক্ষ টাকা থেকে ৩০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৪টি কাজের টেণ্ডার ডাকা হয়েছিল। কুমারঘাটের কতিপয় কণ্ট্রাক্টর ছোট কণ্ট্রাক্টরদের টেণ্ডার দেওয়ার সুবিধার্থে কাজগুলি ছোট ছোট ভাগ করার জন্য অনুরোধ করেন। তাই টেণ্ডার নোটিশটি বাতিল করা হয় এবং বর্তমানে বিষয়টি বিচার বিবেচনা করা হচ্ছে। উক্ত কাজের জন্য বর্তমানে এখন পর্য্যন্ত নতুন করে কোন টেণ্ডার আহ্বান করা হয়নি।

৫। কিছু দুস্কৃতিকারীদের জন্য নির্বিঘ্নে টেণ্ডার দিতে না পারায় মারাত্মক ঘটনা সম্বন্ধে দপ্তর অবগত আছে। তাই এই ঘটনাগুলি শুধু কুমারঘাটে নয় অন্যত্রও ঘটছে। ডিভিশন অফিসে টেণ্ডার বিক্রি ও জমা নেওয়া সহ সংশ্লিষ্ট ডিভিশনের অধীনে সমস্ত সাব-ডিভিশানগুলিতে টেণ্ডার বিক্রি করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— দেখাগেল নোটিশ ৬-এ নিট করা হয়। আমি ডো. পি. ডব্লিও. ডি. এর কাজ এই সব বুঝিনা। তবু যে জিনিসটা বুঝেছি তাতে দেখাগেল নোটিশ ৬ এর তিনটা আইটেমের মধ্যে দুইটা আইটেম ঠিক রেখে একটার টেণ্ডার কেনসেল করে দেওয়া হল। নোটিশও আইটেম যতগুলি আছে একটা হচ্ছে ২৯ লক্ষ আরেকটা হচ্ছে ২৪ লক্ষ টাকা এইগুলিকেও কেনসেল করে দেওয়া হল। একটা টেণ্ডার কেনসেল হলে পরে অনেক সময় নষ্ট হয় এবং এতে অনেক টাকা খরচ হয় বিভিন্ন দিক দিয়ে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে কুমারঘাটের আণ্ডারে মনু, গঙ্গানগর এবং কুমারঘাট সাব-ডিভিশান, এখানে তিনটা সাব-ডিভিশান আছে। এর নর্মাল কোর্সে নিট এই সব সাব-ডিভিশানগুলিতে যাওয়ার কথা। কিন্তু দেখা গেল যে সাব-ডিভিশানগুলিতে নিট নোটিশ যায়না। এবং নর্মাল কোর্সে কুমারঘাট সাব-ডিভিশানের আণ্ডারে ওয়ান পারসেন্ট লেস্ এবং টু পারসেন্ট এভাব হয় গত দুই বৎসর যাবৎ। দেখা গেল যে কাজগুলিতে টেণ্ডার জমা দেওয়া হয়েছে প্রথম দুইটা সিক্স্ নোটিশে সেখানে টুয়ান্টি পারসেন্ট এভাবে নিগোসিয়েশানের মাধ্যমে ড্রপ হয়েছে। এতে এই ৬৩ লক্ষ টাকার কাজ লাগবে অতিরিক্ত সরকারী টাকা ৭৪ লক্ষ টাকা। এবং যারা প্রকৃত কনট্রাকটার তারা টেণ্ডার জমা দিতে পারছেন না। এখানে লেখা আছে মাননীয় মন্ত্রীর ধমকে টেণ্ডার কেনসেল করেছেন। এই দিকে আমি যাবনা। এখন প্রশ্ন হলো কি কারণে টেণ্ডারগুলি বাতিল করা হল ৬ এর একটা আইটেম এবং ৮ এর দুইটা আইটেম। এখন ফ্রেস টেণ্ডার করা হবে নাকি অন্যকিছু করা হবে এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য এখানে যেটা বলার চেষ্টা করেছেন, আমি বলছি যে সেখানকার যারা ছোট ছোট কনট্রাকটার বা বিশেষ করে উপজাতি বা অন্যান্য অংশের যারা আছে আজকে আমরা সেখানে তাদেরকে কাজ দেওয়ার চেষ্টা করছি। অনেক এমন কতগুলি কাজ আছে সেগুলিকে ছোট করে দেওয়া যেতে পারে তা হলে এই ছোট ছোট কনট্রাকটররা এই সমস্ত সুযোগগুলি পেতে পারেন। এর প্রেক্ষিতে যখন টেণ্ডার ডাকা হয়েছে স্থানীয় ভাবে এই সমস্ত কনট্রাকটর যারা আছেন তারা সেখানে সুপারিনটেণ্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং এক্স্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে গিয়েছেন সেখানে তারা ডেপুটেশান দিয়েছেন, তাদের বুঝিয়েছেন এবং তার ভিত্তিতে তারা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটা জানা গেছে। তাদের টেণ্ডার সেখানে কেনসেল করা হয়েছে। এখন যেহেতু টেণ্ডার কেনসেল করা হয়েছে তা হলে ফ্রেস টেণ্ডার কল করা ছাড়া বিকল্প কিছু নেই। সেইগুলি নিশ্চয়ই তারা ব্যবস্থা নেবেন দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে বিভিন্ন অফিসে টেণ্ডার দেওয়ার ক্ষেত্রে যে সমস্যা আমি কিছুটা বলেছি যে শুধু কুমারঘাটের মধ্যে নয় আগরতলা শহরের মধ্যে বেশী প্রকোপ আমাদের কাছে আসছে এবং বিভিন্ন জন আমাদের কাছে আসছে এবং আমরা তাদেরকে বলেছি আপনারা সন্তুত থানায় এফ. আই. আর. করুন কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ এই ব্যাপারে এফ. আই. আর. করেনি। মাননীয়

বিধায়কও আমার কাছে চিঠি লিখেছেন যে টেণ্ডারের এই সব করা সম্পর্কে কিছু পরিবর্তন করা যায় কিনা। সেই জন্য এইগুলিকে বিচার বিবেচনার মধ্যে রেখে আমরা এখন ঠিক করেছি এক্সজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তিনি তো অথরিটি কিন্তু এক্সজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের আণ্ডারে যে সমস্ত মহকুমাগুলি আছে, এস. ডি. ও. অফিসগুলি আছে সেখানে যাতে টেণ্ডার ফ্রম বিক্রি এবং সেখানে যাতে জমা দিতে পারেন যাতে একটা টেণ্ডারের জন্য চার, পাঁচটা সাব-ডিভিশান অফিস যা আছে তাতে তারা যাতে জমা দিতে পারেন এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগে টেণ্ডার জমা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু টেণ্ডার বিক্রির ব্যবস্থা ছিলনা। একটা সমস্যা আসলে তার সমাধান করার চেষ্টা করলে হয়তো আরেকটা সমস্যা দেখা দেবে। এইগুলি যখন যে ভাবে আসবে তখন সেইগুলি আমরা নিশ্চয়ই দেখব। আর যে ঘটনাগুলি চলছে টেণ্ডার কেড়ে নেওয়া, টেণ্ডার ফর্ম ছিড়ে ফেলা সেখানে তার উপর হামলা করা এটা সত্যি নিন্দনীয় ঘটনা। আমরা এই ব্যাপারে সকলের সাহায্য চাই যাতে এই সরকারী যে নিয়ম কানুন আছে তার ভিত্তিতে টেণ্ডার ফ্রর্ম বিক্রি করার যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। পত্রিকাগুলিতে টেণ্ডার দেওয়া হয়। কনট্রাকটার এসোসিয়েশান আছে তাদের কাছে আমরা পাঠাই। তারপর সাব-ডিভিশানগুলিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

শ্রীরতনলাল নাথ :— না স্যার, নেগোসিয়েশানের মাধ্যমে যে সরকারী অর্থটা বেরিয়ে যাচ্ছে সেই টাকাটা দুইভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু হাই রেটে প্রচুর টাকা যাবে এবং এটা নর্মেলি বাম ডান আমলে হয়ে থাকে। এটাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু দেখা গেল সুপারিনটেণ্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যাওয়া হয়েছে কাজগুলোকে ভাগ করে দেওয়ার জন্য এবং কি ভাবে কাজ পাবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো নেগোসিয়েশানের মাধ্যমে সরকারী টাকা গুণগত মানটাও ঠিক রাখা উচিৎ এবং নেগোশিয়েশানের মাধ্যমে যেন কাজগুলো না হয় মাননীয় মন্ত্রী দেখবেন কিনা?

মিঃ স্পীকার :— আপনি বলেছেন নেগোসিয়েশানের মাধ্যমে কাজ করার জন্য। নেগোসিয়েশানের মাধ্যমে কাজ করার কথা বলেছেন তো।

শ্রীরতনলাল নাথ :— না স্যার, নেগোসিয়েশানের মাধ্যমে নয়।

শ্রীমানিক দে (মজলিশপুর) :— স্যার আমার বক্তব্য হলো মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন বিস্তারিত ভাবেই এবং মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয় বলেছেন আমি শুধু একটি বিষয়ে পরিস্কার হওয়ার জন্য বলছি। এই যে বিভিন্ন জায়গায় যে ধরনের নেগোসিয়েশানের মাধ্যমে কাজগুলো হচ্ছে কোন কোন জায়গায় এটা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। মাননীয় মন্ত্রী এটা স্বীকার করে নিয়েছেন। ডিভিশনে যে টেণ্ডার গুলো হয় বিভিন্ন সাব-ডিভিশনে তাদের টেণ্ডারগুলো বিক্রি করছে। প্রথমে হচ্ছে ডিভিশনে যখন পেমেন্ট হয় যিনি পাচ্ছেন। তারপর যখন পেমেন্ট হয়, পেমেন্টের সময় অনেক সময় দিতে চাইলেও দিতে পারে না। উনি সবটাই যখন বলেছেন একটি বিষয়ে আরেকটু বললে আমার মনে হয় ব। এটা বিবেচনা করা যায় কিনা দেখতে পারেন

পেমেন্টের বিষয়টা যে সাব-ডিভিশনে ওয়ার্কটা হবে এবং সাব-ডিভিশনে যদি পেমেন্টের সুযোগ থাকে তাহলে ঐ যে আটকিয়ে দিচ্ছেন, নেগোসিয়েশান করছেন এটা অনেকটা আটকা পড়বে। এবং পেমেন্টের বিষয়টা পেমেন্টের সঙ্গে সাব-ডিভিশনে যুক্ত করা হবে কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, যে কথাগুলো হচ্ছে এখানে নেগোসিয়েশানের কোন সুযোগ নেই ! একমাত্র ট্রাইবেল বা অন্য বেকার যুবক যারা ডিড ফার্ম করেন বা ইঞ্জিনিয়ার যারা আছেন তাদেরকে আমরা কিছু কাজ দেই। আর কিছু কাজ করে আমরা নেগোসিয়েশানের মাধ্যমে যেগুলো একেবারে রিমোটেড এরিয়া যেটা প্রচণ্ড পিছনে পড়া এলাকা কন্‌ট্রাক্টাররা সেখানে যেতে চায় না, সেই সমস্ত জায়গার মধ্যে কোঅপারেটিভ আণ্ডারটেকিং হোক বা অন্য কোন কন্‌ট্রাকটার হোক বিশেষ করে ট্রাইবেল কন্‌ট্রাকটার হোক আমাদের গ্যাচারালি সেখানে নেগোসিয়েশান করতে হয়। যেমন বড়কাঁঠাল হয়ে চাচু হয়ে যে রাস্তাটা এখন মান্দায়ে আসবে পার্টান হয়ে, আমরা বার বার টেণ্ডার কল করেছি কিন্তু পাচ্ছি না। ওখানে যারা ট্রাইবেল উৎসাহীরা আছেন তারা বিভিন্ন সময় কন্‌ট্রাকটার কিছু কিছু করেছেন সেই রকম ট্রাইবেলদেরকে এনে তাদের যতটুকু রেট দিতে পারি সে সমস্ত দিক থেকে আমরা কিছু কিছু নেগোসিয়েশান করছি। গণ্ডাছড়া থেকে যে রাস্তাটি রইস্যাবাড়ি কাজ হবে সেখানে সমস্ত ট্রাইবেলদেরকে কাজে লাগাতে হবে। এই রকম যে সমস্ত এলাকাগুলো আছে যেখানে কন্‌ট্রাকটার পাওয়া যায় না কেউ যেতে চায় না কাজ করতে সেই এলাকার মানুষ বিশেষ করে উপজাতি অংশের মানুষ যারা আছেন তাদেরকে ডেকে ডেকে এনে কিছু কিছু জায়গায় নেগোসিয়েশান এর মাধ্যমে কাজ দিতে হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত কাজগুলো বা বড় কাজগুলো আছে আমরা সেইগুলো নেগোসিয়েশানের মাধ্যমে করি না। আর এখানে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন টেণ্ডার ফর্ম বিলির করার ব্যবস্থা আমরা করছি। এখন টাকা পেমেন্টটা আমি এই মূহূর্তে বলতে পারছি না। কারণ এখানে ডিভিশান এ্যাকাউন্টটেন্ট এক তাতে সব হিসাব একই সঙ্গে জড়িত। আমরা এটা আলোচনা করে দেখব, পেমেন্টটা সেখানে করা যায় কিনা। এই সমস্ত যদি অসুবিধা না থাকে আইনগত ভাবে যদি কোন অসুবিধা না থাকে তাহলে আমরা দেখব।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ১১.৭.২০০০ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীমধুসুদন সাহা এবং শ্রীদীপককুমার রায় মহোদয়গণ সভায় উত্থাপন করেছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো : 'বিপন্ন ত্রিপুরায় মন্বন্তরের কালো দিন'

"জাতীয় সড়কে ক্ষুধার্ত মানুষের উন্মাত্ততা, খাদ্য লুট, ২০ ট্রাকে হামলা, ভাঙচুর আহত ৩৪" এই শিরোনামে গত ১৮শে জুন ২০০০ ইং সালের ১ম পাতায় দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৭-০৬-২০০০ইং দুপুর প্রায় ১২-৩০ মি: সময়ে আসাম আগরতলা রাস্তায় মুঙ্গিয়া বাড়ী থেকে আনুমানিক এক কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে রাস্তার দুই দিকে প্রায় ৪০০-৫০০ লোকের জামায়েত দেখা যায়। এদের বেশীর ভাগই উপজাতি যুবক এবং তাদের হাতে দা, লাঠি, কিরিচ ইত্যাদি ছিল। হঠাৎ তারা টি, আর, জিরো-ওয়ান ১৭০৯ নং ট্রাক গাড়ীর উপর আক্রমণ করে। এই গাড়ীতে এফ, সি, আই-এর ১৪৫ ব্যাগ চাউলের লোড ছিল। একই সঙ্গে এই দুস্কৃতকারীরা কনভয়ের অন্যান্য গাড়ী ভাংচুর করে আক্রমণ চালায়। একটি তেলের ট্যাংকারের গাড়ীর চালককে দা দিয়ে কোপ দেয়। এফ, সি, আই-এর চাল পরিবহনকারী গাড়ীর চালক গাড়ী থামিয়ে গাড়ী থেকে পালিয়ে যান এবং গাড়ীটি রাস্তার বাম দিকে উল্টে যায়। দুস্কৃতকারীরা আরো অনেক গাড়ী ভাংচুর করেছে এবং গাড়ীর চালকদের মারধর করেছে। এফ, সি, আই-এর চালের গাড়ী থেকে ৩৪ বস্তা চাউল লুট করে নিয়ে গেছে। এফ, সি, আই-এর চাল পরিবহনকারী গাড়ীর চালক শ্রীসুভাষ দেবনাথ, তেলিয়ামুড়া থানায় ২৭-০৬-২০০০ ইং একটি অভিযোগ দায়ের করেন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ও ৩৯৭ ধারায় ৫৬/২০০০ মামলাটি নথিভুক্ত হয়। উক্ত ঘটনার সময় খোয়াই মহকুমা শাসক, বি. ডি. ও, তেলিয়ামুড়া, বি. ডি. ও, তুলাশিখর এবং একটি মেডিক্যাল টিম্ সহ মুঙ্গিয়াবাড়ির সি. আর. পি. এফ. ক্যাম্পের ভিতর ছিলেন। তারা একটি স্বাস্থ্যশিবির পরিচালনা করছিলেন এবং সঙ্গে স্থানীয় পঞ্চায়েত চেয়ারম্যানের সহায়তা নিয়ে কর্মসংস্থান প্রকল্পে শ্রমদিবসের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে চাউল বিলি করছিলেন। সেই সময় তেলিয়ামুড়ার সি. আই এবং এস. ডি. পি. ও, মুঙ্গিয়াবাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। গাড়ি আক্রমণের ঘটনা মুঙ্গিয়াবাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দক্ষিণে। গাড়ির চালকদের মুখে সংবাদ পেয়ে উনারা ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। আধা ঘন্টার মধ্যে তেলিয়ামুড়া থেকে অতিরিক্ত পুলিশ নিয়ে এডিশান্যাল এস. পি (রুর‍্যাল) ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং দুস্কৃতকারীদের অভিযান শুরু করেন। তল্লাসী অভিযান চলাকালে ঘটনাস্থল থেকে ১১১ বস্তা চাউল উদ্ধার হয়। কিন্তু কোন দুস্কৃতকারীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। ঘটনাটির পেছনে স্থানীয় কিছু দুস্কৃতকারী যুক্ত বলে ধারণা করা হচ্ছে। রাস্তা আটকে পড়া যানবাহনগুলিকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়। ৪৪নং জাতীয় সড়কে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রীদীপককুমার রায় :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ঘটনা এখানে বলেছেন, এখানে দু-চারটা ঘটনা গোচরে আনতে চাই। এই যে ঘটনাটা ঘটল ৩৭ মাইল সেখানে এক সঙ্গে ৫০০ লোক জড়ো হয়নি। এখানে যে ঘটনাটা হবে সেই ব্যাপারে সি. আর. পি. এফ, ইন্টিলিজেন্স কোন তথ্য আগে দিয়েছে কিনা? আর এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক মাত্র এই রাজ্য পরিবহন। এখানে কোন রেল কমিউনিকেশান নেই। এই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত

করার জন্য যে সব দুস্কৃতকারী এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের ধরতে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? এবং ওখানে এক মাস ধরে খাদ্য পাচ্ছে না। এর ফলেই এই অবস্থা হয়েছে তা বলা হয়েছে। তাহলে কেন তারা এক মাস ধরে খাদ্য পাচ্ছে না এবং কেন কোন ব্যবস্থা নিলেন না? আর এই কারণে নিরপরাধ শ্রমিকদের উপর আক্রমণ করা হবে? গাড়ি ভাঙচুর করা হবে, তাদেরকে পিটিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করানো হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাসপাতাল গিয়েছেন আমি এখানে ছিলাম না দিল্লী গিয়েছিলাম। আমি ওখান থেকে খবর পেয়েছি আপনি সেখানে গামছা আর লুঙ্গি নিয়ে গেছেন। যদিও অনেকে রিফিউস্ করে দিয়েছে। আমার বক্তব্য হল যে এই নিরপরাধ লোকগুলির উপর কেন আক্রমণ হল, তারা কি অপরাধ করেছিল? ওরা তো যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা করছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার যেটা ক্লেরিফিকেশান করার ওটাই বলুন।

শ্রীদীপককুমার রায় :— স্যার, এটাই ক্লেরিফিকেশান। আপনি ডিস্টার্ব করলে কি করে বলব?

মিঃ স্পীকার :— না, ডিস্টার্ব নয়।

শ্রীদীপককুমার রায় :— স্যার, এটা খুব জরুরী ব্যাপার, আমাকে বলতে দিন। ঘটনাগুলি রাজ্যের স্বার্থে, আমার স্বার্থে নয়। এই রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করার জন্য একটা চক্রান্ত চলছে এবং এতে রাজ্যের মানুষ এই চক্রান্তের শিকার হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাবে। এবং মানুষ না খেয়ে মরবে, এই ব্যবস্থা চলতে দেওয়া যায় না।

মিঃ স্পীকার :— আমি কিন্তু এক্সপাঞ্জ করে দেব।

শ্রীদীপককুমার রায় :— স্যার, সি. আর. পি. এফ-এর সামনে এই ধরনের ঘটনা ঘটল। এই সি. আর. পি. এফ-এর বদলে এখানে টি. এস. আর প্লেস করুন। এটা সাধারণ মানুষের দাবী। সি. আর. পি. এফ কে আমাদের আপনাদের গাড়িতে তুলে দিন। ওদেরকে এস্কর্ট পার্টি করে দিন। এই হল আমার বক্তব্য, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য ৩টা, ৪টা বিষয় নিয়ে বলেছেন আমি বলছি যে লোকগুলো এক সাথে হয় নি ঠিক। ৪০০ জন লোক এক সাথে জড়ো হতে পারে না, কারেকট নয়। তারা আস্তে আস্তে জড়ো হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এখানে তাদেরকে ধরার জন্য কি ব্যবস্থা নিচ্ছে আমি বলছি যে এখানে তদন্ত চলছে, অভিযান তো সঙ্গে সঙ্গে করা হয়েছে ধরা যায় নি। মামলাটা ড্রপ হয়ে যায় নি, মামলা চালু আছে। তৃতীয়ত, যে প্রশ্নটা এখানে এনেছে সেটা হচ্ছে, এখানে গত এক মাস যাবৎ খাদ্য সমস্যা আছে। এই কারণে তাদের মধ্যে ক্রোধ তৈরী হয়েছে যেটা ঠিক তার একটা বেক্‌গ্রাউণ্ড আছে। বেকগ্রাউণ্ডটা কি এই তেলিয়ামুড়া এলাকা সম্পর্কে আমি বিস্তারিত ভাবে বলতে যাচ্ছি না। সমস্ত ডিটেলস আমার কাছে আছে। এখানে পর পর কতগুলি ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। সেখানে এই যে জায়গাটায় ঘটনা ঘটল এই এলাকাতে আগের দিন

চাল ডাল ছাড়াও অন্যান্য জিনিস নিয়ে সেখানে এস, ডি, ও, এবং বি. ডি. ও, যাওয়ার কথা ছিল। যে দিন ঘটনাটা ঘটল সেই দিন তেলিয়ামুড়াতে আর একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটাতে সেই জায়গাতে গাড়ীতে লোড করা ছিল ১৬ বস্তা চাউল এবং অন্যান্য জিনিস। এস. ডি. ও, এবং বি. ডি. ও, তারা রওনা হবেন পুলিশ এসকর্ট ইত্যাদি রেডি এই সময় একটা ঘটনা ঘটে যায়। তখন সেই জায়গাতে কার্ফু জারী করতে হয়। চারিদিকে পুলিশ দিতে হয়। সে জায়গায় তাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় সত্য। এই ঘটনাগুলি তো আমরা জানি না তা নয়। প্রশ্নটা এখানে চালের অভাব আছে তা নয়। আমাদের সিদ্ধান্ত আছে এবং এই যে এলাকাগুলির মধ্যে সমস্যাটা সেই এলাকাতে এর আগেও আমরা চেকআপ করে দেখছি যে ডি, এম -এর নির্দেশে স্পেশাল এই ব্লকগুলিকে কাজও দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ওখানে পরপর ঘটনা ঘটে একটা অস্বাভাবিক অবস্থায় তৈরী হয়েছে। ফলে আঠারমুড়াতে যারা থাকেন আমাদের উপজাতি বন্ধুরা তারা বাঁশ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। বাঁশটা প্রথমত বিক্রি হয় কোথায়? বাঁশটা বিক্রি হয় চাকমাঘাট বাজারে এবং সেই জায়গাতে আসতে পারছে না। উগ্রপন্থীদের আক্রমণে দুইজন আহত এবং একজন নিহত হন। ফলে বাজারটা শূন্য হয়ে যায়। এই বাজারটা চালু করতে অনেক চেষ্টা করি। আমি নিজেও সেখানে গিয়েছি এবং যদিও ২০০ মিটারের মধ্যে সি. আর. পি এফ এখান থেকে কনভয় করে যাতায়াত করে। তারা বলছে বাজারে যে ফরেষ্ট-এর একটা অফিস আছে ওখানে আপনারা একটা কিছু করুন। সেটাকে রেনোভেট করে সেখানে সি, আর, পি, এফ বসাবার চেষ্টা আমরা করছি, যাতে বাজারটা আবার চালু করা যায়। আসলে এই বাজারটা তো বড় বাজার না, এটা একটা ছোট বাজার। আঠারমুড়া যাওয়ার আগে আমরা যখন পাবলিকের কাজে যেতাম। এই দিক থেকে যাওয়ার সময় গাড়ী থেকে নেমে কেউ চা খেতেন, অথবা ওখান থেকে যারা আসতেন তারাও নেমে এক কাপ চা খেতেন। ওখানের চা রিয়েলি খুব ভাল। কিন্তু সেই জায়গায় এই বাঁশটা বিক্রি হয়। বা আঠারমুড়া এলাকার যারা ভিতরে আছেন, তারা এই বাজার থেকে ক্রয় করেন। এছাড়া নতুন করে ডেভেলাপ হয়েছে মোঙ্গিয়া বাড়ী। একটা সমস্যা হয়ে গেল ফলে উপজাতিরা একটা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগছে। ফলে স্বাভাবিক যে জীবনযাত্রা সেটা ব্যাহত হচ্ছে। কাজ দেওয়া সত্বেও পঞ্চায়েত সচিব যারা উপস্থিত বা তত্বাবধায়কের অধীনে কাজগুলি হবে সেই কাজগুলি করা যাচ্ছে না। এই রকম জায়গায় একটা স্পেশাল সিদ্ধান্ত নেওয়া, সেখানে ক্যাম্প করা দরকার। কাজের বিনিময়ে খাদ্য বলতে আমরা যেটা বুঝি আসলে কাজ। কিন্তু এই লোকগুলোকে তো বাঁচাতে হবে। কিন্তু এখানে আমরা ড্রাই-ফিস থেকে শুরু করে সমস্ত জিনিস দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। যেটা আপনি বলছেন কিছু সমস্যা আছে ঠিকই কিন্তু এটা সিচুয়েশনের জন্য ক্রিয়েটেড একটা প্রোবলেম। এই না যে আমাদের হাতে জিনিস নেই। ফলে এই রকম একটা জায়গার মধ্যে দাড়িয়ে এটা লিংক করার জন্য একটা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

আপনার যেটা প্রশ্ন ছিল সি, আর, পি, এফ, ছিল ঠিকই ওখানে তারা আপনার রোড পেট্রোলিং করে তাদের সমস্যা হয়েছে। এখন এটা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, অভিযোগ উঠছে, আমরা বিষয়গুলিকে তদন্ত করে দেখার জন্য বলেছি। মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে আমি চিঠি পেয়েছি, সম্ভবত একটা চিঠি পেয়েছি নগেন্দ্রবাবুর কাছ থেকে এবং তার ভিত্তিতে আমরা এনকোয়ারি করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছি। এখানে যে প্রশ্নটা সি, আর, পি, এফ, সম্পর্কে বলছে এটা ঠিকই ঘটনাটা দুর্ভাগ্যজনক। এটা না হলে খুব ভাল হত। ৩৭ জন বা ৩৮ জন আহত হয়েছে এইগুলি আমি জানি না। আমার কাছে এই রকম কোন রিপোর্ট নাই।

যে গামছা, লুঙ্গি দিয়ে গেছেন আমাদের মন্ত্রীরা। ঠিক আছে। এখন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এটা তো ঠিক তারা আহত হয়েছেন গাড়িগুলো নষ্ট হয়েছে এবং একটা অয়েল টেঙ্কার এটা তো দুই তিন দিন পরে সি. আর পি. এফ তারা করছে এই সবগুলো। একটা জিনিস শুধু আমি বলব একটা সি. আর. পি. এফ-এর ত্রুটি নিয়ে জেনারালাইজ করা ঠিক নয়, এখন ধরুন এই পার্টিকোলার একটা জায়গা তারা তাদের ডিউটি পারফর্ম করার ক্ষেত্রে যদি কোন কাজের দুর্বলতা দেখি তাহলে কারা ছিলেন সি. আর পি. এফ-এর কোন ব্যাটেলিয়ানের, কোন কোম্পানী নিশ্চয়ই এটা সি. আর. পি. এফ এর কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে যদি সত্যিই এখানে কোন দুর্বলতা থাকে, তাহলে বাইরে থেকে যেমন আমরা মনে করছি না দুর্বলতা আছে, ত্রুটি আছে তাদের লক্ষ্যগুলিকে চলতে দিলে ভাল হয় হাতে দা আছে, টাক্‌কাল আছে, লাঠি আছে এইগুলি নিয়ে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা যাবৎ লোকগুলি বসে আছে মোটেই তা ঠিক নয়। তাদেরকে এখান থেকে চলে যেতে বলা উচিৎ ছিল। না তাদেরকে এব্বাউট করে এই প্রশ্নগুলি এসছে। কিন্তু এই ঘটনা বছর দেড়েকের মধ্যে এই যে আসাম-আগরতলা হাইওয়েটা এটা কিন্তু সি, আর, পি, এফ মেনটেন করছে এবং এটা ঠিক আপনি এই রকম প্রশ্ন বলেছেন যে গাড়িগুলি যখন আটকে যায় সেখানে থাকতে হয় তাদেরকে। তারা পাহারা দেয় না এবং এসকর্টরা বোধহয় আনহোলি কোন একটা এলাইয়েন্সের ডেভেল্যাপ করছে বা কোন একটা জায়গায় গাড়ি নষ্ট হয়ে গেলে পরে এটা ঠিক করতে এরা তাদেরকে সময় দেয় না বরং তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। সেটা তো জানি আমি। কিন্তু সব কিছু সত্বেও এই সি. আর. পি. এফ-এর যদিও এই সংখ্যাটা অনেক বাড়িয়েছি গাড়ি যে চলে অনেক সিকিউরিটি এটা করার চেষ্টা করছে এটা ঘটনা। গত বছর দেড়েক যাবৎ এই রোডটা মোটামুটিভাবে ইন্‌সিডেন্ট ফ্রি রেখে এই ভেহিকেল আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে তারা সাহায্য করছে। এটা কিন্তু তাদের পক্ষে কম কৃতিত্বের বা সাফল্যের নয়। এটা যদি আমরা স্বীকার না করি তাহলে এই যে ধরুন একটা ঘটনা ঘটে গেল দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হয়তো তাদের এখানে ত্রুটি দুর্বলতা থাকতে পারে। এটার জন্য তারা যে এক দেড় বছর ধরে ভাল কাজটা করে আসছে এটা তো আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তাহলে তারা টোট্যাল ডিস্‌ক্রেডিট্ হয়ে যাবে এবং ডিমারেলাইজ হবে। ফোর্সটাতো আমারও না আপনারও না এটা জাতীয় ফোর্স। আমার আপনার টাকা দিয়ে ফোর্সটা তৈরী হয়। কাজেই ব্যক্তিগতভাবে কারোর কোন ফোর্স নয়।

ফোর্সের কোন একটা পার্টিকুলার দুর্বলতার জন্য সমস্ত ফোর্সটাকে দায়ী করাটা কিন্তু ঠিক নয়। আমি অনুরোধ করব যে, আমরা লক্ষ্য করছি এখানে আমাদের কিছু পত্র পত্রিকায়ও বিষয়টিকে এইভাবে অভিযোগ করার চেষ্টায় মাননীয় সদস্য বলেছেন ওখানে তাদেরকে তোলে এনে সেই জায়গাতে টি. এস. আর দেওয়ার জন্য। টি. এস. আর সব জায়গাতে দিতে পারলে ভালই হত। কিন্তু এটা দেওয়ার মত সুযোগ নেই। আপনারা জানেন সবটাই। কাজেই এই জায়গায় দিস্ ইজ দি বিগেষ্ট ফোর্স ওয়ার্কিং ইন ত্রিপুরা ১৫ ব্যাটেলিয়ান তারাই, আমাদের আছে মাত্র ৬ ব্যাটেলিয়ান আর ৪ ব্যাটেলিয়ান হচ্ছে আসাম রাইফেলস্। এখন তাদের ত্রুটি দুর্বলতা ধরা পড়লে পরে আমাদের সবার দিক থেকে উচিৎ হবে গঠনমূলক দৃষ্টি নিয়ে তাদের যারা এখানে কমানডেন্টরা আছেন, আই. জি আছেন, ডি আই. জি আছেন তাদের দৃষ্টিতে নেওয়া এবং আমরা এনেছি। তাদের আই. জি সেখানে স্পটে গেছেন। এই বিষয়গুলো আমার মনে হয় যে সবগুলোর সঙ্গে না মিলিয়ে আইসোলেটেড্ ঘটনাকে আইসোলেটেড্ই রাখা দরকার আর যদি সবগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে কোন ঘটনা দেখি তাহলে সার্বিক পারফরমেন্সের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাপারটা দেখা দরকার। আর এখানে যেটা বলেছেন আপনি যে সঠিকভাবে আমাদের লাইফ লাইনটাকে ডিসট্রার্ভ করে দেওয়ার চেষ্টা আছে একটা কনটারেটিভ্ মোভ আছে চট করে যেন রাস্তার উপরে হয়ে যাচ্ছে, চট করে একটা গোলমাল হয়েযাচ্ছে এটা ঠিক বলেছেন। এটা তো আমরা চেষ্টা করছি আমাদের সাধ্যের মধ্যে এটা তো প্রশাসনিক একক বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এটাকে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করলে কোন প্রশাসনের পক্ষেই এটা সম্ভব নয়। সেই জায়গায় এই যে আপনাদের ফিলিং ইন দি প্রেসক্রাইভড্ ইট ইজ দি পজেটিভ ফিলিং এটা যদি আমরা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারি গোলমাল কিন্তু বেশী লোক করেনা ধরুন ৪শ লোক যদি জমাও হয়ে থাকে তাহলে আলটিমেইটাল যারা গোলমাল করছে তাদের সংখ্যা ২০,২৫ বা ৩০ জন। ফলে এই রকম যারা করছে তাদেরকে চিহ্নিত করা দরকার। তাদের প্রতি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। সেখানে নিশ্চয়ই পুলিশকে ভূমিকা নিতে হবে। সবাই মিলে সাহায্য করলে পর তাদেরকে যদি আইডেনটিফাই করা যায় নিশ্চয়ই তাদের প্রতি ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে যদি কোন জায়গায় পুলিশ দুর্বলতা দেখায় তাহলে সেই পুলিশের প্রতি আমরা ব্যবস্থা নেব। সেই জায়গায় দাড়িয়ে ঘটনাটা নিঃসন্দেহে দূর্ভাগ্যজনক এবং নিন্দনীয় এবং এটা তো ঠিক আমাদের শ্রমিক বন্ধুরা তারা কোথা থেকে এইগুলি নিয়ে আসেন এবং দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে একটা অংশ ত্রিপুরার শ্রমিক আর একটা হচ্ছে ত্রিপুরার বাইরের শ্রমিক আছেন। তারা কিছুই বুঝে না, প্রভ্লেম্ হয়ে যাচ্ছে। কি কঠিন অবস্থার মধ্যে যে আমাদের প্রতিটি দিন অতিবাহিত হচ্ছে এটা সবাই আমরা অনুভব করছি। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলব ফোর্সে যারা আছে তাদেরকে ডিমরেলাইজ করা ঠিক হবে না। আপনি তাদের ডিমরেলাইজ করার কথা বলছেন আমি তা বলছি না। কিন্তু উইটনেসগুলি উইটনেসই। সেটা আইডেনটিফাই করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই

আমরা চেষ্টা নেব এবং আমি আজকে সকালেও এই শেসানে আসার আগে মাননীয় নগেন্দ্রবাবুর একটা প্রস্তাবের ভিত্তিতে হদাদের একটা মিটিং ডাকার জন্য আমি আমার এস. পি কে ডেকেছিলাম। আমি আবার তেলিয়ামুড়ার ঘটনাটা সম্পর্কে জানবার চেষ্টা করছি এবং সেখানে ফোর্স সিচুউশান কি আছে স্পেশালি কি ভূমিকা নেওয়া হচ্ছে সেইগুলি আমি টেক্‌আপ করছি। কারণ আমাদের চালান মজুত আছে এবং আমাদের দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন কারচুপি নেই। এছাড়া আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি। কোন কোন জায়গায় হয়তো ধরুন এক্ষুনি আমরা চট করে কাজটা করালাম কিন্তু মানুষটা যাতে অভুক্ত না থাকে তার ব্যবস্থা করছি। নিয়ে যাওয়ার যে সমস্যাটা সেই জায়গায় আমরা বলছি এসকর্ট দিয়ে হলেও সেখানে নিয়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ভেতরে যেতে হবে রাস্তার পাশে তো সবাই আসতে পারবেন না। ভেতরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন, সেইগুলি আমরা করবার চেষ্টা করছি।

শ্রীদীপককুমার রায় :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, আমি প্রস্তাব রাখতে চাই মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই যে সি. আর. পি. এফ-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে দীর্ঘদিন যাবত একটা জায়গায় আছে। কোন সিকিউরিটি ফোর্স যদি একটা জায়গায় থাকে তাহলে তার রিলেশন ম্যানটেন হয়। এরা যে আইনের মানুষ সেই দিকে তাদের খেয়াল থাকেনা। এই গুড ট্রিথ্‌ এ্যাণ্ড গোড রিলেশন তার অন্তর্নিহিত কাজে তা হয়ে যায়। কাজেই এই জায়গায় বলছি সিফটিং ডিউটি যারা আগে করেছে সেখানে এই ধরনের নোটিশ হবেনা, এইগুলি উইথড্র করে টি, এস, আর প্লেস্‌ করুন আমাদের এসর্কট বাড়বে। কিন্তু আমরা খারাপ বলছিনা। পিউপল ডিমাণ্ড কিংবা ওদের ডিউটি কিভাবে করছেন সেটা এখানে দেখুন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় সদস্য বিষয়টা যেভাবে উপস্থিত করলেন আমাদের কাছে কিন্তু এই বিষয়টার সমর্থনে উল্টো দিকে, সম্পূর্ণ দিক থেকে সমস্যা তৈরী করছে। সমস্যাটা কি হচ্ছে সি. আর. পি. এফ প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। আসাম রাইফেলস যে ৪টা ব্যাটেলিয়ান তারা গত ২-৩ বছর যাবত কাজ করছে। তারা এলাকা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হচ্ছে, লোক এবং পেট্রোলিং সম্পর্কে তাদের ধারণা জন্মেছে। এদের রি-ডেভেলাপমেন্টের জন্য স, আই সেখানে অপারেশনের কাজে আরও সি, আর, পি, এফ রাখা হবে। এরা সারা বছর তাড়া করছে। ফলে যা হচ্ছে আমরা সেখানে তাদের জিজ্ঞেস করেছি, কি ব্যাপার তোমরা কি ব্যবস্থা নিয়েছ আমাদের স্ট্যাটে ? সেখানে এই সি, আই অফিসার দ্যাট ইজ্‌ কনটিঞ্জেন্সি অপারেশন এচিভমেন্ট যেটা মানুষ চায় সেটা সমালোচনা হয়। তোমরা যদি মন খারাপ করে বল তাহলে তোমরা কি করে কাজ করবে ? ফলে তোমরা রেজাল্ট প্রডিউস কর তাহলে পরে মানুষ তোমাদের বিশ্বাস করবে, অভিনন্দন জানাবে। একটা ছোট সাফল্য হলে তোমাদের সবাই অভিনন্দন জানাবে। সমস্যা হল আমাদের যে প্যাটার্ন অব ওয়ার্ক তাতে একটা জায়গায় বেশী

সময় থাকতে পারছিনা। আমারা সেখানে একটা জায়গায় ডেফিল করা হয়। সমালোচনাতে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আমরা এই জায়গায় বলছি তোমরা অন্তত ২ বছর তাদের ব্যবস্থা কর। দ্বিতীয়ত, আপনি এখানে যেটা বলেছেন এই বিষয়টা তাদের এখানে বলতে পারি এই যে যারা নাকি পেট্রোলিং-এর কাজে আছেন। এদের ব্যাপারটা এই রকম এখানে মাননীয় সদস্য প্রশ্ন তুলেন। বিচার করে দেখতে পারেন। আরও সমস্যা হচ্ছে আপনি যেটা বলেছেন এই মন্ত্রীদের বা ভি, আই পি-দের গাড়িগুলিতে এস্কর্টের জন্য দেওয়া। তারা কিন্তু রাজী নয়। আমরা বলেছি যেহেতু সি, আর, পি, এফ এলাকাগুলি সম্পর্কে ফেমিলিয়ার না টি, এস, আর ফেমিলিয়ার যেটা মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবু গতকালকে আলোচনা করেছেন।

শ্রীদীপককুমার রায় :— স্যার, এখানে সমালোচনা করছেন ওরা।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এখানে যে সমস্যা আছে এই সমস্যাটা বুঝার চেষ্টা করুন। সেই জায়গায় উনি বলেছিলেন যে সেখানে টি. এস. আর দিয়ে দিন। কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে কোন অসুবিধা নাই, কিন্তু সমস্যাটা থেকে যায়। আমরা এটাও বলেছি সি. আর পি. এফ এবং টি. এস. আর কে কতগুলি প্রটেকটিভ ডিউটি আমরা করিয়েছি নন্ ট্রাইবেল-ট্রাইবেল এলাকাগুলিতে। উপায় নেই আমরা সবাই দাবী করেছি। সি, আই, এটা তুলে দিতে রাজী নয়। ওখানে টি, এস, আর দিতে হবে। আমরা সি, আর, পি, এফ কে বলেছি তোমরা টি. এস. আর-এর কাজ নাও। আমরা টি এস. আর কে ভিতরে পাঠাই। এমনি বলছি না প্রটেকটিভ ডিউটি আমরা করছিনা। এবং আমরা এই যে রোড দায়িত্ব তাদের দিলাম রোড অপেনিং এটা সন্ত্রাসবাদীদের গ্রামীণ রাস্তা। আমরা অপারেশন শুরু করব। কাজেই এই যে কথাটা বলেছেন এটা আমাদের উপর নির্ধারণ করছে না। আমরা পরপর এটা নিয়ে বলছি এবং লাস্ট যেখানে মিঃ কমল পাণ্ডে আসলেন তখন তার সঙ্গে আমার সেখানে ওয়ান টু ওয়ান ডিস্কাশন হয়েছে এবং সেখানে ডি, জি, এবং চিফ সেক্রেটারীও ছিলেন। আমি সেখানে বললাম যে আপনি একটা কাজ করুন। এই কাজটা অন্তত করার সুযোগ দিন। যাতে আপনি ২ মাস সুযোগ দিন। আমরা আরও বলেছি যে আমাদের টি, এস, আর গুলিকে রিলিজ করে দিন এবং এই জায়গায় সি, আর, পি, এফগুলি বসুক। টি, এস, আর আমরা ভিতরে নিয়ে যাই। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন আসলে সবটা আমাদের হাতে না। এনি হাউ আই উইল রিফার্ড ইট্।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা বেলা দুটো পর্যন্ত মুলতবী রইল

AFTER RECESS-AT-2-00 P. M.

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের তৃতীয়টি গত ১২. ৭. ২০০০ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা এবং শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা মহোদয়গণ সভায় উত্থাপন করেছিলেন। এখন আমি

মাননীয় কৃষি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য ।

বিষয়বস্তুটি হলো :—"প্রয়োজন অনুযায়ী চাহিদামত কৃষকদের সার সরবরাহ করা সম্পর্কে"।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, আপনি বলেছিলেন রিসেসের পর প্রশ্ন করতে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আমি বলেছি ওটা শেষ হয়ে গেছে। আপনি হয়ত শুনতে পাননি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হচ্ছে, "প্রয়োজন অনুযায়ী চাহিদা-মত কৃষকদের সার সরবরাহ করা সম্পর্কে"।

স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে মোট চাষযোগ্য কৃষি ভূমির পরিমাণ হল, ২,৮২,৩৫০ হেক্টর। ধান এই রাজ্যের প্রধান ফসল। প্রায় ৫০ শতাংশ জমিতেই ধান চাষ করা হয়ে থাকে। আমাদের রাজ্যকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করে তুলতে একটি দশসালা কর্ম পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০০-২০০১ এবং ২০০১-০২ এই দুই বৎসরের জন্য একটি একশান প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে যা এবছর থেকেই রূপায়ণ করা হচ্ছে। রাজ্যকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে গেলে সময়মত এবং চাহিদা অনুযায়ী কৃষকদের সার সরবরাহ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার মরশুম অনুযায়ী বিভিন্ন সার বিতরণের লক্ষ্যমাত্রাও স্থির করেছে। ২০০০-২০০১ সালের জন্য এই লক্ষমাত্রা নিম্নরূপ :—

(মেট্রিক টন হিসাবে)

সারের নাম	খারিফ মরশুমের লক্ষ্য মাত্রা	রবি মরশুমের লক্ষ্যমাত্রা	মোট লক্ষ্যমাত্রা
ইউরিয়া	৬২৫৫	৯৩৪৫	১৫,৬০০
সুপার ফসফেট	৩৯৯০	৬০৫৫	৯,৯৫৫
রক ফসফেট	৩৪২৫	৪৫৪৫	৭,৯৭০
মিউরেট অব পটাস	২৭৪৫	২৫৭০	৫,৩১৫
সর্বমোট	১৬,৪১৫	২২,৫১৫	৩৮,৮৪০

কৃষকদের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে সার যোগানোর জন্য রাজ্য সরকার অগ্রিম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। খারিফ মরশুমের জুন মাস পর্য্যন্ত রাজ্যে সার সরবরাহের হিসাব নিম্নরূপ :—

(মেট্রিক টন হিসাব)

সারের নাম	চলতি বছরের খারিফ মরশুমে সার বণ্টনের লক্ষ্যমাত্রা	গতবছর খারিফ মরশুমে সার সরবরাহের পরিমাণ	জুন মাস পর্যন্ত সার ব্যবহারের পরিমাণ	বর্তমানে সার মজুতের পরিমাণ	মন্তব্য
ইউরিয়া	৬,২৫৫	৫,৮৯৩	১,৬৩২	২,২৯৩	২১০০ মে. টন
সুপার ফসফেট	৩,৯৯০	১,৬৪৯	৬৯০	৩,৭০৩	ইউরিয়া কেনার
রক ফসফেট	৩,৪২৫	১,৪৭০	৬৬০	২,৯৪৩	ইতিমধ্যেই বন্দোবস্ত
মিউরেট অব পটাশ	২,৭৪৫	৪৯৯	৯২৩	২৮৬	করা হয়েছে যা এই মাসের মধ্যেই পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তাছাড়া ২০০০মে. টন ইউরিয়া সার যোগানের জন্য ত্রিপুরা এ্যাপেক্স কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ।

এটা পরিস্কার যে সুপারফসফেট এবং রক ফসফেট সারের মজুত ভাণ্ডার রাজ্যে বর্ত্তমানে খারিফ মরশুমের প্রয়োজনের চেয়েও বেশী আছে। এখানে উল্লেখ্য যে, সারাদেশেই পটাশ সারের ঘাটতি রয়েছে। এই সার আমাদের দেশে উৎপাদিত হয়না, বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত নীতি অনুযায়ী এই সারের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের মতো দুর্গম রাজ্যের পক্ষে আগাম পদক্ষেপ নেওয়া সত্বেও সময়মতো এই সার যোগান দেওয়া সবসময় সম্ভবপর হয় না। এখানে আরো উল্লেখ যে সারাদেশেই একটি মাত্র কোম্পানী (আই, পি, লিমিটেড) এই সার আমদানী করে থাকে। ফলে ঐ কোম্পানী একচেটিয়া ব্যবসা করার সুযোগের অপক্ষায় থাকে। এতসব প্রতিবন্ধকতা সত্বেও রাজ্য

সরকার আরো ১০০০ মেট্রিক টন পটাশ সার খারিফ মরশুমের জন্য আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ত্রিপুরার গরীব অংশের কৃষকদের কথা বিবেচনা করে রাজ্য সরকার সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যেও ভর্তুকীতে সার বণ্টন করে আসছে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিনিয়ত সারের উপর ভর্তুকী তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া সত্বেও রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার কৃষিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সারে ভর্তুকী প্রদান বজায় রেখেছে যা সারা দেশেই দৃষ্টান্ত স্বরূপ। রাজ্যে বিভিন্ন সারের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ভর্তুকী দেওয়া হয় তার হিসাব নিম্নরূপ :—

ইউরিয়া	— ২৩ শতাংশ
সুপারফসফেট	— ৫০ শতাংশ
রকফসফেট	— ৩৬ শতাংশ
পটাশ সার	— ৪৭ শতাংশ
ডি, এ, পি	— ৯৯ শতাংশ
মিশ্রসার	— ১৯ শতাংশ

তাছাড়াও সারের আভ্যন্তরীণ পরিবহনের ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ ভর্তুকী কৃষকদের দেওয়া হয়।

সমস্ত সার ক্রয় করে সময়মতো কৃষকদের পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার আন্তরিক হওয়া সত্বেও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার দরুন অনেক সময় সার যোগানে সমস্যা দেখা দেয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পরিবহনজনিত সমস্যা। ইউরিয়া আসামের নামরূপ থেকে, ডি, এ, পি এবং পটাশ সার গৌহাটী থেকে সড়ক পরিবহনের মাধ্যমে আনতে হয়। ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ার দরুণ সার আনার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এছাড়াও ইউরিয়া ছাড়া অন্য সব সারের উপর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার ফলে সার সরবরাহকারী কোম্পানীগুলিকে ১০০ শতাংশ অগ্রিম দাম দেওয়া সত্বেও প্রয়োজনের সময় সার সরবরাহ করতে অনীহা প্রকাশ করে। অগ্রিম টাকা প্রদান করা ছাড়া কোনও কোম্পানী সার সরবরাহ করতে রাজী হয় না।

এতসব প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও রাজ্য সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী কৃষকদের সার সরবরাহের ক্ষেত্রে অত্যন্ত আন্তরিক। রাজ্যের কৃষকদের বর্ধিত চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যেই সরকার সর্বদাই যত্নবান। জাতীয় স্তরে সার ব্যবহারের গড়মাত্রা হচ্ছে প্রতি হেক্টরে ৭৪ কে, জি, আমাদের ৩০ কে. জি.। রাজ্যের কৃষকদেরও অন্তত:পক্ষে জাতীয় স্তরের সমান সার ব্যবহার করার জন্য রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে কৃষি বিভাগ সার বণ্টনের সিংহভাগ দায়িত্ব বহন করে আসছে। কৃষকদের কাছে সময় মতো সার পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি এবং ত্রিপুরা হর্টিকালচার করপোরেশন লিমিটেড-এর মতো সমবায় সংস্থা ও সরকারী অধিগৃহীত সংস্থাগুলিকেও সার বণ্টনের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে।

এবছর প্রাথমিক ভাবে ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে ২০০০টন ইউরিয়া

সার এবং ত্রিপুরা হর্টিকালচার কর্পোরেশন লিমিটেডকে ৫০০টন ইউরিয়া সার বন্টনের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ঐ দুটি সংস্থা সার বন্টনের কাজ শুরু করে দিয়েছে।

রাজ্য সরকার উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করার ফলে এটা আশা করা যায় যে, রাজ্যের কৃষকগণ তাদের প্রয়োজনীয় সার সময়মতো পাবেন এবং সেই লক্ষ্যে এ বছরের বাজেটেও পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে সমস্ত সারের কথা উল্লেখ করেছেন যদি সবটা এগ্রিকালচারের কাজে ব্যবহার করা হয় তাহলে পার হেক্টারে কত কে, জি, করে পড়বে? ত্রিপুরায় অরুন্ধুতীনগরে একটা বায়ো ফার্টিলাইজার লেবোরেটরী আছে। সেখানে কত পরিমাণ উৎপাদন হচ্ছে এবং কত পরিমাণ সার ব্যবহার করা হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, বায়ো ফারটিলাইজার লেবরেটারীর উৎপাদনের পরিমাণ কত এই মুহূর্তে সেই তথ্য আমার কাছে নেই। এটা আলোচনা হয়েছে কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আমি ভুলে গেছি কিন্তু এখানে যে পরিমাণ দারকার সেই পরিমাণ হচ্ছে না। তাই ইনক্লুড করার চেষ্টা করছি। ১২ হাজার প্যাকেট।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— প্রত্যেক এক প্যাকেটে কত করে?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— এটা আমর জানা নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া — সবটা স্যার ব্যবহার করা হয়েছিল কি এবং পার হেকটার কত পরিমাণ পড়বে? ২নং হচ্ছে বায়ো ফারটিলাইজার ১২ হাজার প্যাকেট কোন কোন শস্যের জন্য?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, মেইনলি ১০০ গ্রামের প্যাকেট। এটা মূলত ভেজিটেবল ক্রপসের উপর প্রয়োগ করা হয়। আর ধান, টান এই সমস্ত আমাদের মেডিকেলে যে সমস্ত সারগুলি আছে সেটাই কৃষকরা জমিতে ব্যবহার করে। এই সারগুলি সেই জায়গায় দিয়ে সেটার উৎপাদন বাড়ানো যায় কিনা সেটার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু প্রাক্টিক্যালি এই সারটা দেওয়া হচ্ছে বেশী ভেজিটেবল ক্রপের মধ্যে যেমন আলু বা বিভিন্ন সজীর চাষে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পার হেকটার কত হয়?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— প্রতি হেকটার ৪০ কে.জি.।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেঁচারথল) :— রাজ্যকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন রবি মরশুমে লক্ষমাত্রা ২২,৫১৫ মেট্রিক টন সার রাজ্যে প্রয়োজন জমিতে। এখন উৎপাদন শক্তি নেই। তাই সার ছাড়া কৃষকরা ফসল উৎপাদন করতে পারে না। সামনে

আমাদের রবি মরশুম এই মরশুমে সার যখন প্রয়োজন হয় তখন সারা রাজ্যের কৃষকদের সারের জন্য চিৎকার শুরু হয় এবং এটাকে মার্কেটিং সোসাইটিতে এজেন্সী করা হয়েছে। তাই বলছি এটাকে প্রাইভেট সেকটারেও এজেন্সী করা হবে কি না ? যদি এদেরকে লাইসেন্স দেওয়া হয় এবং গভর্ণমেন্টের যে কোটা আছে সেখান থেকে বাদ দিয়ে যদি এদেরকে দেওয়া হয় তাহলে সারের যে সমস্যা আছে সেই সমস্যা সমাধান হওয়ার একটা পথ থাকতে পারে বলে মনে করি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের এই রকম কোন চিন্তা ভাবনা আছে কি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :—স্যার, ঠিকই তো আছে। কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে যাতে সার তারা অন্যত্র বিক্রি করতে পারে সেটাই হচ্ছে। ইতিমধ্যে ৩৯টি পেক্‌সের মাধ্যমে বিক্রি করা শুরু হয়েছে এবং তার এলটমেন্ট পেয়েছেন কিন্তু তারা আনেন নি, এখন আনবেন।

ত্রিপুরা হরটিকালচার কর্পোরেশান তারা নিজেরাও এনে চলেছে, আবার লাইসেন্স প্রাপ্ত ডিলারশীপ আছে ২৮টি তারাও এটা করছে। আর প্রাইভেট যারা আছে, প্রাইভেট ৬টা আছে, তারাও আনছে। তারা পরিমাণে খুব কম আনে। সুতরাং এখানে কতগুলি প্রশ্ন আছে। যেমন সারের প্রশ্ন আছে। সাবসিডি গভর্ণমেন্ট দিচ্ছে, আর এখানে তারা সাবসিডি পাচ্ছেনা ফলে বেশী দাম পড়ে যাচ্ছে সারের। এতে কৃষকরা বেশী দাম দিয়ে কিনতে আগ্রহী নয় তবে সার যেটা আনা হচ্ছে পরিমাণে খুব কম। আমরা এর জন্য বলেছি মেইনলি দুটো হরটিকালচার কর্পোরেশান, এপেক্স কো-অপারেটিভ মার্কেটিং-এর সংস্থা এখন তাদের মাধ্যমে বেশী পরিমাণ সার আনতে পারি সেই ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। স্যার, এখানে উল্লেখ করতে চাই, সার আনার ক্ষেত্রে-ত কতগুলি অসুবিধা আছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, উত্তরগুলি একদম টু-দি পয়েন্ট দেবেন। বেশী ইলাবোরেশান করলে টাইম চলে যাবে। এভাবে করতে হবে। আমি প্রশ্নকর্ত্তাকেও বলব, আপনারা যদি এরকমভাবে তৈরী থাকেন তাহলে আমার কোন আপত্তি নাই। তবে একটা প্রশ্ন এবং উত্তর দিতে দিতে ২০ মিনিট চলে যাচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— এই যে প্রশ্নের উত্তরটা দিয়েছিলাম, এখন যদি কোন প্রাইভেট এজেন্সি লাইসেন্স চায় তাহলে সরকারের এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে তাদের দেওয়া হবে।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা :— পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিভিন্ন আইটেমের সারের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে ইউরিয়া এবং এস, পি কৃষকদের বেশী প্রয়োজন। আমাদের রাজ্যে সারের মজুত প্রয়োজনের তুলনায় বেশী আছে একথা মাননীয় মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। আমার প্রশ্ন হল, সিজন ওয়াইজ সব সার দেওয়া হয়না। সিজন্যাল ওয়াইজ সারগুলি ডিভিশান ওয়াইজ এবং সাব-ডিভিশান ওয়াইজ পৌঁছতে দেরী হয়ে যায়। যার ফলে কৃষকদের সিজন্যাল যে ফসল এইগুলি উৎপাদন করার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল বিশেষ করে

দুর্গম এলাকাতে আমরা লক্ষ্য করেছি এগ্রি সুপারিইনটেনডেন্টের বিরাট এলাকা। আমরা দেখেছি, একজন সুপারিইনটেনডেন্টের আণ্ডারে একটা গাড়ী আছে। এই গাড়ী সমস্ত এলাকাতে কাভার করতে পারেনা। যার জন্য সারগুলি সিজনের পরে গিয়ে পৌঁছে। এছাড়া বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণেও গাড়ী টাইমমত পেঁাছাতে পারেনা। কাজেই কৃষকদের সিন-ওয়াইজ সার পাওয়ার ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, ১নং হল, সার যখন আমরা পাই তখন ডিসট্রিকট লেভেলে আমাদের যিনি অফিসার আছেন তার সংগে যুক্ত করা হয়। ইলেকটেড জেলা পরিষদের যে এগ্রি সাব কমিটি আছে তাদের সংগে পরামর্শ করেই কোন সেকটারে কত সার দেওয়া হবে তারা ঠিক করে। এগ্রি সাব কমিটি তারা যেভাবে বলে সেইভাবেই দেওয়া হয়। সারটা সময়মত পেতে অসুবিধা হয়। এটা সব গাড়ীর জন্য হচ্ছেনা। গাড়ী আমরা ভাড়া করতে পারি। প্রশ্ন হচ্ছে, রাস্তাঘাট রেলের ওয়াগনের ব্যাপার আছে। এটা তারা স্বীকার করেছেন। উনারা বলেছেন আপনারা রেল কোম্পানীকে বলুন, আমরাও বলছি। এই জায়গাতে কতগুলি অসুবিধা আছে। আমরা সারের জন্য অগ্রিম টাকা জমা দিলেও সময়মত আমরা সার পাইনা। যখন আসে, তখন আমরা ফেলে রাখিনা। সংগে সংগে সেগুলি বিলি করার ব্যবস্থা করা হয়। তারপরও সারের শর্টেজ নাই সার আনবার জন্য এই বাজেটেও টাকার প্রভিশান রাখা হয়েছে। কারণ সার ছাড়া কৃষি হয়না। আর টেকনিক্যাল কারণে কোন অসুবিধা হয় সময়মত না পাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই সেই অসুবিধাগুলি আমরা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই পলিসিটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। এই যে সার বিক্রী এটা গভর্ণমেন্টের স্টলে থাকবে সাবসিডাইজ, আর পাশাপাশি আর একটা প্রাইভেট থাকবে সাবসিডাইজ ছাড়া। এখানে দাম বাড়বে। এটা অটোমিটিক্যালি প্রাইভেটে যারা কারবার করে তারা এই সাবসিডাইজ সারগুলি নিয়ে ব্যবসা করবে এবং মুনাফা লুটবে। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে প্রাইভেট পার্টিকে লাইসেন্স দেওয়া হবে। এটা গভর্ণমেন্ট আবার রিভিউ করুক। আমার মনে হয় যদি করতেই হয় তাহলে যারা প্রাইভেট ব্যবসা করবেন তারা সেখানেও যাতে একটা গভর্ণমেন্টের সাবসিডাইজ রেইটে করা হয় এটার ব্যবস্থা করুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী):— স্যার, আসলে এই বিষয়টা এটা উনি যেভাবে বলেছেন ঠিকই আছে, এভাবে হতেই পারে এবং এটার সম্ভাবনা বেশী আছে। চাউল যেমন হয়, চিনি যেমন হয়, হতেই পারে এরকম। আমরা এ বিষয়টা নিয়ে আরও বেশী এক্সপ্যারসাইজ্ করার জন্য চিন্তাভাবনা করছি, কিভাবে সামঞ্জস্য রেখে সেটা করতে পারি।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের চতুর্থটি গত ১৩-৭-২০০০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহোদয় সভায় উত্থাপন করেছিলেন। এখন আমি মাননীয় জনস্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত

মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়-বস্তুটি হলো :—"আগরতলা পুরসভা সহ রাজ্যের সবকয়টি নগর পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ী বাড়ী পানীয় জল সরবরাহ সম্পর্কে।"

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যে একমাত্র আগরতলা পৌরসভা এলাকায় বাড়ী বাড়ী জল সরবরাহ করা হয়। অন্যান্য নগর পঞ্চায়েত এলাকায় এখনও বাড়ী বাড়ী জল সংযোগ দেওয়া হয়নি। তবে উদয়পুরে এটা চালু হয়ে গেছে। সরকার বাড়ী বাড়ী জল সংযোগের ব্যাপারে একান্তভাবে ইচ্ছুক এবং যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সেই উপলক্ষ্যে ২২-৬-৯৮ ইং সালে মুখ্যমন্ত্রীর পৌরহিত্যে বিভিন্ন নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যানদের নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, জনস্বাস্থ্য কারিগরীর উচ্চপদস্থ অফিসারগণ নগর পঞ্চায়েত এলাকাকায় জল সরবরাহের উন্নতির জন্য পদক্ষেপ নেবেন। সেই অনুযায়ী ১১-৯-৯৮, ১৫-৯-৯৮ এবং ১৮-৯-৯৮ইং সালে দক্ষিণ পশ্চিম এবং উত্তর ত্রিপুরায় ও ধলাই জেলায় নগর পঞ্চায়েত চেয়ারম্যানদের নিয়ে বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা তৈরী করা হয়।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন নগর পঞ্চায়েতে আরও গভীর নলকূপ খনন করা হয় সেগুলি হল, ধর্মনগর, কৈলাশহর, কুমারঘাট, কমলপুর, রাণীরবাজার এবং খোয়াই, বিলোনীয়া, অমরপুর এবং সাব্রুম-এ একটি করে এবং বিভিন্ন এলাকায় কিছু কিছু পাইপ লাইনও সম্প্রসারণ করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী ২০,০০০ পর্য্যন্ত লোকসংখ্যার জন্য ৭০ এল পি সি ডি এবং এক লক্ষের উপরে লোকসংখ্যার জন্য ১৫০ এল পি সি ডি করে জল সরবরাহ করার কথা। রাস্তার হাইড্রান্ট থেকে জল সংগ্রহকারীরা ৪০ এল পি সি ডি করেন।

বর্তমান পৌরসভা ও নগর পঞ্চায়েত এলাকাতে যে পরিমাণ জল সরবরাহ করা হচ্ছে তা নিম্নরূপ :— আগরতলা পৌরসভায় হচ্ছে ২৬ এম এল ডি, এখানে এম এল ডি মানে হচ্ছে, মিলিয়ন লিটার পার ডে, ধর্ম্মনগর ওয়ান এম এল ডি, তেলিয়ামুড়া পয়েন্ট এইট এম এল ডি। বিলোনীয়া পয়েন্ট সিক্স এম এল ডি, রাণীরবাজার ০.৬০ এম এল ডি, খোয়াই ০.৫৫ এম এল ডি, সাব্রুম ০.২৯ এম এল ডি, অমরপুর ০.৪০ এম এল ডি, কমলপুর ০.২২ এম এল ডি। কৈলাশহর ০.৬০ এম এল ডি, কুমারঘাট ০.৬৬ এম এল ডি, উদয়পুর ১.১০ এম এল ডি, সোনামুড়া ০.৫০ এম এল ডি।

এর মধ্যে আগরতলা পৌরসভায় ৪০ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন বাধারঘাট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টটি অতি সত্বর চালু করা হবে। তাতে আগরতলা শহরে দৈনিক ৭০ লক্ষ গ্যালন পরিশ্রুত জল পাওয়া যাবে। প্রয়োজন বোধে কিছু গভীর নলকূপ যেগুলি বর্তমানে চালু আছে সেগুলিও চালানো হবে।

উদয়পুরে দৈনিক ১৩ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন এবং সোনামুড়ায় ১০ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা

সম্পন্ন ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট চালু আছে। যা আগামী ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত বর্ধিত জনগণকে জল সরবরাহ করা যাবে। ধর্মনগরে দৈনিক ১৫ লক্ষ গ্যালন, কৈলাশহরে দৈনিক ১০ লক্ষ গ্যালন, কমলপুরে দৈনিক ৭.২০ লক্ষ গ্যালন এবং বিলোনীয়ায় ১০ লক্ষ গ্যালন ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট-এর কাজ চলছে। ধর্মনগরের প্ল্যান্টটি বর্তমান আর্থিক বছরে চালু করার সর্বাত্বক প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। কুমারঘাটে ৬ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট-এর কাজ এই বছর শুরু করার চেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য যে নগর পঞ্চায়েত গুলি আছে তারমধ্যে খোয়াই তেলিয়ামুড়া, অমরপুর ও সাব্রুমে প্রজেক্ট, তৈরীর কাজ প্রায় শেষ পর্য্যায়ে আছে। অর্থের সংস্থান করতে পারলে এবছর বা আগামী বছরের মধ্যে সেই কাজগুলি আমরা হাতে নিতে পারব।

আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের ওয়াটার সাপ্লাই-এর কোন আলাদা রুলস্ ছিল না। আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল (০১-০৪-১৯৭৭) থেকে অ্যানুয়েল রেন্ট ভেলিউয়েশন হোল্ডি-এর উপর যে সমস্ত বাড়ীতে ডোমেস্টিক কানেকশন আছে তাদের ক্ষেত্রে ৬.২৫ পার্সেন্ট হারে এবং যেখানে ডোমেস্ট্রিক কানেকশন নেই সেই সমস্ত হোল্ডিং এর জন্য ৩ পার্সেন্ট হারে অ্যানিউএল রেন্ট ভেলিউয়েশন হোল্ডিং-এর উপর ওয়াটার চার্জ আদায় করার নিয়ম চালু আছে। সেই নিয়ম অনুযায়ী আগরতলা পৌরসভা বছরে ১২ লক্ষ টাকা থেকে ১৪লক্ষ টাকা ওয়াটার চার্জ কালেকশন করা হয়ে থাকে। আগরতলা পৌরসভা জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরকে সব সময় টাকা দিতেন না। সরকার জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের মাধ্যমে আগরতলা পৌরসভা এবং নগর পঞ্চায়েত এলাকায় জল সরবরাহ প্রকল্পগুলি চালিয়ে যাচ্ছেন। হিসাব করে দেখা গেছে যে আগরতলা পৌর এলাকায় প্রতি মাসে ৩৪ লক্ষ টাকা জল সরবরাহ বজায় রাখার জন্য খরচ করছেন। তারমধ্যে স্টাফ এর বেতন ভাতা বাদ দিলে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা প্রতি মাসে মেইনটিন্যান্স, ইলেকট্রিক বিল কেমিক্যাল টেলিফোন ইত্যাদি বাবদ খরচ হচ্ছে। এই টাকা প্রতিমাসে বাধারঘাট প্ল্যান্টটি চালু হওয়ার পর ৪০ লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ আগরতলা পৌরসভা এলাকায় জল সরবরাহ চালু করার জন্য সরকারকে ৪ কোটি টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা পর্য্যন্ত প্রতি বছর খরচ বহন করতে হবে।

নগর পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে হোল্ডিং এখনো চালু হয়নি সেজন্য ওয়াটার ট্যাক্স্ নগর পঞ্চায়েতে চালু করা প্রতিবন্ধকতা ছিল।

সরকার নগর পঞ্চায়েত চেয়ারম্যানদের এবং আগরতলা মিউনিসিপাল-এর সাথে দফায় দফায় আলোচনাক্রমে ওয়াটার রুলস্ এবং ওয়াটার চার্জ তৈরী করার পদক্ষেপ নিয়েছেন। এই রুলসটি ২৭ জুন, ২০০০, এক্স্ট্রাঅর্ডিনারী ইস্যু, ত্রিপুরা গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। সেই রুলস্ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে যে আগরতলা মিউনিসিপ্যাল এরিয়া এবং নগর পঞ্চায়েত এরিয়ায় মাসিক ওয়াটার চার্জ অনুযায়ী করা হয়েছে। মাসিক চার্জ এর হার :—

	Monthly Fee (Rs)	
Size of the ferrule.	Municipal Area.	Nagar Panchayet Area.
	Rs.	Rs.
1. 6 mm.	30·00	20·00
2. 10 mm	40·00	30·00
3. 12. 5 mm	60·00	40·00
4. 20 mm	100·00	70·00

এই রুল চালু হওয়ায় এখন থেকে নগর পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ী বাড়ী জল সংযোগ করার বাঁধা দূর হল। জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তর বিভিন্ন নগর পঞ্চায়েত জল সংযোগ দেওয়ার প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছেন। এবং ধাপে ধাপে প্রতি নগর পঞ্চায়েতে জল সংযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে তাছাড়া সরকারী, বাণিজ্যিক এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে পৌরসভায়—২৫০ টাকা এবং নগর পঞ্চায়েতে ২০০ টাকা করে ওয়াটার ট্যাক্স্ দিতে হবে। কোন সরকারের পক্ষে সবগুলি জল প্রকল্প চালানো সম্ভব নহে। কেন্দ্রীয় সরকার কোন নূতন প্রকল্প মঞ্জুরী দেওয়ার আগে গ্যারান্টি দিতে হয় যে প্রকল্পগুলি চালু হওয়ার পর জনগণই তার অপারেশন অ্যাইড মেইনটিন্যান্স বহন করবেন। শুধু শহর এলাকায় নয়, গ্রাম এলাকাতেও ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্পগুলি সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে চালনা ও রক্ষণার জন্য হস্তান্তরের নির্দেশিকা চালু করেছেন।

শ্রী মানিক দে ঃ— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি-যে, আগরতলা পৌর এলাকায় দুইবার জল দেওয়া হয় প্রতিদিন। কিন্তু যারা বাড়ীতে কানেকশন নিয়েছেন দেখা যায় তারা তাদের প্রয়োজন মত জল সব সময় পান না, জল সংগ্রহ করার আগেই সেটা সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। তারপর দেখা যায় যে পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হয়, সেগুলি অনেক জায়গায় নষ্ট হয়ে গেছে, লিক করে। ফলে ড্রেইনের জলও পাইপের মাধ্যমে চলে যায়। সেদিন দেখেছি লক্ষ্মীনারায়ণবাড়ীর সামনে পাইপ রিপেয়ার করা হচ্ছে। এইভাবে যেসব জায়গায় পাইপ নষ্ট হয়েছে সেগুলিকে দ্রুত সারাই করার ব্যবস্থা করা হবে কিনা? আর যে সমস্ত নগর পঞ্চায়েত এলাকায় যে সমস্ত ট্রিট্‌মেণ্ট প্ল্যাণ্ট করা হচ্ছে সেগুলির কাজ শেষ হতে পাঁচ-ছয় বৎসর সময় লেগে যায়। এখন আমাদের রাজ্যের পাব্‌লিক হেল্‌থের নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরী করে এই ট্রিটমেণ্ট প্ল্যাণ্টগুলির কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না? আর সমস্ত নগর পঞ্চায়েতগুলিতে এই ট্রিট্‌মেন্ট্র প্ল্যাণ্টের কাজ এখনো শুরু হয়নি সেগুলি কতদিনের মধ্যে সেগুলির কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়?

আর বাধারঘাটের বিষয়টা উনি বলেছেন তবে কবে নাগাদ সেখান থেকে আগরতলা শহরে জল সরবরাহ করা হবে বলে আশা করা যায় সেটা জানানোর জন্য মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য মূলত বলার চেষ্টা করেছেন, আগরতলা শহরে জল সরবরাহের জন্য ব্যাবহৃত পাইপগুলি কিছু কিছু জায়গাতে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এটা ঠিক। পাইপগুলি অনেকদিনের পুরানো হওয়াতে অনেক জায়গাতেই মরচে ধরে পাইপগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এইগুলির সংস্কার বা মেরামত করা বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে। কোন কোন জায়গায় পাইপ এখন পাঁচ থেকে ছয় ফুট নীচে চলে গেছে। এগুলিকে মাটি কেটে রাস্তা কেটে উপরে তোলা বেশ কঠিন কাজ। এইগুলিকে সারাইয়ের জন্য আমরা বেশ কয়েকটি জায়গায় ইতিমধ্যে কাজ হাতে নিয়েছি। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে এইগুলি তুলতে গিয়ে প্রচণ্ড রকমের বাঁধা আসছে। গোলবাজার থেকে নেতাজী চৌমুহনী পর্য্যন্ত কাজ হাতে নিতে গিয়ে আশ-পাশের দোকানীরা প্রচণ্ড বাধা দিয়েছেন। তারা বলে দিয়েছেন যে কোন অবস্থাতেই করা যাবেনা। আগরতলা পুরসভা সহ স্থানীয়দের সহযোগীতায় সারাইয়ের কাজ যাতে দ্রুত হাতে নেওয়া যায় দপ্তর এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নিচ্ছে। সারাই না করতে পারলে শহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থা বিপন্ন হয়ে পড়বে। পাইপ লাইনে খারাপ জল ঢুকতে পারে।

দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে, বাধারঘাট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এর কাজ শেষ পর্য্যায়ে। পরীক্ষামূলক ভাবে চলছে। কিছু অসুবিধা ছিল যেমন জওহর ব্রীজের দক্ষিণ পার্শ্ব পর্য্যন্ত পাইপ লাইন বসানো। শিশুবিহার এবং দূর্গাচৌমুহনীতে নূতন ওয়াটার রিজার্ভার নির্মাণ। পাইপলাইন টানার কাজ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। দুর্গাচৌমুহনীর কাজ শেষ হয়নি। আমরা আগামী ১৫ই আগষ্টের আগে চালু করার জন্য এখন সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। যাতে আমরা এটা দ্রুত চালু করতে পারি। নগর পঞ্চায়েত গুলিতেও ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট করার চেষ্টা চলছে। কন্‌ট্রাকটার আমাদের রাজ্যে কম ছিল। প্রথমদিকে আমরা যে যে কাজগুলি করেছি সেগুলি কলকাতার ঠিকেদার দিয়ে করাতে হয়েছে। এখন আমাদের এখানকার ঠিকেদার তাদের সংগে থেকে কাজ শিখেছে এবং করছে। বিলোনীয়া বা কমলপুরে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট করার ক্ষেত্রে স্থানীয় ঠিকাদার কাজ করছে। নগর পঞ্চায়েতগুলিতেও যাতে চালু করা যায় সেজন্য প্রয়োজনীয় ডিপ টিউবওয়েলের কাজ আমরা করেছি।

আগরতলা শহরে এখন ২৮টি ডিপটিউবওয়েল কাজ করছে। তেলিয়ামুড়ায় ৫টা ডিপটিউবওয়েল আছে। খোয়াইতে ৩টা, রাণীরবাজারে ২টা, কমলপুরে ১টা চালু রয়েছে। ধর্মনগরে ৪টা, কৈলাশহরে ৪টা, কুমারঘাটে ২টা, সোনামুড়ায় ২টি, উদয়পুরে ৩টি, অমরপুরে ৫টি, বিলোনীয়াতে ৩টি, সাব্রুমে ৩টি সহ রাজ্যে সর্বমোট ৬৭টি ডিপটিউবওয়েল জল সরবরাহের কাজে রয়েছে।

শ্রী সমীর দেবসরকার :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, আমার যতটুকু জানা রয়েছে

খোয়াই শহরে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট করার জন্য মাষ্টার প্ল্যানই এখনও তৈরী হয়নি। এবং করতে হলে আরো কয়েক বৎসর লাগবে। ইতিমধ্যে যে ২টি ডিপটিউবওয়েল করা হয়েছে সেগুলির জল ওভারহেড ট্যাংকে রাখার জন্য কোন ব্যবস্থাই সেভাবে গড়ে উঠেনি। তাড়াতাড়ি পাইপলাইন বাড়ানোর মাধ্যমে বাড়ী বাড়ী পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন, জানাবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এটা ঠিক যে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট করতে গেলে ওয়াটার ট্যাংক করতে হবে। আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি যাতে সব কটি নগর পঞ্চায়েতে এটার ব্যবস্থা করা যায়। পাইপ লাইন নতুন করে বাড়োনোর সিদ্ধান্ত আছে। আশা করি মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা আগামী অর্থবছরে অনেকটা কার্যকরী করতে পারব।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বলবেন ঠিক আছে, শুনুন। ব্যাপারটা হচ্ছে যেভাবে চলছে সেভাবে আমাদের মোট কলিং এটেনশন ৬টি আছে তাতে আমি দেখছি প্রতিটি বিষয়ের উপর ২৫ মিঃ করে সময় লাগছে তাতে রাত্রী দশটা বাজলেও শেষ হবে না। আমার অনুরোধ হচ্ছে মন্ত্রী উত্তর দেওয়ার পর প্রশ্ন কর্তা একটি ক্লেরিফিকেশান করবেন। এই হচ্ছে আমার একটা প্রস্তাব।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এই ক্ষেত্রে আমার একটা প্রস্তাব থাকবে। এই যে কলিং এটেনশন এগুলিতে অনেক সময় লাগবে। তাছাড়া এগুলিতো লেও করা যায়। তাছাড়া বিষয়গুলি নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে কাট মোশানের উপর যদি আলোচনার সময় একটু বেশী পান তাহলে সুবিধা হবে। আমি সেই দিক থেকে মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করতে পারি যদি আপনারা মনে করেন তাহলে এগুলি লে করে দিলে সুবিধা হবে। বাজেটের উপর আলোচনার সময় বেশী পাবেন। বিশেষ করে কাট মোশান এনেছেন বিরোধী দলের সদস্যরা তাঁরাই সবচেয়ে বেশী এই সুযোগ পাবেন। তাঁদের কাট মোশানের পক্ষে যুক্তি খাড়া করার জন্য এটা আমরাও দাবী করব।

শ্রী রতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব্ ক্লোরিফিকেশান স্যার, ছোট ছোট দুইটা ক্লেরিফিকেশান করলে ভাল হয়।

মিঃ স্পীকার :— সেইতো দুইটা করলে মন্ত্রী স্টেটমেন্ট দিতে সময় লেগে যায় ১৫ মিনিট প্রায়। এই ১৫ মিনিট করে ছয় পনের নব্বই মিনিট চলে যাবে।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি আগরতলা পৌর সভার এরিয়ায় বাড়ী বাড়ী পানীয় জল সরবরাহ করতে গেলে ডেইলী কত গ্যালন জল লাগবে ? এখানে মাননীয় মন্ত্রীর স্টেটমেন্টে বাঁধারঘাটে ৪০ লক্ষ গ্যালন জল এছাড়াও বোধহয় আরও ৩০ লক্ষ গ্যালন জল মোট ৭০ লক্ষ গ্যালন জল আছে এতে কি বাড়ী বাড়ী জল সরবরাহ করার ক্ষেত্রে সাফিসিয়ান ?

যদি সাফিসিয়ান না হয় তাহলে আর কত সংখ্যক বকেয়া থাকবে? আমাদের এই ডমেস্টিক কানেকশন-এর জন্য মোট পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাছে কত সংখ্যক আবেদন জমা পড়ে আছে, কানেকশন দেওয়া হয়নি, তার সংখ্যা কত, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) — স্যার, ম্যানেজমেন্ট মূলত কানেকশন, সার্ভিস কানেকশন-এর দরখাস্ত এগুলি সব মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ন্ত্রণ করে এগুলি তাদের কাছে থাকে। আসলে এই হিসাবটা দেওয়া আমার পক্ষে খুব কঠিন। কত দরখাস্ত পেণ্ডিং পরে আছে, কানেকশন এখনও পায়নি যেটা মাননীয় সদস্য জানতে চেয়েছেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। মোট আগরতলা শহরের জন্য কত পরিমাণ জল প্রয়োজন এগজেক্টলি আমার কাছে হিসাব নেই। বাঁধারঘাটে হলে পরে আমাদের মোট ৭০ লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহ করতে পারব। এছাড়া এখনও আগরতলা শহরের জন্য ২৮টি ডিপ টিউবওয়েল চালু আছে। এইসব মিলে প্রায় ১ কোটি গ্যালনের মত জল দেওয়ার মত ব্যবস্থা আমরা আগরতলা শহরে করতে পারব। বাঁধারঘাট চালু হবার পরে আমার মনে হচ্ছে ১ কোটি গ্যালন জল দিতে পারলে মোটামোটি সবগুলি না হলেও কাছাকাছি চলে আসবে। কিন্তু সেটাও যদি না হয়, তাহলে আমরা পরবর্তী সময় প্লেন করব। তাছাড়া আমাদের আগরতলা শহরে যে সমস্ত হাইড্রেনগুলি আছে এগুলি বেশীর ভাগ সময় খোলা থাকে, বাড়ীতেও অনেক সময় খোলা থাকে। এখানে মিটারিং সিস্টেম এগুলি আমরা এখনও চালু করতে পারিনি। এটার জন্য যথেষ্ট রকমের ইমপ্রুভমেন্ট দরকার। যদি আমরা সেই ধরনের ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারি তাহলে যে পরিমাণ জল সরবরাহ করার জন্য আগরতলা শহরে আমরা ব্যবস্থা করছি আমি নিশ্চিত যে আগরতলা শহরের মানুষের চাহিদা মেটাতে পারব।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মন :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, এখানে জলের পাইপের যে ডায়মিটার এটা খুবই ছোট এবং বহু বছর ধরে আয়রণ জমে জমে জলের ফোডটা খুব কম হয়ে গেছে। তাছাড়া যেহেতু আমাদের এখানে জলও বেড়ে গেছে এখন আগের যে মেইন পাইপগুলি সেই পাইপগুলি অনেক আগের, এজ এ রেজাল্ট কানেকশন দিলেও জল থাকলেও বাড়ী গিয়ে জল পৌঁছবে না। কাজেই এই পাইপগুলি পরিবর্তন করে নতুন বড় ডায়মিটার-এর পাইপ বসানোর ব্যবস্থা করবেন কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— অলরেডি আমরা ওয়ার্ক অর্ডার করেছি এবং প্রিন্সিপাল কাজ আমরা হাতে নিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব সবগুলি রিপ্লাই লে করার জন্য যেহেতু সময় নেই।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— বিকাল তিনটে পর্য্যন্ত চলুক। তারপরে যা আছে সেগুলি লে করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— আমার কোন আপত্তি নেই। এখন উল্লেখ্য বিষয়ের পঞ্চমটি গত ১১.৭.২০০০ ইং, তারিখ মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া এবং শ্রীকাজল চন্দ্র দাস এই সভায় উৎথাপন করেছিলেন এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। বিষয়টা হচ্ছে "গত ১৮ই মে ২০০০ সাল উদয়পুর মহকুমার কিল্লা থানাধীন কিল্লা বাজারের ব্যবসায়ী ননীগোপাল সাহা কতিপয় উগ্রপন্থী কর্তৃক অপহৃত হয়ে ২৯শে জুন, ২০০০ সাল তারিখে তার শব দেহ বা কঙ্কাল উদ্ধার হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে "

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্য মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, "গত ১৮ই মে, ২০০০ সাল উদয়পুর মহকুমার কিল্লা থানাধীন কিল্লা বাজারের ব্যবসায়ী ননীগোপাল সাহা কতিপয় উগ্রপন্থী কর্তৃক অপহৃত হয়ে ২৯শে জুন, ২০০০ সাল তারিখে তার শবদেহ বা কঙ্কাল উদ্ধার হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।

বিগত ১৮.৫.২০০০ ইং বৃহস্পতিবার সকাল অনুমান ৬ টার সময় শ্রী তুলুকছা জমাতিয়া (২৬) পিতা রেনু কিশোর জমাতিয়া সাং-তৈরোপা, শ্রী টিপু মোহন জমাতিয়া, পিতা রাধাচরণ জমাতিয়া সাং-তৈরোপা, সাধন জমাতিয়া সাং-ছাইমারোয়া (মুইতুলং) সহ আরও কয়েকজন উগ্রপন্থীর দল কিল্লা বাজার নিবাসী শ্রীননীগোপাল সাহা (৫০) পিতা মৃত হরিমোহন সাহাকে তার কিল্লা বাজারস্থিত বাড়ীর উঠান থেকে বন্দুকের (পিস্তল) মুখে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় কিল্লা থানার শ্রীঅমর চন্দ্র সাহা (৩০) পিতা শ্রীবিজন সাহা সাং-কিল্লা, ঘটনার দিন বিকাল ৪-১৫ মিঃ এ জানায়। এই মর্মে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪৬ (এ) ৩৪ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৭ নং ধারায় কিল্লা থানার ১৯।২০০০ নং মামলা ১৮.৫.২০০০০ ইং নথিভুক্ত হয়।

এই ঘটনার খবর পেয়ে অনুমান ৬-১৫ মিঃ সময় কিল্লা থানার ও. সি. শ্রীমানস রায় দেববর্মণ, এস. আই শ্রীপরেশ বিশ্বাস সঙ্গীয় স্টাফ ও ১১ নং সি আর পি এফ এর এক প্লাটুন ষ্টাফ নিয়ে কিল্লা বাজারে পৌছেন। স্বাক্ষীদের জবানবন্দি মোতাবেক ননীগোপাল সাহাকে উদ্ধার ও উগ্রপন্থীদের ধরার জন্য তৈরোপা হয়ে তৈবাকলাই-এর দিকে ধাওয়া করেন। কিন্তু ননীগোপাল সাহাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এবং উগ্রবাদীদেরও সন্ধান পায় নি।

পরবর্তী সময় এ দক্ষিণ ত্রিপুরার পুলিশ সুপার উদয়পুরের সি, আই শ্রীরতন ভট্টাচার্য্য এর উপর এই মামলা তদন্তের দায়িত্ব অর্পণ করেন সি আই থানার স্টাফ, সি আর পি এফ এবং ডি এ আর সহ ননীগোপাল সাহাকে উদ্ধার এবং বৈরীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালান। কিন্তু উদ্ধার করা যায়নি।

বিগত ২৩.৬ ২০০০, কিল্লা থানাধীন হাবুকমা গ্রামের শ্রীভবানীকিশোর জমাতিয়ার ছেলে নাইছা জমাতিয়াকে (ভদ্রমনি) ঐ মামলায় গ্রেপ্তার করেন। এবং মাননীয় আদালতে সুপার্দ করেন। ২৮ ৬.২০০০ ইং রাত্রি বেলায় দক্ষিণ জেলার এডিশন্যাল এস পি, সি, আই কিল্লা থানার ও সি, এবং অন্যান্য অফিসার সহ সি. আর. পি. এফ. ও এস. টি, এফ, নিয়ে ঐ মামলার আসামীদের বাড়ীতে তল্লাসী চালিয়ে মূল আসামী (১) তুলুকছা জমাতিয়া (২৬). ওরফে ত্রিপুরারঞ্জন পিতা-রনেন্দ্র জমাতিয়া সাং তৈরোপা থানা, কিল্লা। (২) পদ্মমোহন জমাতিয়া (৩৮) পিতা মৃত তারন জমাতিয়া

সাং-মৈতুলীং থানা-কিল্লা তাকে গ্রেপ্তার করেন। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ কালে তারা স্বীকার করেন যে তারা দুইজন এবনেহছা জমাতিয়া ওরফে ভদ্রমনি সাং-হাবুকমা, আনন্দহরি জমাতিয়া (৩১) পিতা-মৃত জপহরি সাং-তৈরুপা, রিক্তসাধন জমাতিয়া (৪০) পিতা-শ্রীবীরদয়াল সাং-পদরাম বাড়ী, ভোলা মিয়া ওরফে আবুল কাসেম (৫৬) পিতা-মৃত ইদ্রিস মিঞা সাং-কিল্লা, সাজাহান মিঞা (২৭) পিতা-আবু তাহের সাং-কিল্লা মিলিতভাবে কিল্লা বাজার থেকে ননীগোপাল সাহাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এই অপহরণের মূল উদ্দেশ্য টাকা পয়সা আদায় করা, খুন করা, এবং কিল্লা বাজারে যাতে অউপজাতি ব্যবসায়ী আর যাতে ব্যবসা করতে না পারে। ননীগোপাল সাহায় কিল্লা বাজারের পুরাতন এবং বড় ব্যবসায়ী।

অপহরণের পর ননীগোপাল সাহাকে কিল্লা বাজার থেকে ১০/১২ কি: মিটার উত্তর-পূর্বে তুইবাকলাই মলসুম বাড়ীর অদূরে ছনখলা টীলাতে নিয়ে খুন করে মাটির নীচে কবর দেয়। এদিকে কিল্লার কিছু লোক ননীগোপাল সাহার স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাথে যোগাযোগ করে ও বলে যে টাকা পয়সা দিলেই তারা ননীগোপাল সাহাকে ছেড়ে দেবে। প্রয়াত সাহার স্ত্রী তাঁর স্বামীর উদ্ধারের জন্য অপহরণকারীদের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার শিকার হন কিন্তু অপহরণকারীদের দাবী আরো বেশী থাকাতে টাকা দিতে অক্ষম হন। তখন অপহরণকারীরাই বলে যে বাজারে সাহার যে দোকান ঘর আছে তার টিনগুলো অপহরণকারীদের দিয়ে দেওয়া হউক। তখন স্বামীর উদ্ধারের জন্য প্রস্তাবমত ঘরের টিন খুলে তাদের দিয়ে দেন। এতেও তারা সন্তুষ্ট না হয়ে নূতন দাবী রাখে যে, কিল্লা এলাকার কিছু লোক ননীগোপাল সাহার কাছ থেকে বাকীতে জিনিষ নিয়েছে অপহরণকারীরা তাদের কাছ থেকে যারা বাকীতে জিনিষ নিয়েছে অপহরকারীরা তাদের কাছ থেকে ঐ বাকীর টাকা নিয়ে নেবে এবং আদায় করে নিয়ে নেয়।

পরবর্ত্তী সময়ে এডিশন্যাল এস, পি. শ্রী অরিন্দম নাথ এই মামলার মূল আসামী দুজনকে নিয়ে ছনখলা যে টিলাতে ননীগোপাল সাহাকে কবর দেয়া হয় সেখানে যান এবং একজন মেজিষ্ট্রেট এর উপস্থিতিতে মাটির নীচে থেকে ননীগোপাল সাহার কঙ্কাল উদ্ধার করেন। সাহার স্ত্রী ও আত্মীয়রা কঙ্কাল-এর দাঁত দেখে ঐ কঙ্কাল ননীগোপাল সাহার বলে সনাক্ত করেন।

ঐ দিন অপর আসামী (১) আনন্দহরি জমাতিয়া (২) ভোলা মিয়া (৩) সাজাহান মিয়াকে এই মামলায় গ্রেপ্তার করেন এবং আদালতে পেশ করেন। তদন্তকারী অফিসার সি. আই. শ্রীরতন ভট্টাচার্য্য মাননীয় আদালতে দরখাস্ত করে এই মামলাতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০২ (বি) /১২০/৩০২/২০১ ধারা যুক্ত করেন। পরবর্ত্তী সময়ে শুক্রসাধন জমাতিয়া (২৭) পিতা

শ্রী রক্তিমোহন জমাতিয়া ও রাধাচরণ জমাতিয়া পিতা-মৃত হরকুমার সাং-তৈরুপা এই দুজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করা হয়।

তদন্তকালে প্রকাশ পায় অপহরণকারীরা এন. এল. এফ. টি. দলের সাহায্যকারী এবং কট্টর এন. এল. এফ. টি. উগ্রবাদী বিশ্বদয়াল জমাতিয়া সাং-কেইপেনভোলাই, থানা-কিল্লা এর নির্দেশে এই ঘটনা করেছে।

গ্রেপ্তার হওয়া শুক্লাসাধন জমাতিয়া ও রাধাচরণ জমাতিয়া আদালতে জামিনে মুক্তি দিয়েছে।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশান স্যার, এখানে উল্লেখিত আনন্দ হরি জমাতিয়া, ভোলা মিয়া, সাহাজান মিয়া এই তিনজন আনন্দহরি জমাতিয়া কিল্লা বাজারে ঔষধের দোকান আছে, সে ঔষধ বিক্রি করে। এবং আনন্দহরি জমাতিয়া, ভোলা মিয়া এবং সাহাজান মিয়া এই তিনজনকে ননীগোপালের স্ত্রী এবং পূর্ব গকুলপুরের হরিপদ দেবনাথ, রাখাল সাহা এবং তারাধন সাহা এই চারজন গিয়ে তাদেরকে বলা হয় যে উগ্রপন্থীদের কাছ থেকে ক্ষত অবস্থায় ননীগোপাল সাহাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করার জন্য। এর পরে এই তিনজন আনন্দহরি জমাতিয়া, ভোলা মিয়া এবং সাহাজান মিয়া তাদেরকে নিয়ে যায় এবং তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা হয় কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা কিন্তু ননীগোপাল সাহাকে উদ্ধার করার জন্য সাহায্য করেছিল মাত্র। সেখানে ১৯ই জুন অপহরণ হওয়ার পর ডি এম সেখানে শান্তি মিটিং ডেকেছিলেন কিন্তু পরে আমি গিয়ে শুনলাম যে, সেখানে শান্তি মিটিং হয়নি। এই শান্তি মিটিং এর খবর আমি আগে জানতাম না সেই মিটিং-এ বাঙ্গালীরা এসেছিল কিন্তু ট্রাইবেলরা আসেনি নিরাপত্তার কারনে। এই ঘটনার পর কিল্লা বাজারের আশ-পাশ অঞ্চলের যারা আছেন তারা সেখান থেকে চলে এসেছে। এখন তারা তাদের আত্মীয় বাড়ীতে আছে মোট ৬৯টি পরিবার। তারা এখন আশ্রয়হীন হয়ে পরেছে। এই ঘটনায় যে তিনজনকে এরেস্ট করা হয়েছে তারা অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করার জন্য গিয়েছিল মাত্র কিন্তু পুলিশ তাদেরকে এরেস্ট করেছে।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য আপনি কি জানতে চাইছেন সেটা পরিষ্কার করে বলুন। এইভাবে বললে তো হবে না। বিষয়টা যেটা আপনি জানতে চাইছেন সেটা পরিষ্কার করে বলুন মূল যে জিনিসটা সেটা।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া : স্যার, যারা আশ্রয়হীন হয়ে গকুলপুরে তাদের আত্মীয় বাড়ীতে আছে শান্তি মিটিং করে তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য সেই ব্যবস্থা করবেন কিনা?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য যে তথ্যটা উপস্থিত করেছেন এটা সম্পর্কে তো আমি নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারব না তবে আমি একটি

কথা বলব যে আসলে যারা অপহরণ করেন তাদেরকে সারিয়ে আনার জন্য মাঝখানে কিছু লোক ভূমিকা নেয়, সব যে বেড ইনটেনশেন নিয়ে করে ঘটনা তা নয়, একটি হচ্ছে উগ্রপন্থীদেরই এজেন্ট হিসাবে একটি অংশ করে তাদেরকে আমরা হারবার বলি, আরেকটা অংশ আছে শান্তি সম্প্রীতির জন্য এবং যে পরিবারের লোকটা অপহৃত হলেন তাদেরকে সাহায্য করার জন্য তারা অনেক ক্ষেত্রে স্বঃতস্ফূর্ত ভাবে চেষ্টা করে এমন ঘটনাও আছে। ফলে প্রবলেমটা পুলিশ যারা আছে তাদের ইনটেনশেনটা তাদের ক্লীয়ার থাকে না। যারা এটা করেছেন তাদেরকে ধরে এবং তারা আসল উগ্রপন্থী আর তাদের যে হোয়ারএবাউট এই জায়গায় তারা যাওয়ার চেষ্টা করেন। তাতে পুলিশের সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন আমি উনার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করছি না, হয়তো ঘটনা এটাই। যে এই লোকটার মধ্যে গত বেশ কয়েক মাস যাবৎ একটি অশান্তির পরিবেশ তৈরী করার চেষ্টা হচ্ছে স্বাভাবিকতা নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এবং এটা মাননীয় সদস্যের শুধু বিধানসভার এলাকায় নয় এটা হচ্ছে উনার একেবারে বলা যায় আদি-বাসস্থান বা জন্মস্থানও বলা যায় সে দিক থেকে স্বাভাবিক উনার একটি আন্তরিক উদ্বেগও আছে সে দিক থেকে এই এলাকার বিষয়গুলো সম্পর্কে তিনি বার বার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। এই যে বিষয়টি আপনি বলেছেন আমার মনে হয় পুলিশের দিক থেকে কারণ পুলিশ তো মানুষের সাহায্য চান। যে উগ্রপন্থীদেরকে জনবিছিন্ন করে বা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আনা বা তাদের এই সমস্ত খারাপ কাজগুলো বন্ধ করতে মানুষকে সচেতন, ঐক্যবদ্ধ করা। এই রকম ইনটেনশান নিয়ে যদি সত্যি সত্যিই ভূমিকা নিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই এলাকার যারা প্রবীণ নাগরিক তারা যদি সেখানে অগ্রগতি পালন করে পুলিশকে বুঝতে সাহায্য করেন নিশ্চয়ই পুলিশ সেখানে ভূমিকা নেবে না আমি বিশ্বাস করি না। যেমন এখানে দুইজনকে পরবর্তী সময়ে মুক্তি দেওয়ার প্রশ্নে যেটা এসেছে অনেকেই বলেছেন আমি বিস্তৃত আলোচনায় যাচ্ছি না। কারণ যেহেতু আমাদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হয়েছে। এখানে একটি পসিটিভ দিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। ফলে আমি মাননীয় সদস্যকে বলব এই বিষয়গুলো ওখানকার যারা প্রশাসনের কাজগুলো ঢিল করছেন এবং আমি এখানে আরোও দৃষ্টি আকর্ষণ করব আমাদের এই বিভাগের দুইজন মন্ত্রী মহোদয় আছেন। যেমন স্বাস্থ্য মন্ত্রী আছেন আমাদের খাদ্য মন্ত্রী আছেন তারাও ঐ এলাকার প্রতিনিধি ঘটনার কোন না কোন ভাবে যুক্ত থাকেন এই বিষয়গুলো সবটাই নিয়ে এই এলাকার শান্তি ফিরিয়ে আনতে আমাদের মাননীয় বিধায়ক উনারা সোচ্চার একটি ভূমিকা নিন এবং সত্যিই এটা যদি ঘটনা হয় যে না এরা একটা পসিটিভ ইনটেনশান নিয়ে এলাকাতে শান্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছেন তাদেরকে কি করে এখান থেকে রেহাই দেওয়া যায় তার চেষ্টা করা। আর যারা এলাকা ছাড়া হয়েছেন তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের দিক থেকে যা যা সহযোগীতা দরকার আমরা করব, নতুন ডি এম, নতুন এস পি, সেখানে গেছেন। এস, পি হয়তো

আমাদের রাজ্যের পুরানো কিন্তু ডি. এম. তো আমাদের রাজ্যের নতুন লোক। সুতরাং তা সত্বেও কি ষ্টারটেড টেকিং ভেরি ভেরি ষ্টেপ্স। কাজেই তাকে সাহায্য করতে পারলে পর গোটা পুলিশ এবং সাধারণ মানুষ মিলে আমরা যদি দাঁড়াতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা ঐ এলাকাটাকে একটা শান্তির মধ্যে নিয়ে আসতে পারব। এবং এটা ঘটনা যে ব্যবসায়ী বন্ধুটিকে নিয়ে খুন করল জনগণের সহযোগিতা এবং পুলিশের সক্রিয় ভূমিকা কিন্তু বৃথা হলেও আমরা একটি কিনারা করতে পেরেছি এবং দোষীদেরকে ধরা সম্ভব হল। এটা কিন্তু পসিটিভলি এবং এটা ডেভলাপ করছে আপনারা দেখেছেন যে আমাদের যে মাষ্টার মশাইকে নিয়ে গেল পুলিশের যেমন কৃত্তিত্ব পুলিশ একা পারত না যদি না মানুষ সাহায্য করত। ফলে এই যে ডেভলাপমেণ্ট এটা খুবই ভাল।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি আর যাতে ক্লেরিফিকেশান না করে। কারণ আরোও দুটো রেফারেন্স-এর ব্যাপার আছে একই উত্তর। কাজেই দুটোকেই আমি দিয়ে দিচ্ছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, আমার একটাই আছে সেটা হচ্ছে ননীগোপাল সাহার ঘটনা খুবই নিন্দনীয়। তা সত্বেও দেখা গেছে এটা রিপার্কেশান। একটি খুব দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেছে। সে যাই করুক না কেন উপজাতি হলেই তো আর উগ্রপন্থী নয়। কাজেই যারা নির্দোষ তারা যাতে শিকার না হয় এটা দেখা হবে কিনা ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) : এটা সবটাই দুর্ভোগ্যের ঘটনা। যে কোন জায়গায় কোন ঘটনা ঘটলে পরে, মানে এক্সট্রিমিষ্টের ঘটনা ঘটলে পরে উপজাতিদের উপর দোষ দেওয়ার চেষ্টা করছে। এটা অন্যায়। এইগুলি যারা করছেন তারা একটা ইল্‌মোটিভ্‌ নিয়ে করছেন। এটা নিন্দা হওয়া উচিত এটা। আবার অন্য দিক থেকে কোন ঘটনা যদি শুনা যায় যেমন বাঙ্গালীরা যেমন কোন ঘটনা ঘটায়, এটাও আবার কোন কোন সময় বাঙ্গালীরা যেখানে মাইনোরিটি সেখানে তাদের উপর এটাক্‌ হয়ে যাচ্ছে। এগুলি আমাদের বেশ ক্ষতি করছে। এবং সংবাদপত্রদের বলব তাদের পজিটিভ্‌ দিক নেওয়া দরকার এবং দুর্ভাগ্যজনক কোন কোন এইগুলির বিরুদ্ধে ইনসাইট্‌ করার চেষ্টা করেন। আমি আশা করব সমস্ত শান্তিকামী মানুষ যারা, তারা কোন কোন সংবাদপত্রে এই যে ভূমিকা তাদেরও দৃষ্টিতে এইগুলি আনার চেষ্টা করবেন, যাতে তারা অন্তঃ: সম্প্রীতির বন্ধনকে নষ্ট করে এমন কোন বিষয় অজ্ঞাতই তারা জেনে ইনসাইট্‌ না করে।

মিঃ স্পীকার :— পরবর্তী দুটি যে।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, সরকারের তরফ থেকে এখানো সাহায্য করা হয় নাই।

সাহায্য করা হবে কি না? এবং কাউকে অপহরণ করে নিয়ে হত্যা করলে তার পরিবারকে কোন সাহায্য করবেন কি না?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী): এটা তো অলরেডি এক্সিস্ট। সরকার নিশ্চয়ই সাহায্য করবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, ননীগোপাল সাহা তাদের ব্যাপারটা সাহায্য দেওয়া হবে কি না?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, স্পেসিফিক যদি এমন কোন ঘটনা থাকে তাহলে আমাদের দৃষ্টিতে আনুন যদি প্রশাসনিক দিক থেকে কোন সিদ্ধান্ত থাকা সত্বেও করার ক্ষেত্রে গাফিলতি থাকে তাহলে আমরা ব্যবস্থা নেব। তাদের যা সাহায্য পাওয়ার সেই সমস্ত কিছু আমরা দেব।

মি: স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়টি গত ১৭. ০৭. ২০০০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় এবং শ্রী বাসুদেব মজুমদার মহোদয়গণ সভায় উৎথাপন করেছিলেন। এখন আমি মাননীয় তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী): স্যার, প্রসঙ্গ: "৫২ (বাহান্ন) এপিসোডের সিরিয়াল ছাড়াই দূরদর্শন থেকে ১২০ মিনিটে কৃপানন্দের আয় ৪৮.০০০ টাকা। এই হেড্ লাইনে ১৪ই জুলাই, ২০০০ইং ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

২। "ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি উপজাতি শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় আকাশবানী ও দূরদর্শনের ভূমিকা সম্পর্কে।"

এ সম্পর্কে আগরতলা দূরদর্শন কেন্দ্রের অধিকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। দূরদর্শন কেন্দ্রের অধিকর্তা জানিয়েছেন যে, আগরতলা দূরদর্শন কেন্দ্র তাদের নিজস্ব প্রয়োজনীয় নৈতিক মূল্যবোধ সামাজিক সচেতনতা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং জাতীয় সংহতির উপর ভিত্তি করে (১২) বারটি অনুষ্ঠান তৈরী করেছেন। এই সমস্ত অনুষ্ঠান তৈরী করার ক্ষেত্রে সকল প্রযোজনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আর্থিক বিষয়টি এ ক্ষেত্রে মূখ্য নয়। দূরদর্শনে রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল, কোরাণ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকেন।

কোন ব্যক্তি বিশেষকে সন্তোষ্ট করার জন্য এই অনুষ্ঠান প্রযোজনা করা হয় নি। এই প্রযোজনায় প্রতিটি অনুষ্ঠানের জন্য দূরদর্শনের ব্যয় করেছে ৪,০০০ টাকা।

আগরতলা দূরদর্শন কেন্দ্রের অধিকর্তা আরও জানিয়েছেন যে এ ব্যাপারে যা করা হয়েছে তা দূরদর্শন কেন্দ্রের নিয়মনীতি মেনে অধিকর্তার এক্তিয়ারের মধ্যেই করা হয়েছে।

আগরতলা দূরদর্শন কেন্দ্রের অধিকর্তা ক্যাজুয়েল এনাউন্সার ছাঁটাই সম্পর্কে জানিয়েছেন যে, উক্ত অনুষ্ঠানের সঙ্গে এনাউন্সার ছাঁটাইয়ের বিষয় জড়িত নয়। দূরদর্শনের বর্তমান প্রথানুসারে ডি ডি-ওয়ান এবং ডি ডি-টুতে কোন এনাউন্সার নিয়োগ করা হচ্ছে না। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে একই প্রথা প্রযোজ্য। তাই ক্যাজুয়েল এনাউন্সার নিয়োগের আর কোন প্রয়োজন নেই।

আমি এর সাথে আর একটা বিষয় যুক্ত করতে চাই যে, বিধানসভা থেকে নোটিশ পাওয়ার পর যখন দূরদর্শনের কাছ থেকে এই বিষয়ে তাদের মন্তব্য, দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। নিশ্চয়ই এই স্টেটম্যান্টা তাদের চিঠির ভিত্তিতে তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু এখানে একটা খুব আপত্তি জনক কথা লেখা হয়েছে। আমি মনে করি এখানে সকলে শোনা দরকার। দূরদর্শনের ডিরেকটর লিখেছেন,

18th July 20C0.

No—DDK/AGT/SD(31)/2000.

"DDK, Agartala is a station under the Prasar Bharati Corporation. It is not a state subject and not under any Ministry of the State Government.

In view of this, any question relating to the functioning of, the DDK, Agartala can be questioned by its own authority or even the question may be raised before parliament for any act done in performence of official programme of act of Director, DDK is responsible to answer to his authority i. e. Prasar Bharati".

Y. N. JAVHURI
Director
DDK, Agartala.

আর যখন আমরা টাইম টু টাইম শান্তি সম্প্রীতির প্রশ্নে কিছু করার জন্য আমরা উনাকে ডাকি, আমাদের চীফ সেক্রেটারী বা সেক্রেটারী ইনফরমেশন ক্যালচারাল এফিইয়াস-এর তিনি না করে দেন আমরা আসতে পারব না। কখন মনে হলে অধস্তন কাউকে পাঠিয়ে দেন যদি কোন অফিসার একদিন আসেন আর পরের দিন আসেন না। কাজেই এটার কোন নিয়ম থাকে না। বলছেন আমরা প্রসার ভারতী আমরা কারোর আণ্ডারে না। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে অল ইণ্ডিয়া

রেডিও যদি প্রসার ভারতী হয়ে থাকে তাহলে প্রসার ভারতীই অপর একটা অঙ্গ। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ক্ষেত্রে আমরা কখনো এই রকম অসুবিধা পাই নি। বরঞ্চ তারা আমাদেরকে প্রস্তাব দেন আমরা কিভাবে কিভাবে পাবলিককে নানা রকম প্রোগ্রাম করে সাহায্য করতে পারি। রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি বা রাজ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী প্রচার করতে পারি, সবটা বলছি না। তাদের তরফ থেকে সেই রকম ইতিবাচক সহযোগিতা পাওয়া যায়। কিন্তু দূরদর্শন কেন্দ্র থেকে এটা পাওয়া যায় না। কিন্তু দূরদর্শন কেন্দ্র আগরতলা যে প্রোগ্রাম করছে তা সকলেই জানেন।

শ্রী মানিক দে : পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশন স্যার, এখানে কেন্দ্রের অধিকর্তা সম্পর্কে প্রশ্ন রয়েছে। আমি যতটুকু জানি ভোলানন্দগিরি আশ্রমে গিয়ে বসে থাকেন। ওখানে যেতেই পারেন উনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে, রিলিজাস প্রোগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত, আত্মবোধ যেটাকে বলা হচ্ছে। এটা একটা রিলিজাস প্রোগ্রাম আমাদের দেশ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ এবং সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ বজায় রাখা উচিত তিনি কারোর ধার ধারেন না উনার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট এসেছে। উনি বিধানসভার সদস্যদের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। এটা আমরা জানতে চাইতে পারি কি না? আমার মনে হয় এই হাউসে এটাকে নিন্দা করা উচিত। এবং এটা অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ডিরেকটেরর দৃষ্টিভঙ্গীতে নিয়ে যাওয়া উচিত। কারণ এই ব্যপারে বিধানসভার কোন এম, এল, এ জানতে চাইতে পারেনা। পারবেনা এটা কিরকম কথা? তাই আমাদের অধিকার আছে আমরা জানতে চাইতে পারি। উনি বক্তব্য রাখতে পারেন কিন্তু আমাদের এক্তিয়ার নিয়ে চ্যালেঞ্জ করছেন। এটা এই হাউস থেকে নিন্দা করা উচিত। উনার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি না।

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এটার সঙ্গে আমি একমত। কারণ উনি যে চিঠি লিখেছেন, এটা সত্যিই নিন্দনীয় এবং উনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এই দূরদর্শন সম্পর্কে বিভিন্ন অনিয়মের খবর দিচ্ছে। যারা শিল্পী তাদের রেকর্ডিং করা এটা দূরদর্শনে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি থাকা সত্বেও, ক্যামেরা থাকা সত্বেও বাইরের একটা কোম্পানী থেকে এগুলি করানো হচ্ছে।

শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় :—যারা শিল্পী তাদের যে রেকর্ডিং করার দূরদর্শনের আধুনিক যন্ত্রপাতি থাকা সত্বেও, ক্যামেরা থাকা সত্বেও বাইরের কোম্পানীর কাছ থেকে এইগুলো করানো হচ্ছে এবং তাদের পেমেন্টও ঠিক ঠিক মত হচ্ছে না। এই রকম অনিয়ম উনার বিরুদ্ধে আছে। আর ক্যাজুয়েল এলাউন্সের যে উনি ছাঁটাই করেছেন মানে ব্যয় সংকোচের নামে এই কারণে আমারও অভিমত যে আমরা এই সভা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আগরতলা দূরদর্শনের বিরুদ্ধে ভিজিলেন্স কমিশন বসানোর জন্য আমরা দাবী করতে পারি। তার জন্য ভিজিলেন্স কমিশন বসুক, তদন্ত হোক আসল ঘটনাটা কি।

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :—স্যার, আমি আবার বলছি, এটা কিন্তু দূরদর্শন কেন্দ্রের অন্যান্য অফিসারস এবং কর্মচারীদের তাদের ব্যবহার এবং আচরণ এই রকম নয়, কারণ স্টেট গভর্ণমেন্টের বা আমাদের কোন প্রোগ্রাম করেন না এই কথা না করেন। স্যার, ওরা বলেন আমাদের নাম উল্লেখ করবেন না অব দি রেকর্ড বলছি যে আমরা আরো প্রোগ্রাম চাই আরো যেতে চাই আমাদের ডিরেকটরের নেতিবাচক তার অবস্থানের কারণ আমাদের অনেক সময় অসুবিধা হয়ে যায় এবং সর্বশেষ এই চিঠির মাধ্যমে অডাসিটি একটা প্রকাশিত হয়েছে যে, এ্যাসেম্বলী যেন আমাকে প্রশ্ন করতে পারেননা। দয়া করে উনি এই বক্তব্য জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন হাউএভার টু এভয়েড এ্যান মিসআণ্ডারস্টেনডিং। তিনি দয়া করে আমাদেরকে এই তথ্যটা দিয়েছেন। এটা অবশ্য আমার মনে হয় এই হাউস থেকে এটাকে নিন্দা করা উচিৎ এবং যদি কিছু করণীয় থাকে সাপোজ আমাদের টেক্ আপ করার। এটা করে নেব।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—স্যার, যেহেতু অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও এবং দূরদর্শন এটা কেন্দ্রের মন্ত্রীদের দপ্তর। কাজেই এখানের যদি কোন কর্মচারী ভুল করে থাকেন তাহলে মিনিষ্টার শুধু না আমরাও দৃষ্টিতে আনতে পারি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর। তারাই ব্যবস্থা নিতে পারে। যদি না নেন তখন হতে পারে এটা। মাননীয় মন্ত্রী অভিযোগ পাঠিয়েছেন কিনা এবং সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তারা কোন রিপ্লাই দিয়েছেন কিনা। যদি সেই রিপ্লাইটা মনমত না হয় বা অযৌক্তিক হয় তবেই উনি এখানেও ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু সরাসরি এটা হাউসে বসে একেবারে নিন্দা জানাব এই পর্যায়ে নেওয়াটা উচিৎ হবে বলে আমার মনে হয় না।

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :—'দিস্ ইজ দি লেটার অব জোহরী ইউ কেন রাইট লেগ দিস্। হাউ হি পোট আণ্ডার মাইণ্ড দিস হাউস। দিস্ ইজ দি লেটার সি হাউ ব্ল্যাক্ এণ্ড হোয়াইট। উই কেন স্টেপ দিস্। আমি আরো রেফারেন্স দিচ্ছি গত সেশানে আমাদের এখানে অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও এবং দূরদর্শনকে তারা স্টেপ আপ করার যে প্রোগ্রামগুলির একটা প্রস্তাব এসেছিল সেখানে আমি বলেছিলাম এম. পি নোয়ানী যখন সেক্রেটারী উনি আমাদের রাজ্যেরও চীফ সেক্রেটারী ছিলেন এক সময়তে। তিনি সেক্রেটারী আয়াঙ্গারের সাথে আমাদের এখানে একদিন দূরদর্শন কেন্দ্রের আধুনিক ব্যবস্থা অন্যান্য প্রোগ্রাম তাকে এই ডি. এম. স্টেপ আপ করার ব্যাপারে থার্ড সেসনটার সময়তে এসেছিলেন এবং এটা কেটাগরীক্যালি সেখানে কমেন্স করেছিলেন যে আমরা এই ফাষ্ট জানুয়ারী ৯৭ অথবা ৯৮ এটা আমার ঠিক মনে নেই। মনে হয় এটা হবে সেক্রেটারী আয়াঙ্গার এটা বলেছিলেন। আমি সেখানে বলেছিলাম যে, এখানে এসে সেক্রেটারী বলার পর এবং ইতিমধ্যে এখানে বেশ ভাল কিছু যন্ত্র এসেছে লোকজন ঠিক সেই রকমভাবে নিয়োগ করার কারণেই হয় নি। এটা হওয়া উচিৎ। নেক্সট পিরিয়ডে হি মেইড্ এ স্টেটমেন্ট টু দি লোকাল প্রেস। যেন হাউসের বক্তব্য কনসেন্ট করে এবং পার্টিকোলারলি আমার বক্তব্যকে খণ্ডন করে যেন বলতে

পারে যে উনি একজন অপদার্থ মিনিষ্টার। সেক্রেটারী আই. সি. এ. টি সেই পত্রিকায় কনডেম দিয়ে আমরা পাঠিয়েছি, এটার উত্তর আমরা ডিপার্টমেণ্ট থেকে পাই নি। কিন্তু আবার আমি বললাম এই কারণে যেহেতু ব্লাক এণ্ড হোয়াইট গতকাল বিকালেই এই চিঠি পেয়েছি। আপনি দেখুন আপনাকে কপি দিতে পারি এই হাউস যেন তাকে এই প্রশ্ন করতে না পারে। এটা আমাদের অন্যায়।

মিঃ স্পীকার :— না বলেছেন তো এক্তিয়ারের প্রশ্নে এটা করতে পারি না এটা মন্ত্রী বলেছেন।

শ্রী রতনলাল নাথ :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এখানে বলেছেন যে একটা চিঠি এটা প্রথমে লে করা উচিৎ। রিপ্লাইটা আর চিঠিটা দিয়ে দিয়েছে। ২য় হচ্ছে যে পত্রিকাতে কনডেম করেছে দিগনিটি হাউসের এক্তিয়ার নিয়ে। সুতরাং ইহা একটি প্রিভিলেজ মোশান আনবে।

মিঃ স্পীকার :— না, হবে না।

শ্রী রতনলাল নাথ :— সুতরাং এটা এখানে প্রিভিলেজ মোশান আসবে। এই প্রসিডিউর অন্য কিছু নয়। এই প্রসিডিউর মাননীয় মন্ত্রী নিতে পারেন কিংবা মাননীয় সদস্যও নিতে পারেন।

শ্রী মানিক দে :— মাননীয় সদস্যের বক্তব্য হল আমরা এটা এই হাউস থেকে কনডেম করতে পারি এবং এটাকে কনডেম করে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে নিয়ে যেতে পারি। এতে কি আপত্তি আছে?

শ্রী দীপক কুমার রায় :— যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে অধিনস্থ কর্মচারী হিসাবে এই উদ্যোগগুলি দেখলেন, সেহেতু সদস্যদের প্রশ্নের উত্তর দিতে উনি রাজি নন্। এই উদ্যোগগুলি উনি দেখলেন আবার নিন্দা প্রস্তাব তো আমরা নিতেই পারি।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মনে হচ্ছে নিন্দাসূচক প্রস্তাব সভায় হয়নি। আমার মনে হয় অন্তত কিঞ্চিৎ যে এই সম্পর্কে আমরা সবাই একমত। কাজেই সেই দিক থেকে একটা চিঠি দপ্তর থেকে যাক। যে ব্যাগ্রাউণ্ড এই রকম একটা প্রশ্ন আসল কিংবা কলিং এটেনশনে ছিল এটা আমরা স্বাভাবিক আলাদা ভাবি আমরা কি গুরুত্ব দেব? তাদের কাছ থেকে আমরা ম্যাটেরিয়্যালস চেয়েছিলাম। এই সমস্ত কথা বলে। কাজেই, এই জায়গায় বলার দরকার এই ধরণের কলিং এটেশন নোটিশের জবাব দেওয়ার প্রশ্নে সুযোগ চাওয়া হল। সেখানে হচ্ছে চিঠি এবং এই চিঠি দেখবার সঙ্গে বিধানসভা একমত না এবং এই সম্পর্কে তিনি তার এক্তিয়ার বহির্ভূত আচরণ করবেন কিনা আপনি পরীক্ষা করে দেখুন। এবং যদি তা হয় সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে ব্যবস্থাটা আপনি নেন। জাষ্ট পিচ লেটার কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণত আর নিন্দাও

করা হলনা। কাজেই কি করে করা হলনা। ঘটনাতে যাওয়া উচিত তাহলে পরে শুধু চুপ করে থাকলে নিজেদের অধিকারকে আমরা হারাব।

শ্রী রতনলাল নাথ :— এখানে কোয়েশ্চান ইনভলভিং ব্রিচ এ্যাণ্ড প্রিভিলেজ।

মিঃ স্পীকার :— না এটা আছে। এটা পড়তে হবেনা।

শ্রী রতনলাল নাথ :— তাহলে এখানে হাউস কনডেম করে থাকলে সেক্ষেত্রে এটা প্রভিশান।

This question involving peace ana privilege other Member or of the House or of the Committee. Thereof may with the concerned of the Speaker. This procceed notice of the House by a complete from the Member, a report from the Secretary or a petition or recommend from the Committee.

এখানে প্রশ্ন হল বামফ্রন্ট প্রসিড ফলো করে নি। ফলো করলে এটা কনডেম হয়। তাহলে এটা অটোম্যাটিক্যালি কনডেম প্রিভিলেজ হবে। এটা ১৭৩ রোল ? এটা কি কনস'ান করা নিষিদ্ধ হাউসে ? টেলিকমিউনিকেশন-এর ডিপার্টমেন্টের উত্তর, সেন্ট্রাল গভঃমেন্ট-এর কিংবা ও, এন, জি, সি, এই সমস্ত ক্ষেত্রে কি হবে ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় সদস্য, প্রিভিলেজ মোশান আনতে চাইলে এনি মেম্বার সেটা আনতে পারেন। আমি সেই জায়গায় যাচ্ছি না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা আগে দেখি না, শুনি না, উনি কি বলেন। ব্রীচ অব প্রিভিলেজ মোশান আনার রাইট আমাদের আছে। আমি তাই বলছি, নিন্দা করার প্রশ্ন নয়। কাজেই এই ব্রেক গ্রাউণ্ডে এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে উনি এই রকম চিঠি লিখতে পারেন কিনা, এটা ঠিক কিনা, এটা ব্রীচ অব প্রিভিলেজ হচ্ছে কিনা সেটা দেখতে হবে। এবং এই ধরনের অফিসারের হাতে একটা প্রতিষ্ঠান যদি থাকে, তাহলে তার ভবিষ্যৎ কি হবে দেখতে হবে। এটা অনলি ওয়ান অব দি পয়েন্ট।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :—আজ এখানে ৪টি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এই ৪টি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের মধ্যে ২টি আছে রুলিং পার্টির আর ২টি অপজিশন পার্টির। আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদেরকে বলব, সভার টেবিলে বিবৃতিগুলি লে করে দেওয়ার জন্য।

ANNEXURE—'B'

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্যাসূচী হলো : "২০০০-২০০১ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভায় উপস্থাপন, আলোচনা এবং তার উপর ভোট গ্রহণ।"

আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ২৫ (পঁচিশ) টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী রয়েছে। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যাসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশান) পেয়েছেন। আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাঁটাই প্রস্তাব কাট মোশানস্) আছে সেগুলো একত্রে সভায় উৎথাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর (কাট মোশানস্) উপর আলোচনা শুরু হবে। আলোচনা শেষে আমি প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু করার পূর্বে আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব, তাঁরা যেন তাঁদের আলোচনা ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

আমি মাননীয় সদস্যদের বলছি, আলোচনার সময় বিকাল ৫-৩০ মিনিট পর্য্যন্ত থাকুক। তারপর আরো বিজনেস রয়েছে। এই ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনা ২ (দুই) ঘণ্টা থাকুক।

শ্রী জওহর সাহা :—এটা কি করে হয়? গতকাল তো মাননীয় দু'জন মন্ত্রী দুই ঘণ্টা সময় নিয়েছিলেন।

মিঃ স্পীকার :—আপনারা কতটুকু সময় চান?

শ্রী রতনলাল নাথ :—রাত ৮টা পর্যান্ত চলুক। গতকাল তো পৌনে ৮ (আট)টা পর্য্যন্ত চলেছে।

মিঃ স্পীকার :—আমার আপত্তি নেই। আপনারা পারবেন কি? আরোতো বিজনেস আছে। আপনারাতো প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জর্জরিত করে ফেলেন। একটি রেফারেন্স এক ঘণ্টা সময় নেওয়া হচ্ছে।

শ্রী রতনলাল নাথ :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আর অর্থ মন্ত্রী কত সময় নিচ্ছেন?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রীদের তো একটু সময় লাগবেই।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :—মাননীয় সদস্য জওহর বাবু, আপনাদের খুশী হওয়া উচিত। কারণ আপনারা যে সব পয়েন্ট উংথাপন করেন সবগুলো পয়েন্টই পরিস্কার করে আপনাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :—ঠিক আছে, জওহর বাবু, আপ'ন সময় ঠিক করে দেন। কে কত সময় পাবে তা আপনিই বলুন। সাড়ে পাঁচটা পর্যান্ত কিন্তু আলোচনা হবে।

শ্রী জওহর সাহা :—স্যার, এই ব্যাপারে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর হিসাব একেবারে পাক্কা। উনিই ঠিক করত।

মিঃ স্পীকার :— আমি হাউসের মাননীয় সদস্য মহোদয়দের এবং উপস্থিত অন্যান্যদেরও বলছি যে আমাদের আলোচনা সাড়ে পাঁচ ঘটিকা পর্যন্ত চলবে। কারণ বিধানসভা সেক্রেটারিয়েট একটু জলযোগের ব্যবস্থা করেছেন। সাড়ে পাঁচটার পর আমরা সবাই লাবিতে গিয়ে মিলিত হব। এখন ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনা শুরু হবে।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন :— স্যার, যারা কাট মোশান এনেছেন তারাইতো আগে বলবেন।

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ, যারা কাট মোশান এনেছেন তাঁরাই আগে বলবেন। আমি জওহর বাবুকে অনুরোধ করছি আপনি বসুন। যাঁরা কাট মোশান এনেছেন তাঁরাই আগে বলবেন। আপনাকে আমি বলার জন্য সময় দেব। কিন্তু পরে বলবেন।

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, আপনি আমাকে বলতে বলেছিলেন বলেই আমি বলছি।

মিঃ স্পীকার :— আপনার যে কাটমোশান নেই সেটাতো আমি জানিনা। ঠিক আছে আপনি পরে বলবেন। আপনাকে সময় দেব। ৯ জন মাননীয় সদস্য কাট মোশান এনেছেন এবং জওহর বাবু সহকারে ১০ জন। আমাদের হাতে দুই ঘন্টা সময় আছে। প্রত্যেক বক্তা ৫ মিনিট করে সময় পাবেন। সুতরাং আপনাদের সময় হলো ৫০ মিনিট।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, আমাদের গ্রুপের দুই জন মাত্র বলবেন। শুধু রবীন্দ্র বাবু এবং রতিবাবু বলবেন। আমি আর শ্যামাবাবু বলব না। আমাদের সময় তাঁদেরকে দেওয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়কে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, এখানে মোট ৯৭ টা কাট মোশান আনা হয়েছে। আমি আমার কাট মোশান সহ বিরোধী বেঞ্চ থেকে যে সমস্ত কাট মোশানগুলি আনা হয়েছে সবগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি।

স্যার, ডিমাণ্ড নং ১৫, মেজর হেড—৪৭১১,-"ডিসএপ্রোভাল অব গভর্নমেন্ট পলিসী অন এমব্যাংকমেন্ট ওয়ার্কস" এর উপর আমি কাট মোশান এনেছি। আজকে চারদিকে পার ভাঙ্গছে, কোন কোন জায়গায় বাঁধ দিয়ে ফসল ফলানো হয়। কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকার বিগত দুই বছরে ধরে এমব্যাংকমেন্ট জনিত কোন ওয়ার্কই করেনি। বিগত ৯৯ ইং সালের আগে যেগুলি ছিল সেগুলিও এই সরকার শেষ করে দিয়েছে।

কথা প্রসঙ্গে এখানে আসতে হয় যে-হেতু ইরিগেশনের ব্যাপারে জোট আমলে নিত্য বাজারে এখানে একটা ঝিল ছড়া থেকে ফ্লো ইরিগেশনের মাধ্যমে সেই সমস্ত বাধে চাষাবাদ করা হতো। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার স্যার, বিগত ৭/৮ বছর ধরে এই সব জায়গাতে কোন কিছু করা হয় নি। উপরন্তু যে ইরিগেশনের ব্যবস্থা ছিল সেটাও সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে ওরা। কারণ সেখানে রাস্তাঘাট নেই তাই কোন লোক সেখানে যেতে পারে না। যার ফলশ্রুতিতে নিত্য বাজার এখন শশ্মানে পরিণত হয়েছে। কাজেই এই সমস্ত ব্যাপারে টাকা দিলে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যে ভাবে ওরা ধ্বংস করছে তাতে সেগুলি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তার জন্য আপনাদের টাকা চাওয়ার অধিকার নেই। কারণ আপনারা সব কিছু শেষ করে দিয়েছে। সেই জন্য আপনার মাধ্যমে বাঁধ নির্মাণ করে জলের ব্যবস্থা যাতে করা হয় তার জন্য আবেদন রাখছি। এই ব্যাপারে আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে বার বার অনুরোধ করেছি এবং উদয়পুরে বিশেষ করে ইরিগেশনের যে সুপারিনটেনডেণ্ড আছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। আমার বাড়ী থেকে কিল্লা বাজার বেশী দূর নয় এক কিলোমিটার হবে। সেই বাজারের পুলের সঙ্গে যে রাস্তা আছে সেই রাস্তা ভেঙ্গে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু সে ব্যাপারে আগে থেকে বলা সত্বেও হানা দিয়ে ঠিক করা হয় নি বিগত জুলাই মাসে অর্থাৎ এক বছর আগে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে তা সত্বেও বাধ দেওয়া হলো না। এখন সেই রাস্তা দিয়ে কোন লোক যাতায়াত করতে পারে না এমন কি সাইকেল রিক্সা নিয়েও যেতে পারে না। এই যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সে জন্যই এই সরকারের যে পলিসি এবং তার মধ্যে যে ভুল রয়েছে সেগুলি দূর করার জন্য মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করছি। আর একটা ডিমাণ্ড আছে সেটা হচ্ছে ১৫ নং ডিমাণ্ড এবং মেজর হেড ২৭০২, সেখানে একই কথা বলা হয়েছে টাকা তো কম রাখা হয়নি ১৯ লক্ষ টাকা, যথেষ্ট টাকা রাখা হয়েছে। তা সত্বেও ওরা কিছু করছে না। চাপিতা বাজারের কাছে পবিত্ররাম বাড়ীতে একটা রিগ ইরিগেশন ছিল জোট আমলে সেটা করা হয়েছিল ফলে সেখানে মাঠেও ফসল ফলত কিন্তু সেই জায়গায় বিগত ৪ বছর ধরে এই মেশিনটি অচল হয়ে আছে। কিন্তু সেটা রিপেয়ার করা হচ্ছে না ফলে যারা মেশিন চালায় তারা বসে বসে মাসে মাসে বেতন নিচ্ছে। দেওয়ান বাড়ীর কাছে যে ছড়াটি আছে সেখানে ইরিগেশন বন্ধ হয়ে আছে। কাজেই এইগুলির কাজ ভালভাবে করা হোক কিন্তু সে জায়গায় কিছুই করা হচ্ছে না।

স্যার, আর একটা দপ্তর হল মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দপ্তর। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ফুলছেন ঠিকই, কিন্তু গ্রামাঞ্চলের চেহারা অত্যন্ত দূরাবস্থা। রিপ্লাই'র দিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী সেই ১০ বৎসর আগের পরিকল্পনা। সেই ১৯৯০-৯১ তে রোগীদের মাথাপিছু খাওয়ার বরাদ্দ ছিল ১৬ টাকা, এখনও ১৬ টাকা রয়ে গেছে। ১৯৯০-৯১-এ চাউলের দাম ছিল ৫ টাকা আর এখন ১৫ টাকা। এখন এই ১৬ টাকার খাওয়া চলে ? কিল্লাতে, আঠারবোলাতে দুইটি পাবলিক হেল্থ সেন্টার আছে, সেখানে খাওয়া ও ঔষধ ঠিকমত দেওয়া হয়না। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন উদয়পুরের জেলা সদর দপ্তরে ঔষধ জমা আছে। ১২ কিলোমিটার দূরে উদয়পুর। সেখান থেকে ঔষধ আনতে হবে। অত্যন্ত দুঃখজনক। তাছাড়া ওখানে যে অবস্থা, তিন চার মাস ধরে মানুষ যেভাবে রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, হাসপাতালে থাকার মত কোন ব্যবস্থা নেই, ডাক্তার নেই। এখানকার যারা জনসাধারণ তাদের খুব দূরাবস্থা। এই সমস্ত সমস্যা দূর করার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ঔষধ সাপ্লাই করা হয়নি। খাওয়া-দাওয়া সাপ্লাই হয় না। তারপরে উনারা বলেন টাকা দাও, টাকা দাও। টাকা দেওয়া যায়, জনসাধারণের সাহায্য করুন, তাহলে আমরা টাকা দিতে রাজী। এভাবে করলে-ত আমরা দিতে রাজী নয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শেষ করুন। আপনার সময় শেষ। পাঁচমিনিট-ত সময়, কি করব বলুন।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :— শ্যামাচরণবাবুর সময়টা আমাকে দিন। উনি বলবেন না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আচ্ছা ঠিক আছে বলুন।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি স্কুল এডুকেশনে কাট মোশান এনেছি। আজকে গ্রামে-গঞ্জে প্রায় সব স্কুল বন্ধ। নোয়াবাদী হাই স্কুল, জগন্নাথবাড়ী হাই স্কুল, দেবতামুড়া হাই স্কুল সব বন্ধ হয়ে আছে। এই স্কুলগুলি জুলাই মাসে খুলেছিল, আজকে ১৯ দিন যাবত তালা ঝুলছে। তারা বলছেন গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করবেন। এই হচ্ছে তার নমুনা। বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় হাই স্কুল বলুন, প্রাইমারী স্কুল বলুন কোন জায়গায় খোলা নেই। তারপরেও তাদের দাবী টাকা দিতে হবে। শিক্ষাকে তারা কোন স্তরে নিয়ে গেছে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ যে হারে শিক্ষা চলছে বিশেষ করে পাহাড়ী এলাকাতে গত বৎসর নোয়াবাদী দ্বাদশ স্কুলে মাধ্যমিকের রেজাল্ট ছিল জিরো, এবারও বোধহয় জিরো হবে। আরও অনেক স্কুল আছে যে স্কুলগুলিতে রেজাল্ট জিরো। কারণ হচ্ছে পড়াশুনা নেই। এদিকে শিক্ষিত বেকার পড়ে আছে। বাঙ্গালীরা হয়ত সেখানে যেতে চায়না বিভিন্ন কারণে। সেখানে বাতাস নেই, আলো নেই, ফ্যান নেই, জলের ব্যবস্থা নেই। হয়ত সেই কারণে যেতে চায় না। কিন্তু যারা উপজাতিদের মধ্যে এম, এ, পাশ এবং বি, এ পাশ করে বসে আছে এমন বেকার তাদের

দিয়েছে জানি না। তারপরেও কি আমাকে বলতে হবে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাতে শিক্ষা সমতলের সমহারে চলছে ?

কাজেই এই সমস্ত ঘটনা আপনি পরিস্কারভাবে মন্ত্রীদেরকে বলুন, রাজ্যটাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাইছেন আপনারা, না শিক্ষা, না স্বাস্থ্য পরিষেবা একের পর এক সমস্ত কিছু ধ্বংসের পথে চলে যাচ্ছে। তারা পরেও যদি গর্ব করে বলেন যে বামফ্রন্ট সরকার ছাড়া কেউ কিছু করতে পারবে না, আমরাই জনদরদী, আমরাই উপজাতি দরদী। উপজাতি দরদীর নমুনাটা যদি এইভয় তো বেশী দিন টিকবে না। এতদিন ধরে অস্ত্রের ঝনঝনানি করে এ. ডি. সি-তে টিকে ছিলেন, এতদিন ধরে আমাদের ক্যানডিডেটদের অস্ত্র ধরে রিগিং করে উগ্রপন্থী লেলিয়ে দিয়ে ইলেকশনে হারিয়ে দিয়েছিলেন যে এটাকে কি অস্বীকার করা যাবে ? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে আবেদন রাখছি, ওনারা যাতে ওনাদের নিজ নিজ দপ্তরকে সুন্দর ও সুস্থ করার জন্য সচেতন হন এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে না থাকেন, এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বিন্দুরাম রিয়াং, সময় ৫ মিনিট।

শ্রী বিন্দুরাম রিয়াং :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী সদস্যরা অনেক ক্ষেত্রে অনেকগুলি কাট মোশন এনেছেন। আমি তাদের এই সব কাট মোশনগুলির বিরোধিতা করে এবং মাননীয় অর্থ মন্ত্রী কর্তৃক উথ্থাপিত বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। একটু আগে মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় বললেন শিক্ষা ব্যবস্থার কথা। আমি স্যার, এই শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ছোট একটা উদাহরণ দেব। স্যার, ৩০ বছর কংগ্রেস শাসনের সময় কাঞ্চনপুরে বর্তমানে যেটা সাবডিভিশন, সেই এলাকায় তখন একটা বোর্ডিং হাউস ছিল এবং তাতে মাত্র ১৬ জন ছাত্রের থেকে পড়াশুনা করার সুযোগ ছিল। আর বর্তমানে সেই কাঞ্চনপুর সাবডিভিশনে এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা আসার পরে ছয়টা টুয়েলভ ক্লাস স্কুল হয়েছে এবং কুড়িটা হাই স্কুল হয়েছে। কংগ্রেস আমলে সারা রাজ্যের বোর্ডিং হাউসের পরিমাণ ছাত্রছাত্রীদের থাকার সুযোগ ছিল, এখন শুধু এই কাঞ্চনপুর সাবডিভিশনে সেই পরিমাণ ছাত্রদের বোর্ডিং হাউসে থাকার সুযোগ আছে। আমি উল্লেখ করতে চাই এখানে আনন্দবাজার হাইস্কুলের বোর্ডিং হাউসেও এখন একশত জন ছাত্র এবং পঞ্চাশ জন ছাত্রীর থাকার সুযোগ আছে। তারপর দামছড়া হাই স্কুলে পঞ্চাশ জন ছাত্র ও পঞ্চাশ জন ছাত্রীর থাকার মত বোর্ডিং হাউসের ব্যবস্থা আছে। তারপর জম্পুইতেও ৭০ জন ছাত্রছাত্রীর থাকার সুযোগ আছে। তারপর রঙ্গনা সাহা পাড়ার মত প্রত্যন্ত অঞ্চলের হাই স্কুলেও ৫ জন এবং ৫০ জন ছাত্রীর থাকার মত ব্যবস্থা আছে। তারপর পেচারথলেও ৫০ জন ছাত্র এবং ৫০ জন ছাত্রীর থাকার মত ব্যবস্থা বোর্ডিং হাউস করে দেওয়া হয়েছে। এমন কি গেদা পাড়ার মত পাণ্ডব বর্জিত এলাকা যাদের কথা শত আগে এক সময়ে ওখানে সেই লোকগুলোও

গাড়ী দিয়ে যাওয়া যায় যেটা নাকি কংগ্রেস বা জোটের আমলে চিন্তাও করা যেত না। এই সরকার সেখানে এগার শত ছাত্রের জন্য হাই স্কুলও করে দিয়েছে। তারপর সেখানে বিদ্যুৎ বসেছে, সেখানকার রাস্তায় পীচ দেওয়া হয়েছে। স্যার, এইসব জিনিষগুলিই প্রমাণ করে যে, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থার কতখানি অগ্রসর ও অগ্রগতি হয়েছে। কারণ কাঞ্চনপুর এলাকার ছাত্রছাত্রীরা এক সময় যারা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল তাদেরকে ধর্মনগরে বা কৈলাশহরে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হত।

কিন্তু আজকে কাঞ্চনপুর, জম্পুই, পেচারথল এবং মাচমারাতে সেন্টার হওয়ায় পরীক্ষার্থীরা সেখানে বসেই পরীক্ষা দিতে পারছে। কিন্তু জোট আমলে কিছুই করা হয়নি, একটা স্কুলঘরও তৈরী করা হয়নি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর, আগে যেখানে আই, সি, ডি, এস, সেন্টার ছিল ৫০ টা, সেটা বেড়ে হয়েছে ২১৬ টা। এবং সেখানে সামাজিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এইগুলি সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। কাজেই এইগুলির জন্য তো টাকা লাগবে। কাজেই যে কাট্‌ মোশান আপনারা এনেছেন সেগুলি তোলে নেওয়ার জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ করছি। এই সব কাটাকাটি আপনারা প্রত্যাহার করুন।

তারপর আরেকটা আমি বলতে চাই সেটা হলো—বৃদ্ধদের ভাতা। এটার উপরেও আপনারা কাট মোশান এনেছেন। আমি জানি এখানে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে ১৯৭৮ সাল পর্য্যন্ত কোন বৃদ্ধ কোন ভাতা পেতেন না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এইসব বৃদ্ধভাতার ব্যবস্থা করেছেন।

এই বলে আমি সমস্ত কাট মোশানের বিরোধিতা করে এবং বাজেটের সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বিল্লাল মিঞা।

শ্রী বিল্লাল মিঞা :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে বিরোধীদের পক্ষ থেকে ৪৭টা, কাট মোশান এসেছে তার মধ্যে আমার ১১টি, রয়েছে। এই সমস্ত কাটমোশানগুলিকে সমর্থন করে এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি।

এখানে পি, ডব্লিউ, ডি, ডিমাণ্ড নাম্বার —১৩, মেজর হেড-৫০৫৪ তার উপর কাট মোশান এনেছি। এখানে মাননীয় মন্ত্রীরা অনেক সময় ব্যক্তিগত ভাবে জেলাসীতে নিয়ে যেতে চান-এটা আসলে ঠিক নয়, এখানে কাট মোশানের মূল উদ্দেশ্য হলো সু-পরামর্শ দেওয়া। কিন্তু উনারা সেটা নিতে চান না, বিশেষ করে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সেটা নিতে চান না। আজকে স্বাস্থ্য দপ্তরের অবস্থাটা কি রকম, হাসপাতালের অবস্থা কি রকম, বেহাল অবস্থায় রয়েছে এইগুলি। উনি প্রশ্নোত্তরের সময় বলেছেন সোনামুড়া রুর‍্যাল হস্‌পিটাল ৩০ বেডের উপর চলছে। তারপর উনারই মন্ত্রীসভার সদস্য প্রয়াত

বিমল সিনহা এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে- এই মতিনগর হস্পিটালে স্টাফ রয়েছে, ডাক্তার আছে এবং আরো স্টাফ দেওয়া হবে সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন। তারিখটা হচ্ছে—১৬-৮-৯৮, সেকেণ্ড সেশন অব্ দ্যা ফোর্থ লেফট্ ফ্রন্ট গভার্ণমেন্ট। কিন্তু আজকে সেখানে কোন ডাক্তার নেই, কোন স্টফে নেই। রুমোটিয়া নামে একজন লোককে গুলি করার পর তাকে সেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু শুধুমাত্র চিকিৎসার অভাবে সে মারা গেলো। তারপর সেই স্বাস্থকেন্দ্রে গেলে দেখা যায় শুধু স্লিপ দিয়ে দেয়, কোন ঔষধপত্র পাওয়া যায় না। এইভাবে স্বাস্থ্য দপ্তর চলছে।

তারপর স্যার, এখানে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে, উগ্রপন্থী সমস্যা রয়েছে, বড় বড় রোডগুলি নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলির মেরামতি হচ্ছেনা উনারা কি করছেন ? কোন বড় রোডই মেরামত করা হচ্ছে না। আমরা প্রস্তাব দিলেও এইগুলি ঠিক হয় না। কিন্তু শাসকদলের এম. এল. এ. দিলে সেটা ঠিক হবে। নতুবা হবে না। তারপর করইমুড়া রাস্তা যেটা দিয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী সবসময়ই যাতায়াত করেন। কিন্তু এই রাস্তাটার মেটেলিং কার্পেটিং-এর কাজ এখনো হয়নি। ঠিক তেমন বিদ্যুতের অবস্থা। লোডশেডিং এর কথাতো বলে লাভ নেই।

কিন্তু আরোও সমস্যা রয়েছে এবং আমি সমস্যাগুলি নিয়ে উনার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। শিল্প দপ্তরের উপর আমার কাট মোশান রয়েছে। কিন্তু দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অনুপস্থিত। সাবান বা বাঁশ বেতের ফ্যাক্টরী করা যেতে পারে। নলছড়ে করা যায়। কিন্তু উনারা সেটা করবেন না। এইজন্য কাট মোশান আনতে হয়। মৎস্য দপ্তরের উপর কাট মোশান রয়েছে। রুদ্রসাগরে ছয় লক্ষ টাকার পোনা গায়েব এটা আমার কথা নয়, এই বিধানসভায় প্রশ্নের উত্তর।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— শেষ করুন।

শ্রী বিল্লাল মিঞা :— আমি এখন প্রকাশবাবুর সময় নিয়ে বলব।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— প্রকাশবাবু কিন্তু রাজী হন নি। উনি তিন মিনিটে আর কি বলবেন ? দিলে পুরোটাই দিয়ে দিন।

শ্রী বিল্লাল মিঞা :— ১১৯টি কো-অপারেটিভ মৎস্যজীবীদের রয়েছে। উনি বলেছেন এর মধ্যে ৭৯টি নির্বাচিত। যদি তাই হয় তা হলে ২৮টির ম্যানেজমেন্ট শুধুমাত্র মালিক কেন হবে ? অন্যরা কেন পাবেনা ? মোট ৩৮টাই চলছে। আর একটাও নেই। সমিতি বলে কিছু নেই। সব খেয়ে ফেলেছে। উনি পাগল হয়ে গেলে কিছু করার নেই। জীতেনবাবুর তথ্যসংস্কৃতি দপ্তরের উপর এখানে রেডিও এবং টি.ভি. এর কথা বলা হয়েছে। ত্রিপুরাবাসী কিন্তু জানেন না এইগুলি কোথায় কে পায়। ভুল নীতির পরিচালনা ব্যবস্থায় কমিউনিটিগুলিতে ইস্লামিক গ্রন্থাবলী যথাযথ গুরুত্ব পাচ্ছে না। এইগুলি হচ্ছে এবং এরই পাশাপাশি আমাদের কি উনার বাজেটকে সমর্থন করেত হবে ?

ফ্লাড কন্ট্রোল সম্পর্কে আমার সুনির্দিষ্ট একটি প্রস্তাব রয়েছে। কাঁকড়াবন থেকে বটগাছতলা পর্য্যন্ত সীমান্তবর্ত্তী রাস্তাটির কাছাকাছি, পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ সরকার উঁচু রাস্তা, ডাবল লেন তৈরী করে নিয়েছে। এর আগেও বিধানসভায় আমি বলেছিলাম যে এর ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বর্ষাকালে বন্যার তাণ্ডব শুরু হয়। এটাকে উঁচু করে ডাবল লেন করা হলে রাস্তাটি অন্তুতঃ বন্যায় ক্ষতি হবে না। দুর্গাপুর ভায়া স্কুলবাড়ী খানবাড়ী পর্য্যন্ত এখানে ২০০ কানি সম্পত্তি রয়েছে। এটাকে যদি একটু এনক্লোজ করে দেওয়া হয় তাহলে এখানকার জমিগুলি বেঁচে যায়। কিন্তু সেটা করা হয় নি। সেই কারণে এইযে ফ্লাড কনট্রোলের বাজেটের যে টাকা সেটা আমি সমর্থন করতে পারছি না।

তারপর আমি মাইনরটি দপ্তর সম্পর্কে বলছি। ধন্যবাদ সরকারকে যে মাইনরটির জন্য একটু চিন্তা করেছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো এখানে যেসব মসজিদগুলি আছে যেটা মাইনরটি দপ্তর থেকে সাহায্য পাওয়ার কথা সেখানে দেখা যাচ্ছে মসজিদ বেদখল হচ্ছে। বাগমার কাছে একটি গ্রাম সেখানে একটা মসজিদের মধ্যে বাড়ী তৈরী করে নিয়েছে। এই যে অবস্থা মসজিদের মধ্যে বাড়ী করে নেয়, মসজিদের জায়গা বেদখল করে নিচ্ছে এইভাবে যা চলছে তারজন্য আমি এগুলি সমর্থন করতে পারছি না।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি শেষ করুন, প্লিস।

শ্রী বিল্লাল মিঞা :— স্যার, পাশাপাশি আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় রেভিনিউ মিনিষ্টার বিশেষ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী যদিও উনি সিনিয়র পার্লামেণ্টারিয়ান উনার কাজ থেকে আমাদের শেখার অনেক কিছু রয়েছে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার উনার কাছ থেকে আমরা প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাইনা এবং উনার কাজও সঠিক হয় না। উনি সমস্ত ওয়াকফের সম্পত্তি বেদখল করার চক্রান্ত করছেন সেখানে দখলকৃত জমিকে বেদখল করার যে চক্রান্ত সেই চক্রান্ত থেকে সরে আসার জন্য আমি অনুরোধ করছি। পাশাপাশি মাইনরিটি দপ্তর ফিনান্সিয়াল যে অ্যাসিসটেন্স এনেছেন সেখানে পরিবর্তন করার জন্য আমি আবেদন করছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বসুন। আর নয়, বসুন। প্লীস বসুন। মাননীয় সদস্য এটা হয় না বসুন। মাননীয় সদস্য শ্রী গীতামোহন ত্রিপুরা।

শ্রী গীতামোহন ত্রিপুরা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১০শে জুলাই, ২০০০ ইং মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২০০০-২০০১ ইং সালের যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন করছি। এখানে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে মাননীয় সদস্য বিল্লাল মিঞা যে কাট মোশান এনেছেন বিশেষ করে এস. সি, ও. বি. সি-র জন্য এখানে যে অর্থ বরাদ্দের জন্য আনা হয়েছে উনি সরাসরি এটার বিরোধিতা করেছেন। এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ও. বি. সি, এস সি এবং পিছিয়ে পড়া

সংখ্যালঘু, পশ্চাদপদ জাতি এদের জন্য প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বে এটাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এখানকার পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের জন্য যেভাবে সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন, পড়াশুনা থেকে শুরু করে পাঠ্যবই ক্রয় করা, কোচিং ক্লাশ থেকে বোর্ডিং হাউস নির্মাণ থেকে আবাসিক স্কুল এবং ককবরক কোচিং সেন্টার থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষায় বাইরে পড়াশুনার জন্য যেভাবে বামফ্রন্ট সরকার এই সমস্ত জাতিগুলির জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছেন তার জন্য আমি বামফ্রন্ট সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এখানে বিরোধী দলের বেঞ্চে যারা আছেন তাঁরা প্রত্যেকে বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন জোট সরকারের সময় অনেক কিছু করা হয়েছে। আসলে আমরা বাস্তবে ঐ জোটের সময় কি দেখে'ছ ? এবং ৩২ বছর কংগ্রেস শাসনের সময় আমরা কি দেখেছি ? আমার জোলাইবাড়ী বিধানসভা এলাকার মধ্যে একটা হাই স্কুল ছিল না, লেখাপড়া করার কোন সুযোগ ছিল না।

প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের সময় আমাদের জোলাইবাড়ী বিধানসভা এলাকাতে ১২ টা হাই স্কুল খোলা হয়েছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে পাড়ায় পাড়ায় স্কুল করে লেখাপড়ার সুযোগ করে দিয়েছে। এই বাজেটে দেখা গেছে ২০ শতাংশ টাকা শিক্ষা খাতে খরচ করার জন্য এই সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন। বিগত কংগ্রেসের সময় এবং জোট সরকারের সময় রাজ্যের মানুষ এই সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। আজকে যেভাবে রাজ্যের উপজাতি এবং পিছিয়ে পরা মানুষের জন্য এই সরকার চিন্তাভাবনা করছেন তারজন্য ধন্যবাদ দেওয়া দরকার। রাজ্যের মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে যে ৪৭টি কাট মোশান বিরোধীদের তরফ থেকে আনা হয়েছে। তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। এখানে ৪৭টির মধ্যে আমার ৮টি কাট মোশান রয়েছে। যেহেতু সময় কম মেজর হেড এই সমস্তগুলি উল্লেখ করে বক্তব্য রাখার সুযোগ নেই। তাই শুধু বক্তব্যই রাখতে হবে। এখানে বাজেটে কো-অপারেটিভ এবং কনজিউমার্স খাতে যে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে সেই ব্যাপারে বলছি। সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী তো কথাও কম বলেন। কিন্তু কাজ একটু বেশী করবেন এটা আশা ছিল। সমবায় দপ্তরে এখন কতজন ভাই আছে সেটিও বলা মুসকিল। স্যার, চম্পকনগরে একটা কনজিউমার্স আছে। সেটি অভিরাম বাবুর আমলে খোলা হয়েছিল অনেক পয়সা খরচ করে। সেটা বন্ধ হয়ে আছে। আর একটা খোলা হয়েছিল বড়মুড়া থার্মাল প্রজেক্ট এর কাছে। ঐটাও বন্ধ। আগরতলা এবং বিভিন্ন জায়গায় যেগুলি আছে সেগুলিও মিটমিট করে জ্বলছে। বাজারকে ভারসাম্য রক্ষা করার

জন্য যেভাবে করা দরকার ছিল সেটা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। দেখা গেছে বাইরের দোকানে জিনিষের মূল্যের সঙ্গে তার কোন তফাৎ নেই।

আরেকটা কথা, ত্রিপুরাতে প্রচুর গ্যাস আছে সেটা আমরাও জানি প্রতি কথায় কথায় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা সব সময় এই গ্যাসের কথা বলে থাকেন। কিন্তু তার ইউটিলিটি গ্যাস থার্মাল প্রজেক্ট ছাড়া কি আছে? কি নূতন পরিকল্পনা নিয়েছেন এই গ্যাস ব্যবহারের জন্য। এখন পর্য্যন্ত কোন পরিকল্পনা নিতে পারলেন না এবং সেটা নিতে আপনারা ব্যর্থ হয়েছেন। তৃতীয় বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শুনছি যে ঘরে ঘরে গ্যাস সরবরাহ করা হবে পাইপ লাইনের মাধ্যমে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেটা পরেই আছে। সেটাও আপনারা করতে পারলেন না। এই রাজ্যের যে গ্যাস আছে সেটাকে সঠিক ভাবে কাজে লাগিয়ে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। জোট সরকারের আমলে রামচন্দ্রনগরে ৮৪ মেগাওয়ার্ড ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস থার্মাল প্রজেক্ট করা হয়েছে। এর পরবর্ত্তী সময়ে আমি বাদল বাবুকে বলেছিলাম যে ৫০০ মেগাওয়ার্ড করার জন্য, তখন বাদলবাবু আমাকে বললেন যে এত উচ্চাকাঙ্খা আমাদের নেই। ৫০০ মেগাওয়ার্ডের একটা ক্লিয়ারেন্স পেতে গেলে ১৮ টা ঘাট পার হতে হয়। এটা কি অবস্থায় আছে। এটার ১৬টা ঘাট পার হয়ে গেছে আর দুইটা ঘাট পার হতে বাকী আছে। জোট সরকার ক্ষমতায় আর থাকতে পারলনা। এটা কি অবস্থায় আছে সেটা জিজ্ঞাসা করাতে আমাকে হেয় করে বাদলবাবু বললেন যে আমাদের এত উচ্চাকাঙ্খা নেই। এখন আবার বড় বড় প্রেস কনফারেন্স করে উনি বলছেন যে ৫০০ মেগাওয়ার্ডের আমরা এখানে করছি। তবে করতে পারলে ভাল। এখানেও আমরা ব্যর্থ দেখছি। স্যার আরেকটা হচ্ছে জুট মিল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় তো শেষ।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, নগেন্দ্রবাবু উনি বলবেন না। উনার সময়টা আমাকে বলতে বলে গেছেন।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— নগেন্দ্রবাবু বলবেন না, উনার সময় আপনি নিয়ে নেবেন, পরে এসে উনি যদি বলতে চায় তা হলে কি হবে?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, উনি বলবেন না. সেটা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— ঠিক আছে বলুন।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, এই যে জুটমিল সেটা কংগ্রেস আমলের করা। বগাফাতে চিনির মিল সেটাও কংগ্রেস আমলে করা, এটা এখন বন্ধ হয়ে আছে। এখন জুটমিল কোনরকম আছে টিমটিম করে। এটার স্যার, আয়ের থেকে ব্যয়ের বহর বেশী। এক টাকা আয় হলে সেখানে ৯৯

টাকাই লস্ হচ্ছে। এটা কেন ? আজ পর্যান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কিভাবে এই রকম একটা প্রস্তাব তো আনতে পারলেন না। এই যে জুটমিল এটা সাদা হাতী পোষার মত। এটা যে কি কাজে আসে সেটা আমি বুঝিনা। মাঝে মাঝে শুনি যে এটাকে প্রাইভেট সেক্টারে দিয়ে দেওয়া হবে। বিভিন্ন মিটিং করছেন কলিকাতার ফাইভ ষ্টার হোটেল, গ্র্যাণ্ড হোটেলে এবং দিল্লীর বিভিন্ন হোটেলে উনি সমস্ত ভারতবর্ষের সব ইণ্ডাসট্রি এখানে নিয়ে আসবেন। নানা কিছু শুনা যাচ্ছে। এতে করে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে। এই সব ইণ্ডাষ্ট্রির নামে টাকার শ্রাদ্ধ করা হচ্ছে। কলিকাতাতে প্রেস করে সেখানে সেমিনার করলেন ইণ্ডাষ্ট্রি হবে। দিল্লীতে সেমিনার করলেন ময়ূর হোটেল রিজার্ভ করে। সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করলেন। এর পরেও যদি একটা হাঁসের ডিমও পাড়ত তা হলে বুঝতে পারতাম এটার ফলে একটা ডিম এসেছে।

শুধু স্যার, ইণ্ডাষ্ট্রি মিনিষ্টার মজা করার জন্য। আরেকজন হলেন জিতেন বাবু। তিনি ট্রাইবেলদের ইয়থ প্রোগ্রামে স্যার, আমি বুঝি না যে যুবকদেরকে বিভিন্ন প্রোগ্রামের মধ্যে ধরে রাখা তার অগ্রগতির দিক দিয়ে দেশের কাজে লাগানো এই সমস্ত পরিকল্পনা করা। আমি বুঝিনা স্যার, টাকা তো ধরা হয় এটা কি শুধু জীতেন বাবুর জন্য ধরা হয় কিনা ? কয়েকদিন পর পর হাওয়া খাওয়ার জন্য জার্মান, ইংল্যাণ্ড, জাপান কতখানে গিয়ে ঘুরেন, এই লক্ষ লক্ষ টাকা এখান থেকে শেষ হয়ে যায়। গরীব ট্রাইবেল মেহনতি মানুষ তারা খেতে পায় না যে দেশের এনভাইরনমেণ্ট দেখার জন্য পত্রিকাতে দেখলাম জার্মান গেছেন। জার্মানের এনভাইরনমেণ্ট নিয়ে এসেছে। জার্মানের এনভাইরনমেণ্ট এখানে নেই এখানে কি আছে উগ্রপন্থীর বাজার সমস্ত উপজাতি এলাকা ধ্বংসের পথে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করার পর এটা তো ত্রিপুরার টাকা, জনগণের টাকা এই জন্য এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারি না এটার জন্য কাট মোশান আনতে হয়। আবার কয়েকদিন পরে শুনবেন সে আবার চলে যাবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— রবীন্দ্রবাবু আপনার সময় তো নষ্ট করছেন।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, উনি ঢালাও শুধু কথা বলেছেন আমি শুধু চাই না সি ই-এ আপনে এটা বললে কি হবে ? কারণ এটাতো সব সেণ্ট্রাল গর্ভমেণ্ট থেকে লোক আসছে, পাঞ্জাব থেকে আসছে। ত্রিপুরার এই অথারাইজ করার জন্য রাজ্যের কোন পয়সা খরচ হয় নি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— রবীন্দ্রবাবু কনক্লোড করুন।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— কারণ স্যার, এরজন্য ট্রাইবেল যুবকদেরকে বিপদগামী পথে পরিচালনা করার জন্য এই সরকার দায়ী এবং এই দপ্তর দায়ী স্যার, একদিকে ইউ, বি, এল, এফ, আরেক দিকে হচ্ছে উগ্রপন্থী উপজাতিদের মধ্যে। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন একটি গৃহ যুদ্ধের ভাব চলছে

যেখানে সেখানে। এই যে যুবকের প্রোগ্রাম কয়েকদিন পর পত্রিকায় দেখি জীতেনবাবু নামতেছেন কিসের যুব উৎসবে। সবচেয়ে ঘন ঘন যান সাব্রুমের যুব উৎসবে। স্যার, এইভাবে হয় না, বরঞ্চ যদি যুবকের টাকা সঠিক ভাবে কাজে লাগানো হতো তবে এতটা উপজাতি যুবক উগ্রপন্থীর দিকে যেত না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— রবীন্দ্রবাবু শেষ করুন। প্লিজ, প্লিজ।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, লাল আলো জ্বলে নাই তো। স্যার, আমি আরেকটু সময় চাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ঠিক আছে, রবীন্দ্রবাবু আপনাকে আরোও দুই মিনিট সময় বেশী দিয়েছি।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— আমাদের কাট মোশানগুলোকে সমর্থন করে এবং মূল বাজেটকে বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী কাজল চন্দ্র দাস মহাশয়। আপনার সময় পাঁচ মিনিট।

শ্রী কাজল চন্দ্র দাস :— স্যার, অনেকেই বক্তব্য রেখেছেন এবং শুনার আগে আমার এক বন্ধু রিয়াং সাহেব আমাদের এখানে কাট মোশান এনেছেন এবং কাট কাট একটা শব্দ. কারণ কাট কাট করলে উনাদেরতো একটু অসুবিধা হবে। অনেকে তো অনেক বোর্ডের চেয়ারম্যান আছে, অনেক কর্পোরেশন-এর চেয়ারম্যান আছে, কাজেই কাট করলেই তাদের উপরে মারাত্মক অসুবিধা হয়ে যায়। স্যার, আমি এমন কতকগুলি দপ্তরের কাট মোশান এনেছি। আর বিভিন্ন কমিটিতো আমরাও সাপোর্ট করছি।

যেমন এস. সি. ওয়েলফেয়ার কমিটির আমি মেম্বার. এই ওয়েলফেয়ারকে বেশী টাকা দেওয়ার জন্য আমরাও প্রস্তাব করছি, কিন্তু আমাদের এখানে কাট মোশান আনতে হচ্ছে। এস. সি-রা যে টাকাটা তারা চায় মেডিক্যাল বাবদ এটা পায় না কি ? এস. সি-রা জি. বি তে চিকিৎসার জন্য আসে ঔষধ পায় না। বিভিন্ন জায়গায় যায়, কিন্তু দেখা যায় বিভিন্নভাবে অন্যরা পায়। আসল যারা, তারা পায় না। এইভাবে অন্যরা মিথ্যাভাবে আত্মসাৎ করছে। এটার মধ্যে স্যার, আমি কাট মোশান এনেছি। আমাদের অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী মানে বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী ওনার বাজেট ধরেছে ২৫০ কোটি টাকা. এর মধ্যে স্যার, আমরা যে টাকাটা ত্রিপুরা রাজ্যে নেপকো কো: দেওয়া বিভিন্ন রাজ্যকে দেওয়া, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ইলেকট্রিসিটি উৎপন্ন হলে রাজ্যে থাকবে এটা আমরা চাই এই রকমও একটা প্রজেকট্ গোমতী হাইড্রোস ইলেকট্রিক্যাল প্রজেকট্. এখানে স্যার, এবার এক কোটি টাকা রেখেছে। এখানে কেউ যায় না। এখানে কোন ইঞ্জিনিয়ার, কোন কর্মচারী, কেউ কাজ করতে যায় না। এই ধরনের প্রজেক্টে যদি এত টাকা বরাদ্দ করা হয়, তাহলে সেটা স্বাভাবিক ভাবেই আমরা কাট্ মোশান আনব। আমরা চাই যে এটা আরও

বাড়িয়ে রাখা হোক। কিন্তু দেখা যায় যে বাদল বাবু যেভাবে টাকা বরাদ্দ রেখেছে এবং কেন রেখেছে আমি জানি না। এখানে মানুষ ও যাবে না, কাজ ও হবে না, মানে টাকাটার অপব্যয় হবে। আমরা চাই সেটাকে যদি সত্যিকারের পরিবেশ তৈরী করে এনে কাজে লাগাই এবং এক কোটির জায়গাতে ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা করুক, আমরা আর কাট্ মোশান আনব না। এর পরে রুর‍্যাল ডেভেল্যাপমেন্ট্, এতে যে স্বর্ণমুদ্রা জয়ন্তী যোজনা যেটা আগে ইন্দিরা আবাসন প্রকল্পের ঘরটি ছিল। এবার আমরা কি দেখেছি স্যার, এই টাকাটা আমরাও চাই, আরও বেশী পরিমাণ গরীব মানুষ ঘরবাড়ি যাতে পায় এটা আমরাও চাই। আমরা দেখেছি স্যার, টিনের অভাবে কোন মতে ৩০০০ টাকা দিয়ে ঘর তুলেছে, টিন আসেনি স্যার, কল্যাণপুর আর. ডি. ব্লকে ১০৩ টা ঘর আছে। এরমধ্যে স্যার ৫০টা ধ্বসে পড়ে গেছে। দোষটা কার এই দপ্তরে টাকা বাজেট সব আছে, এটার মধ্যে স্যার, একটা চক্রান্ত আছে, এই কারণে টিনগুলি স্যার, সময় মত আসেনা এবং ঠিক মত ইউটিলাইজ হয় না। যারা সাধারণ মানুষ বাচ্চাদেরকে নিয়ে কষ্ট করছে, গাছের তলায় আছে এবং এতে স্যার, এই ভাবে যে সরকারী টাকা অপব্যয় হচ্ছে, এই যে ৫০ টা ভেঙ্গে গেল সেখানে দেড় থেকে দুই লক্ষ টাকা নেই। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কয়েক হাজার ঘর নষ্ট হয়ে গেছে। এটার কারণ এই দপ্তর ঠিক মত চালাতে পারছে না। এই জন্য স্যার, আমি এটার মধ্যে কাট্ মোশান এনেছি। আরেকটা স্যার, খোয়াই ইর‍্যিগেশান্ প্রজেক্ট্ এটাতে দুই কোটি টাকা ধরা আছে। আজকে যদি স্যার, খোয়াই ইরিগেশানে ২ কোটি টাকা খরচ করা হয় তাহলে আমার মনে হয় না স্যার, এখানে সমীরবাবুর কাছে চাইবে যে আমাকে চাকুরী দেওয়ার জন্য। নিজে নিজে স্বাবলম্বী হতে পারবে। ৯৮ থেকে স্যার, ইরিগেশানের নামে শুধু টাকাই দিচ্ছে কোন একটা স্কীম ঠিক নেই। ভিট্ লাইন, পাইপ লাইন কিছুই ঠিক নেই। ডেপুটেশনও দেওয়া হয় এর পরেও কোন কাজ হচ্ছে না স্যার। স্যার, আজকে সি. এম এখানে বলেছেন যে, আমরা কৃষকদের জন্য বিপ্লব করি, আমরা কৃষকদের দিয়ে ধান চাষ করাবো, জলসেচ করাব, এই সেই করব। স্যার, এইজন্য কৃষকদের উন্নতিই যখন হয় না, তাই স্যার, এই কাট মোশান আনা, আরেকটা জিনিস স্যার, আমি এনেছি এটা হল স্যোসাল এডুকেশানের মধ্যে। এটা স্যার, আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এনেছি। এখানে মিনিষ্টার নূতন চার্জে এসেছেন মোটামুটি কাজ করবেন। কিন্তু এটার মধ্যে স্যার, বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা আছে। আমি জানি না মাননীয় মন্ত্রী সবটা অবহিত হতে পারছেন কি না। স্যার, আমাদের একটা প্রস্তাব থাকবে মন্ত্রীর কাছে। যেহেতু বিধানসভায় বললে পরে উনি একটা করার চেষ্টা করেন। তাহলে এখানে স্যার, বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা যে কারণে করা হয়েছে সেই কারণে যাতে করা হয়। কিন্তু স্যার, এইরকম কোন প্রকল্প আমাদের এখানে করা হয়নি। যেহেতু হচ্ছে না আমি আশা করি স্যার, এটা দেখব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— বসুন কাজলবাবু। মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল নাথ।

শ্রী কাজল চন্দ্র দাস :— কারণ আমরা দেখছি আমাদের এই ধরণের কোন প্রকল্প নেই। যেহেতু হচ্ছে না, আমি আশা করি স্যার, এটা দেখব। আরও অনেকগুলি আছে যেমন হায়ার এডুকেশন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কাজলবাবু বসুন। মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল নাথ, আপনি বলুন।

শ্রী রতনলাল নাথ : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি জানেন এটা তো কঠিন ব্যাপার। যেমন ৮১ নম্বর পৃষ্ঠা দুইবার করে আছে, আবার ৮৯ থেকে ৯৬ এর কোন পাতা নেই। সুতরাং এই বই দেখলে কাট মোশান আনা কঠিন। অবশ্য আবার প্রথম থেকে আছে। কিন্তু এটা কঠিন নিশ্চিত। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রীর পক্ষেও সম্ভব নয়। এই অল্প সময়ে বাজেট আলোচনা করা সম্ভব নয় কারণ পাতা নেই, যদিও আমাকে সাহায্য করছিলেন, কিন্তু দেখি যে পাতা নেই, যাই হোক সবার বইয়ে পাতা নেই। স্যার, এখানে এই বাজেটটা সবটাই খারাপ এটা আমি বলছি না। কোন দিন এই রকম হতে পারে না। শাসক দল যে বাজেটটা আনছে এটার সবটাই ভুল এটা আমি মনে করি না। যে জিনিসগুলির সরকারের ত্রুটি বিচ্যুতি আছে সেইগুলি আমরা তুলে ধরি। যেমন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন, যে এটা আমরা খতিয়ে দেখছি এটা ভাল প্রস্তাব। বিধুবাবু যে দপ্তরের মন্ত্রী আমার মোহনপুরে পাঁচটা অনাথ বালিকাকে অনাথ আশ্রমে স্থান দিয়েছেন। এই জন্য আমরা এই উদ্যোগটাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যেমন দীর্ঘদিন ধরে মোহনপুরে ডি. সি. নেই। মোহনপুর, বামুটিয়া, সিমনা অঞ্চলের রেভিনিউ সার্কেলের পর্যাপ্ত ক্ষতি হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জানানোর পরে তিনি ডি. সি নিয়োগ করেছেন জুলাইয়ের ৬ তারিখ। কাজেই, করছেন না তা নয়। আর যেগুলি ত্রুটিপূর্ণ আমরা সবটাই নেগেটিভ বলি এই মানসিকতা ঠিক নয়। আমরা অনুরোধ করব যে প্রস্তাবগুলি রাখছি এইগুলি খতিয়ে দেখবেন এই আশ্বাস অন্তত পক্ষে হাউস থেকে পেতে পারি। এই জন্য আমরা কাট মোশান এনেছিলাম। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় সবগুলি কাট মোশান আলোচনা সম্ভব না। আমি যে কাট মোশানগুলি এনেছি এইগুলি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রেখেছি। স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ১১ মেজর হেড ৪৪২৫ ওয়্যার হাউস মার্কেটিং প্রপোস? স্যার, কোঅপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট বর্তমানে যে অবস্থা তাতে সেখানে ওয়্যারহাউস-এর কোন প্রয়োজন নেই।

কারণ, কোপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট এখন শাসক দলীয়, তারা গুদামে আবদ্ধ হয়ে আছে। তাহলে আবার কিসের গুদাম স্যার? দপ্তরের অধীনে এপেক্স মার্কেটিং কোপারেটিভ যেটা রাজ্যের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কোঅপারেটিভ সোসাইটি বিভিন্ন বিপনন কেন্দ্রগুলি যেমন আগরতলা শহরে আইতরমা দপ্তর। অধিকাংশ সেইলস কাউন্টারগুলি লসে চলছে। স্যার, দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন

থাকা কর্মচারীদের পদন্নোতি বহাল রয়েছে। তাদের ভাগ ভাটোয়ারা ক্ষেত্রে এবং কমিশনের ক্ষেত্রে কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট এখন লাটে উঠছে। স্যার, এই সকল দুর্নীতিবাজরা কম দামে জিনিস কিনে বেশী দামে বিক্রি করছে। ফলে মানুষ নিচ্ছে না এই জিনিসগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। স্যার, গ্যাস স্টোভ বিক্রি নিয়ে এখনো, কেলেংকারীতে অভিযুক্তরা দুর্নীতি করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ভুতুরিয়াতে বাবুল মজুমদারের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু তার পদোন্নতি হচ্ছে। দুর্নীতি করছে আর দপ্তর লাটে তোলার কোন চেষ্টার ত্রুটি রাখছে না।

দপ্তরের একটা উদাহরণ দিচ্ছি স্যার, ধর্মনগর কদমতলার নাশন্যাল পেক্স লিমিটেডের একটি ৫০ লক্ষ টন গো-ডাউন ৮৩-৮৪ অর্থ বছরে ৫৩ হাজার ১২৫ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। কিন্তু কাজের সুযোগ হল না। তারপরে ৯১ সালের জোট সরকারের আমলে তৎকালীন সমবায়, মন্ত্রী সেটাকে ৫০ মেট্রিক টনের জায়গায় ১০০ মেট্রিক টন গোদাম ঘর নির্মাণের জন্য বরাদ্ধ করেন। সেখানে এর জন্য অর্থমন্ত্রী বাড়িয়ে দেন ৩ কোটি ২ লক্ষ ১৩ হাজার ৭৫৫ টাকা। সেই গুদাম ঘর ছাঁদ পর্য্যন্ত কাজ হওয়ার পর কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। ৮৩ থেকে ২০০০ ইং এর মধ্যে ১৭ বছরেও এই গুদাম ঘরটা নির্মাণ হল না। কারণ এই রিপ্লাই আজকে এখানে এডমিটেড্ ষ্টার্ট' কোয়েশ্চান নং ১১৫-এ মাননীয় মন্ত্রী নিজেও উত্তর দিয়েছেন। এখানে আর একটা ডিমাণ্ড নং ১৯ মেজর হেড্ ৪৫৮১ স্যার, সেখানে আমার একটা বক্তব্যে গত কালকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিয়মিত কর্মচারীদের ব্যাপারে প্রকাশ বাবুর আনীত হাফ-এন আওয়ার ডিস্কাশানে অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করণ সম্পর্কে বলতে গিয়েছিলেন এবং বলতে গিয়ে আমাদের উপরে বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গেছেন। আমি ডান বামের কথা বলছি না। ২৫শে সেপ্টেম্বর ৯৭-এ এস. সি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের অনুমোদন নিয়ে এখানে ১১০ জন ডিগ্রি হোল্ডার ইঞ্জিনিয়ার এবং ২৭ জন ডিপ্লোমা হোল্ডার ইঞ্জিনিয়ারকে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদে কনট্রাক্ বেসিক পদে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। তারা কত পাচ্ছে, কেউ পাচ্ছে ৩৩০০ টাকা, কেউ পাচ্ছে ২৫৭০ টাকা। আর রেগুলার এমপ্লয়িরা ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা পাচ্ছে। কেশববাবু সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্নের উত্তরে বলছেন পূর্ত দপ্তরের নিকট পে জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়াবদের চাকুরিতে নিয়মিত করে বেতনক্রম কবে থেকে দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়? তিনি বলছেন এখন বলা সম্ভব নয়। কোন দিন বলবে স্যার? এইখানে ফাইনান্স এপ্রোভেল রয়েছে। এখন বলছে তাদেরকে টি. পি. এস সি. ফেইস করতে হবে। তারাওতো তাদের মত সমান কাজ করছে। যদি কারো অযোগ্য হয় তাহলে তাদেরকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে কিভাবে? কেউ পাহাড়ে আছে, কেউ প্রপারে আছে কিন্তু তাদেরকে রেগুলার করা হচ্ছে না কেন? মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীকে দক্ষিণের মুখ্যমন্ত্রী বলতে শুরু করেছেন পাবলিক। বাদলবাবু অর্থমন্ত্রীও বটে। তিনি শুধু আমাদের ডিমাণ্ডের উপর এই বারের বাজেট ৭৭৩ লক্ষ টাকা আগের বছরের তুলনায় বেশী বরাদ্দ রেখেছেন। কাজ হচ্ছে বাদলবাবুর

বিলোনিয়াতে। একজন মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে বাদলবাবু এই হাউসে জানালেন হ্যাঁ বিলোনিয়ার বনকরের কাটা সেঁতুটি পাকা নির্মাণ করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। পক্ষান্তরে, আমাদের সদরের দাবী সাবডিভিশানের জিরানিয়া থেকে মান্দাই রোড ভায়া পূনর্বাসন কলোনী পর্য্যন্ত রাস্তাটি এবং জিরানিয়া বাজার থেকে মান্দাই রোড থেকে নারায়ণ পাড়া রাস্তাটি মেটেলিং এবং কার্পেটিং করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা এটা জানতে চেয়েছিলেন বিধায়ক মানিক দে মহাশয়। বাদল বাবু জানালেন এই রকম কোন সিদ্ধান্তই নেই। আমাদের বিধায়ক দীপক রায় মহোদয় উনার নির্বাচনী এলাকার চন্দ্রপুরের চামুয়া থেকে টাটা কোম্পানী পর্য্যন্ত রাস্তাটি নির্মাণের কাজ কবে শুরু হয়েছিল জানতে চেয়েছিলেন। বাদল বাবু বললেন রাস্তাটি নির্মাণের কাজ ৯৪ ইং থেকে শুরু হয়েছে কিন্তু মাটি ফেলার কাজ এখনও শেষ হয় নাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— রতন বাবু সংক্ষেপ করুন।

শ্রী রতনলাল নাথ :— স্যার, মাননীয় বিধায়ক সহকারে এক প্রশ্নের উত্তরে কোয়েশ্চান নং ৩২, ১১-০৭-২০০০ ইং রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা রাস্তাঘাট সেতু নির্মাণ ইত্যাদি করণে স্বার্থে রাজ্য সরকার ওয়াল্ড ব্যাঙ্ক এবং নাবার্ড থেকে ঋণ পাবার জন্য প্রজেকট্ সাবমিট করেছিল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— রতন বাবু শেষ করুন।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মন :— স্যার, কাট মোশান আমিও আনিনি, জওহর বাবুও আনেন নি। যারা এনেছেন তাদেরকে বলতে দিন।

শ্রী রতনলাল নাথ :— স্যার, বিশ্ব ব্যাঙ্ক ত্রিপুরার রাস্তার উন্নতিকল্পে কনসালটেশন সার্ভিসের জন্য ১.৬ মিলিয়ন ১২ ডলার প্রাথমিকভাবে মঞ্জুর করেছে আমরা জেনেছি। নাবার্ড থেকে রাজ্য সরকার নিয়েছে ৪৩১.৩৩ লক্ষ টাকা। তারপরে ও আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের রাস্তাগুলি কি অবস্থা দেখতে পাচ্ছি। ইরিগেশনের উপর বলছি, ফিল্টারের দূর্নীতির কথা বলা ছিল। পাহাড় অঞ্চলে ফিল্টারগুলি কিভাবে দিচ্ছে এবং সেখানে জলবাহিত রোগ যাতে না হয় তার জন্যই ফিল্টারগুলি দেওয়ার কথা। এইগুলি নিয়ে দূর্নীতি চলছে। ইরিগেশনের ব্যাপারে প্রশ্ন ছিল এবং বিদ্যুৎ এর ব্যাপারেও প্রশ্ন ছিল। এইগুলি রিজার্ভ রেখে এবং আমার যে কাট মোশানগুলি আছে এইগুলি সমর্থন করেছে। আমি অনুরোধ করব যে, ডিপার্টমেণ্টগুলি কাজ করছে সেইগুলি মাননীয় মন্ত্রীও যেন পজেটিভ দিক নিয়ে আলোচনা করে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— জওহর বাবু আপনার কি কাট মোশান আছে? তাহলে আপনি কাটমোশানের উপর বক্তব্য রাখবেন না?

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) **:—** স্যার, এখানে আমরা সবগুলি ব্যাপারে আনেনিনি কারণ আলোচনা বিষয় খুব অল্প। ফলে বলার অপেক্ষা রাখেনা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— তাহলে সুদীপ বাবু বলুন।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মন : স্যার, উনারা বললে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি নাকি ভয়ের মধ্যে চলছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— তাহলে বলুন।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** মাননীয় সদস্য রতনবাবু বলেছেন উনি কংগ্রেস সদস্য আর সুদীপবাবু বলেছেন উনার দলের নেতা। ফলে উনাকে বলতে দেওয়া উচিত।

গণ্ডগোল

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— তাহলে জওহরবাবু বলুন।

শ্রী জওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) **:—** স্যার, ডিমাণ্ড নং-৩৯ এখানে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের উপর প্রশ্ন হল যে, জয়েন্ট এন্ট্রান্স এবং কোর্ডন্সিলিং-এর মধ্যে দিয়ে সেখানে গর্ভঃমেন্টের কোটায় কেউ ইঞ্জিনিয়ার আবার কেউ কেউ ডাক্তারী বাইরে পড়তে যায়।

কিন্তু স্যার, এখানে যে সমস্যা রয়েছে তা দপ্তরের নজরে আনতে চাই। স্যার, কাউন্সিলিং হওয়ার পরে দেখা গেছে রাজ্যের যে সমস্ত ছেলেরা চান্স পায় তাদের কাছ থেকে মোটা টাকা ডোনেশন নিচ্ছে। এমন সময় ডোনেশনের কথা বলা হয় যা দিতে ছাত্রদের পক্ষে খুবই অসুবিধে হয়ে যায়। শুধু দপ্তরের উপর অর্থ বরাদ্দ করলেই চলবে না। স্যার, এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। এই সমস্যা সমাধান করার জন্য আমরা প্রস্তাব দিচ্ছি, অফিসারদের নিয়ে একটি কমিটি করে তাদের উপর এই ভার ছেড়ে দেওয়া হউক, যাতে তারা বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের মাধ্যমে যারা পড়ার সুযোগ পেয়েছে তাদের যাতে এই সমস্যায় না পড়তে হয় সেটা দেখুক। যদি পড়ার জন্য ২ লক্ষ টাকা ডোনেশন দিতে হয়, তাহলে কি করে হবে?

(ভয়েসেস্ ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ :— এটা কি কাট মোশানের উপর আলোচনা হচ্ছে?)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, ক্লেরিফিকেশান চাইনি।

শ্রী জওহর সাহা :— তারপরে ডিমাণ্ড নাম্বার ৪৩, বিলিবণ্টন। বর্তমান পরিস্থিতিতে আইন শৃঙ্খলাজনিত কারণে যারা শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছেন, বাস্তুচ্যুত হয়েছেন তাদের জন্য বিলি বণ্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়েছে। ১টা, পরিবারে যদি ১০ জন ফ্যামিলি মেম্বার থাকে, তাহলে এক দিনের জন্য সে পাবে ৬০ টাকা। আবার কাউকে দেওয়া হচ্ছে, ৫০ টাকা। এই যে বৈষম্য এতে ভুল বুঝার সৃষ্টি হয়। সরকারকে একটি নির্দিষ্ট গাইড লাইন দেওয়া আছে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। যারা এই পরিস্থিতির কারণে বাস্তুচ্যুত হবে, ক্যাম্পে থাকবে তাদের জন্য রিলিফ দেওয়া হবে সমহারে। কিন্তু ডিমাণ্ড নাম্বার ৪৩, মেজর হেড, ২২৪৫ রিলিফের জন্য যে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তা

ক্রিয়ার নয়। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কাট মোশন লস করিয়ে ডিমাণ্ডগুলি পাশ করিয়ে নিতে পারবেন। তাতে কিছু হবে না, যদি না মূল সমস্যার প্রতি দপ্তর নজর না রাখে। স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ১২, সমবায় এ সম্পর্কে আর কি বলব। আমরা তখন বিরোধী দলে। মাননীয় নৃপেন চক্রবর্ত্তী তখন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছিলেন, আমাদের বামফ্রন্ট সরকার দু'টি পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তার একটি পা, সমবায়। আর একটি পা, পঞ্চায়েত। আর আজকে ল্যাম্পস্-গুলির অবস্থা কি? ল্যাম্পস-এর কর্মচারীরা বেতন পাচ্ছেন না। ল্যাম্পস-এ কোন অডিট হচ্ছে না। কাজেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলব, বামফ্রন্ট সরকারের একটি পা অচল হয়ে গেছে। অচল ল্যাম্পস্গুলিকে সচল করার জন্য সমবায় দপ্তরে কোন সুষ্ঠ পদক্ষেপ নেই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তারপর ডিমাণ্ড নাম্বার ৪২। স্যার, বিভিন্ন দপ্তরের চাপে পড়ে এই দপ্তরের প্রতি মাননীয় মন্ত্রী উদাসীন হয়ে গেছেন। আগে আমাদের সময়ে গ্রাম স্তরে কম্পিটিশান হত। ব্লক স্তরে কম্পিটিশান হত। এতে প্লেয়ার উঠে আসত।

আমাদের জোট সরকারের আমলে আমরা প্রতি সাবডিভিশানে কোচিং সেন্টার করেছিলাম এবং যারা বিভিন্ন খেলাধূলায় এ্যাকসপার্ট তাদেরকে পোষ্টিংও দিয়েছিলাম। আজকে রাজ্যে কি হচ্ছে? খেলার বদলে শুধু গানবাজনা হচ্ছে ক্রীড়া দপ্তরে। এই দপ্তরের মান দিন দিন নীচের দিকে চলে যাচ্ছে। তাই আমি বলব এটা শুধু বিরোধীতার জন্য নয়, বাস্তবে খেলাধূলার মান কতটুকু উন্নত হচ্ছে সেটার মূল্যায়ন করতে হবে। টাকার পরিমাণ আমরা বাড়াতে রাজি আছি, বছর বছর টাকা বাড়বে এতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু খেলা ধুলার মান যাতে বজায় থাকে সেটা দেখতে হবে। স্যার, ডিমাণ্ড নং ৩৫, মেজর হেড ২২১৭, আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি। আজকে আগরতলা শহরের অবস্থা কি? দিন দিন মানুষ বাড়ছে, সেই সাথে পাল্লা দিয়ে আবর্জনাও বাড়ছে এবং ড্রেনগুলি ভরাট হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি বাজারে আবর্জনার স্তূপ। সেগুলিকে পরিস্কার করা যাচ্ছে না, কারণ আগরতলা পৌরসভাকে নন প্ল্যানের টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগে যেখানে ছিল ৯ লক্ষ টাকা, সেখানে দেওয়া হচ্ছে ২২ হাজার টাকা। তাহলে কি ভাবে ড্রেন পরিস্কার করা হবে? এই হাউসে আগরতলা পৌরসভা নিয়ে বার বার আলোচনা হয়েছে। আগরতলা পৌরসভা নিয়ে আলোচনার জন্য নোটিশ ও দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেটা গ্রহণ করা হয় নি। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী আগরতলা পৌর সভা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন আগরতলা গর্বের শহর, আগরতলা স্বপ্নের শহর। এটা শুধু এখানে মুখে মুখে বলা হচ্ছে' কিন্তু কার্যাতঃ আগরতলা পৌরসভাকে অর্থের দিক থেকে অবরোধ করা হচ্ছে। এখানে বলা হচ্ছে, আগরতলা পৌরসভায় উদ্বৃত্ত কর্মচারী আছে। কিন্তু কত সংখ্যক পোষ্ট আগরতলা পৌরসভায় খালি আছে? কিন্তু সেগুলিকে পূরণ করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এখানে মাননীয় আরবার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উপস্থিত আছেন। তিনি নিশ্চয়ই এগুলির ব্যাপারে জবাব দেবেন। স্যার, আজকে নগর পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আইন তৈরী করেছেন। রাজীব গান্ধী সে স্বপ্ন দেখেছিলেন। আজকে আগরতলা পৌরসভা পরিষদের হাতে হাতকড়ি লাগানো হচ্ছে। স্যার,

পরিশেষে আমি, বলব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় হাউসে উপস্থিত নেই, আমাদের রাজ্য সরকারের একটা মূল্যায়ন দপ্তর আছে। এই দপ্তরটাকে অন্য কোন দপ্তরের সাথে যুক্ত করার জন্য একটা চেষ্টা হচ্ছে। মূল্যায়ন দপ্তরের কাজ হচ্ছে রাজ্য সরকার যে সমস্ত পরিকল্পনাগুলি বাস্তাবায়ন করছে সেগুলি সার্ভে করে সেখানে যদি কোন ভুলত্রুটি থাকে সেটা রাজ্য সরকারের গোচরে নেওয়া। আমি মনে করি, এই দপ্তরকে শক্তিশালী করা উচিৎ। এতে রাজ্য সরকার লাভবান হবেন এবং এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকেও বারবার বলা হচ্ছে। স্যার, আমি ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যমহোদয়দের অনুরোধ করব, এই ছাটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধীতা আপনারা করবেননা। রাজ্যের বাস্তব সমস্যা কি সেটা উপলব্ধি করুন। বিরোধীরা কোন কিছু আনলেই বিরোধীতা করতে হবে। আমি বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করব যে, উনারা যেন রাজ্যবাসীর সমস্যাগুলির প্রতি নজর দেন। এই আবেদন জানিয়ে বিরোধী সদস্য মহোদয়গণ কর্তৃক আনীত সমস্ত ছাটাই প্রস্তাবগুলিকে সমর্থন করে এবং মূল ডিমাণ্ডগুলির বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করব যেহেতু আমাদের সময় অত্যন্ত কম, তাই আপনারা ১০ মিনটের মধ্যেই আপনাদের বক্তব্য রাখার চেষ্টা করবেন। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বিধুভূষণ মালাকার মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বক্তব্য রাখার আগে আমি একটা ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটা হল, আমি যে নোটিশ দিয়েছিলাম শর্ট ডিউরেশন ডিসকাশান, সেটা যদি এলাউ করেন তাহলে ভাল। আর যদি এলাউ না করেন তাহলে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলব উনি যখন জবাব দেবেন তখন সেটার উপরেও যেন উনি জবাব দেন। বিষয়টা হলো "উত্তর ত্রিপুরায় আনারস চাষীরা ভীষণ বিপাকে পড়েছে। তাদের আনারস পচে যাচ্ছে।"

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— কবে নোটিশ দিয়েছেন ?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— কিছুক্ষণ আগে দিয়েছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— তাহলে তো, এটা আজকে হবে না। ঠিক আছে এটা আমি দেখব। মাননীয় মন্ত্রী বলুন।

শ্রী বিধুভূষণ মালাকার (মন্ত্রী) :— আমার দপ্তরের উপর ৪টি কাট মোশান উত্থাপন

করেছেন এবং দুই জনের কাট মোশান একই রকমের কিন্তু, ডিমাণ্ডের মধ্যে বেশ কম আছে। একটা হচ্ছে ১৯ নম্বার কাট মোশান এটারও বিষয় একই, তবে যেখানে কাট মোশান পলিসির কথা বলেছেন সেখানে বলতে চাই এবং আপনারা এটা শুনে নিশ্চই খুশী হবেন যে ওল্ড-এইজ পেনশনের ক্ষেত্রে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেই সারা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম এটা চালু করেছেন। সেই টাকার মধ্যে গত বছর (১৯৯৯-২০০০ ইং) পর্যন্ত ২৯ হাজারের মত ওল্ড-এইজ পেনশন দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ধরনের যেমন, অন্ধ, বিকলাঙ্গ এবং বয়স্কা ভাতা ইত্যাদি। এবার তার মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ৬০ হাজার ৪ শত ১২ জনের মত অর্থাৎ, ২১ হাজারের মত নূতন করে এবার আমরা বেনিফিসিয়ার দিতে পারব, বলে আমার দপ্তর মনে করছে। তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দেবেন ৭৫ টাকা এবং রাজ্য সরকার দেবেন ৪৫ টাকা, এই ভাবে ১২০ টাকা করে আমরা দিতে চাইছি। বার বার কয়েকটা প্রশ্ন এসেছে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে পেনশন-এর পরিমাণ বাড়ানোর জন্য অর্থাৎ, ১২০ টাকা থেকে বেশী করার জন্য এটা আমাদের সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এই ব্যাপারে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বলব, যে-হেতু নেশন্যাল পলিসি তৈরী করেছেন বাজার দরের সঙ্গে তুলনা করে এই অর্থের মান নিম্নমুখী হিসাবে আমাদের এটা বাড়ানো দরকার। সেই দিয়ে আমরা একটা সামাজিক বাতাবরণের মধ্য দিয়ে যারা বয়স্ক এবং অসহায় হয়ে গেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মর্যাদা দেখিয়ে আমরা কাজ করে যাব যে-হেতু দপ্তরটা ওয়েলফেয়ার। এখানে দুঃখের সঙ্গে একটা কথা বলতে হয় এক জায়গায় বর্ত্তমান ভারত সরকার বলেছেন, নন্ প্রটেকটিভ সেকটারে অর্থ ব্যয় সীমিত করা অথবা, এন. জি. ও. অথবা, অন্য কোন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দেওয়া। কিন্তু মানবতার কাজকে এই রকম ভাবে বিলিয়ে দেওয়া যায় না। মানবতার কাজের মধ্যে কোন সময় নন্ প্রটেকটিভ হয় না সৃজনশীল শক্তি থাকে। তারপর হচ্ছে দুটি কাট মোশান একটা মাননীয় সদস্য শ্রী কাজল দাস মহোদয় এনেছেন আর একটা এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়। বালিকা সমৃদ্ধি যোজনার কাট মোশানটা এনেছেন মাননীর সদস্য শ্রী কাজলচন্দ্র দাস মহোদয় এটা সম্পূর্ণ ভাবে সেন্ট্রাল স্পনসর্ড স্কীম। তাই এটা রাজ্য সরকারের তালিকার মধ্যে আসে না। কারণ এটা কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি দিয়ে থাকেন। কন্যা সন্তান পর পর দুইবার জন্মগ্রহণ করলে এককালীন ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা করে দেওয়া হয়। তাই এটা কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়। তবে আমরা এবার বাজেটে টাকা ধার্য্য করে রেখেছি, এটাকে অনুমোদন দেবেন। মেজর হেড, ২২৩৬ সম্পর্কে মাননীয় সদস্য বলেছেন এটা সাবপ্ল্যানের মধ্যে পড়ে না এটাও সেন্ট্রাল স্পনসর্ড স্কীম। এটার মূল কথা হলো শিশু এবং গর্ভবতী মাতাকে পুষ্টি দেওয়া পুষ্টি জনিত কারণে যদি কেউ দুর্বল হয়ে পড়লে পরে বিশেষ করে গ্রামের মধ্যে দারিদ্র সীমা রেখার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা বেশী তাদেরকেই এই নিউট্রেশান প্রোগ্রামের আওতায় নিয়ে আসা। সেই কারণে গর্ভবতী মাতা এবং শিশুর পুষ্টির জন্য এখানে জোর দেওয়া

হয়েছে। কারণ গর্ভবতী অবস্থায় যদি অপুষ্টি জনিত রোগে ভোগে তাহলে সন্তান গর্ভবস্থায় বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় যেমন, বিকলাঙ্গ, দুর্বল অথবা হাত পা নেই অর্থাৎ হাত পা ছোট হয়ে যায় সে জন্যই গর্ভাবস্থাতেই মাকে পুষ্টিত সাবলম্বী করা উচিত। পরবর্ত্তী সময়ে প্রসব করার পরে সে মাতা যদি অপুষ্টিজনিত রোগে কষ্ট পায়, তাহলে তাদের খাওয়ানোর কথা। প্রথম দিকে শিশুদের আমরা খাওয়াব কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে স্কীমটা আর একটু বাড়ানো হয়েছে। এখানে প্রসূতি মা এবং শিশুকে আহার দেওয়ার ব্যবস্থা করব। তবে যে অর্থ বাজেটে রাখা হয়েছে, আমি বলতে চাই এটাকে আরও বাড়ানোর দরকার। এটা প্রয়োজনের তুলনায় কম। এটাকে বাড়ানোর জন্য আপনাদের সকলের সহযোগীতা দরকার, যাতে পরবর্ত্তী সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের যৌথ অবস্থার মধ্যে এই ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে আরও অর্থের সংস্থান করা যায়। আমি এই কথাটাই বলতে চাই, এই ভারত সরকারের নন প্রডাকটিভ দপ্তর এই কথাটা আসলে ভারতবর্ষে খুব দুঃখজনক। ব্যক্তি মালিকানায় তুলে দেওয়া হচ্ছে। পরিশেষে আর একটি কথা বলতে চাই এখানে, সবাই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না, অবক্ষয় অর্থনীতি। এই অবক্ষয় অর্থনীতির মধ্যে আজকে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। বাজার দরের অবস্থা আপনারা জানেন। বাজারে দরের মধ্যে দেখা যায় সকালে একদর, বিকালে একদর এবং ডলারের সংগে মূল্যায়ন করে আমাদের ভারতবর্ষের অর্থনীতি বিরাজ করে। এই অর্থনীতির বিশৃঙ্খলার জন্য রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। এই অর্থনীতিকে বেসিস করে সারা ভারতবর্ষে অঞ্চলে অঞ্চলে অথবা রাজ্যে রাজ্যে স্থানীয় অর্থনীতিকে রক্ষা করার জন্য ছোট ছোট ব্যবসায়ী জোতদাররা আলাদা আলাদা দল করেছেন। আঞ্চলিক দল। এই আঞ্চলিকভাবে দল করার পরে বিচ্ছিন্নতা বিভিন্নভাবে দেখা দিয়েছে। ভারত সরকারও এই আঞ্চলিকতাবাদকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করেন নি। পরিশেষে দেশের পরিস্থিতির উপর আমি যে কথাটা বলতে চাই, এই আঞ্চলিকতাবাদের জন্য আজকে আমার ত্রিপুরা রাজ্যে যতটুকু অর্থনীতি আছে, তা কাজ করতে পারে না। ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার মূল মালিক ভারত সরকার। এই ভারত সরকারের কাছে আমরা বার বার বলতে চাইছি যে, যারা ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে তারা দেশদ্রোহী, তারা রাষ্ট্রদ্রোহী। এই জায়গায় এই সমস্যাটাকে ভারত সরকার জাতীয় সমস্যা হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী নয়। তারা পরিস্কার বলছে স্বাধীন ত্রিপুরা, স্বাধীন নাগাল্যাণ্ড, স্বাধীন মিজোরাম, তারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে, সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে। আজকে উন্নয়নের প্রক্রিয়ার মধ্যে সকলেরই বেদনা হয়েছে উন্নয়নের জায়গা এখন দেখা যায় অনুপস্থিত। আজকে এ, ডি, সির মধ্যে স্কুলগুলি বন্ধ। কাট মোশান এনেছে স্কুলটা বন্ধ বলে। এই যে উন্নয়নমূলক কাজটা স্থগিত হল এটা শুধু রাজ্য-সরকারের উপর চাপালে চলেনা। এটা আমরা ভারত সরকারের কাছে বার বার বলেছি এটাকে

জাতীয় সমস্যা হিসাবে গ্রহণ করুন। তবে যদি ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিশেষে ২০০০-২০০১ সালের বাজেটকে সমর্থন করে, বিরোধীদের আনীত কাটমোশানগুলিকে বিরোধিতা করে উন্নয়নমূলক কাজের সহযোগিতা কামনা করে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুধীর দাস।

শ্রী সুধীরচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বাজেটের উপর মাননীয় বিরোধী সদস্যগণ যে সমস্ত কাট মোশানগুলি এনেছেন এগুলির বিরোধিতা করে এবং মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উথ্থাপিত বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, এখানে আরবান ডেভল্যাপমেন্ট দপ্তরের মেজর হেড ৪২১৫-এ মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় যে কাট মোশান এনেছেন ওয়াটার সাপ্লাই ও স্যানিটেশনের উপর, এ সম্পর্কে আমি বলছি। স্যার, আগরতলা পৌর পরিষদ সহ রাজ্যের যে ১২টি নগর পঞ্চায়েত রয়েছে এগুলিতে ওয়াটার সাপ্লাই ও স্যানিটেশনের ব্যাপারে বিগত দিনে আমাদের দপ্তরের যে কর্মসূচী রয়েছে সেগুলি পৌর পরিষদ বাস্তবায়ন করেন এবং তার জন্য বাজেটের যে সীমাবদ্ধতা তার মধ্যে, থেকেই বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। আমরা এখানে ডিরেক্টরিট-এ ৫ লক্ষ টাকা তার জন্য রেখেছি। আর এই ৫ লক্ষ টাকার উপর উনি কাট মোশন এনেছেন। এখানে আমি যে কথাটা বলতে চাই তা হল, এই টাকাটা রাখার উদ্দেশ্য হল আগরতলা পৌর এলাকার মধ্যে বিভিন্ন যে বাজারগুলি আছে তার মধ্যে বিশেষ করে মহারাজ গঞ্জ বাজার রাজ্যের সব চেয়ে বড় বাজার, অথচ এই বাজারের অনেক সমস্যা রয়েছে, সেখানে রাস্তা ড্রেন ও পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে এবং আগরতলাবাসীরা এটা সবাই জানেন। সেখানে যারা ব্যবসায়ী আছেন, তাদের ভালভাবে বসে ব্যবসা বাণিজ্য করার কোন সুযোগ নেই এবং যারা বাজারে গিয়ে জিনিষ পত্র কিনেন মানে ক্রেতা সাধারন যারা তাদেরও এই বাজারে গিয়ে বাজার করাটা খুবই কষ্টকর হয়। কাজেই এটার কিছুটা অন্তত ডেভেল্যাপমেন্ট করার জন্য পৌর পরিষদের সঙ্গে আমরাও উদ্যোগ নিয়েছি। কারণ আগরতলা মহারাজগঞ্জ বাজারের যে অবস্থা তার সামগ্রিক ডেভেল্যাপমেন্ট করা একা পৌর পরিষদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় সহ আমরা সেখানে বাজার দেখতে গিয়েছিলাম এবং সেখান থেকে এসেই বিভিন্ন দপ্তরের অফিসার যারা আছেন, তাদেরকে নিয়ে মিটিং করে বাজারের সেডের জন্য, ড্রেনের জন্য এবং রাস্তার জন্য বিভিন্ন দপ্তরকে কাজ ভাগ করে দিয়ে এই বাজারের উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং তার মূখ্য দায়িত্ব পড়েছে আরবান ডেভেলমেন্ট দপ্তরের উপর। তাই এই বাজারের মধ্যে একটা সুলভ শৌচাগার নির্মাণ করার জন্য এখানে ৫ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। তা আমি জানি না মাননীয় সদস্য কোন মানসিকতা নিয়ে তার উপর কাট মোশান এনেছেন। আমি আশা করব, এই কাট মোশন উনি

প্রত্যাহার করে নেবেন। কারণ এই বাজারের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন দপ্তর থেকে যেমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তেমনি আমাদের দপ্তর থেকে ও সেই রকম একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কাজেই আমি আশা করব উনি ওনার এই কাট মোশানটাকে প্রত্যাহার করে নিয়ে আমাদের এই উদ্যোগটাকে কার্য্যকরী করতে সাহায্য করবেন। দ্বিতীয় কাট মোশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী বিল্লাল মিঞা মহোদয় অন্‌ ডিমাণ্ড নাম্বার-৩১, মেজর হেড-৪২১৬। হাউসিং স্কীমের উপর। এটা সবাই জানেন, আমাদের রাজ্যের শুধু নয়, সারা দেশেই এই হাউসিং প্রোগ্রাম এ গরীবদের গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়। এবং এরজন্য কেন্দ্রিয় সরকারের যেমন বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে, তেমনি রাজ্যগুলিরও বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে। প্রতি বছরই বি, পি, এল, পরিবার যারা তাদের জন্য ঘর তৈরী করে দেওয়া হয়। তারজন্য এই বছরের বাজেটের মধ্যে ১'৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। অথচ তার উপরেই কাট মোশান এনেছেন। আমাদের এই রাজ্যের নগর পঞ্চায়েত এবং পৌরসভাগুলির মধ্যে গরীব অংশের মানুষের সংখ্যা বিরাট। সরকারী তথ্য থেকে দেখা যায় মূলত: স্লাম এলাকার মধ্যে প্রায় ৭০ হাজার মানুষ বসবাস করেন তারমধ্যে বি, পি, এল, পরিবার ২৭ হাজার।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমাদের এখানে তথ্য আছে- তৈদুর ক্ষিতীশ দাস, তার একটা গাড়ী আছে ২৫৪২ কমাণ্ডার জীপ। তার বউ একটা বালওয়াড়ী সেণ্টারের টীচার। কিন্তু উনি বি, পি, এল, এর সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন। তারপর প্রফুল্ল দাস উনি না খেয়ে মরেছেন এবং তারমত আরো অনেকেই আছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রী সুধীরচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি জানি না, উনারা কোন্ অভিজ্ঞতা থেকে এই কথা বল্‌লেন? আমার কাছে যে তথ্য আছে আমি সে তথ্য থেকেই বলছি। তবে যদি আপনার কাছে এই রকম তথ্য থেকে থাকে তাহলে আমাদের দিলে সেটা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে।

স্যার, এই হাউসিং স্কীমে বি, পি, এল, যারা আছেন তাদের ঘর তৈরী করে দেবার জন্য যে টাকার প্রয়োজন সেটা আমাদের কাছে নেই, কম। অথচ সেক্ষেত্রে যেখানে গরীব মানুষের ঘর তৈরী করে দেওয়া হবে, তার উপরও উনারা কাট মোশান এনেছেন-কেন? তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি সেটা আমাদের কাছে পরিস্কার নয়।

এখানে আমরা ডাইরেকটরেটে ৫ লক্ষ টাকা রেখেছি। আর বাকি টাকা আমরা পৌরসভা এবং নগর পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে ভাগ করে দেব। এবং ডাইরেকটরেটে এই টাকা রাখার কারণ হলো, অনেক সময় কোন কোন নগর পঞ্চায়েত অতিরিক্ত টাকা ডিমাণ্ড করেন যে, আমাদের ঘর তৈরী করার জন্য সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সেক্ষেত্রে দপ্তর থেকে আরো সাহায্য পেলে ভাল হবে। তারজন্য আমরা এই টাকাটা রেখেছি। তারমধ্যে আরেকটা উদ্দেশ্য হচ্ছে,

আমাদের দপ্তর থেকে স্লাম এরিয়াতে কিছু ঘর তৈরী করে দেওয়া যায় তার জন্য আমরা এই টাকাটা রেখেছি। কাজেই এই হাউসিং স্কীমে যে কাট মোশান এনেছেন, আমার আবেদন থাকবে উনি যেন সেটা তোলে নেন। মানুষ ঘর পাবেন, তারমধ্যে বিরোধিতা করার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না।

সর্বশেষে আমি একটা কথা বলতে চাই, মাননীয় বিরোধী দলনেতা শ্রী জওহর সাহা উল্লেখ করেছেন আগরতলা পৌরপরিষদকে টাকা পয়সা না দিয়ে পৌরপরিষদের উন্নয়নমূলক কাজকর্মে বাঁধা সৃষ্টি করা হচ্ছে গভর্ণমেন্টের দিক থেকে। এটা দুঃখের হলেও সত্যি-প্রায় দিনই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আগরতলা পৌরপরিষদের যিনি চেয়ারম্যান আছেন তিনিও বিভিন্ন পত্রপাত্রিকাতে বিবৃতি দেন, লেখেন যে আগরতলা পৌরপরিষদকে টাকা পয়সা দেওয়া হয় না। আমি এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্কে যেতে চাই না। বিরোধী দলের নেতা যারা আছেন তাদের কাছে আবেদন, আগরতলা পৌরপরিষদ কিভাবে চলছে, তার যে অর্থনৈতিক নিয়ম কানুন কিভাবে চলছে-আপনারা যদি বসতে চান তাহলে আমাদের যারা অফিসার আছেন তাদের সঙ্গে বসে আপনারা খোঁজখবর নিতে পারেন। কিন্তু আমার যে অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলি এই নিয়মকানুন নিয়ে চলার ক্ষেত্রে এখানে অনেকটা ঘাটতি রয়েছে। কয়দিন আগে গত ৫ তারিখ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং আমিও ছিলাম, আমাদের উচ্চ পর্য্যায়ের ফিনান্সের অফিসাররাও ছিলেন এবং পৌরপরিষদের চেয়ারম্যানও ছিলেন। সেখানে যে তথ্যগুলি উঠেছে সেগুলি হল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে নিয়মকানুন রয়েছে এইগুলি মেনটেন করা দরকার। সেই অনুরোধই আমরা করেছি। বাজেটের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই পুরপরিষদকে টাকা-পয়সা দেওয়া হয়। এটা নিয়ে শুধু শুধু রাজ্যবাসী তথা আগরতলা বাসীদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে যে ইচ্ছা করে দপ্তর নাকি টাকা-পয়সা দিচ্ছে না। এমনও বলার চেষ্টা হচ্ছে যে, বিমল সিনহা যখন এই দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন তখন অনেক টাকা-পয়সা দেওয়া হত। আমি দপ্তরের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে টাকা-পয়সা দিচ্ছি না। এটা করে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে আক্রমণ করা হচ্ছে। সেটা আমি মনে করি এই সব জিনিসগুলি ঠিক নয়। প্রকৃত অর্থে বাজেটের অংক ১৯৯৬ সালের পর থেকে আস্তে আস্তে কমেছে। সেই কমার ক্ষেত্রে শুধু আগরতলা পুরপরিষদ নয়। প্রতিটি নগর পঞ্চায়েতে টাকার পরিমাণ কমছে। এই জিনিসটা কেউ ভাল করে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেন না। ইচ্ছাকৃতভাবে সরকারের উপর দোষ দেওয়ার চেষ্টা করে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া : – পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি অনিয়মের কথা বলেছেন সুনির্দিষ্টভাবে কোনটা অনিয়ম কিছুই নেই।

শ্রী সুধীর চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় বিধায়ক আমার চেয়ে অনেক অভিজ্ঞ। এই বিধানসভার পুরানো সদস্য। উনি যদি এই ব্যাপারে অফিসারদের সঙ্গে বসতে চান আমি সেই ব্যবস্থা করে দিতে

পারি। উনি বসতে রাজি হলে অনিয়মটা কি, উনি জানতে পারবেন। আমি বিস্তারিত সবকিছু বলে, আগরতলা পুরপরিষদের বিরুদ্ধে কথা বলে আমি পুরপরিষদকে এই বিধানসভার মধ্যে টেনে এনে আপনাদের সামনে অন্য দৃষ্টিতে দাঁড় করাতে চাই না। আমার এটাই অনুরোধ থাকবে আমি চাই আগরতলা পুরপরিষদের মধ্যে যেভাবে কাজকর্ম হচ্ছে, আমরা টাকা দিচ্ছি না, এই যে অভিযোগ এই অভিযোগগুলির সত্যতা বিচার করার জন্য বিরোধী দলের যারা আছেন আপনাদের সঙ্গে আমরা বসতে প্রস্তুত আছি। সেই জায়গায় যদি আমাদের সরকারের প্রতি কোন ত্রুটি দেখে থাকে, দপ্তর যদি আগরতলা পুরপরিষদকে টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে বঞ্চনা করে থাকে তা হলে বঞ্চনা দূর করার জন্য আপনারা সাজেশান দিবেন এবং সেটা আমরা গ্রহণ করতে রাজি আছি। এই ক্ষেত্রে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আবারও বলছি আগরতলা পুরপরিষদকে ইচ্ছাকৃতভাবে সরকার টাকা দেয় না এই ধরণের নোংড়া মানসিকতা নিয়ে আমরা দপ্তরের কাজ পরিচালনা করিনা। এই দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের কারোরই থাকা ঠিক নয়। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় মন্ত্রী পবিত্র কর মহোদয়।

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, বিরোধীদল থেকে ছাঁটাই প্রস্তাব যেগুলি আনা হয়েছে সেগুলির বিরোধিতা করছি। ডিমাণ্ড নাম্বার ২৪, শিল্প দপ্তরের দুটি মেজর হেড ৪৮৬০ এবং ২৮৫১ এতে মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা এবং বিল্লাল মিঞা ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন। আমি কিছু তথ্য দেব। অন্য ব্যাক্তি তা এখানে করতে চাইনা। কেননা, সময়ও কম আছে। রবীন্দ্রবাবু বলেছেন জুট মিলে ওয়েষ্টফুল এক্সপেনডিচার হচ্ছে। সেই জন্য উনি কাট করতে চেয়েছেন। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাতে সেখানে ওয়েষ্টফুল এক্সপেনডিচার না হয় সেজন্য দপ্তর থেকে লক্ষ্য রাখব এই গ্যারান্টি দিচ্ছি। কিন্তু ছাঁটাই প্রস্তাবটা কিছুতেই মানা যাচ্ছেনা। সুখময় বাবুর আমল থেকেই জুট মিলের পরিকল্পনা হয়েছিল। সেটা চালু করেছে বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর।

কিন্তু ১৯৮৮ ইং সালে আমাদের সরকার যেভাবে হউক চলে যেতে হয়েছিল। ১৯৮৯ ইং সাল থেকে জুট মিল সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। ভাতা দেওয়া হত কিন্তু, তাদের পি. এফের টাকা দেওয়া হয়নি, প্রায় আড়াই থেকে তিন কোটি টাকার মত বাকী জমে ছিল। আমরা তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেও দিতে পারিনি আর্থিক অসুবিধার কারণে। আমি এখানে বলতে চাই যে ১৯৯৫-৯৬ ইং, সাল থেকে আমরা এই জুট মিল চালু করেছি। তাতে যে উৎপাদন হয়েছিল আমি তার ফিগারগুলি দিয়ে দিচ্ছি।

১৯৯৫—৯৬ ইং, সালে উৎপাদন হয়েছিল ৭৭৫'৭৯ মেট্রিক টন।

১৯৯৬—৯৭ ইং, সালে উৎপাদন হয়েছিল ১৬৭৩'৯১৭ মেট্রিক টন।

১৯৯৭—৯৮ ইং সালে উৎপাদন হয়েছিল ১৯৫৬'১২ মেট্রিক টন।

১৯৯৮—৯৯ ইং সালে উৎপাদন হয়েছিল ২১৯৬'২০৪ মেট্রিক টন।

১৯৯৯ -২০০০ ইং সালে উৎপাদন হয়েছিল ২৫৯৫'৬৭ মেট্রিক টন।

এই ফিগারেই বলে আমরা ক্ষমতায় এসে এই জুট মিলকে চালু করেছি এবং প্রতি বছর তার উৎপাদন বেড়েছে। হাঁা, ঠিকই যে পরিমাণ উৎপাদনের কথা ছিল সেটা আমরা পারছি না। তার মূল কারণ হচ্ছে এই জুট মিল প্রথম শুরু হওয়ার পর থেকেই তার যে মূলধনের দরকার ছিল, পর্য্যাপ্ত মূলধনের অভাবে এই জুটমিলে যে পর্য্যায়ে উৎপাদন হওয়ার কথা সেটা হচ্ছে না এটা সত্য কথা। আমাদের রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে আমরা তাকে শেয়ার ক্যাপিটেল দিচ্ছি এবং এই তাদের শ্রমিকদের যে প্রায় চার থেকে ৫ কোটি টাকা পি. এফের বকেয়া, আমরা এগুলি পরিস্কার করছি। জুট মিলের শুরুতে ৫ কোটি ১১ লক্ষ টাকার উপরে কিছু ঋণ আমরা নিয়েছিলাম বিভিন্ন সংস্থা থেকে সেটা এখন সুদ সহ বেড়ে ১৭ কোটি টাকা হয়েছে। বিভিন্ন কেইস হয়েছে। আমরা এটাকে সেটেল করার জন্য আউট অব্ দি কোর্ট আমরা বেঙ্গলের সাথে কথা বলে গত অর্থ বছরে আমরা ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা এই ঋণগুলি আমরা তাদেরকে ফেরৎ দিয়েছি, যাতে করে আমরা এই জুট মিলকে দাঁড় করাতে পারি। কেন? এই জুট মিলের সঙ্গে যুক্ত এখন প্রায় ১৫শর উপরে শ্রমিক যাদের রুটি রোজগার পরিবার যুক্ত তার উপর যুক্ত সেই আমাদের জুমিয়া কৃষক থেকে আরম্ভ করে পাট চাষী। যদি এই জুট মিল চালু না থাকে তাহলে জে. সি. আই সমস্ত পাট কেনা বন্ধ করে দেবে। তাহলে এই সমস্ত জুমিয়াদের ঘরে কোন টাকা যাবে না। মাননীয় সদস্য বলেছেন আমরা সাদা হাতী পোষছি কেন? আমরা বলব এই পনেরশ পরিবারকে পালন করা যদি সাদা হাতী পোষা হয় তাহলে এটার কোন জবাব আছে কিনা আমি হাউসের কাছে এই কথাটা জানতে চাই। আমরা এই জুট মিলকে আরও শক্তভাবে কিভাবে দাঁড় করাতে পারি সেই কারণে আমাদের সরকার আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রীসহ সমস্ত দপ্তরকে নিয়ে আমরা মিটিং করেছি। এই মিটিংয়ে শুধু জুটমিল নয় বিভিন্ন যে আমাদের কর্পোরেশন আছে এটাকে একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করে আমরা কিভাবে তাকে রিভাইবেল করতে পারি। লাভজনক অন্তত সংস্থা না হউক অন্তত লাভ লোকসান এটাকে একটা জায়গাতে যাতে আনতে পারি তার জন্য একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের অর্থসচিব উনাকে চেয়ারম্যান করে একটা রিপোর্ট তারা দিলেন কিভাবে আমরা তারজন্য টাকা যোগাড় করতে পারি যে এইরকম একটা সম্ভাবনা আসবে, আমরা যদি সেগুলি করতে পারি তার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তারপরে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের যে নন-লেসপবল পল আছে যেখান থেকে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি তার শিল্প বিকাশ ইত্যাদির জন্য যে টাকা দেওয়া হবে আমরা তারজন্য একটা প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করার কাজ হাতে নিয়েছি। এবং এই রিপোর্টের কাজ আগামী তিন

মাসের মধ্যে আমরা এটা সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করব। যাতে করে তার মূলধন এবং এই যে পুরানো যন্ত্রপাতি তাকে সারাই করে যাতে আমরা ভালভাবে এই জুটমিলকে চালাতে পারি একটা লাভজনক সংস্থায় পরিণত করতে পারি তার উদ্যোগ সেখানে নেওয়া হয়েছে। ফলে সেই দিক থেকে আমি আবার ও বলছি যাতে কোন ধরনের অপচয় না হয়, টাকা পয়সা এগুলি আমরা লক্ষ্য রাখব। এখানে বিরোধীরা যে আলোচনা করেছেন এই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন নেই, কিন্তু যে ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে এটা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।

আমাদের রাজ্যের কৃষকরা সরাস'র তার সঙ্গে যুক্ত এবং তার সঙ্গে যুক্ত আমরা সকলেই। রাজ্যের কৃষকরা তাদের পাট কোথাও বিক্রি করার মত জায়গা নেই এই রাজ্যে। কাজেই আমি মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র বাবু যেটা বলেছেন সেটি আমি বিরোধিতা করছি। মাননীয় সদস্য এখানে থাকলে ভাল হত অন্তত: বিষয়টা জানতে পারত। কাজেই আমরা চেষ্টা করছি যারা সেখানে থাকতে চান না তাদেরকে অন্য কোথাও এঙ্গেজ করা যায় কি না ? তারপরে উনি আর একটা কথা বলেছেন যদিও আমার দপ্তরের সঙ্গে রিলেটেড নয়। সেটি বিদ্যুৎ মন্ত্রী তার উত্তর দেবেন। এখানে উনি বলার চেষ্টা করছেন যে বামফ্রন্ট সরকার বড় বড় হোটেলে গিয়ে মিটিং করেন। সেখানে প্রচুর টাকা পয়সা খরচ হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে শিল্প গড়ে তোলার জন্য সেই রকম কয়েকটা মিটিং করেছি। হ্যাঁ, বড় হোটেলেই করেছি আমরা। এটা অবশ্যই জেনে রাখা ভাল। সেখানে যে টাকা খরচ হয়েছে সেটি কিন্তু আমাদের টাকা নয়। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী গেছেন, আমি গেছি শিল্পমন্ত্রী হিসাবে, তারপর মুখ্য সচিবও গেছেন। আমাদের খরচসহ যারা বাইরে থেকে এসেছেন তাদের সমস্ত খরচ ও, এন, জি, সি, বহন করেছেন। কারণ সমস্ত ব্যাপারটাই ও, এন, জি, সি, অর্গানাইজ করেছেন। আর আপনারা বলতে চেষ্টা করেছেন যে আমরা কিছুই করছি না। আমি বলব এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরে আমরা ৫ (পাঁচ) হাজার পরিবারে গ্যাসের লাইনের কাজ করেছি। আজকে দক্ষিণ বাধার ঘাট পাশাপাশি এলাকাতে আজকে আড়াই হাজার বাড়ীতে গ্যাস কানেকশনের লাইন আছে। এবং আমরা ইতিমধ্যে গেইল-এর সঙ্গে চুক্তি করে আগরতলা শহরের মধ্যে ৩০টি পরিবারের মধ্যে গ্যাস লাইন কানেকশন দেওয়ার জন্য অর্থ দপ্তরের অনুমোদন পেলে পরে আমরা সেই কাজও শুরু করে দেব। আর এখানে বলার চেষ্টা করা হচ্ছে যে আমরা কিছুই করছি না। আমরা ইতিমধ্যে উত্তরপূর্বাঞ্চলে সেই রকম আর একটা মিটিং করব। এবং সেই মিটিংকে অর্গানাইজ করার জন্য আমরা গ্যাস অথরিটি অব ইণ্ডিয়াকে বলেছি। এবং তারা বলছে যে করবে। যাতে করে আরও সুযোগ রাজ্যে আনতে পারি, সেই উদ্যোগ আমরা নিচ্ছি।

তাহলে আমি আশা করি এই উদ্যোগটা সকলেই সমর্থন করবে। তারপর একটা প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী বিল্লাল মিঞা মহোদয় তিনি খুব বেশী বললেননি অল্পই বলেছেন যে

রাজ্যে শিল্প গড়ে লাভ নেই। তিনি এখানে কাট মোশান এনেছেন সেখানে মেজর হেডে কিছুটা গোলমাল আছে। উনি তো জানার কথা যেহেতু উনি আগেও মন্ত্রী ছিলেন। যে ক্ষুদ্র শিল্প কিন্তু দপ্তরের পরে না। যারা শিল্প গড়তে আসবেন তাদেরকে আমরা সাহায্য করব। এই সাহায্য করার জন্য আমাদের বাজেট। কি বাজেট তাতে চারটি জেলাতে আমাদের শিল্প পরিকল্পনা আছে। পশ্চিম ত্রিপুরা, উত্তর ত্রিপুরা, দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং ধলাই জেলা'তে। সেই জেলার যে সমস্ত কর্মচারী আছে সেখানে স্কীম হচ্ছে প্রধান মন্ত্রী রোজগার জোজনা, খাদি বোর্ডে ও আমাদের স্কীম আছে মার্জিন মানি স্কীম এবং পাহাড় অঞ্চলে যে সমস্তক্ষুদ্র স্কীম আছে যেমন চা শিল্প এই সমস্ত ব্যাপারে ভূর্তকীতে তাদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে বেনিফিসারী সেলেক্ট করে থাকেন সেই সমস্ত অগ্রগতি সেখানে আরও বেশী করে অগ্রসর করে নিতে পারি সেই ব্যাপারে সেখানে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আমারা মূলধনের ক্ষেত্রে ভূর্তকী দেয় ৩০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত।

আমরা মূলধনের ক্ষেত্রে ৩০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ভর্তুকী দেই। বিভিন্ন যেকটরী যারা করেন সেখানে কর্মচারী যাদের নিয়োগ করা হয় তাদের বেতন ভাতা ইত্যাদির উপর আমরা গুরুত্ব দিয়ে থাকি। ব্যাংক থেকে যারা ঋণ নিয়ে থাকেন তাদের সুদের উপর আমার ভর্তুকী দিয়ে থাকি, ৫ বৎসর পর্য্যন্ত। শিল্প করলে তার সেইল টেক্স মুকুব আছে। তার উপরেও কেন্দ্রীয় সরকার ট্রেন্সপোর্টের উপর ভর্তুকী দিয়ে থাকে। এই কাজটা করার জন্যই এই বাজেটের প্রয়োজন। আমি আশা করি এই ব্যাপারে বিরোধীরা আমাদের সাহায্য করবেন। এর জন্যই এই ছাঁটাই প্রস্তাবগুলিকে আমি মানতে পারছিনা। আমরা এই শিল্প দপ্তরের কাজ বাড়ানোর চেষ্টা করছি। যাতে করে এই যে বেকার সমস্যা আমাদের রাজ্যের যে অনুন্নত অবস্থা তাকে ডেভেলাপ করার জন্য সেখানে যাতে আমরা উদ্যোগ নিতে পারি সেই চেষ্টা আমরা করছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনাতে দেখছি যে উপজাতি অংশের যুবকরা অনেক কম আসছে। আমরা সেখানে তফশিলী উপজাতি কল্যাণ দপ্তর এবং অন্যান্য দপ্তরে উদ্যোগ নিয়ে এস. টি. দের স্পেশাল ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। আমরা ইতিমধ্যে ৩০ জন উপজাতি যুবককে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি, সেই ট্রেনিং ১৫ দিন করে। আজকে আরো ৩০ জন উপজাতি যুবককে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। এবং ট্রেনিং এর সাথে সাথে তাদেরকে আমরা এই সব স্কীমগুলিতে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। এবং সেখানে আমরা এখানকার যে কাঁচামাল বাঁশই হোক, রাবারই হোক বা চা-ই হোক এবং গ্যাস আমাদের, বাঁশ-বেত আমাদের উইভারস' এই সমস্ত বিষয়টাকে যুক্ত এটাকে ইউটিলাইজ করে বেকার যুবকদের আরো বেশী স্বনির্ভর করতে পারি এই উদ্যোগ শিল্প দপ্তর নিচ্ছে। তার জন্যই এই বাজেটের প্রয়োজন রয়েছে। তাই এই ছাঁটাই প্রস্তাবকে বিরোধিতা করে এবং যে ডিমাণ্ডগুলি আছে সেই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মি ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী মহোদয়।

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার, প্রথমে একটা কথা বলে শুরু করতে চাইছি আমাদের বিরোধী বেঞ্চের বন্ধুরা কাট মোশান আনতে গিয়ে নিজেরা কাট হয়ে গেছে সবাই। কাট করতে গিয়ে কট হয়ে গেছেন। যাই হোক ৪৭ টা ডিমাণ্ডের মধ্যে কাট মোশান উঠেছে মোট ৪৭টি।

প্রথমত বিল্লাল মিঞা মহোদয় বলেছেন যে টি. ভি. প্রোগ্রাম এটা ওয়েষ্টফুল এক্সপেনডিচার এবং কিছুই হয়নি। আমি বলব স্যার, টি ভি. প্রোগ্রামের জন্য আমাদের এখন সেই রকম প্রোগ্রাম নেই। আমি এখানে একটু অতীতের উদাহরণ দিতে চাই। টি. ভি. র অবস্থা কি হয়েছে। রাজ্যে যখন জোট সরকার ছিল তখন কেন্দ্রীয় সরকারের একটা প্রকল্প ছিল সেই প্রকল্পে বেশ কিছু টি. ভি. পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে ৪১ টা হল ডিস এন্টনা জাতীয় টি. ভি. আর ৭৯১ টা হচ্ছে এন্টনা দিয়ে চলে এই রকম টি. ভি.। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই টি. ভি. গুলি ঠিক রাখার জন্য এ. এম. সি. এন্নুয়্যাল মেন্টিনেন্স কন্ট্রাক্ট হয়েছিল আপট্রন কোম্পানির সাথে এটা ৫ বৎসর অতিক্রম করে গেছে এর পর এই টি. ভি. গুলির পার্টস পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু তাই নয় এই টি. ভি. গুলি খোঁজ করতে গিয়ে দেখছি অনেকগুলি টি. ভি র খোঁজ পাইনি। এবং খোঁজ করার পর যা আমাদের কাছে বের হয়ে এসেছে এইগুলি হচ্ছে ডিস এন্টনা জাতীয় টি. ভি. মাননীয় সদস্য শ্রী বিরজিৎ সিনহার বাড়ীতে আছে সাব্রুমের প্রাক্তন এম. এল. অঞ্জু মগের বাড়ীতে আছে। এই রকম কিছু নেতৃত্ব স্থানীয়ের বাড়ীতে তাদেরকে কেয়ার টেকার করে বা তাদের নামে অন্য কারো দিয়ে এই গুলি পাওয়া যাচ্ছে না। এই হচ্ছে ঘটনা। কাজেই এখানে এই টি. ভি. গুলি যদি ওয়েস্টফুল এক্সপেন্ডিচার হয়ে থাকে থাকতেও পারে। তবে এখন তা হয়নি। অতীতে এই সব হয়েছিল।

এখানে ইসলামিক সংস্কৃতি কিছুই হচ্ছে না। এটা আমি জানি না উনাকে আঘাত করবে কিনা যে অতীতে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে মুসলিম সম্প্রদায়ের যে কালচার এমনি তারা বাঙালি অংশে তারপরেও, আলাদা একটি কালচার বা তাদের সংস্কৃতি আছে। কিন্তু এটা বামফ্রন্ট শুরু করেছে এবং প্রতি বছরই আমরা আরো জনপ্রিয় করার চেষ্টা করছি। জারি সারি নামে একটি উৎসব আমাদের রাজ্যে ছয়টি মুসলিম, সংখ্যালঘু মানুষ আছেন এই সমস্ত সংস্কৃতি কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন এবং এটা শুধু তা না আজকে জারি সারি বা কাওয়ালি যদি ও এক সময় মুসলিমদের মধ্যে এটা চর্চা হতো, এখন অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষেরা এর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। এটা সংহতির নিদর্শন। আমরা যা করছি যা ছিল না। কাজেই এই ক্ষেত্রে ছাঁটাই প্রস্তাব কেন আনলেন তা বুঝতে পারছি না। দ্বিতীয়তঃ আমার বন্ধু শ্রী রবীন্দ্র বাবু এখানে তিনি নেই, তিনি বলেছেন জওহর বাবু উল্লেখ করেছেন এই আমলে শুধু কালচারেল হচ্ছে খেলা হচ্ছে না। যাই

হোক এক দিক থেকেতো সমর্থন করছেন। ধন্যবাদ। খেলাধূলা হচ্ছে না, আজকে আমাদের রাজ্য থেকে যে প্রতিভা আছে তার বিকাশের জন্য আরোও অর্থের প্রয়োজন, আরোও ইন্‌ফ্রাস্ট্রাকচারের প্রয়োজন এবং আমাদের এখানে স্পোর্টস্ ইনষ্টিটিউশানের প্রয়োজন। এটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে হলো ত্রিপুরা একটি রাজ্য যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত কোন রকমের স্পোর্টস ইনষ্টিটিউশান নেই। এমনকি ছোট রাজ্য মিজোরাম সেখানে এস, সি, জি, সেণ্টার সম্পূর্ণ সেণ্ট্রাল গর্ভমেণ্ট ১০০ শতাংশ গ্রাণ্ডে সেখানে স্পোর্টস' আছে। সেখানে জোট আমলে চেষ্টা করেননি তেমন না করেছেন আমরাও চেষ্টা করছি। কিন্তু হয়নি। কিন্তু তারপরেও এই রাজ্যের খেলাধূলার সীমিত সুযোগের মধ্যেও যে হয়েছে আপনি জানেন না। এই কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের রাজ্যের দুইজন ছেলে জুনিয়ার পর্যায়ের আন্তর্জাতিক একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। জিমনাষ্টিকস, সুইমিং, এ্যাথলেটিক ফুটবল, জাডু সাব-জুনিয়ার, জুনিয়ার স্টেজে আমরা এক্সসিলেণ্ট যখন আমরা করি, আমরা এটা সিনিয়র লেবেলে রাখতে পারছি না। কেন এটা সাসটেইণ্ড করতে গেলে পরে তাদের চালিয়ে রাখতে গেলে পরে আমাদের ইনষ্টিটিউশান চাই এবং আরো রেগুলার পার্টিসিপেশান চাই। এই অর্থে আমাদের সর্ব চেষ্টা করেও আমরা এটা পারছি না। কিন্তু এটা এই সীমাবদ্ধার মধ্যে আমাদের ছেলেরা ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রান্ত করেছে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সুযোগ পাচ্ছে। রাশিয়াতে জিমনাষ্টিক টিম যাওয়ার জন্য আমাদের ছেলেমেয়েরা ডাক পেয়েছে এবং আমাদের জাতীয় পর্যায়ে এই রকম কমপিটিশনগুলোকে আমরা এক্সালেণ্ট রাখার জন্য চেষ্টা করছি। এবং আমরা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে বাধারঘাট স্পোর্ট'স কমপ্লেক্স আমরা বলব এটাকে ষ্টেট লেভেল স্পোর্ট'স স্টাডি কমপ্লেক্স। তার সঙ্গে একটি স্টেডিয়াম যুক্ত থাকবে। ১৯৮০ ইং সাল থেকে বহু জল গড়িয়েছে, এক সময় আপনারা মমতা ব্যানার্জীকে নিয়ে কয়েকটা পাথর লাগালেন এবং প্রায় দেড় লক্ষ টাকা খরচ করলেন, কিন্তু কোন উদ্যোগ নেননি। আমরা সেখানে এটা করতে যাচ্ছি খুব সম্ভবত: সেপ্টেম্বরের শেষ দিক বা নভেম্বরের প্রথম দিকে উদ্বোধন করব। এটা আন্তর্জাতিক মানের সুইমিং পুল আমরা করব এবং যারা বাইরে থেকে এসেছে তারা অবাক হচ্ছে যে কিভাবে আপনারা এতে লিমিটে রিসোর্সে'র মধ্যে এগুলো করেছেন এবং আগামী ১লা আগষ্ট সম্পূর্ণভাবে স্টেট গভমেণ্টের বিভিন্ন ডিপার্ট'মেণ্টের যৌথ উদ্যোগে আমরা একটি স্পোর্ট'স পুল উদ্বোধন করতে যাচ্ছি। কাজেই এটা যদি এচিবমেণ্ট না হয় তাহলে কোনটাকে আমরা এচিবমেণ্ট বলব? এবং উনারা বলেছেন যে, না কাজই হচ্ছে না। এখানে জওহর বাবুর জানা উচিত মাননীয় বিরোধী দলের নেতা একসময় মিনিষ্টার অব্ স্ট্যাট্ স্পোর্ট'স ছিলেন উনার সাব-ডিভিশানে একটা হ্যাণ্ড বলের কোর্ট্ ছিল না, ভলিবল এবং সুইমিং সিস্টেম ছিল না। আমরা শহরে সব করে দিয়েছি এবং শুধু তাই নয়। আজকে

ইউথ এফেয়াসে'র ক্ষেত্রেও ডিপার্ট'মেন্টের নামই হল ইউথ এফেয়াস' এণ্ড স্পোর্ট'স এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আমাদের রাজ্য থেকে ককবরকে ড্রামা এবং ন্যাশন্যাল লেভেলে দ্বিতীয় হয়েছে। আমাদের রাজ্যের মেয়েরা মনিপুরী মেয়ে সেখানে অগ্রাধিকার স্থান পেয়েছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— আমাদের যে সিনেমা তৈরী করেছে তার নায়ক সে ছিল, কাজেই আপনাদের আমলে তৈরী।

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, জন্ম কার আমলে হয়েছে তার প্রশ্ন না। আপনারা তো সেই সুযোগ দেন নি। এরা সুযোগ পেয়েছে ন্যাশন্যাল লেভেলে প্রথম হয়েছে এবং আমাদের রাজ্যের যে কালচার তার ডিপার্টমেন্টের জন্য যে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি, সুদূর জাপান থেকে সেখানকার মিছিলামিজিয়াম যে আমাদের রাজ্যে এসেছিল এবং আমাদের রাজ্যের গ্রুপ তারা জাপানে নিয়ে যাবেন। আমাদের গছিরাম পাড়ার টীম, পেচারথলের শিল্পীরা এই আগরতলার শিল্পী সমস্ত লোকশিল্পী আগষ্টের ২০ তারিখ য'বে। কাজেই প্রমোশনের জন্য একটা ইউথ এক্টিভিসের দরকার। এবং সময়েতে যে পরিমাণ ছেলেমেয়ে বাইরে গেছে, আমরা কোচিন পাঠিয়েছি, কুরুক্ষেত্র পাঠিয়েছি, রাজস্থানে ও ছেন্নাই পাঠিয়েছি। প্রতি বছরেই আমরা দু-তিনটা টীম করে ছেলেমেয়েদের পাঠাই। তারা ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গা থেকে যাচ্ছে। সেইগুলি আগে ছিল না

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আরও বলবেন না কি ?

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— হ্যাঁ স্যার, আর একটু। নগেন্দ্র বাবু বলেছেন যে টুরিষ্ট সম্পর্কে বলবেন। এটা ঠিক ত্রিপুরা রাজ্যে এটা অনস্বীকার্য্য স্বীকার করতে বাধা যে, ত্রিপুরা রাজ্যে যে বর্তমান পরিস্থিতি যদি এই রাজ্যকে দেখার উদ্দেশ্য থাকে মানে বহু এনকোয়েরী আমাদের কোলকাতা, দিল্লী ও গৌহাটীর উদ্দেশ্যে, আসতে চাইলেও আসেন না তবুও এই সমস্ত উল্লেখযোগ্য-ভাবে যে একটা পর্যটন এই রাজ্যের মধ্যে আছে, আমি ঠিক তথ্য এখানে দেব যে ৯৩-৯৪ ইং যেখানে আমাদের রাজ্যে দেশী পর্যটক ছিল ১,৮০,১৩৫ জন এবং বিদেশী মাত্র ৪৪ জন, এটা গত বছর এসে দাঁড়িয়েছে দেশী ২,৩৮,৯৯৮ জন এবং বিদেশী ১,২০৩ জন। এবং রাজস্বের দিকে তার পরিবর্তন হয়েছে ৫,৪৯,২০৫ টাকা এবং এটা ১৯৯৯-২০০০ ইং এ এসে দাঁড়িয়েছে ১৭.৮৬,০০০ টাকা। এটা ডিরেকটলী যে রাজস্ব জমা দিয়েছে। ইনডিরেকটলী আমাদের রাজ্যে ট্রান্সপোর্ট, হোটেল, আদার অপারেটারস্ সেই রকম ভাবে টুরিজম্ এখানে করেনি। তার পরেও যে ইনডিকেট্ এমপ্লয়ম্যান্ট অপরচুনিটি এবং আমাদের রাজ্যের যে শিল্প (কুটির শিল্প), বয়ন শিল্প এই সম্পর্কে মানুষের যে আগ্রহ বেড়েছে যে, এত কিছুর মধ্যেও এটা হয়েছে নিশ্চয়ই এটা এপ্রিসিয়েট্ করবে।

এখানকার বয়ন শিল্প সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। এবং কিছু সমস্যার মধ্যে দিয়ে হয়েছে নিশ্চয় এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করবে। এখানে কাজলবাবু জে, আই, সিটের কথা বলেছেন ঠিকই। গত

বছর জে, আই, সিটের প্রকোরমেন্টের জন্য প্রথম থেকে দৃষ্টি দেওয়ার পরও আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে করতে পারি নি। তারজন্য এই বার যে আরলি মরসুন হয়েছে তার জন্য কিছু ঘরবাড়ী নষ্ট হয়েছে। এর পিছনে কি, এই সম্পর্কে একটু জানা থাকা দরকার। আমাদের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা, কলিকাতা বা রাউরকেল্লা এইসব জায়গা থেকে আমাদের ক্যারি করতে হয়। এই যোগাযোগ সবটা আমাদের হাতে না যে আমরা রেলের সঙ্গে যোগাযোগ করি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে অনেক রকমের ঝামেলায় আমাদের মাল বুক্ করে থাকলেও, পেমেন্ট করে থাকলেও নির্দিষ্ট সময়ে লোড হয় না। সেই কারণে টাইমলি আমাদের জে. আই. সিট না আসার কারণে কিছু ক্ষতি হয়ে গেছে। এখন আমরা চেষ্টা করছি যাতে এই রকম আর না হয়। মরসুন না আসার আগেই আমরা এই প্রকোরমেন্টের কাজ সারতে পারব এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এবং এর আগে আর একটা কারণ যোগ করা দরকার যে, আমাদের এই বিগত বছরগুলিতে বিভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন খোয়াই এবং জিরানীয়া এই সব এলাকার মধ্যে আমাদের টিন দেওয়ার কথা ছিল না ঘর বাড়ী তৈরী করার ক্ষেত্রে। কাজেই যে সমস্ত ঘরবাড়ী আই, এ, ওয়াই তাতে দেওয়ার কথা ছিল, আমাদের সেইগুলি ডাইভার্ট করতে হয়েছে, না হলে আই, এ, ওয়াই-এর ক্ষেত্রে এই ঘটনাগুলি হওয়ার কথা নয়।

শ্রী রতনলাল নাথ :— একটা কথা বলেছেন যে ফিলটার সম্পর্কে হ্যাঁ। ফিলটারের সম্পর্কে এপারেন্ট'ল প্রশ্ন থাকবে বাইরে থেকে। কেন না, কেন আমাদের এই রকম এটা নিতে হয়েছিল একটু বলা দরকার। স্যার, আমাদের রাজ্যে জল নিয়ে যখন কথাবার্তা হয় সবাই বলে অত্যধিক আয়রণ। মার্ক টুর জল ব্যবহার করা যায় না, সেলোটিউব ওয়েলের জল খাওয়া যায় না। এটা আমাদের আয়রণ বেশী থাকাতে এই রকম হয়। সেই জন্য আমাদের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। আয়রণ কনটেন্ট রিমোভ করার জন্য যে রিমোভ্যাল প্ল্যান্ট এটা পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনীয়ার ডিপার্টমেন্ট তারা করছেন, তার বাইরেও কিরকম প্রটেকশান নেওয়া যায় এটা দেখতে হবে। এইক্ষেত্রে যে আমরা ডমেসটিক ফিলটার চালু করার চেষ্টা করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এটা শেষ হলে পরে বলবেন।

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার আমি শেষ করে দিচ্ছি আর একটু।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— শেষ হলে আমি বলব, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বক্তব্য রাখছেন তো।

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— গত কয়েক বছর আমরা ৯৭-৯৮ সালে ৭৬ হাজার, ৯৮-৯৯ সালে ৩১ হাজার এবং ৯৯-২০০০ সালে ৫৭ হাজার ফিল্টার আমরা করছি। একটা প্রকোরমেন্ট তো হঠাৎ করে চালু করা যাবে না। লোক্যাল যে ইউথ যার ট্রাই সিমে ট্রেনিং দিয়েছে তার জন্য এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন করতে হবে, এটা আমরা করছি এবং এইগুলি আমরা প্রত্যন্ত এলাকায় দেওয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু অসুবিধাটা কি হয়েছে এটা

ঠিকই উল্লেখ করেছেন, যে হঠাৎ করে একটা উপজাতি এলাকায় বিশেষ করে আমাদের বলতে হয় এবং বলছি যে আমরা এই ফিল্টার দিতে চাই নি, এটা না এরা তো এত অভ্যস্ত না প্রথমে জল দিলে পরে একটু গন্ধ বের হয় সিমেন্টের। কাজেই এটা ভাল না এটা নেব না। এইগুলি এলোটেড হচ্ছে ফলে নিচ্ছে না। কাজেই এই দিক থেকে বুঝবেন। ত্রুটিটা কোন্ জায়গায় কিন্তু একটা ভাল কমপোনেন্ট আমরা দিতে চেষ্টা করছি কিন্তু তার অভ্যস্ত তৈরী করার যে ক্যাম্পিং এবং মটিকেশন করার দরকার এই দিক থেকে লেট হয়ে গেছে। সেই লেটটা পূরণ করার জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করছি। যাতে আরও ব্যাপক ভাবে ফিলটার ব্যবহারের মানসিকতা তৈরী করা। এই ফিল্টার ব্যবহারের অপব্যবহার যাতে না হয় সেই দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। কাজেই এই ক্ষেত্রে তিনি ফিল্টার ব্যবহার বা বন্ধ করার কথা নিশ্চয়ই তিনি বলবেন না। আমার মনে হয় যে, আমরা এই গ্যাপগুলি পূরণ করার চেষ্টা করব।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শেষ করুন। সবাই তো অস্থির হয়ে যাচ্ছেন।

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য জহওর বাবু, বিল্লাল মিঞা সাহেব তারা যে এমন সমস্ত রেফারেন্স এনেছে মন্ত্রীরা আমরা এই সব করছি বলে এই রেফারেন্স এনে কাট করতে গিয়ে উনারা উল্টো কাট হয়ে গেছেন। কাজেই সেই জন্য যে এই ছাঁটাই প্রস্তাব বা কাট মোশান এটাকে প্রত্যাহার করে আমাদের ডিমাণ্ডকে সম্পূর্ণ সমর্থন করবেন রাজ্যের স্বার্থে এই রাজ্যের অগ্রগতির স্বার্থে এটা আবেদন রেখে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের জলযোগের জন্য এই সভা ৩০ মিনিটের জন্য মূলতুবী রইল।

৩০ মিনিট মুলতুবীর পর সভা পুনরায় শুরু হয়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে, বিশেষ করে এই বছরে ফুল ঝাড়ু কেনা বন্ধ করায় একটা কারণে অর্থনৈতিক অসম্ভব সৃষ্টি হচ্ছে। সারা রাজ্য পাহাড় অঞ্চলের ক্ষেত্রে ৬—৭লক্ষ টাকা খরচ করেন আর এটাতে করা হয়না। এটা আমরা বিশেষ করে চাইনা। এই সম্পর্কে উনি জবাব দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী নিরঞ্জন দেববর্মা মহোদয়।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য শুরু করার আগে আমি প্রশ্ন রাখতে চাই যে, মাননীয় সদস্য শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস কাট মোশান এনেছিলেন ডিমাণ্ড নং-১৩ ম্যাজর হেড ২৪২৫। এটা উনি মোভ করেননি। এটা ফলস্ নাকি ট্রো ইস্যু করা হয়েছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর পেশ করা ২০০০-০১ ইং ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে আমার

তথ্যসহ অন্যান্য দপ্তরের উপর বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সকল ছাঁটাই-এর প্রস্তাব আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করছি। এখানে যে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন তার বিরুদ্ধে আমি বলছি, রাজ্যে মোট ২১৩টি প্যাক্স্ আছে। এর মধ্যে ৯৯টি প্যাকস-এর যারা কাজ করেন তাদেরকে মাসিক বেতন ৬০০ টাকা করে দেওয়া হয়। এই ভাবে ৬০০ টাকা করে বছরে ৭ লক্ষ ১২ হাজার ৮০০ টাকা দেওয়া হয়। অথচ মাসিক এই ৬০০ টাকা খুব যথেষ্ট নয়। একজন মানুষ ৬০০ টাকা পাবেন এটা দিয়ে তার পরিবারকে সাহায্য করতে পারবেন না। কাজেই এখানে যে ছাটায়ের প্রস্তাব এনেছেন এ বিষয়ে আমরা একমত নই কারণ রাজ্যে পদ্ধতি হলে অতীতের উন্নয়নের স্মরণ করা যেতে পারে, আমার মনে হয় এগুলি না করাই বাঞ্চনীয়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই রকম ঘটনা স্বতন্ত্রও হতে পারে।

মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল নাথ, উনি এখানে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন ওয়্যার হাউসিং মার্কেটিং অ্যাণ্ড প্রসেসিং সম্পর্কে। স্যার, আমাদের রাজ্যে ওয়্যার হাউসিং নেই। আছে শুধু মার্কেটিং। আমাদের রাজ্যে ১৪টি প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে। এর জন্য ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ধরা আছে। আর ত্রিপুরা অ্যাপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে ধরা আছে ১০,৯১,০০০ টাকা। কারণ অ্যাপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। যেমন, ফুল ঝাড়ু ক্রয়, ধূপকাঠি শলা, বিভিন্ন ভোগ্য পণ্য এবং কাপড়ের ব্যবসা, সরকারী হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ এবং রেশন সরবরাহ করে থাকে। মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া কিছুক্ষণ আগে এখানে প্রশ্ন তুলেছেন, ফুলঝাড়ু ক্রয় করা হয় নি। হাঁা, এটা ঠিক। গতবছরে আমরা ফুলঝাড়ু ক্রয় করিনি। কারণ আগের বছরের যে স্টক এগুলি আমাদের গো-ডাউনে ছিল। আমরা সেই ব্যাঙ্গালোরে এবং যেখানে আমাদের মার্কেটটা আছে সেখানে সরবরাহ করতে পারি। দুই নাম্বার কারণ হল, ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে রয়েলিটিই এর জন্য দায়ী, তারা এরিয়াও ঠিক করে দেন কোথা থেকে সংগ্রহ করতে হবে। ফরেষ্ট দপ্তর থেকে গত বছর আমাদের জানিয়েছিল, ফুলঝাড়ু সংগ্রহ করতে হবে, তেলিয়ামুড়া থেকে। আমাদের রাজ্যে ৫৬টি ল্যাম্পস্ আছে। এগুলি উপজাতি এলাকায় অবস্থিত। সবগুলিতেই যে ফুলঝাড়ু পাওয়া যায় তা নয়। তবে অধিকাংশ জায়গাতেই পাওয়া যায়। তবে তার জন্য ল্যাম্পস্ এজেন্ট আছে। তাদের মাধ্যমে আমাদের সংগ্রহ করতে হয়। তেলিয়ামুড়া ছাড়া আবার সংগ্রহ করা যাবে না। তাই গত বছর সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। আমরা আশা করছি, এই বছর ফুলঝাড়ু সংগ্রহ করতে পারব। স্যার, মাননীয় সদস্য রতনবাবু এখানে কদমতলা ন্যাশন্যাল প্যাকস্ সম্পর্কে তাঁর একটি প্রশ্ন ছিল। আসেন নি। স্যার, এই কদমতলা ন্যাশন্যাল প্যাকস্-এর জন্য নাবার্ড থেকে এর আগে টাকা মঞ্জুর হয়েছিল। সেই টাকা দিয়ে কাজ শুরু করতে দেরী হয়েছে। পরে শুরু হলেও কমপ্লিট করতে পারে নি। নাবার্ড-এর

মধ্যে আবার টাকা দিয়েছে। আগের টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দেওয়া হয়েছিল। কাজেই নাবার্ড টাকা ব্যাক করে নিয়ে গেছে। এই প্রশ্ন আসার আগেই আমাদের দপ্তরের টাকা দিয়ে যাতে শেষ করা যায় এই ব্যাপারে আমরা চিন্তাভাবনা করছি। স্যার, এল. পি. জি. সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন রতন বাবু। যে টি. এস. সি. পি-তে কাউন্টার আছে, এপেক্স মার্কেটিং সোসাইটিতে এল. পি. জির কাউন্টার আছে। যারা ভোক্তা তাদের তরফ থেকে এই ধরনের কোন অনিয়মের অভিযোগ আমার দপ্তরের কাছে আসে নি। যেখানেই অভিযোগ এসেছে সেখানে সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত করা হয়েছে, শুধু তদন্তই নয় ডিজিলেন্সেও দেওয়া হয়েছে। টি এস. সি. পির এল. পি. জি সম্পর্কে নামোল্লেখ না করে যারা দরখাস্ত দিয়েছেন অনিয়মের কথা বলে এটাও ভিজিলেন্সে দেওয়া হয়েছে। এটা বেশী দিনের কথা নয়। যদি সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ থাকে অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব তদন্ত করার জন্য। জিনিষপত্রের দাম সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র বাবু এখানে উল্লেখ করেছেন।

মি: স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটু সংক্ষেপ করুন।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি তো বাজেট ডিসকাশনে অংশগ্রহণ করি নি। আমাকে একটু সুযোগ দিন। আমি চেষ্টা করব তাড়াতাড়ি শেষ করতে।

স্যার, এখানে জিনিষপত্রের দাম সম্পর্কে বলা হয়েছে। জিনিষপত্র আমাদের বাইরে থেকে আনতে হয়। যদি আইতরমাতে শট পড়ে যায় তাহলে এখান থেকেই আমাদের কিনতে হয়। এখানে দামের কোন ঠিক ঠিকানা থাকে না। সকালে একরকম দাম থাকে এবং বিকালে আরেক রকম দাম হয়ে যায়। যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে বাজারটাকে কি করে কনট্রোল রাখা যায়। গত বছর সরিষা তৈল, লবণের একটা ক্রাইসিস ছিল। এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভের পক্ষ থেকে এবং আমাদের টি. এস. সি. পির পক্ষ থেকে খাদ্য দপ্তরের সহযোগিতায় লবণ এবং সরিষার তৈলের বাজারটাকে কনট্রোল রাখা হয়েছে। সুতরাং এখানে কিছুই হচ্ছে না বলে যে কাটমোশান আনা হয়েছে এটা ঠিক না। আমি আশা করি মাননীয় সদস্য শ্রী রতন বাবু উনার কাটমোশান উইথড্র করে নেবেন। তারপর মাননীয় সদস্য শ্রী বিল্লাল মিঞা মহোদয় নাবার্ড এবং এন. ডি. সির উপর কাটমোশান এনেছেন। এটার উপর কাট মোশান আনা যায় না। এটা চার্জড মানি, কমিটেড এ্যাকসপেণ্ডিচার। মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র বাবু চম্পকনগর এবং বড়মুড়ার কথা বলেছেন। এখানে এক্সেস স্টাফ, যা কিছু বেড়েছে উনাদের আমলেই বেড়েছে। আমাদের আমলে এটা হয় নি। যেখানে ১০/১২ জন লাগার কথা সেখানে উনারা ১৭ জন ঢুকিয়েছেন। যার ফলে আয়ের সাথে কোন সামঞ্জস্যই থাকে না।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, চম্পকনগর আমাদের আমলে হয় নি। উনাদের আমলে হয়েছে। এটা অভিরাম বাবু করে গেছেন।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) :— ল্যাম্পস যতগুলি হয়েছে আমাদের আমলেই হয়েছে। কিন্তু সেগুলি থেকে কি ভাবে লুটপাট করা যায় সেই চেষ্টাই আপনারা করেছেন। এই সব কারণেই ল্যাম্পসগুলির অবস্থা আগের তুলনায় আরও খারাপ হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি কি করে এগুলিকে রিভাইভ করা যায়। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র বাবু এক হাজার টাকার যে কাট মোশনের কথা বলেছেন এটা যুক্তিসঙ্গত নয়, এটা ঠিক নয়। আমি বলব উনাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য। কারণ আমার ডিপার্টমেন্ট থেকে মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র বাবুকে আমরা সাহায্য করেছি উনি সমবায় ব্যাংক থেকে কিছু টাকা নিয়েছেন। আমরা যে ভাবে সাহায্য করছি মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র বাবুকে উনি যদি সে ভাবে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে দেন তাহলে অবশ্যই কো-অপারেটিভ গরীব মানুষের কাজে লাগবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ল্যাম্পস্-প্যাকসের অবস্থা আগের তুলনায় খারাপ হয়েছে, কেন খারাপ হয়েছে এটা একটু পরিস্কার করে দিন। আমরা জানি এই টাকা থেকে আপনারা ওয়ার্কারদের বেতন দেন, এই টাকা দিয়ে আপনারা পার্টি অফিসে দালান তুলেন।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) :— এটা অসম্ভব কথা। এটা আপনারা করতে পারেন। আপনাদের তরফ থেকে যদি এই রকম প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেন তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি এই টাকা দিয়ে যদি পার্টি অফিস করা হয়ে থাকে সেটা প্রমাণ করুন। আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি আপনি প্রমাণ করুন।

শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাস :— সেটা আপনারা করেন না ঠিক আছে। আমাদের সময় করা হলে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন বা কি তদন্ত করেছেন সেটা আগে একটু বলুন।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) :— আপনাদের বলা হয় নি যে এই টাকা দিয়ে পার্টি অফিস করেছেন এই কথা আমি বলছি না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ এই রকম করলে তো হবে না, মাননীয় মন্ত্রীকে বলতে দিন।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিস মেনেজমেন্টের জন্য এইগুলি খারাপ হয়েছে, সঠিক ভাবে করেন নি। কারণ যেখানে আমার ১০ জন ষ্টাফের দরকার সেই জায়গায় আপনারা ১৫ জন, ২০ জন চাকুরী দিয়েছেন। তাহলে একটা ল্যাম্পস্ কি এই ভাবে চলতে পারে ?

শ্রী জওহর সাহা :— এই সমস্ত ল্যাম্পস্ এণ্ড প্যাকসের কর্মচারীরা তিন মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না তার কারণ কি ?

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) :— আমি বলব যে, আমরা চেষ্টা করছি কিভাবে এটা করা যায়। মাননীয় বিরোধী দল নেতাকে আমি বলতে চাই এটা অটোনোমাস বডি এবং আপনারা সবাই এটা জানেন, না জানার কথা নয়। ওদের নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য চেষ্টা করবেন কিন্তু সরকারের তরফ থেকে আমরা যেটা দিচ্ছি সেটা শেয়ার হোলডার এবং ক্যাপিটেল ম্যানেজেরিয়েল সাবসিডি। ল্যাম্পস্ গুলি যখন বলল যে, এম. ডির বেতন যদি আমাদের দিতে না হয় তাহলে আমরা প্রফিট করব। যার ফলে সমস্ত ৫৬টা ল্যাম্পসের এম. ডিকে উইথড্র করে নিয়ে আসলাম আমরা। তাই বেতন এখন ওদের দিতে হয় না। তারপর আমরা দেখেছি ল্যাম্পস্ গুলি নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার জন্য বা যেসব কাজ করার জন্য সেগুলি ওরা করতে পারছে না। সুতরাং এখন প্রশ্ন হলো আমরা যেটা দেব শেয়ার হোলডার এবং ক্যাপিটেল ম্যানেজেরিয়েল সাবসিডি সেটা প্রয়োজনের তুলনায় খুব সম্ভবতঃ কম হতে পারে। আপনারা যদি বলেন গত বছরে কোন প্যাকসে এবং কোন ল্যাম্পসে কত টাকা দিয়েছি তার হিসাব এখানে আছে।

শ্রী জওহর সাহা :— ওখানকার কর্মচারীরা চার মাস ধরে বেতন পাননা, তাদের বেতন কবে দেওয়া হবে?

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) :- মাননীয় বিরোধী দল নেতা জওহর বাবু আমার সঙ্গে বিরোধীতা করে লাভ হবে না। কারণ আপনাদের মত আমি বলব কাজ করে দেব এটা হবে না। এটা অন্যরা জানলে পরে অসুবিধা হবে।

শ্রী জওহর সাহা :— পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, সমস্যার সমাধানের জন্য উনাকে বলা হচ্ছে যে ওরা বেতন পাবে কিনা। যদি মন্ত্রী হ্যাঁ বলেন, কবে দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— এটা-ত পয়েন্ট অর্ডার হয়না।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, বেতন কোন না কোন জায়গা থেকে ম্যানেজ করা হবে, বেতন পাবে। এত অস্থির হওয়ার কোন কারণ নেই। আর মাননীয় বিরোধী দল নেতা জওহরবাবু যেটা বললেন, সেই কাজটা করার চেষ্টা করা হবে। এখানে মাননীয় সদস্য রবীন্দ্রবাবু যে ভঙ্গীমাতে কাট মোশান এনেছেন এটা ঠিক না। আমার অনুরোধ সমবায় দপ্তরের ২৭ হাজার ১৬৩ টাকা উনি যে নিয়েছেন, এটা উনি পরিশোধ করুন তাহলে সমবায় ব্যাংক উপকৃত হবে। অমিয় দেববর্মা উনি যদি টাকাটা ফেরৎ দেন উপকৃত হব, তারপর গৌরীশঙ্কর বাবু যে টাকাটা নিয়েছেন, সেটা যদি ফেরত দেন তাহলে ভাল হবে। এখন রবীন্দ্রবাবু-ত যুবসমিতির দুইজন আছেন। নিশ্চয়ই কোন না কোন একজন রবীন্দ্র দেববর্মা হবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় লংতরাই ব্রীজ কনষ্ট্রাক্শান কোপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড উনারা ১০ লাখ ৫০ হাজার

টাকা নিয়েছেন। এই টাকাটা সুদে আসলে ১৫ লাখ ৬ হাজার টাকা হয়েছে। আমি আশা করব, আমি যে নামগুলি বললাম, মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব সমবায় ব্যাংক থেকে যেসব টাকা উনারা নিয়েছেন সেই টাকাগুলি যদি উনারা ফেরৎ দেন তাহলে দপ্তর সমবায় ব্যাংকের কাজকর্ম আরও সঠিকভাবে করতে পারবে। এই কথাগুলি বলে ২০০০-২০০১ সনের ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করে, বিরোধীদের আনিত কাটমোশান গুলিকে বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি: ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী কেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই হাউসের কাছে ডিমাণ্ড নং-১, ডিমাণ্ড নং-৬, ডিমাণ্ড নং-১৬ এবং ডিমাণ্ড নং-৫২ এই চারটির উপর ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা কাটমোশান এনেছেন এবং উনারা আলোচনা করেছেন। সংগতভাবে বাজেটের সময় কাট মোশান আসে, বিরোধীরা আলোচনা করে সরকারের দোষ ত্রুটি যেখানে আছে সেগুলি ধরবার চেষ্টা করেন। পলিসিগত কিছু থাকলে সেগুলি বলেন, এটাই হচ্ছে রীতি পদ্ধতি। এই হাউসে আমি দীর্ঘদিন ধরে আছি, প্রায় ২৩ বৎসর ধরে আছি। কিন্তু এবার যা শুনলাম, এবারকার মত দিশাহীন বিরোধীতা কখনও দেখিনি। সাধারণত: কাট মোশান তিনটি বিষয়ের উপর আনতে হয়। পলিসিগত কাট মোশান আনতে পারেন। তারপরে টোকেন কাট যদি গ্রিভেন্সেস্ কিছু থাকে তাহলে সেগুলি ভেন্টিলেট করতে পারেন, আর একটা হচ্ছে ইকনামিক কাট। সেটা গ্রস কোথাও যদি ডিফেক্ট থাকে তাহলে সেই জিনিসটা আনতে পারেন। এই সব বিধোধিতা করতে পারেন। কিন্তু আশ্চার্য্যের বিষয় এই চারটি ডিমাণ্ডের উপর তিন ধরনের মোশানই এসেছে। এই চারটি ডিমাণ্ডের উপর পলিসির উপর এসেছে, টোকেন কাট এসেছে, ইকনমিক কাট এসেছে। আলোচনার সময় কোন সদস্য পলিসি সম্পর্কে কোন কথা বলেন নি। এইজন্যই বলছি এইরকম দিশাহীন বিরোধিতা কখনও দেখিনি। অতীতেও দেখেছি আলোচনা হয়েছে, কিন্তু এই ধরনের আলোচনা হয়নি। মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা তিনি একটা কাট মোশান এনেছেন পলিসিগত। উনি পলিসি নিয়ে একটি কথাও বলেননি। উনি ন্যাচারেল ক্যালামিটিস্ রিলিফ ফাণ্ডের উপর কাট মোশান এনেছেন। পলিসিগত ভাবে এনেছেন। এটাতে আমরা যে পলিসি গ্রহণ করেছি, সেই পলিসি পছন্দ হয়নি বলে উনি কাট মোশান এনেছেন। কিন্তু পলিসি নিয়ে একটি কথাও বলেননি। তাতে বুঝা গেল যে কাট মোশান এনেছেন, সেটা আনার জন্য এনেছেন, গভর্ণমেন্ট পলিসি তিনি অ্যাপ্রুভ করেছেন। যারা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সব রকমের ব্যবস্থা আমরা এর মধ্যে করেছি। আমাদের আগের যে নর্মসটা ছিল তাতে ছিল প্রত্যেক মাথা পিছু ছয় টাকা করে দিতাম আর উর্দ্ধে ৩০ টাকা করে প্রতি পরিবার। এখন সেটাকে করেছি প্রত্যেক মাথা পিছু ৮ টাকা করে আর উর্দ্ধে ৪৫ টাকা করে প্রতি পরিবার।

তারপর বাড়ী ঘর যাদের নষ্ট হয় তাদের জন্যও ব্যবস্থা আছে, যাদের জীবন হানি ঘটে তাদেরকে ইমীডিয়েটলি আমাদের এই রিলিফ ফাণ্ড থেকে ৫ হাজার টাকা আমরা দিতে পারি। আর বেশী যদি হয়তো ১০ হাজার টাকা পর্যান্ত আমরা দিতে পারি। বাড়ী ঘর পড়ে গেলেও সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ক্যাবেল যদি নষ্ট হয় তাহলেও যাতে সাহায্য করা যায় তার জন্যও সমস্ত ব্যবস্থা এখানে আছে। এর মধ্যে সবই আছে, আমি আর বিস্তারিত বলতে যাচ্ছি না, তাতে অনেক সময় লাগবে। এই বিষয়গুলি সমস্তই এর মধ্যে উল্লেখ করা আছে। মানে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হলে কি কি ভাবে তাদেরকে সাহায্য করা হবে সেগুলি সবই এখানে উল্লেখ করা আছে এবং এই খরচগুলি করার জন্য গতবারও বাজেটে ধরা হয়েছিল ১০ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। এবার আমরা সেখানে চেয়েছি ১২,৮৫,৯.০০০ টাকা। কাজেই এখানে যেটা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ক্যালামিটি ইত্যাদি এই সব ব্যাপারে সেগুলি আমাদের দপ্তর সরাসরি খরচ করেন না, বিভিন্ন দপ্তরের মারফতে সেগুলি খরচ করা হয়। রাস্তাঘাট যদি ভেঙ্গে যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাহলে আমরা পি, ডবলিও, ডি-র মাধ্যমে সেগুলি করাই। পানীয় জলের ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গেলেও তাদের মাধ্যমে ঠিক করাই। স্কুল ঘর নষ্ট হয়ে গেলে আমরা এডুকেশনকে প্রয়োজনীয় টাকা দেই এবং তাদের মাধ্যমে সেই টাকাটা খরচ করা হয় এবং এই কাজগুলি সঠিকভাবে চলছে কিনা তার মানিট্যারির জন্য স্টেট লেভেলে আমরা চীফ সেক্রেটারীর চেয়ারম্যানশীপে একটা মনিট্যারিং কমিটি এর মধ্যে করে দিয়েছি, যাতে টাকা খরচের মধ্যে কোন রকমের অসুবিধা ইত্যাদি সৃষ্টি না হয় তার জন্য। সুতরাং গভর্ণমেন্ট পলিসির ক্ষেত্রেতে এই ব্যাপারে কোথায়ও কোন রকমের কোন দুর্বলতার কিছু নাই এবং এই যে টাকা লেখা হচ্ছে তার একটা পৃথক অ্যাকাউন্ট আছে, মানে আলাদা অ্যাকাউন্টে সেই টাকা রাখা হয়। সুতরাং এই ব্যাপারে সরকারের পলিসিগত ভাবে কোন দুর্বলতা নেই। আমরা খুশি হতাম যদি এই বিপন্ন মানুষকে আরও বেশী সাহায্য করতে পারতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আমরা যা চাই তাতো করতে পারি না। এত সঙ্গতি আমাদের নেই, এত টাকা পয়সা আমরা দিতে পারি না। সুতরাং সেই কারণে আমরা যতটুকু করতে পারছি সেটা যাতে সঠিকভাবে কার্য্যকরী করা যায় সেই ব্যবস্থাই আমরা করছি। স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ওয়ানে কোন রকম কাট মোশান নেই। ডিমাণ্ড নাম্বার ১৬তে কয়েকটি কাট মোশান আছে, মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীরাম রিয়াং ও শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া এনেছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীবিল্লাল মিঞাও কাট মোশান এনেছেন। উনি ডিমাণ্ড নাম্বার ৫২তেও কাট মোশান এনেছেন, আমি দুটোই একসঙ্গে বলব। মাননীয় সদস্য বিল্লাল মিঞা মহোদয় অনেকক্ষন বক্তৃতা করেছেন অন্যের সময় চুরি করেও করেছেন, কিন্তু এই সব করেও তিনি যে উদ্দেশ্যে কাট মোশান এনেছেন যে, আমি পলিসি কাট করতে চাইছি বলেমাস এডিউকেশন যেটা আছে স্বাস্থ্য দপ্তরের তার বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য রাখার কথা, কিন্তু তিনি এই সম্পর্কে একটা কথাও উচ্চারণ

করেননি কেন আমি জানি না। এটা বোধহয় তিনি গভর্ণমেন্টের পলিসিটাই ঠিক মত বোঝেননি, যার ফলে বিরোধিতা করার কোন প্রশ্নই নাই। স্যার, পলিসি হিসাবে আমি বলছি, স্বাস্থ্য পরিষেবাতো শুধু ইনজেকশন্ দেওয়া আর ঔষধ দেওয়া আর হাসপাতালে ভর্ত্তি করাটাই নয়। স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয় হচ্ছে, মানুষ যাতে অসুস্থ হয়ে না পরে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ইত্যাদি করা। যদিও এটা অনেক বড় ব্যাপার, তার জন্য ভাল পানীয় জল লাগবে, ভাল থাকার ব্যবস্থা লাগবে, তারপর আরও অনেকগুলি আছে যেমন, সেখানে যে ধরনের মাধ্যমে রোগ ছড়ায় সেসব জায়গায় যদি সঠিকভাবে ব্যবস্থা করা যায় তাহলে এগুলি কমতে পারে। কিন্তু আমাদের যা বর্তমান অবস্থা তা যেখানে যা রয়েছে যতটুকু রয়েছে সেটুকুকে যদি মানুষ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে এবং সেটুকুকে যদি বিজ্ঞান-ভিত্তিক ব্যবহার করে তাহলে অন্তত সুস্থ থাকতে পারে। তার জন্যও আমরা এই দপ্তরে পলিসিগত ভাবে ঠিক করেছি যে, আমাদের দপ্তরটাকে দুইটা ভাগ করে একটা শুধু প্রিভেনশনের দিকে নিয়ে যাওয়া। প্রিভেনশনের ম্যাকসিমাম বিষয়টাই নির্ভর করে মাস এডিউকেশনের উপর। স্বাস্থ্য সম্পর্কে মাস এডিউকেশন্-এর উপর এটা নির্ভর করে।

মাননীয় সদস্য যখন ছোট ছিলেন এবং আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন স্কুলে পরীক্ষা করা হতো ছাত্রছাত্রীরা দাঁত ভাল করে পরিষ্কার করেছে কি না, নক কেটেছে কি না, তাদের পোষাক পরিষ্কার কি না। এসব পরীক্ষা করা হতো। মাঝখানটাই এই সমস্তগুলি স্কুল থেকে উঠে গেছে। আমরা এখন আবার শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে এইগুলি চালু করা যায় কি না। সেজন্য আমাদের দপ্তরের কর্মীদের দু'ভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এডুকেশনটা এখানে করেই আমরা শেষ করছি তা নয়। এর জন্য যা যা ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে তোলা দরকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে এই ব্যবস্থাগুলিকে নিয়ে যাওয়া-তারজন্য আমরা সেই ব্যবস্থাগুলি নিয়েছি। এটা সকলেই জানেন যে প্রতি এক হাজার জনের জন্য একটা সি, এস, জি, এবং প্রতি এক হাজার জনের জন্য আমরা একটা এল, এইচ, এস, করেছি। আর ১২০০ এর উপরে আমাদের এম, এস, এইচ এবং ১৫০০ এর মত সি, এইচ, জি, আমাদের আছে। আর যারা আমাদের এম, পি, ডবলিও, এস, এবং এম, পি, এস, রয়েছে এরা বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম নিয়ে গ্রামেগঞ্জে যাচ্ছেন এবং সেখানে মানুষের কাছে এই সমস্ত কথাবার্তা তোলে ধরেছেন। এইভাবে শিক্ষার বিস্তার ঘটাচ্ছেন। তাতে আমাদের যে সমস্ত প্রোগ্রামগুলি রয়েছে, এই সমস্ত প্রোগ্রাম এর মধ্যে দিয়ে যে স্লোগান দেওয়া হয়েছিল যে বিভিন্ন রোগকে প্রশমিত করা এবং এইগুলিকে প্রসারিত করেছি মানুষের হেল্থ এডুকেশন সম্পর্কে সচেতন করবার জন্য। এইগুলি করতে গিয়ে বিভিন্ন রকমের গ্রুপ ডিস্‌কাশন বিভিন্ন জনসভায় আমরা করেছি, সেমিনার করেছি। এবং এইগুলি অনবরত চলছে। এই যে বিশাল কর্মযজ্ঞ এটা চলছে যার ফলে ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সকলেই স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানতে পারছেন। এবং এটাকে আরো বেশী কার্যকরী করার জন্য আমরা আলাদা ডাইরেকটরেট করার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছি

মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া একটা কাটমোশান এনেছেন-অবশ্য বলেননি কিছুই। ম্যালেরিয়া ইরাডিকেশন প্রোগ্রামের উপর। কিন্তু স্যার, মাননীয় সদস্যের দোষ নেই, ম্যালেরিয়া ইরাডিকেশন করা এটা সম্ভব নয়। আমাদের এই পরিস্থিতির মধ্যে বিশেষকরে এই ট্রপিক্যাল, সাব্-ট্রপিক্যাল রিজওনে এই রোগটা হয়। কাজেই এই অঞ্চল থেকে ম্যালেরিয়া ইরাডিকেট করা অসম্ভব। সেজন্য এখন এটাকে এন্টি ম্যালেরিয়া প্রোগ্রাম হিসেবে নাম দেওয়া হয়েছে-এটা কেন্দ্রিয় সরকার দিয়েছেন। কাজেই ম্যালেরিয়া ইরাডিকেট করা সম্ভব নয়। আমরা সেজন্য এটাকে কার্যকরী করার এন্টি ম্যালেরিয়া প্রোগ্রাম হিসেবে নাম দেওয়া হয়েছে এটা কেন্দ্রিয় সরকার দিয়েছেন। কাজেই ম্যালেরিয়া ইরাডিকেট করা সম্ভব নয়। আমরা সেজন্য এটাকে কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি। আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যে যে ডি, ডি, টি, স্প্রে করার কথা বলছেন-গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া ডি, ডি, টি, স্প্রে করেনা। এটা আমাদের জানা উচিৎ। মাননীয় সদস্যের জানা দরকার যে এখন এই ডি, ডি, টি স্প্রেটা তারা করতে চাইছেন না। এখন ম্যালেরিয়ার জার্মস নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী):— সুতরাং তার জন্য এই ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি অনুরোধ করব-আপনারা এই যে কাট মোশান এনেছেন এইগুলি উইথড্র করে আগে নিজেদের এডুকেশনটা বাড়িয়ে নিন্।

স্যার, মাননীয় সদস্য বিল্লাল মিঞা সাহেব তো পলিসি সম্পর্কে বলেছেন। এবং এজন্য কাট মোশান এনেছেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের অপর একটা দিক যেটা সেটা হলো অসুস্থ হলে চিকিৎসা করার বিষয় সম্পর্কে। শুনে সত্যি খারাপ লাগছে। কাশীরামবাবুতো আগে স্বাস্থ্য মন্ত্রী ছিলেন। তিনি জানেন এই ধরনের কোন পলিসি আমাদের রাজ্যে ছিল না। তার জন্য সাব্-ডিভিশন্যাল হস্‌পিট্যাল, ডিষ্ট্রিক্ট হস পিট্যাল, ষ্টেট হস্‌পিট্যাল এইগুলি নাম ছিল, কিন্তু কোথায় কি ধরনের করা হবে এই ধরনের কোন পলিসি ছিল না। আমরা সুনির্দিষ্ট ভাবে এইগুলি করেছি। আমরা বলেছি যে পি. এইচ. সি এর সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হবে এবং সাব্ডিভিশন্যাল হস্‌পিটালে বেডের সংখ্যা বাড়িয়ে ৭০ করা হবে। তার পর ডিষ্ট্রিক্ট হস্‌পিট্যাল এবং ষ্টেট্ হস্‌পিটালের বেডের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হবে। এবং প্রতিটি সাব্ডিভিশন্যাল হস্‌পিট্যালে যতটা সম্ভব সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা যাতে দেওয়া যায়, ম্যাডিক্যাল ষ্টাফ দেওয়া যায়, সে চেষ্টা আমরা করছি। কিন্তু মেডিক্যাল ডিগ্রি ধারীর সংখ্যা কম হওয়ায় যথাসংখ্যক এম. বি. বি. এস. ডাক্তার দেওয়া দরকার তা' দিতে পারছি না। সেজন্য আমরা চেষ্টা করছি প্রতিটি সাব্ডিভিশন্যাল একজন গাইনোকোলজিষ্ট, একজন মেডিসিনের ডাক্তার, এবং একজন পেডিয়াট্রিশিয়ান স্পেশিয়েলিষ্ট দেওয়া জন্য। এইগুলি আমাদের

সিদ্ধান্ত আছে। আমরা চেষ্টা করছি সাব-ডিভিশানেল হাসপাতালে একজন শিশু চিকিৎসক, একজন স্ত্রী রোগের চিকিৎসক এবং একজন মেডিসিনের স্পেশালিষ্ট দেওয়ার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী কনক্লুড করুন সব জবাব দিলে কনক্লুড হবেনা।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— ৩০ মিঃ তারা যা বলে পাঁচ মিনিটে এর উত্তরটা দেই কি করে?

মিঃ স্পীকার : – ১৫ মিনিট বলেছেন আপনি।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— আলট্রা সনোগ্রাফী মেসিন আমরা সাব-ডিভিশান হাসপাতালগুলিতে বসিয়েছি। ই. সি. জি. মেসিন সেখানে দিয়েছি। তার জন্য ট্রেণ্ড মেডিক্যাল অফিসার সেখানে দেওয়া হয়েছে। উন্নত স্বাস্থ্য পরিসেবা আগে ছিলনা। কিন্তু দূরারোগ্য ব্যাধি ইত্যাদি চিকিৎসার জন্য জি. বি. হাসপাতালে সুপার স্পেশালিষ্ট ব্লক তৈরী করছি। যদি এইগুলি সম্পর্কে জানা না থাকে তাহলে আমি অনুরোধ করব আপনারা জেনেনিন। না জেনে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য হৈ-হুল্লা করার দরকার নেই। জি. বি. হাসপাতালে এখন সব মেসিন আনা হয়েছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে এটা একটা উল্লেখযোগ্য হাসপাতাল হিসাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— এটা বাড়ীতে বা এখানে বসে বলা সম্ভব। যারা চোখ থাকতে অন্ধ। যাদের রাজনীতি পত্রিকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তারাই এসব কথা বলেন। এই ধরণের কথা বলা ছাড়া অন্য কিছুর উপায় নেই তাদের। সেই জন্য বলছি, সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর চেষ্টা করছি। কার্ডিওলজি, নিউরলজি, গ্যাসট্রো এন্টালজি, ম্যাট্রোলজির ব্যবস্থা করছি। ওদের কিছু কিছু নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম হয়েছে। যখনই আমাদের এখানে সেশান হয় তখনই এখানে নিউরলজিক্যাল প্রবলেমের ব্যাপার ঘটে।

(গণ্ডগোল)

মি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি এই দিকে তাকিয়ে কথা বলুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : – আমি একথা বলব যে সস্তা রাজনীতি ছেড়ে দিন যারা পত্রিকা দেখে রাজনীতি করে তারা বিমল সিনহা, কেশব মজুমদার এই সব দেখেন। সরকারের পারফরমেন্স দেখেন না। অন্য কিছু দেখেন না। তাদের যারা প্রভাবিত করছে তারা বসে বসে হাসছে। কিন্তু নিজেদের অবস্থাটা উপলব্ধি করে দেখা দরকার। উনারা নিজেরাই ছোট হয়ে যাচ্ছে একটা টুকরা ছিল। এখন তিনটা টুকরা হয়ে বসে আছে। এসব ছেড়ে সঠিকভাবে চলার চেষ্টা করুন। সমস্যাকে বুঝুন আমি আশা করব।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এই রকম বাধা দিলে কিছুই শুনা যায়না। আপনারা বসুন। না না এইরকম করবেন না।

(গণ্ডগোল)

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এনিমি অব্ ডেভেলাপমেন্ট যারা তাদের রিএ্যাকশন কি হয় ডেভেলাপমেন্ট প্রো'গ্রাম শুনলে, এখানে সমস্ত প্রকাশিত হচ্ছে। সুতরাং এখানে সমস্ত কিছু প্রমাণিত নিজেরাই করছেন। আমার কিছুই বলার নেই। আর বললেও তাদের পক্ষে এটা যথেষ্ট নয়। এখানে যেসমস্ত কাট মোশান বিরোধী দলের সদস্যরা এনেছেন তার সবগুলিই আমি বিরোধিতা করছি। এবং আমাদের যেসমস্ত ডিমাণ্ডগুলি এখানে চাওয়া হয়েছে সেগুলি সব হাউসে পাশ হবে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বাদল চৌধুরী মহোদয়।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যগণ বিভিন্ন ডিমাণ্ডের উপর যেসমস্ত কাট মোশান এনেছেন আমি সেগু'লর বিরোধিতা করছি। হাউসে পাশ করার জন্য যেসমস্ত ডিমাণ্ডগুলি এখানে রাখা হয়েছে সেগুলির প্রতি আমি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। আমার ডিমাণ্ড নাম্বার হচ্ছে- ১৩, ১৪, ১৫, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬ এবং ৫১। আমি মাননীয় সদস্যদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই কারণে যে, পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তর তার উপর তাঁরা কোন কাট মোশান আনেন নি। মনে হচ্ছে পি. হেলথের কাজকর্মে উনারা খুশী, উনাদের কোন রকম বক্তব্য এই সম্পর্কে নেই। ১৩ নং ডিমাণ্ড যেটা পি. ডাব্লিউ, ডি রোড এণ্ড ব্রীজ তার উপরে দুইটা কাট মোশান এনেছেন। একটা কাট মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া। তিনি সেখানে বলেছেন ডিষ্ট্রিক্ট রোড বা সেন্ট্রাল রোড, রুরাল রোড এগুলির জন্য বাজেটে ১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, সেগুলি কাট করার জন্য। এই হাউসে বিগত কয়েকদিনের আলোচনায় সবাই এটা অনুভব করেছেন যে এই রাস্তা মেইনটিনেন্সের জন্য নতুন রাস্তা তৈরী করার জন্য আরও অনেক বেশী টাকার দরকার। এবং এটা ঘটনা যে ১৯৯৯-২০০০ইং অর্থ বছরে টেন ফিনান্স কমিশন এই মেইনটিনেন্স থেকে এই রোড এণ্ড ব্রীজের জন্য ২৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা সেখানে বরাদ্দ করেছিলেন এই সমস্ত ব্রীজ সংস্কারের জন্যও। এলিভেন ফিনান্স কমিশন তারা এখন পর্যন্ত রিপোর্ট আমরা জানি না। এই বছর এই ক্ষেত্রে মেইনটিনেন্স ইত্যাদির জন্য আমরা কত টাকা পাব। কিন্তু আমাদের আর্থিক এই টানাটানির মধ্যে আমরা এই ১৬ কোটি টাকা এখানে রাখছি। টাকা আরও বেশী দরকার। রাস্তার সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে আও বেশী রাস্তার কাজ যেখানে নেওয়া দরকার সেই দিক থেকে এই টাকা নিশ্চয়ই অপ্রতুল, আরও বাড়তি টাকার

দরকার। কিন্তু মাননীয় সদস্য নগেন্দ্রবাবু গত কালকেও আমার সঙ্গে দেখা করেছেন উনার নিজের কনসটিটিউন্সির কিছু কাজের কথা বলেছেন সেগুলি আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি, আমাদের এই কাজের মধ্যে আছে, আমরা সেগুলি আস্তে আস্তে হাতে নিচ্ছি এই সমস্ত ব্রীজ, রাস্তা। কিন্তু আমি বুঝলাম না কেন তিনি এই ছাঁটাই প্রস্তাব এখানে এনেছেন এবং তার পক্ষেও তিনি তার কোন বক্তব্য এখানে উপস্থাপন করেন নি।

দ্বিতীয় প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী বিল্লাল মিঞা। সোনামুড়া ব্রীজ এটাতো মাননীয় সদস্য প্রতিদিন দেখেন। অ্যাপ্রোচটা এখনও আমরা তৈরী করতে পারি নি ঠিক মত কোনরকমে গাড়ী চালানো হচ্ছে। বিলোনীয়া সেখানে একটা ব্রীজ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সেখানে আমরা টাকা পেয়েছি, কিন্তু কাজটা সম্পূর্ণ করা যায়নি। আমরা দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এই নিয়ে দরবার করেছি এবং আমরা আশা করছি কিছুদিন আগেও যখন কেন্দ্রীয় ট্রান্সপোর্ট মিনিষ্টারের সঙ্গে দেখা হল তিনি সেই জায়গায় কথা দিয়েছেন সোনামুড়া এবং বিলোনীয়া যে স্টেট রোড হেড়ে যে কাজটা হয়েছে, বর্ডার রোড হেড়ে যেসমস্ত কাজগুলি হয়েছে তার জন্য যে টাকা সেই টাকা আমরা পেতে পারি। সেইজন্য বাজেটের মধ্যে আমরা এখানে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার একটা প্রভিশন রেখেছি। আমি জানি না উনি তো বিলোনীয়া সার্কেলের লোক বুঝতে পারেন নি। সোনামুড়ার লোক জানেন যে সোনামুড়া ব্রিজ এপ্রোসের জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে আর আপনি বলেছেন সেই টাকা বাতিল করার কথা। আমি সেখানে যাব না সোনামুড়ার লোকদের বলব না। কিন্তু আপনি এই ধরণের কাট মোশান এনে সুবিধা ভোগ করতে পারবেন না। পি, ডব্লু, ডি,-র ক্ষেত্রে গত বাজেটে যে টাকা রাখা হয়েছিল সেই টাকা আমরা এই বাজেটে রাখতে পারি নি। যোগাযোগের ক্ষেত্রে তো আবার কারও কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। এখনো দুর্গম অঞ্চলের আটশত থেকে নয়শত গ্রামের সঙ্গে আমাদের খুব একটা যোগাযোগের ব্যবস্থা ভাল নয়। আমরা শুধু কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কি টাকা পাব তার উপর নির্ভর করি। আমার বাজেটে উল্লেখ আছে, আমি এখানেও বলেছি আমাদের নাবার্ড-এর কাছে একটা প্রজেক্ট দিয়েছি তারা গ্রহণও করেছে, আমরা টাকাও পেয়ে যাব। একটা প্রজেক্ট হচ্ছে ২১ কোটি আর একটা হচ্ছে ৪৯ কোটি। সর্বশেষ যেটা আমরা দিয়েছি হার্ডকোর এর কাছে আমরা ১০১ কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট পাঠিয়েছি। সিকিউরিটি যেটা রাজ্য সরকারের দরকার হয় সেটি অনুমোদন দিয়েছে। বিল্লাল মিঞা সাহেব তো অবশ্যই জানবেন যে সোনামুড়া হয়ে বক্সনগর হয়ে বিলোনীয়ার যে রাস্তাটা আমরা গত দুই বছর এই রাস্তার জন্য যথেষ্ট টাকা খরচ করেছি। সেখানে আরও ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছি। সেখানে বিশালগড় হয়ে বিলোনীয়া বক্সনগর সোনামুড়া এই সমস্ত রাস্তার জন্য হার্ডকোর-এ এই টাকা আমরা বরাদ্দ রেখেছি। আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের টাকা পাইনা তা নয়। কিন্তু কেন্দ্র সরকার বিভিন্ন রাজ্যের জন্য যে স্কীম রেখেছেন সেগুলি একটা অংশ হিসাবে

আমরা পেয়েছি। এই প্রথম ডিস্ট্রিক্ট মেজর রোড উন্নয়নের জন্য আমরা অগ্রসর হচ্ছি। আমি এই হার্ডসকে বলতে পারি এই ক্ষেত্রে আমরা অনেকটা অগ্রসর হয়ে গেছি। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কে যদি আমরা বলি স্কীম করার জন্য তাহলে খুব বেশী কার্যাকর হবে না। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক তাদের কিছু এজেন্সি আছে তারা প্রজেক্ট করলে পরে সেই সমস্ত টাকা আনা পর্য্যন্ত সহযোগিতা করে। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক এই বছর আমাদের জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। আমরা টেণ্ডার কল করেছিলাম, ফ্রান্সের একটি কোম্পানী টেণ্ডার পেয়েছে। এবং আমরা আশা করি আগামী এক বছরের মধ্যে সার্ভের কাজ শেষ করে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের কাছে প্রজেক্ট হিসাবে তুলে ধরতে পারবেন। এবং সেই ক্ষেত্রেও আমাদের টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের জন্য আমরা সবচেয়ে বেশী ইন্‌টারেস্টেড। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এর আগে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের টাকা আসে নি। বিশ্বের অন্যান্য সংস্থাকেও কেন্দ্র সরকার ব্যাণ্ড করে রেখেছিলেন যাতে এখানে কোন রকম টাকা আসতে না পারে। যাইহোক দেবগৌড়ার সময় সেই ব্যাণ্ড তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক আসছে। আমরা এই ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের টাকা ৯০ শতাংশ গ্র্যান্ট পাব। ১০ শতাংশ লোনের টাকা। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলি এই সুযোগটা পান না। আমরা এখানে যত বেশী টাকা আনতে পারি, পেতে পারি এটা আমাদের রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক। এবং সেই চেষ্টাটাই আমরা এখানে চালাচ্ছি। কাজেই এই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে যাতে আরও বেশী উন্নত করা যায়। আমরা চেষ্টা করছি পরিকল্পনাকে সামনে রেখেই অগ্রসর হতে চাই। আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য রতনবাবু বলছেন যে ফিক্সড পে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদের কথা। এখন আমি বলতে পারি জোট আমলে পাঁচটি বছর ছিলেন দায়িত্বে নগেন্দ্র বাবু। জোট সরকারের আমলে অনেক স্পেশাল ছিল। অনেক কিছুই করা যেত কিন্তু আমরা যখন সরকারে এসেছি আমরা নিয়মনীতি মেনেই কাজ করছি। স্যার, জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারদের যে পোস্টটা সেটা হচ্ছে টি. পি. এস. সি. রিক্রুট এবং এই ইঞ্জিনিয়াদের নিয়ে আমরা ছেলেখেলা করতে চাইনা। তাদের সঙ্গে কোন ফাঁকিবাজির ব্যাপার নয়। এই ছেলেগুলি যাতে রেগুলার হতে পারে টি. পি. এস সি. যাতে রিক্রুট করার সুযোগ পেতে পারে সেই জন্য আমরা প্রায় ২৮০ টার মত পোস্ট ইতিমধ্যে সৃষ্টি করেছি। পূর্ত্ত দপ্তর এবং আমরা চেষ্টা করব দপ্তরের মধ্যে এরা যারা আছেন তারাই যাতে বেশী পান এবং এর মধ্যে ঢুকতে পারেন সেই সমস্ত দিক থেকে, সেই সমস্তগুলি লক্ষের মধ্যে রেখে আমরা করেছি। এবং আমরা আশা করছি আগামী কয়েক মাসের মধ্যে টি. পি এস. সি. তাদের ইন্টারভিউ ডাকবেন। এই ফিক্সড পে-তে যারা আছেন যখন পে কমিশনের আমরা সুপারিশ গ্রহণ করি তার মধ্যেও আমরা এটা বলেছি যেহেতু এই পোস্টগুলি টি. পি. এস. সি. রিক্রুট করবে তারাই সেইগুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

শ্রী রতনলাল নাথ :— স্যার, ফিক্সড পে জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার যারা আছে তাদেরকে রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় পোস্টিং দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে কন্ট্রাক্ট বেসিসে এপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন। এখন তাদেরকে কেবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়ে রেগুলার করার ক্ষেত্রে কোন আপত্তি নেই। তাদেরকে কেবিনেট সিদ্ধান্তক্রমে রেগুলার করা যেতে পারে টি. পি. এস. সি-র একটা কনকারেন্স নিয়ে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ফাঁকে একটা কথা বলেছেন যে তাদেরকে টি. পি. এস. সি-র মাধ্যমে যত বেশী নেওয়া যায় সেটা দেখা হবে। তা হলে কি তারা ছাঁটাই হবে নাকি ? টি. পি. এস. সি-র কনকারেন্স নিয়ে কেবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়ে করলেই হয়।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— না, না আমরা তো বলেছি অনেক স্পেশাল ব্যাপার করেছেন আপনারা, জোট আমলে চাকুরীর ব্যাপারে। আমরা কিন্তু এই স্পেশালি টেশালের মধ্যে থাকছিনা। এখন প্রচলিত যা নিয়ম আছে টি. পি. এস. সি যে সমস্ত পোস্টগুলি রিক্রুট করার দায়িত্ব টি. পি. এস. সি. এর হাতে আছে তারাই এইগুলি রিক্রুট করুক। জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়াদের টি. পি. এস. সি. এর দায়িত্ব তারাই করুক। আমরা আলাদা ভাবে করবনা। এই রকম করলে অনেক পোস্ট আছে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে তাহলে একই প্রশ্ন আসবে। এবং দপ্তরেরর মধ্যে গিয়ে সেই সমস্ত দিক দিয়ে জুনিয়ার সিনিয়ার নির্ণয় করা এই গুলি পরবর্তী সময়ে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হবে। বিভিন্ন সময়ে আগের সরকারের সিদ্ধান্তের জন্য অনেকে পেনশান থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছু আটকে আছে, ঝুলে আছে। সুতরাং সেটাকে নূতন করে আমরা আহ্বান করতে চাইনা। কর্মচারীরা চাকুরীতে যোগদান করার পরে তার চাকুরীর নিশ্চয়তা এবং রিটায়ার্ড করার পরে তার যে পেনশান ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা সেইগুলির গ্যারান্টি তৈরী করার জন্য যে নিয়ম সেই নিয়মের মধ্যে থেকে আমরা এইগুলি করতে যাচ্ছি। আমরা তাদের মঙ্গলের জন্যই এটা করতে যাচ্ছি। সুতরাং পার্টিকুলার জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়াদের নিয়ে মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্ত নেওয়া সেটা নীতিসংগত হবেনা। জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার যারা আছেন তারাও আমার সঙ্গে কয়েকবার দেখা করেছেন তারাও একমত হয়েছেন যে আমাদের যাই করেন আমাদের চাকুরীর সমস্ত কিছু নিরাপত্তার বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে আপনারা সেখানে করার চেষ্টা করুন। আমরাও সেই ভাবে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছি। সেই সম্পর্কে দপ্তর ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয়ত যেটা এনেছেন ওয়াটার রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৫, মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রী বিল্লাল মিঞা মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রী কাজলচন্দ্র দাস মহোদয় তারা এনেছেন। তার মধ্যে রতিবাবু যেটা এনেছেন তিনি এখানে নিজেই বলেছেন যে তার জন্য টাকার দরকার অথচ আমরা সেই টাকা ২৯ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখলাম, তিনি বলছেন যে এটা কেটে দিতে। তিনি নিজেই অনুভব করেছেন যে, আরো টাকার দরকার আবার তিনিই বলছেন যে টাকা কেটে দাও। কিন্তু পরবর্তী

সময়ের জন্য আমরা আরো বেশী টাকা রাখব। যেমন বাংলাদেশের আখাউড়াতে সেখানে বাংলাদেশ সরকার একটা বাঁধ তৈরী করেছেন এর ফলে একটু জল জমলেই আগরতলা শহর জলমগ্ন হয়ে যায়। যদিও শহরের ভিতরে ড্রেনেজ সিস্টেম আছে কিন্তু রঞ্জিতনগরে এই সমস্ত অঞ্চল থেকে ইচ্ছা করলে জল বের করা যায় না। এর ফলে আগরতলা শহরও বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এই গুলিতো আমাদের সবার কাছে জানা। আমরা সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে বার বার নিয়েছি। এখন নদীগুলির ভাঙ্গন প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে। ধানের জমি এই সমস্ত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেইগুলিকে রক্ষা করার জন্য আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী টাকা সেখানে রেখেছি। আমি আশা করব মাননীয় সদস্য রতিবাবু যে কাঁট মোশান এখানে এনেছেন সেটা উনি তুলে নেবেন। ঠিক এই ধরনের প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী বিল্লাল মিঞা মহোদয় সেটা হচ্ছে ফ্লাড কন্ট্রোলের জন্য যে সমস্ত টাকা পয়সা আমরা এখানে ৪ কোটি ৮ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা সেখানে আমরা রেখেছি। এই ফ্লাড কন্ট্রোল তো আপনারা সবাই জানেন এর জন্য বেশী বেশী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আরো দাবী আসছে এইগুলি আমাদের করা দরকার। সেই দিক থেকে আমি মনে করি মাননীয় সদস্য শ্রী বিল্লাল মিঞা মহোদয় উনার কাট মোশান প্রত্যাহার করবেন। আমি একটু অবাক হচ্ছি মাননীয় সদস্য রতনবাবু একটা প্রস্তাব এনেছেন, সেখানে আমরা সবাই গুরুত্ব দিচ্ছি সেচের এলাকা বাড়ানোর জন্য।

আমাদের সরকার আমরা নিজের আমাদের উন্নতম প্রাইম টার্ম হিসাবে আজকে চিন্তা করছি, গত ১৫ বছর ধরে নিট টার্মের আগে, আমরা ছিলাম এর আগে কংগ্রেস ছিল আমরা তো ইরিগেশান সম্পর্কে এই বিধানসভার বাজেটের ভাষণেও আমি বলেছি যে ১০ শতাংশ আমরা বেশী অতিক্রম করতে পারিনা। এস্যুরড ইরিগেশানের ক্ষেত্রেও। আমি খাদ্য স্বয়ংম্ভরতার প্রোগ্রাম আমরা রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছি, অনাহার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা আমরা করছি। সেই জায়গার মধ্যে আমরা পরিকল্পনা খাতে টাকা নেওয়ার ক্ষেত্রে বলতে পারছি না কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকে বলে আই, আই, ডি, সি, কে বি, পি, সি, স্কীমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে আমরা সেখানে টাকা এনেছি। এবং গত বছর আমরা প্রায় ১১২টা লিফট ইরিগেশন এক বছরে আমরা বসিয়েছি। এবার আমাদের প্রোগ্রাম এর মধ্যে ১৬২টি রেখেছি। বিশেষ করে এখানে আরোও ডাইভারশান ও অন্যান্য কিছু বিষয়ে আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি যাতে সেচের এলাকা করা যায়। গত এক বছরে আমরা ৩৫০ হেক্টর জমিতে নতুন করে সেচের ব্যাবস্থা করতে পেরেছি অথচ আমি বুঝলাম না মাননীয় সদস্য রতনবাবু কি কারণে এর প্রতি কাট মোশান আনলেন এবং তারপরে আমরা আরোও দেখছি মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণবাবু, তিনি সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হচ্ছে ডাইভারশান স্কীমের উপরে এনেছেন এই বিধানসভার মধ্যে আমরা আলোচনা করেছি। উপজাতি এলাকাগুলোকে আমরা সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি। আমি সেদিন আলোচনার

সময় বলেছি নগেন্দ্রবাবু মন্ত্রীও ছিলেন চেষ্টা করেছিলেন এই সমস্ত টাকা পয়সা বিভিন্ন কারণে বা যে কারণে হোক বা বন্ধু যারা ছিলেন কংগ্রেস হয়তো আপনাকে এলাউ করে সে সমস্ত কাজগুলো করার জন্য। আজকে করমছড়া থেকে আরম্ভ করে, ময়নাক ছড়া থেকে আরম্ভ করে সমস্ত দুর্গম অঞ্চলগুলোর এখানে ঝুকি নিয়ে আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা কাজের দায়িত্ব নিচ্ছেন আর শ্যামবাবু সেই কাজগুলোর উপরে কাট মোশান এনেছেন, আজকে ছাঁটাই করার প্রশ্ন এনেছেন আমি তো বুঝতে পারছি না কার কথা বলতে চাইছেন। একই প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া সাহেব যে না লিফট ইরিগেশান স্কীম করা যাবে না তার টাকা কাটছাট কর। আমি তো বলেছি মাটির নীচে যে জল আছে তার মেক্সিমাম ব্যাবহার করা যেতে পারত। আমরা দপ্তরের মধ্য থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগেও যা হওয়ার হয়ে গেছে অতীতকে ইচ্ছে করলে সংশোধন করতে পারব না। কিন্তু এখন থেকে বলছি পানীয় জলের হউক, সেচের এলাকা হোক অন্যান্য যা প্রজেক্ট আমরা রাখব তার ৫০ শতাংশ কাজ উপজাতি এলাকার মধ্যে যাতে করতে পারি আমরা সেই ব্যাবস্থা করতে পারি কিনা দেখছি। এটা পি, ডব্লু ডি-র ক্ষেত্রেও, ইরিগেশানের ক্ষেত্রেও, ওয়াটার রিসোর্সের ক্ষেত্রেও কিন্তু পাবলিক হেলথ্ এর ক্ষেত্রে না। আপনি দেখুন সেগুলো ওয়ার্ক যে কাজগুলো আমরা আমাদের কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করছি আমরা যে কথা এখানে বলছি তার প্রতিফলন এখানে আছে, মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই এর মধ্যে পেয়ে গেছেন। সুতরাং আমি সে দিক থেকে বলব এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আমরা সবাই উদ্যোগ নিয়েছি এটা করা দরকার। এই দায়িত্ব আমাদের দিক থেকে নেওয়া দরকার। সেই কাজগুলো সম্পর্কে কাট মোশান আনার কি যুক্তি আছে তা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

শ্রী রতনলাল নাথ :— স্যার, এখানে ২০৮ টা এল, আই স্কীম আছে, এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি ১০৫ টা হয়েছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) : - হ্যাঁ, আমি বলছি তো ১০৫ টা হয়েছে। এক বছরে ১০৫টা হয়েছে। আপনারা দেখান না স্বাধীনতার ৪৭ বছর পর থেকে তারপরে ১৯৪৮ইং সালে ভারতবর্ষের যুক্ত হয়েছে। একটি দেখান যে এমন কাজ হয়েছে। আপনারা তো পাঁচ বছর সরকারে ছিলেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— না, না, করছি না ঐ সোনাইছড়া, এই করছি করছি করে ৫ বছর গেছে একটাও হয়নি।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য আপনি তো মৈনাক ছড়াতে গিয়েছেন, করম ছড়াতে নিয়ে যাব।

মি: স্পীকার :— বসুন বসুন প্লীজ বসুন।

শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাস :— এক মন্ত্রীর মুখে দুই উত্তর। বলেছেন যে পি, ডব্লিউ, ডি উত্তর দিতে

গিয়ে বলেছেন রাস্তাঘাট করা যাচ্ছে না। পাহাড়ী এলাকায় আমরা রিকোইজিশানের মাধ্যমে কাজ ট্রাইবেলদেরকে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। আর এখন বলেছেন সমস্ত খাল নিয়ে পাহাড়ে যাচ্ছেন, করবেন। এটা স্যার, কি রকম কথা?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আমি তো বলেছি ট্রাইবেলদের এলাকাতে স্যার কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। লালডেংগার বাড়িতে নিয়ে গেছি আমরা। আপনারা ছিলেন এরপরে আমরাও ছিলাম। এই অবস্থার মধ্যে ইঞ্জিনীয়ররা কাজ করছে না। সেই এলাকার উপজাতি অংশের মানুষদের সাহায্য নিয়ে আমরা কাজ করছি। অস্বীকার করতে পারব না। শ্যামাবাবু স্বীকার করে গেছেন।

মি. স্পীকার :— প্লীজ এই ভাবে বলবেন না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এদিকে চেয়ে বলুন।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী কাজল চন্দ্র দাস ওয়াইজ এরাইজের উপর কাট মোশান এনেছেন। আমরা ৩টা মিডিয়াম ইরিগেশান্ যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে করেছে। তারমধ্যে বাদ হয়ে গেছে, যে ক্যানেল কাটার কথা সেটা আমরা তৈরী করতে পারিনি। আমরা দ্রুত সেই ক্যানেলের কাজ হাতে নিয়েছি। কিছু কিছু অসুবিধা হয় যেমন টাকা-পয়সা পেতে গিয়ে। মাননীয় স্পীকারও জানেন উনি ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিয়েছেন যাতে ক্যানেলের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা না হয়। এলাকার মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে দ্রুত যাতে আমরা কাজটা সম্পূর্ণ করতে পারি। আমি মাননীয় সদস্যকে বলতে পারি যে আপনি সহযোগিতা করুন। মোহরছড়া হয়ে এটা পার হয়ে যাবে সেই সমস্ত জমিগুলির মধ্যে। আমরা সেই জায়গায় দ্রুত জল নিয়ে যেতে চাই। সুতরাং কাট মোশান এনে কাজটা করানো যাবে না। খরচার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে কি করব বলুন।

মিঃ স্পীকার :— আর দরকার নেই।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা হচ্ছে বিদ্যুৎ সম্পর্কে। প্রথম প্রস্তাব যেটা আসছে শ্যামাবাবু উনি এনেছেন গ্রামীণ বিদ্যুতীকরণের জন্য। আমি জানি না যে কিসের উপর ভিত্তি করে এটা এনেছেন। ৭৫ সাল থেকে এই স্কীমটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট নিয়েছেন এবং আমাদের রাজ্যে কার্য্যকরী করছি ১৯৭৫ সাল থেকে। আমি এইটুকু বলতে পারি এই স্কীমটার মাধ্যমে আমদের এখন পর্যন্ত ২টা আদম সুমারী আছে। ১৫৯১ সালের আাম সুমারী অনুযায়ী সেখানে ৪৬১ টা রেভেনিউ ভিলেজ-এর মধ্যে আমরা ১৫০৮ টা রেভেনিউ ভিলেজ-এর বিদ্যুৎ নিয়ে যেতে পেরেছি। ১৯৭১ সালে আদম সুমারী অনুসারে ৪,৭২৭ টি সেই গ্রামের মধ্যে আমরা ৩,৭৭৫ টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছাতে পেরেছি। ১৯৯১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী উপজাতি গ্রামের সংখ্যা সেখানে হচ্ছে ৪৭৭ টা, আমরা ৪১৩ টিতে নিতে পেরেছি। আর ৭১ সালের আদম সুমারী

অনুযায়ী উপজাতি গ্রামের সংখ্যা হচ্ছে যেখানে আমরা বিদ্যুৎ নিতে পেরেছি সেটা হচ্ছে ২,৯৯০ টি যেখানে এসে সেখানে আমরা ২১১৫ টি গ্রামে পৌঁছাতে পেরেছি। মোট গ্রামীন যে সংখ্যা এটা আজকে ১,৩১,০০০ এর উপর গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং আমরা বি. পি. এল এর মধ্যে ৩১,০০০ কানেকশান্ দিতে পেরেছি। আমরা স্যার, সেখানে ঠিক মত টাকা পাই না প্লেনের খাতে। ঋণ করা ছাড়া আমাদের কোন উপাই থাকে না। আমাদের সে জায়গার মধ্যে বলেছে ১৯৭৫ সাল থেকে এই ২০০০ সাল পর্যন্ত। ১৯৯৯-২০০০ আমরা মোট ঋণ নিয়েছি আর, এ, সি থেকে ৯৯, ৫০, ৮০, ৪১০ টাকা। আর আমরা ঋণ শোধ করেছি মানে যে ইনস্টলমেন্টে ২১, ২০, ৪৫, ৯৫২ টাকা। কিন্তু আমাদের এই ৯৯ হাজার ৫৯ লক্ষ টাকার জন্য আমাদের সুদ দিতে হয়েছে এখন ৬৬ কোটি ১৫ লক্ষ ৯৭ টাকা। আমাদের ঋণ আর. এ সি এর কাছে এখনো বাকি আছে ৭৮, ৩৯, ২৫, ০০০ টাকা। আমরা বার বার সেন্ট্রাল গভর্ণমান্টের সাথে আলোচনা করেছি, নর্থ ইস্ট এর বিদ্যুৎ মন্ত্রীরা আমরা একসঙ্গে আলোচনা করেছি এই আর, এ, সি এটা বিশেষ করে উপজাতি এলাকায় গরীব মানুষের জন্য বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা আর, এ, সি তে বলেছি বেসিক মিনিমাম্ সার্ভিস্ এ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। আমরা এটা বলেছিলাম যে অন্তত: ওয়ান টাইম্, কেননা আর, এ, সি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের সংস্থা তারা এটা পারেন। যে ওয়ান টাইম সেখানে ঋণ মুকুব করে দেওয়ার জন্য আমরা সেই জায়গাতে বলেছি। আমরা গণ্ডাছড়া ও টাকারজলার মত উপজাতি এলাকার মধ্যে যৌথ পরিকল্পনা খাতে টাকা নেওয়া, সেই গণ্ডাছড়া ও টাকারজলাকে ৩০০ কে, ভি, এর সঙ্গে যুক্ত করার জন্য আমরা আর, এ, সি থেকে টাকা এনে সেই কাজ করছি। গণ্ডাছড়া এবং টাকা রজলার মত এলাকার মধ্যে ও যেহেতু পরিকল্পনা খাতে টাকা নেই। সেই গণ্ডাছড়া এবং টাকারজলাকে ৩৩ কে. ভি-র সঙ্গে যুক্ত করার জন্য আমরা আর এ. সি, থেকে টাকা এনে কাজ শেষ করে দিচ্ছি। এখানে অনেকে বলেছেন, আমি জানি না তারা বলছেন গ্যাস সম্পর্কে আমরা এখানে টাকা রেখেছি। আমরা কেন এই সমস্ত টাকা খরচ করছি এই বিদ্যুৎ কেনা নিয়ে এ সভার মধ্যে আমরা বার বার বলেছি আমাদের ১৩৫ মেগাওয়ার্ড বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। আমাদের ৫১ থেকে ৫২ মেগাওয়ার্ড-এর বেশী উৎপাদন করতে পারি না। ৪০ থেকে ৪৫ মেগাওয়ার্ড আমরা বিদ্যুৎ দিতে পারি এবং এই বিদ্যুৎতের জন্য আমাদের টাকা দরকার। এই টাকা না থাকলে পরে মাননীয় সদস্যরা যারা আছেন নিশ্চয়ই জানেন আমাদের উৎপাদন হচ্ছে তা কতটুকু দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— বিদ্যুৎ সম্পর্কে আপনারা যথেষ্ট বলেছেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমরা তো এখানে রাজ্যের তিন ভাগের এক ভাগ এলাকায় দিতে পারব। স্যার, গতবার আমরা যা রেখেছিলাম ২৫ কোটি টাকা। আমাদের বরাদ্ধ ছিল ৪২ কোটি টাকা। সেখানে আমাদের প্রায় ২২ কোটি টাকা বরাদ্ধ ছিল শেষ পর্যন্ত

খরচ হয়েছে এই বিদ্যুৎ কেনার জন্য প্রায় ৪২ কোটি টাকা। আর নেপকো এখনও আমাদের কাছে ২৭ কোটি টাকা পাওনা। আমাদের কাছে অর্ধেক পাওনা, এই হল আমাদের কাছে টাকা পাওনা। সেই সমস্ত কথা বিবেচনার মধ্যে রেখেই আমরা এখানে বাজেট বরাদ্দ করছি। এই বার এই বিদ্যুৎ কেনার জন্য আমরা ৪৪ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা রাখছি। আমরা এখন যে কাজটা করছি তা অন্তত দেড় ঘন্টা লোডশেডিং রাখছি। আর বাকীটা যাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারি সেই দিকে আমরা চিন্তা করছি। দ্বিতীয়ত, যেটা এনেছেন আমাদের যে জেনারেটর, আমরা এখানে গ্যাস ভিত্তিক জেনারেটর করি রুখিয়া এবং বড়মুড়া। সেখানে গ্যাস কিনতে প্রতি মাসে আমাদের প্রায় ২ কোটি টাকা লাগে। আমরা এখন ৪০কোটি টাকার বিদ্যুৎ কিনছি, আমরা এই সভার মধ্যেও বলেছি। ২ টাকা ৯১ পয়সা করে প্রতি ইউনিট আমরা কিনে আনছি। আর এখন থেকে যখন আমরা গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করছি, সেখানে আমাদের খরচ পড়ছে ১ টাকা ৯১ পয়সা। আমি বাইরে থেকে কিনে আনছি ১ টাকা ৭০ পয়সা সাবসিডি দিতে হচ্ছে। আর এখানে মাননীয় সদস্য আনছেন যে গ্যাস কেনার জন্য টাকা রাখা যাবে না। এটা বাতিল করতে হবে এবং এটা এনেছেন এককালীন বিদ্যুৎ মন্ত্রী যিনি পাওয়ার দপ্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন। অনেকেই অনেক কথা জানেন আমি সেই কথা বলতে যাচ্ছি না। মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা বলেছেন এখন বিদ্যুৎ কেনার দরকার নেই। বিদ্যুৎ উৎপাদনের দরকার নেই। কাজেই উনার কথা যদি নিয়ে যেতে চান। উনি খুব ভাল ভাবে জানেন, বুঝতে পারেন তিনি কি বলতে যাচ্ছে তা পরিষ্কার না। স্যার, আমি বললাম যে সমস্ত কাট মোশান বিরোধীরা এনেছেন, তা আমি বলব এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে বলব এইগুলি প্রত্যাহার করে নিন। এখানে যে বাজেটটা আনা হয়েছে তাকে আপনারা সমর্থন করেন কাজেই এই ত্রিপুরাকে গড়ে তোলার জন্য গরীব এবং সাধারণ মানুষের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য যে বাজেট প্রস্তাবগুলি রাখা হয়েছে সেটিকে আমরা সমর্থন করি। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার : মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অনিল সরকার মহোদয়।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মি. স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী গত ১০ তারিখ ২০০০ এবং ২০০১ সালের জন্য যে অর্থ ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন, তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করি। সেই সঙ্গে বিদ্যালয়, শিক্ষা দপ্তর, উচ্চ শিক্ষা দপ্তর, তফশিলী জাতি অনগ্রসর শ্রেণী ও সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দ এর দাবির পক্ষে আমি সকলের সমর্থন কামনা করছি. কিছু কাট মোশান এসেছে কিন্তু বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের বাজেটের পরিমাণ ৩৭০ কোটি ২৪ লক্ষ ২ হাজার টাকা। উচ্চ শিক্ষা দপ্তরেও সেই ৩৪ কোটি ৯১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা।

তফশিলী জাতির অনগ্রসর শ্রেণী সংখ্যালঘু দপ্তরের জন্য ১৫ কোটি ৬৭ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা, এই

বাজেট তার যে সাইজ সেই তুলনায় কাট মোশানের সাইজ খুবই ছোট এবং লক্ষ্য করছি সাইজের শিক্ষা দপ্তরের উপরে। কারণ এই একটা দপ্তর সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে। পঞ্চায়েতের মতই বা এ. ডি. সি -র মতই। তিন হাজার একশ ছাব্বিশটি স্কুলে ৭ লক্ষ ২১ হাজারের উপরে ছাত্র, শিক্ষক অশিক্ষক কর্মচারী ৪২ হাজার ২ শতাধিক সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। কিন্তু এখানে কোন কাট মোশান কেউ আমরা লক্ষ্য করলাম না। কাজেই বন্ধ থাকার জন্য তো বেশী কাট মোশান আমাদের কাছে নেই। কাজেই বিরোধী দলও আমার মনে হচ্ছে এই ব্যাপারটা সম্পর্কে উদাসীন হয়ে গেছেন। মধ্য শিক্ষা দপ্তর সম্পর্কে সেই কাট মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী কাজলচন্দ্র দাস বিশেষ করে ত্রিপুরার বিশ্ব বিদ্যালয় সম্পর্কে। এস. সি, ও. বি. সি. মাইনোরিটি সম্প্রদায়ের গরীব লোকদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে কাট মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী বিল্লাল মিঞা, কাজলচন্দ্র দাস এবং রতন নাথ মহোদয়। আমি বিশ্ব বিদ্যালয় সম্পর্কে বলতে চাই যে, ত্রিপুরার বিশ্ব বিদ্যালয় সম্পর্কে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে ১০ কোটি ৫২ লক্ষ টাকার একটা বাজেট পাঠিয়েছি নন ল্যেপসেবল ফাণ্ডের জন্য। এর মধ্যে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আমরা পেয়ে গেছি। প্রশাসনিক ভবনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। তার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে গেছেন সেই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান কে. সি. পন্থ। এছাড়া সূর্য্যমনি নগরে আমরা ২০০১ সালের মধ্যে ত্রিপুরার বিশ্ব বিদ্যালয়কে স্থানান্তরিত করবো। প্রশাসনিক বিল্ডিং, একাডেমিক বিল্ডিং ইত্যাদির কাজ শুরু হয়েছে। গ্রন্থাগার সম্পর্কেও এই ধরণের কাট মোশান এনেছেন। ২৪টি গ্রন্থাগার আছে এর মধ্যে খোয়াই, বিলোনিয়া, মেলাঘরের গ্রন্থাগারে নূতন করে কাজ শুরু হয়েছে। টাকার সংকুলান কম বলে আমাদের যা প্রয়োজন তা করতে পারছি না। এছাড়া উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক থেকে আমরা টাকা পাওয়ার জন্য ১১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার প্রজেক্ট আমরা পাঠিয়েছি। এর মধ্যে ১ কোটি টাকার মত একটা প্রজেক্ট চুক্তি করার জন্য সেই প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারী উনি আমেরিকায় গেছেন এবং আমরাও অদূরেই টাকা পয়সা পেয়ে যাব এস. সি, ও. বি. সির চিকিৎসা সম্পর্কে যেটা বলেছেন আমরা এইটুকু বলতে পারি যে চিকিৎসার জন্য এস সি, ও. বি. সি, মাইনোরিটির যারা তাদের রাজ্যের ভিতরে যে চিকিৎসা হয় তার জন্য ২৫০০ টাকা করে পান আর বাইরে যদি রেফার করা হয় তাহলে ৫ হাজার থেকে ৮ হাজার টাকা তারা পান। অন্ততপক্ষে চিকিৎসার ব্যাপারে নিশ্চয়ই কেউ বলতে পারবেন না যে এখানে কোন রকমের দলবাজি হয়। তারপরে পেশেণ্টদের জন্য ৯৮-৯৯ সালে ১৭ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা এই জন্য খরচ করা হয়েছে। ৯৯-২০০০ সালে ২৫ লক্ষ ৮৩ টাকা এবং ২০০০-২০০১ সালে ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ও. বি সির জন্য ৯৮-৯৯ সালে ১১ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা এবং ৯৯-২০০০ সালে ২৭৪ পেশেণ্টকে ২০ লক্ষ টাকা চিকিৎসার জন্য দেওয়া হয়েছে। ২০০০-২০০১ সালে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। মাইনোরিটির জন্য এটা শুরু হয়েছে ৯৯ সালে আমরা ৩০০ জন পেশেণ্টকে ৩ লক্ষ টাকা সাহায্য করেছি। ২০০০-২০০১ সালে ১০

লক্ষ টাকা সেই জন্য রাখা হয়েছে। যাই হোক এর মধ্যে যে জিনিসটা বলা ভাল যে সিটিউশানটা ৬৮ জন শিক্ষক অপহৃত হয়েছেন।

শ্রী নগেন্দ্র জগাতিয়া :— গত বছরের যেটা সেটা ৫ লক্ষ খরচ দেখিয়েছেন। এই ২ লক্ষ টাকা কারা নিয়েছে, কিভাবে নিয়েছেন? করণ এই টাকা গরীব পেশেন্টরা পায় নি।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— আপ'ন যেটা বলেছেন ৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে। আমি বলছি আমার কাছে যে টুকু আছে সাবজেকট টু দি কারেকশন তিন লক্ষ টাকা বলছি, এর মধ্যে যে ১৪ লক্ষ টাকা চুরি হয়েছে সেটা আমি বলছি না। ৬৮ জন শিক্ষক অপহৃত হয়েছিল। ২০ জন নিহত এবং ১০ জন নিখোঁজ রয়েছে। এটাই যে এই রাজ্য শিক্ষা পরিস্থিতিকে শান্তিপূর্ণ রাখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট এল'াট নেই। এর মধ্যে আমরা চেষ্টা করছি যতটুকু সাধ্য করা যায় এবং ৯৩ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত রাজ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়, এ. ডি. সি এলাকা সহ স্থাপিত হয়েছে ১৪৭টি। ৯৩ সাল থেকে ২০০০ সালে ১১১টি জে. বি স্কুলকে এস. বি স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে। ৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। ৯৩-৯৪ এবং ২০০০ সালে ৬০২টি জে. বি স্কুল, ১০২টি এস. বি স্কুল, ১৪৭টি হাই স্কুল এবং ৫০টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের বাবদ আমরা ৩০ কোটি ১০ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। এই পেরিয়ডে শিক্ষা এবং বেতন ভাতার ক্ষেত্রে ৯৩ শতাংশ এবং ৯৮ শতাংশ খরচ হয়েছে। তার মধ্যে আমরা আরও কিছুটা করার চেষ্টা করছি। কাজেই অর্থের সংকুলান কম বলে আমরা অনেক কাজই করতে পারছিনা। সংসদের তহবিল থেকে ৯৫-২০০০ সাল পর্যন্ত ৭৮টি বিদ্যালয়ে গৃহনির্মাণের জন্য ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। ১৭টি গৃহ নির্মাণের জন্য খরচ ২০০০-২০০১ এই বর্তমান বছরে খরচ হয়েছে ৯৭ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ৩৩০ টি এস. বি. স্কুল, ১৮৪টি হাই স্কুল, ১০১টি উচ্চ বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের জন্য আমরা ১০ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা খরচ করেছি। বেতন যে হারে লাগে এটা নির্মাণের জন্য, সংকুলানের জন্য আমাদের সেই টাকা নেই। নন্ ল্যাপসিবল পোল ফাণ্ড থেকে ১৮ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় ও ২৫ টি এস. বি স্কুল এবং ১৭৫টি জে বি স্কুল গৃহ নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এর অনুমোদন পেয়ে গেছে। আমরা অভিযোগ করেছিলাম যে, এরাবিয়ান কান্ট্রী থেকে যে পেট্রোডলার আসার কথা ছিল সেটা বারণ করে দেওয়া হয়েছে। এর জন্য আমরা দেড়শ কোটি টাকার মত প্ল্যান সাবমিট করেছিলাম। কিছু কিছু দিতে শুরু করেছে। দশম অর্থ কমিশন সেই ৯৬ থেকে ১০০০ সাল পর্যান্ত ৫৬ লক্ষ টাকা দিয়েছিল। তাতে ৪টি ছাত্রী নিবাস নির্মিত হয়েছে। পানীয় জলের উৎস তৈরীর জন্য ব্যবস্থা হয়েছে ৩১১টি স্কুলে এবং ৩১১টি শৌচাগারের

ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৯৩ থেকে ২০০০ সাল পর্যান্ত জে. বি, এস. বি., হাই, হায়ার সেকেণ্ডারী এবং ডেপুটি ইন্সপেকটর পদে ৭৪০ জনকে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী, বিরোধী বেঞ্চ থেকে বার বার বলছেন শর্ট করার জন্য।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— নিশ্চয়ই, শর্ট করলে আমারইত সুবিধে। স্যার, ১৯৯৩ থেকে ২০০০ সাল পর্যান্ত ১০,৫৯৩ জনকে আমরা নিয়োগ করেছি। তার মধ্যে ট্রাইবেল ২৯০৮ জন, এস. সি. ২১৯০ জন, ৪৭১৭ জন সাধারণ। এই সমস্ত অফারগুলি ডাক যোগে প্রার্থীদের. কর্মচারীদের, শিক্ষকদের বাড়ীতে গেছে। এটা অ্যাকস্ট্রা অর্ডিনারী ঘটনা। অনেকদিন পরে ডাক যোগে শিক্ষকরা চাকুরী পেয়েছেন। পাঁচ বছুর গ্যাপের পর এটা হয়েছে। এজন্য আমরা গর্ব বোধ করছি। গ্রুপ ডিতে আমরা ৬৫৮ জনকে চাকুরী দিয়েছি। তারমধ্যে এস. সি. ৫৩০ জন, এস. টি. ১৬ জন এবং সাধারণ ১১২ জন। যাই হউক এটা সত্য আমি আবার বলছি যে, এখানে যে কাট মোশান এনেছেন তার আমি বিরোধীতা করছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র বাবু যে কথা বলেছে ঐ স্কুলের কন্সট্রাকশনের ব্যাপারে। তেতুইবাড়ী স্কুল। সেটার ব্যাপারে বলুন।

মিঃ স্পীকার :— এই রকম করলে কি করে হবে ? তাহলে তো, সবাই বলতে চাইবে।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— উনিতো কাট মোশানের উত্তর দেবেন। তাই নয় কি ?

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— সিচুয়েশন কি অবস্থায় আছে, সেখানে কন্ট্রাকটর কাজ করতে যেতে পারে কিনা, সেখানে ছাত্র আছে কিনা, মাষ্টার আছে কিনা এই সব দেখে করতে হবে। করা হবে না এই ধরনের কোন রাজনৈতিক উগ্রতা আমাদের নেই।

স্যার, সেন্ট্রাল থেকে আমরা যে সীট পাই সেখানে তাঁরা বলে দেয় মহারাষ্ট্রে ১০টি সীট এবং কোন্ কোন্ কলেজে কত সীট। এর মধ্যে ১০টি কলেজের নামও দিয়ে দেয়। এরা কখনোই জানান না, কি কি ডোনেশান দিতে হবে, কি কি পূরণ করতে হবে। সেখানে কোনটা সরকারী কলেজ আবার কোনটা প্রাইভেট কলেজও হয়। কাউন্সিলের সময় বলা হয়, সিরিয়েল দিতে। সরকারী প্রতিষ্ঠানও আছে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও আছে। স্যার, একমাত্র ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজেই সিষ্টেম আছে। নর্থ-ইষ্টের্ণের আর কোন কলেজে তা নেই। তবু আমরা তাদের ভর্ত্তি করি। আর কোন কলেজেই আমাদের কলেজের মত নন কমার্শিয়াল নয়। এ ব্যাপারে আমরা চিঠি দিয়েছি। কিন্তু তারা উত্তর দিতে বাউণ্ড নয়। গভর্ণমেন্ট টু গভর্ণমেন্ট হলে এর একটি নৈতিকতা থাকে, তাঁকে অভিযোগ করা যায়। আমরা অনেক সময় লিখি কিন্তু উত্তর দিতে তারা গ্রাহ্যই করে না। আমাদের যে ছাত্ররা সেখানে নির্বাচিত হয়, কোন ক্রমে ভর্ত্তি হওয়াটাই তারা বড় মনে করে। এমনিতেই সব কিছু প্রসেস্ হতে হতে এডমিশনের ডেইট চলে যায়। এই রকম জটিলতার মধ্যে

থাকতে হচ্ছে। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের নজরে এনেছি। কিন্তু এরা তাঁদেরও কন্ট্রোলের বাইরে। কাজেই এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, এখানে আমি সাহায্য করছি, অম্পি দ্বাদশ স্কুলের ছাদ ভেঙ্গে গতকাল পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ১০ জন ছাত্রী আহত হয়েছে এই রকম একটি সংবাদ পত্রিকায় বেড়িয়েছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি সাহায্য না করলে আমি দুঃখিত।

শ্রী সমীর দেবসরকার :— স্যার, গত কয়েক দিন ধরেই দেখছি মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়দের রিপ্লাই দেবার সময় ডিষ্টার্ব করা হয়। এটা বিধানসভার ইতিহাসে একটা রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়রা যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন এগুলির বিরোধীতা করে আমার ডিমাণ্ড নং-৪০, ৩৯ এবং ২০ পর্য্যন্ত বিদ্যালয় শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা এবং তপশীলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের বাজেটের পক্ষে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : – মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত ২০০০-২০০১ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি আলোচিত ২০০-২০০১ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব। সেক্ষেত্রে প্রথমে সংশ্লিষ্ট ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আনীত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো একসাথে ভোটে দেব। তার পর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি করে ভোটে দেব।

VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR, 2000-2001

Now the question before the House is the Cut Motions moved by the following Members.

Sl. No.	Name of Member	Demand No. & Major Head	Cut Motions
1	2	3	4
1.	Shri Rabindra Deb Barma	6-2245	That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "Disapproval of Govt. policy on dealing with Natural Calamities".

1	2	3	4
2.	Shri Ratan Lal Nath	12-4425	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :— "Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Ware-housing Marketing and processing".
3.	Shri Prakash ch. Das	12-2425	That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "Disapproval of the Govt policy on grant in aid to Cooperatives".
4.	Shri Rabindra Deb Barma	12-2425	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular metter viz :— "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on consumer's Cooperatives".
5.	Shri Rabindra Deb Barma	13-4216	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievence that :—

1	2	3	4
			"Need to construct the school houses of Tentui High School, Paharpur High School, Sonachera T. M. C High School".
6.	Shri Ratan Lal Nath	13-4552	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on district and other Roads".
7.	Shri Nagendra Jamatia	13-3054	That the amount of the Demand be reduced by Rs 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on District and other Roads".
8.	Shri Billal Mia	13-5054	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Stratagic and Boarder Roads".

1	2	3	4
9.	Shri Rabindra Deb Barma	14-2801	"That the amount of the Demand be reduced to Re 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "Disapproval of Govt. policy on Gas Power".
10.	Shri Syama Charan Tripura	14-4801	"That the amount of the Demand be reduced to Re 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "Disapproval Govt. policy on Rural Electrification".
11.	Shri Billal Mia	14-2801	That the amount of the Demand be reduced by Rs, 1000/-to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Diesel Power".
12.	Shri Kajal Ch. Daf	14-4801	That the amount of the Demand be reduced by Rs 1000/-to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Renovation & Modernisation of Gomati Hydel Electrical Project".

1	2	3	4
13.	Shri Ratan Lal Nath	14-2801	That the amount of the Demand be reduced by Rs 1000/-t› represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Import of power".
14.	Shri Rati Mohan Jamatia	15-4711	That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/–to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— Disapproval of Govt. policy on Embankment Works".
15.	Shri Rati Mohan Jamatia	15-2702	That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/-to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "Disapproval of Govt. Policy on Lift Irrigation".
16.	Shri Shyama Charan Tripura	15-4702	That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/-to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "Disapproval of Govt. Policy on Diversion Scheme".

1	2	3	4
17.	Shri Billal Mia	15-2711	That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/-to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "Disapproval of Govt. Policy on Flood control".
18.	Shri Ratan Lal Nath	15-4702	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/-to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Accelerated Irrigation Benefits Programme",
19.	Shri Kajal Ch. Das	15-4701	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Khowai Irrigation Project".
20.	Shri Kashiram Reang	16-2210	That the amount of the Demand be reduced by Rs 100/- to ventilate the specific grievance that :— "Need to construct PHC at Salgara, Tulamura, Garjee, Tainani and Gangachera to extend the treatment facilities at those areas".

1	2	3	4
21.	Shri Rati Mohan Jamatia	16-2210	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Hospital".
22	Shri Billal Mia	16-2210	That the amount of the Demand be reduced by Rs 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz : — "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Primary Health Centres".
23.	Shri Shyama Charan Tripura	17-2220	That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz : — "Disapproval of Govt. Policy on Advertisement".
24.	Shri Nagendra Jamatia	17-3452	That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/-to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "Disapproval of Govt. policy on Tourism".
25.	Shri Billal Mia	17-2220	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz ;— "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Community Radio & Television".

1	2	3	4
26.	Shri Billal Mia	20-2225	That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "Disapproval of Govt. policy on Financial Assistance to O. B. C. & Minority Patients".
27.	Shri Ratan Lal Nath	20-4215	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/-to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Domestic Filter".
28.	Shri Billal Mia	20-2405	That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/-to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "Disapproval of Govt. policy on Fisheries Co-operatives".
29.	Shri Kajal Ch. Das	20-2401	That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "Disapproval of Govt. policy on Manners and Fertilisers".
30,	Shri Kajal Ch. Das	20-2515	That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/-to represent disapproval of the policy underlyind the demand viz :— "Disapproval of Govt. policy on Panchayet Development Fund."

1	2	3	4
31.	Shri Kajal Ch. Das	20-2225	That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "Disapproval of Govt. policy on Financial Assistance to S. C. Patients".
32.	Shri Rabindra Deb Barma	24-4860	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Tripura Jute Mills".
33	Shri Billal Mia	24-2851	That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "Disapproval of Govt. policy on Small Scale Industries".
34.	Shri Billal Mia	31-4216	That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapprorval of the policy underlying the demand viz :— "Disapproval of Govt. policy on Indira Awash Yozana".
35.	Shri Kajal Ch. Das	31-2501	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to Control & eliminate wasteful expenditure on Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojana".

1	2	3	4
36.	Shri Kajal Ch. Das	31-2505	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on J, R, Y; E, A, S etc"
37.	Shri Rati Mohan Jamatia	35-4215	"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/-to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "Disapproval of Govt. policy on Urban Sanitation Services".
38.	Shri Billal Mia	35-4216	That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz : - "Disapproval of Govt. policy on Urban Housing".
39.	Shri Kajal Ch. Das	39-2202	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/-to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Assistance to Universities (Non Lapsable)".
40.	Shri Kajal Ch. Das	39-2205	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on public Libraries".

1	2	3	4
41.	Shri Prakash Ch Das	40-2236	That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "Disapproval of Govt. policy on Mid-day-meals".
42	Shri Kajal Ch Das	41-2235	That the amount of the Demand be reduced by Rs 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Balika Samridhi Yozana".
43.	Shri Rabindra Deb Barma	41-2235	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :— "Need to increase the rate of Old age Pension".
44.	Shri Rabindra Deb Barma	42-2204	That the amount of the Demand be reduced by Rs 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz ;— "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Tribal Youth Excursion".
45.	Shri Rabindra Deb Barma	43-2071	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to ventilate the specific grievance that :— "Need to increase the pension rate of Legislators".
46.	Shri Billal Mia	52-2211	That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "Disapproval of MASS Education".

1	2	3	4
47.	Shri Nagendra Jamatia	52-2210	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control & eliminate wastebul expenditure on National Malaria Eradication Programme".

(All the above mentioned Cut Motions were put to voice vote and lost.)

মিঃ স্পীকার :—এখন আমি মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একটি একটি করে ভোটে দিচ্ছি :

Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding of Rs. 92,71,07,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 20. Under the following Major Heads :—

2029—Land Revenue	Rs.	2,34,000/-
2202– General Education	Rs	22,33,25,000/-
2204—Sports & Youth Services.	Rs.	6,48,000/-
2205—Arts and Culture.	Rs.	70,000/-
2211—Medical and Public Health.	Rs.	2,65,71,000/-
2220—Information and Publicity	Rs.	2,50,000/-
2225—Welfare for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backwared Classes.	Rs	15,67,48,000/-
2230—Labour and Employment.	Rs.	20,000/-
2235—Social Security & Welfare.	Rs.	96,60,000/-
2236—Nutrition.	Rs.	1,61,17,000/-
2401—Crop. Husbandary.	Rs.	5,12,16,000/-
2402—Social & Water Conservation.	Rs.	32,18,000/-
2403—Animal Husbandary.	Rs.	1,11,00,000/-
2404—Diary Development.	Rs.	1,17,000/-
2405—Fisheries.	Rs.	70,40,000/-
2406—Forestry & Wildlife.	Rs.	1,07,80,000/-
2407—Plantation.	Rs.	5,00,000/-
2425—Co-operation.	Rs.	11,34,000/-
2435—Other Agricultural.	Rs.	99,80,000/-

2501—Special programme for Rural Development.	Rs.	1,55,78,000/-
2505—Rural Employment.	Rs.	7,37,18,000/-
2515—Other Rural Development Programme.	Rs.	3,80,91,000/-
2702—Minor Irrigation.	Rs.	60,13,000/-
2810—Non-conventional Sources of Energy.	Rs.	5,95,000/-
2851—Village & Small Industries	Rs.	82,73,000/-
3425—Other Scientific Research	Rs.	6,24,000/-
3452—Tourism.	Rs.	7,00,000/-
4202—Capital Outlay on Education Sports, Art and Culture.	Rs.	1,12,000/-
4210—Capital Outlay on Medical and Public Health.	Rs.	28,30,000/-
4215—Capital Outlay on Water Supply and Sanitation.	Rs.	3,88,83,000/
4216—Capital Outlay on Housing	Rs.	8,04,37,000/-
4425—Capital Outlay on Co-operation.	Rs.	32,69,000/-
4515—Capital Outlay on Other Rural Development Programme.	Rs.	3,10,00,000/-
4702—Capital Outlay on Minor Irrigation.	Rs.	4,16,00,000/-
4711—Capital Outlay on Flood Control.	Rs.	2,19,87,000/-
4801—Capital Outlay on Power.	Rs.	1,05,00,000/-
4810—Capital Outlay on Non-convetional Sources of Energy.	Rs.	3,51,000/-
4860—Capital Outlay on Consumer Industry.	Rs.	4,00,000/-
5054—Capital Outlay on Roads and Bridges.	Rs.	2,45,00,000/-
5425—Capital Outlay on Other Scientific & Environmental Research	Rs.	1,00,000/-
5465—Investment on General Financial & Trading Institution.	Rs.	10,10,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Demand No. 39 moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding of Rs. 34,92,44,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 39 under the following Major Heads :—

2202—General Education	Rs.	25,97,69,000/-
2203—Technical Education	Rs.	5,13,32,000/-
2204—Sports & Youth Services	Rs.	68,77,000/-

2205—Art & Culture	Rs.	2,68,66,000/-
4202—Capital Outlay on Education, Sports, Arts, Culture	Rs.	44,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Demand No. 40 moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding of Rs. 317,15,02,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 40 under the following Major Heads :—

2202—General Education	Rs.	315,75,83,000/-
2236—Nutrition.	Rs.	34,30,000/-
2552—North Eastern Areas	Rs.	1,00,00,000/-
3454—Census Survey and Statistics.	Rs.	4,09,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Demand No. 13 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department that a sum not exceeding of Rs. 173,83,00,000/- (excluding the charged amount of Rs. 13,52,50,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 13 under the following Major Heads :—

2045—Other Taxes and Duties on Commodities and Services.	Rs.	18,00,000/-
2059—Public Works.	Rs.	60,32,28,000/-
2216—Housing.	Rs.	2,00,00,000/-
3054—Roads and Bridges.	Rs.	16,00,00,000/-
4059—Capital Outlay on Public Works.	Rs.	11,00.00.000/-
4216—Capital Outlay on Housing.	Rs.	45,44,00,000/-
4552—Capital Outlay on North Eastern Areas.	Rs.	8,00,00,000/-
5054—Capital Outlay on Roads and Bridges.	Rs.	30,88,72,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Demand No. 14 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department that a sum not exceeding of Rs. 257,17,65,000/- (excluding the charged amount of Rs. 13,25,00,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 14 under the following Major Heads :—

2801—Power.	Rs.	135,45,00,000/-

4552—Capital Outlay on North Eastern Areas.	Rs.	50,00,00,000/-
4801—Capital Outlay on Power Projects.	Rs.	71,72,65,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Demand No 15 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the M. I. F. C. Department that a sum not exceeding of Rs. 69,77,78,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 2001 in respect of Demand No. 15 under the following Major Heads :—

2702—Minor Irrigation	Rs.	29,29,75,000/-
2711—Flood Control and Drainage	Rs.	4,68,90,000/-
4701—Capital outlay on Major and Medium Irrigation (1)	Rs.	7,55,23,000/-
4702 Capital outlay on Minor Irrigation	Rs.	19,80,46,000/-
4711—Capital outlay on Flood Control Projects	Rs.	8,43,44,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Demand No. 43 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department that a sum not exceeding of Rs. 245,20,57,000/- (excluding the charged amount of Rs. 220,96,59,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 2001 in respect of Demand No. 43 under the following Major Heads :—

2052—Secretariat General Services	Rs.	2,42,00,000/-
2070—Other Administrative Services	Rs	114,83,52,000/-
2071—Pentions and other Retirement Benefits	Rs.	118,84,00,000/-
2075—Miscellaneous General Services	Rs.	1,05,000/-
2245 - Relief on account of Natural Calamities	Rs.	10,00,000/-
7610—Loans to Government Servants.	Rs.	9,00,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr, Speaker :— Now, the question before the House is the Demand No. 44 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department that a sum not exceeding of Rs. 1,93,37,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 44 under the following Major Heads :—

2047—Other Fiscal Services.	Rs.	70,62,000/-

2075—Miscellaneous General Services.	Rs.	50,000/-
5465—Investment in General Financial and Trading Institutions.	Rs.	1,22,25 000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Demand No. 45 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department that a sum not exceeding of Rs. 1,86,59,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 45 under the following Major Heads :—

2020—Collection of Taxes on Income and expenditure	Rs.	16,82,000/-
2039—State Excise.	Rs.	54,32,000/-
2040—Taxes on Sales, Trade ect.	Rs.	1,15,45,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 46 to Vote. The question before the House is that the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Department of Finance/PWD that a sum not exceeding of Rs. 2,75,85,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 2001 in respect of Demand No. 46 under the following Major Heads :—

2030—Stamps and Registration.	Rs.	15,00,000/-
2054—Treasury and Accounts.	Rs.	2,60,85,000/-

(The Demand was put to Voice Vote and Passed.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 51 to Vote. The question before the House is that the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Department of Finance/PWD that a sum not exceeding of Rs. 58,10,07,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 51 under the following Major Heads :—

2215—Water Supply and Sanitation.	Rs.	22,59,85,000/-
4215—Capital Outlay on Water Supply and Sanitation.	Rs.	35,50,20,000/-

(The Demand was put to Voice Vote and Passed.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 1 to Vote. The question before the House is that the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Parliamentary Affairs/Health & Family Welfare/ Revenue etc. that a sum not exceeding Rs. 3,43,18,000/- excluding the charged amount of Rs. 5,14,000/- be granted to defray the charges which

will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 1 under the following Major Head :—

2011—Parliament, State/Union Territory/Legislatures	Rs.	3,43,18,000/-

(The Demand was put to and Passed by Voice Vote.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 6 to Vote. The question before the House is that the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of Parliamentary Affairs/Health & Family Welfare/Revenue etc. Departments that a sum not exceeding Rs. 49,90,86,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 6 under the following Major Heads :—

2029—Land Revenue.	Rs.	13,17,65,000/-
2030—Stamps & Registration.	Rs.	86,35,000/-
2053—District Administration.	Rs.	10,34,56,000/-
2235—Social Security & Welfare	Rs.	3,17,00,000/-
2245—Relief on Account of Natural Calamities.	Rs.	12,85,09,000/-
2252—Other Social Services.	Rs.	40,00,000/-
2506—Land Reforms	Rs	7,72,14,000/-
3475—Other General Economic Services.	Rs.	92,32,000/-
4070—Capital Outlay on Other Administrative Services.	Rs	40,75,000/-

(The Demand was put to Voice Vote and Passed.)

M. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 16 to Vote. The question before the House is that the Motion moved by the Hon'ble. Minister in-charge of Health & Family Welfare Department that a sum not exceeding of Rs. 36,81,28,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 16 under the following Major Heads :—

2210—Medical & Public Health.	Rs.	33,86,20,000/-
2552—North Eastern Areas	Rs.	71,50,000/-
3454—Census Sarveys & Statistics	Rs.	19,05,000/-
4210—Capital Outlay on Medical & Public Health	Rs.	76,03,000/-
4552—Capital Outlay on North Eastern Areas.	Rs.	1,28,50,000/-

(The Demand was put to Voice Vote and Passed.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 52 to Vote. The Question before the House is that the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of Health & Family Welfare Department that a sum not exceeding Rs. 44,96,23,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 52 under the following Major Heads :—

2210—Medical and Public Health.	Rs.	25,13,98,000/-
2211—Family Welfare	Rs.	19,20,00,000/-
4210—Capital Outlay on Medical and Public Health.	Rs.	62,25,000/-

(The Demand was put to Voice Vote gnd Passed.)

Mr Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 12 to Vote. The Question before the House is that the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operation Department that a sum not exceeding of Rs. 10,80,30,000/- (excluding the charged amount of Rs. 74,00,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 12 under the following Mjaor Heads :—

2425—Co-operation.	Rs.	7,04,60,000/-
4425—Capital Outlay on Co-operation.	Rs.	1,92,79,000/-
6425—Loans for Co-operation.	Rs.	1,82,91,000/-

(The Demand was put to Voice Vote and Passed.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 17 to Vote. The question before the House is that the Motion moved by Hon'ble. Minister incharge of the ICAT/Science/Tech. & Environment etc, Departments that a sum not exceeding Rs. 7,31,48,000/- be granted to defray the charges wnich will come in course of payment during the year ending on 31st March, 2001 in respect of Demand No. 17 under the following Major Heads :—

2205—Art and Culture.	Rs.	4,78,000/-
2220—Information and publicity.	Rs.	6,32,25,000/-
3452—Tourism.	Rs.	94,45,000/-

(Tne Demand was put to Voice Vote and Passed)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 31 to vote. The question before the House is the motion moved by the Minister-in-charge that a sum not exceeding of Rs. 61,07,85,000/- (excluding the charged amount of Rs. 40,00,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 2001 in respect of Demand No. 31 under the following Major

Heads :—

2070—Other Administrative Services	Rs.	7,64,000/-
2215—Water Supply & Sanitation	Rs.	34,14,03,000/-
2501—Special Programme for Rural Development.	Rs.	4,98,02,000/-
2505—Rural Employment.	Rs.	7,39,90,000/-
2515—Other Rural Dev. Programme.	Rs.	2,25,17,000/-
4215—Capital Outlay on Water Supply & Sanitation.	Rs.	3,68,72,000/-
4216—Capital Outlay on Housing.	Rs.	8.04,37,000/-
4515—Capital Outlay on other Rural Development programme.	Rs.	50,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 33 to vote. The question before the House is the motion moved by the Minister-in-Charge that a sum not exceeding Rs. 59,13,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 33 under the following Major Heads :—

2810—Non-Conventional Sources of Energy.	Rs.	22,61,000/-
3425—Other Scientific Research.	Rs.	24,88,000/:
4810—Capital Outlay on Non-Conventional sourches of Energy.	Rs.	6,44,000/-
5425—Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research.	Rs.	5,20,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the motion moved by the Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 13,99,08,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 42 under the following Major Heads :—

2204—Sports and Youth Services.	Rs.	11,46,07,000/-
2552—North Eastern Areas.	Rs.	20,00,000/-
4202—Capital Outlay on Education Sports, Arts & Culture.	Rs.	2,33,01,000-

(The Demand was put to voice vote and Passed.)

Mr. Speaker :— Now, the questicn before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 17,34,46,000/- (excluding the charged amount of Rs. 86,25,000/-) be granted to defray the charged which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 24 under the following Major Heads :—

2230—Labour and Employment.	Rs. 1,05,02,000/
2407—Plantation.	Rs. 6,00 000/-
2851—Village and Small Industries.	Rs. 8,32,16,000/-
2875—Other Industries.	Rs. 13,28,000/-
4860—Capital Outlay on Consumar Industries.	Rs. 5,48,00,000/-
4885—Dapital Outlay on Industries and Minerals.	Rs. 30,00,000/-
5465—Omvestment in Geueral Financial and Trading Institution.	Rs. 2,00,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Demand No 49 to vote The question before the House is that the motion moved by Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding of Rs. 7,85,26,000/- (excluding the charged amount of Rs. 17,36,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 20001 in respect of Demand No. 49 under the following Major Head :--

2070—Other Administrative	Rs. 7,85,26 000/-

(The Demand was put to vice vote and Passed)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 56 to vote

The question before the House is that the motion moved by Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 22,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st, March, 2001 in respect of Demand No. 56 under the following Major Head :—

2070—Other Administrative Services.	Rs. 22,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand, No. 35 to vote.

The question before the House is that the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding of Rs. 11, 14, 01, 000/- (excluding the charged amount of Rs. 5,00,000/-) be granted to defray the charges which will come in course

of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 35 under the following **Major Heads :**

2070—Other Administrative Services.	Rs.	16,00,000/-
2217—Urban Development	Rs.	7,89,76,000/-
4215—Capital Outlay on Water Supply and Sanitation.	Rs.	60,25,000/-
4216—Capital Outlay on Housing.	Rs.	1,50,00,000/-
4217—Capital Outlay on Urban Development.	Rs.	98,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 41 to vote. The question before the House is that the motion moved by the Minister in-charge that a sum not exceeding of Rs. 39, 96, 27, 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the (charges which will come in course of payment during the) year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No 41 under the following Major Heads :

2202—General Education.	– Rs.	20,22,29,000/-
2235—Social Security & Welfare.	—Rs.	18,51,91,000/-
2236—Nutrition.	– Rs.	1,22,07,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

MATTER RAISED BY MEMBER.

শ্রী রতনলাল নাথ :— স্যার, সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী শুরু হওয়ার আগে আপনার দৃষ্টিতে একটা জিনিস আনছি। স্যার, গত ১১ তারিখ আপনি হাউসে কথা দিয়েছিলেন যে, তিনজন এস বি স্টাফকে সাসপেনশন করা হয়েছিল তাদের ব্যাপারে ১৯ তারিখ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিষয়টি কি হয়েছে হাউসকে জানাবেন।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ শুনুন, যে চারজনকে বরখাস্ত করা হয়েছে তাদের ব্যাপারে আমরাই বলেছিলাম যে, তাদের এই কাজের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হউক। যেহেতু এটা সিরিয়াস অফেনস, কাজেই অ্যাকশন নেওয়া হউক। আপনারা যখন এই বিষয়টি নিয়ে আমার চেম্বারে কথা বলেন তখন বলেছিলেন যে ঘটনাটা অনভিপ্রেত এবং দুঃখজনক। কাজটা ঠিক হয়নি। এবং আপনারা বলেছিলেন যে আপনাদের কৃতকর্মের জন্য আসলে যারা ইনোসেন্ট আপনারা এই কথা বলেছিলেন যে, ওরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে। কাজেই ওদের যাতে অসুবিধা না হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। কাজেই আমি আমার অপিনিয়ন যথাস্থানে বলেছি। আমি এখানে পুলিশ দপ্তরের যারা অথারিটি তাদেরও বলেছি, তাদের যাতে রুটিরুজি ব্যাহত না হয়, আপনারা বিষয়টি দেখুন এবং বিবেচনা করুন। কাজেই বিষয়টি এখন বিবেচনার মধ্যে আছে। আমার তরফ থেকে যতটুকু বলার আমি বলেছি বাকিটা

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বলার জন্য অনুরোধ করছি। যাতে বিষয়টি কনসিডার ওয়েতে দেখা হয়। পুলিশ দপ্তরের অথরিটি যারা তারা বিষয়টি দেখাশুনা করেছেন। তবে চূড়ান্তটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলবেন।

শ্রী সুদীপরায় বর্মন :— স্যার, আপনি মনে হয় বিষয়টি ভুলে গেছেন। আপনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলছেন। আমার মনে হয় সেইদিন যে কথাগুলি বললেন সেইগুলি ভুলে গেছেন, কারণ সেই দিন এইরকম কোন কথা হয়নি। সেইদিন আপনি আমাদের আশ্বস্ত করেছিলেন এই বলে যে, ১৯ তারিখের মধ্যে একটা পজেটিভ স্টেপস নিয়ে হাউসে জানাবেন। কারণ, এটা নিয়ে এই অনভিপ্রেত ঘটনার জন্য চারটি লোক বরখাস্ত হউক এটা আপনারাও চান না আমরাও চাই না। কিন্তু আপনি বলেছিলেন যে, ১৯ তারিখ সমস্ত কিছু কি কি হল রেসপেকটিভ পারসন যারা কনসার্ন তাদেরকে আপনারা পারসনলি টেকআপ করবেন এবং এও বলেছিলেন প্রয়োজনে আপনার। ডি. জি.- পি.-কে বলবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শুনুন, আমার কথা সবটা বলেছি।

শ্রী সুদীপরায় বর্মন :— আজকেই জানানোর কথা ছিল। কিন্তু আজকে আপনি সমস্ত বিষয়টি ঘুরিয়ে বলছেন। ইট উইল টেন ফাইভ মিনিট ফর দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টু রিমুভ দি সাসপেনশন অর্ডার। ইট টেক উইল দেন ফাইভ মিনটস। আপনি একটা চেয়ারে বসে বলেছেন, আপনি আশ্বস্ত করেছেন, আমরা ধরে নিয়েছি অলরেডি আপনি এনাউন্স করবেন যে হ্যাঁ, তাদের সাসপেনশন অর্ডার রিমুভ হয়েছে। আর আজকে এখানে হঠাৎ ম.ঝাম ঝি সুরের একটা কথা বলছেন। স্যার, এটা ভেরি এক্সট্রিমাইজিং। আপনি দয়া করে এই ব্যাপারে একটা কিছু বলে আশ্বস্ত করুন। কারণ, ব্যাপারটা ৫ মিনিটের মধ্যে প্রশাসন ইচ্ছা করলে ব্যবস্থা করতে পারে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, দোষী সাবস্ত হলে তবেই শাস্তি দেওয়া হবে, এই কথা আপনারা বলেছিলেন।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সেইদিন যে কথাবার্তা হয়েছে, আপনি নিজেও বলেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল নাথ। এটাতো বিধানসভার নিয়ম অনুসারে প্রচণ্ড অপরাধ করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

(গণ্ডগোল)

শ্রী রতনলাল নাথ :— স্যার, কোন অপরাধ হয় নি।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আপনারা যেটা বলেছিলেন এখন সেটা হচ্ছে তদন্ত কতটুকু অগ্রসর হয়েছে সেই সম্পর্কে একটা বক্তব্য এখানে রাখবেন। ১৯ তারিখ তার উপর একটা

রিপোর্ট থাকবে। কিন্তু সাসপেনশন প্রত্যাহার করার ব্যাপারে কোন কথা হয়নি। আপনি সেইদিন পরিষ্কার ভাবে বলেছিলেন তদন্ত কতটুকু অগ্রসর হয়েছে সেই সম্পর্কে আপনি এখানে বলবেন।

মিঃ স্পীকার : - আপনারা বলেছেন যে, তাদের যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয়। ব্যাপারটা হচ্ছে আমার যতটুকু বলার সেটা আমি বলেছি। কিন্তু সম্পূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে পুলিশ দপ্তরের। তারা সেখানে বিষয়টি দেখভাল করছে। এখান থেকে তাদের বলা হয়েছে, রেসপেক্টিভ অথরিটি বলছে আপনারা বিষয়টি দেখুন। আমি তো, রেস্‌পেকটিভ যে অথারিটি তাদেরকে বলেছি।

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, এই হাউজে ঘটনাটা হল, এখানে আপনি হাউজের মালিক। এখন সেখানে স্যার, আপনি এস্যুরেন্স দিলেন তার পরে বলতে হবে দপ্তরের কথা। এখানে আপনি যা বলবেন এটাইতো শেষ কথা।

মিঃ স্পীকার :— আগামীকালকে তো হাউজ আছে আমি আগামীকালকে বলব। আজকে তো বলা হচ্ছেনা, সুতরাং আমি আগামী কালকে বলব।

শ্রী জওহর সাহা : — আজকে তো আপনিই ডেট দিয়েছিলেন যে, আজকে বলবেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি তো বলিনি যে সাস্‌পেন্সার উইথড্র করে দেব। এটা আমিতো করব না করবে ডিপার্টমেন্ট। সাসপেন্সান করা তা তো বলিনি ওদেরকে বলা হয়েছে উনারা চিন্তা ভাবনা করছেন। রেস্‌পেকটিভ যে অথরিটি উনার কাছে গেছে। সুতরাং, আগামী কালকে তো হাউজ আছে আগামী কালকে শুনুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রী জওহর সাহা :— আগামীকালকে নয় স্যার। এখানে আমাদের কাছে কিছু তথ্য আছে যে, কিছু কিছু অফিসার তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করছে এবং চাপ সৃষ্টি করছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দলনেতা মহোদয়, এখানে আপনি বাড়তি কথা বলছেন কেন? সেটা বলে লাভ নেই তো। এটার প্রসেস্‌ হচ্ছে। আগামীকালকে শুনুন। একদিন সময় দিন।

(গণ্ডগোল)

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, আপনি তো বললেন যে, আজকে বলবেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি আগামীকালকে বলব। আগামীকালকে শুনুন। আজকে বলা যাচ্ছেনা। আগামীকালকে সব খোঁজখবর নিয়ে বলব।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি তো বললাম এই ব্যাপারে আগামী কালকে বলব। আপনারা আমাকে একদিন সময় দিন আগামী কালকে তো হাউজ আছে। আগামী কালকেই আপনারা শুনুন। আমি আগামী কালকে ফাইন্যাল ঘোষণা দেব।

(গণ্ডগোল)

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, আজকে তো বলারই কথা ছিল। কেন আজকে বলছেন না? আগামীকালকে কেন? আজকেই বলুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— জওহরবাবু আপনি এত অস্থির হচ্ছেন কেন? একটা দিনের তো ব্যাপার আগামীকালকেই অপনারা শুনুন না। আগামীকালকে হাউজ আছে। এটা নিয়ে এত গণ্ডগোল করছেন কেন?

শ্রী সুদীপ রায় বর্মন :— স্যার, ঠিক আছে আপনি বলেছেন এটা নিয়ে তো আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আগামী কালকে কোশ্চেন আওয়ারের আগে আমাদেরকে বলুন।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চন আওয়ারের আগে হবেনা

শ্রী সুদীপ রায় বর্মন :— তা হলে স্যার আজকে দিন এটা তো বেশী সময় লাগবেনা।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আগামীকালকে ফাইন্যাল ডিসিশান আপনারা জানবেন।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মন :— স্যার, তা হলে আগামী কালকে কখন? কোয়েশ্চান আওয়ারের আগে?

মিঃ স্পীকার :— না, না, কোয়েশ্চান আওয়ারের আগে না। আমি রিসেসের পরে প্রথমেই জানিয়ে দেব।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মন :— তাহলে স্যার, কোয়েশ্চান আওয়ারের আগে?

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান এর আগে না। আমি রিসেসের পরে প্রথমেই জানিয়ে দেব।

শ্রী রতনলাল নাথ :— স্যার, ৮ দিন হয়ে গেল আপনারা খবর নিলেন না, আর আজকে রাতারাতি আপনারা খবর নেবেন ?

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে রেফারেন্স পিরিয়ডের সময় দেব। কি হচ্ছে চুপ করুন, বিধানসভাতো এখনও চলছে। আগামীকালকে এই যে কি হচ্ছে আপনাদের কৃত কর্মের জন্যইতো তারা ভুগছেন। আপনাকে বের করে দিতে পারতাম।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার : প্লীজ বসুন প্লীজ বসুন। মাননীয় সদস্যগণ প্লীজ বসুন। মাননীয় সদস্যগণ আমি এখন ঘোষণা দিচ্ছি যে, ২০০০ ইং সালের ১৯শে জুলাই হইতে ২০০১ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই ব্যাপারটা বলব।

মিঃ স্পীকার :— কোন্ ব্যাপারটা ?

শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ :— স্যার, এখানে কাউকে খাটো করার জন্য নয়। বিভিন্ন কমিটির চেয়ারম্যানদের আমার রিকোয়েষ্ট থাকবে বিভিন্ন কমিটির চেয়ারম্যানদের এই রকম লোকদের বাছাই করবেন যাতে হাউসের বিভিন্ন কমিটির কাজগুলো সঠিক ভাবে হয়। এক পার এগজামপল পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি এটার ওয়ার্ক ক্লহড অস্বাভাবিক, গ্রেবিটি অব দ্যা পি এ সি ইজ ভেরী হাই এ্যাণ্ড এটার ওয়ার্কগুলো অনেক বেশী। কাজেই, আপনি যাকে চেয়ারম্যান করবেন, ইফ দ্যা এওয়ার্ড স্পেশালি পাওয়ার ইউ আর এম পাওয়ার সেকশান ১০৪ দ্যা চেয়ারম্যান হুয়িচ অব দিজ কমিটি সেল বি এপয়েন্টেড বাই দ্যা স্পীকার ফ্রম এমাং দ্যা মেম্বার অব দ্যা কমিটি। কাজেই আমি অনুরোধ করব আপনি যে সিলেকশান ইট উইলবি জুডিসিয়্যাল ওয়ার্ক এবং কাজকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সেই কমিটি গুলোর চেয়ারম্যান বিশেষ করে পি. এ. সি. কমিটি কমিটির চেয়ারম্যান ঘোষনা করবেন বলে আমার এবং আমরা সবাই সহমত পোষণ করে এই পি এ সি কমিটির চেয়ারম্যান সঠিক লোকদের হাতে পৌঁছায় আমাদের তরফ থেকে প্রস্তাব দিচ্ছি।

FORMATION OF ASSEMBLY COMMTTIEES

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, এখন আমি ঘোষণা দিচ্ছি যে, ২০০০ ইং সালের ১৯শে জুলাই হইতে ২০০১ ইং সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি, এ্যাষ্টিমেটস কমিটি, পাবলিক আণ্ডারটেকিংস কমিটি, কমিটি অন ওয়েলফেয়ার অব সিডিউলড ট্রাইবস্ এবং কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার অব্ সিডিউল কাষ্টস গঠনের জন্য সদস্য মহোদয়দের মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার এবং মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের সময় সীমা নির্দিষ্ট করে গত ১১.০৪.২০০০ ইং তারিখে আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম। নিয়মানুযায়ী উক্ত কমিটিগুলির প্রত্যেকটির জন্য এগারটি করে মনোনয়ন পত্র যথা সময়ে পাওয়া গিয়েছে। সবগুলি মনোয়ন পত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। পরীক্ষান্তে দেখা গেছে সবগুলো মনোনয়ন পত্রই বৈধ এবং কোন সদস্যই উনার মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করেন নাই। উপরোক্ত কমিটিগুলির সদস্য সংখ্যা ১১ (এগার) জন। মনোনয়ন পত্র পাওয়া গিয়াছে ১১ (এগার) টি করে এবং সবগুলি বৈধ। কাজেই, নির্বাচনের প্রয়োজন নেই। তাই আমি উক্ত কমিটিগুলির জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিলকারী সদস্য মহোদয়ের

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষনা করছি। নির্বাচিত সদস্য মহোদয়গণের নাম হলো :—

১) পাবলিক এ্যাকাউন্টস্ কমিটি

১) শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস, সদস্য,
২) শ্রী সমীরদেব সরকার, সদস্য,
৩) শ্রী মানিক দে, সদস্য,
৪) শ্রী অমিতাভ দত্ত, সদস্য,
৫) শ্রী বাসুদেব মজুমদার, সদস্য,
৬) শ্রী বিন্দুরাম রিয়াং, সদস্য,
৭) শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া, সদস্য,
৮) শ্রী সুধন দাস, সদস্য,
৯) শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায়, সদস্য,
১০) শ্রী রতনলাল নাথ, সদস্য,
১১) শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাস মহোদয়কে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

২) এ্যাষ্টিমেট্ কমিটি

১) শ্রী সমীরদেব সরকার, সদস্য,
২) শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা, সদস্য,
৩) শ্রী অনিল চাক্মা, সদস্য,
৪) শ্রীমতি সন্ধ্যারাণী দেববর্মা, সদস্য,
৫) শ্রী বিন্দুরাম রিয়াং, সদস্য,
৬) শ্রীমতি বিজয়লক্ষ্মী সিনহা, সদস্যা,
৭) শ্রী মনোরঞ্জন দেববর্মা, সদস্য,
৮) শ্রী বিল্লাল মিঞা, সদস্য,
৯) শ্রী কাজলচন্দ্র দাস, সদস্য,
১০) শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া, সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রী সমীরদেব সরকার মহোদয়কে এ্যাষ্টিমেট্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

৩) পাবলিক্ আণ্ডার টেকিংস্ কমিটি

১) শ্রী অমিতাভ দত্ত, সদস্য,
২) শ্রী উমেশচন্দ্র নাথ, সদস্য,
৩) শ্রী মানিক দে, সদস্য,
৪) শ্রী পদ্মকুমার দেববর্মা, সদস্য,
৫) শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা, সদস্য,
৬) শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া, সদস্য,
৭) শ্রী গৌরকান্তি গোস্বামী, সদস্য,
৮) শ্রীমতি বৈজয়ন্তী কলই, সদস্যা,
৯) শ্রী বিল্লাল মিঞা, সদস্য,
১০) শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ, সদস্য,
১১) শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া, সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রী অমিতাভ দত্ত মহোদয়কে পাবলিক আণ্ডার টেকিংস কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

৪) কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার অব্ সিডিউলড্ কাষ্টস্

১) শ্রী সুধন দাস, সদস্য,
২) শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ, সদস্য,
৩) শ্রী অমিতাভ দত্ত, সদস্য,
৪) শ্রীমতি বিজয়লক্ষ্মী সিন্‌হা, সদস্যা,
৫) শ্রীমতি সন্ধ্যারাণী দেববর্মা, সদস্যা,
৬) শ্রী মনোরঞ্জন দেববর্মা, সদস্য,
৭) শ্রী পদ্মকুমার দেববর্মা, সদস্য,
৮) শ্রী কাজল চন্দ্র দাস, সদস্য,
৯) শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস, সদস্য,
১০) শ্রী দীপককুমার রায়, সদস্য,
১১) শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা, সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রী সুধন দাস মহোদয়কে কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার অব্ সিডিউলড্ কাষ্টস্ এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করছি।

৫) কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার অব্ সিডিউলড্ ট্রাইবস্

১)	শ্রী প্রণব দেববর্মা,	সদস্য,
২)	শ্রী অনিল চাকমা,	সদস্য,
৩)	শ্রী বিন্দুরাম রিয়াং	সদস্য,
৪)	শ্রী গীতামোহন ত্রিপুরা,	সদস্য,
৫)	শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা,	সদস্য,
৬)	শ্রী গৌরকান্তি গোস্বামী,	সদস্য,
৭)	শ্রী নারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী,	সদস্য,
৮)	শ্রী বিজয় কুমার রাংখল,	সদস্য,
৯)	শ্রী কাশীরাম রিয়াং,	সদস্য,
১০)	শ্রী বিরজিৎ সিনহা,	সদস্য,
১১)	শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা,	সদস্য,

ত্রিপুরা বিধান সভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রী প্রণব দেববর্মা মহোদয়কে কমিটি অন ওয়েলফেয়ার অব্ সিডিউলড্ ট্রাইবস কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে জানাচ্ছি যে, বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০১ ধারার ১ উপধারা অনুসারে ২০০০ ইং সালের ১৯শে জুলাই হতে ২০০১ ইং সালের ৩১শে মার্চ পর্যান্ত কমিটিগুলি গঠন করা হয়েছে। এখন আমি কমিটিগুলির নাম এবং কমিটিতে যে সকল সদস্য মহোদয়গণ মনোনীত হয়েছেন তাদের নাম এবং কমিটিগুলির চেয়ারম্যানদের নাম ঘোষণা করছি।

১) বিজনেস এডভাইসরী কমিটি

১)	শ্রী জীতেন্দ্র সরকার, স্পীকার, এক্স-অফিসিও,	চেয়ারম্যান,
২)	শ্রী সুবল রুদ্র, ডেপুটি স্পীকার, এক্স-অফিসিও,	সদস্য,
৩)	শ্রী কেশব মজুমদার, মন্ত্রী,	সদস্য,
৪)	শ্রী পবিত্র কর, মন্ত্রী,	সদস্য,
৫)	শ্রী মানিক দে,	সদস্য,
৬)	শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায়,	সদস্য,
৭)	শ্রী বীরজিৎ সিনহা,	সদস্য,
৮)	শ্রী কাশীরাম রিয়াং,	সদস্য,
৯)	শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া,	সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ১৩৩ নং ধারা মতে অধ্যক্ষ মহোদয়, বিজনেস্ এডভাইসরী কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হয়ে থাকবেন।

২) রুলস্ কমিটি

১) শ্রী জীতেন্দ্র সরকার স্পীকার, এক্স অ'ফিসিও,	চেয়ারম্যান,
২) শ্রী সুবল রুদ্র, ডেপুটি স্পীকার এক্স অফিসিও,	সদস্য,
৩) শ্রী অমিতাভ দত্ত,	সদস্য,
৪) শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া,	সদস্য,
৫) শ্রীমতি বিজয়লক্ষ্মী সিনহা,	সদস্যা,
৬) শ্রী মনোরঞ্জন দেববর্মা,	সদস্য,
৭) শ্রী বীরজিৎ সিনহা,	সদস্য.
৮) শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ,	সদস্য,
৯) শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা,	সদস্য.

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২৫৯ ধারা মতে অধ্যক্ষ মহোদয় রুলস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হয়ে থাকবেন।

৩) কমিটি অন্ প্রিভিলেজেস্

১) শ্রী বাসুদেব মজুমদার,	চেয়ারম্যান,
২) শ্রী সমীরদেব সরকার,	সদস্য,
৩) শ্রী পদ্মকুমার দেববর্মা,	সদস্য,
৪) শ্রী সুধন দাস,	সদস্য,
৫) শ্রীমতি সন্ধ্যারাণী দেববর্মা,	সদস্যা,
৬) শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায়,	সদস্য,
৭) শ্রী বিজয়কুমার রাংখল,	সদস্য,
৮) শ্রী রতনলাল নাথ,	সদস্য,
৯) শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া,	সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রী বাসুদেব মজুমদার মহোদয়কে কমিটি অন্ প্রিভিলেজেস্-এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

৪) কমিটি অন্ লাইব্রেরী

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা মহোদয়কে কমিটি অন্ লাইব্রেরী কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

১।	শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা	চেয়ারম্যান,
২।	শ্রী মনোরঞ্জন দেববর্মা	সদস্য,
৩।	শ্রী উমেশচন্দ্র নাথ	সদস্য,
৪।	শ্রমতি বৈজয়ন্তী কলই	সদস্যা,
৫।	শ্রী নারায়ণচন্দ্র চৌধুরী	সদস্য,
৬।	শ্রীমতি বিজয়লক্ষ্মী সিনহা	সদস্যা,
৭।	শ্রী বিজয়কুমার রাঙ্খল	সদস্য,
৮।	শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাস	সদস্য,
৯।	শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা	সদস্য,

মিঃ স্পীকার :— ৫) কমিটি অন্ ডেলিগেড লেজিসলেশান

১।	শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া,	চেয়ারম্যান,
২।	শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায়,	সদস্য,
৩।	শ্রী পদ্মকুমার দেববর্মা,	সদস্য,
৪।	শ্রী গীতামোহন ত্রিপুরা,	সদস্য,
৫।	শ্রী নারায়ণচন্দ্র চৌধুরী,	সদস্য,
৬।	শ্রী সুধন দাস,	সদস্য,
৭।	শ্রী বিল্লাল মিঞা,	সদস্য,
৮।	শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাস,	সদস্য,
৯।	শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া,	সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ১০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে কমিটি অন্ ডেলিগেড লেজিসলেশান্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

৬) কমিটি অন্ গভর্ণমেণ্ট এস্যুরেন্স

১।	শ্রী মানিক দে,	চেয়ারম্যান,
২।	শ্রী সমীরদেব সরকার,	সদস্য,
৩।	শ্রীমতি সন্ধ্যারাণী দেববর্মা,	সদস্যা,
৪।	শ্রী প্রণব দেববর্মা,	সদস্য,
৫।	শ্রী নারায়ণচন্দ্র চৌধুরী	সদস্য,
৬।	শ্রীমতি বৈজয়ন্তী কলই,	সদস্যা,

৭। শ্রী রতনলাল নাথ, সদস্য,

৮। শ্রী কাজলচন্দ্র দাস, সদস্য,

৯। শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা, সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক দে মহোদয়কে কমিটি অন্ গভর্ণমেন্ট এস্যুরেন্স কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

৭) কমিটি অন্ পিটিশান্

১। শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায়, চেয়ারম্যান,

২। শ্রী গীতামোহন ত্রিপুরা, সদস্য,

৩। শ্রী বাসুদেব মজুমদার, সদস্য,

৪। শ্রীমতি বৈজয়ন্তী কলই, সদস্যা,

৫। শ্রীমতি সন্ধ্যারাণী দেববর্মা, সদস্যা,

৬। শ্রী প্রণব দেববর্মা সদস্য,

৭। শ্রী বীরজিৎ সিনহা, সদস্য,

৮। শ্রী বিল্লাল মিঞা, সদস্য,

৯। শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া, সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় মহোদয়কে কমিটি অন্ পিটিশান কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

৮) কমিটি অন্ এ্যাবসেন্স অব্ মেম্বারস

১। শ্রী অনিল চাকমা চেয়ারম্যান,

২। শ্রী গীতামোহন ত্রিপুরা, সদস্য,

৩। শ্রীমতি বিজয়লক্ষ্মী সিনহা, সদস্যা,

৪। শ্রী প্রণব দেববর্মা, সদস্য,

৫। শ্রী গৌর কান্তি গোস্বামী, সদস্য,

৬। শ্রী পদ্ম কুমার দেববর্মা সদস্য,

৭। শ্রী কাশিরাম রিয়াং, সদস্য,

৮। শ্রী কাজল চন্দ্র দাস, সদস্য,

৯। শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা, সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রী অনিল চাকমা মহোদয়কে কমিটি অন্ এ্যাবসেন্স অব্ মেম্বারস কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

৯) হাউস কমিটি

১।	শ্রী গৌরকান্তি গোস্বামী,	চেয়ারম্যান,
২।	শ্রী বিন্দুরাম রিয়াং	সদস্য,
৩।	শ্রী মনোরঞ্জন দেববর্মা,	সদস্য,
৪।	শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা,	সদস্য,
৫।	শ্রী নারায়ণচন্দ্র চৌধুরী	সদস্য,
৬।	শ্রী অনিল চাকমা,	সদস্য,
৭।	শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাস,	সদস্য,
৮।	শ্রী বিল্লাল মিঞা,	সদস্য,
৯।	শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া,	সদস্য,

বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রী মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরকান্তি গোস্বামী মহোদয়কে হাউস কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

GOVERNMENT BILL—Introduced.

মি: স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :-"The Tripura Appropration Bill, 2000 (Tripura Bill No 10 of 2000)". উৎথাপন।

আমি এখন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "The Tripura Appropration Bill, 2000 (Tripura Bill NO. 10 of 2000)".

মি: স্পীকার : এখন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি

মোশানটি হলো :— "The Tripura Appropration Bill, 2000 (Tripura Bill No. 10 of 2000)."

(এই বিলটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহিত হলো)

PRIVATE MEMBER'S MOTION.

মি: স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো— "প্রাইভেট মেম্বারস" মোশান আজকের কার্য্যসূচীতে দুইটি প্রাইভেট মেম্বারস মোশন আছে। প্রথম মোশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ মহোদয়। মোশানটি সভায় উৎথাপণের জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি। সভায় উৎথাপনের পর মোশানটির উপর আলোচনা আরম্ভ হবে।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ মহোদয়কে অনুরোধ করছি মোশানটি উংথাপন করার জন্য।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার মোশানটি সভায় উংথাপন করছি। মোশানের বিষয়বস্তু হলো :— Let all political parties refrain from calling "bandhs" which has been judicially described as harmful and disruptive of public interest. স্যার, এই মোশানটি আনতে আমাকে বাধ্য করেছে, কয়েকটা ঘটনার প্রেক্ষাপটে। আমি সেই ঘটনাগুলি বল্‌ছি।

গত ১১ই মে, ২০০০ ইং বৃহস্পতিবার বামফ্রন্টের ডাকে সর্বভারতীয় বন্ধ ছিল। আমাদের ত্রিপুরায়ও এই বন্ধটি হয়েছে। তখন আমি জি. বি. হাসপাতালে। সমস্ত ইমর্পটেণ্ট প্যাথলজি বলুন, সিটিস্ক্যান বলুন, এক্সরে বলুন আরও অন্যান্য যে বিভিন্ন টেষ্ট, সোনোগ্রাফি বলুন টেক্‌নিসিয়ানদের এই যে যারা ষ্ট্রাইকের সমর্থক ছিল উনারা জোর করে এদেরকে বের করে নিয়ে একটা মিছিল সংগঠিত করল জি. বি. চত্বরে। এটা হচ্ছে বৃহস্পাতিবার ১১ই মে। সেই দিন হাসপাতালে মুমূর্ষ রোগীদের কোন রকম রক্ত, স্টুল, ইউরিন সোনোগ্রাফী, এক্সরে, সিটিস্ক্যান হাজার হাজার পেশেণ্টদের সেই সুযোগটা থেকে বঞ্চিত। শুক্রবার ১২ই মে, সেকেণ্ড ফ্রাইডে। সিগনেচার হাসপাতাল নরম্যাল কোর্স বন্ধ। ১১ই মে, বামফ্রন্টের ডাকা বন্ধ, ১২ই মে, সেকেণ্ড ফ্রাইডে হাসপাতাল বন্ধ। যারা প্যাথলজির সমস্ত কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাদের ছুটি। এই দুইটা দিনে হাজার হাজার পেশেণ্টের খুব জরুরী যাদের পরীক্ষা, স্টুল, ইউরিন, সোনোগ্রাফী কিংবা সিটিস্ক্যান সেই পরীক্ষাগুলো করা যায় নি। দুইজন পেশেণ্টের ম্যালেরিয়া স্পেসিফাইড্ পাওয়া গিয়েছিল। এদের মধ্যে একজন সি. আর. পি. এফ এর জওয়ান। রক্ত পরীক্ষা করা হয়নি। কেঁপে কেঁপে জ্বর আসছিল। ম্যালেরিয়ার স্পেসিফাইড্ নাকি বেড়ে গেছে। পরে রোগী মারা যায়। সেখানে একটা জিনিস ভাবতে লাগলাম। এই ঘটনাগুলি দেখার পর যে এক পাশে বন্ধের পক্ষে যদি শ্লোগান করি আর একদিকে যদি বন্ধের বিপক্ষে শ্লোগান করি এইসব আমি ভাবতে লাগলাম। দাড়ি পাল্লা নিয়ে মাপলে আমি মনে করি কার পক্ষে কোনটা বেশী ভারি হবে। দেখলাম বিরোধীদের পাল্লাটা ভারি। কারণ এই বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের যেখানে ত্রিপুরার ৭৪ শতাংশ মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। এদের মধ্যে কেউ রিক্সা চালক, দীনমজুর, কেউ তরকারী ব্যবসায়ী, খেঁটে খাওয়া শ্রমিক। তারা সেই দিন কাজ করতে পারে না। এই পরিবারগুলো কিন্তু দিন আনে দিন খায়। বিকাল বেলা ২ টার সময় হঠাৎ করে মারা গেলে দেখলাম বিভিন্ন পার্টির কমপিটিশান লেগে যায় কে আগে বন্ধ ডাকবে। দেখলাম বামফ্রন্ট ডাকছে, চার দলীয় জোট ডাকছে। ২ টার সময় ঘটনা হয় ৬ টার সময় মাইক নিয়ে বেড়িয়ে যায় গাড়িগুলো! এই যে যারা দিন আনে দিন খায় তাদের কথাতো কোন রাজনৈতিক পার্টিগুলো একবারও ভাবেন না। এরা আগামীকাল কি খাবে? মাননীয়

অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপর যে জিনিসটা দেখলাম ষ্ট্রাইক্ ডাকা নিয়েও একটা রাজনীতি হয়। ১১ই মে, বন্ধের আগে একটা বন্ধ হয়েছিল কিছু দিন আগে ত্রিপুরা রাজ্যে। ১১ জন বাঙ্গালীকে হত্যা করা হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে। অথচ এর দুই দিন আগে ৬ জন ট্রাইবেলকে মারা হয়েছিল। সেই দিন কোন পার্টি কিন্তু বন্ধ ডাকেননি। তার পরের দিন ১১ জন বাঙ্গালী মারা গেল। ঐ হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা বন্ধ ডাকা হল। এটা কি রকমের ঘটনা? একটা সম্প্রদায়ের লোক মারা যাবে সে ৬ জন লোক তাদের সময় বন্ধ ডাকা হলোনা কেন? ১১ জন বাঙ্গালী মারা গেছে তাদের জন্য বন্ধ ডাকা হয়। আমরা ক্ল্যাসিফিকেশান করছি যে এরা মারা গেলে পরে টি ইউ জি. এস ডাকবে বা টি. এন. ভি. ডাকবে আমরা ডাকব না। এইটা আমাদের মানসিকতা। স্যার, তারপরে আমি লক্ষ্য করলাম স্ট্রাইক ডাকার পরে মাননীয় চীফ্ সেক্রেটারী একটা সারকুলার দেন বাধ্যতামূলক যে, সমস্ত কর্মচারীদের অফিস আদালতে হাজির হওয়ার জন্য। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায়। বামফ্রন্ট ডাকলেই যে ত্রিপুরা বন্ধ এই রাজ্যের চীফ্ সেক্রেটারী সারকুলার ইস্যু করেন সমস্ত কর্মচারীরা যেন অফিসে উপস্থিত হয়। এদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের চাপ যে অফিসে যাবেন না। রাস্তা দিয়ে গেলে আমরা পিকেটিং করে সমস্ত পার্টির যারা পার্টিসিপেট করে যে, আজকে অফিসে যাবেন না। দোকান খুলবেন না। আর একদিকে চীফ্ সেক্রেটারী সারকুলার দেন যে, না আপনাদের অফিসে আসতে হবে। না আসলে ডিসিপ্লিনারি এ্যাকশন্। এক দিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের চাপ আর অপর দিকে পার্টির চাপ যে, আপনারা যাবেন না, দোকান খুলবেন না ইত্যাদি। আর ওদিকে চিফ্ সেক্রেটারী সার্কুলার দেন যে, না আপনারা আসতে হবে। কিভাবে আসবে? দূরদূরান্তের যারা চাকুরীজীবী তারা কিভাবে আসবে? এদিক থেকে আমরা কেউ ভাবিনা। আমরা সবাই স্মরণ করতে পারি যে এই বন্ধের নজীর ঘটনাটাকে। ভারতবর্ষের এমন কোন নজীর ঘটনা নেই যে সরকারের এ্যাগেনেইষ্টে বন্ধ ডাকে। ফলে কোন কোন বন্ধের ক্ষেত্রে কমপিটিশন লেগে যায়। বন্ধের সময় খোঁজ নেয় যে থার্ড, সেকেণ্ড ফাষ্ট পার্টি হয়েছে কিনা। ইন্টারনালী এই নিয়ে আলোচনা হয়। তাহলে বন্ধ ডেকেছে কার স্বার্থে? কার উদ্দেশ্য? তাহলে আমরা বলতে পারি যে বন্ধ ডেকে কোন সমস্যা সমাধান হয়েছে? আমাদের রাজ্য বলেন বা অন্য কোন রাজ্য বলেন এই রকম সমস্যার সমাধান হয়েছে? বন্ধ করে আমাদের কোন সুরাহা কিংবা লাভ হয়েছে? নাকি অর্থনৈতিক দিক থেকে আমাদের স্ট্যাট ক্ষতি হয়েছে। তাহলে লাভ হয়েছে কার? যারা অংশীদারে আছেন কিন্তু কি করবেন? যারা অল ইন অল আছেন তাদেরই লাভবান হবে। একটা ফ্রেণ্ডস লিপস দে এনজয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কেরালা হাই কোর্টে একটি কেইস হয়েছিল বন্ধকে কেন্দ্র করে। ভারত কমার্স অ্যাণ্ড আদার্স ভার্সাস ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসসিষ্ট) এখানে মহামান্য হাইকোর্ট বলেছে, আর্টিকল ভায়োলেট হচ্ছে। ১৯ এবং ২১ আর্টিকেলে কি বলা আছে? আর্টিকেল ১৯ এ বলা আছে, protection of certain right which includes to move freely throughout the territory India. স্যার, বন্ধ না হলে আমাদের রাইটস। To carry on any occupation, trade and business.

আর আর্টিকেল ২১ এ কি বলা হয়েছে? বলা হয়েছে, Protection of life and personal liberty. Also in contravention of Directive principles of State policy. And Fundamental Duties Enumerated in the Constitution.

তাহলে আর্টিকল, ১৯, ২১ অ্যাণ্ড ৫১ এই ধারাগুলির যে প্রিন্সিপ্যাল্স্ অব ষ্টেট পলিসি এইগুলি আমরা ভায়োলেট করছি। কেরালা হাইকোর্ট বন্ধকে বে-আইনী বলে আখ্যায়িত করেছেন। পরে কমিউনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া (মার্কসসিষ্ট) সুপ্রীমকোর্টে অ্যাপীল করেন। সুপ্রীমকোর্ট কেরালা হাইকোর্টের রায়কেই অ্যাপ্রূভ করেছেন, এবং এটাকে সঠিক বলে অভিহিত করেছেন। মহামান্য কোর্ট কি বলেছে, "We cannot also ignore the destruction. স্যার, পলিটিক্যাল পার্টিস্‌কে বলছে" We are inclined to the view that the political parties and the organisations which call for such bundhs and enforce them are really liable to compensate. কাকে কম্‌পেন্‌সেইট? না, গভর্ণমেণ্টকে কম্‌পেন্‌সেইট করবে? স্যার, এখানে তো ক্ষমতাশীন বামফ্রন্ট ষ্ট্রাইক ডাকছে? কি করে গভর্ণমেণ্টকে কম্‌পেন্‌সেইট করবে? এখানে সাংবাদিক বন্ধুরা বসে আছেন, অনেকে হয়ত জানেন না, যদি কোন পলিটিক্যাল পার্টি আগামী দিনে বন্ধ কল করে, তাহলে কমপেনসেইট করতে হবে গভর্ণমেণ্টকে। এই বিষয়টি সবাইকে ওয়াকিবহাল করার জন্য আমি সাংবাদিক বন্ধুদের অনুরোধ করছি। এখানে পরিষ্কার লেখা আছে, "We are inclined to inclined to the view that the political parties and the organisations which call for such bundhs and enforce them are really liable to compensate the Government, the public and the private citizen for the loss suffered by them for such destruction. The State cannot shirk responsibility of taking steps to recoup and of recouping the loss from the sponsors. স্যার, সরকার যে সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টিস বন্ধ ডাকে তাদের কাছ থেকে বন্ধ বা স্ট্রাইকের কারণে যে লস হয় তা আদায় করার জন্য মহামান্য আদালত রায় দিয়েছে, loss from the sponsors and organisers of such bundhs. We think that those aspects justify our intervention under Article 226 of the Constitution. সুপ্রীম কোর্ট এই স্ট্রাইককে ইলিগেল বলছেন। বলেছে, গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। বলেছে, আর্টিকল্ ১৯, ২১এ যে ফ্রীডম আছে সেই ফ্রীডমকে কার্টেল করা হচ্ছে। স্যার, একথা মহামান্য সুপ্রীমকোর্ট বলেছেন। কেরালা হাই কোর্ট'ও স্ট্রাইককে unconstitutional and illegal বলেছে এবং এই স্ট্রাইকের রায় নিয়েও অ্যাপীল করা হয়েছে সুপ্রীম কোর্টে, কাজেই স্যার, Bundh is not an ultimate solution.

কাজেই স্যার, এই পঞ্চবটীবনে গণহত্যায় আমার জানা মতে, অনেক আত্মীয়-স্বজন তাদের নিকট আত্মীয়কে দেখতে যেতে পারে নি। উদয়পুরে ছিলেন অনেক আত্মীয়-স্বজন, বিশালগড়ে

ছিলেন অনেক আত্মীয়-স্বজন। এই সব নিকট আত্মীয়রা তাদের প্রিয়জনদের শেষ কাজে যোগ দিতে পারে নি। কারণ, অল পলিটিক্যাল পার্টি'স বন্ধ কল্ করেছিল ফর পঞ্চবটীবন গণহত্যা। আমরা তাদের ডাইরেকট, ইন-ডাইরেকট ফোর্স করেছি, বন্ধ করার জন্য। স্যার, আগরতলা শহরে ১/২ মাস পর পরই কোন না কোন কারণে বন্ধ ডাকা হয়। তখন বিভিন্ন জায়গা থেকে, ঐ পঞ্চবটীবনেও যে পুলিশ ফোর্স আছে, পুলিশ পিকেট আছে সেখান থেকেও পুলিশ ফোর্স তোলে আনা হয়, আগরতলার 'ল অ্যাণ্ড অর্ডার, সিচুয়েশান স্বাভাবিক রাখার জন্য। তাহলে বন্ধ-এর লাভটুকু কি? বন্ধের কোন লাভ নেই স্যার। এটা শুধু গণতন্ত্রের উপর আঘাত ছাড়া আর কিছুই নয়। এতে দেশের ইকনোমিক ব্রেকডাউন হয়, রাজ্যের ইকনোমিক ব্রেক ডাউন হয়। আর যে রাজ্যে ৭৪ শতাংশ লোক দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করছে, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় তাঁর বাজেট ভাষণে বলেছেন, সে জায়গায় আমরা কোন অবস্থাতেই এই বন্ধকে সমর্থন করতে পারি না। যদিও এর ফলে বিরোধীদের এজিটেশানের একটা অস্ত্র আমাদের হাত থেকে চলে গেল, ব্যাট উই ডোণ্ট কেয়ার। এতে আমরা ঘাবড়াই না। উই বিলিভ আওয়ার পার্টি'স আর ফর দ্য পিউপ্যাল। রাজনৈতিক দলগুলি যদি মানুষের জন্য হয়, মানুষের কথা সত্যিকারে চিন্তা করে থাকে, তাহলে এই বন্ধ ডেকে মানুষের হেরাসনী বাড়ানো আর উচিৎ নয় বলে আমি মনে করি। আমি জানিনা কোন মাননীয় সদস্য মহোদয় আমার এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করবেন কিনা? আমার এই প্রস্তাবের ফলে আমাদের লস হলো এবং আমরা এজিটেশন থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। I have ot even consulted with my party in this aspect. আমি আমার দলের মতামত ও নেই নি। I have individually brought this motion. I know that I have to face many questions before my party, but I don't care. I shall always do work for the people, for the interest of my state and for the interest of my nation. As a member I have discharge my duties on behalf of the people of Tripura and nobody can challenge because I am in position of the verdict given by the High Court and thereafter by the Supreme Court. কাজেই এই বন্ধ বেআইনী বলে সুপ্রীমকোর্ট যে ঘোষণা দিয়েছেন এটাকে আমাদের সম্মান জানানো উচিৎ। গণতন্ত্রের উপর যেন আমরা কোন ভাবেই হস্তক্ষেপ না করি। আন্দোলন করার জন্য আমাদের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। আমাদের প্রবলেমগুলিকে সর্ব ভারতীয় নিউজ কাগজে আনার অন্য পদ্ধতি আছে। বন্ধ হচ্ছে আমাদের স্বার্থের কারণে অন্যদের ক্ষতি করে, গণতন্ত্রের উপর আঘাত করে। তাই আমার এই প্রাইভেট মোশানটিকে সবাই সমর্থন করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। এই সামান্য কয়টি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী মানিক দে।

শ্রী মানিক দে : মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী সুদীপ রায় বর্মন এখানে যে প্রাইভেট মেম্বারস মোশান এনেছেন আমি সেটার বিরোধীতা করছি। উনি এখানে যে অধিকারের প্রশ্ন তুলেছেন সেটা ওয়ান সাইড রাইট। একটা পক্ষ অধিকার ভোগ করবে আর একটা পক্ষে অন্যায়ের কোন প্রতিবাদ করতে পারবে না। এটা ঠিক নয়। আমাদের ফাণ্ডামেণ্টাল রাইট আছে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার। কেউ বনধ ডাকলে কে মানবে না মানবে এটা তার নিজস্ব ব্যাপার। যদি কোথাও অন্যায় ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয় সে ক্ষেত্রে যথেষ্ট আইন রয়ে গেছে। কিন্তু তার জন্য বনধ ডাকা যাবে না, ধর্মঘট ডাকা যাবে না এটা অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ। উনি যে যে বক্তব্য রেখেছেন একটা অংশের অধিকারকে সুরক্ষিত করার জন্য এই মোশানটি এখানে মুভ করেছেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করা নাগরিক অধিকার। সে অধিকার সে ভোগ করবেই। স্যার, আমাদের যে সমস্ত মৌলিক অধিকার আছে তার মধ্যে অন্যতম হল বাক স্বাধীনতা। সে বাক স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ ব্রিটিশের সময় ছিল। এটা এখন চলতে পারে না। গণতন্ত্রের যে ডেফিনেশান মাননীয় সদস্য মহোদয় এখানে দিয়েছেন সেটা ওয়ান সাইডেড। সেবা করব, অধিকার ভোগ করতে পারব না। আমার উপর অন্যায় হবে, আমি তার প্রতিবাদ করতে পারব না। এই ব্যবস্থা কোন ডেমোক্রেসীতে হতে পারে না। গণতন্ত্রে কর্তব্য বোধ যেমন আছে তেমনি অধিকারেরও সুযোগ দিয়েছে। গণতন্ত্র কথাটির অর্থ হলো অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। কেউ যদি কোথাও জোর করে বনধ চাপিয়ে দেয় তার জন্য যথেষ্ট আইন রয়ে গেছে। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমরা বন্ধ ডাকতে পারব না, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারব না, এটাতো হতো পারে না। উনার এই প্রস্তাব মার্ল্টি ন্যাশানাল ক্যাপিটেল, মনোপুলিশ ক্যাপিটেল যারা এই অধিকারগুলিকে কাট করতে চায় তাদেরকেই এটা সাহায্য করবে। যারা গরীব মানুষ, দিন আনে দিন খায়, সে সমস্ত মানুষের অধিকারকে এস্টাব্লিশ করার জন্য আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করবই। শ্রেণীগত ভাবে তারা বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত এবং শোষিত। সেই অংশের মানুষের অধিকার রক্ষা করার জন্যই সাংবিধানিক অধিকার এবং বন্ধের অধিকার যেন তাদের দেওয়া হয়েছে এবং এখনে উনি যে কথা বলছেন এটা কএ ধরনের দুর্বলতার পরিচয়। মানুষ যখন ধীরে ধীরে অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে এবং সেখানে সেই অন্যায়ের প্রতিবাদকে দাবিয়ে দেওয়ার জন্য এটা এক ধরনের দুর্ব্বলতা। তার পরিচয় হলো যেমন আমি এই কারণে বলছি এটা তাদের সাহার্য্য করবে যেমন ধরুন কিছু দিন আগের একটা ঘটনা এনড্রন কোম্পানী এসেছে ভারতবর্ষে সেখানে শুধু ট্রেড ইউনিয়ন করছে। এই এনড্রন কোম্পানীর বিরুদ্ধে একজন শ্রমিক দরখাস্ত করার অপরাধে সে ইউনিয়ন করবে তার বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ জানাতে হয় তাহলে তাকে যেতে হবে ওয়াশিংটনে। মারতী ইনভেষ্টমেণ্ট ক্যাপিটেলের সঙ্গে সেই এগ্রিমেণ্টই এসেছে। সেই এনড্রন কোম্পানী তাহলে আমরা সেই দিকে নিয়ে যাচ্ছি এবং এই মারতী নেশন্যাল

ক্যাপিটেলগুলিকে ট্রেড ইউনিয়নের যে অধিকার, তার বিরুদ্ধে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার যে অধিকার সেটা থেকে বঞ্চিত করার জন্যই এটা সাহায্য করবে। আমি মনে করি হিউমেন রাইটের কথা যারা বলে যাচ্ছেন এবং হিউমেন রাইট মিনস্ শুধু একটা অংশের মানুষ অধিকার ভোগ করবে এটা নয়, হিউমেন রাইট সবার জন্য। যেমন আমি যখন আক্রান্ত হব তখন আমার প্রতিবাদ করার যে ভাষা সেটাও হিউমেন রাইট এবং সেই হিসাবে হিউমেন রাইট চিহ্নিত। মাননীয় সদস্য এখানে বলতে গিয়ে ১১ তারিখের ধর্মঘটের রেফারেন্স টেনেছেন। সেই ১১ তারিখের ধর্মঘট সম্পর্কে জেনারেল ধর্মঘট যেটা হয়েছে থ্রু আউট ইণ্ডিয়া ৫৬টা শহরে এই লেফট্ফ্রন্টের ডাকে নয় এটা ৫৬টা গণ সংগঠনের সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধ মঞ্চের আহ্বানে এটা হয়েছে এবং অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন থেকে সমর্থন করেছে। ১১ তারিখের ধর্মঘটে হাসপাতাল সামিল হয় নি কারণ হাঁসপাতাল ধর্মঘটের বাইরে থাকে এবং এসেনশিয়াল সার্ভিস যেগুলি মানুষের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেগুলি ধর্মঘটের আওতার বাইরে থাকে কিন্তু সেখানে যদি কেউ না আসে বা কিছু না করে এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার কাজেই মাননীয় সদস্য যে ভাবে বিষয়টা উত্থাপন করেছেন সেটা ওয়ান সাইড তাই উনার যে বক্তব্য সেই মোশানটার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রী দীপক কুমার রায়:— এই যে, বক্তব্যটা মাননীয় সদস্য, সুদীপ রায় বর্মণ এই হাউসে রেখেছেন এবং ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে আমার বন্ধুবর মাননীয় সদস্য মানিক দে যে বিরোধীতা করেছেন আসলে বক্তব্যটা তো যে ভাবে রাখার দরকার ছিল, সে ভাবে রাখার ক্ষেত্রে কিছুটা অন্তরায় হয়েছে বলে মনে হয়। কারণ কোন ট্রেড ইউনিয়ন বা কোন সংস্থা যে কেউ কোন দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে বন্ধ ডাকতে পারে কারণ একশ (১০০) বার তার সেই অধিকার আছে সেটাকে আমি সমর্থন করি। কিন্তু এই ত্রিপুরা রাজ্যে দুই তিন দিন পর পর হত্যার প্রতিবাদে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে যে বন্ধ ডাকা হয়, এই পার্টি বলে রাষ্ট্রপতির শাসনের জন্য বন্ধ চাই, ঐ পার্টি বলে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার জন্য বন্ধ চাই আমি কোন পার্টির নাম করছি না। এই যে, পর পর বন্ধ রাজ্যের অস্থির পরিস্থিতিতে কারণ আজকে মারা যাবে, কালকে মারা যাবে এটা নিত্যনৈমিত্তিক প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই রাজ্যে এখন এত বন্ধ হচ্ছে কারণ প্রতিটি পলিটিক্যাল পার্টি বন্ধে একটা প্রতিদ্বন্দিতা, প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে। এই সব ব্যাপারে কথাটা মাননীয় সদস্য বোধহয় বলতে চেয়েছিলেন যে কোন অধিকারের বিরুদ্ধে কোন বন্ধ নয়। রাজ্যের অস্থির পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়ার জন্য একটা সুকৌশল হিসাবে এই বন্ধে যে, রাজ্যকে স্তব্ধ করে রাখা হয়েছে এটা একটা অপচেষ্টা। রাজ্যে যে, অস্থির পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়ার জন্য একটা সুকৌশল হিসাবে এই বন্ধ ডেকে রাজ্যকে স্তব্ধ করে রাখার এই যে একটা অপচেষ্টা, পরিস্থিতিকে সামাল দিতে না পেরে সবাইকে ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া, পরিস্থিতির প্রতিবাদ করার কোন ভাষাকে বন্ধ করে দেওয়া এই যে একটা সুকৌশল এটার বিরুদ্ধে ছিল মাননীয় সদস্যের বক্তব্য। কাজেই আমি বলব, এই রাজ্যে যেসব উদ্দেশ্যে বন্ধ ডাকা

হচ্ছে, অধিকারের উদ্দেশ্যে নয়। আমার বক্তব্য এখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মানুষ মরলে কার আগে কে বন্ধ ডাকবে, কার আগে কে বন্ধের সমর্থন করবে, কে বিরোধীতা করবে এই হচ্ছে বন্ধ। কাজেই এই বন্ধকে মানা যায়না। এই বন্ধে রাজ্যের গরীব মানুষ, শ্রমজীবি মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ তারা প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এই বন্ধ তাদের অধিকারের বন্ধ না। তাদের অধিকারের বন্ধের বিরুদ্ধে আমরা বলছিনা। কাজেই মাননীয় সদস্য সুদীপবাবুর যে বক্তব্য এটাকে আমি সমর্থন করছি। পাশাপাশি মাননীয় সদস্য মানিক দে যেটা বলেছেন একটা আর একটা দিক। এখানে কথাটা ক্লিয়ার হয়নি। বন্ধ ডাকলে পরে এটা সিস্টেম রয়েছে, অধিকার রয়েছে, রাইট রয়েছে। সেই অধিকারকে সামনে রেখে বন্ধ ডাকতে হয়। কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যদি ডাকা হয় সেটাকে মানা যায়না। সেটাকে বন্ধ করার জন্য আমাদের আবেদন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, রতনবাবু কিছু বলবেন নাকি?

শ্রী রতনলাল নাথ :— স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য সুদীপবাবু যে প্রাইভেট মেম্বারস্ মোশান এনেছেন্ এটাকে আমি শ্রদ্ধা করি, সমর্থন করি এই কারণে আমরা গতকালও এখানে আলোচনা করেছি।

মি: স্পীকার :— রতনবাবু, আপনি কি ইণ্ডেপেণ্ডেস্ থেকে বলছেন নাকি কংগ্রেস থেকে বলছেন? সুদীপবাবু কিন্তু ইণ্ডেপেণ্ডেস্ বলেছেন।

শ্রী রতনলাল নাথ :— স্যার, আপনি কিন্তু চেয়ারে থেকে এই কথা বলতে পারেন না? এর পরে আমি যদি কথা বলি আপনাকে, বিরক্ত হবেন কিন্তু। আমার জন্য কি সীট অ্যালট করে দিয়েছেন আলাদা করে?

মি: স্পীকার :— যিনি মোভার তিনি কিন্তু বলেছেন। একটু রসও বোঝেন না?

শ্রী রতনলাল নাথ :— ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে কটুক্তি করুক আমার আপত্তি নেই, কিন্তু চেয়ারে বসে আপনি এই কথা বলতে পারেন না।

মি: স্পীকার :— আচ্ছা ঠিক আছে বলুন।

শ্রী রতনলাল নাথ :— গতকালকে এখানে অ্যানকোয়ারী কমিশন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেছি এখানে বাধ্য ৬ বৎসরের মধ্যে স্টেবেল করা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে সুপ্রীম কোর্টের রুলিং দেখিয়ে বলেছেন, না, এটা মেনডেটরী না। এখানে মাননীয় সদস্য সুদীপ বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন এই কারণে যে কেরালা হাইকোর্ট এবং পরবর্তী সময়ে সুপ্রীম কোর্ট এটাকে দিয়েছে এবং পশ্চিমবাংলার অ্যাডভোকেট জেনারেল নরনারায়ণ গুপ্ত উনি এবং বহু রাজ্যের অ্যাডভোকেট

জেনারেল সুপ্রীম কোর্টের এই সিদ্ধান্তকে পুর্ণবিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। দিস জাজমেন্ট স্ট্যাণ্ডস্ স্টিল। এখনও সেই ব্যাপারে কোন ফয়সালা হয়নি। আমরা-ত আইনের বাইরে যেতে পারি না। দ্বিতীয় হচ্ছে, ত্রিপুরার এই পরিস্থিতিতে সুদীপবাবুর প্রস্তাবটি সর্বান্তকরণে সমর্থন করা উচিত। উইদাউট নোটিশ সকালে ঘটনা হল, বিকালে স্ট্রাইক। পঞ্চবটিতে মারা গেল উইদাউট নোটিশ লোক্যাল সি, পি, এম পার্টি কল করল স্ট্রাইক। কেউ যেতে পারলনা। নিশ্চয়ই তার সময়সীমা দেওয়া উচিত। একদিকে সুপ্রীম কোর্টের রায়, সেটাকে মানতে হবে। স্ট্রাইক যদি করতেই হয় অগত্যা, যেহেতু মানিকবাবু এখানে অপোজ করেছেন, এখানে উনারা সর্বসম্মতি ক্রমে এটা মানবেননা। কিন্তু উইদাউট নোটিশ, স্টেট গভর্ণমেন্টের চীফ সেক্রেটারীর যে সার্কুলার সেটা কলাপাতার মত। গভর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত ফর দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশান মূল্যহীন। আমি অনুরোধ করব এই প্রস্তাবকে সমর্থন করার জন্য। সাথে সাথে সুপ্রীম কোর্টের যে রায় মানছেনা বোঝা যাচ্ছে। আমরা হাউসে দাঁড়িয়ে কিভাবে সুপ্রীম কোর্টের অর্ডার মান্য করবনা এইটা যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে বলেন তাহলে ভাল হয়। কারণ পশ্চিমবঙ্গের অ্যাডভ্‌কেট জেনারেল উনিও কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের রায়কে-এখন যদিও উনি বলছেন রি-কনসিডারেশনের জন্য, কিন্তু বিরোধীতা করতে পারেন নি। এখন এই রাজ্যে যদি অগত্যা এই প্রস্তাবকে সমর্থন করা না হয় তাহলে অন্তত নোটিশ ছাড়া বন্ধ যাতে ডাকা না হয় এবং সময় না দিয়ে যাতে বন্ধ ডাকা না হয় ত্রিপুরা রাজ্যে, এই আবেদন টুকু সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টির কাছে রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ মহোদয় যে মোশানটি এখানে এনেছেন এটাতো আসলে কেরালা হাই কোর্টের যে রায়টা, এই রায়টাকেতো উনি লাষ্টে এটা রেফার করেছেন আমি এই রায়টা পড়েছি এবং এটা নিয়েতো সুপ্রীম কোর্টে গেছেন। মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ যা বলেছেন, এই পজিশনে আছে। এখানে আমি প্রথমত যে কথা বলতে চাইছি শ্রেণী বিভক্ত সমাজে কিন্তু কোর্ট কাচারী সব কিছুর উপরে না। কাজেই এগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা এটা শ্রেণীগত অবস্থান থেকে তার বিশ্লেষণ করি, আমি সেদিকটাতে যাচ্ছি না। সময় খুব কম, এখানে আরও একটা মোশান আছে। স্বাভাবিক যার যার অবস্থান থেকেই সিদ্ধান্ত করবেন, বিশ্লেষণ করবেন, গ্রহন করবেন, না বর্জন করবেন তারা ঠিক করবেন এখানে হরতাল বা বন্ধ, বন্ধতো আসলে এই রায়ের মধ্যে এক জায়গায় বলা আছে এটা একটা হিন্দি শব্দ তারাই এটাকে বোঝানোর জন্য একটা ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। এই দুইটা শব্দই মাননীয় সুদীপ বাবু মেনশন করেছেন, আমি লক্ষ্য করেছি। যাই হোক, যদি বলেন নীতিগতভাবে কেরালা হাই কোর্টের যে অবস্থান তার সঙ্গে আমি একমত পোষণ করতে পারছি না। ১৯৩৫ সালে তখন দেশ স্বাধীন হয়নি, সেই সময়

কংগ্রেস ছিল জাতীয় রাজনৈতিক দল, আমাদের দেশে সব চেয়ে বড় রাজনৈতিক দল এবং সেই সময় ভারত শাসন আইনের প্রশ্নে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের যে বিষয়গুলি সেখানে উথ্থাপিত হয়েছিল তাতে অধিকারগুলি, কিন্তু সেখানে নীতিগত ভাবে গৃহীত হয়েছিল, স্বীকৃত হয়েছিল। মানুষের প্রতিবাদ করার যে বিভিন্ন ধরন বা ফর্ম্ গুলি এবং ইন্‌ট্যারন্যাশনলী এগুলি অ্যাক্সেপটেড। এটা শুধু ভারতবর্ষের প্রশ্ন না, পৃথিবীব্যাপী সেগুলি কিন্তু নীতিগতভাবে অ্যাক্সেপটেড। কাজেই সেই জায়গায় মালিকের অনুমতি নিয়ে শ্রমিক ধর্মঘট করবে এটা কি করে হয়, এটাতো হয় না। কাজেই এই জায়গায় ধরুন আমাদের দেশের সরকার কতগুলি সিদ্ধান্ততো নিচ্ছেন সেগুলি মানুষ গ্রহণ করতে পারছে না। কাজেই তার মত নিয়ে পারমিশন্ নিয়ে এটা করতে যাবে আর সরকার এগুলি সমর্থন করবেন বা পারমিশন দেবেন এটাতো হতে পারে না, এটা হবে না। সেই জায়গায় আমি যাচ্ছি না। এটা ঠিক বলেছেন যে সুপ্রীম কোর্ট কেরালা হাই কোর্টের এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে যেভাবে তারা এটাকে র‍্যাটিফাই করছেন ইন্‌ডিরেক্‌টলী আমরা বলব তারা এটা পুনর্বিবেচনা করুন এবং আমরা বলব প্রয়োজনে আমাদের দেশের সংবিধানের যে ধারাগুলিকে উল্লেখ করে তারা এই জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করছেন তার পরে এটা সংশোধিত হোক। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও প্রতিবাদের অধিকারকে এভাবে হরণ করার মত একটা অবস্থা যেটা তৈরী হচ্ছে এটাকে সমর্থন করা যায় না। এটা ঠিক, তার সঙ্গে আমি একমত যে, জোর করে কোন আন্দোলন বা, কোন সংগ্রাম এটা হরতালই হোক আর বন্ধই হোক, জোর করে করাটা ঠিক নয় এবং এটা যদি কোথায়ও কেউ করার চেষ্টা করেন তাহলে তো আমাদের দেশের যে প্রচলিত আইন আছে সেই আইনে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ আছে, কিন্তু এই হরতাল বা বন্ধকে বন্ধ করা যায় না এবং সেই আইনগুলির মধ্য দিয়ে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক, এবং এই রকম ঘটনার বিভিন্ন মামলা আছে। কাজেই সংক্ষেপে আমি একথাই মাননীয় সদস্যের আনা মোশানটা সমর্থন করতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

শ্রী রতন লাল ন্যাথ :— নোটিশ ছাড়া বা সময় না দিয়ে যাতে বন্ধ ডাকা না হয় সে সম্পর্কে তো কিছু বললেন না।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** এটা তো, যারা ডাকেন তারা দেখবেন। তবে এটা ঠিক যে, একটু সময় দিয়ে বন্ধ ডাকা উচিৎ এবং সাধারণতঃ দায়িত্বশীল সংগঠন যারা বন্ধ ডাকেন তারা এই জাতীয় এসেনশিয়্যাল যে এরিয়াগুলি আছে সেগুলিকে তারা আগেই বন্ধের আওতার বাইরে রাখেন। কিন্তু এটা সত্য যে, কোন কোন সময় কিছু অসুবিধা যে হয়না ঘটনা তা নয়, অসুবিধা কিছু হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সার্বিকভাবে প্রতিবাদের এটা একটা ধরন, সব দিকেই কিছু সুবিধা থাকলে আবার কিছু অসুবিধাও থাকবে। ইয়েস্ থাকলে নো থাকবে, নো

থাকলে ইয়েস্ থাকবে। কাজেই সব কিছু মিলিয়ে ব্যাপারটা আমরা দেখব। তবে নিশ্চয়ই, যে কোন রাজনৈতিক দলের এই অধিকারটা থাকবে যাতে মানুষ একটু সুযোগ পায় সেটা দেখার। কতক সময় কিছু কিছু এমন ঘটনা ঘটে যার অ্যাজ পার দা মোমেন্ট, কোন কোন দল সিদ্ধান্ত করে এগিয়ে যান, কি করা যাবে?

মিঃ স্পীকার :— ২য় মোশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুরজিৎ দত্ত মহোদয়, মোশনটি সভায় উথ্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। সভায় উৎথাপনের পর মোশানটির উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। এখানে আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুরজিৎ দত্ত মহোদয়কে অনুরোধ করছি মোশানটি সভায় উৎথাপন করার জন্য।

শ্রী সুরজিৎ দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার মোশানটি সভায় উৎথাপন করছি। মোশানটির বিষয়বস্তু হল :— "রাজ্যের একমাত্র জুটমিলের শ্রমিক কর্মচারীদের বিগত দুই মাস ধরে বেতন না পাওয়া সম্পর্কে।" মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ রেকর্ড পরিমাণ পাট উৎপাদন করলেও ত্রিপুরার সমতল এবং পাহাড় অঞ্চলে কখনো পাট উৎপাদনে পিছিয়ে ছিল না। সমতলের কৃষকদের পাশাপাশি ব্যাপক অংশের জুমিয়ারাও পাট উৎপাদনে একসময় বিশেষ নজীর সৃষ্টি করেছিল। তাদের হাত ধরেই ত্রিপুরার পাহাড়ে মেস্তা থেকে শুরু করে সব ধরনের পাট বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত হতো। মূলত: এই উৎপাদনের উপর নির্ভর করেই প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল শিল্প গঠনের। তার গর্ভেই জন্ম নিয়েছে রাজ্যের জুটমিল-যা শুধু ত্রিপুরার অর্থ এবং কিছু বেকারের রুটি রোজগারের উৎস হিসেবেই যুক্ত ছিলনা, প্রত্যন্ত ত্রিপুরায় জুমিয়াদের বাঁচার স্বপ্ন দেখিয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যারা একদিন খোলা ময়দানে শ্রমিক কৃষক থেকে শুরু করে এই সব জুমিয়াদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক বলে দাবী করতো সেই বামফ্রন্টের স্বার্থান্বেষী মহলের কারসাজীতে স্বপ্নের জুটমিলটি আজ অন্তর্জলী যাত্রা পথে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, বামফ্রন্টের এই সব নেতারা কি না করেছে জুটমিলের নামে। প্রথমত: বলা যায় শ্রমিকদের ক্ষেত্রে শুরু থেকেই দুর্নীতি একসময় জুটমিল হয়ে উঠেছিল দলীয় ক্যাডারদের পুনর্বাসনের মুক্তাঙ্গন। জুটমিলের উন্নয়নের নামে যন্ত্রাংশের কেনা বেচার বাজারে নেতারা হয়ে উঠেছিল এক একজন দক্ষ দালাল। সেই দালালীর ভাগ নিতে গিয়ে নেতারা কে কত মেদ বৃদ্ধি করেছেন তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও আজকের জুটমিলের বেহাল অবস্থা থেকে নেতাদের সেই লুটপাট বাণিজ্যের চিত্র সেটা আঁচ করতে পারবেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে আমি জানাতে চাই, যেখানে জুটমিলের উৎপাদিত পণ্যের বাজারও রয়েছে। তাছাড়া কাঁচামালেরও বিশেষ একটা অভাব নেই, তা সত্বেও জুটমিলের উৎপাদন কেন শিকেয় উঠেছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উক্ত বিষয়ে আমি আপনার মাধ্যমে সুস্পষ্ট তদন্ত চাই। রাজ্যবাসীরা চান তাদের স্বপ্নের জুটমিলের কেন এই করুন অবস্থা ? তার জন্য কারা মূল আসামী তা চিহ্নিত করা হোক জনসমক্ষে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শুনলে অবাক হবেন-যারা মাঠে ঘাটে নিজেদের বেসরকারী করনের ঘোর বিরোধী বলে দাবী করেন তাদের আমলেই রাজ্য ইন্টারনেশন্যাল নামে এক প্রতারক কোম্পানীকে রাজ্যের জুটমিলকে বে-আইনীভাবে তোলে দেওয়া হয়েছিল। এবং এই কার্য্যের ব্যাপারে যিনি খুব অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছিলেন, তিনি রাজ্যের বর্তমান বামফ্রন্টের সাংসদ শ্রী সমর চৌধুরী মহাশয়। প্রায় এককোটি টাকা সহ জুটমিলের প্রচুর যন্ত্রাংশ মেরামতির নাম করে এই প্রতারক কোম্পানী বেপাত্তা হয়ে যায়। এবং এই ব্যবসায়ীকে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আজ পর্য্যন্ত কোন তদন্ত বা মামলা রুজু করেন নি রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের এই নীরব ভূমিকার কারণ নিশ্চয়ই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সভায় বিস্তারিতভাবে জানাবেন এই আশা রাখছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আজকে জুটমিলের ১৭৮৬ জন শ্রমিক বিগত দুই মাস ধরে তাদের প্রাপ্য বেতন পাচ্ছেন না। যার ফলে এই শ্রমিকদের পরিবারগুলি অনাহারে এবং অর্দ্ধাহারে দিন যাপন করেছে। যা এই শতাব্দের আরেকটি নির্মম ঘটনা।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে জানতে চাই যে, রাজ্যের শিল্প দপ্তরের বাজেটের টাকা কোথায় ব্যয়িত হচ্ছে ? কারণ রাজ্য সরকার আজ পর্য্যন্ত এটা দাবী করতে পারেননি যে, রাজ্যের শিল্প প্রসারের এমন কোন নজীর সৃষ্টি করতে পেরেছেন। আশা রাখি এই বিষয়ে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী এই সভাকে পরিস্কারভাবে অবহিত করবেন। তাই আমি সম্পূর্ণ রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে এই রাজ্যের এই শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং জুটমিলের শ্রমিকদের স্বার্থে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখছি।

(১) পূর্বের ন্যায় রাজ্যের পাট চাষের উৎপাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া।

(২) অবিলম্বে রাজ্য সরকার বিশেষ অর্থ মঞ্জুরীর মাধ্যমে এবং কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে শ্রমিকদের বকেয়া বেতনভাতাদি মিটিয়ে দেবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

(৩) পুরানো মেসিনগুলিকে প্রয়োজনীয় সংস্কারের ব্যবস্থা করা এবং নতুন মেসিন ক্রয় করে মিলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

(৪) রাজ্যের বাইরে উৎপাদিত চট দ্রব্যাদি বাজারজাত করার ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

আমি আশা করি এই সভার সকল সদস্যই উল্লিখিত বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সহমত পোষণ করবেন। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া : – মি: স্পীকার স্যার, এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক, যে রাজ্যে দিন দিন বেকার সমস্যা বাড়ছে। রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রগতিও সেভাবে হচ্ছে না। এটার মূল কারণ হচ্ছে রাজ্যে শিল্পের বিকাশ নেই। রাজ্যের উৎপাদিত কাঁচামাল দিয়ে এখানে শিল্প গড়ে তোলা যায়। বাইরে থেকে কাঁচামাল এনে এখানে শিল্প করা যাবে না। খন্দেশ্বরী চিনির কল স্থাপন করার সিদ্ধান্তটা সঠিক চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছিল। রাজ্যের উৎপাদিত আখ দিয়ে চিনি উৎপাদন করে রাজ্যের চিনির চাহিদা মেটাতে সমর্থ হবে বলেই চিনি কলটি স্থাপন করা হয়েছিল। আজকে এই খন্দেশ্বরী চিনির কলটি মৃত। কি কারণে, আমি এতে যাচ্ছি না। যদি চালু থাকত তা হলে এটা আরো প্রসার হতে পারত। এখন বাইরে থেকে চিনি আনারও প্রয়োজন পড়ত না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য চিনি না, পাট নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— এই কারখানায় অনেক বেকারের চাকুরী হত। ঠিক তেমনি হতে চলছে রাজ্যের একমাত্র জুটমিলটিও। মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন যে, আমাদের রাজ্যে জুমিয়া থেকে আরম্ভ করে সবাই পাট চাষ করতেন। আমার জন্ম কৃষক পরিবারে। জুমচাষ আমি দেখেছি। প্রচুর পাটচাষ আমরা নিজেরাও করেছি। পাটের কাঠিটাও গ্রামের মানুষের নিত্য দিনের প্রয়োজনে আসে। রাত্রে চলাফেরা করতে, রান্না করতে পাটের খুব ব্যবহার হয়। প্রতিটি পরিবারে এই পাট-শোলা সংরক্ষণ করে রাখে। আজকে জুটমিল বন্ধ হওয়ার পিছনে কি কারণ ? মিঃ স্পীকার স্যার, আমি দেখেছি ১৯৯৯ ইং, ৩.৮৮ কোটি টাকা খরচ করতে হয়েছে। গত বছর ৪.৬৫ কোটি টাকা ধরা ছিল। এবার হয়েছে ৫.৮৮ কোটি টাকা। তার মানে, প্রায় ১ কোটির উপর খরচ করতে হয়েছে।

গত বছর 8 কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ধরা ছিল। খরচ হয়েছে ৫ কোটি ৮৮ লক্ষ তার মানে প্রায় 8 কোটির বেশী খরচ করতে হয়েছে। এবার ধরা হয়েছে ৫ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। তারপরে কর্মচারীরা বেতন পাচ্ছে না। তার অর্থ হল জুটমিলটা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। মাননীয় মন্ত্রী তার বাজেট ভাষণে বলেছেন যে, ৯২ শতাংশ সাবসিডি দিয়ে এই সমস্ত চালু রাখা হয়েছে। যেটা এই রাজ্যের যে আর্থিক সঙ্গতি সেই সঙ্গতির তুলনায় এটা বিরাট বোঝা। মি: স্পীকার স্যার, আমি আবারও জোড়ালো ভাবে দাবী করছি রাজ্যের চিনি কল এবং জুটমিল কিভাবে চালু রাখা যায় সেই ব্যাপারে পর্যালোচনা করার জন্য একটা কমিটি করা হউক। এবং সেখানে এস/টি, এস/সিদের রোস্টার সেখানে মানা হয় নি। যেমন আজকে মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে এস/টি-রা সেখানে থাকতে চায় না। ভয় পায়। এটা যুক্তি-সঙ্গত কথা নয়। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সব জায়গাতেই কোথাও উপজাতিরা কোথাও অনুপজাতিরা নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছে। কিন্তু আগরতলায় এখনো আমরা শান্তি সম্প্রীতি বজায় রেখেছি। এখনো আগরতলা থেকে কোন উপজাতি ভয়ে চাকুরী ছেড়ে যায় নি। কাজেই সেখানে যদি চাকুরী দেওয়া হয় আমার মনে হয় না যে তারা আসবে না। কারণ পাশেই ও. এন. জি. সি. কমপ্লেক্স আছে

সেখানেও তো উপজাতি থাকছেন। কেউ ভাড়া বাড়ীতে থাকেন, কেউ কোয়াটারে থাকছেন কেউ তো চাকুরী ছেড়ে যায় নি। রাজ্যের কৃষকদের দিকে লক্ষ্য রেখে জুটমিলকে বাঁচানো দরকার। এস. সিদের জন্য এখানে জোট উন্নয়নের জন্য টাকা রেখেছেন। গতকাল অঘোরবাবু এনেছেন ১৯ নং ডিমাণ্ড। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এইগুলি মাঠে কোন কাজেই লাগছে না। সবই আত্মসাৎ হচ্ছে। রাজ্যে আরো বেশী করে শিল্প গড়ে উঠা দরকার। কাজেই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ।

শ্রী রতনলাল নাথ :— মি: স্পীকার স্যার, আমি বেশী সময় নেব না। এখানে মাননীয় সদস্য সুরজিৎবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে প্রশ্নের উত্তরে জুট মিলের নিয়মিত কর্মচারী সংখ্যা ১৬১৪ জন। এবং বলেছেন সেখানে কোন অনিয়মিত কর্মচারী নেই। এবং নিয়মিত বেতন দেওয়া হয়। রাজ্য সরকারের শেয়ার ক্যাপিটাল এবং জুট মিলের নিজস্ব আয় থেকে বেতন দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা গেল দুই মাস ধরে তারা বেতন পাচ্ছে না। ফার্স্ট পে কমিশন যখন গঠন হয় তখন জুট মিলকে আওতায় আনা হয় নি। দ্বিতীয় পে কমিশন যখন গঠন হয় তখন জুট মিলকে আওতায় আনা হয়। কিন্তু সমস্ত সুপারিশ করার পরেও জুট মিলের শ্রমিক কর্মচারীরা দ্বিতীয় পে কমিশনের কোন রকম সুফল পায়নি। তৃতীয় পে কমিশনের সময়ও তাদেরকে আওতায় আনা হয়েছিল। কিন্তু এম টি ডি প্রকাশ আই এ এস কোর্টের কোন রকম অনুমতি ছাড়াই তাদেরকে পে কমিশনের আওতার বাইরে নিয়ে আসে। এই সিদ্ধান্তটা সরকার কিভাবে গ্রহণ করল এটা আমার বোধগম্য নয়। চতুর্থ পে কমিশনের সময় হাই কোর্টের নির্দেশ অনুসারে জুট মিলকে পে কমিশনের আওতায় আনা হয়। চতুর্থ পে কমিশনের সাথে সাথে রাজ্য সরকার আর একটা পে রিভিউ কমিটি নামে কমিটি গঠন করে। এমন দুইটা কমিটিই তাদের সুপারিশ দাখিল করেছে। কিন্তু কোন সুপারিশই কার্য্যকর করা হয় নি যাতে তারা যথাযোগ্য সুযোগ নিতে পারে তারজন্য অনুরোধ করছি। তাদের বেতনের বৈষম্য ফুল এফেক্ট অব রিভাইজ পে ফিক্সেশন বেনিফিট ১.১.৯৬, কেস বেনিফিট অক্টোবর ১৯৯৮। কেরিয়ার এডভান্স স্কীম ডিয়ারনেস এলাউন্স, হাউস রেন্ট কম্পেনস্যাটরি এলাউন্স, মেডিক্যাল এলাউন্স, ওয়াসিং এলাউন্স ইকোয়েল পে ফর ইকোয়েল স্ট্যাটাস স্ট্যাগনেশন বিনিফিট, সিনিয়রিটি অব স্টাফ, এই জিনিষগুলি সরকারী অধিগৃহিত সংস্থা এবং রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা পাচ্ছে, আপনি খবর নিয়ে দেখুন এই জিনিষগুলি যেটা বললাম সেখানে তারা পাচ্ছে না। আমি যতটুকু জানি বর্তমানের যে মুখ্যসচিব কোন কমিটির সুপারিশ কার্য্যকর করেন নি এবং চতুর্থ পে কমিশনের আওতায় আনেন নি। প্রোপার ইনকোয়ারী করে তাদের বেতন যাতে আপটুডেড করা হয় সেই অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় মন্ত্রী, পবিত্র কর।

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী সুরজিৎ দত্ত মহাশয় জুট মিল কর্মীদের বেতন দিতে পারেন নি সেই সম্পর্কে একটা নোটিশ দিয়েছেন। তাদের বেতন দিতে পারেন তার জন্য আমি মন্ত্রী এবং সরকার পক্ষ থেকে দুখিত যে, তাদেরকে সময় মত বেতন দিতে পারে নি। কিন্তু কারণগুলো আমি যদি বলি তাহলে পরিষ্কার হবে। ২০০০-২০০১ সালে জুট মিল থেকে শেয়ার ক্যাপিটাল হিসাবে ৫ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এই টাকাটা যদি ভাগ করি শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য তাতে দেখা যায় যে, ৪৪ লক্ষ টাকা করে প্রতি মাসে আসে। কিন্তু এখন সর্ব্বশেষ পে কমিশন আমরা যেটা ইন্ট্রোডিউস করেছি তাতে বেতন ভাতা যা বাড়ে এতে প্রতিমাসে আমাদের জুটমিলের শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন লাগে ৬৮ লক্ষ টাকা। তা হলে প্রতি মাসে ২৪ লক্ষ টাকার মত আমাদের গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে এবং এটা পূরণ করতে হয় তাকে উৎপাদন করে। আমি ১৯৯৫ থেকে এটা বলেছি উৎপাদন বাড়িয়ে কিন্তু শ্রমিক কর্মচারীরা এটা আর্ন করে আজকে এটাকে এই জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে। আমরা এই সময়ে কেন বেতন দিতে পারিনি এটা আগে ক্লিয়ার করতে চাই। আমাদের কাছে অর্ডার আছে যে এফ. সি. আই. তে এই মালটা যাবে এবং এই মালের বিল প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা, এটার অর্ডার আমাদের কাছে আছে। আমরা এই মালটা মে, জুন মাসে পাঠাতে পারিনি। কারণ আসামের বন্যার জন্য আমরা ওয়াগন পাইনি। প্রায় দেড় মাসের উপরে আমাদের টি. আর. টি. সি. এই মালটা কেরিং করে এজেন্সি হিসাবে। আমি নিজে এই ব্যাপারে যোগাযোগ করেছি এবং আমরা মালিগাঁওতে লোকও পাঠিয়েছি। গত ১৫ দিন আগে আমরা ওয়াগন পেয়েছি। এখন এই মালটা গিয়ে পৌঁছবে এবং আমরা আশা করছি আগামী ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে এই ৪০ লক্ষ টাকা আমরা পেয়ে যাব। বাজেট হলে পরে মাঝখানে একটা গ্যাপ হয়। এতে সরকারী কর্মচারীদের কোন অসুবিধা হয়না। যেহেতু বাজেট না হলেও সেটা এল. ও. সি. হিসাবে চলে যায় কিন্তু একটা শেয়ার ক্যাপিটাল। এই গ্যাপ যখন হয় তখন আমি নিজে ইউনিয়নগুলির সঙ্গে কথা বলেছি এবং এই অবস্থাটা আমি তাদের বুঝিয়েছি। তাদেরকে বলেছি এবং এই বিষয়গুলিও আছে, এখন আমি কি করতে পারি। তারপর আমি অর্থ মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি যে স্পেশালি বাজেট হওয়ার সাপেক্ষে যাতে অন্তত কিছু টাকা আমাদের দেওয়া হয়। তখন আমাদের ডিপার্টমেন্টে কিছু টাকা ছিল। আমরা তা বের করে গত তিন, চারদিন আগে এখানে অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে ৩৯ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে। এটা প্রসেস হতে তো আরো অন্তত চার, পাঁচ দিন সময় লাগবে। ইতিমধ্যে আমাদের হাতে যে ১৩ লক্ষ ছিল এটা একটা সেইলের টাকা পেয়েছিলাম। এই ১৩ লক্ষ টাকা আমরা শ্রমিক কর্মচারীদের এডভান্স হিসাবে দিয়েছি। যারা বেতন পান এই বেতন দিয়ে সংসার চালাতে অসুবিধা হয়। যদি দুই তিন মাস বেতন না পায় তা হলে পরবর্তী সময়ে আরো অসুবিধা হয়। সেটা বলার অপেক্ষা রাখেনা। আমরাও

এই ব্যাপারে সম ব্যথিত। আমরা আমাদের এই অসুবিধার জন্য তাদেরকে বেতন দিতে পারিনি। কিন্তু এই বেতন আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই টাকা আসলে আমরা আর একটা দিনও দেরী না করে তাদেরকে সেই টাকা দিয়ে দেব। আরেকটা জায়গায় শ্রমিকদের সি. পি. এফ আমাদেরকে ২৩ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা এর মধ্যে দিতে হয়েছে। কারণ এটা দিতে হবে, এটা শ্রমিকদের পাওনা। ফলে এই টাকা দিতে গিয়ে আমাদের আরেকটু অসুবিধা হয়েছে। তারপরে যে প্রশ্নটা এসছে এই জুটমিলের ব্যাপারে আমি আগেও বলেছি ৫ কোটি ১১ লক্ষ টাকা আমরা ঋণ নিয়েছিলাম, প্রথম যখন জুট মিল আমরা শুরু করি। আই, এফ, সি আই ; আই, ডি, বি, আই, ইউকো ব্যাংক, কমার্শিয়াল ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক এবং এল, আই, সি থেকে। এখন সুদে আসলে এটা ১৭ কোটি টাকার উপরে হয়েছে। এই নিয়ে কেইস অনেক হচ্ছে এবং জুট মিলের প্রপারটি আবার এমনকি নতুন সরকার আসার গেরাণ্টি সহ। আমরা সরকারের পক্ষ থেকে একটা এক্সপার্ট কমিটি করে এবং ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টের সাথে কথা বলে আমরা সুদ দিতে পারব না। যারা আসল নিতে চান নিয়ে যান। আমরা জুট মিলকে দেনা মুক্ত করতে চাই যদি আমরা জুট মিলকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি। তাতে কতকগুলো ইনষ্টিটিউশান তারা উইথ আউট ইণ্টারেষ্ট, টাকা নিতে রাজি হয়েছে। আর ইউনাইটেড ব্যাংক কিছু ইণ্টারেষ্ট সহ তারা আমাদের সঙ্গে এগ্রিমেণ্ট দিয়েছে। গত অর্থ বছরে বাজেটের যে আলাদা প্রভিশান ছিল তার পরে অর্থ দপ্তর জুট মিলকে রক্ষা করার জন্য ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা এই দেনা আমরা পরিশোধ করছি। তাতে ইউ, বি, আই, কে দিয়েছি আমরা ৫১ লক্ষ টাকা, আই এফ সি, কে দিয়েছি ৪৩ লক্ষ টাকা আই ডি বি আই, কে দিয়েছি ২৩ লক্ষ টাকা, এল আই সি-কে দিয়েছি ২৭ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা। তাহলে এই জুট মিলকে রিভাইভড করার জন্য আমাদের প্রডিউজড কোন টাকাটার মধ্যে ঘাটতি আছে। এবং এই জুট মিলকে গত ৫ বছর এ আমরা ১৯৯৫ থেকে এটা চালিয়েছি আমি বলব মাননীয় সদস্যকে বুঝার জন্য। এটা বাস্তব ঘটনা ১৯৮৯ ইং, থেকে এই জুট মিলটি বন্ধ ছিল, হয়তো যন্ত্রপাতি কোন জায়গাতে বন্ধ ছিল তারপরে এটা যদি ৫ বছর চালু না হয় ৫ বছর পরে তাহলে এই যন্ত্রপাতি থেকে সেই উৎপাদন আসতে পারেনা, স্বাভাবিক ভাবে এটা যন্ত্রতো। ফলে যে সময় আমরা সরকারে এসেছি আমাদের অর্থের দিক দিয়ে অসুবিধা ছিল যে কারণে ১ বছর চালু করতে পারি নি। এবং মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন রাজ ইণ্টারেশেনকে তৎকালীন যে মন্ত্রী অন্য কোন কারণে না যেহেতু আমাদের টাকা ছিল না আমরা জুট মিলকে চালু করতে চাই সে স্ট্রিট করছি এস্পেকট। আমরা ইনকোয়ারী করছি তাতে নোটিশ পাঠিয়েছি। কিন্তু আমরা দেখছি হিসাব করে আমাদের কিছু কিছু বা তেমন বেশী লস্ হয়নি। ফলে আমরা সবটাই এগজামিন করছি, আমরা যে করছি তা না। কিন্তু এর পরেও কিন্তু বন্ধ রাখতে হয়েছে। কিন্তু তারপরে আমরা আবার সেটাকে চালু করছি এবং চালু করে ১৯৯৫-১৯৯৬ ইং সনে উৎপাদন যখন আমরা শুরু করেছি এবং

সেই বছরে উৎপাদন হয়েছে ৭৭৫.৭৯ মেট্রিক টন। ১৯৯৬-১৯৯৭ ইং সনে ১৬৭৩.৯৪ মেট্রিক টন উৎপাদন করি। ১৯৯৭-৯৮ ইং সনে ১৯৫৬.১২ মেট্রিক টন উৎপাদন হয়। ১৯৯৮-৯৯ ইং সনে ২১৯৬ মেট্রিক টন আমরা সেখানে উৎপাদন করি। ১৯৯৯-২০০০ ইং সনে ২৬৯৫.৬৭ মেট্রিক টন উৎপাদন হয়। এগুলো শেয়ার ক্যাপিটাল থেকে করি। তাতে শুধু আমরা বেতন ভাতা না আমি এটা বলব যে এই যে পে-কমিশন এর আগেও আমরা দুইবার বাড়িয়েছি। তাদের যে ডেয়ারনেস এ্যালাউন্স বাকী ছিল আমরা সবটা ক্লিয়ার করে দিয়েছি। পাঁচ বছরে জোট সরকারের আমলে এবং আমাদেরও কিছু টি এফ প্রায় ৪ কোটি টাকার উপরে দেনা পড়েছিল, এই টাকাটাও আমরা ক্লিয়ার করেছি। ওরা এই ইন্টারেষ্ট আমাদের উপরই চার্জ করছে এটা নিয়ে আমরা অনেক কথা বার্তা বলেছি তাদের সঙ্গে, আসলে তো আমাদেরকে মুক্ত করা। তাহলে জোট সরকারের সময়েতে এই যে একটিভিটি এটা কি মিন করে। এই সরকারের সদ্‌ইচ্ছা বা এই মিলটাকে বাঁচিয়ে রাখা, ওয়ার্কারদের বাঁচিয়ে রাখা, তাদের পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখা এবং এই মিল যদি চালু না থাকে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া জোট কর্পোরেশন টোট্যালি পাট কেনা বন্ধ করে দিয়েছে। তাহলে আমাদের যে জুমিয়ারা তার যে পাটের উৎপাদন কমে গেছে। নেচারেলি কিছু জুমের মধ্যে পাট হয়, অন্যান্য জায়গাতে পাটের উৎপাদন কমে গেছে। আমরা এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টকে বলেছি যে টাকাটা আছে সেটাকে আরোও বাড়ানো। এবারও বাজেটে টাকা রাখব যাতে করা হয় আমরা এটা চাই। এবং এই জুটমিল আমরা জে. সি. কে আমরা দপ্তরের পক্ষ না কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট এমনকি এক সময় আমাদের ফিনান্স মিনিষ্টারকেও ইনভলব হয়ে তাদেরকে অনুরোধ করেছিল যে আমরা পাট প্রাইভেট থেকে কিনতে চাই না, আমরা বলছি করুন ওরা করছে না। আমরা আমাদের এপেক্স থেকে চার বছর পাট কিনেছি। কিন্তু এপেক্স-এর কতকগুলো জে, সি, আই টাকা পারসেল দিচ্ছে না, যে কারনে এপেক্সকেও শেয়ার ক্যাপিটাল না থাকার ফলে এপেক্স কেও নিজের দায়িত্ব নিয়ে পাট ক্রয় করার চেষ্টা করতে পারছে না। এই বছরে ওরা সিদ্ধান্ত করছে যে ভাবেই হোক আমরা মিলে এপেক্স যাতে পাট ক্রয় করে। চাষীদের কাছ থেকে যাতে সরাসরি আমরা পাটটা ক্রয় করতে পারি এটা আবারও সিদ্ধান্ত হয়েছে। ফলে এই বিষয়গুলো আমাদের কাছে পরিস্কার এই জুট মিলকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে চাই এবং এটা মাথায় রেখেই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুধু জুটমিল না যে সমস্ত কর্পোরেশনগুলো আছে তাদেরকে নিয়ে মিটিং করেছেন। সেই মিটিং-এ এগুলোকে কি ভাবে অন্তত বেশী লাভ না হোক সমান সমান যদি পাওয়া যায় এটা আলোচনা করেন। এবং যাতে ভাল ভাবে চালাতে পারি তার জন্য অর্থ সচিবকে চেয়ারম্যান করে একটা কমিটি করা হয়েছে। তারা তাদের রিপোর্ট ইতিমধ্যেই জমা দেওয়ার জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছে। আমরা পাব। তাদের রিকমেণ্ডেশান বলে সরকার ঠিক করেছে যে আমরা তাকে রিসিভ করার জন্য এবং কিভাবে আমরা সাহায্য করতে পারি, ভাল ভাবে চিন্তা আমরা করব। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছে এই

থেকে কে অর্থলগ্নী সংস্থা আমাদের টাকা দেবে? এতে সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে। এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে আমরা জুটমিলের বোর্ড, আমরা নিজেরা ও বছরে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সহ প্রাথমিক ভাবে হিসাব করেছি যে প্রায় ২ কোটি টাকা লাগবে। শেয়ার ইত্যাদি রিপেয়ারিং করার জন্য প্রায় আরও ৫০ লক্ষ টাকা লাগে। জুটমিলকে ভালভাবে চালাতে গেলে ৩ কোটি টাকা লাগবে প্রতি বছর (ওয়ার্কিং ক্যাপিটেল)। তার বেতন ভাতার বাইরে যদি হয় সেই ভাবে আমরা প্রজেকট্ রিপোর্ট তৈরী করছি। আসাম জুটমিল বিভিন্ন সাহায্য পাচ্ছে সেই কারণে সেটা দাঁড়িয়ে আছে। যে পরিমানে আমাদের উৎপাদন হওয়ার কথা সেই পরিমাণে পারছিনা। কারণ আমাদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটেল নেই। এই জিনিষগুলি আমি আপনাদের কাছে বললাম, তার পরে যে বিষয়গুলি এখানে এসেছে সেখানে রাখা হয়েছে। ঋণ নেওয়াটা অসুবিধা আছে এবং আমাদের মধ্যে পরিকল্পনা আছে সেখানে কাজ করছে এবং কোন সমস্যা নেই। জিনিষ উৎপাদন করলেই হয় না বাজারজাত করার ব্যাপার আছে। বামফ্রন্ট সরকার এটাকে যে বেসরকারী করার কোন পরিকল্পনা আছে বলে আমার জানা নেই। আমরা হয়ত কারোর সাহায্য নিতে পারি কিন্তু আমি এটা বলতে পারি জোট সরকারের আমলে এই জুটমিল বিক্রি করে দেওয়ার চিন্তা হয়েছিল।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়।

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) :— স্যার, আমাকে উত্তর দিতে হবে। জুটমিল কর্মচারীরা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করে এই মিলকে বাঁচিয়ে ছিল। শ্রমিক কর্মচারীর যে বেতন ভাতার কথা পরে হয়েছে। একটা সময়েতে যে কমিশনের আওতার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

ন্যাশনাল জুট্ কো-অপারেশান তার লেবার এ্যাক্ট-এ তাদের বেতন ভাতা নির্ধারিত হয়। ত্রিপুরাতে দপ্তর থেকে বলা হয়েছে সেক্রেটারী বলেছে যে পে কমিশন্ এর আওতায় আনতে শ্রমিক কর্মচারীদের এখানে যে ডি. এ. হয় সেটা এখানে ইনডাসট্রিয়্যাল ডি. এ. হয় তাতে শ্রমিকদের লড়াই করার যে অধিকারটা পে-কমিশান এ সেটা থাকে না। এই কারণেই তারা বাদ দিয়েছিল। এবং উৎপাদন যেমন হচ্ছে মাঝে দুবার আমরা তাদের বেতনও বাড়িয়েছি। আমরা তাদের সমস্ত ডি. এ. পরিস্কার করেছি। তারপর এই বছর যখন কোয়েশ্চান আসল তাদের পে-কমিশান্ এ ঢোকানো হবে কি না, যেহেতু লেবার এ্যাক্ট এ তাদের আগে ঢোকানো হয়নি, তাই পে-রেভিউ কমিটি করেছিলাম যাতে শ্রমিক কর্মচারীরা বঞ্চিত না হয় কিন্তু তার পরে তারা কোর্টে যান এবং কোর্ট থেকে একটা রায় হয় যে নাকি ঢোকানো হউক। আমরা সঙ্গে সঙ্গে এই কোর্টের রায় পেয়ে আমরা ঢোকাই এবং পে-কমিশান্ এর যে রিপোর্ট থেকে ভিত্তি করেই আমরা আমাদের রিপোর্ট এ নিয়ে আসি। তার ভিত্তিতে ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট্ এর সাথে কথাবার্তা বলে আর. ও. পি. হয় এবং এটা জুট মিলেও ইনট্রুডিউস্‌ড্ হয়েছে। তবে তার যে বেতন ভাতা অন্যান্য যে বিষয়টা সেটা ইনক্লুড্ ছিল। তবে তার যে বেতন ভাতা ও অন্যান্য যে এলাউন্স ভাতা এর যে

বিষগুলি, সেই বিষয়গুলি একসক্লুড ছিল। আমরা আবার বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করে ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের কাছে পাঠিয়েছি। তারা অন্যান্য কর্পোরেশন গুলিতে যেসব হারে বেতন ভাতা এবং সুযোগ সুবিধা আছে সেইগুলি দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত হয়েছে। সবগুলি যাতে ইনট্র ডিউস হয় এবং এই ফাইল আমরা পাঠিয়েছি। স্যার, তাদেরকে বঞ্চনা করার কোন প্রশ্ন নেই। আমরা সমস্ত বিষয়টি খুব সিরিয়াসলি টেইক আপ করি যাতে এই মিলের শ্রমিক এবং কর্মচারী তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। আমাদের পাট চাষীদের স্বার্থে এই জুট মিলকে টিকিয়ে রাখার জন্য সরকার সমস্ত প্রচেষ্টা নিচ্ছে। এস. সি এবং ও. বি. সি প্রশ্নটা অনিল দা বলছেন আমি আগে যে কথাটা বলছিলাম যে ও বি' সি রয়েছে। ট্রাইবেল কর্মচারী নেই এটা ঠিক না। ট্রাইবেল কর্মচারীরা আছে এখানে তারা কাজ করছে। অনেক কর্মচারী কাজ না করে চলে গেছে, তখন ট্রাইবেল নন ট্রাইবেলের কোন প্রশ্ন ছিল না। ফলে সেই জায়গাতে এখনও জুট মিলের ওয়ারকাররা কাজ করছে। আমাদের বোর্ডের একজন মেম্বার আছে, ট্রাইবেল ওয়'কার রবীন্দ্র দেববর্মা আমরা তার পরিবর্তন পর্যালোচনা করলাম। আমরা এস. সি. এবং এস. টি ডিপার্টমেণ্টের পক্ষ থেকে রোষ্টার বের করছি। কিছু গেপ আছে তবে গেপ বর্তমানে যে পজি্শান আমি দেখছি নতুন লোক একজনও নেই। ডাই-ইন-আরনেস যে কেইস গুলি এই গুলিকে এডজাষ্ট করতে পারছি না এখনো। আমরা গভর্ণমেণ্টের কাছে পাঠিয়েছি প্রস্তাবগুলি কিভাবে আমরা তাদেরকে ব্যবস্থা করতে পারি এবং কি ভাবে তাদেরকে সুযোগ সুবিধা দিতে পারি। এই জায়গাতে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করতে চেষ্টা করছি। আর বেতনও যত তাড়াতাড়ি দেওয়া যায় তার চেষ্টাও আমরা করব। এই বিষয়ে আমাদের সরকার গভীর ভাবে চিন্তা করছেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচী এখানেই শেষ। এই সভা আগামী ২০শে জুলাই, বৃহস্পতিবার, ২০০০ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মূলতবী রইল।

PAPER'S LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

ANNEXURE-'A'

Admitted Starred Question No. 33

Name of the Member : — Shri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Welfare of Scheduled Tribes Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১) রাজ্যে ভিলেজ কমিটির নির্ব্বাচন কবে হবে, এবং	(১) রাজ্যে ভিলেজ কমিটির নির্ব্বাচনের ব্যাপারটি জেলা পরিষদের আওতাভুক্ত।

২) এবং মোট কতটি ভিলেজ কমিটি বর্তমানে আছে ?

(২) বর্তমানে জেলা পরিষদ এলাকায় কোন নির্ব্বাচিত ভিলেজ কমিটি নেই। তবে এ ডি সি গ্রামগুলোতে উন্নয়নের কাজ কর্ম দেখাশোনা করার জন্য ৯ সদস্য বিশিষ্ট মনোনীত Village Development Comittee আছে। তাদের সংখ্যা ৪৫২ জন।

Admitted Starred Question No. 73

Name of the Member :— Shri Khagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Deparment be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে রাজ্যে উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত পদগুলি অবিলম্বে পূরণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে,

২) ইহাও কি সত্য যে উপজাতি কল্যান দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী উপজাতিদের জন্য মোট ৬,০১৪ (ছয় হাজার চৌদ্দটি) শূন্য পদ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে সংরক্ষিত আছে,

৩) যদি সত্য হয়ে থাকে, উক্ত শূন্য পদগুলি কবে নাগাদ পূরণ করা হবে ?

উত্তর

(১) হ্যাঁ, ইহা সত্য যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কতৃ'ক ঘোষিত ২৫ দফা গুচ্ছ প্রকল্প অনুযায়ী উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত সকল শূন্যপদ যত শীঘ্র সম্ভব পূরণ করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে,

(২) রাজ্য সরকারের ৫৫টি বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে মোট ৬০৯৭ (ছয় হাজার সাতানব্বই) টি শূন্য পদ উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আছে।

(৩) ২৫ দফা গুচ্ছ প্রকল্প অনুযায়ী উক্ত শূন্য পদগুলি ২০০২ সালের মধ্যে পূরণ করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে এবং সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ জন্য সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরকে যথাযথ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 83

Name of the Member :— Sri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য জি: বি. হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে সিট সংখ্যা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার অভাব আছে

২) যদি সত্য হয়, তবে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের সিট সংখ্যা বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন কোন পরিকল্পনা আছে কি এবং

৩) যদি থাকে, কি কি পরিকল্পনা আছে তার বিবরণ ?

উত্তর

১) জি.বি. হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে শয্যা সংখ্যা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বর্তমানের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল নয়।

২) প্রশ্ন আসে না।

৩) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 87

Name of the Member :— Shri Bijoy Kr. Hrangkawl

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

Question	উত্তর
1) Is there a plan to review and increase the present rate of Book-Grant for the S. T. Students ?	(১) বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা উপজাতি কল্যান দপ্তরের নেই।
2) If yes, when it is expected to be in effect,	(২) প্রশ্ন উঠে না।
3) If no, what is the reason ?	(৩) ১৯৯৬-১৯৯৭ ইং পর্যন্ত প্রথম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত Free Text Book প্রকল্পে পাঠ্য পুস্তক ক্রয় জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়।

১৯৯৭-১৯৯৮ ইং অর্থ বৎসরে পাঠ্য পুস্তক ক্রয় করার জন্য একাদশ, দ্বাদশ এবং ডিগ্রী কোর্সকেও ফ্রি টেক্সট বুক প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। রাজ্যের State Plan থেকে উপজাতি কল্যান দপ্তরের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে, তা অত্যন্ত সীমিত। তাই উক্ত প্রকল্পে ছাত্র ছাত্রীদেরকে আর্থিক সাহায্য বৃদ্ধির প্রস্তাব এখনও বিবেচনা করা যায় নি।

Admitted Starred Question No. 111

Name of the Member :- Shri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Ihe Health and Family Welfare be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কোন্ তারিখ থেকে খোয়াই মহকুমা হাসপাতালটিতে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নেই।

২। গত তিন বছরে কত জন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে বদলী করা সত্বেও কাজে যোগ দেন নি কিংবা একমাস ও কাজে থাকেন নি !

৩। ইহা কি সত্য কোন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকার ফলে সুষ্ঠ সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাচ্ছে না।

৪। সত্য হলে সমস্যার সমাধান কবে নাগাদ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে ৩-৩-৯৭ ইং তারিখ থেকে ৫-৩-২০০০ ইং তারিখ পর্যন্ত কোন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ছিল না।

২। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বদলী করা সত্বেও গত তিন বৎসরে উক্ত ডাক্তার আইনের আশ্রয় নিয়ে পূর্ব্বের স্থানে রয়ে গেছেন।

৩। বর্তমানে ৬-৩-২০০০ ইং হইতে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে কর্মরত আছেন।

৪। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No, 121

Name of the Member :- Shri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য, কদমতলা পি.এইচ. সি. তে সিট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত থাকা সত্বেও বিল্ডিং হচ্ছেনা, সিটও বাড়ছে না?

২) যদি সত্য হয়, তাহা কবে নাগাদ সিদ্ধান্ত মাফিক কাজ শুরু হবে?

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে।

২) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 127

Name of the Member :-Shri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য কদমতলা হাসপাতালের এম্বুলেন্সটি দীর্ঘদিন যাবৎ ধর্মনগর ওয়ার্কশপ-এ পড়ে আছে;

২) যদি সত্য হয়, তবে উহা মেরামত করতে আরো কতদিন সময় লাগবে?

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে।

২) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 130

Name of the Member :— Shri Sudhan Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে উপজাতি উন্নয়ন নিগমের দপ্তরে যে সব কর্মচারী নিযুক্তি আছেন তাহারা রাজ্যের আরো ৩টি কর্পোরেশনের কাজ পরিচালনা করছেন,	১) ইহা আংশিক সত্য।

প্রশ্ন

২) যদি সত্য হয় তার কারণ কি ?

উত্তর

২) অর্থ দপ্তরের অনুমোদন অনুযায়ী একজন স্টাফই অন্যান্য কর্পোরেশনের কাজ যুগ্মভাবে চালাবে। তাহার বেতন ভাতাদি যুগ্মভাবে বহন করিবে। শুধুমাত্র ও. বি. সি. এবং মাইনারিটি কর্পোরেশনের কাজের জন্য একজন করে মোট দুইজন একাউন্টটেন্ট এবং দুইজন করে মোট চারজন এল. ডি. সি. ডেপুটেশনে নেওয়ার জন্য অর্থ দপ্তর অনুমোদন দেয়। এর মধ্যে দুইজন একাউন্টটেন্ট এবং দুইজন এল. ডি. সি. বিভিন্ন সংস্থা হইতে ডেপুটেশনে আনা হয়। বাকি অন্যান্য কাজ উক্ত উপজাতি উন্নয়ন নিগমের স্টাফরাই করিতেছে।

Admitted Starred Question No. 139

Name of the Member :- Shri Joy Govinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Co-operation Department be pleased to state :—

১নং প্রশ্ন

ত্রিপুরা রাজ্যে জুট কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া বর্তমান আর্থিক বৎসরে কত পরিমাণ পাট ও মেস্তা কি দরে চাষীদের কাছ থেকে ক্রয় করেছে রাজ্য সরকার তা অবগত আছেন কিনা।

উত্তর

ত্রিপুরা রাজ্যে জুট কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া ১৯৯৯-২০০০ আর্থিক বৎসরে কোন পাট ও মেস্তা চাষীদের কাছ থেকে খরিদ করে নাই।

২নং প্রশ্ন

বর্তমান বৎসরে জে, সি, আই-এর পাট ক্রয়ের টার্গেট কত ছিল-এটাও সরকার অবগত আছেন কিনা।

উক্ত আর্থিক বৎসরে জে, সি, আই-এর সুনির্দিষ্ট কোন টার্গেট ছিল না।

৩নং প্রশ্ন

উক্ত পাটের মধ্যে এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ্ সোসাইটির মাধ্যমে কত পাট ও মেস্তা সংগ্রহ করেছে তার আলাদা হিসাব।

ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ্ সোসাইটি লি. উক্ত আর্থিক বৎসরে কোন পাট ও মেস্তা ক্রয় করে নাই।

Admitted Starred Question No. 142

Name of the Member :- Sri Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-chapge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যের বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক হাসপাতালে কতজন ডাক্তার নিযুক্ত আছে ;

২) রাজ্যে আয়ুর্বেদিক পাশ করা কতজন ডাক্তার বেকার অবস্থায় আছেন ;

৩) উদয়পুর শহরে আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ;

৪) থাকলে, বর্তমান অর্থবর্ষে খোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না ?

উত্তর

১) রাজ্যে ১টি আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল সহ ৩২টি আয়ুর্বেদিক ডিসপেনসারীতে মোট ৪৩ জন ডাক্তার নিযুক্ত আছেন।

২) রাজ্যে বর্তমানে ২২ জন আয়ুর্বেদিক ডাক্তার বেকার আছেন।

৩) উদয়পুর শহরে আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল খোলার কোন পরিকল্পনা নাই।

৪) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 145

Name of the Member :- Shri Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য উদয়পুরে একটি জেলা হাসপাতাল তৈরী করা হবে ;

২) সত্য হলে সেই হাসপাতালের জন্য কোথায় জায়গা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে ; এবং

৩) নির্ধারিত স্থানে হাসপাতাল তৈরীর কাজ বর্তমান অর্থ বৎসরে শুরু হবে কি ?

উত্তর

১) উদয়পুরে বর্তমানে জেলা হাসপাতাল (ত্রিপুরা সুন্দরী হাসপাতাল) চালু আছে।

২) প্রশ্ন আসে না।

৩) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 154

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state –

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ত্রিপুরা সরকারের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের জন্য ১৯৯৮-৯৯ ইং অর্থ বছরে সি, এস, এস, এবং এস, সি, এ, প্রকল্প দুটিতে মোট বরাদ্দকৃত, ১২৫৯ ৭২ লক্ষ টাকার মধ্যে ঐ অর্থ বছরে ২৩৬ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থেকে যায়,এবং

২) ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে উক্ত দুটি প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দের টাকা কোন তারিখে কেন্দ্রীয় সরকার রিলিজ করেছিল ?

উত্তর

(১) হাঁ, ইহা সত্য।

(২) ১৯৯৮-৯৯ ইং অর্থ বছরে সি, এস, এস, এবং এস, সি, এ, প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থ বরাদ্দ করেছেন তার বিশদ তথ্য নিম্নে দেওয়া হল।

(১) সি, এস, এস, (Centrally Sponsored Scheme)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ভারত সরকারের মঞ্জুরী তারিখ	অর্থের পরিমাণ
১)	আশ্রম স্কুল নির্মাণ	১৮-১-৯৯ ইং	৮৫'৪৪ লক্ষ
২)	বয়েজ হোষ্টেল নির্মাণ	ঐ	৩৫'৮৬ লক্ষ
৩)	গার্লস্ হোষ্টেল নির্মাণ	ঐ	৫১ ৬৪ লক্ষ
৪)	বুক ব্যাঙ্ক	২২-১-৯৯ ইং	১'১৫ লক্ষ
৫)	কোচিং এণ্ড এলাইড্	২৭-৩-৯৮ ইং	৩'৭২ লক্ষ
৬)	পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশিপ	২১-১০-৯৮ ইং	৫৪'১৪ লক্ষ
		মোট :	২৩১.৯৫ লক্ষ

(২) এস. সি. এ. (Special Central Assistance)

ক্রমিক নং	কিস্তি	ভারত সরকারের মঞ্জুরীর তারিখ	অর্থের পরিমাণ
১)	প্রথম কিস্তি	২২-৭-৯৮ ইং	২৬৩'৯২ লক্ষ

২) দ্বিতীয় কিস্তি	১৮-৯-৯৮ ইং	১৩১'৯৬ লক্ষ
৩) তৃতীয় কিস্তি	৯-১১-৯৮ ইং	১২০'৮৮ লক্ষ
৪) চতুর্থ কিস্তি	১৫-৩-৯৯ ইং	২২৫'০১ লক্ষ
৫) পঞ্চম কিস্তি	২৩-৩-৯৯ ইং	২৩৬'০০ লক্ষ
		মোট : ৯৭৭ ৭৭ লক্ষ

Admitted Starred Question No. 156

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) জি.বি. হাসপাতালে সন্ধ্যাকালীন পলিক্লিনিক খোলার বিষয়টি বর্তমানে কি পর্য্যায়ে রয়েছে ;

২) জি বি. ও আই.জি.এম. হাসপাতালে রোগীদের আত্মীয়-স্বজনদের সুবিধার্থে পি.সি.ও খোলার বিষয়টি কি পর্য্যায়ে রয়েছে ?

উত্তর

১) জি.বি. হাসপাতালে সন্ধ্যাকালীন পলিক্লিনিক খোলার আপাতত কোন পরিকল্পনা নাই। বর্তমানে আই.জি.এম, হাসপাতালে একটি সন্ধ্যাকালীন পলিক্লিনিক চালু আছে। এই পলি-ক্লিনিকটির সহিত জি,বি, হাসপাতালের অন্তর্ভুক্ত মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট রোগীদের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে।

২) জি,বি, ও আই,জি.এম, হাসপাতালের রোগীদের আত্মীয়-স্বজনদের সুবিধার্থে শীঘ্রই পি, সি, ও, খোলা হইবে।

Admitted Starred Question No. 197

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of U. D. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) আগরতলা পৌরসভা কাউন্সিল থেকে প্রোজ টাইল এবং কালো কাঁচের আবরণ দিয়ে পরিচ্ছন্নভাবে জনসাধারণের কাছে মাংস বিক্রয় করার জন্য ব্যবসায়ীদের নির্দেশ দেওয়ার বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে বলে গত ২৫-৮-১৯৯৯ ইং তারিখে ১৮৫ নং প্রশ্নোত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তদনুযায়ী কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা ;

২) যদি না নেওয়া হয়ে থাকে তার কারণ ?

উত্তর

১) এখনও এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

২) বিষয়টি মিউনিসিপ্যাল আইনের পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 244

Name of the Member :- Shri Prakash Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) রাজ্য মন্ত্রীসভার অনুমোদনক্রমে যে F. 1. (21)/CAR/98, Dt. 10-11-99 মেমোরেণ্ডাম মূলে T. T A. A. D. C. থেকে সদরের ভাটি ফটিকছড়া সহ যে, ১২টি গ্রামকে exclusion করা হয়েছে সেই গ্রামগুলির সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করার জন্য শীঘ্রই ঐ ১২টি গ্রামে পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে কিনা,

২) করা না হলে এর কারণ কি ?

উত্তর

১) এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

২) উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের নং এফ ১৭ (১৫৩)/টি. ডব্লিও /এ. ডি. সি./২০০০/৩৫১-৪৫০, তারিখ ১৯-২-২০০০ ইং বিজ্ঞপ্তি মূলে যে ১২টি পাড়াকে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের এলাকা থেকে বহির্ভূত করা হয়েছে, সেই ১২টি পাড়ার মধ্যে ভাটি ফটিকছড়া নামে একটি মাত্র পাড়াকে মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত কামালঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, যেখানে বর্তমানে নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত আছে।

অপর ১১টি পাড়াকে নিয়ে জিরাণীয়া ব্লকের অধীনে ২টি গ্রাম গঠন করা হয়েছে। এই গ্রামগুলিতে নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের কাজ এখনও শুরু করা হয়নি।

Admitted Starred Question No. 246

Name of the Member :- Shri Prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of U. D. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। আগরতলা শহরে চলাচলকারী রেজিষ্ট্রিকৃত রিক্সার সংখ্যা কত ;

২। যাত্রী পরিবহনের জন্য রিক্সা ভাড়া সংক্রান্ত কোন চার্ট আগরতলা পৌরসভা কর্তৃক অনুমোদিত রয়েছে কি না ;

৩। না হয়ে থাকলে, নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে যাত্রীরা যাতে রিক্সায় চলাচল করতে পারেন সেজন্য উক্ত চার্ট প্রণয়ন করে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হবে কি না ;

৪। না করা হলে এর কারণ কি ?

উত্তর

১। পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী আগরতলা শহরে চলাচলকারী রেজিস্ট্রিকৃত রিক্সার সংখ্যা বর্তমান বর্ষের ৩১শে মে পর্যন্ত ৩৫০৬টি।

২। হ্যাঁ, রয়েছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রযোজ্য নহে।

Admitted Starred Question No. 277

Name of the Member :- Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১) এ. ডি. সি. এলাকায় রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত সেক্রেটারী কর্মরত রয়েছেন, তাদের এ. ডি. সি-তে হস্তান্তরের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) থাকিলে কবে নাগাদ হবে বলে আশা করা যায় ? এবং

৩) না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১) এই ধরণের হস্তান্তরের কোন পরিকল্পনা নেই।

২) প্রশ্ন আসে না।

৩) রাজ্যের সমস্ত গ্রাম স্তরে দপ্তরের কাজকর্ম ও উন্নয়ণমূলক কর্মসূচীর রূপায়নের জন্য দপ্তর থেকে পঞ্চায়েত সেক্রেটারীগণকে বিভিন্ন ব্লকে নিযুক্ত করা হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট বি. ডি. ও. গণ এই সকল পঞ্চায়েত সেক্রেটারীগণকে তাদের নিজ নিজ ব্লক এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত ও এ ডি. সি. ভিলেজগুলিতে কর্মস্থল নির্ধারণ করে থাকেন। পঞ্চায়েত সেক্রেটারীগণের কাজকর্ম ব্লকের মাধ্যমে দপ্তর দেখাশুনা করেন। তাই পঞ্চায়েত সেক্রেটারীগণকে এ. ডি সি-তে বর্তমান ব্যবস্থায় হস্তান্তর করণের কোন পরিকল্পনা দপ্তরের নেই।

Admitted Starred Question No. 284

Name of the Member :- Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে আবাসিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত (তপঃ জাতি, উপজাতিদের পৃথক পৃথক হিসাব) ?

২) আবাসিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সাধারণ বিদ্যালয়ের পার্থক্য কি, এবং

৩) রাজ্যের প্রাচীনতম আবাসিক বিদ্যালয় কোনটি,

৪) উহার উন্নয়নে রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

উত্তর

১) রাজ্যের আবাসিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট ৬টি। সবটিই তপশিল উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য। তপশিল জাতি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য এখন পর্য্যন্ত কোন আবাসিক বিদ্যালয় খোলা হয়নি।

২) আবাসিক বিদ্যালয় বলতে বিদ্যালয় ও আবাসস্থল কমপ্লেক্স এরিয়াতে অবস্থিত। যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা করার সুযোগ থাকে, এবং শিক্ষক কর্মচারীদেরও থাকার সুযোগ থাকে। সাধারণ স্কুলে এ ধরণের সুযোগ থাকে না। আবাসিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে থাকা ও পড়াশুনা করা বাধ্যতামূলক। সাধারণ বিদ্যালয়ে সেইরূপ বাধ্যবাদকতা বা আবশ্যক নয়।

৩) রাজ্যের প্রাচীনতম আবাসিক বিদ্যালয়টি হচ্ছে বগাফা আশ্রম বিদ্যালয় (বিলোনীয়া মহকুমায়)।

৪) হ্যাঁ, আছে।

Admitted Starred Question No. 288

Name of the Member :- Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) টি, টি, এ, এ, ডি, সি, গঠনের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত টি, টি, এ, ডি, সি, গৃহীত কয়টি এবং কোন্ কোন্ বিল রুলস এবং রেগুলেশান রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে, (বছর ভিত্তিক হিসাব)

২) ঐ সব বিল, রুলস, রেগুলেশানগুলির বিবেচনায় দেরীর কারণ কি, এবং

৩) কবে পর্যন্ত ঐ সব বিল, রুলস, রেগুলেশানগুলি সরকারের ছাড়পত্র পাবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

(১) বর্তমানে এ, ডি, সি, কর্তৃক প্রেরিত ২ (দুইটি) বিল রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। বিল দুইটির নাম হলো :—

(i) The T. T. A. A. D. C. Service Rules, 1988.

(ii) Salary, Allowances and other Financial benefits of the Chief Executive Member, Executive Members & Leader of opposition and salary, allowances & pension of the members of TTAADC (8th amendment), Bill, 1999.

(২) উক্ত দুইটি বিলের বিভিন্ন দিক রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, মাননীয় এড্‌ভোকেট জেনারেল, ইত্যাদি দ্বারা পরীক্ষার কারণে দেরী হচ্ছে।

(৩) উক্ত দুইটি বিল পরীক্ষার কাজ যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করে মাননীয় রাজ্যপালের নিকট প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য পাঠানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 341

Name of the Member :- Shri Padma Kr. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state -

প্রশ্ন

১) খোয়াই মহকুমার আমপুরা হাই স্কুলের বালিকা আবাসিক হোষ্টেলের নির্মাণের কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ করা হইয়াছিল,

২) উক্ত আবাসিক হোষ্টেল নির্মাণের কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়,

৩) উক্ত আবাসিক হোষ্টেল নির্মাণের বিলম্বের কারণ কি ?

উত্তর

১) খোয়াই মহকুমার আমপুরা হাই স্কুলের ২০ আসন বিশিষ্ট বালিকা আবাসিক হোষ্টেলের নির্মাণ কাজ ১৯৮৩-৮৪ ইং অর্থ বছরে আরম্ভ হয়েছিল।

২) উক্ত আবাসিক হোষ্টেলের নির্মাণ কাজ প্রায় বহুলাংশেই শেষ হয়েছে। হোষ্টেল সুপারের জন্য কোয়াটার, চারিদিকের পাঁকা বাউণ্ডারী দেওয়াল ও সম্মুখের গেইটের কাজ এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে। রাজ্য পূর্ত বিভাগের তেলিয়ামুড়া ডিভিশনের নির্ব্বাহী বাস্তুকার জানিয়েছেন যে উক্ত হোষ্টেলের কাজ বর্তমান ২০০০ সালের ডিসেম্বর, মাসের মধ্যে শেষ হবে।

৩) তেলিয়ামুড়া ডিভিশানের পূর্ত দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকারের দেয়া তথ্যানুযায়ী উক্ত কাজের বিলম্বের কারণগুলো নিম্নরূপ : -

ক) মেইন হোষ্টেল বিল্ডিং এর কাজ যথা সময়েই সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু হোষ্টেলটির ভিতর বৈদ্যুতিকরণ এর কাজ এখনও সম্পন্ন হয় নাই। পূর্ত দপ্তরের ইন্‌টারনেল ইলেকট্রিফিকেশান ডিভিশানকে জানানো সত্বেও উক্ত কাজ এখনও শুরু করা হয় নাই।

খ) হোষ্টেল সুপারের জন্য নির্মিত কোয়াটার, বাউণ্ডারী দেওয়াল নির্মাণের জন্য ঠিকাদার নিযুক্ত হওয়া সত্বেও সময়মত কাজ না করায় তার ওয়ার্ক অর্ডার বাতিল করা হয়। এবং পরবর্তী সময়ে আইনসিদ্ধভাবে নতুন ঠিকাদার নিযুক্ত করা হয়। সেই ঠিকাদার এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ কাজের ৮৩ শতাংশ সম্পন্ন করার পর বর্তমান অস্থির পরিস্থিতির কারণে যথা সময়ে উক্ত কাজ সম্পন্ন করতে পারে নাই।

Admitted Starred Question No. 346

Name of the Member :- Shri Padma Kr. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister–in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) এটা কি সত্য যে, বাইজাল বাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নার্স, ডাক্তারদের কোয়াটারগুলি সংস্কারের অভাবে অকেজো অবস্থায় রয়েছে ;

২) যদি সত্য হয় তবে, কবে নাগাদ সংস্কার করা হবে ;

৩) সংস্কার করা সম্ভব না হলে তার কারণ ?

উত্তর

১) ইহা সত্য।

২) বাইজাল বাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নার্স, ডাক্তারদের কোয়াটারগুলির প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৩) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 354

Name of the Member :- Shri Padma Kr. Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে এস. টি. করপোরেশন গঠিত হওয়ার পর থেকে ৩০শে এপ্রিল, ২০০০ ইং পর্য্যন্ত উক্ত করপোরেশন থেকে কতজন এস. টি. বেকার যুবককে গাড়ী কেনার জন্য ঋণ দেওয়া হয়েছে ?

২) উক্ত ঋণ প্রাপকদের মধ্যে কতজন বিভিন্ন কারণে ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হচ্ছে না, এবং

৩) ঋণ পরিশোধে অক্ষম যুবকদের কাছ থেকে ঋণের টাকা আদায় করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

১) রাজ্যে এস. টি. করপোরেশন গঠিত হওয়ার পর থেকে ৩০শে এপ্রিল, ২০০০ ইং পর্যন্ত মোট ৩৩৪ জনকে গাড়ী কেনা বাবদ ঋণ দেওয়া হয়েছে।

২) উক্ত ঋণ প্রাপকদের মধ্যে ১৭৬ জন ঋণ পরিশোধ করেছেন না, তাদের মধ্যে কেহই অক্ষমতা জানিয়ে দরখাস্ত করেন নাই।

৩) ঋণ মঞ্জুরীর সময় সম্পাদক করা অঙ্গীকার মোতাবেক ১৫৮ জনের প্রতি ঋণ পরিশোধের জন্য নোটিশ জারি করা হইয়াছে। এবং আরও ১৮ জনের বিরুদ্ধে "THE TRIPURA CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT. 1974. অনুসারে Dispute Case দেওয়া হইয়াছে"।

Admitted Starred Question No. 389

Name of the Member :- Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) উদয়পুর মহকুমার কিল্লা পি. এইচ. সি ও আঠারভোলা পি. এইচ, সি-তে ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা কত ; এবং

২) সরকার অবগত আছেন কিনা যে উক্ত দুইটি হাসপাতালে রোগীদের জন্য খাদ্য ও ঔষধ তাদের নিজ খরচায় সরবরাহ করতে হয় ?

উত্তর

১) উদয়পুর মহকুমার কিল্লা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও আঠারভোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হল :

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম	ডাক্তার	নার্স
১) কিল্লা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	২	৭
২) আঠারভোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	২	৮

২) ইহা সত্য নহে।

কারণ কিল্লা ও আঠারভোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নিকটস্থ ল্যাম্পস অথবা পেক্স এর মাধ্যমে উক্ত দুইটি কেন্দ্রের ভর্তিরত রোগীদের স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে এবং উক্ত দুইটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উদয়পুর জেলা মেডিসিন ষ্টোর থেকে রোগীদের ঔষধ সরবরাহ করা হয়।

Admitted Starred Question No. 391

Name of the Member :- Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state --

প্রশ্ন

১) চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত (২২শে জুন, ২০০০) রিয়াং, জমাতিয়া, কলই, ত্রিপুরী, হালাম, বংচর, চাক্‌মা, মগ, কুকি ও গারো প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হয়েছে ? (সম্প্রদায় ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১) চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার আসার পর হতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত রিয়াং, জমাতিয়া, কলই, ত্রিপুরী,

হালাম, বংচের, চাক্মা, মগ, কুকি, ও গারো প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মোট ৮৮৩ পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হয়েছে। সম্প্রদায় ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল।

১)	ত্রিপুরী	—	৬২১	জন
২)	জমাতিয়া	—	১৭	,,
৩)	হালাম	—	৫২	,,
৪)	মগ	—	৫	,,
৫।	চাক্মা	—	৪১	,,
৬)	রিয়াং	—	৫১	,,
৭)	লুসাই	—	২৫	,,
৮)	ডারলং	—	১৮	,,
৯)	ভিল	—	১৪	,,
১০)	মুণ্ডা	—	২৮	,,
১১)	গারো	—	১	,,
১২)	রূপিনী	—	১০	,,
		মোট :	৮৮৩	জন

Admitted Starred Question No. 393

Name of the Member :- Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) এ,ডি,সি, এরিয়ায় ভর্তুকীতে ডাবল রেশন ও জুমিয়া এলাকায় বিনামূল্যে বা বাকীতে রেশন দেবার ব্যাপারে সরকারের কোন সিদ্ধান্ত আছে কিনা, এবং

২) যদি কোন সরকারী সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তবে কোন্ কোন্ রেশন দোকানে তা সরবরাহ করা হবে ? (ব্লক ভিত্তিক রেশন দোকান সহ হিসাব) ?

উত্তর

১) খাদ্য দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে উল্লেখ্য যে এ ডি সি এরিয়ায় ভর্তুকীতে ডাবল রেশন ও জুমিয়া এলাকায় বিনামূল্যে বা বাকীতে রেশন দেবার সরকারের কোনো সিদ্ধান্ত নেই।

২) প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. 405

Name of the Member :- Shri Bindhu Ram Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) চলতি আর্থিক বছরে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা আনন্দবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করা হবে কি ;

২) যদি করা হয় তবে, কবে নাগাদ কাজ শুরু হবে আশা করা যায় ;

৩) না হলে তার কারণ ?

উত্তর

১) চলতি আর্থিক বছরে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা আনন্দবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা নাই ।

২) প্রশ্ন আসে না।

৩) আর্থিক সংগতির অভাব থাকার দরুণ চলতি আর্থিক বছরে উক্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই ।

PAPER'S LAID ON THE TABLE

(Written Statement of Calling Attention) ANNEXURE-'B'

Reply laid on the Table of the House on 19/07/2000 by the Panchayet Deptt. Minister to the Calling Attention Notice given by Shri Bijoy Kumar Hrangkhawl, M,L,A.

"Problem arrised out of non holding of Panchayet Election at Bhati Fatik Chera GP under Mohanpur R. D. Block, excluded from the ADC area on the recomemdation of the one man Cammission."

১) এক সদস্য বিশিষ্ট কমিশনের (জে, পি, গুপ্তা কমিশন) সুপারিশ বিবেচনাক্রমে রাজ্য সরকার উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে ১৯-১-২০০০ ইং তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি নং এফ. ১৭ (১৫৩)-টি. ডব্লিউ/এ, ডি, সি. / ২০০০/৩৫১-৪৫০ মূলে ১২টি সাব-ভিলেজ এ. ডি, সি, এলাকা থেকে বহির্ভূত করেন। উক্ত ১২টি সাব-ভিলেজের মধ্যে ১১টি সাব-ভিলেজ পূর্ব দেবেন্দ্রনগর রাজস্ব মৌজার অন্তর্ভুক্ত। এবং ভাটি ফটিকছড়া নামে একটি সাব-ভিলেজ ফটিকছড়া রাজস্ব মৌজার অন্তর্ভুক্ত । এই প্রসঙ্গে এটা পরিষ্কার ভাবে বলার প্রয়োজন যে এ. ডি. সি. এলাকা থেকে বহির্ভূত উক্ত ১২টি সাব-ভিলেজের প্রতিটি হচ্ছে এক একটি জনবসতি বা পাড়া মাত্র, গ্রাম পঞ্চায়েত নয় ।

২) এ. ডি, সি, এলাকা থেকে উক্ত ১২টি সাব-ভিলেজ বহির্ভূত হওয়ার পর ঐ সাব-ভিলেজগুলিকে গ্রাম পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে পঞ্চায়েত এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত দপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সেই অনুযায়ী পূর্ব দেবেন্দ্রনগর রাজস্ব মৌজার অন্তর্ভুক্ত ১১টি সাব-ভিলেজকে নিয়ে জিরাণীয়া ব্লকের অধীনে পূর্ব দেবেন্দ্রনগর এবং মধ্য দেবেন্দ্রনগর নামে দুইটি নতুন গ্রাম গঠিত হয়। ফটিকছড়া রাজস্ব মৌজার অন্তর্গত ভাটি ফটিকছড়া নামে অবশিষ্ট সাব-ভিলেজটি মোহনপুর ব্লকের অধীনে বর্তমান কামালঘাট গ্রামের স্থানীয় সীমানায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এই উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইন, ১৯৯৩ এর ৩নং ধারার অধীনে (৩) নং উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত দপ্তরের ২৮-৩-২০০০ ইং তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি নং এফ, ৬ (১/২৩৬)-জি, এল,/পি, আর/৯৮/১৮৪৭৬-৮১ মূলে উক্ত ভাটি ফটিকছড়া সাব-ভিলেজটিকে কামালঘাট গ্রামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উপরোক্ত বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভাটি ফটিকছড়া সাব-ভিলেজটিকে একটি গ্রাম হিসাবে চিহ্নিত করা বা বিবেচনা করার প্রশ্ন আসে না। কারণ উক্ত সাব-ভিলেজটি বর্তমানে কামালঘাট গ্রামের একটি সাব-ভিলেজ বা পাড়া।

৩) ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে সারা রাজ্যে পঞ্চায়েত এলাকায় পঞ্চায়েত সংস্থা গঠন করার উদ্দেশ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই মোতাবেক মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত কামালঘাট গ্রামেও নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হয়। উক্ত নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত কামালঘাট গ্রামে আইনানুগ ভাবে কাজ করে চলেছে।

৪) ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইন, ১৯৯৩ এর ৫ নং ধারার অধীনে (২) নং উপধারায় বলা হয়েছে যে, যখন কোন গ্রামে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কোন এলাকা অন্তর্ভুক্ত হবে, ঐ অন্তর্ভুক্ত এলাকাটি পুনর্বিন্যাসকৃত গ্রামটির নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তদানুসারে ভাটি ফটিকছড়ার অন্তর্ভুক্ত সাব-ভিলেজটি বর্তমান কামালঘাট গ্রামে পুনর্নিয়ন্ত্রণাধীনে রয়েছে।

৫) নব অন্তর্ভুক্ত সাব ভিলেজটির নির্বাচন প্রসঙ্গে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একটি গ্রাম-পঞ্চায়েত এলাকায় কোন নতুন এলাকা অন্তর্ভুক্ত হলে পঞ্চায়েত আইন মোতাবেক দুটি পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ে কোন নির্বাচন করার বিধান নেই।

৬) পঞ্চায়েত আইনের ৫ নং ধারার অধীনে (২) নং উপধারা মতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া এলাকার উপর সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ণ ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতটি ঐ অন্তর্ভুক্ত হওয়া এলাকার উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সহ বিভিন্ন কাজকর্ম পরিচালনা ও দেখাশুনার দায়িত্ব থাকবে। নতুন কোন এলাকা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য যদি কোন সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতে নতুনভাবে নির্বাচন করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতটিকে ভেঙ্গে দিতে হবে। কিন্তু ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান (১৯৪ নং ধারা) অনুসারে এই উদ্দেশ্যে কোন গ্রাম পঞ্চায়েতকে ভেঙ্গে দেওয়া যায় না।

৭) যেহেতু ভাটি ফটিকছড়া সাব ভিলেজটি কামালঘাট গ্রামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং পুনর্বিন্যাসকৃত কামালঘাট গ্রামটির অন্তর্ভুক্ত এলাকার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা রয়েছে, সেইহেতু পুনর্বিন্যাসকৃত কামালঘাট গ্রামের সমস্ত কাজকর্ম ও উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী রূপায়ন, তদারকি ইত্যাদির দায়িত্ব হচ্ছে কামালঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের। অতএব ভাটি ফটিকছড়া সাব ভিলেজে উন্নয়ন মূলক ও অন্যান্য কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা সৃষ্টির প্রশ্ন আসে না।

Reply laid on the Table of the House on 19/07/2000 by the Relief and Rehabilitation Department Minister to the Calling Attention Notice given by Shri Dilip Sarkar, Shri Surajit Datta, Shri Prakash Ch. Das, Shri Ratan Lal Nath, Shri Billal Mia and Shri Dipak Kr. Roy. M. L. A.

"আমতলী পি. এল. ক্যাম্পে গত ১লা এপ্রিল, ২০০০ইং থেকে শরণার্থী শিবিরে রেশন সামগ্রী বন্ধ করে দেওয়ার ফলে শরণার্থীদের প্রচণ্ড দুর্ভোগ সম্পর্কে"

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্থান থেকে আগত ৩০০টি (তিন শ') উদ্বাস্তু পরিবার নিয়ে ১৯৭০ সালে আমতলী পি. এল. ক্যাম্প স্থাপন করা হয়।

পরবর্তীকালে এর মধ্যে ২১৭টি পরিবার সরকারী নিয়ম অনুসারে স্থায়ী পুনর্বাসন পেয়ে ক্যাম্প ছেড়ে চলে যায় এবং এক সদস্য বিশিষ্ট দুইটি পরিবার মারা যায়। কিন্তু বাকী ৮১টি পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য উপযুক্ত জায়গা খুঁজে না পাওয়ায় তাঁরা ক্যাম্পেই থেকে যান। এই ৮১টি পরিবারের মধ্যে আরো ৪৮টি পরিবারকে লোন ও গ্রান্টের টাকা দেয়া হয়েছে এবং ৬টি (ছয়) পরিবারে সরকারী চাকরী দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ২৭টি পরিবার লোন ও গ্রান্টের টাকা গ্রহণের ক্ষেত্রে দরখাস্ত জমা দেবার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করার ফলে লোন ও গ্র্যান্টের টাকা দেয়া যায়নি। আবেদন করলে এই ২৭টি পরিবারকেও লোন ও গ্র্যান্ট দেয়া হবে।

১৯৭৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার লোনের টাকা ছাড়া এই সব উদ্বাস্তুদের জন্য সমস্ত রকমের সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছে। এরপর থেকে একা রাজ্য সরকারই উদ্বাস্তুদের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব বহন করে আসছে।

অতি সম্প্রতি রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বর্তমান ক্যাম্পের অন্তর্গত ৪.৭০ একর জমিতে এই ৮১টি পরিবারের প্রত্যেক পরিবারকে ২½ (আড়াই গণ্ডা) করে জায়গা দিয়ে তাঁদের স্থায়ী পুনর্বাসন দেয়া হবে। খুব শীগ্গিরই স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

এই মর্মে দপ্তর থেকে সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পের আবাসিকদের এক নোটিশ দিয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের সুযোগ গ্রহণে সম্মতি সূচক আবেদন জানাতে বলা হয় এবং এর জন্য ১৫ দিন সময় দেয়া হয়। নোটিশে এটাও উল্লেখ থাকে যে, নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে যে সকল পরিবার এই সুযোগ গ্রহণের আবেদন করবেন না, সে সকল পরিবারকে সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর রেশনসহ অন্যান্য ভাতা ইত্যাদি বন্ধ করে দেয়া হবে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৬ (ছয়)টি পরিবার সম্মতি-সূচক আবেদন করেছেন। বাকী যে পরিবারগুলো আবেদন করেনি তাদের রেশন সহ অন্যান্য ভাতা প্রদান স্থগিত করে রাখা হয়েছে।

ক্যাম্পের আবাসিকদের পক্ষ থেকে সরকারের নিকট কয়েক দফা দাবী সম্বলিত একটি স্মারক-পত্র দেয়া হয়েছে। দপ্তর স্মারক-পত্রে উল্লেখিত বিষয়গুলি পরীক্ষা করে দেখছে।

Reply laid on the Table of the House on 19/07/2000 by the General Administration (Political) Minister to the Calling Attention Notice given by Shri Amitabha Datta, Member of Legislative Assembly.

"ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত ত্রিপুরা রাজ্যে রাঘনায় Immigration check post চালু না হওয়া সম্পর্কে"

উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে রাঘনা চেক্‌পোষ্ট অবস্থিত। অপরদিকে এই চেক্‌পোষ্ট বাংলাদেশের মৌলভী বাজার জেলার অন্তর্গত ফুলতোলা চেক্‌পোষ্ট নামে পরিচিত। রাঘনা চেক্‌পোষ্ট পুনরায় চালু করার ব্যাপারে বাংলাদেশের ডেপুটি কমিশনার স্তরে বার বার চিঠি দেয়া হয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটছে। প্রাথমিক ভাবে এই চেক্‌পোষ্ট চালু করতে হলে উত্তর ত্রিপুরার জুরী নদীর ওপর সেতু নির্মাণ অত্যন্ত জরুরী।

এই সেতু নির্মাণের স্থান ভারতের অভ্যন্তরে এবং এটা আন্তর্দেশীয় সীমানার ১৫০ মিটার আওতার মধ্যে। ফলে এই সেতু নির্মাণের কাজে বাংলাদেশ রাইফেল বাধা দিচ্ছে। এ রকম বাধা দেয়া বাংলাদেশের পক্ষে বে-আইনী। কারণ আন্তর্দেশীয় সীমানার ১৫০ মিটারের মধ্যে বাণিজ্যিক কারণে স্থায়ী নির্মাণ কাজ করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহ-মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন আছে।

উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের স্বার্থে এই সেতু নির্মাণের কাজে যাতে বাংলাদেশ রাইফেল বাধা না দেয় তারজন্য বাংলাদেশের মৌলভী বাজার জেলার ডেপুটি কমিশনারের কাছে অনুরোধ জানিয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক চিঠি পাঠিয়েছেন। বর্তমানে এই বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারের বিবেচনাধীন। এছাড়াও উভয় দেশের বাণিজ্যিক স্বার্থে, বাংলাদেশস্থিত জুরী, বাটুলী এবং কুলাউড়া চেক্‌পোষ্টে Immigration চেক্‌পোষ্ট খোলার জন্য যাতে দ্রুত উদ্যোগ নেয়া হয় তারজন্যও উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মৌলভী বাজার জেলার ডেপুটি কমিশনারকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

বর্তমানে ধর্মনগর মহকুমার পুরাতন রাঘনা বাজারে ল্যাণ্ড কাষ্টমস্ স্টেশনের কাজ শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে উভয় দেশের বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে ভারতের তরফে ইমিগ্রেশন চেক্‌পোষ্ট খোলা হয়েছে।

Reply laid on the Table of the House on 19/07/2000 by the Food & Civil Supplies Minister to the Calling Attention Notice given by Shri Sudhan Das, M.L A.

"রাজনগর ব্লক হেড কোয়ার্টার সহ রাজ্যের বিভিন্ন হেড কোয়ার্টারে কেরোসিনের ডিপো করা সম্পর্কে।"

মাননীয় বিধায়কের দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাইতেছে যে, ভারত সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য মাসিক ৩৫০৯ কিলো লিটার কেরোসিন তৈল বরাদ্দ করিয়া থাকেন। এবং সেই বরাদ্দকৃত কেরোসিন রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা "ইণ্ডিয়ান ওয়েল ডিভিশন" ও "মার্কেটিং ডিভিশন" কর্তৃক সারা রাজ্যে সরবরাহ করা হয়। এই জন্য ইণ্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশনের তরফে সারা রাজ্যে মোট ৩৮ জন ডিলার/এজেন্ট নিযুক্ত করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সরবরাহ ও বিপণনের সুবিধার্থে অধিকাংশ ডিলার বা এজেন্ট জাতীয় সড়ক/হাইওয়ের উপর রয়েছে।

বর্তমান ত্রিপুরায় প্রশাসনিক বিভাজন যথা, মহকুমা ও ব্লক হেড কোয়ার্টার ভিত্তিতে চিত্রিত করলে দেখা যাবে যে রাজ্যের ১৫টি মহকুমার মধ্যে গণ্ডাছড়া, লংতরাইভ্যালী ও সাব্রুম মহকুমা সদরে কোন কেরোসিন ডিলার নিযুক্ত করা হয় নাই। যদিও গণ্ডাছড়া বাদে অন্য সকল মহকুমার এলাকার মধ্যে কেরোসিন ডিলার রয়েছে। নবগঠিত ৩৮টি ব্লক হেড কোয়ার্টারের মধ্যে পেচারথল, দশদা, দামছড়া, জম্পুই, ছামনু, ডম্বুরনগর, সালেমা, পদ্মবিল, তুলাশিখর, মান্দাই, হেজামারা, জম্পুইজলা, বক্সনগর, কাঠালিয়া, কিল্লা, কাকড়াবন, করবুক, রূপাইছড়ি, ঋষ্যমুখ ও রাজনগর প্রমুখ ব্লক মোট ২০টি ব্লক হেড কোয়ার্টারে বা তার অতি নিকটে কোন কোরোসিন ডিলার/এজেন্ট নেই। তবে তাহারা নিকটবর্তী মহকুমার অন্য ডিলার/এজেন্টের নিকট হইতে নিয়মিত কেরোসিন পাইয়া থাকে। গণ্ডাছড়া মহকুমার ক্ষেত্রে আমবাসা ও অমরপুর থেকে কেরোসিন পাঠানো হয়।

ইণ্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশন তাহাদের নিজস্ব মার্কেটিং প্লেন অনুযায়ী ফিল্ডের (field) সমীক্ষার ভিত্তিতে কোন এলাকার জন্য ডিলার/এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া থাকে। এক্ষেত্রে তাহাদের মাপকাঠি হইল যে কোন নিযুক্ত ডিলার/এজেন্ট পয়েন্ট থেকে মাসিক ন্যূনতম ৭৫ কিলোলিটার বিক্রীর চাহিদা থাকিতে হইবে। ত্রিপুরায় গণবন্টন ব্যবস্থায় ভারত সরকারের বরাদ্দের অনুপাতে প্রতি ভোক্তা জনসাধারণ মাসিক ১ লিটার কেরোসিন তেল পাওয়ার অধিকারী। উক্ত হিসাবে উপরে বর্নিত ৩টি মহকুমা সদর বা ২টি ব্লকের জনসংখ্যায় যে পরিমাণ কেরোসিনের চাহিদা হওয়ার কথা তাহাতে ইণ্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশনের নূন্যতম চাহিদার মাপকাঠি ৭৫ কিলোলিটারের অনেক কম। সুতরাং ইণ্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশন এইসকল স্থানে মহকুমা বা ব্লক হেড কোয়ার্টার হিসাবে নুতন কোন এজেন্ট নিয়োগের পক্ষপাতি নহে।

রাজ্য সরকার ত্রিপুরার বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি মহকুমা ও ব্লক হেড-কোয়ার্টারের ডিলার বা সাব-ডিলার নিয়োগ করিয়া পেট্রোল ও ডিজেল সহ কেরোসিন বিপননের বিশেষ ব্যবস্থা করার জন্য ইণ্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশন এর নিকট ইতিপূর্বেই দাবী জানাইয়াছে। এবং এই দাবী বিভিন্ন সরকারী ও ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন স্তরে বার বার উচ্চারিত করিয়া যাইতেছে।

*****

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

THURSDAY, THE 20TH JULY, 2000

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A.M. on Thursday, the 20th July, 2000.

PRESENT

Shir Jeetendra Sarkar, Speaker in the Chair, The Chief Minister, the Deputy Speaker 16 Ministers and 37 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের কার্যাসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন।

মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা, মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ, মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্‌ কোয়েশ্চান নং—৬৪।

শ্রীনারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) **ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্‌ কোয়েশ্চান নং—৬৪।

প্রশ্ন

১) প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে এবং পরিবেশ দূষণ রোধে ত্রিপুরা রাজ্যে বনায়ন আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন আবশ্যক কি না ?

২) আবশ্যক হলে এই ব্যাপারে কি ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

১) বর্তমানে বনায়ন আইন বলে কোন আইন ত্রিপুরাতে চালু নাই। তাই আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনের প্রশ্ন উঠে না।

২) কোন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ সাপ্লিমেন্টারী স্যার, প্রশ্নতে বোধ হয় ভুল প্রিন্টিং হয়েছে সেই জন্য আমি বিধানসভার সমস্ত কার্য বিবরণী এবং প্রশ্নপত্রগুলি কমফরমাইজ দেওয়ার জন্য একটা প্রপোজলও রেখেছিলাম। এই প্রশ্নতে দেখা গেছে বন আইন প্রশ্নটা হল প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রক্ষার্থে এবং পরিবেশ দূষণ রোধে ত্রিপুরা রাজ্য বন লাইসেন্স প্রয়োজনীয় সংশোধন আবশ্যক কি না। স্যার, ভারতবর্ষের বিজ্ঞানীরা বর্তমানে এই জিনিসটা বুঝেছেন যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বন আইন একটা প্রভাব রয়েছে এবং সেই জন্য সারা ভারতবর্ষে এখন ফরেষ্ট একট্ এমেনমেন্ট হয়ে যাচ্ছে। আমাদের রাজ্যে ৮৪, ৮৬, ৯০ এবং পরবর্তী সময়৯৯-২০০০ ইং এ এমেনমেন্ট করেছে। ৯৯-২০০০ ইং এ যে এমেনমেন্ট করা হয়েছে সেটা হল কাঠের মিলের ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্ট অর্ডারের মোতাবেক কিছু কাঠের মিলের জন্য প্ল্যান্টার দিয়ে ভাগ করা হয়েছে বড়জলা, খয়েরপুর, ইণ্ডাস্‌ট্রিয়েল এরিয়া এই রকম তিন চার জায়গায় প্ল্যান্টার দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। আমার বক্তব্য হল বর্তমান যে প্রবিশন আছে ফরেষ্ট একট্ এর বে-আইনীভাবে গাছ কাঁটলে সর্বোচ্চ জরিমানা ২ হাজার টাকা। এটা মিমাংশা যোগ্য। সাধারণতঃ ফরেষ্টের লোকেরা কোর্টে কেইস করে সি, আর, কেইস। ইনভেসটিগেশান দরকার হয় না। সেটা এখন দেখা যায় যে ফরেষ্টের একটা এমেণ্ডমেট আছে যে গাড়ী দিয়ে কাঠ পাচার করলে সেটা ইনভেসটিগেশান হয়। সেটা খুব কঠিন করেছে। কিন্তু যে লোকটা কাঁটল সেই লোকটার কিছু হচ্ছে না। আমার বক্তব্য হল সিকিমে গাছ কাঁটলে নূতন করে এমেণ্ডমেণ্ট করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ পশ্চিমবঙ্গে যোগেশ বর্মণ সেখানে বন্য প্রাণীর সংরক্ষণ এক্টও ফরেষ্টের। সেই জন্য আগে ছিল কম এখন ৭ বছর করেছে। সেখানে ননভেলুয়েবল হয়ে গেছে। সুতরাং ত্রিপুরার স্বার্থে এই সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গের আইনগুলিকে ফলো করে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে আজকেও দেখা গেছে ৯৯-এ যেখানে ১ হাজার ৭৬০টি মামলা ছিল দেখা গেল বর্তমানে ৯৯-২০০০ সালে মাত্র ৪২৬ টি তে দাড়িয়েছে। অথচ এই সময়ের মধ্যে দূর্নীতিও কাঠ পাচার হয়েছে কয়েক কোটি টাকার। আমি অনুরোধ করব এই বন আইনের প্রয়োজনীয় এমেণ্ডমেণ্ট করা হোক যেহেতু আমাদের সুবিধা রয়েছে। এমেণ্ডমেণ্ট করার পাওয়ার আমাদের আছে এটা করা হবে কিনা।

শ্রীনারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) **ঃ** — বন আইন সংশোধনের জন্য অনেক বার সংশোধন করে এমেণ্ডমেণ্ট এনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। যেহেতু এই বন বিভাগটা কন কারেণ্ট লিষ্ট-এ কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আছে সেই জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান ছাড়া আইন সংশোধন করা সম্ভব না। তাই আমরা অনেকবার সব রাজ্যই আইন সংশোধন করে কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়েছে। এটা আইনজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে কিন্তু আমাদের সম্ভব না এই আইন সংশোধন করতে যা যা প্রয়োজন আমরা সব

সংশোধনী পাঠিয়েছি। কিন্তু এখনও আসে নাই এবং এই প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্নে তারা একটা আইন তৈরী করেছেন ? এটা ইদানিং কালে প্রকাশ পেতে পারে। যদি এটা কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করে। আর মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব রেখেছেন সেই প্রস্তাবটিকে সংশোধনে আনার ব্যাপারে আরও একটি প্রস্তাব আমরা পাঠাব। এই আশ্বাস আমরা দিতে পারি।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ – সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উনি প্রথমে বলেছেন এটা কনটানেসিষ্ট আছে আবার পরবর্তী সময়ে বলেছেন এটা কেন্দ্রীয় আইন সুতারাং কেন্দ্রীয় অনুমোদন না পেলে আমরা কিছু করতে পারিনা। তাহলে আমরা চার বার করে এ্যামেণ্ডমেন্ট করলাম কেন ? প্রশ্নানুসারে এ্যামেণ্ডমেট আমরা আনলাম আনার পরে এ্যাসেন্টের জন্য বা প্রেসিডেন্টের সম্মতির জন্য আমরা পাঠাব কেন ? এটা গুরুত্বর এখন। সুপ্রীম কোর্টে এক ভদ্রলোক ক্যাস্ করেছে গোদার্বিদ্দন টেরোমেন পার্ক বনাম তামিলনাড়ু স্ট্যাট গভর্ণমেন্ট। এবং সুপ্রিম কোর্ট এই কেইসটার উপর ভিত্তি করে সারা দেশে এখনো কেইসটা ডিস্‌পোজ করেনি। শুধু ভারসাম্যটা পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্ছে। সুপ্রীম কোর্ট বলছে এই কেইসটা আমরা কন্টিনিউ ফলো করে এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারের উপর এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উপর সমস্ত নোটিস দেওয়া আছে। এবং প্রত্যেকটি বছর পর পর সারাদেশে প্লেনে ফরেষ্ট সার্ভে করে। তারা ঘুরে ঘুরে ফটো তুলছে ফরেষ্ট ডেনসিটি কম যাচ্ছে কিনা। এই সব খুঁজছে এবং এটার জন্য করতে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ও গত মার্চ মাসে মিজোরাম সফর করে এসেছেন। এখন দেখুন আমাদের এখানে ফরেষ্ট আলাদা আর পলিউশন কনট্রোল এটা আবার আলাদা। এটা একটা দপ্তরের সাথে পলিউশন কনট্রোল পলিং ইনফ্রাকচার নেই যে কিছু করলে যে ব্যবস্থা লাগে সেই ব্যবস্থা এখানে নেই। মাননীয় মন্ত্রী আমার অনুরোধ এখানে এ্যামেণ্ডমেন্ট করা উচিত। ওয়েষ্ট বেঙ্গল করছে, সিকিম-এ করছে। ফরেষ্ট শেষ হয়ে যাচ্ছে। এখানে এ্যামেণ্ডমেন্টটা মোষ্ট এ্যাসেনশিয়াল এবং পলিউশন কনট্রোল করা উচিত। হিমাচল প্রদেশে সিমলাতে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নিজেদের শহরে দোকান নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর নিজেরাই একটা সংশোধন করে নিয়েছে। আমার বক্তব্য হল রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় অনুমতি ছাড়া রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকায় আইন ভঙ্গ করেছে। এবং রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকায় বহু জায়গা পড়ে আছে। এই রিজার্ভ ফরেষ্ট তাদের বিভিন্ন ভাবে ডি-রিজার্ভ করার জন্য, ফরেষ্টকে আওতার বাইরে আনার জন্য কাজ করছে। এই রাজ্য ভারসাম্য রাখার জন্য দরকার হলে একটি মিটিং ডাকবেন এবং আমরা সাহায্য করব। সুতরাং আমার বক্তব্য এখানে সি, এ, জি, রিপোর্টও বলছে, রাজ্য সরকার কেন্দ্রের অনুমতি ছাড়া রিজার্ভ ফরেষ্টের আইন ভঙ্গ করেছে ফরেষ্ট রিজার্ভের বাইরেও বহু জায়গা খালি পড়ে আছে তা ব্যবহার না করে রিজার্ভ ফরেষ্টকে ডি-রিজার্ভ করার জন্য বিভিন্ন কাজ করছে। সুপ্রিম কোর্ট এটাকে বে-আইনী বলছে। ক্যাগও বে-আইনী বলছে। ১৯৯৮ এর মার্চে ক্যাগ রিপোর্ট দিয়েছে, আমার কাছে কপি আছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে ভারসাম্য

রক্ষার জন্য দরকার হলে আমরাও সহযোগিতা করব সিকিম এবং ওয়েষ্ট ব্যাঙ্গল থেকে ফরেষ্ট এ্যাক্ট এনে আইন চালু করার জন্য একটা ব্যবস্থা করা উচিত নাহলে, গাছ কেটে খালি হয়ে যাবে। কোর্টে গেলে ২০০ টাকা ফাইন নিয়ে ছেড়ে দেবে। কাজেই আমেণ্ডমেণ্ট করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা ? আর যারা ইণ্ডাষ্ট্রি করে তারা কন্ট্রোল বোর্ড থেকে একটি সার্টিফিকেট নিয়েই তাদের কাজ শেষ করে। আমি জানতে চাই সেগুলিকেও একত্রে আনার ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রীনারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে সাজেশান রেখেছেন তা যুগোপোযোগী। আমরা চেষ্টা করব।

শ্রীবিজয় কুমার রাংখল :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার দু'টি প্রশ্ন। একটি হলো, আর, এফের ভেতরে যেখানে বন আছে কিংবা বন নেই সেখানে আমাদের অনেক বাসস্থান আছে এবং রাস্তার পাশেও যেখানে আর, এফ, আছে সেখানে মানুষ থাকছে। এইগুলি কি আইনগত ভাবে রেগুলারাইজ করা হবে না এ ভাবেই চলতে থাকবে ? আর ২য় প্রশ্ন, আমরা দেখেছি, ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টে অনেক সীজ করা লগ পচে নষ্ট হচ্ছে। সিভিলিয়নদের এবং ব্যবসাদারদের কাজের জন্য অনেক লগ লাগে। কিন্তু ডিপার্টমেণ্টে গেলে বলা হয়, সুপ্রীম কোর্টের নিবেধ আছে। একমাত্র অফিসিয়েল ব্যাপারেই অকশন করা যায়। এই ক্ষেত্রে কি আমাদের রাজ্য সরকার এই বিষয়টি রেগুলারাইজ করবে ? অর্থাৎ সিভিলিয়নরাও যাতে অকশনে অংশ নিতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা নেবে ?

শ্রীনারায়ণ রূপনী (মন্ত্রী) :— ফরেষ্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট ৮০ এবং ৯৮ অনুযায়ী স্থায়ী এলটমেণ্ট দেওয়া যায় না। আর দ্বিতীয় ব্যাপারে বলছি, ফরেষ্ট সীজ করা মাল অফিস ছাড়া অন্য কারোর কাছে বিক্রি করা যাবে না।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালি) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য রতন বাবু এখানে যে ভারসাম্য রক্ষার কথা বলেছেন এটা সম্পূর্ণ ঠিক। আমি জানতে চাই, রাজ্যের আয়তন অনুযায়ী কত এলাকায় বন দূষিত আছে এবং তার একটি প্রশ্ন হচ্ছে, সেগুন গাছ লাভজনক বলে বেশী লাগান হচ্ছে এবং রাজ্য সরকার থেকে রাবার প্ল্যাণ্টেশন করার জন্যও উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সেগুন এবং রাবার গাছের জন্য প্রচুর জল লাগে। কেরালাতে জলের পরিমাণ বেশী বলে সেখানে এই গাছ বেশী হয়। কিন্তু আমাদের রাজ্য হিল এরিয়া এখানে সমতল এলাকা কম। কাজেই জলও কম। এই কারণে ভারসাম্য থাকছে না। রাবার এবং সেগুন গাছে পাখীও বসে না। এর নীচে কোন গাছ জন্মাতে পারে না। এবং এনভায়রনমেণ্ট ভীষণ খারাপ করে। সেগুন গাছ লাভজনক হলেও প্রাকৃতিক দিক থেকে সাংঘাতিক ক্ষতিকারক। সেগুন এবং রাবার গাছের প্ল্যাণ্টেশনের কারণে প্রাকৃতিক ভারসাম্য আরও নষ্ট হচ্ছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) :— স্যার আমি বিজ্ঞানী নই। গাছ লাগালে জলের অভাব হয়, রাবার গাছ লাগালে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয় এ সম্পর্কে আমার জানা নেই।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় (রাধাকিশোরপুর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের প্রশ্ন উঠেছে। যারা জুম চাষ করেন তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বন কেটে জুম চাষ করেন। এই জুম প্রাকৃতিক ভারসাম্যের প্রতিবন্ধক কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) :— নিশ্চয়ই, গাছ নষ্ট হলেই প্রাকৃতিক ভারসাম্যের উপর আঘাত আসবেই।

শ্রীরতন লাল নাথ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকার জন্য কি পরিমাণ ফরেষ্ট ডেনসিটি থাকা উচিৎ এবং বর্ত্তমানে ত্রিপুরাতে এই ডেনসিটি কি রয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, রাজ্যে কতটুকু বনায়ণ আছে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানা নেই বলে বসে গেছেন। আমরা তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর চাইছি। উনি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন তো।

শ্রীনারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) :— স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৬৫ পার্সেণ্ট রিজার্ভ ফরেষ্ট এরিয়ায় গাছ থাকার কথা। তার ডেনসিটি আছে ২৭ পার্সেণ্ট, থাকার কথা ৫৯ পার্সেণ্ট।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৮১ স্যার।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৮১ স্যার।

প্রশ্ন

১) চতুর্থ বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ৩১শে মে ২০০০ ইং সাল পর্য্যন্ত রাজ্যের এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে মোট কত সংখ্যক রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের কর্ম সংস্থান হয়েছে? এবং

২) কোন্ কোন্ সরকারী বিভাগ এবং সংস্থাতে এমপ্লয়মেণ্ট এ্যাকচেঞ্জের মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যথাযথ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১) চতুর্থ বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ৩১শে মে ২০০০ ইং সাল পর্য্যন্ত রাজ্যের এমপ্লয়মেণ্ট এ্যাকচেঞ্জের মাধ্যমে মোট ১৪১৬ জন রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের কর্মসংস্থান হয়েছে।

২) সমস্ত সরকারী বিভাগ এবং সংস্থাকে এমপ্লয়মেন্ট এ্যাকচেঞ্জের মাধ্যমে নিয়োগের জন্য নির্দেশ দেওয়া আছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এর মধ্যে কতজন এস, সি এবং এস. টি বেকারকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট এই তথ্য আছে কিনা যে চতুর্থ বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর উদয়পুর মহকুমায় এমপ্লয়মেণ্ট এ্যাকচেঞ্জের মাধ্যমে একজন বেকারকেও চাকুরী দেওয়া হয় নি।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় প্রশ্নকর্তা এস, সি এবং এস, টি সম্পর্কে আলাদা ভাবে প্রশ্ন করেন নি। তবুও আমি বলছি চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ৩১শে মে ২০০০ ইং সাল পর্যন্ত এমপ্লয়মেণ্ট এ্যাকচেঞ্জের মাধ্যম যে সমস্ত চাকুরী দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে—

সাধারণ —	৯৮৬ জন
তফ্‌শিলীজাতি —	৪০৩ জন
তফ্‌শিলী উপজাতি —	১৭৯ জন

আর উদয়পুর এমপ্লয়মেণ্ট এ্যাকচেঞ্জ অফিস সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে প্রশ্ন করলেন সে তথ্য এখন আমার কাছে নেই। আমি খোঁজ করে দেখব।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর (উনার) ছেলে কি উদয়পুর এমপ্লয়মেণ্টের আওতায় এবং কিসের ভিত্তিতে উনি চাকুরী পেয়েছেন ?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :—এই ব্যাপারটা বলতে পারব না স্যার।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— সাপ্‌লিমেণ্টারী স্যার, কিভাবে চাকুরী দেওয়া হয়।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— স্যার, গভর্ণমেণ্টের যে গাইড লাইন আছে এবং ইণ্টারভিউ বোর্ড আছে তার মাধ্যমে চাকুরী দেওয়া হয়।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— চাকুরী পাওয়া না পাওয়া ইত্যাদি জানা উচিত। আমি আগেও বলেছি পত্রিকার রেফারেন্স নিয়ে এইভাবে কারোর কথা বলা উচিত নয়। আমার ছেলে চাকুরী পায় নি, কোন সরকারী চাকুরী করেন না এবং সে ইনষ্টিটিউটে যায়। আমি আগেও বলেছি ইনষ্টিটিউট যেটা এটার এফিলেশান নিয়ে প্রশ্ন যে-হেতু এসেছে সে জন্য কোয়ালিফাইড লোকদের ইনষ্টিটিউটে নিয়ে পার আওয়ার ওদের লেকচার দেওয়ানো হচ্ছে যাতে ছেলেরা অন্ততঃ পাশ করতে পারে। ওটা সরকারী চাকুরী মোটেই নয়। আমাদের এই রাজ্যে যত জনই এই লটে ছিল এর মধ্যে যারা ওখানে গেছে ওদের সকলকেই ওখানে পড়াবার জন্য এনগেইজড্ করা হয়েছে।

আমি অনুরোধ করব এই নিয়ে রাজ্যের কিছু পত্রিকা পাঁচ (৫) বার স্যন্দন থেকে আরম্ভ করে দৈনিক সংবাদ ত্রিপুরা দর্পণ ৫ বার আমার ছেলেকে চাকুরী দিয়েছে। এই নিয়ে যারা নোংরা রাজনীতি করে তারা বারে বারে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য চেষ্টা করছে। আমি অন্ততঃ অনুরোধ করব ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যাতে এই ভাবে বিভ্রান্ত না হোন। যারা এই নিয়ে নোংরা রাজনীতি করতে চান তাদের কাছেও আমার অনুরোধ থাকবে এই ধরণের নোংরামি যাতে না করেন। আমার ছেলে চাকুরী পায় নি।

শ্রীরতন লাল নাথ :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী তো রাগ করলেন এবং আমাদের উদ্দেশ্যে যেটা বললেন আমরা এটা নিয়ে রাজনীতি করি। এটা আমাদের পক্ষে বা মাননীয় মন্ত্রীদের কারোর পক্ষেই সার ত্রিপুরা রাজ্যের খবর নখ দর্পনে রাখা সম্ভব নয়। ত্রিপুরা দর্পণ, স্যন্দন, ত্রিপুরা দর্পণ যে পত্রিকার নাম মাননীয় মন্ত্রী বললেন সেই পত্রিকাগুলিতে তো নাম ঠিকানা পেয়েছি এটা তো রাগারাগির প্রশ্ন নয়। এটা এপ্রোপ্রিয়েট পেয়েছি তাই এসেম্বলীতে প্লেইস্ করা হয়েছে। আপনার পাল্টা স্টেইটমেন্ট দেওয়া উচিত ছিল যে আমার ছেলে চাকুরী পায় নি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— যতবার উঠেছে তত বার স্ট্যাইটমেণ্ট দিয়েছি।

শ্রীরতন লাল নাথ :— তাঁরা আপনার সাবমিশনে সেটিসফাইড হচ্ছে না।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এখানে উল্লেখ করেছেন ৪১১৬ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। উনার জানা দরকার এই ৪১১৬ জনের মধ্যে ১৮৯ জন হলো এস. টি। এখানে হানড্রেড্ পারসেণ্ট রোষ্টার মানা হচ্ছে কিনা এবং হানড্রেডে পারসেণ্ট রোষ্টার সেই ক্ষেত্রে দেখবেন কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানবেন কি ?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি ৯৮৬ জন হল সাধারণ, ৪০৩ জন তপশিলী উপজাতি এবং ১৭৯ জন তপশিলী জাতি। রোষ্টার হানড্রেড পারসেণ্ট মেনটেন করা হয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাওমনু) :— এ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৪০।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— এ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৪০।

প্রশ্ন

১। ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে নিরপেক্ষ নিয়োগের জন্য কেরালার মতো তৃতীয়

ও চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই এবং নিয়োগের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

২। থাকলে কবে কার্যাকরী হবে বলে আশা করা যায় এবং

৩। না থাকলে, তার কারণ ?

উত্তর

১। ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার পরিপেক্ষিতে নিয়োগের জন্য কেরালার মতো তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই এবং নিয়োগের পরিকল্পনা বর্তমানে নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— প্রশ্নে পরিপূর্ণ, আর বলছেন প্রশ্ন উঠেনা স্যার, আমার সাপ্লিমেণ্টারী হল, এখানে এর আগে মাননীয় বিধায়ক রতিমোহন জমাতিয়ার প্রশ্নের উত্তরে এটাই পরিস্কার যে নিয়োগনীতি পক্ষপাতদুষ্ট। কেবলমাত্র রুলিং পার্টির লোকেরা চাকরী পাচ্ছেন। ১৪১৬ জন চাকরী পেয়েছেন এর মধ্যে এস, টি মাত্র ১৬৯ জন। ১৪০০ এর মধ্যে এস, টি কমপক্ষে ৪০০ হওয়ার কথা।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি উপজাতি ৪০৩ জন, তপশিলী জাতি ১৭৯ জন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— এটা যদি থাকে, তাহলে ঠিক আছে। আপনি বলেছেন উল্টো করে। আমার মূল প্রশ্নটা হল এখানে বেকারের সংখ্যা ভয়ংকর। কেরালাতে ঠিক একই রকম। ১০ লক্ষের উপর শিক্ষিত বেকার। গাঁওসভার চেয়ারম্যান এম, এস, সি পাশ। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কেরালা সরকার ঠিক করেছেন। ডিপার্টমেণ্টালী বা অন্যভাবে কোন না কোনভাবে দুর্নীতি বা স্বজন-পোষণ থাকতে পারে। সেজন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে যদিও এখানেও হয়, তবুও কিছুটা প্রতিরোধ করা যাবে। এটা নিয়ে কেরালা সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখানে কোন দপ্তর এ্যামপ্লয়মেণ্ট এ্যাকসচেঞ্জের মাধ্যমে নাম আনেনা। একমাত্র ও এন, জি, সি তারা পারটিকুলারলি এ্যামপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জের মাধ্যমে ইণ্টারভিউ কল করে, তারপর এ, জি, ত্রিপুরা তারাও এইরকম করে। অন্য দপ্তরগুলি দরখাস্ত আহ্বান করে দরখাস্ত আহহ্বান করার কোন দরকার নাই। কারণ তিন লাখের উপর বেকার আছে। অ্যাকরডিং টু সিনিয়রিটি নাম চাইলে সেখানে নিরপেক্ষতা বজায় থাকত। এটা

যেহেতু একটা প্রগতিশীল সরকার বামফ্রন্ট সরকার আছে তেমনি কেরালাতেও বামফ্রন্ট সরকার আছে। সেখানে বামফ্রন্ট সরকারের যে অনুসৃত নীতি এটা একটা ভাল নীতি। কেরলার নীতি সর্বভারতে হচ্ছে। এটা ত্রিপুরাতে এটাকার্যকরী কেন হবেনা এটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে নিজ নিজ দপ্তরের সরকারী নিয়োগ নীতির উপর ভিত্তি করে নিরপেক্ষভাবে নিয়োগ করা হয়। এখানে উল্লেখ থাকে যে, যে সমস্ত ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী গেজেটেড ফীডার পোষ্টে আছে শুধু মাত্র তাদের ক্ষেত্রে ত্রিপুরার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে সেগুলি হয়ে থাকে। এখানে আরও উল্লেখ থাকে যে, ত্রিপুরা সরকারের সমস্ত পদ টি পি এস সির মাধ্যমে পূরণ করা হয় না। সরাসরি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এবং কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই দপ্তর গুলি এমপ্লয়ম্যান্ট এক্‌সচেইনজ্‌-এর মাধ্যমে নিয়োগ না করার ফলে নামে তার থেকে নাম এনে ইন্টারভিউ কল না করার ফলে অনেক এমপ্লয়ম্যান্ট এক্‌সচেইনজ্‌ এখন কর্মহীন অবস্থায় আছে। তাদের নাম রেজিস্ট্রেশন্ করা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। কাজেই হয় এই এক্‌সচেইনজ্‌ গুলি তুলে দেওয়া দরকার, আর না হয় তাদেরকে সক্রিয় করার জন্য তাদেরকে কিছু কাজ দেওয়া দরকার। ডিপারট্‌ম্যান্ট্যালী যারা দরখাস্ত আহ্বান করেন তারাইতো এই এক্‌সচেইনজ্‌ গুলির মাধ্যমে বিভিন্ন ডিস্‌ট্রিক্ট্‌ থেকে নাম আনতে পারে এবং এটা গভর্ণমেণ্টের পলিসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটার উত্তরে অবশ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন প্রশ্ন উঠে না, ওনার উত্তর প্রশ্ন উঠে নার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এটার উত্তর একমাত্র মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ইচ্ছা করলে দিতে পারেন।

শ্রীমানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভারত সরকারের রুলস সংক্রান্ত বিষয়ে একটা সাধারণ নির্দেশিকা আছে যে, এমপ্লয়ম্যানট্‌ এক্‌সচেইনজ্‌-এর পাশাপাশি ওপেন অ্যাড্‌ভ্যারটাইজম্যাণ্ট করার এবং এটা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে মানে এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধ বাঁধে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার বিরোধীতা করেছেন, পত্রিকায় তার বিতর্কটা আমরা দেখেছি যে, না এটা কি করে হবে। তারা কি করেন, শুধু এমপ্লয়ম্যানট্‌ এক্সচেইঞ্জ এর মাধ্যমে নিয়োগ করেন। আমাদের এখানে যেটা আছে, আমরা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেইঞ্জ-এর মাধ্যমে একেবারেই করি না ঘটনা তা না। বরং দেখা গেছে বেকারদের কাছ থেকে একটা অভিযোগ বিভিন্ন সময়ে আসে যে, আমাদের নাম এমপ্লয়মেণ্ট এ্যাকচেঞ্জ পাঠায় না। নরম্যালী এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জকে লিখে দেওয়া হয় যে, যদি একশতটা পোষ্ট হয় তো তার অ্যাগেইনাষ্ট-এ তারা কয়টা নাম পাঠাবে এবং সিনিয়রিটি তারাই মেনটেইন করে। এই জযেগায় দাঁড়িয়ে আমরা এখানে এ রকম কোন সিদ্ধান্ত সরকার নেয় নি যে এমপ্লয়মেণ্ট একচেইঞ্জ-এর মাধ্যমে নাম আসবে না। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ-এর মাধ্যমে সময় সময় নাম আসে।

জেনারেলী বেকারদের তরফ থেকে যারা চাকুরী পান না তারা নিজেরাই বলেন যে, আমাদেরকে অন্তত চাকুরীর ইন্টারভিউ দেওয়ার সুযোগটা দেওয়া হোক, ৫টা, ৭টা, ১০টা ইন্টারভিউ আসলে কোন একটাতে পেয়ে যেতে পারি। ৩য় বামফ্রন্ট সরকারের সময় থেকে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ-এর পাশাপাশি এই ব্যবস্থা'টা'ও রাখা হয়েছে। যদিও বেকারদের এটা বলা হয়েছে যে, আপনি যতবার ইন্টারভিউ দেবেন ততবারই তো আপনাকে এই কাগজগুলি দিতে হবে, ফলে আপনার আসা যাওয়া ও কাগজ ইত্যাদির জন্য পয়সা খরচা হবে। তারা বলে তা হোক, তবু আমরা ইন্টারভিউ দেওয়ার সুযোগ চাই। সেদিক থেকে দুইটা ব্যবস্থাই আমরা এখানে রেখেছি। এটা ঠিক এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জগুলিকে আরও এক্সটেনডেড করা দরকার, আরও ইমপ্রুভ করা দরকার এবং এগুলিকে বন্ধ করে দেওয়ার প্রশ্নই আসে না বরং এর মাধ্যমে এই কাজটাকে ক্যানটেস্ট করলে সুবিধা অনেক বেশী।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা : - সাপ্লিম্যান্টারী স্যার, আমার ছামনু এলাকাতে সব পত্রিকা যায় না, আবার অনেক ধরণের পত্রিকা মানুষ চেনেও না এমনও আছে। তা বিজ্ঞাপনতো পত্রিকায় বের হয় অথচ পত্রিকা গুলি সেখানে যায় না। আবার গেলেও মাষ্টার মহাশয় যারা আছেন তারাও একজন কি দুইজন থাকেন একটা গ্রামে। স্যার, আমার ময়নামা একটা বড় গ্রাম, কিন্তু সেখানেও দশ দিনে আটটা পত্রিকা যায় না।

সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এমন অনেক এলাকা আছে যেখানে সময়মত সব পত্রিকা যায় না। কাজেই যে সব পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বের হয় সে পত্রিকা সময়মতো যায় না - দেরীতে যায় ফলে বিজ্ঞাপনের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দরখাস্ত করাও সম্ভব হয় না যেমন আমার ময়নামা গ্রামে সেখানে খুব কম পত্রিকা যায়। কাজেই শিক্ষিত বেকাররা এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জে নাম রেজিষ্ট্রি করে বসে থাকে এই আশা যে এক দিন না একদিন তারা ইন্টারভিউর কল পাবে। কিন্তু যখন তাদের বলা হয় যে পত্রিকায়তো বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে তোমরা দরখাস্ত করনি কেন? কিন্তু সেখানেতো পত্রিকা সময়মত যায় না। কাজেই এই ব্যাপারে এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জের মাধ্যমে বেকারদের ইন্টারভিউর কার্ড পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে কি না? প্রত্যন্ত গ্রামে কি বাঙ্গালী, কি পাহাড়ী যারা বসবাস করেন তাদের শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা আশায় দিন গুনছেন তাদের পক্ষে কিছুটা সহায়ক হবে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) : - মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন যে প্রত্যন্ত এলাকায় সময়মত পত্রিকাগুলি যায় না—দেরীতে যায়। ফলে বিজ্ঞাপনে যে নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হয় সেই সময় এর মধ্যে আর দরখাস্ত করতে পারেন না। এজন্য আমরা আকাশবানীর মাধ্যমে যাতে কিছু এডভারটাইজমেন্ট করা হয় তারজন্য চেষ্টা করছি কিন্তু এতে কিছু অসুবিধা রয়েছে। যাইহোক্ স শ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে বলব তারা যেন ওপেনলি কোন মাধ্যম থাকলে বা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের

মাধ্যমে ইন্টারভিউর কার্ড পাঠাবার যেন ব্যবস্থা করা হয়—এতে নিশ্চয়ই সুবিধা হবে তাতে কোন দ্বিমত নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ হয় সেখানে ইন্টারভিউর সিলেকশন বোর্ড সিলেকশন করেন বলে মনে হয় না। সেখানে দলীয় লিডার যিনি থাকেন—যেমন জিলা পরিষদের সভাধিপতি, বা অন্য মেম্বার যারা থাকেন তারাই এই সব করেন। কাজেই এই ক্ষেত্রে বামফ্রন্টের নিয়োগনীতিটা সঠিকভাবে মানা হবে কি না? আগে আমরা দেখেছি যে সিনিওরিটি কাম্ নীতি এই একটা নিয়মনীতি ছিল এবং আমাদের সময়ে এটা চালু ছিল সেটা আমরা মানতাম। কিন্তু জেলা পরিষদের যারা সভাধিপতি এবং অন্যান্য নেতারা তারা যেভাবে প্রার্থী বাছাই করেন তাতে দেখা যাচ্ছে সিনিওরিটি কাম নীতি এটা মানা হচ্ছে না। কাজেই এখন সেই নিয়মটা মানা হবে কি না?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই প্রশ্নে উত্তরের সঙ্গে আমার একটা প্রশ্নের উত্তরও মাননীয় মন্ত্রী একসঙ্গে দিলে ভাল হবে। এখানে একটু আগে মাননীয় মন্ত্রী যে তথ্য দিয়েছেন তাতে কিছু যোগ বিয়োগের ভুল রয়েছে। যেমন উনি বলেছেন—টোট্যাল ১৪১৬ জনকে চাকুরী দিয়েছেন। তারমধ্যে এস, টি, —৪০৩ জন, এস, সি, —১৭৯ জন, এবং জেনারেল—৯৮৬ জন। টোট্যাল—১৪১৬ জন। কিন্তু এটা টোট্যাল করলে দেখা যায় সেটা হবে ১৫৬৮ জন। তো ১৫২ জন কোথা থেকে এলো? কি সব তথ্য দেন— কোথায় কি গণ্ডগোল একটু পরিস্কার করে বল্‌লে ভাল হয়।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার আসার পর আমি বলতে পারি সুষ্ঠ নিয়োগনীতির মাধ্যমেই নিয়োগ করা হয়। যেমন ৭০ শতাংশ সিনিওরিটি কাম মেরিট এবং ৩০ শতাংশ নীডি বেসিস্। এই ভিত্তিতেই নিয়োগ করা হয় তারমধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। এছাড়া বামফ্রন্ট সরকার আসার পর চাকুরী প্রার্থীদের বয়সের সীমাও বৃদ্ধি করেছেন। সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৩৭ বছর, এস, সি, এবং এস, টি, দের ক্ষেত্রে ৪২ বছর করেছেন। তারপর শারীরিক প্রতিবন্ধিদের জন্য ৩ শতাংশ এবং প্রাক্তন সৈনিকদের জন্য ২ শতাংশ রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া চাকুরীরত অবস্থায় কোন কর্মচারীর মৃত্যু হলে ডাই-ইন-হারনেস্ হিসেবে তার পরিবারে একজন সদস্যকে চাকুরী দেবার বিধান আছে। আর যদি কেউ উপযুক্ত প্রার্থী না থাকে তবে এজন্য ৫০ হাজার টাকা অর্থ সাহায্য দেবার বিধান রয়েছে।

অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীভূক্ত ব্যক্তিদের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে যা লিখিত নির্দেশ অনুসারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এছাড়া ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে যেটা বলেছেন, এই ক্ষেত্রে কেউ কোন হস্তক্ষেপ করে না।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, হিসাবটাতো দিল না।

মিঃ স্পীকার :— হিসাবটা মিলিয়ে দেবে, একটু সময় দিন।

শ্রীমানিক দে (মজলিসপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় চাকুরীর যে হিসাবটা দিয়েছেন এই হিসাবের মধ্যে এটা কি একটি দপ্তরের না বিভিন্ন দপ্তরের ? যদি বিভিন্ন দপ্তরের হয় তাহলে সেখানে হানড্রেড পয়েন্ট রোস্টার অনুযায়ী এস, টি, এস, সি এবং আন রিজার্ভড যে পোস্টগুলি আছে সেগুলি নিয়ম অনুযায়ী যারা যাদ্রা প্রাপ্য সেই অনুযায়ী ফিলআপ হয়েছে কিনা ? এমনিতে মোট হিসাব নাও মিলতে পারে। তবে এগুলি বিভিন্ন দপ্তরের কিনা আমি জানতে চাই।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, হ্যাঁ এইভাবে হয়।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা জানতে চেয়েছেন হিসাবের ব্যাপারটা, আমার মনে হয় আমাদের বিধায়ক যে প্রশ্নটা তুলেছেন সেটা সংগতিপূণ। কারণ কতগুলি দপ্তর আছে হয় ফ্রেশ অ্যাপয়েনমেন্ট হল, কতগুলি ভেকেন্ট পোস্ট হানড্রেড পয়েন্ট রোষ্টার যেটা আছে সেই রোষ্টারটাতো সাধারণ হিসাবে ফিলআপ হয়। কাজেই সেই জায়গায় গিয়ে রোস্টার যেটা আছে সেই রোস্টার তার উপর ভিত্তি করেই হয়। কাজেই সবটা জেনারেল একটা হিসাবের মধ্য দিয়ে যদি আমরা হানড্রেড পয়েন্ট রোষ্টার মিলাবার চেষ্টা করি তাহলে মিলবে না। ফলে এখানে হিসাব যেটা বলেছেন যে সবটা ভাগ করে ব্রেকআপ দিয়েছে তাতে গিয়ে ফুল নাম্বারটা মিলছে না, এটা হতে পারে। এটা নিশ্চয়ই যদি ভুল থাকে সংশোধন করে নেওয়া উচিৎ। কিন্তু হানড্রেড পয়েন্ট রোষ্টার জেনারেল হিসাবটার মধ্যে কিন্তু মিলবে না। এটা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যদি মোট হিসাবের মধ্যে কোথায়ও ভুল থাকে এটা যাতে সংশোধন করে নেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪৯।

শ্রীনারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪৯।

প্রশ্ন

১। এটা কি সত্য যে রাইমাভ্যালী বিধানসভা কেন্দ্রের কালাঝরী ডাকমুড়া, চকলেফেং ছড়া ও তীর্থমুখ এলাকায় উপজাতি জুমিয়াদের জুমচাষে বাঁধা দেওয়া হচ্ছে ?

২। যদি সত্য হয় তার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ ইহা সত্য।

২। মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের অন্তবর্তী ১৪-২- ২০০০ তারিখের আদেশমূলে (রিট দরখাস্ত নং ২০২, ১৯৯৫ ইং) জানান যে আভয়ারণ্য থেকে কোনও প্রকার গাছকাটা চলবে না। এমনকি মৃত, উৎপাটিত গাছও সরানো চলবে না। এবং ঘাস পর্য্যন্ত কাটা চলবেনা। উপরোক্ত কালাঝারী, ডাকমুড়া, চকলেফেংছড়া এলাকাগুলিতে গোমতী অভয়ারন্যের অন্তর্গত বলিয়া উক্ত আদেশমূলে জুমচাষ বৈধ নহে। পাশাপাশি তীর্থমুখে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র এলাকাতেও জুমচাষ বৈধ নহে ঘোষিত আছে এবং তাহলে আদালত অবমাননার সামিল।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমি কিছু বুঝি না। যখন অভয়ারণ্য সম্পর্কে এই বিধানসভাতে গত বছর খুব হৈ চৈ হয়েছিল তখনই মন্ত্রী মহোদয় জোর দিয়ে বলেছিলেন যে এইরকমভাবে জুম চাষে বাঁধা দেওয়া হয়না এবং প্রশ্ন উঠে না। জুমিয়াদের পক্ষে বামফ্রন্ট সরকার নানারকম কথা বলে আমাকে উত্তর দিয়েছেন। এটা প্রোসিডিংস-এর মধ্যে রয়েছে আবার উনি বলেছেন হ্যাঁ আইন মত জুম চাষ বন্ধ। তাহলে কোনটা মানব। প্রথমে ডুম্বুর প্রজেক্ট ১৯৬৫ ইং সালে সার্ভের পরে ডুম্বুর প্রজেক্ট শুরু হয় ৭৪ ইং সালে। উচ্ছেদ হয় প্রায় সাড়ে তের হাজার উপজাতি পরিবার। এবং উচ্ছেদ হয়েছে তাদের মধ্যে এখনো সুস্থ পুনর্বাসনের অভাবে এখনো অর্ধাহারে অনাহারে আছে। সরকারের তরফ থেকে কোন সুস্থ পুনর্বাসন না থাকাতে ঐ এলাকার মানুষ রাগ। সেখানে উপজাতিরা ছোট ছোট টীলাতে জুম চাষ করছে। সেই চকলেংতিছড়া থেকে শুরু করে জগবন্ধু পাড়া পর্য্যন্ত সাড়ে তিনশত পরিবার বাস করছে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেই জুম চাষের বন্ধের জন্য যেটা বলেছেন যদি সেই হয় তাহলে সেখানকার লোকেরা কোথায় যাবে। আপনি এই বিধানসভাতে উত্তর দিয়েছিলেন যে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হবে না। একবার ডুম্বুর প্রজেক্টের জন্য উচ্ছেদ হল এখন আবার অমরেন্দ্র নগরের জন্য উচ্ছেদ হবে। আবার উনি বলছেন উচ্ছেদ করা হবে না। আবার বলছে জুম চাষ করা যাবে, মরা গাছ কাটা যাবে না। জঙ্গলের ভীতরে থাকা যাবে না। পরোক্ষভাবে আপনি বলেছেন যে উচ্ছেদ হয়ে যাও। সেখানকার হাজার হাজার লোক কোথায় যাবে? মাননীয় মন্ত্রীর কাছে সুস্পষ্ট জবাব চাই এবং তার যতদিন পর্য্যন্ত সুস্থ পুনর্বাসন ব্যবস্থা করা না হয় ততদিন পর্যন্ত এই জুম চাষের সুযোগ দেওয়া হবে কি না? আর যদি দেওয়া হয় আবার ঐ এলাকায় আন্দোলন হবে রক্ত বইবে। এই উচ্ছেদ নিয়ে উপজাতি অংশের মানুষ এমনিতে ক্ষুব্দ একবার দুর্গা চৌধুরী পাড়া থেকে আবার তুইসিন্দ্রাই থেকে প্লেইনঘাটি হবে বলে উচ্ছেদ হয়েছে। এটা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই।

শ্রীনারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) :-- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যও মন্ত্রী ছিলেন সেখানে অভয়ারণ্য করার জন্য সেই ১৯৮৮ সালেই পরিকল্পনা নেওয়া হয়। তখন রাজ্যে জোট সরকার ছিল। কাজেই মাননীয় সদস্য না জানার কথা না। সেখানে সেই অভয়ারণ্য আইন ও বিধি অনুসারেই কাজ করা হচ্ছে। ১১-২-২০০০ ই সুপ্রিম কোর্টের একটা নির্দেশ আছে যে এই অভয়ারণ্য এলাকা থেকে গাছ কাটা যাবে না এবং মরা গাছ পর্যন্ত সড়ানো যাবে না বলে। তার ফলে বনকর্মীরা নিশ্চয়ই সেই আইন অনুসারে বাধা দিয়ে থাকতে পারে। সেগুলি তারা যদি না করে তাহলে আইন লঙ্ঘনের কারণে তাদের চাকরী বাঁচাতে পারবে না। তাই তারা সেই নির্দেশ পালন করতেই হবে। আর এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে তাদেরকে সুস্থ পুনরর্বাসন দেওয়ার আগে সেখান থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না। আমি জানি আমিও একজন উপজাতি। সেখানে যারা ডুম্বুর প্রজেকটের কারণে উচ্ছেদ হয়েছে তারা এখনো সুস্থ পুনরর্বাসন পায় নি। আবার যদি তাদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করা হয় তাহলে অমানবিক হবে। সেই কারণে আমরা অনেকবার সুপ্রিম কোর্ট এবং অভয়ারণ্য দপ্তরের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছি কিন্তু সেগুলি মানা হচ্ছে না। আপনার সঙ্গে আমার এক মত। এখান থেকে উপজাতিদের সড়ানো কঠিন হবে এটা আমারও ধারণা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন, যে সমস্ত জুমিয়া পরিবার সেখানে আছে তাদের একমাত্র জীবিকা হচ্ছে এই জুমচাষ। এখন যদি জুমচাষ বন্ধ করে দেওয়া হয় তা হলে তাদের জীবিকা বন্ধ হয়ে যাবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জবাব দেবেন কিনা যে সমস্ত জুমিয়া পরিবার আছে তাদের যদি জুম চাষ করতে সেখানে না দেওয়া হয় তা হলে তাদের জন্য বিকল্প জীবিকা হিসাবে কি ব্যবস্থা করা হবে? সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) :— স্যার, বিকল্প পুর্ণবাসনের জন্য একা ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট পারবেন না। বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টকে সম্মিলিতভাবে তাদের বিকল্প ব্যবস্থার জন্য চিন্তা করতে হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : – সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বিকল্প ব্যবস্থা না করে আপনি তো তাদের জীবিকা বন্ধ করতে পারেন না। আপনি তাদের বিকল্প ব্যবস্থার জন্য কি চিন্তা ভাবনা করছেন। সেটাই আমি জানতে চাইছি।

শ্রীনারায়ণ রুপিনী (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা তো আইন মোতাবেক আপনারা যখন অভয়ারণ্য করেন তখন কি মনে ছিলনা যে এই অবস্থা হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :–স্যার, আগে তো জুম চাষ বন্ধ করা হয়নি। এখন জুম চাষ বন্ধ করে দেওয়া

হচ্ছে। তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা না করে আপনি জুম চাষ বন্ধ করতে পারেন না। আপনি তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, তৃষ্ণার এই ধরণের কিছু এলাকা অভয়ারণ্য করার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এতে কিছু বসত বাড়ী এবং চাষ যোগ্য জমি থেকে কৃষকরা উচ্ছেদ হবে। এই সম্পর্কে দপ্তরের কোন বিকল্প চিন্তাভাবনা আছে কিনা, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা।

শ্রীনারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) : - স্যার, এই সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি জুম বন্ধ করলেন কোন অধিকারে। আপনার কোন অধিকার নেই তাদের জুম চাষ বন্ধ করার। আপনি তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা না করে জুম চাষ বন্ধ করতে পারেন না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— বসুন, বসুন। আপনারা শান্ত হোন। বসুন।

শ্রীরতন লাল নাথ : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই ব্যাপারে কোন বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা সেটাই আমরা জানতে চাইছি।

শ্রীজওহর সাহা : স্যার এই বিষয়টা খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। কারণ ঐ এলাকা উপজাতি জনগোষ্ঠি। একসময় সেটা অমরপুর সাব ডিভিশানে ছিল। এই উপজাতিরা একবার ডুম্বুর জলাশয়ের কারণে উচ্ছেদ হয়েছে। এখন নূতন করে তারা আবার উচ্ছেদ হতে চলছে। এখন তাদের জীবন জীবিকা এই জুমের উপর নির্ভরশীল। ফলে তাদের বাঁচার বিকল্প ব্যবস্থাটা কি নেওয়া হয়েছে এই ব্যাপারে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাইছি। তারা জুমের উপর নির্ভরশীল ফলে তাদের বিকল্প ব্যাবস্থাটা কি নেওয়া হবে স্যার। স্যার এই ব্যাপারে যেহেতু মাননীয় বনমন্ত্রী বলেছেন বিভিন্ন দপ্তরের ব্যাপারে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি এবং সরকার এই ব্যাপারে কোন রকমের চিন্তা ভাবনা করছেন কিনা সমাধানের জন্য।

শ্রীমানিক সরকার (মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী) : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা সরকারে দায়িত্ব নেওয়ার পর এই অভয়ারণ্য সংরক্ষণের বিষয়ে ইত্যাদি গুলো নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়। আমি লক্ষ্য করেছি গণমুক্তি পরিষদ থেকেও সে সমস্ত এলাকায় যাদের বসতি তাদের গিয়ে গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ করে এই রাজ্যের সরকার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে যে উচ্ছেদ তোমরা

করবে না, যারা যারা থাকতে পাড়বে তার ব্যাবস্থা করা কারণ মানুষের জন্য বন, বন মানুষ এর মধ্যে মাঝখানে কোন ফারাক করার চেষ্টা করে না। কাজেই এটা আমরা বলছি তো মাননীয় সদস্যারা যেটা বলেছেন কেন্দ্রীয় সরকার যে সর্বশেষ যে নির্দেশটা এটাও আসলে বাস্তব বিমুখ সিদ্ধান্ত কে বলবে এটা। আবার আমাদের প্রতিবাদ করতে হবে কিন্তু উপায় নেই। কিন্তু এরা কতটুকু শুনবেন মানবেন এটা আইনের ব্যাপার কারণ এই স্ব-মিল নিয়ে আমরা প্রথমেই বলেছি। ছোট ছোট আমাদের স্ব-মিলের যারা মালিক এটা ঠিক যেটা নিয়ে মাননীয় সদস্য রতন লাল নাথ যে প্রশ্নটা তুলেছেন কারেক্ট প্রশ্ন। যিনি গাছটা কাটছেন তার ব্যাবস্থাটা কি হবে। ঠিক্ আছে এখন সেই জায়গায় ওটা নিয়ে তাদের কাছে বার বার যাচ্ছি। এই যে প্রশ্নটা এসছে আমরা নিজেরা বসে আলোচনাও করেছি কিন্তু দেখা গেছে এই ব্যাপারটা সমাধান হচ্ছে না। রাজস্থানের বনের সমস্যা সমাধান করবেন ত্রিপুরার সবটাকে বনায়ণ করতে হবে। আমরা এটা বলেছি যে ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স রাজস্থানে নেই এটা মরুভূমি এটা কি ত্রিপুরার বন কি করে হবে ত্রিপুরা সৃষ্টি করছেন ফরেষ্ট তাতে ৩৯ শতাংশ রিজার্ভ করে দিলেন। আপনারা বিরাট জায়গা আটকে রেখে দিলেন। যেটা মিঃ রাংখল প্রশ্ন করেছিলেন। যদিও আমি ইন্টার ফেয়ার করার চেষ্টা করেনি। গাছও নাই ফরেষ্টও নাই বলে তারা বলে দিয়েছেন এই সমস্ত বিষয়গুলো হচ্ছে এবং এটা এমনই একটা ব্যাপার হয়ে গেছে স্পর্শকাতর বনের ব্যাপার। স্পর্শই করা যায় না। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার এই নীতি যদি তাদের উচ্ছেদের দিকে নিয়ে যায় শেষ পর্যন্ত তাদের বিকল্প একটি ব্যাবস্থা করতেই হবে। এটা শুধু বন দপ্তরের ব্যাপার না সরকারী ভাবে সরকার ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, বন দপ্তরের অন্যান্য সমস্ত দপ্তর এক সাথে করে নিয়ে বসি, নিশ্চই আমরা দেখব এটা আমাদের দায়িত্ব এটা তো এড়িয়ে যাওয়ার কোন প্রশ্ন নাই। সেই সম্পর্কে আমরা সচেতন। আমাদের বিধানসভার দিক থেকেও বোধ হয় অভয়ারণ্যের ব্যাপারে প্রতিবাদ দেওয়া দরকার। আপনারা যদি এমন করেন দপ্তর থেকে এই যে সেন্টিমেন্টটা এক্সপ্রেস হলো এটাকে উল্লেখ করে আমরা বলব প্লিজ ইউ রি-কনসিডার দিজ কোয়েশ্চান পার্টিকোলার ইউ রিগার্ড ত্রিপুরা। আমরা এটা বলতে পারি। কারণ আমরা আমাদের যে কাজটা সেই কাজটা চালিয়ে আর এটার জন্য বসে থাকব না। এতোটুকু আশ্বাস আমরা দিতে পারি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—এখন জোত তো এলরেডি হয়ে গেছে। কাজেই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টকে দেওয়া হবে কিনা যাতে কোন রকম ডিসট্রাব না করেন। কারণ এটা এই নির্দেশ আসার সাথে সাথে সরকারের উচিৎ ছিল তাদের অলটারনেটিভ একটি ব্যবস্থা করা। এবং জুম তারা অলরেডি করে ফেলেছে হঠাৎ বন দপ্তর বলে দেবে ধান কাটা চলবে না। এটা তো ভয়ংকর ব্যাপার হবে।

শ্রীনারায়ণ রূপিনী (মাননীয় মন্ত্রী) :— না যেখানে জুম আছে সেখানে কোন বাধা দেওয়া হবে না এবং জুম কাটা বন্ধ হবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য এখন প্রশ্ন পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। সেইগুলির উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURE'S—'A' & 'B')

OBITUARY REFERENCE

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি গভীর দুঃখের সাথে এই সভাকে জানাচ্ছি যে, পবিত্র মাতৃভূমির অখণ্ডতা রক্ষা করতে গিয়ে ত্রিপুরার বীর সন্তান সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ৫৯ নং ব্যাটেলিয়ানের ইন্সপেক্টর রাখাল ভৌমিক গত ১৫ই জুলাই, ২০০৪ ইং সন্ধ্যায় পাকিস্তান মদতপুষ্ট মুজাহিদিন সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে প্রাণ হারান। সে সময় তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের সীমান্তে কর্তব্যরত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তার স্ত্রী, এক কন্যা ও এক পুত্র রেখে গেছেন। প্রয়াত ভৌমিকের বাড়ি আগরতলাস্থিত ধলেশ্বরের এক নং রোডে।

প্রয়াত ভৌমিক ছিলেন বি, এস, এফ. এর গোয়েন্দা শাখার একজন সুদক্ষ অফিসার এবং তাঁর গোপন খবরের ভিত্তিতে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে বি, এস, এফ বিরাট সাফল্য পেয়েছিল। মৃত্যুর দিন পেট্রোলিং-এ যাওয়ার সময় প্রয়াত ভৌমিক সন্ত্রাসবাদীদের এম্বুসের মুখে পরেন এবং সন্ত্রাসবাদীদের স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের গুলীতে তাঁর দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়।

এই বীর সন্তানের অকাল মৃত্যুতে ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং সন্ত্রাসবাদীদের এরকম জঘন্যতম কার্য কলাপের প্রতি ধিক্কার জানাচ্ছে। এই সঙ্গে প্রয়াত ভৌমিকের আত্মীয় পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্য সদস্যাগণকে ২ (দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত বীর সন্তানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুরোধ করছি।

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, "হু জ হু" ত্রিপুরা বিধান সভা সম্পর্কিত, অনেক মাননীয় সদস্য তাদের বায়োডাটা পাবলিশ করা সম্ভব হচ্ছে না। মাননীয় সদস্যগণ যেন তাদের নিজ নিজ বায়োডাটা লাইব্রেরীতে জমা দেন। অদ্য বিধানসভা কর্তৃপক্ষ ফটো তোলার জন্য ক্যামেরাম্যান বিধানসভায় নিয়ে এসেছেন। মাননীয় সদস্যগণ যাতে লবীতে গিয়ে নিজ নিজ ফটো তুলেন।

MATTER RAISED BY MEMBERS

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— এই যে রাখাল ভৌমিক যিনি মারা গেলেন কার্গিল ফাণ্ডে তো টাকা আছে, সেই দিয়ে এই পরিবারের অর্থ সাহায্য হউক এটা বিধানসভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, কার্গিল ফাণ্ড তো আর্মিদের সঙ্গে রিলেটড্। কিন্তু তার পরিবার দরখাস্ত করলে আমরা আলাদাভাবে দেব।

মি স্পীকার ঃ— আজকের কার্যসূচীতে সাতটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক গত ১২ ৭/২০০০ ইং তারিখে সভায় উৎথাপিত নিয়ে উল্লেখিত বিষয় বস্তুটির উপর শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— স্যার, আপনি তো গতকালকে এস্যুরেন্স দিয়েছিলেন যে কোয়েশ্চান আওয়ারের পরেই তাদের সাসপেনসান উইথড্রর ব্যাপারে ঘোষণা দেবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— বসুন, এই ব্যাপারে তো কালকেও আমি বলেছি যে ঘটনাটা যেটা হয়েছে এটা বিধানসভার সবাই আমরা স্বাক্ষী। এটা বলা সম্ভব বিধানসভার সদস্যদের এক্তিয়ার ভুক্ত কাজ। এখানে যেটা সংগঠিত হয়েছে এবং যার জন্য আমার কক্ষে গিয়ে আপনারা দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এবং সামগ্রিকভাবে এই ঘটনার জন্য চারজন রক্ষি যারা দায়িত্বে আছেন তাদের দপ্তরের দিক থেকে আমাদের পরামর্শে আমরাই একটা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি। এইটা সামগ্রিক ভাবে পর্যালোচনা হয়েছে এবং আপনারা গিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং সবটা মিলে যে অনুতপ্ত হয়েছেন আপনারা। আমার চেম্বারে গিয়ে বলেছেন যে ঘটনাটা ঠিক হয়নি। এটা খুবই নিন্দনীয় হয়েছে। কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি নিজেও বলেছি একটা উদ্যোগ নিতে হবে। তাদের উপর যাতে কোন আঘাত না আসে। এবং এই জন্য আপনারা বার বার বলেছেন সাসপেনশান যাতে তুলে নেওয়া হয়। যাতে এই ব্যাপারটা খুব হৃদতার সঙ্গে দেখা হয়। আমি আগেও বলেছি এই ব্যাপারে কোন প্রশ্ন নেই। এই সাসপেনশন যাতে কোন আঘাত না আনে, তা যাতে তুলে নেওয়া হয়।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই প্রসেসটা আপনি করেছেন। যাই হোক কালকেও আমি হঠাৎ করে আদিস্ট হয়েছিলাম আপনার দিক থেকে যে আপনি কিছু বলুন। ঐ দিন আপনি যখন ষ্টেটমেন্ট পড়েছিলেন তখন আমি আপনার ঘরে ছিলাম। মাননীয় সদস্য আমাদের অশোকবাবু, জওহরবাবু এবং সম্ভবত বিজয় রাঙ্খল তারা তিন জন ছিলেন। অন্য একটা বিষয়ে আমরা কথা বলেছিলাম। তখন স্পীকার বাবু বোধ হয় ষ্টেটমেণ্ট পড়ছেন যে না এই সময় আমার হাউসে যাওয়া দরকার এটার পিছনে আমি ছুটে আসি এবং এই সময় ষ্টেটমেন্ট শেষ হয়ে গেছে। এখানে আপনি যা বলেছেন এই নিয়ে তো অতিরিক্ত বলার কিছু নেই। এটা ঠিকই আছে সেখানে পুলিশ দপ্তর তাদের দিক থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা তারা করছেন। মাননীয় সদস্যরা যেহেতু

আপনার ঘরে গিয়ে কথা বলেছেন যে তাদের সাসপেনশনটা তুলে নেওয়ার জন্য এবং আপনার এক্সপ্রেস থেকে আমি অন্তত পক্ষে বুঝতে পারছি কালকেও প্রায় এই রকমই বলছিল যে সাসপেনশন তুলে নেওয়ার জন্য। যাতে তাদের উপর কোন আঘাত না পরে। আমি এতটুকু বলতে পারি প্রসেস তো এটা। কাজেই বিধানসভার মধ্যে যে সমস্ত আলাপআলোচনা হয়েছে তাই আমরা এই থেকে শিক্ষা নেব যে এদের উপর থেকে সাসপেনশন তুলে নেওয়ার জন্য। আমি আপনার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলছি দপ্তরের যারা কর্তা ব্যক্তি আছেন তাদেরকে বলবে যে সাসপেনশান তুলে নেওয়ার জন্য।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, আমি বলেছি বিকালে কথা বলার পর আপনি তো বলেছিলেন যে ১৯ তারিখ দেবেন। এবং ১৯ তারিখের মধ্যে এটা তুলে নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— না না এটা বলা হয় নি। এটা হচ্ছে আমার ব্যাপার। একটা দায়িত্বশীল মানুষ কথা যখন বলে কথাটা আপনারা ঘুরাইয়া দিবেন এটা ঠিক না। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ দুর্ভাগ্যজনক।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, আমার কথা অনুসারে আপনি এটা বলেছেন।

মিঃ স্পীকার :— আমি বলছি এটা চেষ্টা করব।

শ্রীজওহর সাহা :— আমরা এটা নিয়ে আর সময় নষ্ট করতে চাই না। কিন্তু এখানে যে প্র্যাক্টিক্যাল কথাগুলো বলা হয়েছে যে কাট মোশানটা উঠলে হবে। এটা কিন্তু স্যার এইভাবে হয় না।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য এটা বুঝার চেষ্টা করুন। ডেলিগেশান অব ডিউটিজ হয়েছে এই বিষয় কোন সন্দেহ নাই। কার জন্য কেন হয়েছে দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট মেটার ইট মাষ্ট বি লোকেটেড, আইডেনটিফাইড, দিস ইজ এ্যাসেম্বলী। কাজেই এ্যাসেম্বলীর সমস্ত সম্মান রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। কাজেই ডেলিগেশান যেটা হয়েছে ডিউটিজ, এটা আইডেনটিফাই করা হল কিভাবে এবং তার পরিপ্রেক্ষিত শাস্তির প্রশ্নটা সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে সাসপেনশান দিস ইজ, দি মানে সেগাসিয়েলস্ আউট লোক। আপনারা বুঝার চেষ্টা করুন। কাজেই এই জায়গায় বলছি আপনার আমার সকলের দায়িত্ব এই হাউসের ডিগ্নিটি মেন্টেইন করা। আবার মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যেভাবে বলেছেন তার প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং শ্রদ্ধা রেখে এবং আপনাদের যে অনুভূতি একটা ভুল হয়ে গেছে এই যে ইন-ফার-ষ্ট্রাক্চার যেটার উপরে আমি আলোচনা করছি কারণ আমি দেখেছি আপনাদের কোন সিনিয়র মেম্বার যারা তারা আলাদাভাবে যখন কথা বলছে ব্যাপারটাতো আমরা এইভাবে প্রস্তুত ছিলাম না এই রকম হয়ে গেছে। আমরাতো এই

জায়গাটা স্পর্শ করিনি। কারণ এটার ডিসিপ্লীন দেখতে হবে তো। এটা আইন সভা আমরাতো এখানে আইন তৈরী করি।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ— আমরা স্টেটমেন্টের উপরে সেটিসফাইড। কিন্তু যেভাবে ব্যাখা হচ্ছে তাহলে ঐসব ব্যাপার তো না। রিগাডিং-এর উপরে প্রথম ষ্টেটমেন্ট ইজ্ ও, কে। কথাটা হল ডিগনিটির প্রশ্ন অনেক কিছু, ডিগ্নিটির অর্থ যেটা সেটা তাহলে এজ পার রোলস্ করা উচিৎ ছিল।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— প্লীজ বসুন এখানে এই কথাগুলো বলা ঠিক না। মাননীয় সদস্য এটা আপনারা জানেন। আপনি তো সব সময় রোলসটা বের করেন। এটা ঠিক না। প্লীজ বসুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ স্যার, শেষের দিনে মাথা গরম করলে হবে না তো। আপনার বড় মাথা গরম হয়ে যায়।

মিঃ স্পীকার ঃ কিসের ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় সদস্য এটা ঠিক না। চেয়ারটাকে যা খুশি তা বললে তো হয় না। উনি স্পীকার তো না। এই যে শব্দগুলি ব্যবহার করছেন এটা ঠিক না। না, না, যদি ধমকায় তাহলে প্রতিবাদ করুন।

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনি যে কাজ করছেন বার বার আপনার তো রাইট অব দি মেম্বারসটা থাকছে না।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীর স্পীকার সাহেব, আমি এই বিষয়টা যে জায়গাটাতে এসে এখন দাঁড়িয়েছে এই নিয়ে আলোচনা না বাড়ানোই বোধ হয় উচিৎ হবে। আমি আপনাকে অনুরোধ করবো আপনি আপনার পরবর্তী প্রশ্নে যান।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, বিফোর সোশাল ওয়ার্ক, স্যার, পরবর্তী কর্মসূচীতে যাওয়ার আগে আমি ঐ রোলস্ ৯৪ এ একটা মোশান এনেছিলাম। সেটা আপনি আশ্বাসও দিয়েছিলেন শেষের দিন আলোচনার অনুমতি দেবেন বলে। পৌরসভা প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তা দেবার জন্য আমি এই হাউসে সুনির্দিষ্ট তথ্য এবং মাননীয় বিধায়ক অশোক বাবু রোল ৯৪ এর একটা মোশান এনেছিলাম। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিকে পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা দেবে বলে আমরা ডিমাণ্ড বলেছিলাম। আপনি আপনার চেম্বারে যাওয়ার পর আপনি আশ্বস্ত করেছিলেন এই বলে যে শেষের দিনে আপনি এটাকে উত্থাপন করার জন্য সুযোগ দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— না এটা বাতিল হয়ে গেছে তো।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :—বাতিল যে হল স্যার এটা বলার স্কোপ আছে এজ পার রোলস্ ১৪ আপনি ইউ শোড গিভ মি ইনরাইটিং দ্যাট আণ্ডার সাচ্ অ্যাণ্ড সাচ্ ইন রেকর্ড পারমিট মি। আপনি যে আমার মোশানটা বাতিল করলেন এই জিনিসটাতো আমাকে বলেন নি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এটা বাতিল হয়ে গেছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— না, না, আপনারটাতো বাতিল হয়েছে।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— আপনি বলছেন এই মোশান অল রেডি বাতিল হয়ে গেছে। আমাকে জানানো হয় নি

মিঃ স্পীকার :— এটা বাতিল হতে পারে। আমার জানা নেই সেখান থেকে কি হয়েছে। যদি তা হয় তাহলে নিশ্চয় ত্রুটি হয়েছে।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :- রোল-৯৯ ডিড নট্ ইমপ্লিমেনটি থেন মোশান।

মিঃ স্পীকার :— এটা আপনি বলতে পারেন, যদি আপনাকে ইমপ্লিমেনশন না দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে এটা ত্রুটি হয়েছে। কাজেই, এটা পরবর্তী সময় অফিস থেকে দেখব এই জাতিয় ত্রুটি যাতে না করে।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— এটা বাতিল হয়নি, এটা যেহেতু আপনি আমাকে জানান নি।

মিঃ স্পীকার :— বাজেটে আপনার বিভিন্ন আলোচনার স্কোপ আছে। কাজেই, টোটাল হতে পারে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ : আপনী এই ব্যাপারে বলেছেন শেষ দিনে সুযোগ দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— না এটা বলা হয় নি তো। বলেছি এই যে কথা হয় এটা ঠিক থাকেনা। একটা কথা হলে আর একটা কেন ভেন্টিলেট করেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— আমরা এই হাউসকে বিভ্রান্তি করছি।

মিঃ স্পীকার :— আপনাকে ইমপ্লিমেন্ট না দেওয়া থাকলে আবার পরবর্তী সময় এইগুলি সব ঠিক করব। না এটা ঠিক না।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— স্যার, যেহেতু আমাদের জানান নি বাতিল হয়েছে বলে, তাই সেটা বাতিল হয় নি। হঠাৎ করে বললে তো হবে না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এটা বাতিল হয়েছে। আপনারা বাজেটে আলোচনার সুযোগ পেয়েছেন।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ : আমরা বাজেটে এ ব্যাপারে আলোচনা করি নি। আপনি পারমিশন দেবেন না জানি, তবু আপনি বে-আইনি কাজ করছেন। আপনি আমাদের আশ্বস্ত করেছিলেন সুযোগ দেবেন বলে। এখন সে সুযোগ দিচ্ছেন না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধন দাস :— এখানে বে-আইনী কিছুই হচ্ছে না। সবই আইনী হচ্ছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— আপনি ইন্টারফেয়ার করবেন না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা :— স্যার, আজকে হাউসের শেষ দিন। আমরা অপজিশানের ১৩ জন বিধায়ক আপনার চেম্বারে গিয়েছিলাম। আপনি রাজী হয়েছিলেন, আগরতলা রাজধানীর স্বার্থে এ ব্যাপারে আমাদের আলোচনার সুযোগ দেবেন। আমরা ১৩ জন বিধায়ক আপনার কথা বিশ্বাস করে ফিরে এসেছিলাম। আমরা আজকে তৈরীও হয়ে এসেছি সুযোগ পাব বলে। আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি আপনার চেয়ারের মর্যাদা রাখুন।

মিঃ স্পীকার :— যখন কোন মোশন নো ডেট ইয়েট নেমড্ হয় তখন বলে দেওয়া হয়। যদি মোশন গ্রহণ করা হয়, তবে জানিয়ে দেওয়া হয়, না হলে জানান হয় না। তাহলেও আমি আপনাদের বলছি, আমি যতটুকু জানি, তাতে গৃহীত না হলে জানানো হয় না।

(গণ্ডগোল)

এখানে রুলের ৯৯ এ আছে, **If the Speaker admits notice of a motion and no date is fixed for the discussion of such motion, it shall be immediately notified in the Bulletin with the heading :—**

"No-Day-Yet-Named Motion." এরপরও আমি বলছি, কোন কারণে যদি সন্দেহ থাকে, তাহলে আমরা দেখব। কেমন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— আজকের পরে আর তো সুযোগ নেই।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ বসুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— হ্যাঁ, আপনি আমাদের বাসিয়ে দিতে পারবেন। তবে বে-আইনী-ভাবে বসিয়ে দিলেন।

(গণ্ডগোল)

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যাসূচীতে ৭ (সাত)টি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর (রেফায়েন্স পিরিয়ড) সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় গত ১১-৭-২০০০ ইং তারিখে সভায় উত্থাপিত নিয়ে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তু হলো :—

"রাজ্যের সমগ্র উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় সময় স্কুল বন্ধের ফলে উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার সম্পর্কে।"

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ : নৃপেন চক্রবর্ত্তী ঠিক কথাই বলেছিলেন।

শ্রীকেশব মজুমদার :— কি বললেন ?

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— বলছি নৃপেন চক্রবর্ত্তী ঠিক কথাই বলেছিলেন।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা এখানে হৈ চৈ করছেন কেন ? আমি তো এখান থেকে কিছুই বুঝতে পারছি না আপনারা বসুন।

(এ্যাট দিস স্টেজ অল দি অপোজিশান মেম্বারস্ রাশড টু দা ডায়াস)

শ্রী সুরজিৎ দত্ত : — স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় * * *

মিঃ স্পীকার :— এই সমস্ত কথা বলা ঠিক নয়। এটা উইথড্র হবে। আপনারা জায়গায় গিয়ে বসুন। এখানে আনপার্লামেন্টারী কথা যেগুলি বলা হয়েছে সেগুলি এ্যাক্সপাঙড হয়ে যাবে

(ইন্টারাপশান)

* * * (Expunged as ordered by the Chair)

শ্রীরতনলাল নাথ : -- স্যার, এই সমস্ত কথা বলে বিধানসভাকে নীচে নামানো হচ্ছে।

শ্রীদীপক কুমার রায় : — ট্রেজারী থেকে এরকম হলে হয় না। বিরোধী দলকে কথা বলার সুযোগ দিতে হবে।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা হৈ চৈ করলে কি শুনব। সভার তো একটা নিয়ম কানুন আছে। আপনারা জায়গায় গিয়ে বসুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ আপনারা জায়গায় গিয়ে বসুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :-- মাননীয় সদস্য আপনি জায়গায় বসে বলুন তাহালে সবাই শুনবে।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য : - স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে কথাটা মাননীয় সদস্যকে বলেছেন সেটা উইথড্র করুন এবং দুঃখ প্রকাশ করুন। এটা তো কিছু নয়। পার্লামেন্টের নীতিই রয়েছে যে, যদি অশালীন কোন কিছু বলে তাহলে দুঃখ প্রকাশ করা যায় উইড্র করা যায়।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : স্যার, এইগুলি হঠাৎ করে কিছু হয় না, সকলেই আমরা বলি এই রকম কোন কথা তো বলা উচিত নয় যেগুলি চেয়ারকে অসম্মান করা হয়, অন্যান্য সভ্য যারা আছেন তাদের প্রতিও অসৌজন্য প্রকাশ করা হয়। আর এইগুলি এটা হলেও এটা যেমন আমার একার অধিকার নয় তেমনি কোন সদস্যেরই এই ধরণের অধিকার একার হয় না। যাই হোক এর মধ্যে যা হয়েছে আমি অন্তত: আশা করব মাননীয় সদস্য অশোক ভট্টাচার্য্য যা এখানে বলেছেন তিনি বর্ষীয়ান সদস্য এবং বহু দিন ধরে আছেন আমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বও অটেল। তিনি অন্ততঃ এই ধরণের উনাদের পক্ষ থেকে কোন কিছু যাতে না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন আর এর ফলশ্রুতি হিসাবে আমি যদি কোন কিছু কথা বলে থাকি তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।

মিঃ স্পীকার : আজকের কার্যসূচীতে ৭ (সাত)টি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর (রেফারেন্স পিরিয়ড) সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় গত ১২-৭-২০০০ ইং তারিখে সভায় উত্থাপিত নিয়ে উল্লিখিত বিষয়টির উপর শিক্ষাদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :—

"রাজ্যের সমগ্র উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় সমস্ত স্কুল বন্ধের
ফলে উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার সম্পর্কে।"

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) : মাননীয় স্পীকার স্যার, রেফারেন্সটি হল "রাজ্যের সমগ্র উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় সমস্ত স্কুল বন্ধের ফলে উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার সম্পর্কে"। রাজ্যে ৩ হাজার ১৪২টি স্কুল আছে। এর মধ্যে এ, ডি সি এলাকায় ১ হাজার ৬৬২টি স্কুল আছে। যাকে আমরা মোটামুটি বলতে পারি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত বিদ্যালয় এবং জুনিয়র বেসিক ১ হাজার ২৮৪, সিনিয়ার বেসিক ১৭৭, হাই স্কুল ১৫০ এবং হায়ার সেকেণ্ডারী ৫১। এর মধ্যে এ, ডি, সি এলাকায় জাতি এবং উপজাতি মিশ্র এলাকা। এ, ডি, সি প্রধানতঃ উপজাতি অধ্যুষিত পাড়া, গ্রাম। জাতি উপজাতির মিশ্র এলাকায় ১০০টির উপর স্কুল আছে প্রাথমিক স্কুল। এর মধ্যে তেলিয়ামুড়া ইনসপেক্টরেটে মোহরছড়া জে, বি, স্কুলটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কারণ সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক হানাহানির জন্য, বৈরীতার জন্য অথবা বৈরী সন্ত্রাসের ফলে এই এলাকার জনবসতিগুলি স্থানান্তরিত হয়েছে। অউপজাতিরা অ-উপজাতি এলাকার দিকে চলে এসেছে, উপজাতিরা উপজাতি এলাকার দিকে চলে যাওয়ায় ছাত্র ছাত্রী যারা, তারা নেই। যার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় এই ধরণের জনবসতি স্থানান্তর যা বলেছিলাম মিশ্র এলাকায় প্রায় ১০০ টি স্কুলের বেশী আছে। কাঞ্চনছড়া জে, বি, কাঞ্চনপুর, আনন্দ রোয়াজা পাড়া জে, বি স্কুল ছৈলেংটা, তৈলাছড়ি জে, বি, তেলিয়ামুড়া ইনস্পেক্টরেট এবং ছবিকুমার পাড়া জে বি স্কুল সাব্রুম এই চারটি স্কুলও এইভাবে জনবসতি স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য বন্ধ হয়ে গেছে।

আপনারা জানেন যে, আমি গতকালও বলেছি যেসমস্ত শিক্ষকরা এইসব দুর্গম এলাকায় কাজ করেন, স্থানীয় উপজাতি অথবা অ-উপজাতি তারা এই জাতি উপজাতির বৈরীতার জন্য, সন্ত্রাসের জন্য নানাভাবে আতংকিত এবং তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম করার মত অবস্থার মধ্যে নেই। এর মধ্যে ৬৮ জন অপহৃত হয়েছিল। কেউ কেউ ফিরে এসেছে, তার জন্য প্রচুর অর্থ দিতে হয়েছে, নিহত হয়েছেন ২০ জন এবং আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি এমন আছে ১০ জন। এই ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে তাদের কাজ করতে হয় এছাড়া ১৮-৭ এ কমলপুর ছোট শর্মায় মিশ্র জনবসতি এলাকায় সেখানে সন্ধ্যা সাতটায় যতীন্দ্র নাথের বাড়ীতে বৈরী হামলা হয়, তার ১০ বৎসরের ছেলে হীরেন্দ্র (হীরু) নাথ তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে তাকে ওরা কিডনাপ করে নিয়ে গেছে। এই ধরণের ঘটনা যখন ঘটে, অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, স্কুল চালানোর পরিস্থিতি থাকেনা। ইতিমধ্যে এই পাড়ার জাতি উপজাতি সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যারা এই সমস্ত বৈরী, সন্ত্রাসবাদীরা যারা ওভার গ্রাউণ্ডে কাজ করে, তাদেরকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হীরুকে ফিরিয়ে দেওয়ার নোটিশ দিয়েছে। এবং বলেছে তারা নিজেরাই পরবর্ত্তী সময়ে উদ্ধার করার জন্য অপারেশনে নামবে। আমরা কিছুদিন আগে দেখেছি কিল্লায় একজন হাতুড়ে ডাক্তার কিডন্যাপ হয়েছিল। কিল্লার জাতি উপজাতির মানুষ মিলিতভাবে তাকে

উদ্ধার করেছে। এইসময় সাম্প্রদায়িক বৈরীতার ফলে, দাঙ্গাজনিত পরিস্থিতির ফলে কাঞ্চনপুর, তেলিয়ামূড়া, কল্যানপুর, জিরানীয়ায় শরনার্থীদের এসে স্কুলে আশ্রয় নিতে হয়। কোন কোন জায়গায় সিকিউরিটি পয়েন্টের জন্য সি, আর, পি এফ বা অন্য নিরাপত্তা কর্মীদের থাকার জন্য কিছু স্কুল সাময়িক বন্ধ থাকে। তবে এই পরিবেশ, যা খুবই ভয়ংকর, যা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় দুর্গম এলাকার মধ্যে স্কুলের পরিবেশ রক্ষা করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। বিশাল অংশের উপজাতি এর মধ্যে আছে। এটা হল একটা সন্ত্রাসের পরিমণ্ডল।

এই অবস্থার মধ্যে সেই স্কুল মাঝে মাঝে সন্ত্রাসের জন্য কোথায়ও কিডন্যাপ হয়, কোথায়ও শুধু শিক্ষক কিডন্যাপ নয়, অন্য ধরণের বৈরী কার্যকলাপের জন্য সেই এলাকার স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। আবার যখন পরিবেশ শান্ত হয়ে আসে তখন সেই স্কুল খোলে। আবার অন্য একটা জায়গায় এই ধরণের ব্যবস্থা হয়। এই জন্য শিক্ষক যারা আছেন তাদেরকে আমরা বলেছিলাম এই ধরণের বৈরী পরিস্থিতিতে অন্তত পক্ষে শিক্ষা ব্যবস্থা চলতে পারে না, এবং যার ফলে উপজাতি এলাকার নূতন ফাংশন মতে ছাত্রদের মেধাশক্তিকে বিকশিত করার জন্য শিক্ষার সুযোগ গ্রহন করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার অনবরতই চেষ্টা করছেন, কিন্তু বার বার প্রতিকূল পরিস্থিতি যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের অনেকটা বাহিরে নানা কারণ থাকে, সেজন্যই উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে সেটা অস্বীকার করার কোন কারণ নাই। তবে আমরা আমাদের কাজ যতটুকু সম্ভব অব্যাহত রাখার চেষ্টা করছি। কারণ এই জনগোষ্ঠির এরা জুম চাষী ভূমিহীন, বিত্তহীন এবং তাদের একমাত্র মেধাশক্তিকে বিকশিত করার পথ ছাড়া আর অন্য কোন পথ নাই এবং এই সব কারণেই আমাদের এই সরকার শিক্ষার যে ব্যবস্থা গুলি আছে সেগুলিকে কার্যাকরী করার উদ্যোগ নিচ্ছে। কিন্তু তাদের সেই মেধাশক্তিকে বিকশিত করার যে সম্ভাবনা সেটাকে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে তো এটাকে অন্ধকারই বলা চলে। এবং তাদের ভবিষ্যৎ এইভাবেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় ছাত্ররা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কাজেই ঐ সব এলাকার কি জাতি কি অ-উপজাতি সমস্ত মানুষকে এই বৈরীতার বিরুদ্ধে এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে হবে। তা হলে পশ্চাদপদ উপজাতি জনগোষ্ঠির একটা ভয়ংকর ক্ষতি হয়ে যাবে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা স্বীকার করে নিলেন যে, উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় শিক্ষা ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়েছে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের তথ্যের মধ্যে আরও অনেক গুলি গ্যাপ রয়ে গেছে। যেমন, ছামনু এলাকার শালছড়া সিনিয়র বেসিক স্কুল, প্রাইমারি স্কুলের কথাতো বাদই দিলাম, কিন্তু সিনিয়র বেসিক স্কুলটাও দীর্ঘ দিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে। তাছাড়া মানিকপুরের বাইগুনছড়া হাই স্কুলে একজনই মাত্র শিক্ষক আছেন এবং তিনি প্রধান শিক্ষক স্কুলের, তার নাম উপেন্দ্র দেববর্মা। তাকেও সেই

এলাকায় না আসার জন্য উগ্রপন্থীরা নোটিশ জারী করেছেন এবং মোটা অংকের টাকা দেওয়ার জন্য দাবী করেছেন। ফলে তিনি ভয়ে সেই স্কুলে যেতে পারেন না, এলাকায় ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সেখানকার প্রাইমারী স্কুলগুলিও চলছে না, যেটা হাই স্কুল ও সিনিয়র বেসিক ছিল সেটাও বন্ধ হয়ে আছে। তারপর গণ্ডাছড়া এলাকার রতননগর সিনিয়র বেসিক স্কুলটাও দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে। তারপর বোয়ালখালি স্কুলটাও বন্ধ হয়ে আছে। তারপর জীতেন বাবুর এলাকাতে থাইমারা একটা হাই স্কুল আছে। সেখান থেকে কয়েক জন টিচার কিডন্যাপ হওয়ার পর সেই স্কুলটাও বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর আনন্দ বাজারে সেখানকার আশেপাশে যে স্কুলগুলি আছে সেগুলি সব অচল অবস্থায় আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন ঠিকই স্কুলের পরিস্থিতি খুবই খারাপ এবং সার্বিক পরিস্থিতি খারাপের কারণে উপজাতিরা অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছে। স্যার, এখানে আমার এটা আবেদন ও দাবী থাকবে, এই সমস্ত পরিস্থিতির নিরিখে যেটা আমরা জানি কবে নাগাদ যে স্বাভাবিক পরিস্থিতি হবে তার কোন গ্যারান্টি নাই। কিন্তু তাই বলে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ দীর্ঘ দিনের জন্য অন্ধকারে ফেলে রাখাটা উচিৎ হবে না। তার জন্য আমার আবেদন হচ্ছে স্ব স্ব এলাকাতে যেমন গঙ্গানগর ছামনু এলাকার কোন একটা জায়গাতে রেসিডেনশিয়াল স্কুল করে এইভাবে আলাদা আলাদা ছোট ছোট স্কুল না করে সমস্ত স্কুলগুলিকে একত্রিত করলে টিচারদেরকেও একত্রে কাজে লাগানো যাবে। কাজেই এই ভাবে রেসিডেনশিয়াল স্কুল তৈরী করে উপজাতি ছাত্রদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসার জন্য একটা পরিকল্পনা রাজ্য সরকার নেবেন কি না এবং অবিলম্বে ও অতিসত্বর এবং যে যে স্কুলগুলি একদম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেই সব এলাকাতে আমিও জানি স্যার, প্রত্যেকটা স্কুলে সিকিউরিটি দিয়ে ব্যবস্থা করা সম্ভব না। তাহলেও যে সব প্রপার এলাকাতে অ্যাটলিস্ট কিছুটা যেমন জলায়া, আইলমারা এগুলি একটু প্রপার। এই প্রপার এলাকা গুলিতে অন্তত স্কুল পরিচালনার জন্য একটা স্বাভাবিক পরিস্থিতি গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা দপ্তর কি উদ্যোগ নেবেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, স্বীকার করে নেওয়া আর না নেওয়ার মধ্যে কোন ব্যাপার নাই। যা সত্য তা প্রকাশ করতে হবে এবং এই সত্যটাকে ফাইণ্ড আউট করার জন্য মাননীয় সদস্য নিজেই বলেছেন বাইগুনছড়া স্কুলে মাত্র একজন মাষ্টার আছে যিনি নাকি হেড মাষ্টার। ওনার পক্ষেও সেখানে যাওয়া নিরাপদ নয় এবং কোন জাতি উপজাতির শিক্ষকের পক্ষেই সেখানে যাওয়া নিরাপদ নয়। যেখানে এলাকার জন প্রতিনিধি পর্যন্ত সিকিউরিটি ছাড়া মুভ করতে পারেন না। তারপর সেখানে যে একজন মাত্র শিক্ষক ছিলেন উপেন্দ্র দেববর্মা নামে তাকেও নোটিশ দেওয়া হয়েছে মাননীয় সদস্যের কথা অনুসারে যে, উনিও যাতে সেখানে না থাকেন। তাহলে

ওখানে কি হচ্ছে, যিনি ছিলেন তাকেও বলা হচ্ছে যে, তোমার এখানে আসতে হবে না, শিক্ষার কোন দরকার নাই আমাদের। এই হচ্ছে পরিস্থিতি।

যেখানে আমি আগেই বলেছি যে প্রায় ষোল শতাংশিক বিদ্যালয় সেই পাহাড় অঞ্চলকে কভার করে। তারমধ্যে ১২৮৪টি প্রাইমারী স্কুল রয়েছে। সেখানে শিক্ষকরা সবাই যান চাকুরী করার জন্য, শিক্ষকতা করার জন্য। কিন্তু তারা সবাই সবসময় আতংকের মধ্যে থাকেন এবং বৈরীদের চাঁদা দিয়ে থাকেন। এই অবস্থার মধ্যে পাহাড় অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের যাতে শিক্ষার আলো দেওয়া যায় তার জন্য আরো কিছু রেসিডেনশিয়েল স্কুল করা যায় কি না এটা আমরা বিচার বিবেচনা করব এবং এ ডি, সি, বা দূর অঞ্চলের মধ্যে সেখানে কনট্রাক্ট বেসিসে শিক্ষক নিয়োগ করে সেই বিদ্যালয়গুলি চালানো যায় কি না সেটা চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, রতনগর, ভাগীচন্দ্রপাড়া, আনন্দরোয়াজা পাড়া, আনন্দবাজার এই সমস্ত এলাকার মধ্যে আজকে এই অবস্থা চলছে। কাজেই এই ব্যাপারে যখন প্রশ্ন আসে তখন আমরা কখনো উত্তর দেই যে ১১টি স্কুল বন্ধ কখনো বা ১২টা, কখনো ৩২টা স্কুল বন্ধ রয়েছে বলি। কিন্তু বেশীরভাগ স্কুলই আজকে এই অবস্থার মধ্যে চলছে অচল অবস্থায় রয়েছে। অন্তত শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অবস্থা চলতে পারে না। অথচ আমাদের শিক্ষকরা আজকে আতংকের মধ্যে সেখানে গিয়ে কাজ করছেন। আবার কখনো যেতেও পারছেন না। কাজেই এই বৈরীরা কি চাইছে—তারা চাইছে আজকে একটা প্রজন্মকে শিক্ষার আলো থেকে দূরে রাখা, যাতে তারা মুর্খ হয়ে থাকে, যাতে একটা জেনারেশন শেষ হয়ে যায়। আমরা লক্ষ্য করেছি সেই কমলপুরে ছোট সুরমায় সেই দশ বছরের শিশুকে কিডন্যাপ করা হয়েছে সন্ধ্যা সাতটার সময়। তখন সেখানকার জাতি উপজাতি সবাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে বৈরী যারা আছে তারা যেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই শিশুটিকে ফিরিয়ে দিয়ে যায়। এইভাবে যদি মিলিত প্রতিরোধ আসে এবং যার যার এলাকা তারা যদি এইভাবে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এগিয়ে আসে তাহলে সম্ভব। কারণ অন্য সিকিউরিটির কোন গ্যারেন্টি নেই। কাজেই মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যদি লিখিত অভিযোগ আসে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সে ব্যাপারটার উপর সিদ্ধান্ত নেব এছাড়া বিকল্প কিছু নেই। তাতেও একটা সমুদ্রকে কয়েক গ্লাস জল নিয়ে আলাদা করা যাবে না। কাজেই এই জিনিসটি নিশ্চয়ই আমরা চিন্তা ভাবনা করে দেখব।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে। আমি একটা অনুরোধ রাখব যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় বর্তমানে যারা ক্ষমতায় আছেন তাদেরও নির্বাচনী ইস্তাহারে আমি দেখেছি যে ক্ষমতায় আসার পর স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় যাতে বন্ধ স্কুলগুলিকে চালু করা যায় সে রকম উদ্যোগ নেবেন এবং ভাল করে

চালাবার জন্য উদ্যোগ তারা নেবেন এই রকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রাজ্য সরকার আলোচনাক্রমে এই অচলাবস্থা দূর করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না, আর যদি না নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে এটা নেওয়া হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় বন্ধ বিদ্যালয়গুলি শীঘ্রই খোলা হউক্ এটাতো বরাবরই রাজ্য সরকার চাইছে। ইতিপূর্বে সেখানে আমাদের দল ক্ষমতাসীন ছিল তখনও আমরা যৌথ প্রয়াস নিয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি বিদ্যালয়গুলি চালু করে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করার জন্য। কেননা, জেলা পরিষদে বিদ্যালয়গুলি রয়েছে ঠিকই, কিন্তু এগুলি এই রাজ্যেরই সম্পদ। একে আমাদের সকলে মিলেই রক্ষা করতে হবে। আজকে যারা জেলা পরিষদে আছেন তাদের অনেকেই সেখানে আগামী দিনে নাও থাকতে পারেন। আবার যারা জেলা পরিষদের বাইরে আছেন তারাও অনেকেই সেখানে যেতে পারেন। কাজেই এই প্রপার্টিকে কিছুতেই নষ্ট করতে দেওয়া যাবে না।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা :— পয়েন্ট অব অর্ডার, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জেলা পরিষদ এলাকার বন্ধ বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে বিবৃতি দিয়েছেন তা ঠিকই আছে। রাজ্যে স্থান বিশেষে উপজাতি এলাকাগুলির এক-একটি জায়গা এক-এক রকম এমন কিছু জায়গায় বন্ধ স্কুল রয়েছে যেখানে সামান্য উদ্যোগ নিলেই স্কুলগুলিকে পুনরায় চালু করা যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সঠিক উদ্যোগ না থাকার ফলে স্কুলগুলি খোলা যাচ্ছে না। কাজেই, এই ব্যাপারে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার একটি সাজেসান রয়েছে। সেটা হল, বিভিন্ন জায়গায় ব্লক ভিত্তিক বা সাব-ডিভিসন ভিত্তিক এলাকার জনগণ, জনপ্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে কিভাবে বিদ্যালয়গুলি পুনরায় খোলা যায় এই ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে মনে হয় কিছুটা সাড়া পাওয়া যেতে পারে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই উদ্যোগটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নেবেন কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা মাননীয় সদস্যের এই সাজেসানটি গ্রহণ করলাম।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ১৩-৭-২০০০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য অমিতাভ দত্ত ও সুধন দাস মহোদয় সভায় উৎথাপন করেছিলেন। এখন আমি গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীকে বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

বিষয়বস্তুট হলো : "প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিশোধিত পানীয় জল সরবরাহ সম্পর্কে।"

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, বিষয়বস্তুটা হলো, "প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিশোধিত পানিয় জল সরবরাহ সম্পর্কে"। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা সরকারের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ

কর্মসূচী। ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৯২ সালের সার্ভে অনুযায়ী ৭৪১২টি পাড়াকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১-৪-২০০০ ইং পর্য্যন্ত এই পাড়াগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১) নন্ কাভারড্ পাড়া ৫৪১টি ২) পার্টলি কাভারড্ পাড়া ১,১৯৯টি এবং ৩) ফুল কাভারড্ পাড়া ৫,৭৭২টি রয়েছে। গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে গত অর্থ বছরে পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য জুন মাস পর্য্যন্ত মোট দুই কোটি পয়ষট্টি লক্ষ টাকা এবং পরিশোধিত জলের জন্য ২৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যাতে পানীয় জলের কোন অসুবিধা না হয়।

ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পানীয় জলের অভাবে কোথাও তীব্র সংকট চলছে এই ধরণের কোন খবর পাওয়া যায়নি। বর্তমান আর্থিক বৎসরে পানীয় জলের জন্য গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তর ৬৫৪টি পাড়ায় পানীয় জলের সংস্থান করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করিয়াছে।

এছাড়া গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর ছাড়াও জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তর পাইপ লাইনের মাধ্যমে এইরকম ৪৮৯টি গভীর নলকূপ হইতে ৩০৬৭ কিঃ মিঃ পাইপ লাইনের মাধ্যমে মোট ২১১২টি পাড়াতে জল সরবরাহ করে থাকে এরমধ্যে এ, ডি, সি এলাকায় মোট ৯৬টি এইরকম গভীর নল কূপ আছে।

বর্তমান আর্থিক বৎসরে গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরে মোট ৬৫৪টি সোর্স তৈরী করা হবে। এরমধ্যে আছে মার্ক-টু, মার্ক-থ্রী, রিংওয়েল সেলোটিউবওয়েল ও স্যানিটারী টিউবওয়েল ইত্যাদি। তাছাড়া পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে যেসমস্ত সোর্স তৈরী করা হবে তাও অন্তত ৫০ শতাংশ তার-মধ্যে এখান থেকে যা হবে এ, ডি, সি এলাকার মধ্যে করা হবে। যে ৫৪১টি এন, সি পাড়া বলা হয়েছে এবং ১১৯৯ টি পিসি পাড়া এইসমস্ত পাড়ায় সম্পুর্ণভাবে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করতে গেলে সরকারের মোট ৮৫ কোটি টাকার প্রয়োজন। যেসমস্ত গভীর নলকূপ হয়েছে এগুলিতে আয়রণ রিমোভার প্লেন্ট বসানোর জন্য প্রায় ৬১ কোটি টাকার প্রয়োজন। সরকার বিভিন্ন সোর্স থেকে এটা সংগ্রহ করে অন্তত আগামী ২০০০-২০০১ ইং সালের মধ্যে সমস্ত পাড়ায় দৈনিক ৪০ লিটার জল মাথা পিছু দেওয়ার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এবং এই যে বিভিন্ন সোর্স থেকে আমরা চেষ্টা করছি তার মধ্যে ভারত সরকার একটা নতুন প্লেন করছে যে একটা পাইলট ডিষ্ট্রিক্ট হিসাবে ৯৮টি জেলাকে সম্পুর্ণ বিশুদ্ধ পানীয় জল দেওয়ার জন্য। তারমধ্যে আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় এই রকম একটা প্রকল্প মনোনীত হয়েছে। এবং ইউনিসেফ থেকে আমরা এই দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জন্য এই রকম আর একটি প্রকল্পের মঞ্জুরী পেয়েছি। আশা করি এইগুলি হলে পরে আমাদের যে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিশুদ্ধ পানীয় জল দেওয়ার ব্যবস্থা এটা সম্পুর্ণ করা যাবে।

শ্রীসুধন দাস ঃ— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য খুব অল্প কথায় বলুন।

শ্রীসুধন দাস ঃ— এখানে মাননীয় মন্ত্রী হিসাব দিয়েছেন, তারমধ্যে আমি একটা জিনিষ জানতে চাই। যেসমস্ত মার্ক-টু, মার্ক-থ্রী স্প্রিংটিউবওয়েল দেওয়া হয় সেগুলি প্রায়ই অকেজো হয়ে থাকে এবং সময়মত এগুলি মেরামত করার কোন ব্যবস্থা থাকে না। এগুলি দ্রুত মেরামত করার ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

দ্বিতীয়তঃ যেসমস্ত ননকভাড পাড়া আছে ৫৪১টা, এগুলি এই বছরের মধ্যে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— এটা ঠিক আমাদের যত পরিমাণ মার্ক-টু মার্ক থ্রী আমরা সিংকিং করি তার কিছু অংশ অকেজো থাকে এবং এর বেশীর ভাগ হলো প্রত্যন্ত এলাকায়। কারণ প্রত্যন্ত এলাকায় এইরকম কোন মেকানিক্স পাওয়া যায় না এবং যেতেও চায় না। এমনকি সরকারের হাতে স্পেয়ার পার্টস বা ব্লকে সেইরকম মেকানিক্স থাকা সত্ত্বেও পাঠানো সম্ভব হয়না। কাজেই এটা মোকাবেলা করার জন্য আমরা ইতিমধ্যে একটা উদ্যোগ নিয়েছি। বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকায় ব্লকগুলি থেকে ৫ শত যুবককে আমরা ট্রেনিং দেব এবং তাদের হাতে ফ্রি অব্ কস্ট টুলস আমরা দেব তারা যাতে যেখান থেকে খবর আসে সেখানে গিয়ে তারা এগুলি মেরামত করতে পারে এবং তারা যাতে সরকারের ঘোষিত যে স্কিল লেবার যে সর্ব্বোচ্চ যে ওয়েজেস দেওয়ার সুবিধা আছে সেইরকম ওয়েজেস সেইসমস্ত পঞ্চায়েত থেকে তারা গ্রহণ করতে পারবেন।

After Recess at 2.00 P. M.

মিঃ ডেপুটী স্পীকার ঃ— উল্লেখ্য বিষয়ের তৃতীয়টি গত ১০-০৭-০০০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ এবং শ্রীদিলীপ সরকার মহোদয় গত সভায় উথাপন করেছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুট হলো ঃ - "পুলিশ হেপাজতে যুবকের রহস্যজনক মৃত্যুর চাঞ্চল্য" গত ২৪শে জুন, ২০০০ ইং তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ — মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার, ফুলকিশোর দেবনাথ পিতা শ্রীজয়চন্দ্র দেবনাথ সাং ভূমিহীন কলোনী থানা জিরানীয়া, জিরানীয়া থানার মোকদ্দমা নং ৭৯ / ২০০০ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১ / ৩০২ / ৩৪ ধারায় ১৯-০৬-২০০০ ইং তারিখে গ্রেপ্তার হয়। তাকে ২০-০৬-২০০০ ইং তারিখে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করা হয় এবং আদালতের কাছে পুলিশহাজতে রাখার আবেদন জানানো হয়। মাননীয় আদালত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ফুলকিশোর দেবনাথকে তিনদিন পুলিশ হাজতে রাখার জন্য অনুমতি দেন এবং পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য জিরানীয়া থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ হেপাজতে রাখার সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর নিয়মানুসারে ফুলকিশোর দেবনাথকে পুনরায় মাননীয় আদালতে ২৩-৬-২০০০ ইং প্রেরণ করা হয় টি আর পি ৩১৬ নং জীপ-

গাড়ীতে করে শ্রীফুলকিশোর দেবনাথ এবং অন্যমামলায় অভিযুক্ত আরও দুইজন আসামী যথাক্রমে শ্রীনেপাল বিশ্বাস, শ্রীনন্তু মিঞা'কে নিয়ে কনস্টেবল শ্রীরামলাল দাস, শ্রীসুকুমার দেবনাথ, শ্রী শ্রীরূপ দাস এবং শ্রীহরিপদ দেবনাথ ১১ টার সময় জিরানীয়া থানা থেকে রওয়ানা হন। পাহারা দিয়ে নিয়ে আসার সময় আসাম আগরতলা রাস্তায় আশ্রমচৌমুহনী গোমতী গ্যাস এজেন্সীর নিকট অনুমান ১১-৪৫ মিনিট সময়ে গ্রেপ্তারকৃত শ্রীফুলকিশোর দেবনাথ পুলিশ হেপাজত থেকে মুক্ত হওয়ার অভিপ্রায়ে হঠাৎ করে ঐ জীপ থেকে লাফ দিয়ে রাস্তায় পড়ে যান, এই লাফ দিয়ে পড়ে যাওয়ার ঘটনা কাছাকাছি উপস্থিত লোকজন দেখেছেন। যাহা হোক, লাফিয়ে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী থামিয়ে পুলিশ কর্মীরাও রাস্তায় নেমে ফুলকিশোর দেবনাথকে পুলিশ হেপাজতে নিয়ে যায়। লাফ দিয়ে পড়ার ফলে ফুলকিশোর দেবনাথ গুরুতরভাবে মাথায় জখম প্রাপ্ত হন এবং পুলিশ কর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা বিচারে তাকে জীবনরক্ষার্থে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে নিয়ে যায়। জি, বি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সময় ঐ দিন দুপুর ১২-১৫ মিনিট সময়ে ফুলকিশোর দেবনাথ মারা যান। উপরোক্ত ঘটনাটি জিরানীয়া থানার কনস্টেবল (সি/১২১৮ শ্রীরামলাল দাসের অভিযোগমূলে পূর্ব আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ২২৪ নং ধারায় ১০৮/২০০০ নং মামলা নথীভুক্ত হয় পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করে, ময়নাতদন্ত করে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানা যায় যে ফুলকিশোর দেবনাথের মৃত্যুর কারণ "Antemortem head injury produced by blunt force"

ঘটনার তদন্তকার্য্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার এডিশানেল এস, পি, (সদর) এর তত্ত্বাবধানে আছে।

পাহারা নিয়োজিত চার কনস্টেবল যথা - ১) সি-১২১৮ শ্রীরামলাল দাস ২) সি ১২৭৮ শ্রীসুকুমার দেবনাথ ৩) সি-১১৩৪ শ্রী শ্রীরূপ দাস ৪) সি-১৪১১ শ্রীহরিপদ দেবনাথকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এরা চারজনই জিরানীয়া থানার পুলিশকর্মী।

এই ঘটনাটি বিশেষভাবে তদন্ত করার জন্য আই, জি, পি, (এডমিনিসট্রেশন)কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

শ্রীরতনলাল নাথ : পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, পুলিশ হেপাজতে থাকাকালিন ফুলকিশোর দেবনাথ যখন পুলিশ রিমাইণ্ডারে যায় ফুলকিশোর দেবনাথের আত্মীয়দের অভিযোগ যে জিরানীয়া থানাতে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন যে তাকে গাড়ী থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে আর পুলিশ বলছে যে সে গাড়ী থেকে লাফ দিয়েছে। এখানে তিনটি বিতর্ক উঠেছে। সাধারণত যে ভাবে পুলিশ রিমাণ্ডে নায় আসামী সেখানে দেখা যায় যে আসামী থাকবে গাড়ী ভিতরে জিপের পেছনদিকে এর পরে থাকবে পুলিশ বা সিকিউরি ডিউটিতে যারা থাকে তারা। সে পালাবার জন্য যদি লাফ দিয়ে যেত তা হলে পুলিশ সহ পড়ে যাওয়ার কথা কিন্তু সেই ক্ষেত্রে এটা হয়নি। এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে লাফ দিয়েছে সেটা আমার কাছে পরিষ্কার না। এটা আমার কাছে সন্দেহ দেখা দিয়েছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পরিষ্কার করে জানাবেন কিনা ?

দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে—যে ভাবেই হোক সে মারা গিয়েছে পুলিশ হেপাজতে এটা একটা অস্বাভাবিক মৃত্যু। এবং সে লাফ দিলেও পুলিশের কর্তব্যের অবহেলা। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলব ভূমিহীন কলোনীর বাসিন্দা ও বি সি সম্প্রাদায়ের লোক অত্যন্ত গরীব। সে মারা যাওয়ার পরে তার পরিবারে বহু কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। যেহেতু এটা অস্বাভাবিক এবং পুলিশের অবহেলার ফলে হয়েছে আমি অনুরোধ করব তাদের পরিবারের কথা চিন্তা করে এবং মানবিক দিক থেকে বিচার করে এই রকম আপনারা চাকরি দিয়ে থাকেন। ঐ পরিবার এবং তাদের বাড়ি ঘরও লুন্ঠিত হয়েছে আমি অনুরোধ করব এই দিকটা বিচার বিবেচনা করে তার পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের পরিবারে একটি চাকরি দেওয়ার ব্যাবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য প্রথম দিকে যে প্রশ্নগুলো বলেছেন এটা নিয়ে চট করে বলা আমার পক্ষে খুব কঠিন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি এবং আমি যখন শুনেছি ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময় বলেছি যে, কনষ্টেবলকে সাস্পেনশান করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কারণ এটা তাদের কর্তব্যের অবহেলার ফলে এই রকম হয়েছে, পুলিশ তার প্রয়োজনী পদক্ষেপ তারা নিয়েছে। আপনার চিঠি পাওয়ার পর তার রেসপনস আমি জানিয়েছি এবং সে দিনেই নির্দেশ দিয়ে আমরা এটা করছি। কাজেই তদন্ত কাজটা শেষ হউক মানবিক দিক থেকে যেটা বলেছেন চাকরির ব্যাপারে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না কিন্তু পরিবারকে সাহায্য করার জন্য যা করা যায় করব। যেহেতু তাদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে তাদেরকে বলুন আমাদের কাছে আবেদন করুন আমরা নিশ্চই সাহায্য করার চেষ্টা করব। আর চাকরির ব্যাপারে আমি প্রাতিশ্রুতি দিচ্ছি না যদি পরিবারে যোগ্য কেউ থাকে ইণ্টারভিউ দিতে বলুন। সেগুলো আমরা সহানুভূতি ভাবে দেখব কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— উল্লেখ্য বিষয়ের চতুর্থটি গত ১৮-০৭-২০০০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রনব দেববর্মা মহোদয় সভায় উত্থাপন করেছিলেন, এখন আমি মাননীয় কৃষি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয় বস্তুটি হলো : গত ৭ই জুলাই "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকায় ৬ষ্ঠ কলামে "ন্যারামেক আনারস না কেনায় বিপাকে উত্তর ত্রিপুরার চাষীরা" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) : ত্রিপুরায় প্রায় ৪৬৯৭ হেঃ জমিতে আনারসের চাষ হয়। এরমধ্যে দক্ষিণ এবং পশ্চিম ত্রিপুরায় প্রায় ২০০০ হেক্টর জমিতে কুইন জাতের আনারসের চাষ হয়। ধলাই ও উত্তর ত্রিপুরায় প্রায় ২৬৯৭ হেঃ জমিতে কিউ জাতের আনারসের চাষ হয়। বর্তমানে ত্রিপুরায় মোট ৪২,০০০ টন আনারস উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে কুইন জাতের ফলন প্রায় ১৫,০০০ টন। এই জাতের

আনারস মূলতঃ টেবিল পারপাস্ এ ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি আনারসের বাজার মূল্য কমপক্ষে দুই টাকা ছিল। কিউ জাতের আনারসের মোট ফলন প্রায় ২৭,০০০ টন।

উল্লেখ থাকে যে - ১৯৯৭ ৯৮ সনে ১০৫২ টন, ১৯৯৮—৯৯ সনে ৯০০ টন এবং ১৯৯৯—২০০০ সনে ৮০৫ টন আনারস ন্যারামেক কর্তৃপক্ষ ক্রয় করেছে। এছাড়াও সাধারণতঃ আনারস চাষীরা তাদের উৎপাদিত ফসল ব্যাক্তিগত উদ্যোগে এবং বিভিন্ন পাইনআপেল গ্রসাস্ কোঅপারেটিভ সোসাইটি এবং এল এ এম পি এস, পি এ সি এস এর মাধ্যমে স্থানীয় বাজার এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যের বাজারে বাজারজাত করে থাকেন। এ বছরের শুরুতে উত্তর এবং ধলাই জেলার আনারস চাষীরা তাদের উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করতে অসুবিধার সম্মুখীন হন। গুজব রটে "আনারসে ইনজেকশান দিয়ে বিষ মিশানো হয়েছে খেলে মারা যাবে"। কোনও কোন জায়গায় উপজাতীদের ফসল না কেনার জন্য হুমকি আসে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে উত্তর ও ধলাই জেলার সিংহভাগ আনারস চাষী উপজাতী সম্প্রদায়ের। রাজ্য সরকারের হর্টিকালচার দপ্তর এ সমস্যা মোকাবিলার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছে। ধলাই এবং উত্তর জেলার বিভিন্ন স্থানে এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের নিয়ে জনসচেতনতার মাধ্যমে (পোষ্টারিং, মাইকিং এবং মিছিল ইত দি এ সব বিভ্রান্তি দূর করা হয়।

সাধারনতঃ প্রতিবছর জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ন্যারামেক এর নালকাটায় প্লেন চালু করে থাকে। কিন্তু এ বছর এখনও চালু করেনি। এবছরও আনারস মরশুমের শুরুতেই স্থানীয় ন্যারামেক কর্তৃপক্ষের সংঙ্গে হর্টিকালচার দপ্তরের তরফ থেকে আলোচনা ক্রমে অনুরোধ করা হয় যাতে জুন মাসের প্রথম থেকে আনারস ক্রয় করা শুরু করে। ন্যারামেক কর্তৃপক্ষ বলেছিলেন বর্তমানে প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করে সংরক্ষন করা ঘনীভূত রসের চাহিদা নেই। তাই এসকেপটিক পেকিং এ উৎপাদন করা প্রয়োজন। এসকেপটিক ফিলিং সিসটেম রিপায়ারিং এর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন এবং আশা করছেন জুন মাসের ২০ তারিখের মধ্যে চালু করা যাবে।

স্যার, পরে দেখা গেল জুন মাসে ইঞ্জিনিয়ার এবং টেকনিশিয়ান সময়মত আসেননি তাই ২০ তারিখের মধ্যে চালু করা যায়নি। চালু না হওয়াতে হর্টিকালচার দপ্তর থেকে আবার স্থানীয় ন্যারামেক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। আলোচনা ক্রমে জানা যায় জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ার আসেন এবং প্রয়োজনীয় এসেপটিক ফিলিং সিস্টেম মেরামতির কাজ শুরু করেন কিন্তু এখন পর্য্যন্ত উক্ত কাজ সম্পন্ন হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে যে স্থানীয় ন্যারামেকের কর্তৃপক্ষ বলেছিলেন এবছর ১৫০০ মেট্রিক টন আনারস ক্রয় করবেন যদিও ন্যারামেকের প্ল্যান্টের ক্ষমতা ৫৭৬০ মেঃ টন। ত্রিপুরার মুখ্যসচিব উক্ত ন্যারামেকের সংস্থার চেয়ারম্যান এবং ইহা একটি কেন্দ্রীয় সরকার অধিগৃহিত সংস্থা। চেয়ারম্যান ন্যারামেক প্ল্যান্টটি চালু করার যথাযথ উদ্যোগ নেন। সংরক্ষিত রসের বর্তমানে চাহিদা না থাকায় ইতিপূর্বের সংরক্ষিত ৫২ টন রস ক্রেতার

অভাবে বাজারজাত করা যাচ্ছে না। অতিসত্বর নেরামেক এসেপটিক ফিলিং মেসিন চালু করে যাতে আনারস কেনা শুরু করেন তাই হর্টিকালচার দপ্তর সবসময় ন্যারামেক এর স্থানীয় কতৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। মুখ্যসচিব এ পর্যন্ত তিনবার সংশ্লিষ্ট এলাকার আনারস চাষী, নির্বাচিত প্রতিনিধি (এম, ডি, সি) এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রে আনারস রপ্তানীর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। বাংলাদেশের ভারতীয় হাই কমিশনারের অফিসের মারফৎ ১৫টি বাংলাদেশী ফল আমদানী সংস্থার নাম সংগ্রহ করা হয়। এবং এই সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ন্যারামেক, টি. এইচ, সি এল, এবং দারচুই পেক্সকে জানানো হয়। ন্যারামেক প্রতিনিধি ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ গিয়েছেন। ইতিমধ্যে উত্তর ও ধলাই জেলা থেকে আনারস মিজোরাম মেঘালয় এবং আসামের কাছাড় সহ গৌহাটিতে যাচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া:— স্যার, পয়েন্ট অব ক্ল্যাসিফিকেশান, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ন্যারামেক এই বছর আনারস কেনা বন্ধ করে দিয়েছে। এটা একটা কনট্রাডিকটরি, আপনি প্রথম বলেছেন যে মেশিন সারাই করতে হবে। আবার ন্যারামেক বলছে যে সমস্ত ক্যামিকেল তৈরী করেছে, জুস, এটা বিক্রি না হওয়ার জন্যই বন্ধ রেখেছেন। কাজেই কোনটা সত্যি এটা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু ন্যারামেকের আরেকটা দায়িত্ব হচ্ছে যে, তারা ভাবে যে তাদের ইনফ্রাসট্রাকচার আছে মেশিনের বাইরেও তারা মার্কেটিং করতে পারে, সেটাও তো তারা সময় মত উদ্যোগ নিতে পারত। কিছুই নেওয়া হল না। এবং এতে আনারস চাষীর অনেক ক্ষতি হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী):— স্যার, ন্যারামেক না থাকার ফলে কৃষকরা কত পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন এই সম্পর্কে এই মুহুর্তে তথ্য দেওয়া সম্ভব হবে না। জাষ্ট এটা সিজন এটা বিক্রি হচ্ছে। তারা বাইরে বিক্রি করার জন্যও উদ্যোগ নিচ্ছে। গত বারও করেছে এই বারও করেছে। আসাম, মিজোরাম এই সব জায়গায়ও তারা বিক্রি করছে। এখন এই হিসাবটা বলা যাবে না। সত্যিকথা হচ্ছে ন্যারামেক, এদের সঙ্গে আমরা বসি জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের দিকে। ন্যারামেক এর গত বছরও বলেছিলেন যে কনসেনট্রেট জুস যেটা আছে এই জুসটা বিক্রি করা যাচ্ছে না। এবং এর মধ্যে তারা কথায় কথায় নাকি বলেছিল জুন মাসের শেষ দিকে ৫০ মেট্রিক টন যে মাল আছে মজুত সেটা বিক্রি হয়ে যাবে এবং আমাদের কথা হচ্ছে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে আনারস বাজারে আসবে। দে ভেরি মাচ রিলেটেড উইদ দ্যা গ্রোভারস এণ্ড পেকস। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে আনারস বেরোবে এবং বাজারে আসবে তখইন আমরা কিনব। তারা রাজ্যের যে গ্রুয়ারস এপেকস এদের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ট, তারা তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এই সমস্ত ঠিক করে। কিন্তু যখন তারা একটা সমস্যা বলছিলেন যে আগে যে জুইস কনসিট্রেশন এটা নাকি ক্রেতারা পছন্দ করে না। তারা

বলছে আমরা আসল জিনিসটা চাই। এবং এই প্লেনটা যখন আগে বলিষ্ঠ হয় বা স্থাপিত হয় তখনই। কিন্তু ঐ এ্যাসেনটিক যে মেশিনটা তখনই এমনি চালু ছিল। এক বছরের মাথায় এটা অচল হয়ে যায়। ইঞ্জিনিয়ার নাকি তখন ছিল না। জার্মান থেকে যে ইঞ্জিনিয়ার আসল তিনি নাকি ওই মেশিনটা চালাচ্ছেন। উনি চলে যাওয়ার পরে নাকি আর লোক পাওয়া যায় নি। এই হলো তাদের কথা। কিন্তু পরে দেখা গেল দীর্ঘদিন পরে থাকতে থাকতে মেশিনটা অকেজো হয়ে গেছে। ফলে আমরা যখন বললাম যে এটা চালু কর, চালু করার পর ক্রেতারা বা গ্রাহকরা যা চাইবে তা পাইবে। তখন তারা জার্মান থেকে মেশিন আনল তারপর বোম্বে থেকে ইঞ্জিনিয়ার আসল। তারা প্রথমে বলে যে এটা ঠিক আছে। তারা এসেছিলেন এবং তারা এসে ঠিকও করলেন পরে তারা বলে এটার কিছুটা টেকনিক্যাল ত্রুটি আছে। ঐ মেশিন ঠিক না হলে পরে আমরা কিছুই তৈরি করতে পারব না। এই জায়গায় তারা বলছে যে আনারসের জুইস তৈরী করতে পারব না। আগে যা আছে তা আমরা কি করব। যেটা আছে সম্ভবত এটা তো ডিসপুট হয় না আমার যা ধারণা। তারা যখন আমাদের বলছিলেন তখনও তারা পারে নাই। তারা পারে না বলল যে কিছু একটা হতে পারে। এই সমস্যাটা এখানে আছে আমরা বার বার রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ন্যারামেক এদের হেড-অফিস গুয়াহাটি এবং দিল্লী ফুড প্রসেসিং মিনিষ্টার তাদেরকে গত বছর থেকে বলে আসছি যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে একটা প্রজেকট্। ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকরা এবং আলুচাষীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। কিন্তু এতে কোন সাড়া পাওয়া যায় নি। ফলে প্রতি বছরই আমাদের ডেভালপে ফেইস করতে হয়। এই বারও এই রকম ফেইস করতে হচ্ছে কৃষকদের জন্য।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, রাজ্যে কোপারেটিভ এবং হর্টিক্যালচার ডিপার্টমেন্ট আছে এছাড়া অন্যান্য যারা মার্কেটিং যেগুলি সাহায্যে করতে পারে। আগরতলা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা থেকেও আনারস আসছে না। এছাড়া সোনামুড়াতেও আমি দেখি নাই। অন্তত আগরতলাতে তো প্রচুর পরিমাণ চলতে পারত। কিন্তু অমরপুরেও নেই এই আনারস। এইগুলি তো রাজ্য সরকারেরই কোন একটা ডিপার্টমেন্ট। সেটাও তো করে নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, এখানে তো টেকনিক্যাল প্রশ্ন আছে। পাইনাপেল ফ্রুটস কোপারেটিভ সোসাইটি, লেম্পস এবং পেক্স এইগুলি তো তারাও কিনে। বর্তমানে তাদের ক্যাপাসিটি দিয়ে হবে, তারা কিনে না তা তো না। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল লেম্পস, পেক্স যখনই কিনে এইগুলি যখন যারা ব্যাবসা করে তারা তখন দাম বাড়িয়ে দেন। ফলে দেখা গেল পুরোটা তাদের কাছে বিক্রি করে দেয়। গতবার ন্যরামেক যে কোটা তাদের কাছে দিয়েছে ইপপেক্ট এই যে রাজ্যের পেক্স আপনাদের কাছ থেকে এই পরিমাণ কিনব। কিন্তু দেখা গেল শেষ মুহূর্তে যে কোটা ছিল দেখা গেল সেই কোটা মত তারা দিতে পারল না। এই রকম হয় কিছু।

শ্রীসুদন দাস ঃ স্যার, যে আনারস উৎপাদন হয়, তার বড় অংশ ন্যারামেক এবং টি এস আই সি তারা জোস ঝ্যাম করে বাজারজাত করে। সেই দিক থেকে অসুবিধার সম্মুখিন হতে হয়। ত্রিপুরার বাইরে এই মাল পৌছাতে গেলে যে গাড়ী ভাড়া পরে এইটা দিয়ে বাইরের বাজারের প্রতিযোগিতা করা বা বাইরের যেসমস্ত মাল উৎপাদন হয় তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা খুবই কঠিন। সুতরাং সেই দিক থেকে ভাড়ার ব্যাপারে কোন সাবসিডির চিন্তা ভাবনা আছে কিনা। এটা যদি না করা যায় তাহলে প্রতি বছর এ যে আনারস উৎপাদন হবে এটা বাজারজাত করতে অসুবিধা হবে। ফলে প্রতি বছরই কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেই দিক থেকে বাজারজাত করার জন্য ন্যারামেক বা টি এস আই সি তাদেরকে ক্যেরিং বাবদ সাবসিডি দেওয়া হবে কি না।

দ্বিতীয়ত, যে টেক্স্‌ তাদের দিতে হয় বাইরের রাজ্যে যেতে গেলে সেই টেক্স্‌ মুকুব করা হবে কি না?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— বাইরের যে টেক্স তো আর মুকুব করতে পারবে না স্টেইট গভর্ণমেন্ট। এটা সম্ভব নয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ— এইগুলি করতে পারলে তো ভাল হত। কিন্তু সবগুলো তো করা সম্ভব না। গত বছর যখন এই প্রপোজলটা আসল, তখন কিন্তু আমরা আমদের ডিপার্টমেন্ট থেকে যাতে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার জন্য আমরা তাদেরকে গাড়ি ভাড়া এইগুলো দেবার জন্য সেখানে উদ্যোগ নিয়েছি। এবং দেবার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু ৪০ হাজার প্রোডাক্‌শন হল ত্রিপুরাতে ন্যারামেকের কেপাসিটি কত সেটা এখন চালু আছে প্রায় ৫ হাজার। আর টি, এস, আই, সি কত নেয় আমার ঠিক জানা নাই। মনে হয় প্রায় ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। কিন্তু ১৮ হাজার টাকা থেকে ২৫ হাজার টাকা তো আমাদের বাইরের মার্কেট করতে হয়। বাইরের মার্কেটে গত বছর বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের সাথে যে যোগাযোগ হল এর পরে তারা নাকি বলছে যে না এটা আমরা নেব না। কেন নেবে না কারণ তারা নাকি লোন দেবার কথা ছিল। বাংলাদেশে হয়ে যাবে এইগুলো লণ্ডন-এ। এর পরে বলছে আর লাগবে না। এই সমস্ত কথাগুলোর সমস্যা আছে যার জন্য যে ভাবে আমরা চাইলে সবগুলো পাব তাতো হতে পারে না। তবে যেটুকু করলে পরে কৃষকদের উপকার করা যায় সেইগুলো আমরা বেশী চিন্তা ভাবনা করতে পারি।

মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ — না, না, আর না, বসুন।

শ্রীবিজয় কুমার রাংখল ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ত্রিপুরাতে ইণ্ডাষ্ট্রি নেই। এই আনারস তো কম্‌পারেটিভলি আসামে হোক বিভিন্ন স্টেটে হোক সবচেয়ে গ্রোয়িং স্টেট ত্রিপুরা। মিজোরামে আমরা যখন যাই তখন দেখি যে পেশন এবং কামরাঙ্গা যেগুলো এইগুলোর অনেক ডিমাণ্ড আছে। মিজোরামে বলুন ফ্রান্স থেকে জার্মান থেকে এজেন্সি আসলেও ঐ যে পেশন এটার লট আছে

এই পেশনের ছোট ছোট ফল আছে। এটার জন্য তাদের মার্কেটিং হয়। তারা সাপ্লাই দিতে পারছে না। মিজোরাম কম্পারেটিভ মার্কেটেই তারা এটা আণ্ডার টেক্ করবে। এখান থেকে তারা প্রচুর এক্সপোর্ট করতে পারে। এবং তাদের প্রচুর টাকা ফরেন কারেন্সি থেকে আসছে। ত্রিপুরাতে আমাদের ম্যানেজার তাদের যদি ইচ্ছা থাকে যে এই ব্যবসাটা করবে তাহলে আনারসটাই খুব ভাল হবে আমার মনে হয়। মিজোরাম রাজ্যে এবং আমাদের রাজ্য এই রকম অফিসার যদি পাওয়া যায় তাদেরকে ষ্টেট গভর্ণমেন্টের এজেন্সি দিয়ে তারা যদি কাজ করে তাহলে আমার মনে হয় ভাল হবে। উনারা পুনরায় এই পদক্ষেপ নেবেন কিনা ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমারও ক্ল্যারিফিকিশান হল আমি যতটুকু জানি বাংলাদেশের কুমিল্লা থেকে শুরু করে ঢাকাতে অনেকগুলি জোশন কারখানা আছে। যেটা সোনামুড়া মহকুমা থেকে আনারস নিয়ে সেখানে জোস তৈরী করে আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করছে। রিসেটলি লাষ্ট ইয়ার থেকে শুরু হয়েছে। যে জন্য কুইন বরাদ্দের ক্ষেত্রে বড় রকমের প্রভলেম না হলে পরেও স্বাভাবিকভাবে এই সমস্ত আনারস বাংলাদেশ এখন নাগরিকের প্রতি রাজি আছে। আমার রিকোয়েষ্ট থাকবে যে গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে ব্যাপারটাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখে যে সমস্ত প্রস্তাবগুলো এসেছে সেখানে এইগুলোকে বিচার বিবেচনা করে যাতে সামনের বছর এই ধরণের ইস্যুটা জানা হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই অগ্রসর হবার জন্য আমি আবেদন রাখছি।

শ্রীজয় গোবিন্দ দেবরায় ঃ— নাগামেক থেকে সেই জিনিস উৎপাদন হচ্ছে জোস এবং জেলি এইগুলি দক্ষিণ ত্রিপুরার উদয়পুরে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে বা সরকারের কোন সংস্থার মাধ্যমে এইগুলিকে বিক্রি করার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— যে সমস্ত সাবডিবিশন গুলিতে এইগুলি কিছু মার্কেটিং করা যেতে পারে প্যাক্স কিংবা সরকারী সংস্থার মাধ্যমে সেটা ইনডিবিজিউলি কম হলেও এটা কিছু সুযোগ হতে পারে। মাননীয় মন্ত্রী এটার বিবেচনাগুলি দেখবেন কিনা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার উত্তরে বলছি যেগুলি আমাদের করার সুযোগ হবে সেগুলিকে আমরা নিশ্চয় দেখব। এটা প্র্যাক্টিক্যালি আনারস ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষের কাছে চাহিদা থাকলেও এর মধ্যে বেশীর ভাগ আনারস রাজ্যের বাইরে বিক্রি করতে হয়। সেই জায়গায় আমাদের ইনয়েসিটিভ নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের কোন ডিসআনেসটি প্রশ্ন আসে না কিভাবে তাদের উৎপাদিত আনারস বাইরে মার্কেট তৈরী করা যায় এই ব্যাপারেও আমরা আলোচনা করেছি। ইতিমধ্যে মিজোরাম নিয়েছে ৫০ মেঃ টন। এছাড়াও আসাম ও শিলচর-এ আনারস নিয়েছে। এইভাবে আনারসের উৎপাদন বাড়লে আনারসের কোন

সমস্যা হবে না। কিন্তু উৎপাদিত আনারস কেনা যাবে না এই রকম বাধাও আসছে। আনারসে নাকি বিষ মিশ্রিত আনারস খাওয়া যাবেনা, মৃত্যু হতে পারে। এটার জন্য আমাদের সরকার সেখানে দারস্ত হয়েছেন। চিফ সেক্রেটারী এবং হর্টিকালচারের ডিরেকটরের সঙ্গেও দেখা করেছেন এবং ব্যাপারটা নিয়ে কথাও বলেছেন। এর সঙ্গে সরকারীভাবে কৃষকদের উৎপাদিত ফসলগুলিকে বিক্রি করার জন্য আমরা সেখানে উদ্যোগ নিয়েছি। ল্যাম্‌স ও প্যাক্‌সকেও তাদের ইনভলভ করার জন্য কথা বলা হয়েছে। আন্তরজাতিক বাজারে যাতে এগুলি বিক্রি হয় তারজন্য সে সমস্ত আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পাঠানোর যে উদ্যোগটা সেটা কিন্তু সেইফ্‌ হয়েছে। তার বাইরেও বলছি যে সমস্যা আছে সেটা শেষ হয়ে গেছে তা না, সমস্যা আছে। কিন্তু সমস্যাগুলি যতবেশী কমে আনা যায় আমাদের কিছু করার সুযোগ থাকলে সেই জায়গায় আমাদের কোন অসুবিধা হবে না।

শ্রীনগেন্দ্র জামাতিয়া :— যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কিনা।

মিঃ ডেপুটি স্পিকার :— নগেন বাবু এটা উনি ক্লিয়ার করেছেন। এখন উল্লেখ্য বিষয়টি গত ১৮-৭-২০০০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য মানিক দে মহোদয় সভায় উত্থাপন করেছিলেন। এখন মাননীয় শিল্প দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্ন উল্লেখিত বিষয় বস্তুটির উপর একটা বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয় বস্তুটি হল- রাজ্যে ও, এন, জি, সি কর্তৃক তৈল এবং গ্যাস উত্তোলন সম্পর্কে।

শ্রীপবিত্র কর :- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহোদয়ের রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হচ্ছে রাজ্যে ও, এন, জি, সি, কর্তৃক তৈল ও গ্যাস উত্তোলন সম্পর্কে। স্যার, ও, এন, জি, সি থেকে আমি এই রেফারেন্সের যে তথ্য এনেছি তা পড়ছি। স্যার, রাজ্যের মজুত গ্যাসের পরিমাণ ৩০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার। এর মধ্যে ১৬.৫৪ বিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস উত্তোলন করা সম্ভব। ৯৯-২০০০ ইং আর্থিক বছরে মোট উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ ৩৫.১৭ ঘন মিটার। ২০০১ ইং অর্থ বছরে এপ্রিল মাসে উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ ২.৭৭ ঘনমিটার (প্রায়)। এলাকা ভিত্তিক মাসিক উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ নিম্নরূপ :— (ক) বড়মুড়া —১০, ৬৫, ৯, ১৮৫ ঘনমিটার। (খ) রুখিয়া—১১, ৫৭, ৭, ৫৪১ ঘনমিটার, (গ) আগরতলা ডোম—৬, ২০, ১, ৩৮৪ ঘনমিটার (ঘ) কোনাবন ৮, ১৮, ০, ০৭৩ ঘনমিটার। মোট :— ২৭, ৭১.৮, ১৮৩ ঘন মিটার। বর্তমানে দৈনিক উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ ২০০২০০ এম, এম, এস সি. এম, ডি, (লক্ষ ঘন মিটার দৈনিক) এরমধ্যে ১.৭৫০০ এম, এম এস, সি, এম, ডি, (লক্ষ ঘন মিটার দৈনিক) পরিমাণ গ্যাস বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা হয়। মুখ্য ভোক্তাগণ হল, যথাক্রমে—বিদ্যুৎ দপ্তর, নেপ্‌কো, ত্রিপুরা প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী ইত্যাদি। বর্তমানে রাজ্যের বড়মুড়া, রুখিয়া আগরতলা ডোম, কোনাবন প্রভৃতি

অঞ্চলে গ্যাস পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত গ্যাসের বিপুল ভাণ্ডারের তুলনায় শিল্প ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গ্যাসের ব্যবহার আশাব্যঞ্জক নয়। যদিও কয়েকটি ক্ষুদ্র শিল্পে জ্বালানী হিসাবে বর্তমানে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে, তথাপি বিপুল মজুত ভাণ্ডারের তুলনায় তাহা অত্যন্ত অপ্রতুল। একমাত্র বৃহৎ আকারের শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে এই পরিমান প্রাকৃতিক গ্যাসের যথার্থ ব্যবহার সম্ভব। ঐ দিকে লক্ষ রেখে দু'টি প্রকল্প বিবেচনাধীন আছে। মেসার্স গ্রীন ভিউ পাওয়ার প্রজেকট এবং মেসার্স ত্রিপুরা ন্যাচারেল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড। মেসার্স গ্রীন ভিউ পাওয়ার প্রজেকট ত্রিপুরাতে ২ × ১৫ এম, ডাব্লু মেগাওয়াট গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকারের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। প্রকল্পটির রূপায়নের ব্যয় ধরা হয়েছে ৯০ কোটি টাকা প্রকল্পটিতে ১০০ জন বেকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ রাখা হযেছে। প্রকল্পট রূপায়িত হলে প্রতি বছর ২০০ মিলিয়ন ইউনিট (এম, ইউ) বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটিতে প্রতিদিনে ২ × ৭১০০০ এস, সি, ইউ, এম, গ্যাস কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহৃত হবে। গ্যাস লিংকেজ কমিটি কর্তৃক গ্যাস এলট করার জন্য প্রস্তাবটি গত ২৫-৪-২০০০ ইং তারিখে তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রনালয়ে পাঠানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারে নিকট হতে এখনও পর্য্যন্ত কোন উত্তর পাওয়া যায় নি। ত্রিপুরা ন্যাচারেল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড-এর সহিত যৌথ উদ্যোগে পাইপ লাইনের মাধ্যমে বাড়ী বাড়ী রান্নার গ্যাস সরবরাহের প্রকল্পটি রুপায়ন করেছে।

(ভয়েসেস্ ফ্রম টি, ই, জে, এস, বেঞ্চ—নদীর এ পারে আসবে কি ?)

প্রকল্পটির মাধ্যমে ৩০ হাজার বাড়ীতে গ্যাস সরবরাহ করা হবে। আগরতলা শহরে নদীর এ পারে গ্যাস সরবরাহের জন্য একটি টেকনো ইকোনমিক ফেসিবিলিটি রিপোর্ট গত ১৯৯৯ ইং সনের জুন মাসের তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রনালয়ের রাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট ওয়েল ইণ্ডাস্ট্রিস্ ডেভলাপমেণ্ট বোর্ড (ও. আই. ডি, বি) এর মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্টটিতে প্রকল্পটি রূপায়নের ব্যয় ৭৮৫ লক্ষ টাকা ধরা আছে। প্রাথমিক অবস্থায় ৫০ লক্ষ টাকার অনুমোদন দিয়েছে।

রান্নার গ্যাস সরবরাহ প্রকল্পে এই পর্য্যন্ত ১৪৪০টি বাড়ীতে গ্যাস লাই সংযোজন করা হয়েছে। বর্তমান আর্থিক বছরে আরও ১০০০ বাড়ীতে লাইন সংযোজনের লক্ষ্যমাত্রা হাতে নেওয়া হয়েছে।

আগরতলা শহরে প্রবেশ করবে। এজন্য ৫ কি, মিটারের মত লাইন করাতে পেরেছি। গেইল করবে। তারপরে আরো কাজ শুরু করবে। আমরা আশা করছি, এতে আরো কিছু গ্যাস ইউজ হবে। আমার কাছে যে তথ্য আছে তা আমি মোটামুটি ভাবে সভার কাছে উপস্থিত করেছি।

শ্রীমানিক দে :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই রাজ্যে গ্যাসের ভাণ্ডার আছে এবং গ্যাসের সাথে তৈল ও আছে, এই কথাগুলি আমরা অনেকে আগে থেকেই শুনে আসছি। কিন্তু

কোন কূপই তার নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছে না। ও, এন, জি, সি যতটুকু টার্গেট করে খনন কার্য্য শুরু করেছে, কোন কূপেই নির্দ্দিষ্ট টার্গেটে পৌঁছাতে পারছে না। সে কারণে তৈল উত্তোলনের কাজটা শুরু করা যাচ্ছে না। কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে যে গ্যাসের চাপ বেশী সেই জন্যই নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছে না। যেখানে আজ টেকনোলজি আপ গ্রেড হয়েছে সেখানে এই কারণটা যথেষ্ট কিনা? আমাদের রাজ্যে তৈল আছে এটা তাদের বক্তব্য। তৈল থাকা সত্বেও সে তৈল উত্তোলনের কাজটা হচ্ছে না। আমরা শুনেছি একটা বিদেশী কোম্পানী আমাদের রাজ্যের একটা অংশ আঠারমুড়া, লংতরাই এলাকাটি নিয়েছে তৈল উত্তোলন করবে বলে। এই ব্যাপারে তারা ও, এন, জি, সির সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে কিনা? যদি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে কবে নাগাদ আমাদের রাজ্যে এসে কাজ শুরু করবেন এবং এই সঙ্গে আমাদের রাজ্যে কোথায় কোথায় তৈল ও গ্যাস পাওয়া যায় সেটা সার্ভে করার জন্য কনট্রাকট বেসিস একটা টিম এসেছিল, সম্ভবতঃ তারা গুটিয়ে নিয়েছেন এবং ওরা বাংলাদেশ রেঞ্জে সম্ভবতঃ চিটাগাং রেঞ্জে ওরা করছেন। একই রেঞ্জে সোনামুড়া সহ প্রধান এলাকা কাভারেজ করার জন্য ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং সেটা চালু আছে কিনা এবং তারা সেই সার্ভের কাজট করছেন কিনা এবং গ্যাস ও তৈল উত্তোলনের কাজ হাতে নিয়েছেন কিনা। এখানে আরেকটা প্রজেক্ট শুনেছিলাম যে কোন বিদেশী কোম্পানী আমাদের রাজ্যের উপর দিয়ে বাংলাদেশ হয়ে গ্যাস নিয়ে যেতে চায়। এই জাতীয় প্রজেক্ট-এ আমাদের রাজ্যের স্বার্থ কতটুকু থাকবে। এই ধরণের কোন প্রজেক্ট আমাদের স্টেট গভার্ণমেন্টের কাছে দিয়েছে কিনা, যদি দিয়ে থাকে তাহলে সে সম্পর্কে আমাদের রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয় অনেকগুলি কথা বলেছেন। আমি একটা একটা করে সেগুলির জবাব দিচ্ছি। রাজ্যে গ্যাস উত্তোলনের কাজে ও, এন, জি, সি যে রিগ ব্যবহার করছে সেখানে একটা মাত্র রিগ আছে যেটা ৬ হাজার মিটার পর্য্যন্ত যেতে পারে। আর বাকী যে রিগ-গুলি আছে সেগুলি মাত্র ৪৫০০ মিটার যেতে পারে। ও, এন, জি, সিকে আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দুটো মিটিং এ ডাকা হয়েছিল। আমাদের টাস্কফোর্স-এর যে কমিটি আছে যেটার চেয়ারম্যান কেন্দ্রের প্রাকৃতিক তৈল ও গ্যাসের রাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়। উনি দুইবার এখানে এসেছিলেন। আমরাও আবার এখান থেকে গিয়েছিলাম এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ও এই বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করেছিলেন যাতে আমাদের এখানে ডিপ ড্রিলিং করা যায়। এখানকার বক্তব্য হচ্ছে যে টেকনোলজি আছে তা দিয়ে তাদের পক্ষে ডিপ ড্রিলিং করা সম্ভব নয়। এই টেকনোলজি বাইরে থেকে হায়ার করে আনতে হয়। প্রথমাবস্থায় তারা আমাদের সাথে কথা বলে নি। তারা একটা ফিল্ডে বিশেষ করে উত্তর ত্রিপুরার

ধলাইয়ের বিরাট অংশে অকল্যাণ্ড কোম্পানী নামে আমেরিকার একটা কোম্পানীকে টেণ্ডার দিয়ে ডেকেছিল। কিন্তু তাদের সঙ্গে এই বিষয়টি এখনও ফাইনাল হয় নি। আমরা দিল্লীতে যখন মিটিংএ গিয়েছিলাম তখন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বিষয়টি উপস্থিত করেছিলেন এবং আমরাও কথা বলেছি। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে ফাইন্যাল কিছু তারা আমাদেরকে এখনও জানায় নি। এই এলাকাটিতে ও, এন, জি, সি তাদের টোট্যাল এ্যাকটিভিটিজ বন্ধ করে রেখেছে। এই এলাকায় গ্যাস যদি আমরা পেতে পারি, উত্তর ত্রিপুরাতে রেল কানেকশান সহ অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল আছে এবং ওখানে প্রচুর চা বাগান আছে। এলাকাটাকে আমরা এই ভাবে ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু ডিসিশান না হওয়ার ফলে ও, এন, জি, সিও সেখানে যেতে পারছে না। অতএব এ বিষয়টি সম্পর্কে আমরা আবার লিখব যাতে এটা তাড়াতাড়ি করা যায়। এই ডিপ ড্রিলিং না হলে আমরা বুঝতে পারব না আমাদের এখানে তৈল পাওয়া যাবে কিনা। তারপর আরেকটা বিদেশী কোম্পানী ইউনিফোর্ড বর্ত্তমানে ৮৮ টা এ্যাক্সপ্লোরেটরি ওয়েলস তারা করেছে পশ্চিম ত্রিপুরা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার একটা পার্টকে নিয়ে। আমরা যতটুকু জেনেছি তার রিপোর্ট তারা জমা দিয়েছেন। এখন মিটিং এ এটেণ্ড করার জন্য ও. এন. জি. সি, থেকে লোক আমেরিকায় যাবেন। ড্রিলিং এর বিষয়টা সেখানে যুক্ত হবে। সে ব্যাপারে ফাইন্যাল রিপোর্ট এখানও আসে নি। তারপর আরেকটা কোম্পানী আমাদের এখানে এসেছিলেন যারা বাংলাদেশ, মায়ানমার এবং পশ্চিমবঙ্গে পাইপ লাইনের মধ্যে দিয়ে গ্যাস নিয়ে বিক্রি করতে চায়। কেননা পশ্চিমবঙ্গে অনেক বেশী শিল্প আছে।

তারা যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা এই কথাই বলেছিল যে বিষয়টা আগে বাংলাদেশের ঠিক করা উচিত। কারণ বাংলাদেশে অনেক বেশী আছে। আমরা আমাদের রাজ্যের মধ্যে যেটা বলেছি আমাদের এই যে মজুত ভাণ্ডার যেটা আছে আমরা আমাদের এখানে যে ধরণের রিপোর্ট তৈরী করেছি যে, গ্যাস ব্যবহার করে প্রথমে এখানে শিল্প গড়তে চাই। এখন যে গ্যাস আছে সেটা প্রয়োজনে যদি বেশী করে উত্তোলন হয় এবং ভবিষ্যতে যদি আমাদের এখানে শিল্প গড়ে উঠে এবং যদি বেশী থাকে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই দিতে পারব। এই প্রস্তাব এখন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায়ে আছে, আমরা কোন কমিটমেন্ট দেই নি। বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের সেটেলমেন্ট হয়নি কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে সেটেলমেন্ট না হলে হবে না। তারা বলেছিল যে মায়ানমারের সঙ্গে তাদের একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছে। কারণ মায়ানমারে প্রচুর গ্যাস পাওয়া গেছে সেইম জোনে, ফলে এটা পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তরে আছে, এটার ডিসিশান হয় নি। আমরা তাদের বলেছি আমরা প্রথমেই আমাদের প্রয়োজনে গ্যাস ব্যবহার করতে চাই তারপর বিক্রি করার প্রশ্ন। দিল্লীতে একটা সভা হয়েছিল সম্ভবত ও, এন, জি, সির ব্যবস্থাপনায় সেই সভায় রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় শিল্পমন্ত্রী দুজনেই উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যে কিভাবে এই গ্যাসকে কাজ লাগিয়ে কিভাবে

শিল্প গড়ে তোলা যায় এটা বোধ হয় আলোচনার অন্যতম একটা কর্মসূচী ছিল। এ বিষয়টা একটু পরিস্কার করার জন্য সেখানে কি কি আলোচনা হয়েছে এখানে আমরা রাজ্য সরকার ও, এন, জি, সি এবং গেইল যুক্তভাবে আমরা একটা প্রেজেনটেশান দেই আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। আমাদের যে পরিকাঠামো এবং যে ধরণের শিল্প করার জন্য এখানে যে সুযোগ সুবিধাগুলি আছে সেখানে আমাদের ষ্টেটে ইনসেনটিভ রয়েছে, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের ইনসেনটিভ রয়েছে। গ্যাস অথরিটি অব্ ইণ্ডিয়া যে পাইপ লাইন করেছে, এখন পর্যান্ত বাকী যে ইনফ্রাকষ্ট্রাকচার তারা করতে পারবে এই সমস্ত কাজের একটা প্রেজেনটেশান সেখানে হয়েছে এবং সেখানে আমরা যেগুলি আইডেনটিফাই করেছি অর্থাৎ আমাদের ইঞ্জিনীয়ারদের দিয়ে গভর্ণমেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া সংস্থা যারা প্রায় ৪/৫ বছর ধরে আমাদের এখানে গ্যাস ভিত্তিক কি কি শিল্প হতে পারে তার কতগুলি রিপোর্ট তার প্রজেক্ট প্রোফাইল আমাদের কাছে দিয়েছিল, তাতে বলা হয়েছে এখানে একটা কারখানা হতে পরে, মিথানল কারখানা হতে পরে, তরল এবং ঘন হাইড্রোকার্বিন কমপ্লেক্স্ হতে পারে যার থেকে নেপথা এবং ওয়ার্কস্ ডিজেল ইত্যাদি সেখানে প্রডাক্টস্ হতে পারে, আর বিদ্যুৎ উৎপাদন তো হচ্ছেই। এই ৩,৪টি প্রজেক্ট আমরা সেখানে উপস্থিত করি এবং তারপর ৩০ জনের মতো প্রায় ইনভেষ্টার দেশ এবং বিদেশের তারা অংশগ্রহণ করেছিল। আমরা এপ্রোচ করেছি তার পরবর্ত্তী পর্যায়ে আবার যারা অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের আমাদের চীফ সেক্রেটারী সবাইকে চিঠি দিয়েছে যদি কোন কোয়ারিজ থাকে এবং তার পরবর্ত্তী পর্যায়ে এই গ্রীন ভিউ যেটা আছে তার রিপোর্ট আমাদের কাছে জমা দিয়েছে। বাকীগুলি এখনও হতে পারে নি এবং কোন কোয়ারিজ আমাদের কাছে আসে নি।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা শুনেছি আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় যে গ্যাস উত্তোলন হয় তার থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের গ্যাস গুণগত মানের দিক থেকে অনেক ভাল মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানবেন কি আমাদের রাজ্যের উত্তোলিত যে গ্যাস তার পিউরিটি ১০০ ভাগের মধ্যে কতটুকু পিউরিটি গুণগত মানের দিক থেকে এটা জানাবেন কি ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— ভাল তো এটা সবাই জানেন।

শ্রীপবিত্র কর ঃ— স্যার, এটা পিউরিটি নয়, এটা হল কেমিকেল কনটেকস্। আমাদের রাজ্যে যে গ্যাস পাওয়া গেছে তার মধ্যে ৯৭ পারসেন্ট হচ্ছে মিথানল যেটা পেট্রো কমিকেলস্ এবং সার কারখানার জন্য সবচেয়ে উপযোগী গ্যাস এবং পৃথিবীর মধ্যে এটা খুব উন্নত মানের ফলে সে দিক থেকে আমরা জানাচ্ছি যদি এটাকে কারখানায় ব্যবহার করতে পারতাম তাহলে অনেক বেশী উন্নত মানের গ্যাস হতো এবং এটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে পৃথিবীতে সবচেয়ে ভাল।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমি একটু বলে নিচ্ছি, চীফ কেমিষ্ট ও, এন, জি, সি উনার ফেয়ার-ওয়েলে আমার থাকার সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য দুইটাই বলতে পারেন হয়। চা পান করার সময় কথা প্রসঙ্গে বলেছেন, আই অ্যাম কনফিডেন্ট যে তেল আছে, কিন্তু কি কারণে জানিনা ম্যানেজমেন্ট ইজ নট ইন্টারেষ্টেড। তোমরাই পার, অনলি পলিটিক্যাল পার্টি ক্যান ডু ইট, ইউ শ্যাল হ্যাভ টু রেইস ইউর ভয়েস। দেন ইট ইজ পসিবল্। এটা মাননীয় মন্ত্রী অবগত আছেন কিনা। না থাকলে ও, এন, জি, সির কর্তৃপক্ষকে এই ব্যাপারে চাপ দেওয়ার জন্য আমরা কি করতে পারি, মাননীয় মন্ত্রী বলবেন কি ?

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ— আপনাকে যেমন নন অফিসিয়েলি বলেছেন, নন অফিসিয়েলি উনারা আমাদের সাথেও অনেক কথা বলে থাকেন। মাননীয় মন্ত্রী বাদল বাবু যখন এম, পি ছিলেন তখন পার্লামেন্টে তিনি এই বিষয়টা রেইস করেছেন, এখন খগেন বাবু রাজ্যসভার সদস্য তিনিও সেখানে এই বিষয়টা রেইস করেছেন। অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ বলুন আর পলিটিক্যাল বলুন এটা পলিটিক্যাল হবে যেহেতু পার্লামেন্টে তোলা হয়েছে, আমরা আমাদের রাজ্যের স্বার্থে এটা চাপ দিচ্ছি। তারজন্য আমরা চাই ডিপ ড্রিলিং, তারপরে সার্ভে রিপোর্ট। এর যে প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা দুইটার ডিফারেন্স আছে। এখন পর্য্যন্ত যা আছে, ৪ হাজার ৫০০ মিটারের বেশী এখনও যায়নি। এখানে যা প্রেসার নীচে না গেলে বুঝা যাবে না। কিন্তু ডিপ ড্রিলিং-ও করছেনা। আমরা বার বার প্রেসার দিচ্ছি, কথা বলছি। মুখ্যমন্ত্রী কথা বলছেন, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন, কিন্তু করা হচ্ছে না।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এটা আলোচনা হয়েছিল, বোধহয় ত্রিপুরা থেকে কিছু অ্যাকস্‌পার্ট বাংলাদেশে গিয়েছিল গ্যাসের মাধ্যমে কয়লার পরিবর্তে ব্রিক ফিল্ড করার ব্যাপারে এবং এতে পয়সারও সাশ্রয় হবে এই ধরণের একটা প্রপোজ্যাল ছিল বর্তমানে এটা কি পর্যায়ে আছে। এটা লাভজনক এবং গ্যাসটা কাজে লাগবে। এটা বর্তমানে কি পর্যায়ে আছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ— আমাদের জিরানিয়াতে ৩০ টা ব্রীক ফিল্ড আছে। তাকে নিয়ে ত্রিপুরা ন্যাচারেল গ্যাস কোম্পানী একটা প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করেছে। বড়মুড়া থেকে জিরানিয়া অবদি পাইপ লাইন আনতে আমাদের যে কষ্টিং পড়বে, আমরা যদি ডাইরেক্টলি আনি আমাদের পোষাবে না। আমরা ও, এন, জি, সিকে রিকুয়েষ্ট করেছি আপনি জিরানিয়া পর্য্যন্ত পাইপ লাইনটা এটাকে অপটিক পয়েন্ট বলে এখান থেকে আমরা গ্যাসটা সংগ্রহ করব বড়মুড়াতে যেটা আছে, তারা যদি নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে জিরানিয়া পর্যন্ত এনে দেয়, আমরা বাকীটা করব। ফলে সেই রিপোর্ট আছে। ও, এন, জি, সি তা নানা করেনি। উনারা বলেছেন, আমরা চেষ্টা করছি। দ্বিতীয়তঃ

রুকিয়া থেকে অলরেডী আমরা একটা পাইপ লাইন টেনেছি। গত বর্থ বৎসরে সীজনের সময় একটাই ইট ভাট্টা আমাদের কাছে অ্যাপ্লাই করেছিল তাকে লাইন দেওয়ার জন্য। আমরা সেই লাইন টেনেছি। কিন্তু সীজন শেষ হওয়ার ফলে আমরা চালু করতে পারিনি। আর আমরা যেটা করছি সেটা হল, নেক্সট সীজনে পুটিয়া এলাকাতে রুকিয়ার কাছাকাছি এলাকাতে যদি কেউ ব্রীক ক্লিন করতে চায়, আমাদের সেখানে লাইন আছে, আমরা সেখানে গ্যাস সাপ্লাই করতে পারব। একটা অলরেডী এপ্লিকেশান আমাদের কাছে আছে। জিরানিয়া প্রজেক্ট অলরেডী টেক্ আপ করেছি। বামুটিয়াতে ড্রিলিং হচ্ছে, সেখানে যদি গ্যাস পাওয়া যায় তাহলে সদর নর্থে যে টি গার্ডেন আছে, সেখানে আমরা গ্যাস ব্যবহার করে অনেক বেশী ভাল কোয়ালিটির টি প্রডাক্শান করতে পারব। এটাও আমাদের আলোচনার মধ্যে আছে।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের ষষ্ঠটি গত ১৬/৭/২০০০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীরাম রিয়াং, শ্রীসুদীপ রায়বর্মণ, শ্রীরতন লাল নাথ শ্রীদীপক কুমার রায় এবং শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস মহোদয়গণ সভায় উত্থাপন করেছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :— "শিশু, কিশোর, ছাত্রছাত্রীর পর এবার গাড়ী অপহরণ চালক সহ গাড়ী উধাও, রাজচন্তাই রোড থেকে পূর্ব থানা নীরব, এস পির দ্বারস্থ জীপ মালিক"

"গত ৪ঠা জুলাই গণসংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, জনৈক শ্রীদীপক বনিক, পিতা মৃত নিত্যগোপাল বনিক সাং-মোটরষ্ট্যাণ্ড রোড, শনিতলা, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা গত ১১-৬-২০০০ ই পূর্ব আগরতলা থানার ও সির কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দেন যে, উনার গাড়ী জীপ নং টি আর টি ১৪৭৮ এবং গাড়ীর ড্রাইভার শ্রীবিকাশ দেববর্মা গত ১-৬-২০০০ ইং থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

উক্ত অভিযোগ পূর্ব থানায় নথিভুক্ত করা হয়। কিন্তু যেহেতু রাজচন্তাই, অভিরাম এলাকা থেকে ড্রাইভার সহ গাড়ী হারিয়ে যায় বলে অভিযোগ এবং এই এলাকার সবটাই সিধাই থানার অন্তর্গত সেইজন্য অভিযোগ পত্রটি পূর্ব থানার ও সি ডাকযোগে সিধাই থানায় পাঠান। সিধাই থানায় উক্ত অভিযোগ পত্রটি গত ১৭-৬-২০০০ ইং তারিখে পৌছে। সিধাই পুলিশ ঘটনাটি জি ডিতে ৫২৩ নং ক্রমিকে নথিভুক্ত করে গত ১৭-৬-২০০০ ইং। পুলিশ এ ব্যাপারে বিস্তারিত তদন্ত করে। তদন্তে দেখা যায় যে, অভিরাম বলে কোনও জায়গা সিধাই থানা এলাকায় নেই যদিও কাছাকাছি অভিচরণ বলে একটি জায়গা আছে। পুলিশ রাজচন্তাই, বড়কাঁঠাল, অভিচরণ এবং সন্নিহিত এলাকায় তল্লাসী চালায় এবং উক্ত গাড়ী এবং ড্রাইভারের খোঁজ করে। কিন্তু গাড়ীর চালক বিকাশ দেববর্মা ও অভিযোগে উল্লেখিত সুবল দেববর্মার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। গাড়ীটিও এখন পর্যন্ত উদ্ধার

করা যায়নি। এ ব্যাপার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিযোগকারী শ্রীদীপক বনিককে সিধাই থানার ভারপ্রাপ্ত ও সির সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু শ্রীবনিক এখন পর্যন্ত সিধাই থানায় যায়নি। ভারতীয় ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৫৭ (এ) ধারা মোতাবেক দপ্তর চলছে।

গত ৩০শে জুন, উক্ত শ্রীবনিক পশ্চিম ত্রিপুরার এস পি-কে চিঠি দিয়ে এ ব্যাপারে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ করেন। এখানে উল্লেখ থাকে যে, ঘটনাস্থল সিধাই থানার এলাকাভুক্ত হওয়ার পূর্বথানা কর্তৃপক্ষ ঐ অভিযোগ যথারীতি সিধাই থানায় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পাঠান এবং সেই অনুসারে সিধাই থানা ঘটনার তদন্ত করছে। সুতরাং পূর্ব থানা পুলিশের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি যথার্থ নয়।

শ্রীব্রজলাল নাথ ঃ পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার একটা জানতে চাওয়া যে, গাড়ীর মালিক এখানে মোটরষ্ট্যাণ্ড শনিতলা এবং ঘটনাটা হয়েছে ১-৬ ২০০০ ইং গাড়ীর নাম্বার টি আর টি ৪৭৮। স্যার, ১ তারিখের পর ৫ তারিখ গাড়ীর মালিক পূর্ব থানায় যায়, তখন পূর্ব থানা থেকে তাকে বলা হয় যে, অন্য ভাবে খোঁজ করে বাহির কর তোমার গাড়ী। তারপর ৯ তারিখ পূর্ব থানার ডিউটি অফিসারের কাছে যায়, উনি বলেন এটা আমাদের ব্যাপার না তুমি সিধাই থানায় যাও। আবার সে ১১ তারিখ সিধাই থানায় যায় দরখাস্ত নিয়ে, তখন তারা বলছে যে, পূর্ব থানায় যাও। পরবর্তী সময়ে ১১ তারিখ পূর্ব থানা একটা দরখাস্ত রাখল এবং রাখার পরে তারা কি করল, তারপর সে বিভিন্ন তারিখে যখন, ১১-৬, ১৮-৬, ২০-৬ এই রকম ভাবে যখন সে কন্টিনিয়াস সেখানে গেল তখন তারা বলছে তুমি জিরানীয়া যাও। সেখানে যাওয়ার পর জিরানীয়া বলছে আমরা খবর পেয়েছি ওমুক জায়গায় গাড়ী চলছে। এই অবস্থায় নিরুপায় হয়ে দীপক বনিক ৩০-৬ তারিখ এস পির কাছে একটা দরখাস্ত দেন। স্যার, যেখানে গাড়ী অপহরণের প্রশ্ন উঠেছে, আমি ফোনের শব্দের জন্য ভাল করে শুনিনি, মনে হয় উনি বলেছেন জি ডি এন্টি করেছে। গাড়ী যখন অপহরণ করার প্রশ্ন উঠবে তখন সেটা স্পেসিফিকভাবে দেওয়ার কথা। আমি বুঝলাম না জি ডি কেন। এটাতো হারানো গেছে এক কথা। এখানে তো স্পেসিফিক ড্রাইভারের নাম, ঠিকানা, তারপর লাইসেন্স নাম্বার সব কিছু দেওয়া হয়েছে, এই সব কিছু দেওয়ার পরেও থানা কর্তৃপক্ষ আর তা ছাড়া এই ব্যাপারে পার্টি যাবে কেন। কি পূর্ব থানা, কি জিরানীয়া থানা যে কোন জায়গায় এন্টি করলে ওয়ারলেসে জানিয়ে দেবে গাড়ীর নাম্বার, রং সব কিছু। এটাতো করেই নি, আবার ওরা বলছে ভেতরে গাড়ী পাঠাও কেন, এটা ক্যাটেগরিক্যালী মেনশন করেছে। তারপর আরও বলছে যে তোমরা জান না এখন আর ট্রাইবেল এরিয়ায় যাওয়া উচিং না। তা পুলিশের তরফ থেকে যদি একটা লোককে এরকম বলা হয়, সেতো এমনিতেই গাড়ী হারিয়ে অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে। সে যাই হোক, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এখন পর্য্যন্ত থানায় কেইস এন্টি, হল না কেন।

এবং গত ৩০-৬-২০০০ ইং তারিখে এস, পি-র কাছে দরখাস্ত করেছে এবং যার রিসিট কপিও আমার কাছে আছে। এখন এই রাজচন্দ্রাইর এর একটা অংশ ইষ্ট পি, এস, এর আওতারে পড়েছে। এবং নিয়ম হলো যে থানার আওতারে এটা আছে সেখানেই এটা এন্টি করা হবে। যদি অন্য পুলিশ ষ্টেশনেও এটা এন্টি করে তাহলে সেটা নির্দিষ্ট পুলিশ ষ্টেশনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সুতরাং এটা কর্তব্যে অবহেলা হয়েছে বলে আমার মনে হয়। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার জানার বিষয়বস্তু হলো (এবং এইসব কাজগুলি কনটিনিউ হচ্ছে) (১) কেন থানায় এটা এন্টি করা হলো না ? (২) একটা গাড়ীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে, একটা লোককে অপহরণ করে লুকিয়ে রাখা যায়, কিন্তু একটা গাড়ীকে তো আর লুকিয়ে রাখা যায় না। কাজেই এই ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আসলে গাড়ীটা তো মিসিং হয়েছে এবং গাড়ীর মালিক হয়তো মনে করেছিলেন যে-এটা আবার ফিরে আসবে তা সেজন্য প্রথমে থানায় জানাননি। এবং এতে একটা ভাল সময় নিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে যদি থানায় গিয়ে বলতেন তাহলে হয়তো এটা হতোনা। আর থানা সম্পর্কে যেটা বলছেন সেটা আমার জানা নাই। এবং যেহেতু এটা এস পি-র কাছে অভিযোগ করেছেন। যাইহোক এই ব্যাপার নিয়ে আমি সেশনের পরে খোঁজ করে দেখব।

শ্রীদীপক কুমার রায় (বড়জলা) :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই দীপক বনিক একজন শ্রমিক। অনেক কষ্ট করে একটা গাড়ী খরিদ করেছেন। এবং এটা খরিদ করে ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকা রাজচন্দ্রাই এখানে কমিউনিকেশন নেই, আর গাড়ীটা সেই রুটে চালাবার জন্য পার্মিট দেওয়া হয়েছে। এবং সে নিজে না চালিয়ে বিকাশ দেববর্মা নামে একজন উপজাতি যুবককে এই গাড়ীটা চালানোর দায়িত্ব দিয়েছে। গাড়ীটা এই রুটে চলতে শুরু করলে এক তারিখ সুবল দেববর্মা নামে একজন গাড়ীটি ভাড়া নিয়ে বিকাশ দেববর্মাকে নিয়ে বড়কাঁঠাল এবং এস্রাই মোড়ে এই গাড়ীটা নিয়ে যায়। তারপর থেকে এই গাড়ীটির আর কোন খবর নেই। এখন প্রশ্ন হলো এই গাড়ী অপহরণের ঘটনা ত্রিপুরা রাজ্যে নতুন ঘটনা। একটা নতুন ঘটনা। মানুষ অপহরণ হয়, শিশু অপহরণ হয়, টাকা চুরি হয় সব কিছু হয় স্যার। কিন্তু এতবড় গাড়ী অপহরণ করে নিয়ে গেলো এবং এই গাড়ীটা চলছে স্যার, আমার কাছে সে সব তথ্য রয়েছে। আমি এস, ডি, পি, ও. কে সে সব তথ্যও দিয়েছি। স্যার, এই ব্যাপারে আমি আপনার পার্সোনাল হস্তক্ষেপ চাইছি। কারণ গাড়ীর মালিক একজন শ্রমিক—কষ্ট করে গাড়ীটি খরিদ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় গাড়ীটি চালাবার জন্য একজন উপজাতি ড্রাইবারকে নিয়োগ করেছে। কাজেই এই ব্যাপারে আপনার কাছে অনুরোধ রাখলাম আপনার ব্যাক্তিগত হস্তক্ষেপ চাই যাতে গাড়ীটা উদ্ধার হয়।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ স্যার, আমি তা বলেছি মাননীয় সদস্য যে সব ম্যাটেরিয়েলস দিয়েছেন আমি এই ব্যাপারে সেশনের পর খোঁজ করে দেখব। এবং মাননীয় সদস্যকেও অনুরোধ করব এই ব্যাপারে যেন এস, পি, র সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

শ্রীমানিক দে ঃ— পয়েণ্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে জিরানিয়া পি, এস, সিধাই পি, এস, এবং টাকারজলা পি, এস এই তিনটা পি, এস, এলাকায় ১৫ টা গাড়ীর এই ধরণের কোন খবর নাই। জিরানিয়ার বাবুল দাস এর গাড়ীটা এ, ডি, সি,র হেড কোয়ার্টারের নিকট থেকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এবং এই গাড়ীটার রঙ পরিবর্তন করে নাম্বার পাল্টিয়ে সেটা চালানো হচ্ছে। গাড়ীটা এখনো উদ্ধার করা হয়নি। কাজেই এই ব্যাপারে এস, পি, র আণ্ডারে একটা স্পেশাল টীম করে দিলে আমরাও তাদের তথ্য দিয়ে সাহায্য করব—তাহলে বোধহয় ভাল হতো এবং এই গাড়ীগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হতো। কারণ এই ভাবে যদি গাড়ী নিয়ে যায় তাহলে ভেতরে আর কোন গাড়ীই যেতে সাহস পাবে না কাজেই আমার অনুরোধ এই ধরণের একটা স্পেশাল টীম গঠন করলে আমরা তথ্য দিয়ে সাহায্য করব—কিভাবে গাড়ীগুলি উদ্ধার করা যায়। এবং এই গাড়ীগুলি যারা চুরি করছে তাদেরও গ্রেপ্তার করা যায়।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিষয়টি আমরা বিবেচনা করব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— উল্লেখ্য বিষয়ের সপ্তমটি গত ১৯-৭-২০০০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় সভায় উত্থাপন করেছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো—"গত ১৩ই জুলাই ২০০০ ইং তেলিয়ামুড়ায় কয়েকটি গ্রামে অগ্নি সংযোগের ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীমানিক সরকার (মুখ মন্ত্রী) ঃ — মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এটা বিবৃতি দেব না লে করে দেব। এটাতো নতুন কিছু না। এটা লে করলে বোধহয় ভাল হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ ঠিক আছে এবং আরো যতগুলি রেফারেন্স এবং কলিং অ্যাটেনশন আছে সবগুলি লে করে দিলে ভাল হবে কারণ আজকে আমাদের হাতে প্রচুর বিজনেস রয়েছে।

ANNEXUNE–'C'

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ – ঠিক আছে স্যার

CALLING ATTENTION

শ্রীদীপক কুমার রায় :— না স্যার, আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ আছে, তার উপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিলে ভাল হবে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার নোটিশটি হচ্ছে "রাজ্যে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'কাল প্রকাশিকা' ও 'দৈনিক গণদূত' এবং অন্যান্য কয়েকটি সংবাদপত্রের প্রতি বৈষম্য মূলক বিজ্ঞাপন বিলি এবং কাল প্রকাশিকা পত্রিকার সম্পাদকের এক্রিডিয়েশান কার্ড আটকে রাখা সম্পর্কে ."

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছে যাতে তাড়াতাড়ি এই ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়। এখন এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্য যদি আলোচনা চান তাহলে করতে পারেন, আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে বলব এই বিষয়ে জবাব দেবার জন্য।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— মি ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি এবং পর্যটন দপ্তর থেকে রাজ্যের সাংবাদিকদের এক্রিডিয়েশন কার্ড দেওয়া হয়। এবং কালপ্রকাশিকা পত্রিকার সম্পাদক এই এক্রিডিয়েশন কার্ড এর জন্য আবেদন করেন ১৯৯৩ সালে এবং তাকে যথারীতি এক্রিডিয়েশন কার্ড ইস্যু করা হয়। এবং পর পর দুই বার তার কার্ড রিনিউ করা হয়। তৃতীয়বার গত এপ্রিল মাসে রিনিউ করার জন্য কার্ড জমা দিলে অনেকদিন পর্যান্ত সেটা আটকে রাখা হয়। কেন সেটা আটকে রাখা হলো সেটা জানার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকের এবং মন্ত্রীর কাছে চিঠি দেওয়া সত্বেও কোন জবাব দেওয়া হয়নি। পরবর্তী সময়ে আধিকারিক শ্রীসঞ্জিত চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি বলেন এই কার্ড রিনিউ করা হবে না। যেহেতু তথ্য দপ্তরের নামে নিউজ করা হয়েছে এবং তিনি অভদ্র আচরণ করে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। এবং বিজ্ঞাপনও বন্ধ করে দেওয়া হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়। তথ্য সংস্কৃতি এবং পর্যটন দপ্তরের গঠন মূলক সমালোচনামূলক সংবাদ করার জন্য কালপ্রকাশিকা পত্রিকার সম্পাদকের এক্রিডিয়েশন কার্ড আটকে দেওয়া হয় যা অবৈধ ও অনৈতিক। কাজেই অবিলম্বে এই কার্ড রিনিউ করা হবে কি না এবং কতদিনের মধ্যে যারা তাদের নির্যাতিত করেছে তাদের বিরোদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানালে বাধিত হব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— না, রেফারেন্স বলবেন না একসট্রা অর্ডিনারীভাবে উনি বলেছেন। এটা বলবেন না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, সবাই বলে ··· ··· ··· ··· ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ঠিক আছে বসুন।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি যেভাবে আছে সেইভাবে বলছি। প্রভিশনাল এক্রিডিয়েশান কার্ড ইস্যু করা হয়েছে। এবং আমাদের যে এক্রিডিয়েশন কমিটি আছে, আমাদের সংবাদপত্রের বন্ধুদের যে অনেক অভিযোগ অতীতে এইরকম বহু কার্ড ইস্যু করা হয়েছে যেগুলি সংবাদপত্রের সঙ্গে যোগাযোগ নেই বা সেইরকম এক্রিডিয়েশন কার্ড পাওয়ার যোগ্যতাও নেই এইরকম হয়েছে। এতে যার ফলে সাংবাদিকরে মত সাংবাদিক রাজ্যের স্বার্থে সমাজের স্বার্থে যারা লেখেন এটা সবটাই এক গোত্রভুক্ত হয়ে গেছে এগুলি রিভিউ করা দরকার। আমাদের রাজ্যের সিনিয়র জার্নালিষ্টদের দিয়ে আমরা একটা কমিটি করেছি সেই রুলসটা তেরী করার জন্য।

এখানে কাল প্রকাশিকা পত্রিকার যে সম্পাদক উনার এটা রিভিউ না করার একটা কারণ আছে। উনাকে আমরা যেমন উনার আর, এন, আই সার্কুলেশন সেই সার্টিফিকেট দিই, তারপর আমরা বিজ্ঞাপন দিচ্ছি এবং যথারীতি কার্ডও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমাদের যে বিজ্ঞাপন পলিসি তার বক্তব্য হলো যাতে সব সাংবাদিকরা সমালোচনা করবেন, সরকারের সমালোচনা করবেন ঠিক আছে। সমালোচনা করলে সরকারের ক্ষতি হয়না। বরং সেই গঠনমূলক সমালোচনা হলে ভালই হবে। কিন্তু এই পত্রিকা প্রকাশের লগ্ন থেকে এমন কতগুলি কুরুচিকর শব্দ ব্যবহার করে আসছে আমি এখানে শুধু একটি বিষয় উল্লেখ করছি।

এখানে একটা আইটেমে বলা হয়েছে যেমন শকুনের ভূমিকায় ছিলেন অস্থায়ী তথ্য সংস্কৃতি অধিকর্তা তৈল মর্দন চক্রবর্তী"। আরে লোকটারতো নাম আছে। পত্রিকায় উঠেছে অথচ নাম নেই। লিখতে পারত সঞ্জিব চক্রবর্তী। উনি ভাল নয় ঔধ্যর্তপূর্ণ ব্যাবহার এগুলি লিখতে পারে ঠিকই আছে, মন্ত্রীর ব্যবহার ভাল নয় মন্ত্রী খারাপ বলতেই পারে। কিন্তু আগাগোড়া পত্রিকাতে নাম বলা হয়েছে অস্থায়ী তথ্য সংস্কৃতি অধিকর্তা তৈল মর্দন চক্রবর্তী। স্বাভাবিক এইসমস্ত ক্ষেত্রে এক্রিডিয়েশান কার্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে এইগুলি মন্ত্রীর কাছে আসে না, এগুলি অফিসার পর্যায়ে দিয়ে দেওয়া হয়। উনি এখানে আছেন যদিও বলেছেন কার্ড নেই কিন্তু বিধানসভার অধিবেশনের এই কটা দিন আছেন আমার কাছে ফোন করেছেন যে এইরকম আমাকে কার্ড দেওয়া হচ্ছে না, আমি বলেছি দেখব। এবং উনি বলেছেন যে পত্রিকায় যেগুলি লেখা হয়েছে এটা ঠিক হয় নি, উচিৎ ও হয়নি। আমি বলেছি ঠিক আছে আমি বিষয়টা দেখব। আমাদের যে কমিটি আমরা করছি তাদের কাছে অলরেডি রেফার হয়েছে। আমি বলছি যে ঠিক আছে আপনাকে আমি যাওয়ার ব্যবস্থা করছি কিন্তু বিষয়টি কমিটির কাছে রেফার হয়েছে আপনাকে একটু ধৈর্য্য ধরতে হবে। আমি বলেছি এখানে আমি কথা দিচ্ছি যে আমাদের যা রুলস, বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষেত্রে যা নিয়ম আছে সেগুলি ফলো করা হবে আমরা দেখব। এবং যেটা কমিটির কাছে রেফার করা হয়েছে ওরা দিলেই তারপরে ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— পয়েণ্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, ‥ … ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— জওহর বাবু কথাটা শুনে নিন, বলছি দীপকবাবুকে মেটারটা নিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে । তবু উনি ক্ল্যারিফাই চেয়েছেন ।

শ্রীজওহর সাহা ঃ – স্যার, আমরা কিন্তু সময়টা নষ্ট করছি না । কারণ আমরা সবটা মেনে গেছি । এখানে একটা সমস্যা আছে অন্য কিছু না । মাননীয় ডেপুট স্পীকার স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে কথাটা বলেছেন গুরুতর অপরাধের মধ্যে একটা জিনিষ আছে যে তৈল মর্দন চক্রবর্তী এই নাম লিখছে বলে । স্যার, পত্রিকায় তাদের কতগুলো স্বাধীনতা আছে ।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা ঃ— না, না, এখানে বলতে দেওয়া হবে না ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ— স্যার, উনার যেমন বলার অধিকার আছে আমাদেরও আছে ।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা ঃ— স্যার, এখানে শুধু কাল প্রকাশিকা না, কোন কোন পত্রিকাতে আরও অনেক সমালোচনা করে উঠে । স্যার, এখানে শুধু একটা কথা লিখেছে । এর পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে তাকে অপমান করা হবে, কিম্বা তার কার্ড আটকিয়ে রাখা হবে……।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা ঃ— স্যার এটা কি, কথা বলতে দেওয়া হবে না ? স্যার, এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি নিজেও ডাইরেক্টর সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি । উনি আমাকে বললেন যে ব্যাপারটা হয়ে যাবে আমরা দেখছি । এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ব্যাপারটা ঠিক না । আমি এখানে দেখেছি সামান্য কারণে বিভিন্নভাবে ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকার উপর প্রেসার ক্রিয়েট করা হচ্ছে স্যার । আমরা জানি সরকারের একটা গাইড লাইন আছে কিন্তু সেই গাইড লাইনগুলি ঠিকভাবে মানা হচ্ছে না । কোন পত্রিকাতে দুই সেণ্টিমিটার, তিন সেণ্টিমিটার করে এড্ দেওয়া হচ্ছে, আর কোন পত্রিকাকে তিনশত সেণ্টিমিটার করে এডভার্টেজমেণ্ট দেওয়া হচ্ছে । স্যার, সরকারের সহযোগিতা ছাড়া কোন পত্রিকা চলতে পারে না । কাজেই এই ব্যাপারে সুষ্ঠ নীতি এবং সুস্পষ্ট কোন পদক্ষেপ নেওয়া হবে কি না, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, উনি আমাকে ফোন করেছের বন্ধ হয়ে আছে । আমি সঙ্গে সঙ্গে ডাইরেক্টরকে বলেছি কেন বন্ধ হয়ে আছে । উনি বলেছেন যে কমিটির সুপারিশ অনুসারে সেগুলি পাঠানো হয় । আমি কমিটির সুপারিশ পেলে পরেই পাঠিয়ে দেব ।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ ঃ মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, একটা সরকার চলে পলিসি রোলস্ এবং ভারতবর্ষের সংবিধান মোতাবেক। তৈল মর্দন চক্রবর্তী মিঃ সন্দীপ চক্রবর্তীকে পত্রিকাতে উল্লেখ করেছেন এটা সেন্টিমেন্টের ব্যাপার। তারজন্য ডিপার্টমেন্ট প্রতিবাদ জানাতে পারত, ডিপার্টমেন্ট কোর্টে যেতে পারত, প্রেস কাউন্সিলে যাওয়ার রাস্তা আছে। কাজেই সেইদিকে না গিয়ে এখানে একটা সেন্টিমেন্টকে পুঁজি করে যে ধরণের ঘটনা হচ্ছে এটা মোটেই ঠিক না। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব সেই ধরণের যাহাতে ভবিষ্যতে না হয় সেই দিকে অফিসারদের প্রতি নজর রেখে নিয়ম নীতি অনুসারে যাহাতে ব্যবস্থা নেওয়া হয় তার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— ঠিক আছে। যে এডমিনিষ্ট্রেটিড কমিটি আছে সে জায়গায় না গিয়ে একেবারেই প্রভিশন্যাল করা হয়েছে। একবারের জায়গায় দুবার করা হয়েছে। এখন যেহেতু আমি ব্যাপারটা দেখছি। আশা করি আর সমস্যা হবে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— উল্লেখিত ৬টি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ মাননীয় মন্ত্রীদের অনুরোধ করছি সভার টেবিলে লে করার জন্য। ANNEXURE—'D'

LAYING OF REPORTS AND ACCOUNTS

Mr. Deputy Speaker :— Now the question before the House, Laying of a copy each of :

i) The Report of the comptroller & Auditor General of India for the year ended 31st March, 1999.

ii) The Appropriation Accounts. 1998-99, and

iii) The Finance Accounts, 1998-99.

Now, I request the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department to lay the copy each of the above mentioned Report and Accounts.

Shri Badal Choudhuri (Minister) :— Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to lay a followings Reports on the Table of the House.

i) A copy of the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1999.

ii) A copy of the Appropriation Accounts, 1998-99

iii) A copy of the Finance Accounts, 1998-99.

Mr Deputy Speaker :— Now the question before the House, laying of Rule "Laying of a copy of the Tripura Excise (Fourth Amendment) Rules, 1999."

Now, I request the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department to lay the copy of the above mentioned Rule.

Shri Badal Choudhury (Minister) :– Mr Deputy Speaker Sir, I beg to lay a copy of "The Tripura Excise (Fourth Amendment) Rules, 1999" on the Table of the House.

Mr. Deputpy Speaker :— Now the Business before the House Laying of a copy of "The Audit Report on the Accounts of the Tripura Road Transport Corporation for the year 1991, 1992 and 1993 as required under sub-section (4) of section 33 of Road Transport Corporation Act. 1950"

Now, I request the Hon'ble Minister-in-caharge of the Transport Department to lay the above Report on the Table of the House.

Shri Sukumar Barman (Minister) :— Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to lay a copy each of "The Audit Reports on the Accounts of the Transport Corporation for the years 1991, 1992 and 1993" on the Table of the House.

Mr. Deputy Speaker :— Now the Business before the House-Laying of a copy of "The Annual Report of the Tripura Handloom and Handicrafts Development Corporation Ltd. for the year 1982, 1983, 1984, 1985 and 1986 as required under Sub-section 3 of Section 6 9–A of the Companies Act, 1956".

Now, I request the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department to lay the above Reports on the Table of the House.

Shri Ramendra Chandra Debnath (Minister) :— Mr, Deputy Speaker sir, I beg to lay a copy each of "The Annual Reports of the Tripura Handloom and Handicrafts Development Corporation Ltd. for rhe years 1982, 1983, 1984, 1985 and 1986" on the Table of the House.

Mr. Deputy Speaker :— Now the Business before the House-Laying of a copy of "The Panchayet Department to lay a copy of the Tripura Panchayet (Administration) (First Amendment) Rules, 2000.,,

Now, I request the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayet Department to lay the above Rules on the Table of the House.

Shri Subodh Das (Minister) :— Mr, Deputy Speaker Sir, I beg to lay a copy of "The Tripura Panchayats (Administration) (First Amendment) Rules, 2000" on the Talbe of the House.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয় আজকের সভায় পেশ করা রিপোর্টস এ্যাকাউন্ট রুলস, ইত্যাদির প্রতিলিপির নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

LAYING OF REPLLES TO THE POSTPOND QUESTION

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো—লেয়িং অব্ রিপ্লাইস্ টু দি পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চান। গত বিধানসভার অধিবেশনে পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১ এর এবং পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৭ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। এখন আমি জেনারেল এডমিনিটিট্রেশান দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উপরোক্ত কোয়েশ্চান এর উত্তর পত্রগুলি সভার টেবিলে পেশ করার জন্য। ANNEXURE—'E' & 'F'

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **ঃ—** মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আই বেগ টু লে দ্যা কপি অব দ্যা রিপ্লাই ইন টু দ্যা পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১ এর এবং পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চানস্ নাম্বার ১০৭ অন দি টেবিল অব দ্যা হাউস।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— গত বিধানসভার অধিবেশনে পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯ এর উত্তর পত্র দেওয়া সম্ভব হয়নি। এখন আমি রেভিনিউ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **ঃ—** মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আই ওয়ান্ট বিহাপ অব রেভিনিউ মিনিষ্টার, বেগ টু লে কপি অব দ্যা রিপ্লাই টু দ্যা পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৯ অন দি টেবিল অব দ্যা হাউস।

GOVERNMENT BILLS –Considered and Passed

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো "The Salary, Allowences and

Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Fourteenth Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 11 of 2000)"

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি সংসদীয় বিষয়ক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এটাও আমার পক্ষ থেকে বলছি। মিঃ ডেঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে **"The Salary Allowances and Pension of Members of the Legislativa Assembly (Tripura) (Fourteenth Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 11 of 2000)"** বিবেচনা করা হোক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এটা তো আলোচনার দরকার নেই। ডিসকাশান দরকার আছে করবেন। ঠিক আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলুন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে বিষয়টা মাননীয় সদস্যরা জানেন তার মধ্যে আমরা কি এ্যামেণ্ডমেন্ট চেয়েছি। এটা মূলত বিরোধী দলনেতা প্রশ্নের সাথে মিল আছে। বিলের এ্যাকশানটা যাই হোক তাতে বিরোধী দলনেতা এবং অন্যান্য সদস্যদের কোন সুযোগ সুবিধার প্রশ্ন এখানে যুক্ত না। এটা পরিস্কার তো আমি এখানে যেটা পরিস্কার বলতে চাইছি তথ্য নেই কাজ শুরু করার পর বিরোধী দলনেতা হিসাবে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা নূন্যতম সাধারণত ভাবে পাওয়া উচিৎ। এগুলো নিয়ে বিভিন্ন সময়ে কথা বলা হচ্ছে। বিরোধী দল-নেতার দায়িত্বে যারা আছেন তাদের কিছু কিছু অসুবিধা হচ্ছে। যখন অসুবিধাগুলো আমাদের সামনে আসে তখন প্রশ্ন কর্তার দিক থেকে কিছু কিছু প্রশ্ন তোলা হচ্ছে যে, এগুলো মিট করতে গেলে পরে আমাদের হয়তো কোন ক্লিয়ার কাট ডিসিশান নেই। তখন আমি সমস্ত কাগজ পত্র আমাদের সংশ্লিষ্ট দপ্তর তাদের কাছ থেকে কাগজ নিয়েছি এবং তা থেকে দেখা যায় আসলে বিষয়টা একটি বেখাইনি। এই রকম পরিস্থিতিতে সেখানে দপ্তরকে বলা হয়েছে আপনারা বিভিন্ন জায়গা থেকে কাগজ পত্র সংগ্রহ করুন। এবং এটা যেন নির্দিষ্ট ভাবে থাকা দরকার। এটা বিবেচনায় রেখেই যাতে তারা একটি আইনগত ভিত্তি পায়, এটা নিশ্চিত করার জন্য এই এ্যামেণ্ডমেন্টটা এখানে আনা হয়েছে। হয়তো কোনখানে সুযোগ সুবিধা লেখা না থাকা সত্বেও মাননীয় বিরোধী দলনেতা যারা ছিলেন বা আছেন তারা হয়তো পেয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এটার কোন নিশ্চয়তা নাই। যদি সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন যে, দেওয়া যাবে না এটা ঠিক হবে না। অগত বিরোধীতা করার জন্য আমরা এই এ্যামেণ্ডমেন্টটা এখানে এনেছি। আমি বুঝতে পারছি, মাননীয় সদস্যদের দিক থেকে হয়তো আদার মেম্বার যারা তাদের সুযোগ সুবিধার প্রশ্নে কথাবার্তা হবে। আমি বলতে চাইছি আমাদের শেসান শুরু

হওয়ার আগে, সম্ভবত আগের দিন হয়তো ০৬-০৭-২০০০ ইং তারিখে শ্যামা বাবু, বীরজিৎ বাবু এবং রতন বাবু তারা তিনজন কথা বলতে গিয়েছিলেন এবং কথা হয়েছে এই জায়গায় যদিও আমি জানিনা কারণ দিকে নিকে তথাকথিত যে পদ্ধতিটা এড্রেস করে চিঠি দিতে হয় এই রকম কোন চিঠি না, কিন্তু কতকগুলো বিষয় দিয়েছেন একটি হেণ্ডনোটের মাধ্যমে তাতে কতকগুলো বিষয় উল্লেখ করেছেন। এতে যেটা বলা আছে সংক্ষেপে আলোচনা করছি, সেলারি অব দ্যা চীফ্ মিনিষ্টার, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, অপজিশান লিডার এবং এম এল এ-দের এটা ৫০০০ টাকা পর্যন্ত মানথলি করার কথা বলা হয়েছে। পেনশান ফর এক্স এম এল এ ৪০০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা। টি এ ফর এম এল এ ৫ টাকা পার কিলোমিটারস্। ইনষ্টলেশান অব টেলিফোন ফ্রি অব কষ্ট ফর ইচ্ এম এল এ। তারপরে টেলিফোন এলাউন্সেস্ ১০০০ পার মানথ্। হেলথ্ এ্যালাউন্স ১০০০ পার মানথ্, ভিহিক্যালস্ এসিসটেন্স ফর মেম্বারস ইনক্লুডিং মিনিস্টারস্, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার এ্যাণ্ড অপজিশান লিডার এ টার্মস্ অব ফাইভ ইয়ারস্ ১ লক্ষ টাকা। হাউসিং এডভান্স ফ্রি অব ইণ্টারেষ্ট ওয়েজ ইন টার্মস্ অব ফাইভ ইয়ারস্ ৫ লক্ষ টাকা। ডিসক্রেশনারি ফাণ্ড ফর স্পীকার ৫ লক্ষ টাকা বৎসরে। দ্যু দেট ইজ ডিসকাশনারী ফাণ্ড ফর এম এল এ ১০ লক্ষ টাকা ইয়ারলি, ডেভলাপমেণ্ট ফাণ্ড ফর এম এল এ ১০ লক্ষ টাকা ইয়ারলি, এল টি সি ফেসিলিটি ফর ডিপেনডেন্স অব মেম্বারস্। এই বিষয়গুলো তারা সেখানে রেখেছিল। আমি বলেছিলাম প্রত্যেক অধিবেশনেই যদি আমরা এম এল এ দের টাকা বাড়াই আমাদের এটাতো ঠিক হবে না। আমরা এখানে যারা জনসেবার দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার ব্রতী হয়েছি মানুষ আমাদের নিবন্ধ হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন সেই জায়গায় তো কতকগুলো ক্ষেত্রে একটি বৃহৎ দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে আমরা কিছু অসুবিধা এটা আমরা মেনেই নেব, এটা ধরেই তো আমরা এখানে এসেছি। আমরা তো কিছু বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছি যেটা বলা যায় অতীতের এখানকার এম, এল, এ দের সুযোগ যে সুবিধা ছিল তা ডিফার হচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যও যে সুযোগ সুবিধা পায় তার সঙ্গে আমাদের রাজ্যে গাল্ফ অব্ ডিফার হচ্ছে। মাননীয় বিরোধী দলনেতা এবং নিঃরংখল এটাই সকাল বেলা স্পীকার সাহেব ষ্টেট্মেণ্ট করেছিল ওরা কি যেন বলেছিলেন, তো আমি তাদের বিনীত ভাবে বলেছি যে দেখুন এটার উপর সেশান এ কোন বিল আনতে পারছি না। শুধুমাত্র অপজিশান অব লিডারের ব্যাপারটা আনছি। অপজিশান লিডার তখন আপত্তি করেছিলেন যে, আসছে না যখন এটা বাদ দেওয়াই ভাল। না হলে সবগুলি এক সাথে আসুক। জওহর বাবু অপজিশান লিডার বলে এইগুলি আনবে না সমীর বাবু থাকার সময় থেকেই আমি এইগুলি ফেস করেছিলাম। তখন থেকেই এইটার ব্যাপারে আমরা অনুভব করেছিলাম। কিন্তু আমাদের মনে হয় এটা করা দরকার। এনিহাউ আপনারা যে প্রবলেমগুলি বলেছেন আমরা এইগুলি বিচার করে দেখব। ইন পার্টিকুলার এম, এল, এ দের ডেভল্যাপমেণ্ট ফাণ্ড এর যে কথা বলেছেন মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন ছিল আমাদের ৩ জনের কম্বাইন কোয়েশ্চান, এটা ও

আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে, এটাও আমরা দেখছি। অন্যান্য সময়েরমত টাকা পাচ্ছেন, ফলে তার রেজাল্ট পান, আমাদের রাজ্যেও পাচ্ছেন, কিন্তু ঠিক সময় মতো খরচ করা যাচ্ছে না, কতগুলি ঠিক করে এই গুলি করা কঠিন হচ্ছে। আমরা যদি এটা বলি যে মানে কেউ বলছে ১০—১৫ লক্ষ, হাউ-এডার এটা শুরু হউক। উই উইল ট্রাই আওয়ার লেভেল্স বেষ্ট। এই অর্থ বছরে যদিও বাজেট শেষ হয়ে গেল কিন্তু কমিটম্যাণ্ট করা গেল না। কিন্তু আমরা দেখব যেভাবে শুরু করা যায়, যেকোন একটা কিছু দিয়ে যথাসম্ভব চেষ্টা করব। এবং একটা পজেটিভ কনসিডারেশান আনছি। বাদ-বাকি যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে, কারণ এটাতে কোন নিজস্ব এলিমিনেটিস নেই। কিন্তু কতগুলি বাকি নিজস্ব অসুবিধার ব্যাপারে সেইগুলি আমরা কনসিডারেশানে রাখছি। পরবর্তী সময় এইগুলি যথাযোগ্য বিবেচনা করা হবে, একসাথে আমি কথাটা বলে রাখলাম।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ - মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, জওহর বাবু বিরোধী দলনেতা হওয়ার ছয় মাস পর একটা বিল পাস হয়েছে, এটা আনন্দের বিষয় সমীরবাবু ২ বছর ছিলেন। অপজিশান লিডারের তো একটা কিছু থাকা দরকার। কিন্তু মিনিষ্টারদের যে এক্সেস্ এখানে একটা প্রশ্ন আছে, দে কেন্ গো এনি হোয়্যার অব ইণ্ডিয়া। কিন্তু সুযোগটা অপজিশান লিডারকে দেওয়া হবে কি না? এবং দেওয়া হলে এখানে স্পাউস্ এবং আদার ডিপেনডেন্ এইগুলিও বাড়বে কি না। কিন্তু এই গুলিও তো উল্লেখ করা দরকার ছিল এবং কথাটা উঠেছে এই কারণে গত মার্চ মাসে এ, ডি, সি নির্বাচনের সময় মহারাষ্ট্র সফরে গিয়েছিল। এটা কি দরকারী সফর, না অন্য কারণে গেল এটা তো একটু ব্যাখ্যা করা উচিৎ ছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর। সবচেয়ে ভাল হত, আমরা না, যারা রুলিং তারাও যখন দেখেছেন বিজনেসে সেলারী এলাউন্স অব্ এম, এল, এ, এই ব্যাপারে তারা বলল যে প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু এই বিলটা আগের বিধায়কদের এইখানে অপজিশান্ লিডারের টা যুক্ত ছিল। এটা আগের সেলারী এলাউন্স-এর সব অপজিশন লিডাররা কিভাবে এই আইনটা আনা যেতে পারে এবং কিভাবে করলে পরে ডিসটিংক হয়, এর পরে একটা কনফিউশন সৃষ্টি হয়। এই কনফিউসনটা তাহলে থাকার কারণ ছিল না। এটা আজকে আলোচনা হবে না বলে এটা আনা হয় নি। এটা আমার কাছে ছিল। উত্তর প্রদেশের মন্ত্রীরা এম, এল, এ-রা বেতন ও নেন না। কিন্তু তারা যা নেয় তা বিশাল অংক, সেলারী নামে কিছু নেই। এত্রিণিং ইক্স দেয়ার, যেমন বিহার এ কিছুই নেয় না। এক জনের টেলিফোন বিল ৫০ হাজার টাকা এক মাসে এক এক রাজ্যের এক এক নিয়ম। পশ্চিমবঙ্গের কাগজ। পশ্চিমবঙ্গের সংক্রান্ত। পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখেছি আমাদের থেকে বেতন অনেক কম। এলাউন্স আমাদের থেকে একটু বেশী। কিন্তু তারা নাকি একটা বাজেট সেশানে আনন্দবাজারে বেড়িয়েছে গত ১৩ তারিখ একটা বাজেট সেশানে এক দিন উপস্থিত থাকলে একেবারে কম পক্ষে যার বাড়ী কলিকাতা সেও ৪০

হাজার টাকা পায়। এটা মিনিমাম করছে ৪০ হাজার টাকা। আর তাদের ডি এ টা এতদিন ছিল ২১০ টাকা, এটাকে বাড়িয়ে করেছে ৪০০ টাকা। মিজোরামের কথা তো বলে লাভ নেই, সেখানকার বেতন হচ্ছে একজন এম. এল. এ-র ২৩ হাজার টাকা। আর ৫ জন লোক নিয়ে সে কলিকাতায় আসতে পারে ফ্লাইটে। আর ৫ জন লোক নিয়ে সে ট্রেনে সারাভারত ঘোরতে পারে এমনকি বছরে একবার সে বিদেশে যেতে পারে। আমাদের বিদেশে যাওয়ার মত লোক নেই। অন্তত দেশে যাওয়ার মত সুযোগটা চাইছিলাম। ৫ হাজার টাকায় শুধু দিল্লী যাওয়া যায়। মাননীয় বিজয় কুমার রাওখল একবার চাইলেন মুম্বাই হয়ে দিল্লী যাওয়ার জন্য কিন্তু আপনি তখন হিসাব করলেন যে ৫০০০ কিলোমিটারের মধ্যে হয় না। বলেছে যে বাকীটা আপনাকে দিতে হবে, তাহলে তো পারব না। এই ভাবে সব আটকে গেছে। যাই হোক আমরা আশাবাদী, আশা নিয়ে বেচেঁ আছি। আশা চলনে কি ফল লভিনু এটাও হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। ধন্য আশা কুহকিনী, কহে কেন তোমার মায়ায় মুগ্ধ ত্রিভুন মুগ্ধ মানবের মন। এই ভাবে আমরা হতে পারি। স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারের ডিসক্রিশন্যারি পাউয়ার এটা আমরা আশা করছিলাম। কারণ স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারের পক্ষে কোন মন্ত্রীর কাছে যাওয়া মানায়, তাদের ষ্টেটাস এত বড় কোন মন্ত্রীর অফিসে যাওয়া যায় না। তখন মন্ত্রীকেও বলা যায় না যে এটা করে দেন। এবং বলতে ও কি রকম লাগে। এই কারণে পোষ্ট ষ্টেটে ডিসক্রিশন্যারি ফাণ্ডের ব্যবস্থা আছে সেখানে এই রকম ১০০ টাকা ২০০ টাকা দেওয়ার সুবিধা আমরা চাইছি। এটা তো করলেন না আমরা আশা করব আগামী দিনে এটা তো মানবিক কারণে নয়, এটা হচ্ছে রাজনৈতিক কারণে, সামাজিক কারণে সব ব্যাপারে মানবিক কারণ হবে না আমরা এখন সামাজিক কারণ লাগিয়েছি। সামাজিক কারণ এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা বিবেচনা করুন। এই অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা বলতে লজ্জা লাগে আমরা এতজন বসে আছি একজনকে খাবার দিল আর অন্যরা সব উপোস এই রকম ব্যবহার হবে এটা কোন সময় আসা করিনি। অন্তত পক্ষে ১০ জন বসলে পরে ১০ জনকে কম করে হলেও সকলকে যদি বণ্টন করে দেওয়া যায় সেটা শোভা পায়। কিন্তু কমটা শোভা না পাইলেও সবাইকে যদি দেওয়া না যেতে পারে তা আরো অশোভনীয় হয়ে দাঁড়ায়। আজকে কয়েকদিন আগে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখেছি যে অধিবেশনের আগে বিরোধী দলের নেতাকে ঢালাও হারে সুযোগ সুবিধার জন্য বিল আনা হচ্ছে। স্যার, আমরা পরস্পর সব সময় শুনে আসছি যে সি, পি, এম্ — এর সঙ্গে কংগ্রেসের ভিতরে একটা ইতালি মিতালি আছে। ইতালি বহিঃ প্রকাশ কিনা এটা আজকে বুঝতে পারলাম না। আর একজনকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি করে ভাবলেন একজন বিরোধী দলের নেতাকে

খুশী করলে বাকি সবাই খুশি থাকবে। আমি একদম অখুশি মন সাংঘাতিক খারাপ। কারণ একজন পাবে আর অন্যরা পাবে না আর বাকিরা কখন পাইবে অধিবেশনে আনবে কিনা এটাও অনিশ্চয়তার মধ্যে। স্যার, আমি যখন প্রথম এম, এল, এ হয়েছি তখন ৩০০ টাকা সেলারি ছিল এবং কনভেন্স সেলারি ছিল ২০০ টাকা টোটাল ৬০০ টাকা পেতাম। এখন প্রায় ৪২শ টাকা পাই। তখন কিন্তু এই ৬০০ টাকা পেলেও চলত। কিন্তু এখন ৪২ শ টাকা পেয়েও চলে না। স্যার, অন্যান্য রাজ্যে কত সুযোগ সুবিধা। এখানে বিলের মধ্যে দেখলাম যে মন্ত্রীরা বিভিন্ন অফিসিয়েলস্-এর কাজে বাইরে যান। তার ফেসিলিটি অনেক। এইখানে তো সেই রকম ধারা কিছু দেখলাম না যে বিরোধী দলের সেই রকম অফিসিয়েল ফেসিলিটি। যেমন কিছুদিন আগে উনি কোথায় কোথায় গেছেন, যাওয়ার পরে একটা প্রশ্নও উঠেছে যে এই রকমভাবে যেতে পারে কিনা। আইনের মধ্যে তো এই রকম পরিষ্কার কিছু নেই। বাইরে অফিসিয়েলের কাজে যাওয়া যায় কিনা। আর বিরোধী দলের অফিসিয়েলের কাজে যাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই একটা লিমিটেশান আছে। এখানে যে টাকাগুলো ধরা হয়েছে ১ লক্ষ টাকার মত যে এটা কিভাবে শুধু এখানে খরচ হবে। উনার সমস্ত কাজ এবং এটা বাইরে গিয়ে কতটুকু উনি ফেসিলিটি পাবেন সেই রকম কোন বাধা ধরা পরিষ্কার লেখা নাই। বাদ বাধা একটা টাকা ধরা হয়েছে। স্যার এটা একটু একটু করে না বাড়িয়ে একবারে দিয়ে দেন ১০ হাজার টাকার মত। আগামী ৫ বছরে আর বাড়াতে হবে না। স্যার, পত্র পত্রিকায় যদি একবার উঠে একবারই উঠুক। এম, এল, এ-রা নিয়ে গেছে বলে। কিন্তু বারবারই এটা দুই পক্ষ থেকে সেখানে উঠবে। আমি মনে করি এটা একবার উঠাই ভাল। কত নিয়েছি এটা বড় জিনিস না, সবচেয়ে বড় জিনিস উগ্রপন্থীরা যখনই শুনে যে টাকা বেড়েছে তখন তাদের চিঠির হারও বেড়ে যায়। এটা মহা বিপদ। কিন্তু এম, এল, এ-রা কত পায় এটার হিসাব তারা রাখে না। তারা মনে করে এম, এল, এ-রা অনেক বেশী টাকা ড্র করে এবং অনেক কিছু ফ্রি পায়। এই রকম ধারণা আছে ত্রিপুরার জনসাধারণের। অনেক সময় স্পীকার সাহেবও কথা প্রসঙ্গে বলেন যে হ্যাঁ এটা আপনারা কিছু তুললে খুব ভাল হয়। স্পীকারের কাছে উনার এলাকার এবং এলাকার বাইরের অসুস্থ লোক যায় এবং স্পীকার হিসাবে যাইতেই পারে। যেমন ডিস্ট্রিকট্ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এটা জোট আমলে করা হয়েছিল যে তার ডিসক্রেশনারী পাওয়ারে ১ লক্ষ টাকা তারা বছরে খরচ করতে পারবে। যখন কোন দুস্থ লোক আসবে গরীবদের সাহায্যের জন্য, চিকিৎসার জন্য। তখন যৎ-সামান্য তাকে সাহায্য করতে পারে। বিধানসভা বা তার একজন হর্তা, কর্তা, বিধাতা উনার একনয়া পয়সাও অর্থনীতির দিক দিয়ে খরচ করার ক্ষমতা থাকবেনা। এটা তো হতে পারে না। যার কারণে বছরে ৫ লাখ স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার ৩ লাখ টাকা এই দিক সেদিক করে দিলেও কোন অসুবিধা নেই। আনুমানিক টাকা তো

অন্যান্য ভাবে খরচ হচ্ছে। আসামের একজন স্পীকার যে ১০ লক্ষ টাকা তার ফাণ্ড এ থাকে এটা থেকে সে সারা বছরে খরচ করতে পারে। অন্ততপক্ষে প্রথমে শুরু করা যাক যে এম,এল,এ-দের আগামী দিনে ফ্যাসিলিটি দেওয়ার ক্ষেত্রে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যেটা মাননীয় মন্ত্রীও আশ্বাস দিয়েছেন। ফেসিলিটিটা যদি আগের তুলনায় বাড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহন করে তাহলে খুশি হবে। আর টেলিফোন ফেসিলিটির ক্ষেত্রে যে দেওয়া হয় সেটা দিয়ে খুবই অসুবিধা হয়। কাজেই সেক্ষেত্রে আমাদের সকলেই ভুগতে হয়। তারপর টি,এ বিল যেখানে আমরা করি সেখানে নিয়ম বহির্ভুত হতে পারে। আমরা টেক্সি রিজার্ভ করি ৩০০ টাকা কাজেই এই রকম যে প্রতি কি, মি ১ টাকা ২০ পয়সা দেওয়া হয় এই রকম পয়সা দিয়ে গাড়ী চড়া মুশকিল। আর কিছু কিছু জায়গায় গাড়ী যেতে না পারলে সেখানে নৌকা ভাড়া করে নিতে হয়। উদয়পুর নগর কিংবা রইস্যাবাড়ি থেকে গণ্ডাছড়া ভাড়া করে আসতে হলে ৬০০ টাকা ভাড়া লাগে। কিন্তু দেখা গেছে আমরা বিল দেওয়ার পরে টাকা পাওয়া যায় না। ফলে আমরা সেখানে নৌকা ভাড়া না করলে কিভাবে যাব। তাই আগামী দিনে যারা বিল করবেন এবং এই রকম নিয়ম বহিভুত যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সহযোগিতায় যেতে পারি। এই আবেদন আমি রাখব। এবং এই বিরোধী নেতাকে শুধু খুশী করাটা খুব দুঃখজনক। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ ঃ — মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি প্রথমেই মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় যে কথা বলেছেন তা মেনে নিতে পারছি না বলে অভিমত ব্যক্ত করছি। কোন কথা মেনে নিতে পারছি না ? 'কংগ্রেসের সঙ্গে সি, পি, আই (এম) এর মিতালি'। তিনি বলেছেন, কংগ্রেসের সঙ্গে সি, পি, আই, এম, এর মিতালির ফলে কংগ্রেস বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিচ্ছে। তা সঠিক নয়। কারো সঙ্গে যদি ব্যক্তিগত রিলেশান থাকে এবং এর ফলে ফেসিলিটিস আদায় করে সেটা আলাদা কথা। স্যার, আমারও জিজ্ঞাসা, আমাদেরকে বঞ্চিত করে কেন শুধু বিরোধী নেতার জন্য বিল আনা হল? বিষয়টি ঝাঁপসা। ঠিকই বলেছেন, মন্ত্রীরা বাইরে যান সাধারণত অফিসিয়েল প্রোগ্রাম দেখিয়ে। তাহলে বিরোধী দলনেতা যখন বাইরে যাবে তখন কি সরকারী প্রোগ্রাম থাকে? এজ এ রেজাল্ট আমাদের কাছে খবর আছে একই সুরে কথা বলছেন উনাদের কোন সদস্য। অর্থাৎ উনাদের কোন সদস্য প্রশ্ন তুলেছেন, বিরোধী দলনেতার বোম্বে, নাসিক ও পুনে সফর নিয়ে। এবং বলেছেন তা অফিসিয়েল প্রোগ্রাম নয়। কিন্তু আমাদের কাছে খবর আছে, অ্যাসেম্বলী সেক্রেটারীয়েট থেকেই বিরোধী দলনেতার বোম্বে নাসিক ও পুনে সফরের প্রোগ্রাম করা হয়। যদি তা সত্য হয়, তাহলে রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন্ কোন্ বিষয় নিয়ে সেখানে কার কার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে? উনার সফরের সঙ্গী হিসাবে কোন্ আমলা গিয়েছিলেন? বিধানসভা সেক্রেটারীয়েট কিসের ভিত্তিতে এই সফর অফিসিয়েল দেখিয়েছেন? এই সব বিষয়গুলি

ক্লিয়ার নয়। তাই এটা মেনে নেওয়া যায় না। এটা ঝাঁপসা রয়ে গেছে। এটা ক্ল্যারিফাই করা উচিত ছিল ? মাননীয় বিরোধী নেতার এ ব্যাপারে কোন ফল্ট আছে বলে আমি মনে করি না। মাননীয় বিধানসভার সেক্রেটারী বলেছেন, এটা অফিসিয়েল ট্যুর। এটা আলদা প্রশ্ন। কাজে কাজেই রবীন্দ্র বাবু এখানে যে কথা বলেছেন, তা মেনে নেওয়া যায় না। এই ধারণা ভুল। আমাদের সঙ্গে নিলে আমরাও খুশী হতাম। আমরা এখানে রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি, আজকে মানুষ না খেয়ে মরছে, কাজে কাজেই এক্ষুনি আনাটা সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি না। তবে বিরোধী দলনেতার মনতো খারাপ করতে পারব না। কাজেই সমর্থন জানিয়ে শেষ করছি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :– এখন উইথড্র করে নিন না। পরে এক সঙ্গে আনুন না ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনি কিছু বলবেন ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :– এখানে মাননীয় সদস্য শ্যামা বাবু যে প্রশ্ন তুলেছেন তাতে বলছি, এটা অ্যামেণ্ডমেন্ট। বিল নয়।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :– আমি বলেছিলাম, একসঙ্গে আনা যেত।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :– হ্যাঁ, তা আনা যেত। তবে এটা অ্যামেণ্ডমেন্ট। তবে এখানে মাননীয় সদস্যরা এই বিলটির টাইটেল নিয়ে যে আপত্তি তুলেছেন, তাতে বলতে পারি ভবিষ্যতে এ রকম করতে হলে দেখা যাবে। আর সেকেণ্ড যে প্রশ্ন এসেছে, মন্ত্রীরা ব্যাক্তিগত কাজে বাইরে গিয়ে সেটাকে সরকারী কাজ দেখান। সে ব্যাপারে আমরা বলছি, বামফ্রন্ট এটা করে না। মন্ত্রীরা যদি সরকারী কাজে বাইরে না গেলে চলে, তাহলে তাঁরা যান না। এমন কি, মন্ত্রীরা চিকিৎসার জন্য বাইরে গেলেও আমরা তাঁদের সঙ্গে স্ত্রীকে এলাউ করি না। মন্ত্রীদের সঙ্গে স্ত্রী বাইরে গেলে ভাড়া পাবেন কি না এই রকম প্রশ্ন উঠেছে। সে সময় জানতে চাওয়া হয়েছিল আমাদের রাজ্যের মন্ত্রীর সঙ্গে স্ত্রীরা গেলে সরকার থেকে ভাড়া দেওয়া হয় কিনা। আমি মাননীয় সদস্যদের আশ্বাস দিয়ে বলছি, রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার মন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁদের স্ত্রীরা গেলে ভাড়া কখনোই দেওয়া হয় না। সে সুযোগ এখানে নেই। হাওএভার এখন মিনিষ্টারগন যে সমস্ত সুযোগগুলি পান আদার দ্যান চীফ মিনিষ্টার এবং পূর্ণমন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী তো আমাদের এখানে নেই, অফিসিয়াল লেভেলে সে সুযোগগুলি উনার ক্ষেত্রে এ্যাকস্ট্যাণ্ড করতে হবে। এখন উনি যে সুযোগগুলি পাচ্ছেন তার বাইরে এগুলি করতে গেলে বছরে এক লক্ষ টাকা লাগবে এটা অনুমানিক ধরেই এখানে করা হয়েছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— উনি গভর্নমেন্ট প্রোগ্রামে মিনিষ্টারদের মতো অন্যান্য রাজ্যে যেতে পারেন কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **ঃ—** সেটা বলছি। উনার পোগ্রাম সরকারী প্রোগ্রাম কিনা এটা যাষ্টিফাই করবে এসেমব্লী, গভর্নমেন্ট নয়। এটার জবাব আমরা কি করে দেব ? আপনাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি আমাদের উপর চাপাচ্ছেন কেন ? আমি তো সমস্যায় পড়ে গেলাম ?

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ ঃ— স্যার, এখানে পেঁচ লাগানো হচ্ছে। এটা ক্লীয়ার হওয়া উচিৎ। তা নাহলে বার বার একই সমস্যা থাকবে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **ঃ—** আমি জানিনা আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে কে বিরোধী দলের লোকদের উৎসাহিত করেছেন। আই হ্যাভ নো নোলেজ এবাউট অল দিস থিংস। যাইহোক এটা করলে বিরোধী দলের নেতা মারাত্মক কতগুলি সুযোগ সুবিধা পাবেন, তা না, এটাকে স্টেটিওটরীর মত আনা হয়েছে। এখানে ক্যাটেগোরীক্যালী সব লে ডাউন করা আছে। মিনিষ্টাররা যে যে সুযোগ সুবিধাগুলি পান সেইগুলিই এখানে এপ্লিকেবল হবে, এর বাইরে কিছু না। এখানে কোন কোন মাননীয় বিধায়ক অন্যান্য স্টেটের কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে মাননীয় সদস্য শ্যামা বাবু বলেছেন বিধায়করা নাকি ৪০ হাজার টাকা বেতন পান। এটা ইম্পসিবল্ এটা আমরা করতে পারব না। মণিপুরেতো বিধায়কদের বেতন দিতে পারছে না। তিন মাস ধরে বেতন আটকে আছে। এ রকম পরিস্থিতি সেখানে সৃষ্টি হয়েছে। এটা হওয়া বাঞ্ছনীয় না। যাইহোক আমরা ছুটো মেপে কিছু করেছি। আরও সুযোগ সুবিধা বাড়ানো দরকার সেটা আমরা অনুভব করি। ভবিষ্যতে সেটা আমাদের সামর্থ অনুসারে করব। আমাদের জনগণ যে ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে সেটা কনসিডারেশনে রেখে এই বিষয়গুলি দেখার চেষ্টা করব। আমি আশা করব এই বিলটি সবাই পাশ করতে সাহায্য করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, সংসদীয় বিষয়ক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো— "The Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Fourteenth Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 11 of 2000)

বিবেচনা করা হউক।

প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি বিলের অন্তর্গত ১, ২ ও ৩ নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

বিলটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :— "বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক"।

বিলের শিরোনামটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো—

"The Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislat.ve Assembly (Tripura) (Fourteenth Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 11 of 2000)"

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি সংসদীয় বিষয়ক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য।

Shri Manik Sarkar (Chief Minister) :- **Mr. Deputy Speaker Sir, on behalf of the Parliamentary Affairs Minister I beg to move that "The Salary, Allowances and pension of Members of the Legislative Assembly (Tripur) (Fourteenth Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 11 of 2000 "be passed)**

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, সংসদীয় বিষয়ক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।
প্রস্তাবটি হলো — **"The Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Fourteenth Amendment) Bill 2000 (Tripura Bill No. 11 of 2000)"** পাশ করা হউক।

বিলটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো —

"The Tripura protection of Interests of Depositors (In Financial Establishment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 12 of 2000)."

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য।

Shir Badal Choudhuri (Minister): — Mr. Speaker sir, I beg to move that "The Tripura Protection of Interests of Depositors (In Financial Establishment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 12 of 2000)."

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ — মাননীয় মন্ত্রী আলোচনা করবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ -- হ্যাঁ স্যার, আলোচনা করব।

এই বিলটি আনার মূল কারণটা হচ্ছে অনেকগুলি আমাদের এখানে প্রচলিত যেটা আছে চীট ফাণ্ড বিভিন্ন অরগানাইজেশান যেগুলিকে আমরা বলছি নন্ ব্যাঙ্কিং অর্থলগ্নী সংস্থা এবং এখানে তারা তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। ওরা যখন ব্যবসা করেন বা এখানে আসেন তখন রাজ্য সরকার তাদের অনুমতি দেওয়ার কোন দরকার হয় না বা রাজ্য সরকারের এই ব্যাপারে কোন রকম ইনফরমেশানও তাদের কাছে দেওয়া হয় না। রিজার্ভ ব্যাংক অব্ ইণ্ডিয়া তাদের যে আইনের ধারা সেটুকু অনুযায়ী, কোম্পানী আইন অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে তারা লাইসেন্স দেন তাদের এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি খোলার জন্য অনুমতি দেন। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে অনেক প্রতিষ্ঠান রাজ্যে এই ব্যবসা করছেন। এই ব্যবসার অঙ্গ হিসাবে জনগণের কাছ থেকে তারা টাকা সংগ্রহ করেন। কেউ কিছু দিন পর ব্যবসা বন্ধ করে আমানতকারীদের লগ্নীকৃত অর্থ নিয়ে তারা কেটে পড়েন এবং কিছু প্রতিষ্ঠান মেয়াদ শেষে আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিতে তার ব্যর্থ হয়েছে। তাদের যে সুদের টাকা সুদ সহ যে আসল লাভ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানে এই বিনিয়োগকারীদের তারা প্রতারিত করছেন। এই অবস্থায় আমানতকারীরা বিভিন্ন সময়ে রাজ্য সরকারের কাছে হাজির হন এবং অনেকেই তাতে প্রচণ্ড অসুবিধা বোধ করেন, আথিক ভাবেও তারা প্রচণ্ড ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। রাজ্য সরকারের পক্ষে সেখানে কোন রকম পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। এই বিষয়টা নিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী রাজ্যের অর্থ মন্ত্রীদের নিয়ে একটা সভা ডেকেছিলেন এই বছরের প্রথম দিকে এবং সেখানে এটা নিয়ে আলোচনা হয়- কিভাবে এইগুলি বন্ধ করা যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এইগুলি আছে এবং এর ফলে বিভিন্ন ভাবে রাজ্যের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তাই অর্থমন্ত্রীদের আলোচনা সভার মধ্য থেকে বলা হয়েছে অন্ততঃ এই ব্যাপারে একটা ইউনিফর্ম নেওয়া এই সমস্ত ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাংক যাদের লাইসেন্স ইস্যু করবেন সেই লাইসেন্স দেওয়ার আগে যে যে রাজ্যগুলিতে লাইসেন্স দিয়ে তাদের কাজ করার সুযোগ দেবেন অন্তত সেই সমস্ত রাজ্যগুলিকে যেন জানানো হয়। বিস্তৃত ভাবে সেই সভায় আলোচনা

হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে বলেন যে একটা ইউনিফর্মল্যা সারা দেশে করতে গেলে সময় লাগবে। তবে কয়েকটা রাজ্যে তারা ইতিমধ্যে এই সমস্ত আইন করেছেন যেমন মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, গুজরাট করেছে। এই অবস্থায় সিকিউরিটি এণ্ড এ্যাকস্‌চেইঞ্চ বোর্ড অব ইণ্ডিয়া আমাদের রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেন যে মহারাষ্ট্রে যে ধরণের আইন আছে অন্ততঃ আমরাও এখানে সেই ধরণের আইন করতে পারি। তাই বিধান সভার মধ্যে এই বিলটা এনে সমস্ত কিছু বিচার বিবেচনার মধ্যে রেখে এই বিলটা আনা হয়েছে যাতে এই ধরণের অর্থ লগ্নী সংস্থাগুলি রাজ্যের যারা আমানত করেন ঐ সমস্ত জায়গার মধ্যে তাদের নিয়ে যাতে ছিনিমিনি খেলতে না পারেন. তাদের স্বার্থ যাতে সেখানে রক্ষিত হয় সেগুলিকে এই আইনের মধ্যে এই ব্যবস্থা রেখে আমরা এই বিলটা এনেছি। আমি সে দিক থেকে আশা করি এটার বিরোধীতা করার কোন কারণ নেই এবং সবাই সর্বসম্মত ভাবে সমর্থন করবেন এই বিলটাকে পাশ করতে।

কাজেই আমরা এইসমস্ত বিবেচনার মধ্যে রেখে আমরা এই বিলটা বিধানসভার এনেছি যাতে এই ধরনের অর্থ লগ্নী সংস্থাগুলি যারা রাজ্যে আমানত করেন, তাদেরকে নিয়ে যাতে ছিনিমিনি খেলতে না পারে, তাদের স্বার্থ যাতে রক্ষিত হয়। সেগুলি আইনের মধ্যে রেখে এই বিলটা এখানে আনা হয়েছে। আমি সেইদিক থেকে মনে করি এই বিলটা বিরোধীতা করার কোন কারণ নাই। সবাই এই বিলটাকে পাশ করাতে সাহায্য করবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— স্যার, এই বিলের উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের দ্বিমত থাকতে পারে না, তবে এই বিলের ভিতরে কয়েকটা টেকনিক্যাল ব্যাপার আমার চোখে পড়েছে। সেটা হচ্ছে সেকশান ৪ এর ৩নং-এ আছে, The Collector of a District shall be competent to receive the complaints from his District under Sub-Section (1) and he shall forward the same together wi h his report to the Government এটা ডিস্‌ট্রিক্ট কালেকটারকে বলা হয়েছে। কিন্তু কমপিটেন্ট অথরিটি পরে দেখা গেছে Government may while issuing the order under Sub-section (i) of section 4, appoint any of its officers not below the rank of a Deputy Collector as the Competent Authority to exercise control over the monies and the properties attached by the Government. আমার মনে হচ্ছে, কমপ্লেইন্ট কালেকশান যে করবে কালেকটারের নীচে না। প্রপারটিগুলি বুঝে নেওয়া সেটাতে দেখা যায় ডেপুটি কালেকটার হবে। আমার মনে হয়, কমপ্লেইন যিনি রিসিভ করেন, সমান হায়ার স্ট্যাটাসের লোক থাকা দরকার ছিল। অথচ দেখা গেছে নট বিলো দি রেংক অফ ডেপুটি কালেক্টার সাব সেকশান ৫ এর-৪এ। আর একটা আছে স্পেশ্যাল কোর্ট অথবা ডেজিগনেটেড কোর্ট বলা হয়েছে। ৫এর সাব সেকশান ৪ এ স্পেশ্যাল কোর্ট অথবা

কোর্টকে রেফার করা হয়েছে। স্পেশ্যাল কোর্টের আর উল্লেখ নাই। এখানে যে স্পেশ্যাল কোর্ট ডেজিগনেটেড কোর্ট বলা হয়েছে। তারপরে সব সেকশানগুলিতে ডেজিগনেটেড আনা হয়েছে তার কর্মসূচী বা কাজের কোন পরিধি রাখা হয় নাই। কর্মহীন করে রাখার মত অবস্থা।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন কমপিটেন্ট অথরিটি হিসাবে জেলা শাসককে দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে জেলা শাসকের পক্ষে সম্ভব না। জেলা শাসক কিভাবে করবেন তার পাওয়ারটা এখানে বলা হয়েছে তিনি ইচ্ছা করলে ডেপুটি কালেক্টারের সাহায্য নিতে পারেন। সাবোরডিনেট হিসাবে ডেপুটি কালেক্টার কাজ করবেন। সেটা আইনগত দিক থেকে কোন অসুবিধা নাই। এখানে বলা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট জাজ করবে এবং এমন কিছু কিছু কেইস আছে যেগুলি ত্বরান্বিত করা দরকার। এখানে এই কথাটা রাখা হয়েছে, গৌহাটি হাইকোর্ট চীফ জাষ্টিস, তার অনুমতি নিয়ে একটা বিশেষ আদালত করা যাবে এবং সেই বিশেষ আদালতে যিনি বিচারপতি হবেন। তিনি ডিসট্রিক্ট জাজ এই লেবেলে হবেন, যাতে এই কাজগুলি ত্বরান্বিত হয়। সেটা এখানে রাখা হয়েছে।

(গভর্ণমেণ্ট বিজনেস, লেজিস্লেশান্)

সরকারী বিল বিবেচনা ও পাশ করা

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ— এখন সভার মন্ত্রী সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ— "The Tripura Protection of Interests of Depositors (in-Financial Establishments) Bill, 200 (Tripura Bill No 12 of 2000).

বিবেচনা করা হউক।

(ভোট গ্রহণের পর)

প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ১৭ নং পর্যান্ত ধারাগুলি এই এই বিলের অংশরূপ গণ্য করা হউক।

(ভোট গ্রহণের পর)

বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

অতএব, বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, "The Tripura protection of

Interests of Depositors (In Financial Establishments) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 12 of 2000) পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura protection of Interests of Depositors (In Financial Establishments) Bill, 2000 (Tripura Bill No, 12 of 2000)" be passed.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :- The Tripura protection of Interests of Depositors (In Financial Establishments) 2000 Bill, (Tripura Bill No. 12 of 2000) পাশ করা হউক। অতএব, আলোচ্য বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, "The Tripura Appropration Bill 2000 (Tripura Bill No, 10 of 2000)" এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) : - মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, The Tripura Appropration Bill, 2000 (Tripura Bill No. 10 of 2000)" বিবেচনা করা হউক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : - এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— ' The Tripura Appropration Bill, 2000 (Tripura Bill No. 10 of 2000)."

অতএব, প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১, ২ ও ৩ নং ধারা গুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

অতএব, বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (সীডিউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (সীডিউল) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

অতএব, উক্ত অনুসূচীটি (সিডিউল) এই বিলের অংশপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :— বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক ।

অতএব, বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো ।

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, 'The Tripura Appropration Bill, 2000 (Tripura Bill No. 10 of 2000)). "পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন । আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য ।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Appropration Bill, 2000 (Tripura Bill No. 10 of 2000). "পাশ করা হউক ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি । আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি । প্রস্তাবটি হলো :—"The Tripura Appropration Bill, 2000 (Tripura Bill No. 10 of 2000)." পাশ করা হউক ।

অতএব উক্ত বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো ।

SHORT DISCUSSIONS ON THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো : - "শর্ট ডিস্কাশান অন্ দা মেটারস্ অব্ আর্জেন্ট পাবলিক ইম্পর্টেন্স্" । আজকের কার্যসূচীতে একটি সর্ট ডিসকাশান্ নোটিশ আছে । নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় । নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "রোমান হরফে ককবরক প্রসঙ্গে" ।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে ।

শ্রীরতন লাল নাথ :– স্যার, আমার এ'টা প্রস্তাব আছে । বিধানসভা অধিবেশনে প্রশ্ন উত্তর পর্বে প্রশ্নগুলি, সভার কার্য্যাবিবরণী, সভার কার্যতালিকা সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সঠিক মুদ্রণ ও মুদ্রিত বিষয়গুলির রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ত্রিপুরা বিধানসভায় শীঘ্রই কমপিউটার ব্যবস্থা চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্ধ করা সম্পর্কে । ব্যাপারটা হল স্যার, মেঘালয় অ্যাসেম্বলীতে টোট্যাল কমপিউটার ব্যবস্থা করার জন্য ৫০ লক্ষ টাকা এবছর পেয়েছে । আমাদের এখানেও এটার খুব প্রয়োজন স্যার । কারণ আমরা অনেক সময় বলি আমি আগে প্রশ্ন জমা দিয়েছি,

কেউ পরে দিয়েছে। এটা করলে পরে সিরিয়াল মেনটেইন থাকবে এবং অনেক সময় অস্পষ্ট প্রশ্ন থাকে, যেমন, আজকেও একটা প্রশ্ন ছিল তাতে রনায়ন উঠে গেছে, আসলে সেটা হবে বনায়ন। এটাও এই কম্পিউটারের দ্বারা ঠিক করা যায়। কাজেই আমি একটা প্রস্তাব এখানে রাখলাম হাউস যদি মনে করেন এটার প্রয়োজন আছে তাহলে এটাকে গ্রহণ করতে পারেন। এবং আমার মনে হয় এটার খুব প্রয়োজন আছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— ঠিক আছে, এটা বিবেচনা করে দেখা হবে। আপনি প্রস্তাবতো রাখলেন, পরবর্তী সময়ে বিবেচনা করে দেখা হবে।

ভাল প্রস্তাব রেখেছেন। পরবর্তী সময়ে এটা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ— স্যার তাহলে কি এই প্রস্তাবটাই পাঠানো হবে ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ এটা হাউসই করতে পারে এটাতে আপত্তি থাকার কথা না। প্রস্তাবটা তৈরী করে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার আলোচনার বিষয়বস্তু হল রোমান হরফ ককবরক ভাষা চালু করা সম্পর্কে। স্যার, এটা আপনিও ভাল করে জানেন যে কোন একটি জাতির উন্নতি বা বিকাশের জন্য তার একটি নিজস্ব ভাষা এবং সেই ভাষার লিপির প্রয়োজন। ত্রিপুরা রাজ্যের রাজন্যযুগে রাজমালায় বর্ণিত রয়েছে ১৮৪ জন রাজা রাজত্ব করে গিয়েছেন। উনারা এখানে সাড়ে তেরশ বছর রাজত্ব করেছেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির চার বছর পর থেকে এখানে বিভিন্ন মনোনীত ও নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দরাও প্রশাসন পরিচালনা করেছেন। কিন্তু ককবরক ভাষার উন্নয়ন বা এই ভাষার বিকাশের কোন প্রচেষ্টাই ছিল না। ইতিহাসকে এই জন্যই টানতে হচ্ছে যে, আমাদের ককবরক ভাষার কোন লিপিই আজও আমরা স্থির করতে পারি নাই বা নিজস্ব লিপি ব্যবহারে আমরা অসমর্থ। বাংলা ভাষার লিপি রয়েছে, লিপি রয়েছে ইংরেজদের ভাষার, ফ্রান্সের ভাষার এবং অন্য আরোও ভাষা-ভাষির মানুষদের। আমাদের নিজস্ব কোন লিপি নেই। যদি থেকেও থাকে তাহলে সেটাকে লুপ্ত করে ফেলা হয়েছে। আমরা জানি যে, ১৪৫৬ সালে বাংলা, সংস্কৃতি এবং ককবরক ভাষায় ত্রিপুরার তৎকালীন মহারাজার ইচ্ছানুসারে রাজমালা লেখা হয়েছিল। কিন্তু বাংলা ভাষার রাজমালা ব্যতীত আর অন্য কোন ভাষার অর্থাৎ ককবরক এবং সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত রাজমালার কোন সন্ধানই নেই। হয়তবা কুচক্রীরাই এর পিছনে কাজ করেছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, ককবরক জাতি গোষ্ঠীর সামগ্রিক অগ্রগতিকে প্রতিহত করা। তাদেরকে ঠকানো। এতে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই।

স্যার, যে কোন কারনেই হউক এই রাজ্যে আজ বাঙ্গালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং আমরা সংখ্যালঘিষ্ঠ। যদিও এই ত্রিপুরা রাজ্যেই উপজাতিরা দীর্ঘদিন থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এই নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্কও শুরু

হয়ে গিয়েছে। ডঃ সমরেন্দ্র দেববর্মার লোক গণনা সম্পর্কীত বইটি এই চিত্র পরিষ্কার করে দেয়। অনেকেতো আবার পত্র-পত্রিকায় বিবৃতির দিয়েও বলতে শুরু করেছেন যে বাঙ্গালীরাই এই রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। সেখানে এই বিবৃতি সঙ্গে যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে তাতে কিন্তু বিবৃতিকারীর স্ব বিরোধী বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর ত্রিপুরার মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী জওহরলাল নেহেরুর আহ্বানে ত্রিপুরাকে ভারতভুক্ত করেন। তারপর থেকেই এই রাজ্যে বাঙ্গালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে শুরু করল। এরই পাশাপাশি উপজাতিরা হয়েছে সংখ্যালঘু। দেখা গেল গ্রাম থেকে কোন উপজাতি যদি শহরে ক্লাস ফো'রের কোন চাকুরী করতে আসত তাহলে সে নিজেও ওর পরিবার আগরতলা বা রাজ্যের অন্যান্য শহরে থেকে শুধুমাত্র বাংলায় কথা বলার অভ্যাসটা শিখলেন। তখন সেই উপজাতিরা ভারত, বাঙ্গালীদের মত বাংলায় কথা বলাতো অত্যন্ত গর্বের ব্যাপারে। অত্যন্ত গর্ব অনুভব করত যখন বাঙ্গালীদের কাপর-চোপর পড়তে পারত। একবার বাংলা ভাষা বা বাংলার সংস্কৃতি শিখলে নিজেকে উন্নতমানের লোক হিসাবে ভাবতেন। যার প্রশাসন ছিল, যার প্রশাসন মহল এখনও এখানে বিরাজ করছে, যার তলায় এখন আমরা বসে এই বিধানসভায় কথা বলছি, যেখানে রাজদরবার চলত, সেই জাতির ভাষাকে একটি রাজ্য ভাষা হিসাবে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হউক এটা দাবী করতে হয়েছে। এটা সরকার থেকে নিজস্বভাবে উদ্যোগ নেওয়া উচিৎ ছিল। এটাকে রাখা দরকার, এদের ভাষা বিকাশের দরকার। এবং এই জাতি দাবী না করলে এই দাবী পূরণের প্রশ্ন আসে না। এবং এই দাবী রক্ষারও প্রশ্ন উঠে না। এই সেন্টিমেন্ট তখনকার সরকার কি কারণে কোন সরকার ছিল সেটা বড় প্রশ্ন না। কিন্তু তখন সেই দিক থেকে চিন্তা করা দরকার ছিল যে দাবী ঠিক বা না ঠিক কিন্তু এটাকে রক্ষা করা দরকার ছিল। এটা ছিল না। যার কারণে ১৯৬৭ সালে উপজাতি যুব সমিতি জন্ম নিয়ে প্রথম এই ভাষাকে ত্রিপুরা রাজ্যে এটলিস্ট সরকারের দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হউক এই দাবী ১৯৬৭ সালে যুব সমিতি জন্ম নিয়ে প্রথমে দাবী করে। তখন কংগ্রেস ছিল সি.পি, এম ছিল কেউ সেই আওয়াজ তুলে নাই। আমাদের বহু পণ্ডিত নেতারা, বহু নেতারা ছিলেন তখনকার সময়ে কিন্তু আমরা তখন নেতাও ছিলাম না আমার জন্মের আগে অনেক নেতা ছিলেন তারা কেউ এর জন্য দাবী করেন নি। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী দশরথবাবু এক টাকা পঁচিশ পয়সা দামের একটা পুস্তিকা লিখেছিলেন ককবরক ভাষা যারা দাবী করে তারা সাম্প্রদায়িক এবং আর একটা লাইন আছে যে এখানে ককবরকরাও সাম্প্রদায়িক। কিভাবে উনি লিখেছেন আমি জানি না। এতবড় শিক্ষিত গ্রেজুয়েট এবং ত্রিপুরা রাজ্যে যিনি একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন দশরথ বাবু উপজাতি মুকুট বিহীন রাজা হিসাবে যিনি পরিচিত উনি কি করে উনার পুস্তিকাতে লেখেন ককবরক ভাষা যারা দাবী করে তারা সাম্প্রদায়িক? আমি নিজের ভাষা দাবী করে নিজের ভাষার বিকাশের দাবী করা এটা কখনও সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। তাহলে

পরে যারা বাংলাদেশ-এ মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালন করা হয় এবং শ্রীমতি শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে এই ভাষা দিবস করে সারা পৃথিবীর কাছে প্রচার হয়েছে। স্যার, একটা ভাষা নিজের জাতির ভাষা কেউ যদি বলার জন্য তার অপরাধ সে যদি সাম্প্রদায়িক হয়ে থাকে তাহলে প্রতিটি জাতি যারা নিজের ভাষায় কথা বলেন, নিজের ভাষায় পড়াশুনা করছে তারা সবচেয়ে বড় সাম্প্রদায়িক। স্যার, এরপরে দশরথ বাবু আমরা যখন জোড়ালো আন্দোলন করেছিলাম রোমান স্ক্রিপ্টে মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়া হউক এবং দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হউক দশরথ বাবু একদিন বলেছিলেন আমার তারিখ মনে নেই বটতলায় জনসভায় যে জঙ্গলের পশুপাখী পর্য্যন্ত ককবরক বলে না। যেমন গরু যদি মারা যায় তখন শকুন আকাশে উড়ে মরছে কিনা বলে নিচে নেমে আসে, এরপরে নিচে কাক বলে মরছে বাবা খাও খাও। যেখানে পশুপাখী এই ককবরক বলে না সেখানে এই যুব সমিতি কি করে এই ককবরক ভাষা হিসাবে স্বীকৃতির জন্য দাবী করে? ব্যঙ্গ করেছিলেন। কিভাবে আপনারা বামফ্রন্টের বন্ধুরা সেইদিন এই ককবরক ভাষাকে অবহেলা করেছেন ।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী): স্যার পয়েন্ট অব অর্ডার উনি বলেছেন যে দশরথ দেববর্মা ককবরক ভাষার বিরোধীতা করে গেছেন। কিন্তু দশরথ দেববর্মার নেতৃত্বে তিনি যখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তখন এই ককবরক ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা:— স্যার, এটা চাপের ফলে নত স্বীকার। জমি ফেরতের কথাও উনি এইভাবে বলতেন যে একবার জমি বিক্রি করে দিলে আবার কখনও জমি ফেরত পাওয়া যায় নাকি? সেইদিন যুব সমিতির পক্ষ থেকে জমি ফেরত-এর কথা বলা হয়েছিল সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের কথা যখন বলেছিলাম তখন আপনারা এই বামফ্রন্টের বাবুরা সেই দিন বলেছিলেন যে সংবিধানে এটা ষষ্ঠ তফশিল লেখা নেই। বলেছিলেন শ্যামবাবু, নগেন্দ্রবাবু এবং দ্রাউবাবুদের মাথায় পোক ধরেছে। সংবিধানে যখন লেখা নেই কি করে সেটা পাওয়ার যোগ্য হতে পারে? এই কথা তখন বলা হয়েছিল, ভুলে যাবে না এবং বলতে আর বাধ্য করবেন না' খাওগারাই বুসু খেংনা করে দেব আমি। তারপরে ককবরক মাস্টার নিয়োগ হল। ককবরক দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে সিকৃত পেল। যদি এখন প্রমাণ করতে চাই তাহলে আমি বলব যুব সমিতি তো ১৯৬৭টিতে মাত্র জন্ম নিয়েছে। কিন্তু এর আগে তো আপনারা আছেন। আপনারা দেখাতে পারবেন যে ককবরক ভাষা নিয়ে এর আগে কোন দাবী করেছেন সেইরকম কোন পুস্তিকা দেখাতে পারবেন। জীতেনবাবু টি এস এফ করতেন তখন। গায়ের জোরে ডং-ডং করলে হবে না। যেটা বাস্তব আর যেটা ইতিহাস এটা ইতিহাস এটা আপনারা মানেন বা নাই মানেন। এখন বিতর্ক হচ্ছে স্ক্রীপ নিয়ে। এখানে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী অনিলবাবু উনি অনেক জ্ঞানি উনি বলেছেন যে যারা স্বৈরাতান্ত্রিক, ষড়যন্ত্রী তারাই রোমান স্ক্রীপ

দায়ী করছে। উনি লেখক হতে পারেন, কবি হতে পারেন, উনি ভাষাতত্ত্ববিদ কবে থেকে হলেন আমি জানি না। কোন ভাষা কি স্ক্রীপ দিয়ে লেখলে ভাল হবে সুবিধা হবে এটা যারা ভাষাতত্ত্ববিদ তারাই ভাল করে জানেন। ডাঃ সুনিতী কুমার চট্টপাধ্যায় বলেছিলেন কক্‌বরককে যদি লিখতে হয় তাহলে রোমান স্ক্রীপ সুবিধা হবে। শুধু ককবরক না বাংলা ভাষাকেও বলেছেন রোমানে লিখতে সুবিধা। যেহেতু বাংলা ভাষার নিজস্ব স্ক্রীপ আছে সেখানে নূতন করে আর কোন প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু আমাদের ককবরক ভাষার তো এখনো কোন নিজস্ব স্ক্রীপ নেই সেখানে রোমান হরফকে মেনে নিতে কি অসুবিধা আছে। যেমন ককবরক ভাষায় "একটা প্রবাদ আছে "আওসাই থাঁমালে উানায়া খিপাই ককমাছে উনানাও।" স্যার এরপরে এখন রোমান স্ক্রীপে আমরা বলেছি যে এটা রোমান স্ক্রীপে হবে না যেহেতু বাংলা ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক উপজাতিরা পঞ্জিকা পড়তে পারবে না, পত্রিকা পড়তে পারবে না কারণ সেইগুলি পড়তে তাদের অসুবিধা হবে। নিউ জেনারেশান যারা আছে তাদের থেকে যে দিন থেকে শুরু হবে যাদের কিছু নেই। জন্মের পর তাকে ইংলিশে শিখালে সে ইংলিশই শিখবে আর বাংলা শিখালে সে বাংলাই শিখবে। এখন যারা বি,এ, এম,এ পড়ছে তাদের জন্য এই রোমান স্ক্রীপ্ট না। যারা নূতন প্রজন্ম তাদের জন্য যদি শু থেকে রোমান স্ক্রীপ্ট চালু করা যায় তা হলে তো কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। স্যার প্রত্যেক মহকুমাতে বামফ্রন্ট সরকার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল চালু করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। যারা আমরা বাঙ্গালী বলে চিৎকার করি আবার তাদের ছেলে মেয়েরা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ায় আর উপজাতিরা একটা ইংলিশে কথা বললে এতে বাঁধা। ইংলিশ হরফে নেবে সেটাতেও বাঁধা। এই যে সেন্টিমেন্ট এটা কেন। যেমন তুক একটা উচ্চারণের কথা বলি সেটার অর্থ হচ্ছে পাতিল। সেটাকে বাংলাতে লিখতে খুবই অসুবিধা হবে এবং সেটা বাংলাতে লেখা যাবে না। এখানে দশরথবাবু বললেন যে বাংলায় এটার পিঠের মধ্যে ডাবল ওকার দিয়ে দেন। বাংলা স্ক্রীপ্টে তো পিঠের মধ্যে ডাবল ওকার নেই। নিজের মনগড়া তৈরী করলে হবে না। কিন্তু ইংলিশে এই সুবিধা আছে। যেখানে শুধু একটা ওয়ার্ড ডব্লিও লাগালেই হয়। ১৯ দফা জাতীর মধ্যে আমরা ১০ দফা জাতি ককবরক ভাষায় পড়ি। কমন লেংগুয়েজ আমাদের অনেক হবে। উত্তর পূর্বাঞ্চলে যেমন বোড়ো আসামে তাদের সংখ্যা ৪৫ হাজারের মত হবে। সেই বোড়োদের সঙ্গে আমাদের ভাষার প্রায় ৬০ শতাংশ মিল আছে। তাই আমি মনে করি এখানে ইংলিশ স্ক্রীপ্টে হওয়া উচিৎ। রাজ্যে জোট সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল তখন শ্যামাচরণ কমিটি করে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সেমিনার করার পরে সেখানে ৯৯ শতাংশ ফেবার করেছে এই রোমান স্ক্রীপ্টের পক্ষে রায় দিয়েছে। তার পর এটাকে রোমান স্ক্রীপ্টের জন্য মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্ত নিয়ে ডিষ্ট্রিক কাউন্সিলকে অনুরোধ করেছে যে আপনারা এটা চালু করুন এবং তারা ১৬ লক্ষ টাকা খরচ করে এই বই ছাপিয়েছে। কিছু বই বিলিও করেছে। সেই ১৯৯৩ ইং সনে যখন অনিল

সরকার শিক্ষামন্ত্রী হলেন সঙ্গে সঙ্গে সেটা বন্ধ করে দিলেন। আমি এখানে বিতর্কে যাচ্ছি না। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত উপজাতিরা একসুরে কথা বলতে হবে। ভাষা সাংঘাতিক ব্যাপার। এটার মধ্যে বিতর্ক থাকা উচিৎ নয়। ভাষা যদি কোন কারণে ভুল হয়ে যায় তা হলে ভবিষ্যত ভুল হয়ে যাবে। আর যদি শুদ্ধ হয় তা হলে ভবিষ্যত খুবই সুগম হবে। তাই আমি বলছি যে এটা একবার বাংলা একবার রোমান আরেকবার বাংলা তা হতে পারে না।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ— স্যার, আমি শেষ করে দিচ্ছি। এই ভাষার জন্য এত এলার্জি কেন। কোন জাতির উপরে এই ভাবে চাপিয়ে দিয়ে বেশী দিন রাখা যায় না। যেমন সাউথ ইণ্ডিয়াতে হিন্দী চাপিয়ে রাখা যায় নাই। সেখানে অনেকে হিন্দি জানা সত্বেও সেটা বলতে চায়না। এমন দিন হয়তো আসবে শেষ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া লাগবে এর থেকে অন্য বীজ বপন হবে। মনের মধ্যে আরো রাগ আসবে আক্রোষ আসবে। এটাকে অবিলম্বে সমাধানের জন্য এই রোমান স্ক্রীপ্ট এর দরকার আছে এবং রোমান স্ক্রীপ্টে ডিসট্রিক কাউন্সিলে পড়ান এবং সেটা এখন চালুর জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাকে আমরা স্বাগত জানাই এবং রাজ্য সরকারও তার সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন লেভেলে ত্রিপুরা রাজ্যে এখনই এই রোমান স্ক্রীপ্টে চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এটা কেন, শুধু উপজাতিদের বেলায় এটা বিরূপ একটি সেন্টিমেন্ট নিয়ে রাখবেন এটা হতে পারে একটি জাতিকে এইভাবে ফেলে রাখা যায় না বেশীদিন। হয়তো কিছু দিনের জন্য রাখা যাবে কিন্তু চিরদিনের জন্য নয়। তার জন্য আমি রোমান স্ক্রীপ্টের চালু করার দাবী রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ আর কেউ বলবেন। ঠিক আছে নগেন বাবু বলুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ মি স্পীকার স্যার, আমাদের অন্তত দুর্ভাগ্য যে আমাদের ককবরক ভাষা আমাদের জন্ম থেকে কিন্তু কোন সময়ই তার বিকাশের সুযোগ পায় নি। আজকে উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং বাকি ভারত তথা উত্তর ভারত, মধ্য ভারত এগুলোতে বড় বড় জাতি গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চল ছোট ছোট জাতি গোষ্ঠী তার বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হওয়াই বিকাশ হওয়ার একটি সমস্যা নেই তার লড়াই আমরা করছি। এটার কারণ কি, উত্তর ভারতী অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, ইভেন, মঙ্গলীয়ান এগুলো মিলে বিরাট জাতি তৈরী হয়েছে। এই রকম পরিস্থিতি কি করে সম্ভব হয়েছে একমাত্র ভাষায় জন্য। ভাষা বিকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বড় জাতি গুলো বড় হয়ে উঠে, এবং বড় জাতি গঠন হয়। কিন্তু আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চল-এ কোন ভাষার বিকশিত হয় নাই। যার ফলে বড়ো ভাষা ভাষি প্রায় ৫০ লক্ষের মতো কিন্তু কতভাগে আমরা

বিভক্ত আমরা এখন জানিনা। এই সামান্য জমাতিয়া রিয়াং এর মধ্যে সামান্য মাত্র আমাদের তফাং এর জন্য আমরা পৃথক বড়োর সঙ্গে এই রাজ্যের এখনও ৬০ শতাংশ মিলে আছে। নোয়াখালি এবং চট্টগ্রামের মধ্যে যে ডিফারেন্ট তার চেয়ে অনেক কম তা সত্বেও আমরা জাতি গঠন করতে পারি নাই। একমাত্র কারণ হচ্ছে ভাষা বিকাশের সমস্যার জন্য। আমরা ভাষা বিকশিত করতে পারি না। কাজেই এই অবস্থায় আমাদের বুঝা উচিৎ এই জাতি গোষ্টির বিকাশের জন্যই সবাইকেই একটি উদার এবং আন্তরিক ভাবে এই ভাষার পাশে দাড়ানো উচিৎ। আমরা মনে করি আমাদের ককবরক বিকাশের জন্য শুধু ককবরক ভাষীরাই করবে এমন কোন কথা নয়। এখানে যারা বাঙালি ইন্টাক্চুয়েল আছেন তাদেরও সক্রিয় সহযোগীতা দরকার। এখন স্ক্রীপ্ট নিয়ে যেটা সমস্যা দেখা দিয়েছে সেটাও রাজ আমলে যদি এই ভাষা বিকাশ হতো যদি লিখিত রুপ পেত তাহলে আজকে এই সমস্যা থাকত না। কিন্তু এমন একটি সময় আসে কাজ যখন এই ভাষার জনগোষ্টির একটি অংশ বাংলায় অলরেডি শেখা হয়ে গেছে। এবার আবেকটা জেনারেশন হয়ে উঠে এসেছে যারা রোমান স্ক্রীপ্টের সঙ্গে পরিচিত। শুধু পরিচিতি না রোমান স্ক্রীপ্ট বাংলা স্ক্রীপ্ট এর এই দুটোর মধ্যে তুলনা করার সুযোগ পাচ্ছে। সামাজিক দিক থেকে বাংলা স্ক্রীপ্ট আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও টেকনিক্যালি দেখা যাচ্ছে যে রোমান স্ক্রীপ্ট অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য। যার জন্য ড সুনিতি চট্টোপাধ্যায় নিজে বলে গেছেন রোমান স্ক্রীপ্ট হচ্ছে বেষ্ট। এই সেইটা জায়গায় দাঁড়িয়ে বিতর্কে আমি যাচ্ছি না এবং এটা সমাধানের কি উপায় আছে। কিন্তু খুব একটা গভীর জটিল আবর্তের মধ্যে আছে। কারণ এটা রাজনীতিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যদি বাংলা স্ক্রীপ্ট নেয় বামফ্রন্ট মরবে কিন্তু আমাদের লাভ হবে। কাজেই প্রেকটিকেলের দিক থেকে আজকে যে প্রশ্নটা তুলা হয়েছে ডঃ সুনিতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রেকটিক্যাল এর দিক গুলো এটা ভাষাতত্ব বীদের কাছে আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের সময়ে সেই কারণেই আমরা রাজনীতির কথা ভেবেই এই ইস্যুটা আমরা টি ইউ জি এস-এ রাখব না এবং জোট আমলে আমরা কোন পলিটিক্যাল লেভেল-এ রাখা হবে না। কাজেই এক্সপার্ট কমিটি যা বলেন এটাই হবে। শ্যামাচরন ত্রিপুরাকে সভাপতি করে এক্সপার্ট কমিটি করা হয়, তারা বিভিন্ন জায়গাতে এক্সপার্ট এনে তারা বিচার বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করে বলেন যে রোমান স্ক্রীপ্ট হোক। রবীন্দ্র বাবু ঠিকই বলেছেন। এটা প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এটা শুরু হবে। কিন্তু যারা অলরেডি বাংলা শিখে গেছে তাদেরকে তো আর আলাদা ভাবে ধরে রোমান স্ক্রীপ্ট শেখাবে না। কাজেই একই সঙ্গে রোমান স্ক্রীপ্ট সব ক্ষেত্রে চালু করা সম্ভব না। কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে এটা শুরু করা যেতে পারে। কাজেই মনে হচ্ছে যে রোমান স্ক্রীপ্টটা টেকনিক্যালী মোর ইজি, কাজেই এটা করা যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে এখন সমাজের একটা বিশাল অংশ বাংলা স্ক্রীপ্ট এর সঙ্গে পরিচিতি তারা তাদের প্রতিভা সৃষ্টি এই গুলি যাতে বন্ধ না হয় তার জন্য বাংলা স্ক্রীপ্টও রাখতে হবে। এইভাবে

আমার মনে হয় সমাধান আনতে হবে।

শ্রী জওহর সাহা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ককবরক হরফ নিয়ে অনেক বছর অপেক্ষা করেও কোন একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। মানে সবার কাছে কোন গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত নেই। এটা আমাদের সকল রাজনৈতিক দলের ব্যর্থতা। স্যার, যদি মাতৃভাষার প্রসার না ঘটে তাহলে একটা জাতির কি করে প্রসার ঘটবে। যে জাতির ভাষা যত সমৃদ্ধশালী এবং যত বেশী সমৃদ্ধ হয় সেই জাতি তত বেশী উন্নতির শিখরে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের এই রাজ্যের মধ্যে এটা সত্যিই বেদনাদায়ক যে আমরা শুধু তর্ক, বিতর্ক কমিটি এবং বিভিন্ন কিছু করছি। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যেটা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য যে ককবরক ভাষীদের প্রসারের জন্য কোন হরফটা যেটা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। স্যার, মায়ের সাথে যেমন সন্তানের নাড়ীর সম্পর্ক তেমন একটা জাতির কাছে তার ভাষার সম্পর্কটাও সেই রকম। কিন্তু এটা যুগ যুগ ধরে চলছে আর এটাকে চালিয়ে দেওয়া এটার পক্ষপাতি আমরা নই। মহারাজা কিন্তু রাজ্যে শাসন করেছেন। কিন্তু মহারাজ ছিলেন দেববর্মা। তখন কিন্তু বাংলা ভাষাটা চালু ছিল। বাংলা ভাষাটা নিয়ে রাজকার্য্য চলছিল। কিন্তু তার পরেও স্যার ককবরক ভাষা ভাষী তাদের ভাষাটাকে উন্নত করে কিংবা এটাকে আরও বেশী সম্প্রসারিত করা এটা নিয়ে তখন খুব একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে আমার জানা নেই। স্যার রাজ্যে মহারাজার শাসনের পর অনেক দলের অনেক সরকারের পালা বদল হয়েছে। একবার যারা ক্ষমতায় এসেছেন তারা একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন পালা বদলের সাথে আবার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচিত হচ্ছে। অর্থাৎ হরফ নিয়ে যে বিতর্ক আমরা ছোট বেলা থেকে শুনে এসেছিলাম স্যার, আজকে এটা দুঃখের সাথে বলতে হয় বহু বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও এই হরফটা নিয়ে একটা সর্বসম্মত কোন সিদ্ধান্ত আমরা কেউ নিতে পারেনি। স্যার, অর্থ মন্ত্রী বলেছেন যে তার সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু স্যার, আমি বাংলাভাষী বলে আমি এটা কোন সময় পক্ষপাতী হতে চাই না। তাদের যে ককবরক ভাষাটা তাদের যে উচ্চারণভঙ্গী এই হরফটা যদি বাংলা হরফের মধ্যে দিয়ে যদি না আসে তাহলে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে শব্দের উচ্চারণ বিকৃত হয়ে যাবে। রবীন্দ্রবাবু এবং নগেন্দ্রবাবু বলেছেন স্যার, আমরা জোট সরকারের শাসনে শ্যামাচরণের নেতৃত্বে ত্রিপুরার প্রতিটি গ্রামে প্রতিটি প্রান্তে গিয়ে সেমিনার করেছেন। এবং মতামত দিয়েছেন এবং সেই কমিটির সুপারিশ সরকারের কাছে তারা দিয়েছেন। আমরা সেই জোট সরকার সেই সুপারিশটা গ্রহণও করেছিলাম। স্যার আবার পালা বদলের সঙ্গে সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার যখন আসল ক্ষমতায় আবার সেই পরিবর্তন হয়ে গেল। স্যার, সমস্যা একটা কিছু আছে কিন্তু একটা সমাধান আনছি কিন্তু, এখানে সমাধান তো হচ্ছে না। রাজ্য সরকার বলছে বাংলা হরফে আর এ ডি সি-তে যারা শাসন ক্ষমতায় আছেন আই পি এফ টি এবং এমনকি আমাদের এখানে আছেন ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি তারাও দাবি করেছেন যে রোমান হরফে হলে

পরে ভাষার উন্নতি হবে। স্যার, আমি আমাদের দলের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বলতে পারি সমস্যাটা দ্রুত সমাধান করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এটা ঠিক একটা জাতি আজকে আটকে রয়েছে তাদের ভাষাটা কি হরফে হবে এবং কি ভাবে হবে। এটা আজকে আমরা সেই সিদ্ধান্তে কেউ যেতে পারছি না। যারা নিচ্ছেন তারা সরিয়ে দিচ্ছেন। এই ভাবে আমরা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর অতিক্রান্ত করে ফেলেছি। আমার মনে হয় আর বেশী দেরী করা ঠিক হবে না। স্যার, আমি প্রস্তাব দিচ্ছি যারা ভাষা তত্ববীদ আছেন, ভারতবর্ষে তাদেরকে দিয়ে এই রাজ্যের যারা এক্সপার্ট আছেন তাদেরকে নিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময় সীমা বেধে দেওয়া হোক যে এই সময়ের মধ্যে তারা ককবরক ভাষাটা এখানে একটা বিকল্প দেখছি। কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকারকে জানিয়ে দেবেন এবং রাজ্য সরকার যারা বর্তমানে এ ডি সি-র শাসন ক্ষমতায় আছেন তারা। এবং রাজ্যের যারা প্রাচীন প্রবীন এবং শিক্ষক আছেন এই ব্যাপারে জ্ঞানীগুনী লোক আছেন তাদেরও মতামত নিন। সেখানে একটা সর্বসম্মত একটা প্রস্তাব দেয় যে প্রস্তাবটি গ্রহণ করলে পরে এই রাজ্যের ককবরক ভাষাভাষীদের দীর্ঘদিনের হরফ নিয়ে যে সমস্যা সেই সমস্যার সমাধান হবে। তবে আমি অনুরোধ করব যে এটাকে চ্যালেঞ্জ পাল্টা চ্যালেঞ্জ হিসাবে নয়। মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে বলব যে এই ব্যাপারটাকে হালকা করে দেখবেন না। স্যার, আই পি এফ টির প্রশ্ন না। কারা আই পি এফ টি নিয়েছে কোন দল এজেন্ট নিয়েছে ইলেকশনের সময়, কারা পোষ্টার দিয়েছে। এইগুলি সব আপনারাও জানেন। কারণ এইগুলি আপনারা জানার কথা। আই, পি, এফ, টির প্রশ্নটা কারা এজেন্সি নিয়েছে, ইলেকশনের সময় কারা তাদেরকে ফোর্সটা দিয়েছে। এইগুলি সব আপনিও জানেন। স্যার আমার প্রশ্নটা এই যে এটাকে চেলেঞ্জ হিসেবে না নিয়ে, আসলে এই সমস্যাটাকে সমাধান করতে গিয়ে কোন হরফ সে রোমান হরফ হবে কিনা বাংলা হরফ হবে না অন্য হরফ হবে সেটা সেই ভাষাবিদদের জন্য কমিটি সিদ্ধান্ত করে দিন। এই কমিটি অনির্দিষ্টকালের জন্য করলে হবে না। তার জন্য একটা সময় বেঁধে দিতে হবে। স্যার, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীশ্যাম চরণ ত্রিপুরা ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার একটা প্রস্তাব মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর কাছে। এটা টেকনিক্যাল ব্যাপার। এটা নিয়ে শুধু শুধু আমরা একটা ভাল এইটা খারাপ এটা বলার দরকার নাই। বরঞ্চ গভর্ণমেন্ট একটা কমিটি গঠন করুক। তারপরে সেখানে সব রাজনৈতিক দলের লোকেরা রইলেন এবং যারা ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ তাদেরকে রাখা হল এবং এই কমিটির একটা রাফিংস এ্যাসেম্বলীতে জমা দিলে বোধ হয় ভাল হবে।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ— এখানে আমরা দেখছি যদিও ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট রিচার্স একটা বাজেটে অর্থ কমিয়ে দিয়েছে। যাই হোক পত্র পত্রিকায় দেখেছি রাজ্য সরকার পয়সা খরচ করে সেক্রেটারীয়েটে না কোথায় হাই অফিসিয়েলস এবং মন্ত্রীদের ককবরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। আমি

আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে অনুরোধ করব আমাদের বিধায়কদেরও যেন এই রকম সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া হয় যাতে আমরা সেখানে ককবরক শিখতে পারি।

শ্রীবিজয় কুমার রাংখল ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, এই ককবরকের ব্যাপারে যখন বিভিন্ন লেবেলে আলোচনা হয় সবখানে শুনি যে হোয়াই গভর্ণমেন্ট শোড বি টেকেন ইন টু পার্টি মাই লেঙ্গুয়েজ। আমার ভাষা সরকারকে পার্টিতে নেব কেন। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের সাথে যখন আলোচনা হয় ককবরকের রোমান স্ক্রীপটের ব্যাপারে। উদাহরণ দেখা হয় বিভিন্ন রাজ্যের তাদের রোমন স্ক্রীপট সমস্ত স্কুল, হাইস্কুল লেবেল পর্যন্ত আছে। এইগুলি যখন দেখা হয় ইউ ডো নট টেক দি গভর্ণমেন্ট ইন দি পার্টি। ইউ ডু ইট। কাজেই এখন যারা এই ভাষার মালিক তারা যদি এটাই ভাল মনে করে আমার মনে হয় গভর্ণমেন্টর এটা করাই ভাল। কারণ না হলে পরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে খুনাখুনি হয়ে যাবে এটা নিয়ে। একটা উচ্চারনের ব্যাপার নিয়ে এটা হয়ে রয়েছে বিভিন্ন লেবেলে। কাজেই রাজ্যের এবং উপজাতি যে মেজর টাইপ আছে তাদের এই ককবরক ভাষা যদি আমরা ইমিডিয়েটলি একটা রিজভ না করি তবে স্যার ঐ রকমই হবে। কাজেই এটার জন্য একটা কমিটি করবেন আপনি। কমিটিটা আবার প্যালিটিক্যাল বিশেষন হয়ে যাবে। কাজেই যারা এডুক্রিয়েটেড এখন যারা অডিটি ইন দি প্রেক্টিজ এইগুলি ধরুন প্রাইমারিলি হোক অনেক স্কুলে যখন আমরা ৬৮, ৬৯, ৭২, ৭৩ সাল থেকে আমরা আপ-টু ডিজার্ভ এইটা ককবরকের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই ভাষা শিখে আজকে তারা কলেজ পর্য্যন্ত ইউজ করছে নিজের ভাষা লেখার জন্য। এটা ক্লিয়ার প্রনন্সেশান উচ্চারণ হয় এটাই তারা মনে করে। আমরা সাম্প্রদায়িকতার জন্য যদি পলিটিকেলাইজ করি ইট উইল বি ইন-ভে জ্জার ইন টু আউয়ার এক্জিস্টেন্স নট অনলি ফর দি ককবরক স্পিকিং পিপল ইউ উইল বি অল কমিটিজ। কাজেই আমার মনে হয় এই ভাষার মালিক যারা, যারা এডুক্রিয়েটড প্রবেভলি যারা এটা নিয়ে সব সময় চালু করেন এবং লেখালেখি করেন। যারা এডুক্রিয়েটেড তারা নিজের ভাষায় চিঠি লেখার অভ্যাস করা আরম্ভ করল। এতদিন ইংরেজী কিংবা বাংলায় লেখত। সেখানে আমরা আমাদের নিজের মনের ভাষা প্রকাশ করতে পারিনা। যখন আমরা নিজের ভাষা দিয়ে লিখি তখন আমাদের আনন্দ ও দুঃখ প্রকাশ করতে পারি। কাজেই এটা কনস্টোভারসিতে যাওয়া ঠিক হবে না। এইটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী নীরঞ্জন দেববর্মা। ৫ টা তো প্রায় বেজে যাচ্ছে যতটা সময় লাগে ততক্ষণ পর্য্যন্ত চলবে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রাজ্যের উপজাতিদের মাতৃভাষা

ককবরক। ভাষা আছে হরফ নেই, স্ক্রিপ্ট নেই। প্রশ্নটা এই জায়গায়। এখন কোন স্ক্রিপ্টে কোন হরফে ককবরক লেখা হবে। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার আসার পর থেকে আমরা ককবরককে সরকারের দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছি। এবং এর পরবর্তী সময় আমরা লক্ষ্য করেছি যে ককবরক ভাষা যাঁরা জানেন তারা শুধু উপজাতি অংশের মানুষ এবং অনুপজাতি অংশের মানুষও বিভিন্ন গল্প, নানারকম প্রবন্ধ এবং কবিতা ইত্যাদি লিখেছেন এবং অনেক বইপুস্তকও লিখেছেন এখানে শুধু ককবরক ভাষাকে রাজ্যে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে আমরা স্বীকৃতি দেয়নি। দেওয়া হয়েছে তা না। অন্যান্য জাতি গোষ্ঠির ভাষা ও শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলা তবে এটা, ঠিক যে একটা ভাষা তার সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভৌগলিক অবস্থানের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই রাজ্যে অতীতে সীমানা ছিল উত্তরে শ্রীহট্ট দক্ষিণে আরাকান এবং পূর্বে মেঘলি রাজ্য। আর পশ্চিমে চাক্লারোসাবাদ বলা হয়। প্রথমত আমরা প্রাপ্ত ইতিহাসের দিকে যদি দৃষ্টি দেই তাহলে আমরা দেখব যে এই রাজ্যে যিনি এসে রাজ্য স্থাপন করেছেন উনার নাম মহারাজ বিনারে (প্রসার) পুত্র কুমার মনু নদীর তীরে শ্যামল নসবীতে উনি প্রথমে রাজপাট শুরু করেন। এর পর থেকে আমারা যদি দেখি তাহলে আমাদের পাশাপাশি আরও কতগুলি রাজ্য ছিল তখন এর মধ্যে আরাকান এখনো আছে। কিন্তু রাঙ্গামাটি নাকি চাকমাদের একটা রাজ্য ছিল। তাদের রাজধানীর নাম নাকি চম্পকনগর ছিল। চাকমা সম্প্রদায়রা এখনো খুজছেন সেই চম্পকনগর কোথায়। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলছেন আমাদের এখানে যে চম্পকনগর এটাই তাদের রাজধানী ছিল। তবে চাকমা জাতি বলে একটা জাতি তাদের একটা রাজ্য ছিল এটার তথ্য অন্যান্য ইতিহাসে পাওয়া যায়। মেঘলীরাজ্য বা মনিপুর আমাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক ছিল। আমি দেখেছি যে ১৭১০ খ্রীঃ কাছাড়ের রাজা ছিলেন তাম্রধ্বজ। অপর দিকে ১৭০০ খ্রীঃ অ থেকে আরম্ভ করে প্রায় ১৭১৫ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত আসামের রাজা ছিলেন রোদ্র সিং। দূত মারফত ত্রিপুরার সঙ্গে তাদের একটা সম্পর্ক ছিল। এবং ত্রিপুরার রাজা ছিলেন তখন রত্ন মানিক্য আর পরবর্তী সময় রাজা হলেন মহেন্দ্র মানিক্য। আসামের রাজা রুদ্র সিং এর দুরদয় রত্ন মণ্ডলী ও অর্জুন দাস "ত্রিপুরা দেশের কথা" নামে একটি ইতিহাস লিখে ছিলেন। তাঁদের যে লিখিত ইতিহাস, এই রাজ্যের ভাষা বা হরফের কোন উল্লেখ নেই। তবে এই রাজ্যে প্রথম বাংলা হরফে ভাষাকে ককবরকে লেখ্য রূপ দেওয়ার জন্য যিনি চেষ্টা করেছেন, তিনি হচ্ছেন, রাধামোহন ঠাকুর। তিনি একজন বিচারক ছিলেন এবং অপরদিকে রাজার সেনাপতিও ছিলেন। তিনি প্রথম ককবরমা নামে বাংলা লিপিতে ককবরক ব্যাকরণ তৈরী করেন ১৯০০ খ্রী. অঃ এটা এখনও পাওয়া যায়। ট্রাইবেল ল্যাঙ্গুয়েজ সেল এটা আবার পুনঃ প্রকাশ করেছেন এবং ডিকসনারীর নাম ত্রৈপুর কথামালা নামে একটি ডিকসনারীও প্রকাশ করেন। ককবরক টু বেঙ্গলী টু ইংলিশ। এটাও বাংলা হরফেই লেখা ছিল। যে কোন কারণেই হউক তা রাজা উপেক্ষা করেছিলেন। ফলে ককবরক লেখ্য ভাষা হিসাবে চালু করতে পারেন নি। এরপর পঞ্চাশ দশকে আমাদের রাজ্যের প্রয়াত প্রাক্তন

অধ্যক্ষ সুধন্ব দেববর্মা বাংলা লিপিতে ককবরক ভাষার উন্নয়নে উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং কাতাল কথমা নামে একটি ম্যাগাজিনও প্রকাশ করেছিলেন। মহেন্দ্র দেববর্মা, অজিত বন্ধু দেববর্মা তারা গল্প কবিতা লিখতেন। খোয়াই এর রামচন্দ্র দেববর্মা, বিশালগড়ের প্রাক্তন শিক্ষক যোগেন্দ্র দেববর্মা লিখেছেন। লক্ষ্য করা গেছে অতীত থেকে সবাই বাংলা হরফকেই সমর্থন করে গেছেন। রবীন্দ্র বাবু বলেছেন বাংলা হরফে ঠীক লিখতে গেলে, 'তু' অসুবিধে কিন্তু রোমান হরফে সুবিধে। কিন্তু ককবরক ভাষা সবটাই রোমান হরফে লিখলে সুবিধে হবে তাও ঠিক নয়। আজকে মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ বাবু বাংলা হরফে যে ভাবে লিখছেন, যে ভাবে উনার ভাবসম্প্রসারণ করতে পারছেন, সেটা যদি রোমান হরফে লিখতে যান তাহলে সে ভাবে এ্যাকসপ্রেশান হবে না। ভাষাবিদেরা বলছেন ভাষা হলো নদী প্রবাহের মতো। আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ভাষাহলো দেবনাগরিক খৃষ্টপূর্বদেড় হাজার বছর আগে আর্যরা যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন এই ভাষাও এসেছিল আজকে তাদের ভাষাও অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব ৬০০ বছর আগে পাননি, যিনি ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। তাঁর ব্যাকরণ রচনার পর থেকেই সংস্কৃত ভাষার অনেক শৃংখলা এসেছে এবং বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু এর আগে কোন শৃংখলা ছিল না। বলা যায় ভাষা হারিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। আমাদের এই উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে রাজ্যগুলি আছে আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, অরুণাচল প্রদেশ, এই রাজ্যগুলির মধ্যে সম্ভবত মণিপুরই উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে আগে বাংলা হরফ গ্রহণ করে মণিপুরী তাদের ভাষায় লেখাপড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। মণিপুরের রাজা ভাগ্যচন্দ্র যিনি বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে ছিলেন. উনার আমল থেকেই সেখানে সমাজ সংস্কার শুরু হয় এবং বাংলা হরফে মণিপুরী ভাষায় লেখাপড়া ও আরম্ভ করা হয়। আমাদের এই হাউসের প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রয়াত সুধন্বা দেববর্মা মহোদয় আমাকে একদিন বলেছিলেন যে উনি যখন কলেজে বি, এ, পরীক্ষা দিচ্ছিলেন সেসময় উনার একজন মণিপুরী ক্লাসমেট ছিল। যেদিন উনি বাংলা পরীক্ষা দিতে যান সে দিন ঐ মণিপুরী ক্লাসমেট বাংলা পরীক্ষা দিতে যান নি। তিনি পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এসে তাঁর বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি আজকে বাংলা পরীক্ষা দিতে গেলে না ? তখন তাঁর মনিপুরী বন্ধু তাঁকে বললেন আমার মনিপুরী ভাষায় আমি পরীক্ষা দেব। প্রশ্ন এখনো আসে নি। তাহলে দেখুন ওরা কত আগে থেকে বাংলা হরফে মনিপুরী ভাষা শুরু করে ছিলেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে মিজোরামের ইতিহাস বেশীদিনের কথা নয় আইজল শহরের পত্তন হয়েছে প্রায় মাত্র ১৩০/১৪০ বছর আগে। সেখানে তাদের কথা বলে লাভ নেই। যাইহোক, এই বিশাল ভারতবর্ষে প্রায় ৩৭০০ জাতি গোষ্ঠির মানুষ আছে এবং ১৩৫২ টা ভাষা আছে এবং ১৯০ টা ধর্মের মানুষ এই দেশে বাস করেছে। এই বিশাল ভারতবর্ষের এক কোণে আমরা পড়ে আছি। ত্রিপুরার সংস্কৃতিকে অস্বীকার করার কথা নয়। এই রাজ্যে রাজারা শাসন করেছেন। কেউ বলছেন ১৮৪ জন রাজা, আবার কেউ বলছেন ১৪৮ জন রাজা। প্রাচীন যে রাজমালাগুলি আছে সেগুলি

যদি আমরা আলোচনা করে দেখি তাহলে দেখব যে ত্রিপুরায় খুব সম্ভবতঃ হুড়ীয়া, বুড়াচং এই রাজ্যগুলি ছিল। এখন প্রশ্ন হলো আমাদের ভাষাতে অনেক উপভাষা এবং অনেক বিদেশী ভাষা প্রবেশ করেছে এটা শুধু আমাদের ভাষাতে প্রবেশ করেছে এই কথা বললে ভুল হবে এটা বাংলা ভাষাতেও প্রবেশ করেছে। আমি লক্ষ্য করেছি ত্রিপুরা গেজেটে শেষের দিকে যে সব ভাষাগুলি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি অধিকাংশ ফার্সী, আরবী না হলে তুর্কী। আমাদের উপজাতি ভাষাতেও ফার্সি, আরবী না হলে তুর্কী এই রকম অনেক বিদেশী শব্দ আছে, বাংলাতো আছেই। এখন নূতন করে বলা যায় যে ইংরাজী শব্দ ও ককবরক ভাষার মধ্যে প্রবেশ করেছে যেমন চেয়ার, বোতল, টর্চলাইট এবং আরো অনেক শব্দ নূতনভাবে প্রবেশ করেছে। যাই হোক আমরা মনে করি আমাদের রাজ্যের বর্তমান ভৌগলিক অবস্থান এবং সামাজিক অবস্থার বিচারে বাংলা হরফ গ্রহণে সাহিত্যের বিকাশ আরও ত্বরান্বিত হবে। আমরা লক্ষ্য করেছি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর যখন ককবরক্ ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং তারপর থেকে বাংলা হরফে কক্-বরক ভাষায় শিক্ষিত আমাদের ট্রাইবেলরা কবিতা, গল্প ইত্যাদি লিখতে শুরু করেছেন অপর দিকে বাঙ্গালী বন্ধুরাও বিভিন্ন বই পুস্তক প্রকাশ করেছেন। সুতরাং একটি হরফ বিহিন মৌখিক ভাষাকে বিকাশ ঘটানোর পিছনে শুধু ককবরক ভাষী উপজাতি জনগণ আমরা একক ভাবে চেষ্টা করলে হবে না এবং অন্যান্যদেরও সহযোগিতার দরকার। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি ইংরাজরা এসে ব্যাকরণ তৈরী করার পর আজ বাংলা ভাষার এতটুকু উন্নতি হয়েছে। সুতরাং এই ভাষাটাকে আমরা মনে করি বর্তমান যে অবস্থা অতীত সহ বাংলা হরফটা সবচেয়ে সহজ এবং এটা তাড়াতাড়ি আমাদের সাহিত্যই বলুন বা অন্যান্য ক্ষেত্রে এটা বিকাশ ঘটানোর জন্য সহায়ক হবে। এই কথা বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী অঘোর দেববর্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ককবরক ভাষার লিপি কি হবে এই নিয়ে বিতর্ক চলছে কেউ রোমান হরফের প্রবক্তা কেউ বাংলা হরফের প্রবক্তা। এখন প্রশ্ন হলো এটা নিয়ে কয়েক বছর ধরেই এই ধরণের বিতর্ক চলছে এবং আলোচনা হয়েছে। এই বিতর্কটা অনেক বছর আগে থেকেই শুরু হয়েছে ককবরক ভাষাকে ডেভলাপমেণ্ট করার জন্য একটা কথা আমি সংক্ষেপে বলছি যেহেতু উপজাতীয়ারা এখানে যখন সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিল তখন ককবরক ভাষা অর্থাৎ ককবরক লিপিতে ভাষা উন্নয়নের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না বলেই আজকে এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই রকম অবস্থা কিন্তু মনিপুরে হয় নি। এই ভাষা নীতি উন্নয়নের জন্য প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতা নেই বলেই আজকে এই অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। এইরকম অবস্থা ত্রিপুরার, কিন্তু মনিপুরে হয়নি এটা মাননীয় মন্ত্রী বলবার চেষ্টা করেছেন। মনিপুরে হয়নি। ত্রিপুরা তার ব্যাতিক্রম। প্রায় ১৪০০ বৎসর মহারাজা

রাজত্ব করে গেছেন। তার নিজের মাতৃভাষা, তার সামাজিক অবস্থা, তাঁর সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা অর্থনৈতিক কাঠামোগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য যে পরিকল্পনা, যে দৃষ্টিভঙ্গী তার চিন্তা চেতনা ছিল না। সেই বীরচন্দ্র মহারাজার আমলে রাধাকিশোর মানিক্য তিনি তখন যুবরাজ তিনি প্রথম ককবরক ভাষার উন্নয়নের যে উদ্যোগ নিয়েছেন ইতিহাসে দেখা যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, যুবরাজ রাধাকিশোর মানিক্য বাহাদুর ককবরক ভাষা ডেভলাপ করার জন্য কি ধরণের চিন্তাভাবনা বা উদ্যোগ নিয়েছেন, সেটা কিন্তু পুস্তকে বের হয়নি। সেই সমসাময়িককালে রাধামোহন ঠাকুর ককবরক ভাষা লিখলেন বাংলা হরফ দিয়ে। তখন মহারাজার শাসনকালে এই ভাষার প্রতি যদি সামান্যতম একটু সহানুভূতি থাকত তাহলে এটাই চালু করা উচিত ছিল। কিন্তু হয়নি। এই ভাষার প্রতি তৎকালীন রাজারা ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। এই ভাষার প্রতি কোন মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করেননি। বাংলাটাকে সেখানে প্রশাসনের ভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাংলাতেই যারা কাজকার্যে ঢুকেছেন তারা কাজ করেছেন। আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন দেখেছি আমরা যখন আগরতলায় আসতাম আত্মীয় বাড়ীতে তখন বলত, ককবরক বলবে না, বাংলা বলবে। ককবরক বললে চাকরী দেওয়া যাবে না। কি অদ্ভুত কাণ্ড। রাধামোহন ঠাকুরের আগে ইতিহাসে ছিল কাজী দৌলত আহমেদ তিনিও লিখেছিলেন। রাধামোহন ঠাকুরের ১ বৎসর আগে প্রায় সমসাময়িক কালে। তাদের ইচ্ছা ছিল। ভারতবর্ষে যখন ইংরেজরা শাসন করতেন, যারা পলিটিক্যাল এজেন্ট হিসাবে এখানে এসেছেন বা যারা এই সেক্টরে দেখাশুনা করেছেন তাদের সময়ে এই ভাষার কোন কিছু করা হয়নি। তারাও তখন কি বলেছিলেন, ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত দি ষ্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ হিল ত্রিপুরা', ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, তাতে ৮৮ পৃষ্ঠায় হান্টার বলেছিলেন," দি ত্রিপুরা হ্যাভ এ ডিসটিংক্ট ল্যাংগুয়েজ অফ দেয়ার ওন, বাট দে হ্যাভ নো রিটেন কেরেক্টার। তারপর পলিটিক্যাল এজেন্ট তৎকালীন বাস্তব, অবাস্তব পরিবেশের উপর নির্ভর করে তিনি বললেন," দে ক্যান অনলি বি এডুকেটেড থ্রো দি মিডিয়াম অফ বেঙ্গলী। সেটা আজকের কথা না সেই ১৮৭৬-৭৭ সনের কথা। আজকে থেকে ২০০ বৎসর আগের কথা। তারপর আসল রাজার শাসন কাল, তারপর আসল গভর্ণমেন্ট। স্বাধীনতার পর কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছিল। ১৯৬৪ সনে ত্রিপুরা বিধানসভায় একটা বিল আনলেন সরকারী তরফ থেকে বাংলাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য রাজ্য ভাষা হিসাবে, অফিসিয়েল ল্যাংগুয়েজ স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য। তখন সেদিন কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে নির্বাচিত হাউসের সদস্য তারা প্রস্তাব দিলেন বাংলা কেন আনছেন, ককবরক ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রস্তাব আনুন। আমরা এই প্রস্তাব আনছি। কিন্তু এই প্রস্তাব বাতিল করে দেওয়া হল। সেখানে তারা ককবরক ভাষার উন্নয়নের জন্য একটা কমিটি করেন। তাতে কাকে কাকে নিলেন? সুধন্য দেববর্মা, রূপকার, দশরথ দেববর্মা, রূপকার। সেদিনের যিনি রূপকার ছিলেন, তারা-ত জীবিত নেই, তাদের কথা বলবনা। এই ককবরক নিয়ে চর্চা লড়াই

সংগ্রাম যারা সংগঠিত করতেন যাদের ভাষা সম্পর্কে ভাল জ্ঞান আছে এরকম লোক যারা আছেন তাদেরকে কিন্তু এই কমিটিতে রাখা হয়নি। তখন তারা সবাই বলেছিলেন, দেখুন আমরা যখন এই ভাষা নিয়ে চর্চা করছি, পড়াশুনা করছি তো এই কমিটিতে কেন আমাদেরকে স্থান দেওয়া হল না। এটা শুধু কংগ্রেস আমল দেখে বলছি না। সেই রাজার আমল থেকেই ১৯৬৭ ইং সালে যখন ভাষা নিয়ে আলোচনা আসল তখনও নেগলেক্টেড হয়ে গেল এবং এইভাবে এই দীর্ঘ বৎসর ধরে একটা জাতি গোষ্ঠির ভাষা এভাবে লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছিল। অথচ এই ভাষা একটা জাতি গোষ্ঠির উন্নতির প্রথম সোপান। আর এখানে এটা এরকম একটা জাতিগোষ্ঠি যার সামাজিক ও আর্থিক বিকাশের হাতিয়ার হচ্ছে এই ভাষা। স্যার, ভারতবর্ষের প্রতিলিপি হচ্ছে ইংরাজী, আমি আদালতে যাই অফিসে যাই যেখানেই যাই না কেন, আমি আমার নিজের মাতৃভাষায় যখন বুঝিয়ে বলব না তখন এমনওতো হতে পারে একজন নির্দোষ ব্যক্তির সেখানে ফাঁসি হয়ে যেতে পারে। এই অবস্থায় দেখা গেল এই ভাষা নিয়ে উপজাতি যুব সমিতি থেকে প্রথম দাবী উঠল রোমান হরফে ককবরক শিক্ষা চাই। তা রোমান হরফ ভালও না খারাপও না, বাংলাও ককবরক ভাষার লিপি না, রোমানও ককবরক ভাষার লিপি না, আমাদেরকে লিপিটাকে ধার করে আনতে হবে। যুব সমিতির তরফ থেকে আরগানাইজ করা হল, বিধানসভায় সেমিনার করল। কিন্তু আমিতো মনে করি না যে, এই লং প্রসেসটা যুব সমিতি থেকে ককবরক রোমান হরফ লিপিতে পরিণত করার জন্য যে আন্দোলন এটা কোনটাই ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে হতে পারে, হয়নি। যাই হোক এখানে আমি শুধু এইটুকু বলব যে, বেশ কয়েকবার এখানে আঞ্চলিক সম্মেলন হয়েছে কিন্তু সেই আঞ্চলিক সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হতে পারেনি। কারণ ভাষা এমন একটা জিনিষ এবং তার লিপি এমন একটা জিনিষ এতে ওনাদের কোন দোষ নাই, এতে চট করে মত দিয়ে দেওয়া যে রোমান হরফে কর বললে এটা সম্ভব না। এখানে বাস্তবটা কি আর অবাস্তবটা কি, পরিবেশ কি এবং পরিস্থিতি কি, এই হরফটা নিয়ে আমাদের সুবিধা হবে কি হবে না এবং কি লাভ হবে, আদৌ লাভ হবে কিনা এগুলি এখানে চিন্তা করার ব্যাপার সেখানে থেকে যায়। কাজেই কিছুই হল না। তারপর ১৯৯০ ইং সালে আগরতলার রবীন্দ্র ভবনে রোমান হরফে ককবরক চাই নিয়ে আর একটা সম্মেলন করলেন এবং সেখানে সবাইকে ডাকা হল, সমস্ত বুদ্ধিজীবিদের ডাকা হল, টি ইউ জে এস-এর শ্যামাদাও ছিলেন, রবীন্দ্র বাবুও ছিলেন এবং সেই সম্মেলনের উদ্যোগটা তারাই করলেন, কিন্তু দেখা গেল সেখানেও সর্ব্বসম্মতিক্রমে কোন লিপি বের হল না। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা কি, আমরা কোন লাইন চাইছি, আমরা বলেছি বাংলা করলেও কিছু অসুবিধা হবে, আবার রোমান হরফে করলেও কিছু অসুবিধা হবে। আমরা বলেছি যেহেতু আজ থেকে যুগ যুগ ধরে ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা দীক্ষা যা কিছু হচ্ছে সব কিছুই হচ্ছে বাংলা লিপিতে এবং আমাদের মধ্যে যারা শিক্ষিত হয়েছেন তারাও সবাই বাংলা হরফে পড়াশুনা করে শিক্ষিত

হয়েছেন এবং তারা বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন এবং এই বাংলা হরফে পড়াশুনা করে বাংলা ভাষায় কথা বলেই তারা এই শিক্ষাটা অর্জন করেছেন। কারণ এই রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষিরা পাশাপাশি অবস্থানে রয়েছেন, ঘর থেকে বের হয়ে আমাকে দোকানে গিয়ে বাংলা ভাষায় কথা বলতে হবে। এই সব দিক চিন্তা ভাবনা করেই আমরা বললাম যে, পরে যা হয় হবে, আপাতত বাংলা লিপিতেই আমরা ককবরক চালু করি, যাতে সবাই সেটা পড়তে পারে। বাংলাতে হওয়াতেই আমরা বহুদূর এগোবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বিরোধীদলের সদস্যদের বক্তব্যে এটা হাইলাইট করা হয়েছে যে রোমান হরফে ককবরক ভাষার লিপি চালু না হলে ককবরক সাহিত্য, সংস্কৃতির ডেভলাপ করা যাবে না। এই যুক্তির সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি না। লিপি তো একটা অক্ষর। আমি ইংরাজীতে বলি, হিন্দিতে বলি, সংস্কৃতে বলি, হরফতো হবে এটা। তারজন্য আমি আমার সাহিত্য সংস্কৃতির উন্নতি হবে না। মনিপুরে হয়নি। মনিপুরী ভাষার সংস্কৃতি আজকে মর্যাদা পেয়েছে, তার অধিকার পেয়েছে। আমি একবার একজন লোককে বললাম বাংলাতে—আচ্ছা, আপনাদের মনিপুরেতো বাংলা হরফ চলছে তাহলে নিশ্চয়ই আপনি বাংলা বলতে পারেন। উনি বললেন না, এটা আমি কিভাবে বলব। আমি বাংলা হরফ হলে নিশ্চয়ই পড়তে পারব কিন্তু তার কি অর্থ হবে আমি সে ভাষায় কথা বলতে পারব ? বাংলা হরফে আমার ভাষা লেখা হচ্ছে, কিন্তু আমি তো বাংলা ভাষা জানিনা। আমার ধারণা ছিল যেহেতু বাংলা হরফে তাদের ভাষার লিপি তারা হয়তো সে বলতে পারবে কিন্তু তা না। তারাতো রোমান হরফ নেয়নি। চীন একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ। তাদের আলাদা লিপি তারা নিয়েছে। সেই দেশের শিক্ষা সেই দেশের সংস্কৃতি, সেই দেশের জ্ঞান বিজ্ঞান আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা সব দিক দিয়ে তারা সারা বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। আজকে এই চীন ভাষার কি করে উন্নতি হলো ? কাজেই লিপি তো বড় প্রশ্ন নয়। লিপিকে যারা আজকে বড় বলে মনে করছেন তারা তর্ক করেন, কিন্তু ভাষার অগ্রগতিকে পিছিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন তারা। আর কিছু না। তারপর আমরা দেখেছি আসামে বাংলা হরফ নিয়ে তাদের ভাষার উন্নতি ঘটানো হয়েছে। আরো অনেকেই তো আছে বাংলা ভাষার হরফ নিয়ে ভাষার উন্নতি করেছে। একবার একজন লোক তিনি আপনাদেরই টি, ইউ, জে, এস, দলের ছিলেন আগে তার নাম বিশ্ববন্ধু দেববর্মা, এখন উনি নাই-মারা গেছেন। উনি একবার একটা বই নিয়ে আমাকে দেখালেন—যে দাদা, এই সমস্ত কিছু করে লাভ নেই। কারণ আমাদের ভাষা তামিল ভাষার হরফ ছাড়া এই ভাষার উন্নতির আর কোন পথ নেই। আরে কি অদ্ভুৎ ব্যাপার। তারপর বললো—আপনি এটাতে চর্চা করেন অনেক সুবিধা হবে। আমি বললাম ভাই, আমি এইসব বুঝিনা, বুঝতেও পারবনা। আমি তামিল হরফ এই সব কিছুই বুঝিনা। এইভাবে আরেকজন হলেন অলিন্দ্র ত্রিপুরা। তিনি সবচেয়ে বেশী ডিগ্রি নিয়ে ভাষাবিদ হলেন। তিনি রাত্রে মোম জ্বালিয়ে ভাষার চর্চা করতেন। ভাল কথা হতেই পারে। তিনি এরপর ককবরক ভাষার জন্য অনেক খাটলেন বাংলা হরফে

ককবরক ভাষায় অনেক কিছু লিখলেন। তারপর হঠাৎ একদিন বললেন—না, এইগুলি বাদ দাও এখন রোমান হরফ চালু কর। এইভাবে আসলে নানা রকম বিতর্কমূলক অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। কাজেই আমরা ককবরক বাংলা ভাষাতেই চালু করেছি। হয়নি উন্নতি। ত্রিশ বছর কংগ্রেস শাসনে এই ভাষার কোন মর্যাদা দেওয়া হয়নি। ককবরক ভাষার প্রতি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সেদিন বলেছিলেন ১৯৬৭ সনে ছাত্র আন্দোলনের সময় বলেছিলেন ককবরক দরকার নাই। বাংলা ভাষায়ই চলবে। এটা শচীন্দ্রলাল সিংহ যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন। আজকে ত্রিশ বছর পরে এই ককবরক ভাষার হরফ বাংলা হবে কি রোমান হবে তার বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর বাংলা হরফেই ককবরক চালু করেছেন। এবং এই হরফেই ককবরক ভাষার অনেক অগ্রগতি হয়েছে। এ, ডি, সি, তে প্রাইমারী সেকশনে ককবরক ভাষায় শিক্ষা চালু হলো। এবং বাংলা হরফেই সেটা চালু করা হলো। কিন্তু তারপর মাঝখানটায় সেখানে বাংলা হরফ পরিবর্তন করে রোমান হরফে ককবরক ভাষায় বই ছাপানো হলো। এজন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হলো।

প্রশ্ন উঠেছে ককবরক লিপি রোমানে হবে নাকি বাংলায় হবে এই নিয়ে। বাংলা ভাষার সঙ্গে বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রন রয়েছে। বাংলা ভাষার ৪০ শতাংশ মিল রয়েছে অন্য বেশ কয়েকটি ভাষার সঙ্গে। হিন্দি, আরব কি, সংস্কৃত সহ বেশ কয়েকটি ভাষার সঙ্গে এই ভাষার মিল রয়েছে। ভাষা বিতর্ক আজকে যাতে না উঠে সেইজন্য আমি অনুরোধ করছি। আমাদের ককবরক ভাষা বাংলা লিপিতে চালু রয়েছে এবং এটাতেই থাকুক। তার ক্ষতি করার কোন দরকার নেই। এই ভাষার উন্নতি করার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোচনা হয় বা আরও হতে পারে। কিন্তু যে ভাষাটা এখানে ককবরক ভাষাভাষীদের জন্য চালু রয়েছে, ভাষার যে লিপি রয়েছে সেটাকে চেইঞ্জ করার কোন মানে হতে পারে না। আগামী দিনে পরীক্ষায় বসতে চলেছে বহু সংখ্যক ককবরক ভাষাভাষীর ছাত্র ছাত্রী। এখন বিদ্যালয়গুলিতে নাম মান পর্যন্ত ককবরক ভাষা বাংলা লিখিতে পড়াশুনা চলছে। তারাই শীঘ্র বাংলা লিপিতে ককবরক ভাষায় মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। আমরা কি করে লিপি পরিবর্তন করে তাদের এই অধিকার কেড়ে নেবে? যুগ যুগ ধরে যারা বঞ্চিত তারা আজ যখন বাংলা লিপিতে ককবরক ভাষায় অভ্যস্থ হয়ে এবং পড়াশুনা শিখে উপরের ক্লাসে উঠেছে লিপি পরিবর্তন করে রোমান হরফ চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার আমাদের আছে? এটাই কিন্তু আজকে আপনাদের ভাবতে হবে, বুঝতে হবে। গরীব উপজাতি ছাত্রছাত্রীরা অধিকার এখানে বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা পরিবর্তন করতে পারি না। আমরা যে কোন রাজনৈতিক দলের লোকই হই না কেন এটাই আজকে আমাদের ভাবতে হবে। ভাষা নিয়ে বা তার লিপি নিয়ে এই সব করা ঠিক না। ভাষা নিয়ে যুদ্ধ হয় রক্ত ঝড়ে। কাজেই ভাষা কিন্তু বেশ সেনসেটিভ ইস্যু। বাংলাদেশে ভাষা নিয়ে আন্দোলন ও বহু শহীদের ইতিহাস আমাদের সকলেরই জানা রয়েছে। চলার পথে এটাকে আটকে অন্য একটা চাপিয়ে

দেওয়া মানা যায় না। হরফের এই বিতর্ক সঠিক কিনা আবারও ভাবুন। আশা করি, এই ব্যাপারে আপনারা সকলেই সহমত পোষণ করবেন। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ-- মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকার মহোদয়।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, ককবরক ভাষা নিয়ে যাঁরা এখন পর্যন্ত গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে ইউরোপের জর্জ আর্বহাম অন্যতম। তিনি ককবরক ভাষা সম্পর্কে বলেছেন, "এই কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ত্রিপুরী ভাষার নমুনা ও শব্দ সম্ভার প্রারম্ভিকভাবে বাংলা হরফে লেখা হয়েছিল।" গবেষকরা মনে করেছেন যে ককবরক ভাষার কথ্য রূপ দুই হাজার বছরের পুরানো। হতে পারে তার লেখ্য রূপটা একশ বছর আগে শুরু হয়েছে। প্রথমে কাজী দৌলত অ'হম্মেদ এবং রাধামোহন দেববর্মা করেছিলেন। তার পরবর্তী সময় দেশ স্বাধীন হলো ত্রিপুরাতে কংগ্রেস ৩০-৩২ বছর রাজত্ব করেছে। তখন এই প্রসঙ্গগুলি বার বার উঠেছে যে ককবরক ভাষার মর্যাদা রাজ আমলে যেমন হয়নি এই আমলেও হয়নি। বরং বাংলাকে বেশী মর্যাদা দেওয়া হয়েছে যেমনি রাজন্যবর্গরা দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর নিজস্ব মাতৃভাষাকে সেই মর্যাদা দেননি। সেখান থেকে ককবরক ভাষা যে কিছু অবদমনটা পিছিয়ে পড়া প্রায় সেখান থেকে শুরু হয়েছে। তবে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৭৮ ইং সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৮০ ইং সালে ককবরক ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা যাতে গ্রহণ করতে পারে সেইজন্য ককবরক ভাষাকে চালু করে দেওয়া হল। তখন কিন্তু ককবরক ভাষার কোন হরফ গ্রহণ করা হবে তার কোন প্রতিষ্ঠিত রূপ বা কিছু ছিল না ককবরক ভাষা চালু গাছে কিন্তু তার হরফ তার যে কাঠামো তার বহন করার যে টেকনিক্যাল প্রকৌশল সেটা ছিল না। তখন সরাসরি এটা এল যে বাংলা ভাষা এবং ককবরক ভাষাভাষীরা পরস্পরের প্রতি বেশী ঘনিষ্ট, শত শত বছর যাবৎ আছে, কাজেই ককবরক উপজাতি আটটি জনগোষ্ঠীর একটি অংশের মাতৃভাষা হল বাংলা তথা মাতৃ ভাষা। তখন সারা ভারতবর্ষে রোমান হরফ অর্থাৎ ইংলিশ হরফ চালু আছে এবং এর অনেক আগে সুনীল চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মাগান্ধী, সুভাষ বসু বলেছেন যে আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার হরফগুলি সেইরকম রোমান হরফে হওয়া উচিৎ। কারণ তখন একটা অন্য ব্যাপার ছিল। বৃটিশের বিরুদ্ধে এই বহু জাতির দেশ, বহু ধর্মের এই দেস, বহু সংস্কৃতির এই দেশ, বহু আঞ্চলিকতার এই দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার যে ব্যাপার ছিল এক জাতি এক প্রাণ একতা একটি প্রতিরোধ। একটা সংস্কৃতির মত অনুভব এবং একটা অক্ষরের সবকিছুকে একাকার করে দেওয়া যায় কিনা সমস্ত সেই আঞ্চলিকতার সীমানাগুলিকে বিচ্ছেদটাকে দূর করা যায় কিনা। দ্বিতীয়তঃ ভাষাগুলির মধ্যে একটা আক্ষরিক একাকার ঐক্য আসে সেখান থেকে। সুনীল চট্টোপাধ্যায় এর মত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ ভাবলাম না হয় নেতাজী সুভাষ বসু তারা ভাষাবিদ

নন, তাঁরা রাজনীতিবিদ দেশপ্রেমিক একটা দেশ প্রেমিক লক্ষ্য থেকে কথাগুলি বলেছেন। সুনীল চট্টোপধ্যায় সেই কথা বলা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের কোন ভাষা কোন প্রাদেশিক ভাষা সেই রোমান হরফটাকে গ্রহণ করল না। ঐ হিন্দী দেবনাগরীর অক্ষর গ্রহণ করল, প্রথম থেকে ছিল। কিন্তু অন্যান্য ভাষাগুলি কি তামিল, কি তেলেগু, কি ওড়িয়া, কি বাংলা তারা আলাদা স্ক্রিপ্ট তৈরী করে নিল। কাজেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ যার কাছে প্রতিটি ভাষাভাষি মানুষ প্রণত থাকা উচিৎ তার কথাও কার্য্যকরী হল না। একটা আঞ্চলিকতা ভৌগলিকতা জন্মগত ইতিহাস এইসব মিলিয়ে এর মধ্যে আছে। সেইজন্য সেই দিন বামফ্রন্ট সরকার এসে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ ঘোষনা করেছে। সেই সময় অবশ্য যুব সমিতির বন্ধুরা বলছে যে তাদের চাপে করেছে, ভীষণ চাপে করেছে। তারপরে ককবরককে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা এটাও নাকি ভীষন চাপে পরে করেছে। সেই চাপটা আপনারাই দিয়েছেন। কারণ আপনারা ভগবানের চাইতেও বেশী শক্তিশালী, চাপের ওজন আরও বেশী। যাই হউক, আমরা সেই দিন আমাদের এ ডি, সি কাজেই ত্রিপুরা উপজাতি জন গোষ্ঠী তার সমাজ তার বিনিময়ের মাধ্যমে বাজার তার জনজীবন তার সাংস্কৃতিক জবীন, তার ভাষাগত জীবন তার একটা সামাজিক পরিবেশ এর মধ্যে বাংলা অক্ষর বাংলা ভাষা তার পাশে ককবরক ভাষা কিন্তু তার অক্ষর নেই। কাজেই আমরা যে ভাষার সঙ্গে যে অক্ষরের সঙ্গে ককবরক ভাষাভাষিরা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও ত্রিশ বত্রিশ বছর কংগ্রেস রাজত্ব সেই রাজনৈতিক কারণে এরসঙ্গে পরিচিত হয়ে গেছে।

যাই হউক আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতি জনগোষ্ঠী ও তার সমাজ তার বিনিময়ের মাধ্যম বাজার তার জনজীবন তার সাংস্কৃতিক জীবন তার ভাষাগত জীবন তার সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বাংলা ভাষা এবং ককবরক ভাষা। কিন্তু ককবরকের কোন অক্ষর নেই। কাজেই আমরা ভারত স্বাধীনতা হওয়ার পর থেকে রাজনৈতিক কারণে যে ভাষার সঙ্গে আমরা পরিচিত যে অক্ষরের সঙ্গে আমরা পরিচিত সেই রাজন্য আমল থেকে সেই ভাষা এবং অক্ষরকে আমরা মেনে নিতে পারি কিনা সেটিই হচ্ছে আসল কথা। সেখানে সামাজিক সুভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এই জাগাটাকে গ্রহণ করা হয়েছে। যেহেতু আমি বাংলা ভাষাভাষী আমি বলব বাংলা অক্ষরে সুবিধা হবে। একটা পরিচিত অক্ষরকে যদি মধ্যম করে লেখা হয় তাহলে সেই ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। সেখানে আমাকে বলবে যে বাঙালী বাংলার আধিপত্য রক্ষা করার জন্য এটা করতে চাইছে। আর যারা রোমান নিয়ে কথা বলছে তাদেরকে বলা হবে তারা সাম্রাজ্যবাদীর দালাল। রাজনৈতিকদের নির্দেশে যে কোন ভাষার কি মাধ্যম হবে সেটি ঠিক হবে না। এই ব্যাপারে ভাষাবিদেরা, গবেষকরা ঠিক করতে পারেন এবং তারাই সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু সেখানে খুবই প্রয়োজন সেই ভাষার জন্মস্থান সেই ভাষার সামাজিক পরিবেশ এবং তার যে বাজার এই সমস্তগুলিকে চিন্তা করে যদি ঠিক করা হয় তাহলে মনে হয় ভাল হবে। সেই কারণে আমরা দেখেছি সেট ককবরক ভাষাকে এক্ষণেই

মাধ্যম হিসাবে বাংলা প্রয়োগ করা যায়। সেই ১৯৮০ সনে ৫০০টার মত স্কুলে প্রাথমিক স্তরে ককবরক ভাষার শিক্ষা চালু হয়েছে। বারশতাধিকের বেশী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার এসে এইগুলি করা হয়েছে। তখন দশরথ দেব শিক্ষা মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু ১৯৯০ সালে এসে যুব সমিতি একটা বিতর্ক তুলে দেয়। শ্যামাচরণ বাবুকে দিয়ে একটি কমিটি করে একটা সিমিনার করে বলেছেন যে না এটা এখন রোমান হরফে চালু করতে হবে। সেই ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত ৫০০র বেশী স্কুল সেই মাধ্যমে উপজাতি ছাত্ররা পরিচিত হয়েছে। সেখানে ১৯৯০ সালে এসে বললেন যে না এটা রোমান হরফে চালু করতে হবে। আমার মনে হয় এখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। যেহেতু এটা টেকনিক্যাল গাউণ্ড। সেখানে ককবরক ভাষাতে অনেক উচ্চারণ আছে সেগুলি সঠিকভাবে আমরা উচ্চারণ করতে পারি না। সেগুলি সমস্ত ভাষাগুলিতেই আছে। যেমন দেবনাগরিতে আছে, রোমানে আছে, আমাদের বাংলা ভাষাতেও আছে যেমন নোয়াখালি উচ্চারণ, সিলেটি উচ্চারণ, বরিসাল উচ্চারণ, খাঁটি বাংলা উচ্চারণ সেই সমস্ত ভাষাতেই উচ্চারণের পার্থক্য থাকে। সেগুলি আঞ্চলিকতার কারণে উচ্চারণগুলি আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। কিন্তু ইংলিশ বা রোমান হরফে যারা পড়ে তারা জনসংখ্যার এক শতাংশও নয়। তারজন্য এটা দুর্গম বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়। সাইকোলজি যেমন লেখার সময় পি উচ্চারণ হয় না। সেগুলি যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে তাদের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু যারা বাংলা অক্ষরের সঙ্গে অনেক দিন পরিচিত তাদের পক্ষে এই উচ্চারণ করা সম্ভব না।

সাইকলজি সেখানে পি এর উচ্চারণ হয় না। ককবরকে সেই রোমান হরফে যে পি সাইকলজির সময় সেই পি উচ্চারণ হয়না সেখানে সেই সমস্যা ককবরকে আছে কিনা? সেই ধ্বনী মূলক সমস্যা। কিন্তু সেখানে পি যে একটা ধ্বনী সেই ধ্বনীটাই সাইকলজির মধ্যে নেই। ইউ ও আবার তাও হয় সেখানে সমস্যা আছে। বাট, পুট সেখানে একটা ইউ সে একবার হচ্ছে অা আরেকবার হচ্ছে ও। সেই টেকনিক্যাল সমস্যা সেখানেও আছে। যারা নাকি প্রথম থেকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে তাদের সেই সমস্যা হবে না। এই রকম কয়টা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে। কাজেই তারা আসলে চাইছে যে ককবরক ভাষাটাও যাতে না সমৃদ্ধ হয়। কারণ ৫০০ স্কুল দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম এখন সেটা ৩০০ স্কুলে এসেছে। এবং তারা যেখানে সেন্টিমেন্ট বিল্ড আপ করতে হবে। সেখানে দেখছি তারা নারীকে ব্যবহার করছে। সেখানে ভাষার সেন্টিমেন্ট ব্যবহার করছে। এবং তার যে বস্তুগত দিক সেটা নাই। যেমন সেই ট্রাইবেল কালচারের সমস্ত দায়িত্ব নারীদের। কিন্তু পুরুষরা ক্লিটন সাহেবের পোষাক পড়তে তাদের কোন আপত্ত নেই বা তাদের কোন রকম লজ্জা নেই কিন্তু নারীদের প্রতিবেশী পোষাক পড়তে অর্থাৎ নারীদেরই দায়িত্ব হল ট্রাইবেল কালচার এর যে আচার আচরণের ব্যাপারটা। ঠিক এমনি ভাবে রাজনৈতিক উত্তেজনা

সৃষ্টি করার জন্য কারণ জননী জন্মভূমি সরকারকে গরীমাসি আর মাতৃ ভাষা মানে মাতৃরূপ কাজেই সরকার যেহেতু গরীমাসি এই যে একটা সোসিয়াল রিলিজিয়াস একটা সেন্টিমেন্ট আছে এটাকে পলিটিক্যালি তারা ব্যবহার করছে। কাজেই কাজেই ১০ বৎসর বাংলা হরফে একটা জনগোষ্ঠি অভ্যস্ত হল এবং হাজার বৎসর বাবৎ বাংলা হরফে প্রতিবেশী হিসাবে একটা ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে বিকশিত হয়েছে এখন সেই ভাষায় প্রথম যে রাজমালা লেখেন সেই তিনিও বাংলা হরফে লেখেন। এখানে আবার একটা চক্রান্ত হচ্ছে যে ককবরক হরফটা যাতে বিকশিত না হয় সেইজন্য ককবরক হরফের লেখা ইতিহাসের রাজমালাটাই হাপিজ করে দিয়েছে। খ্রিষ্ট চৈতন্য পূর্বে উত্তর পূর্বাঞ্চলে এই অঞ্চলের কোন ভাষারই কোন হরফ ছিল না এবং ককবরকে মনে করা হয় চীনা ভাষার দৌহিত্রি বলে। এবং দিমাচা বা সেই ভাষাগুলির তাকে মনে হয় তাদের সহদোর ভাষা এইগুলিকে দেখা হচ্ছে। যাই হোক একটা জায়গায় যখন এসেছে তখন আসলটা একটা জায়গায় এখানে একটা রাজনৈতিক বিতর্ক করে দেওয়া ভাষাকে এনে। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত একটা অংশ এই জায়গাটাকে ভীষণভাবে অনেকটা হোষ্টাইল এটিচোয়েটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ১০ বৎসর চলার পর এখন যখন আমরা আবার ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ২০০১ সালে ককবরক ভাষা বা যে কোন ভাষাভাষিরা একটা স্পেশাল লেংগুয়েজ এ পরীক্ষা দিতে পারবে। এমন কি এস, সি, আর, টি, লেংগুয়েজ সেলের মধ্যে আমরা প্রত্যেকটা ভাষাগোষ্ঠীকে সেই চাকমা ভাষা, সেই ককবরক ভাষা বা অন্যান্য ভাষাগুলিকে প্রত্যেকটিকে আমরা বিকশিত করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করছি। এই অবস্থার মধ্যে যে ভাষা পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠি ভাষা কিছুটা এগিয়ে সেই ভাষার লেখকরা সাহিত্যে রিকগনাইজ হচ্ছেন এবং সেই ভাষার শিল্পীরা সংগীত কলায় রিকগনাইজ হচ্ছেন। আমার মনে হয় কোন ভাষাভাষি অন্য ভাষার সম্পর্কে এই রকম বিদ্বেষী নয়, কখনো কখনো রাজনৈতিক কারণ যখন প্রবল হয়ে উঠে তখন তারা এই বিতর্কটা শুরু হয়ে যায়। কাজেই এটা বাংলা ভাষার বিদ্বেষ যেমন এই রাজ্যের মধ্যে জাতি উপজাতির মৈত্রীকে খণ্ডন করার জন্য যেমন উপজাতি উপজাতির জন্য, বাঙ্গালী বাঙ্গালীর জন্য। একদিকে জাতি আরেক দিকে উপজাতির সর্বত্র তাকে রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানে সংস্কৃতি এবং লেংগুয়েষ্টিক এর কারণেও একটা ভাষা বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হয়েছে উপজাতিদেরকে বাংলা ভাষা সম্পর্কে বিদ্বেষ করে তোলার জন্য একটা চেষ্টা হচ্ছে কাজেই এটা একটা সংস্কৃতি বিভাজনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কাজেই আমরা মনে করি যে এই ভাষার জনগোষ্ঠি শিক্ষিত হয়ে সমৃদ্ধ হয়ে গবেষক হয়ে তাদের হরফ তারা গ্রহণ করবে।

কাজেই আমরা মনে করি যে, এই ভাষার জনগোষ্ঠি শিক্ষিত হয়ে, সমৃদ্ধ হয়ে গবেষক হয়ে তাদের হরফ তারা গ্রহণ করবে। সে দেবনাগরিতে করতে পারে, রোমান হরফে করতে পারে বাংলা হরফে করতে পারে। উড়িষ্যা এক সময় গ্রহণ করেছিল তারা নিজেরা হরফ তারা

গ্রহণ করে নিয়েছে। আসামে গ্রহণ করছে, মনিপুরে সেই জাতি লেংগোয়েজ হিসাবে সাহিত্য পুরস্কার নিয়ে যাচ্ছে। কাজেই বক্ষ রোল একটি পাত্র এটাতে জল রাখা যায়, দুধ রাখা যায়, গোবর রাখা যায়, অমৃত রাখা যায়। এই লেংগোয়েজ হচ্ছে আপনার টেষ্টগুন, আপনি কোনটা গ্রহণ করবেন। কাজেই আমরা কিছুতেই গুরুত্ব দিচ্ছি না আমরা শুধু লক্ষ্য করেছি আসলে এই ভাষার অক্ষরটাকে কেন্দ্র করে এই রাজ্যের ভাষা গোষ্ঠি এবং জনগোষ্ঠির মধ্যে বিরূপ বিদ্বেশ এমন ভাবে তৈরী করা হউক স্বাধীনতা, ত্রিপুরা যেমন একটি অবাস্তব যতটুকু সত্য রোমান হরফে ককবরকের অক্ষর হবে এটাও ততটুকু একটি ক্ষতিকারক ব্যাপার এটাকেই বলেছি যতটুকু এগিয়ে গেল ততটুকু পিছিয়ে রয়েছে। কাজেই ট্রাইবেল ইন্টারলেকচুয়েল তারা তো আসলে চাইছে সবাই ইংলিশ লেখা পড়া শিখুক এবং ককবরক, ককবরক ও তারা পড়াশুনা করে না এবং মাঝখানে তারা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খুলছে। কাজেই তাদের কাছে বিকল্প হলে ইংলিশ মিডিয়ামের বিকল্প এটা মুষ্টিমেয় কয়েক জনের মধ্যে। যারা ইংরাজী পড়তে চায় তাদের আমরা কিছু কিছু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খুলছি। কাজেই আমরা ককবরক দিয়ে বিশিষ্ট প্রয়াত জন নেতা দশরথ দেব, তিনি ভাষা সম্পর্কে যথেষ্ট অধিকার ছিলেন এবং সুনিতি চট্টপাধ্যায় বলেছেন দশরথ দেব যদি পলিটিক্সে না গিয়ে যদি আমাদের ভাষা তত্বের ব্যাপারে আসত তাহলে দশরথ দেব হয়তো আমরা যতই পৃথিবীতে বা আমার চাইতে বড় একজন ভাষাবীদ হয়ে যেতে পারত। কাজেই ভাষা সম্পর্কে দশরথ দেবকে উপেক্ষা করা এবং বিরোদ্ধে কোন মন্তব্য করা সঠিক না। ভাষা সম্পর্কে তার ধারণা ছিল তিনি ভাষা তথা শাস্ত্র ছিলেন। কাজেই সামগ্রিক হিসাবে আমরা এটা করছি আগামী দিনে মানুষ ঠিক করে নেবে বিতর্ক সেখানে আসছে। এখন মনে করি আমরা বাংলা ভাষাই হোক এবং এ,ডি,সি-তে যে পথে যাচ্ছে সেই পথ ভুল পথ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিছু বলবেন।

শ্রীরতন লাল নাথ : - কোচিং-এর ব্যাপারে তো কিছু বললেন না। মিনিষ্টারা হাই অফিসিয়েল করে আমাদের জন্য কোচিং ব্যাবস্থা করা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— এম. এল. এ-দের জন্য করা যাবে, কোন অসুবিধা হবে না। ঠিক আছে আমরা এটা ঠিক করে নেব।

VALEDICTORY SPEECH MADE BY THE SPEAKER

মিঃ স্পীকার : আজকের সভার কার্যসূচী শেষ। এবং এই অধিবেশনের কার্যসূচী শেষ হয়েছে। অধিবেশন চালাতে যারা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন তাদের এবং মাননীয় সদস্যদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এই সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতবী ঘোষণা করছি।

PAPER'S LAID ON THE TABLE ANNEXURE—A

(Questions and Answers)

Admitted Starred Question No. 13

Name of the Member :— Shri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rcural Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। জম্পুই পাহাড়ে বসবাসকারী জনগণের স্বার্থে পরিশুদ্ধ পানীয়জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা ?

২। করা হয়ে থাকলে উক্ত এলাকার কতগুলি পরিবার উপকৃত হয়েছে ? এবং

৩। না হয়ে থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর :— হাঁ, করা হয়েছে।

২নং প্রশ্নের উত্তর :— আনুমানিক ১১২৭টি পরিবার উপকৃত হয়েছে।

৩নং প্রশ্নর উত্তর :— প্রয়োজন নাই।

Admitted Starred Question No. 49

Name of the Member :— Sri Umesh Chandra Nath.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে কৃষি ভুমি এবং জুম চাষের ভুমির পরিমাণ কত ? এবং

২। ১৯৯৯-২০০০ আর্থিক বৎসরে রাজ্যে কি পরিমাণ আউস, আমন, শাইল ও জুম ধান উৎপাদন করা হয়েছে ?

উত্তর

১। সারা রাজ্যে কৃষি ভুমির পরিমাণ ২,৮২,৩৫০ হেক্টর। এবং জুম চাষের ভুমির পরিমাণ ১০,৭৩০ হেক্টর।

২। ১৯৯৯-২০০০ ইং আর্থিক বৎসরে আউস, আমন, বোরো ও জুম ধানের উৎপাদনের পরিমাণ হল :

আউস	—	৭৫,৫৫০	মেঃ টন
আমন	—	৪,৭৮,৮০০	মেঃ টন
বোরো	—	১,৯৫,৯৭৫	মেঃ টন
জুম	—	৮,১০০	মেঃ টন
মোট		৭,৫৮,৪২৫	মেঃ টন

Admitted Starred Question No. 59

Name of the Member :—Shri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্যসরকার ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমায় ব্লক খুললেও কর্মী স্বল্পতার অভাবে উন্নয়ণমূলক কাজকর্ম হচ্ছে না।

২। ঐ সমস্ত কর্মী-স্বল্পতা দূর করতে সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন ?

উত্তর

১নং :— ইহা সত্য নয়।

২নং :— সমস্ত নুতন ব্লকগুলিতে কর্মী স্বল্পতা লাঘব করার জন্য সরকার আপাততঃ পুরাতন ব্লকগুলি থেকে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী এনে ব্লকের স্বাভাবিক কাজকর্ম চালু রেখেছেন। তাছাড়াও অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ হেডক্লার্ক, একাউনটেন্ট ও ইউ, ডি ক্লার্কস্তরের কর্মী নিয়োগ করে কাজ চালু রেখেছেন। কর্মী স্বল্পতা দূরীকরণের জন্য স্থায়ীভাবে কর্মচারী নিয়োগ করে শূন্যপদগুলি পুরণের কাজও পুরোদমে চলছে।

Admitted Starred Question No. 69

Name of the Member :— Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Agriculture Department be pleased to State :

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকার কৃষকদের সুবিধার্থে কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনা করছেন কি-না ?

প্রশ্ন

২। করে থাকলে বর্তমান অর্থ বছরে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা হচ্ছে কি-না ? এবং

৩। হয়ে থাকলে কোথায় কোথায় হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ

৩। এন, ই, সির অর্থানুকুল্যে তেলিয়ামুড়ায় একটি এবং রাজ্য সরকারের অর্থানুকুল্যে বাইখোরায় আরও একটি কোল্ড ষ্টোরেজ করার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Starrd Question No. 79.

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Minister-In-Charge of the General Administration Department. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে প্রটোকল ম্যানুয়েল প্রকাশ না করার কারণ কি ?

২। যদি করার পরিকল্পনা থাকে তা হলে কবে নাগাদ এই কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ভারত সরকার কর্তৃক প্রণীত "ওয়ারেন্ট অফ্ প্রিসিডেন্স" অনুযায়ী বাস্তব প্রয়োজন বিবেচনায় রাজ্যে প্রটোকল সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরিদর্শনকারী অতিথি-গণকে আতিথেয়তা প্রদর্শনের জন্য "ত্রিপুরা স্টেট গেস্ট রুলস, ১৯৮৬" নামে একটি নিয়ম প্রণীত হইয়াছে। এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের প্রটোকল ম্যানুয়েলের অভাবে প্রটোকল সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিধি ব্যবস্থা গ্রহণে কোন অসুবিধা হয় নাই। এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২নং প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 90

Name of Member :- Shri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। কদমতলার ডাক বাংলাটি আনুষ্ঠানিকভাবে ওপেনিং না করার কারণ কি ?

২। কবে নাগাদ ওপেনিং করা হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১। তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাব পত্রের অভাবে।

২। অতি শীঘ্রই করা হবে।

Admitted Starred Question No. :— 312

Name of the Member :— Shri Shyamacharen Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charges of the General Administration (S.A.) Department be pleased to state :–

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, গুয়াহাটী ত্রিপুরা ভবনে জনসাধারণ ও ছাত্রদের থাকা নিষিদ্ধ ?

২। যদি সত্য হয়, তার কারণ ?

৩। গুয়াহাটী ত্রিপুরাভবনে থাকার জন্য বিশেষ কোন আলাদা নিয়ম আছে কি ?

৪। থাকিলে তাহা কি প্রকার ?

উত্তর

১। গুয়াহাটী ত্রিপুরাভবনে জনসাধারণ ও ছাত্রদের থাকা নিষিদ্ধ নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। গুয়াহাটী ত্রিপুরা ভবনে থাকার জন্যে আলাদা বিশেষ কোন নিয়ম নেই। রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বিবেচিত জনসাধারণ ত্রিপুরাভবনে থাকতে পারেন।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No : 314

Name of the Member :- Sri Shyamacharan Tripura,

will the Hon'ble Minister-in-charge of the General Administration (S.A.) Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য দিল্লীর চানক্য সিনেমা হলের কাছে একটি নূতন ত্রিপুরাভবন তৈরী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

২। সত্য হলে উপরিউক্ত নূতন ত্রিপুরা ভবনটি তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে কিনা এবং কবে নাগাদ উক্ত কাজটি শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ। ইহা সত্য।

২। কাজ এখনও শুরু হয়নি। তবে কাজ শুরু করার জন্য আর্থিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক কাজ যেমন দরপত্র আহ্বান ইতিমধ্যেই করা হয়েছে।

ANNEXURE—'B'

Admitted Un-Starred Question No. 78

Name of The Member :— Shri Shyama Charan Tripura,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of General Administration (P&T) Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ৩১শে মে, ২০০০ পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের কোন দপ্তরে কতটি উপজাতি সংরক্ষিত পদ অপুরিত (Back Log) রয়েছে (দপ্তর ও গ্রুপ ভিত্তিক হিসাব)

২। ঐ সমস্ত অপুরিত (Back Log) পদগুলি পূরণের জন্য Special Drive-এর কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ;

৩। থাকিলে উক্ত Special Drive পরিকল্পনা রূপায়নের কাজ কবে থেকে শুরু হবে বলে আশা করা যায় এবং

৪। পরিকল্পনা রূপায়নের কাজ শুরু করা না হলে তার কারণ।

উত্তর

১। ৫০টি দপ্তর/সংস্থা বাদে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ৩১শে মে ২০০০ ইং পর্যন্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে/সংস্থায় উপজাতি সংরক্ষিত পদ অপূরিত (Back Log) সংখ্যা (দপ্তর ও গ্রুপ ভিত্তিক হিসাব) নিম্নরূপ :

দপ্তর/সংস্থার নাম	গ্রুপ-এ	গ্রুপ-বি	গ্রুপ সি	গ্রুপ-ডি
১	২	৩	৪	৫
১। জি, এ, (এস, এ)	—	১১	৬	—
২। ডাইরেক্টর অব ফায়ার সার্ভিস	—	৬	৪	—
৩। ডাইরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ	—	২৮	২১৫	১২
৪। ডিস্ট্রিক্ট রেজিঃ পঃ	—	—	৩	—
৫। মৎস্য দপ্তর	—	—	—	—
৬। শিল্প ও বানিজ্য দপ্তর	৬	৫	৭১	১
৭। স্কুল এডুকেশন	৫৫	৫৪	১০৫৬	—
৮। নগর উন্নয়ন দপ্তর	—	—	—	—
৯। জি, এ, (এ, আর)	—	—	১	—
১০। ডাইরেক্টর-অব স্মল সেভিংস	—	—	—	—
১১। কালেক্টর অব এক্সাইস, পঃ	—	—	—	—
১২। ডাইরেক্টর-অব প্ল্যানিং এবং কোরডিনেশন	১	১	৫	—
১৩। প্রিজনস ডাইরেক্টরটে	—	—	—	—
১৪। ট্রাইবেল রিসার্চ	—	—	—	—
১৫। কণ্ট্রোলার অব ওয়েটস মেসারস.	—	—	৪	—

		২	৩	৪	৫
১৬।	রাজ্য সৈনিক বোর্ড।	—	—	—	—
১৭।	চিফ্‌ ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকটিকল)	৬	৮	৪	৬
১৮।	ডাইরেক্টরেট অব হ্যাণ্ডলুম	—	—	২৭	—
১৯।	জি, এ, প্রিন্টিং এবং ষ্টেশনারী	—	—	—	১
২০।	জি, এ, পি এবং টি	৫৮	৫৪	৪৪	—
	মোট	১০৬	১৪২	২৮১	১৩

অবশিষ্ট ৫০টি দপ্তর সংস্থার তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। ঐ সকল অপূরিত পদ (Back log) পূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থা সমূহ রাজ্য সরকারের নীতি নির্দেশিকা মেনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। এই কারণে বর্তমানে স্পেশাল ড্রাইভের কোন পরিকল্পনা নেই।

৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর :- ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred question No. :- 159.

Name of the Member :- Sri Bindu Ram Reang.

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Forest Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১। ইহা সত্য কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় বনদপ্তর ত্রিপুরায় ১৫০০ শত হেক্টর বনভূমি রিজার্ভ মুক্ত করেন।

২। যদি সত্য হয়, তবে রাজ্যের কোন্ কোন এলাকায় কত হেক্টর রিজার্ভ মুক্ত করা হয়েছে, (এলাকা ভিত্তিক হিসাব)।

৩। রিজার্ভ মুক্ত এলাকার জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা, এবং থাকলে কত পরিবার দেওয়া হবে ? (এলাকা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর --- ইহা সত্য নহে।

উত্তর --- প্রশ্ন উঠে না।

উত্তর --- প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred Question No. 161

Name of Member :— **Shri Prakash Chandra Das**

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইন্দিরা আবাসন যোজনা প্রকল্পে ১৯৯৭ ইং থেকে ১৫/৬/২০০০ তারিখ পর্য্যন্ত মোহনপুর ব্লকে যাদেরকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে তাদের নাম ঠিকানা কি ?

২। বর্তমান অর্থবছরে উক্ত ব্লকে যাদেরকে উক্ত প্রকল্পে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের নাম ঠিকানা কি ?

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর ঃ— ইন্দিরা আবাসন যোজনা প্রকল্পে মোহনপুর ব্লকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে তাদের নাম ঠিকানা নিয়ে দেওয়া হল ঃ—

Uttar Budhjung-nagar	1. Rati Ranjan Deb Barma, S/O Ramchandra	1997-98
	2. Juti Deb Barma, S/O. Surjamani	
	3. Sukini Deb Barma, W/O. Budrai	
	4. Baishak Deb Barma, S/O. Lt. Joychandra	
	5. Bishnupriya Deb Barma, S/O. Lt, Aswani	
	6. Ruhi Deb Barma, S/O. Lt. Ramkrishna	
	7. Kartik Deb Barma, S/O. Lt. Jyanchandra	
	8. Mangal Deb Barma, S/O. Lt. Bharat	
	9. Kamal Deb Barma, S/O. Lt. Birchandra	
-do-	1. Sukumar Deb Barma, S/O. Dhananjoy	1998-99
	2. Jogesh Deb Barma, S/O. Khepanga	
	3. Ramesh Deb Barma, S/O. Falguna	
	4. Butta Rai Deb Barma, S/O. Arnuna	
	5. Dasarath Deb Barma, S/O. Anuah	

Uttar Budhjung-nagar	6. Surendra Deb Barma, S/O. Madhu Ch.	
	7. Deb Ch. Deb Barma, S/O. Gaya Ch.	
	8. Banati Deb Barma, S/O. Inkhindar	
	9. Sukhni Deb Barma, S/O. Budhi Ch.	
	10. Rabi Deb Barma, S/O. Radha Kanta	
	11. Magu Deb Barma, S/O. Arjun	
	12. Rabin Deb Barma, S/O. Sucha	
	13. Baisakh Deb Barma, S/O. Lt. Samprai	
-do-	1. Sukram Deb Barma, S/O Lt, Chandra Kantra	1999-2000
	2. Bishwa Munda, S/O. Dina	
	3. Kanda Munda, S/O. Lt. Radhacharan	
	4. Debendra Deb Barma, S/O. Nepal	
	5. Sovi Deb Barma, S/O. Kishore Chandra	
	6. Pati Ch. Deb Barma, S/O. Let Ledai	Mad Wall
	7. Sambhu Charan Deb Barma, S/O. Ramchandra	
	8. Ram Mohan Deb Barma, S/O. Dagita	
	1. Maran Deb Barma, S/O. Arjun	Up-gradation
	2. Chandra Manu Deb Barma, S/O. Sidhiram	
	3. Surjya Kr. Deb Barma, S/O. Nishan	
	4. Sambhuram Deb Barma, S/O. Kitingrai	
	1. Wakirai Deb Barma, S/O. Lt. Sambhu Charan	Non Mad Wall
Budhjungnagar	1. Purna Ch. Deb Barma, S/O. Lt. Harinath	1997-98
	2. Pusti Deb Barma, W/O. Lt. Surendra	
	3. Santosh Deb Barma, S/O. Lt. Gobinda	

Budhjungnagar	4.	Kusha Deb Barma, S/O. Lt, Sarat	
	5.	Samprai Deb Barma, S/O. Mahendra	
	6.	Falgunati Deb Barma, W/O. Lt. Budhiram	
	7.	Krishna Mohan Deb Barma, S/O. Lt. Mangal	
	8.	Sankumari Deb Barma, W/O. Bantha	
	9.	Bharati Deb Barma, S/O. Bantha	
	10.	Chaitra Deb Barma, S/O. Abhicharan	
	11.	Shibram Deb Barma, S/O. Nanda Kr.	
	12.	Manada Sundari, W/O. Nagendra	
	13.	Nandu Debbarma, S/O. Lt. Ramesh	
	14.	Bishu Kumar Debbarma, S/O. Kartik	
	15.	Sambhati Debbarma, W/O. Lt. Durjoy	
	16.	Nandalal Debbarma, S/O. Haridas	
	17.	Deb Chandra Debbarma, S/O. Lt. Budhicharan	
-do-	1.	Wakhirai Debbarma, S/O. Lt. Krishna	1998-99
	2.	Joyasri Debbarma. W/O. Lt. Chikan	
	3.	Kachungti Debbarma, W/O. Suchil	
	4	Katen Debbarma, S/O. Bhagirath	
	5.	Himangshu Debbarma, S/O. Lt. Satish	
	6.	Sudhir Debbarma, S/O. Chaitra	
	7.	Bukhai Debbarma, S/O. Radha Krishna	
	8.	Hemanta Debbarma, S/O. Lt. Kartik	
	9.	Uttam Debbarma, S/O Tolla	
	10.	Arun Debbarma, S/O. Lt. Mukurai	
	11.	Budhiloka Debbarma, W/O. Darakha	
	12.	Secten Debbarma, S/O. Lt. Chandravadhan	

Budhjangnagar	1.	Biran Debbarma, S/O. Kasam	1999-2000
	2.	Krishnapati Debbarma, W/O. Radhakrishna	
	3.	Suresh Debbarma, S/O. Binan	Mad Wall
	4.	Samprai Debbarma, S/O. Sadhadev	
	5.	Sahadeb Debbarma, S/O. Chaitramohan	
	6.	Dasharath Debbarma, S/O. Narendra	
	7.	Sumitra Debbarma, W/O. Kali Kumar	
	8.	Biswalaxmi Debbarma, W/O. Lt. Krish Kr.	
	9.	Jatimdra Debbarma, S/O. Adhin	
	10.	Mani Ch. Debbarma, S/O. Dinabandhu	
	11.	Nikunja Bairagi, S/O. Lt. Nagendra	
	12.	Mihir Das, S/O. Lt. Mahesh	
-do-	1.	Chikanti Debbarma, W/O. Wakirai	Non Mad Wall
	1-	Prafulla Debbarma, S/O, Akhil	Up-gradation
	2.	Joy Kr. Debbarma, S/O, Sambhucharan	
	3.	Phani Debbarma, S/O, Bodhrai	
	4.	Bhadramani Debbarma, S/O, Kusha Ch.	
	5.	Amritlal Das, S/O, Amarchand	
Uttar Debandra-nagar	1.	Wakhiti Debbarma, W/O, Susba	1997-98
	2.	Falgana Debbarma,	
	3.	Birulal Debbarma, W/O. Maila	
	4.	Mangaswari Debbarma, W/O. Rabindra	
	5.	Chikanswari Debbarma, W/O. Samendri	
	6.	Dhananjoy Debbarma, S/O. Lt. Wakhirai	
	7.	Rajendra Debbarma, S/O. Lt. Haria	
	8.	Prafulla Debbarma, S/O. Budhhi	
	9.	Budhi Ch. Debbarma, S/O. Khili Roy	

Uttar Debendranagar	1.	Safragna Debbarma, S/O. Ram Bula	1998-99
	2.	Pradip Debbarma, S/O. Bishambar	
	3.	Basana Das, W/O. Lt. Furucharan	
	4.	Radha Krishna Debbarma, S/O. Baishak	
	5.	Balendra Debbarma, S/O. Surendra	
	6.	Sambhu Ch. Debbarma, S/O. Birendra	
	7.	Biswarai Debbarma, S/O. Lt. Nanda Kr.	
	8.	Bharat Ch. Debbarma, S/O. Lt. Sukhrai	
	9	Kepangrai Debbarma, Lt. Gagan	
	10.	Rajendra Debbarma, S/O. Lt. Hari Ch.	
	11.	Sandhaya Debbarma, W/O. Lt, Biswarai	
	12.	Satrogna Debbarma, S/O. Lt. Ramkali	
-do-	1.	Smt. Nirikhi Debbarma, W/O. Mongkrai	1998-99 Non Mad Wall
-do-	1.	Nagandra Debbarma, S/O. Lt. Harikumar	1999-2000
	2.	Badrai Debbarma, S/O. Nirai	
	3.	Prabir Debbarma, S/O. Lt. Kusha	
	4.	Rabi Debbarma, S/O. Lt. Masachandri	Mad Wall
	5.	Rabindra Debbarma, S/O. Lt. Madhucharan	
	6.	Krishna Mohan Debbarma, S/O. Ramsing	
	7.	Rasicharan Debbarma, S/O. Bharat	
	8.	Borifang Debbarma, S/O, Ajit	
	9.	Satish Debbarma. S/O, Chandra Kumar	
	10.	Manmohan Debbarma, S/O. Lt, Rajchandra	
	11.	Swapan Debbarma, S/O, Raja	
	12.	Dipali Sarkar, W/O. Lt, Sajal	
-do-	1.	Rabia Debbarma, S/O, Lt, Puspa	Up-gradation
	2.	Purna Ch, Debbarma, S/O, Lt, Rasindra	
	3.	Manindra Debbarma, S/O. Lt, Biswachandra	

Uttar Debendra-nagar	4.	Paresh Debbarma, S/O, Lt, Budhrai	
	5.	Radharam Debbarma, S/O, Lt, Ghilingrai	
Purba Simna	1.	Prafulla Debbarma, S/O. Surendra	1997-98
	2.	Rupen Debbarma, S/O. Biswamani	
	3.	Shirumani Debbarma, S/O. Chandramani	
	4.	Chandradhan Debbarma, S/O. Iswarchandra	
	5.	Laxman Debbarma, S/O. Shyan Ram	
	6.	Lil Mani Debbarma, S/O, Chandramani	
	7.	Biswanath Debbarma, S/O. Sampa Ram	
-do-	1.	Bishu Debbarma, S/O. Biswanath	1998-99
	2.	Rebati Debbarma, S/O. Rabindra	
	3.	Samproy Debbarma, S/O. Lt. Budhroy	
	4.	Sunil Debbarma, S/O. Lt. Megh	
	5.	Sudhir Debbarma, S/O. Biswa Ch.	
	6.	Mahanta Debbarma, S/O. Lt. Hema Ch.	
	7.	Sobudh Debbarma, S/O. Jogendra	
	8.	Rasamala Debbarma, W/O. Lt. Harendra	
	9.	Lata Debbarma, S/O. Lt. Jogendra	
	10.	Sachindra Debbarma, S/O. Lt. Mangaljoy	
	11.	Pusparai Debbarma, D/O. Kashiram	
-do-	1.	Pushrai Debbarma, S/O. Lt. Raithse	-do- Non Mad Wall
	2.	Shyama Ch. Debbarma, S/O Lt. Abahicharan	
	3.	Acherjee Debbarma, S/O. Kaman	
	4.	Shila Rani Debbarma, W/O. Surendra	
Sankhola	1.	Pijush Debbarma, S/O. Ganesh	1997-98
	2.	Biswarai Debbarma, S/O. Padma Mohan	
	3.	Pramila Debbarma, W/O. Binal	
	4.	Durga Deb Barma, S/O. Dinabandhu	

Sankhola	5. Dasarath Debbarma, S/O. Jogendra	
	6. Bajendra Debbarma, S/O. Yodhisthir	
	7. Gayacharan Debbarma, S/O. Lt. Biswarai	
-do-	1. Ranjit Debbarma, S/O. Ganga Charan	1998-99
	2. Subodh Debbarma, S/O. Bishaya	
	3. Kitaran Debbarma, S/O. Biswarai	
	4. Sachindra Debbarma, S/O. Badhrai	
	5. Jogendra Deb Barma, S/O. Ganga Charan	
	6. Usha Ranjan Debbarma, S/O. Hari Mohan	
	7. Khethis Debbarma. S/O. Laxminarayan	
	8. Uttam Debbarma, S/O. Biswa	
	9. Sudhannya Debbarma, S/O. Lilamani	
	10. Shivendra Debbarma, S/O. Samparai	
	11. Jatra Debbarma, S/O. Gour Ch.	
	12. Pankhiti Debbarma, S/O. -do-	
	13. Kasam Debbarma, S/O. Lt. Rani Mohan	
	14. Rebati Debbarma, S/O. Lt. Majhia	
-do-	1. Padma Mohan Debbarma, S/O. Surendra	1998-99
	2. Sabitri Debbarma, W/O. Kalacharan	
Sarat Choudhury-para	1. Kunjamohan Debbarma, S/O. Radhakishna	1997-98
	2. Barendra Deb Barma, S/O. Lt. Ramani Mohan	
	3. Brajendra Debbarma, S/O. Sankrai	
	4. Kunti Debbarma, W/O. Lt. Bishrai	
	5. Jatindra Debbarma, S/O. Chandra	
	6. Adhin Debbarma, S/O. Chandra Kr.	
	7. Taramohan Debbarma, S/O. Narendra	
-do-	1. Padmini Debbarma, W/O . Lt. Santanu.	1998-99
	2. Sucal Debbarma, S/O. Benoy.	
	3. Subash Debbarma, S/O . Jayanta.	

Sarat Choudhury-para	4. Chandrai Debbarma, S/O. Haradhan.	
	5. Kusum Reang Debbarma, W/O. Lt. Surendra.	
	6. Chiran Urang, S/O. Biswa.	
	7. Raj Mohan Debbarma, S/O. Harijoy.	
	8. Nakhanti Debbarma, W/O. Sachindra.	
	9. Benoy Debbarma, S/O. Mangal.	
	10. Chitta Debbarma, S/O. Rabicharan.	
	11. Ananda Debbarma, S/O. Senai.	
	12. Renu Debbarma, S/O. Kamini.	
	13. Kumaiti Debbarma, W/O. -do-	
Chandrapur	1. Shyamacharan Debbarma, S/O. Takhirai.	1997-98
	2. Samprai Debbarma, S/O. Budhrai.	
	3. Giswaroy Debbarma, S/O. Mangalia.	
	4. Smt. Saiati Debbarma, W/O. Krisha Kumar	
	5. Gayamani Debbarma, W/O. Indre Kumar	
	6. Mankurai Debbarma, S/O, Khepangrai	
	7. Biswa Kumar Debbarma, S/O, Sonacharan	
	8. Jitu Rung Debbarma, W/O. Chandra Kumar	
	9. Senani Debbarma, W/O. Sukudeb	
-do-	1. Ranjit Debbarma, S/O. Mukunda	1998-99
	2. Shyama Ch. Debbarma, S/O. Takhiram	
	3. Laxman Debbarma,	
	4. Biswa Laxman Debbarma, S/O. Biswanath	
	5. Suresh Debbarma, S/O. Wakhirai	
	6. Samprai Debbarma, S/O. Sanjoyram	
	7. Sudhati Debbarma, W/O. Joy Krishna	
	8. Btampati Debbarma, W/O. Mairam	
	9. Bishu Debbarma, S/O. Akhindra	
	10. Brata Kanya Debbarma, W/O. Malia	

Chandrapur	11.	Kukunda Debbarma, W/O. Chandra Mohan	
	12.	Madan Debbarma, S/O. Sangram	
-do-	1.	Smt. Pankhiti Debbarma, W/O, Brajalal	1998-99
Brahamakunda G/P	1.	Mira Sawtal, W/O. Katu	1999-2000
	2.	Malati Sawtal, W/O. Madhu	
	3.	Babulal Ghoswami, S/O. Ranen	
	4.	Dashanath Debbarma, S/O. Mansha	
	5.	Ratia Munda, S/O. Birsing	Mad Wall
	6.	Sunil Munda, S/O. Sukra	
	7.	Satya Das, S/O. Nagendra	
	8.	Dhiru Sarker, S/O. Lt. Mahim	
	9.	Babul Debnath. S/O. Surendra	
	10.	Kalpana Deb, W/O. Arun	
	11.	Uttam Shil, S/O. Lt. Surendra	
	12.	Upendra Debnath, S/O. Lt. Balaram	
	1.	Arjun Sawtal, S/O. Bikram	Up-gradation
	2.	Mangal Munda, S/O. Dasryma	
	3.	Syama Sarkar, S/O. Jaladhar	
	4.	Bhanu Tanti, S/O. Gopal	
	5.	Fulu Bhattacharjee, D/O. Manoranjan	
	1.	Promod Sarkar, S/O. Krishna Dhan	Non Mad Wall
Vidyasagar, G/P	1.	Sukhaman Urang, W/O. Lt. Atul	1999-2000
	2.	Abhinash Baidhya, S/O. Subal	
	3.	Manu Manshi, S/O. Caloham	
	4.	Pradip Das, S/O. Lt. Kartick	
	5.	Sunil Ghatual, S/O. Lt. Banka	
	6.	Bajan Saha, S/O. Ashok	
	7.	Nagendra Deb. S/O. Barendra	
	8.	Skhitiah Karmakar, S/O. Rajan	
	9.	Bhagabati Debnath, S/O. Gpoal	

Vidyasagar, G/P	1.	Tangas Urang, S/O. Lt. Mani	Up-gradation
	2.	Chaba Sarkar, D/O. Dilipchand	
	3.	Kanan Deb, W/O. Ashini	
	4.	Putul Gowala, W/O. Surendra	
	1.	Niranjan Urang, S/O. Shibcharan	Non Mud Wall
	2.	Dhanu Urang, S/O. Mohan	
Ishanpur, G/P	1.	Upendra Das, S/O. Bankabihari	1997-98
	2.	Subal Paul, S/O. Lt. Harish	
	3.	Ajit Debnath, S/O. Radhacharan	
	4.	Nepal Chakraborty, S/O. Nagendra	
	5.	Muni Chandra Debbarma, S/O. Budhu	
	6.	Amuilya Debbarma, S/O. Biswanath	
	7.	Sama Munda, S/O. Suku	
-do-	1.	Gowri Acharjee, W/O. Lt. Nitai	1998-99
	2.	Malati Malakar, W/O, Haripada	
	3.	Pradip Das, S/O. Sunil	
	4.	Ramcharan Debbarma, S/O. Manindra	
	5.	Ranu Debbarma, S/O. Rupendra	
	6.	Khukan Debnath, S/O. Narayan	
	7.	Sachindra Das, W/O. Jiban	
	8.	Falurani Sawtal, W/O. Rabi	
			1999-2000
	1.	Birda Urang, W/O. Lt. Kandra	Mud Wall
	2.	Jharua Nama, W/O, Nikanja	
	3.	Amullya Debnath, S/O. Prafulla	
	4.	Subitra Urang, S/O. Kartick	
	5.	Prabodh Paul, S/O. Lt. Sukhamay	
	6.	Keshab Debnath, S/O. Tajendra	
	1.	Keshab Debnath, S/O. Taijendra	Up-gradation
	2.	Goutam Munda, S/O. Lt. Dashu	

Ishanpur, G/P	1.	Bimal Debnath, S/O. Harikrishna	Non Mud Wall
	2.	Dulal Saha, S/O. Lt. Gopal	
Mantala, G/P	1.	Subash Mandal, S/O, Samtosh	
	2.	Pranesh Paul, S/O, Chandramohan	
	3.	Nani Kumar Debbarma, S/O, Asan Ray	
	4.	Laba Dutta, S/O, Bhapati	
	5.	Manu Tanti, S/O, Narendra	
	6.	Sunil Munda, S/O, Sajal	
	7.	Babul Telanga, S/O, Jitu	
	1.	Nanda Lal Munda, S/O. Lt, Netai	1998-99
	2.	Sunil Chandra Das, S/O. Ashini	
	3.	Fula Rani Bhamik, W/O, Binai	
	4.	Mangal Soutal, W/O. Subal	
	5.	Abilash Munda, W/O. Premsingh	
	6.	Rumai Soutal, W/O. Loxman	
	7.	Sukuram Sarkar, S/O. Nabin	
	8.	Jatindra Das, S/O. Jagendra	
	1.	Mareng Munda, S/O. Lt, Birbal	1999-2000
	2.	Bahamani Munda, W/O. Lt. Debra	Mud Wall
	3.	Lakhindar Sawtal, S/O. Lt. Chanu	
	4.	Manindra Biswas, S/O. Lt. Prasanna	
	5.	Surajit Saha, S/O. Lt. Sonamohan	
	6.	Dullal Dutta, S/O. Kamini	
	7.	Surebash Bhowmik, W/O. Manik	
	8.	Ramcharan Das, S/O. Lt. Sridam	Up-gradation
	9.	Sulanha Kewat, W/O, Manu	
	10.	Manuranjan Pantati, S/O. Arjun	Non Mud Wall
Kalachara, G/P	1.	Birendra Sutradar, S/O. Lt. Basanta	1997-98
	2.	Manindra Sarkar' S/O, Lt. Jamini	
	3.	Abinash Sarkar, S/O, Gobardhan	

Kalachara, G/P	4. Fulan Uria, W/O. Dhanu		
	5. Narayan Majumdar, S/O. Lt. Nabin		
	6. Bina Saham, W/O. Ramani		
	7. Ashotush Niogi, S/O, Baikunta		
	8. Mira Rani Sarkar, W/O. Suresh		
	9. Bhasan Deb, S/O. Lt. Sudhir		
	10 Nikhil Bhowmik,		
	11. Sadhan Sarkar, S/O. Lt. Ramcharan		
	12. Sugi Uria, W/O. Bharut		
	13. Sengul Munda, S/O. Bagrai		
	14. Lalu Karmakar, S/O. Ramdayal		
	15. Sampari Gour, W/O. Babulal		
	16. Rajendra Debbarma, S/O. Lt Sridam		
	17. Kartick Munda. S/O. Surendra		
	1. Shri Rabindra Paul,	1998-99	Mud Wall
	2. ,, Narayan Sarkar,		
	3. ,, Nanigopal Dey,		
	4. ,, Bishu Sutradhar,		
	5. ,, Parimal Dutta,		
	6. ,, Bipin Urang,		
	7. ,, Nimai Karmakar,		
	1. Shir Binay Ghosh, S/O. Haradhan	1999-2000	
	2. Smt. Laxmi Uria, W/O. Ranjit		
	3 Milon Karmakar, S/O. Upendra		
	4. Shri Nikunja Majumdar, S/O. Joy singh		
	5. Shri Mangal Malakar, S/O. Krishna		
	6. Karna Debbarma, S/O. Kiran		
	7. Rabicharan Debbarma, S/O. Sudam		
	8. Usha Rani Sarkar, W/O. Suresh		
	9. Kalpana Sarkar, W/O. Abani		
	10. Chetu Mani Sarkar, S/O. Lt. Nagendra		

	1. Parul Das, W/O. Adhir	Up-gradation
	2. Laxmikanta Sarkar, S/O. Lt. Kshiram	
	3. Mahesh Debbarma, S/O. Monmohan	
	1. Dharmarai Debbarma, S/O. Paresh,	Non Mud Wall
Bijoynagar, G/P.	1. Mantu Sarkar, S/O. Lt. Ananda	1997-98
	2. Fulmala Sarkar, W/O. Niberan	
	3. Ranjan Sarkar, S/O. Baikhanta	
	4. Ramesh Das, S/O. Gagon	
	5. Parimal Debnath, S/O. Lt, Parameswar	
	6. Upendra Bhowmik, S/O. Lt. Surendra	
	7. Kali Pada Bhowmik, S/O. Lt. Ramesh	
-do-	1. Jatindra Sarkar, S/O. Lt. Mahendra	1998-99
	2. Gopal Sarkar, S/O. Lalmohan	
	3. Sabha Bhowmik, D.O. Lt. Jogesh	
	4. Kanan Bala Bhowmik, W/O, Lt, Prafulla	
	5. Sandya Dey, W/O. Lt, Bihari	
	6. Sukharam Paul, S/O. Lt, Satyandra	
	7. Indra Kumar Debnath, S/O Lt, Amullya	
	8. Rama Bhowmik, S/O Lt, Debendra	
	9. Satyendra Debnath. S/O. Gojendra	
	1. Matilal Acharjee, S/O. Lt, Mahendra,	Non Mud Wall
	1. Sudhir Sarkar, S/O. Gerendra,	Mud Wall 1999-2000
	2. Debendra Bhowmik, S/O. Lt, Brajendra	
	3. Uma Dutta, W/O, Lt. Kumod	
	1. Narayon Das, S/O. Lt. Sarbananda	Up-gradation
	2. Upendra Karmakar, S/O. Lt. Dhananjoy	
	1. Sankar Nama Das, S/O.Lt. Fulkishore,	NonMudWall
	2. Nilmohan Sarkar, S/O. Lt. Tarani	
Mohinpur, G/P.	1. Phani Bhusan Deb, S/O. Lt Makhan	1997-98
	2. Pradip Deb, S/O. Lt. Amullya	
	3. Chandra Deb, S/O. Ranjit	

Mohinipur, G/P	4.	Kartik Debbarma, S/O. Kamini	
	5.	Himanshu Biswas, S/O. Lt, Lalmohan	
	6.	Dilip Biswas, S/O. Dhirendra	
	7.	Biswalaxami Munda, W/O. Kala Munda	
	8.	Girendra Sarkar, S/O. Adhir	
	9.	Bijani Debbarma, W/O. Mantu	
	10.	Narayan Sarkar, Indramohan	
	11.	Ranjan Deb, S/O. Ramadhir	
	12.	Jaganath Debbarma, S/O. Jogendra	
	13.	Badal Das Kunda, S/O. Ramcharan	
	14	Basanti Das, W/O, Lt, Naresh	
	15.	Monoranjon Sarkar, S/O. Lt, Aghore	
	16.	Dhavani Banarjee, W/O. Budhya	
	1.	Mangal Das, S/O. Kala	1998-99
	2.	Sunil Chakraborty, S/O. Lt, Surendra	
	3.	Dajendra Biswas, S/O. Lt, Chandramohan	
	4.	Dinabandhu Sutradhar, S/O. Suresh	
	5.	Laxmikanta Das, S/O. Upendra	
	6.	Rajesh Das, S/O. Lt, Jitendra	
	7.	Gouri Deb, W.O Swadesh	
	8.	Nepal Shil, S/O. Lt, Brindesan	
	9.	Biswams Debbarma, S/O. Lt, Kachin	
	1.	Chouri Gour, W/O. Ganji	1999-2000
	2.	Bishnu priya Debbarma, W/O. Manindra	
	3.	Ratna Debbarma, W/O, Anjon	
	4.	Dilip Sarkar, W/O, Shambhu	
	5.	Kashinath Sarkar, S/O. Lt, Indramohan	
	6.	Satyachandra Deb, S/O, Lt. Upendra	
	7.	Jyoti Rani Sutradhar, W/O, Lt. Jogendra	
	8.	Srinanda Sarkar, S/O, Lt. Mukanda	

Mohinipur, G/P.	9.	Budhu Bhowmik, S/O. Bhoy	
	10.	Sudhan Das, S/O. Lt. Anil	
	11.	Birendra Biswas, S/O. Lt. Jogiram	
	12.	Basanti Gowala, W/O. Getha	
	1.	Gajadish Biswas, S/O. Lt. Jogendra	Up-gradation
	2.	Nidhu Deb, S/O. Bidhyacharan	
	3.	Shurath Debbarma, S/O. Lt. Jitendra	
	4.	Makhan Acharjee, W/O. Manindra	
	5.	Bivatswa Tati, S/O. Lt, Arun	
Mohanpur, G/P.	1.	Lalit Dutta, S/O. Krishnamani	1997-98
	2.	Babul Debnath, S/O. Lt, Kartik	
	3.	Chunilal Debnath, S/O. Lt. Jagendra	
	4.	Haradhan Debnath, S/O. Lt, Pramananda	
	5.	Bhanu Deb, S/O. Lt. Surendra	
	6.	Sukla Debnath, W/O. Nimai	
	7.	Rabati Debbarma, W/O. Bikram	
	8.	Jaharlal Debnath, S/O. Nishikanta	
	9.	Gobinda Debbarma, S/O, Sailendra	
	10.	Joy Kishore Debnath, S/O, Lt. Jaladhar	
	1.	Niranjan Debnath, S/O. Lt. Herendra	1998-99
	2.	Rabati Dutta, S/O, Lt. Jatindra	
	3	Anjana Das, W/O. Lt. Biyoy	
	4.	Ramani Debnath, S/O. Lt, Ramdhan	
	5.	Madhu Sutradhar, S/O, Polendra	
	6	Nivamala Das, W/O. Amullya	
	7.	Amullya Chakraborty, S/O. Lt, Akhya	
	8.	Khukumani Uria, W/O. Lt. Chandra	
	9.	Jaded Das, S/O. Suchir	
Mohanpur, G/P.	1.	Adisankar Debnath, S/O. Lt. Itar,	Non Mud Wall
	2.	Anil Debnath, S/O. Ramkumar	

Mohanpur, G/P.	1. Bhaskar pantali, S/O. Bashu	Mud Wall	1999-2000
	2. Gouranga Uria, S/O. Ranjan		
	3 Gita Das, D/O Birendra		
	4. Swapan Das, S/O Aswini		
	5. Nirode Debnath, S/O. Abani		
	6 Rathan Dutta, S/O. Monoranjan		
	7. Chunilal Das, S/O. Surendra		
	1. Banu Das, S/O. Lt. Abani	Up-gradation	
	2. Monoranjan Debnath, S/O. Lt. Sahadan		
	3. Purnima Rudra Paul, W/O. Lt. Jahar		
Taranagar, G/P.	1. Mati Lal Debnath, S/O. Lt. Muktanand		1997-98
	2. Purna Chandra Debnath, S/O. Lt, Sitesh		
	3. Manindra Das, S/O. Lt, Jayananda		
	4. Amullya Sarkar, S/O. Lt, Churamani		
	5. Gopal Sutradhar, S/O. Lt, Mahesh		
	6. Sarada Sundari Debnath, W/O. Lt, Biswambar		
	7. Joy Kumar Debnath, S/O. Surendra		
Tamakari	1. Karnamani Debbarma, S/O. Lt, Nandu Kumar		
	2. Girendra Debbarma, S/O Lt, Chartanya Das Baishnab		
	3. Khirode Debbarma, S/O. Lt, Malia		
	4. Ashit Kr. Debbarma, S/O. Lt, Manu Ch.		
	5. Rabindra Debbarma, S/O. Lt, Binanda		
	6. Uttam Kr. Debbarma, S/O. Budhiram		
	7. Shyamacharan Debbarma, S/O. Starugna		
	8. Laxmi Narayan Debbarma, S/O. Lt. Krishna		
	9. Girendra Debbarma, S/O. Wakhirai		
-do-	1. Roti Raja Debbarma, S/O, Sukumar		1998-99
	2. Gopal Debbarma, S/O, Lt, Rabi Charan		
	3. Mangalia Debbarma, S/O, Lt, Rasmiram		
	4, Sukarai Debbarma, S/O, Lt, Debendra		

Tamakari	5.	Khangra Debbarma, S/O. Ram Bhakta	1998-99
	6.	Mohan Debbarma, S/O. Mangal	
	7.	Surja Kumar Debbarma, S/O. Jogendra	
	8.	Manoranjan Debbarma, S/O. Dutanta	
	9.	Anullya Debbarma, S/O Suknram	
	10.	Mangal Debbarma, S/O. Hari Kumar	
	11.	Surendra Debbarma, S/O. Lt. Ramdas	
	12.	Debati Debbarma, W/O. Lt. Krishnachandra	
-do-	1.	Surendra Debbarma, S/O. Puskari	1998-99 Non Mud Wall
Surendranagar	1.	Rabindra Debbarma, S/O. Mahadeb	1997-98
	2.	Budhi Debbarma, S/O. Mangal	
	3.	Surendra Debbarma, S/O. Takhirai	
	4.	Santosh Debbarma, S/O. Agunia	
	5.	Nabachandra Debbarma, S/O. Nefrai	
	6.	Bidhalaxmi Debbarma, W/O. Bigirai	
	7.	Krishna Debbarma, S/O. Mangal	
	8.	Sudhanna Debbarma, S/O. Kunja Kumar	
	9.	Madhucharan Debbarma, S/O. Iuni	
	10.	Mangal Debbarma, S/O. Purna Chandra	
	11.	Rishati Debbarma, D/O. Surendra	
	12.	Sachindra Debbarma, S/O. Raj Kumar	
	13.	Rajendra Debbarma, S/O. Raimohan	
	14.	Hajuri Debbarma, S/O. Jui Radha	
			1998-99
-do-	1.	Padma Kanya Debbarma, W/O. Lt, Sambhu Ram	
	2.	Purnajoy Debbarma, S/O. Khirode	
	3.	Dilip Debbarma, S/O. Brindaban	
	4.	Brajendra Debbarma, S/O. Mangal	
	5.	Subha Laxmi Debbarma, W/O. Lt, Bhagaban	
	6.	Hemata Debbarma, S/O. Khepral	

Surendranagar	7.	Laxminarayan Debbarma, S/O. Mangal	
	8.	Sushan Munda, S/O. Jogadu	
	9.	Basan Munda, S/O. Harisan	
	10.	Sonadhan Debbarma, S/O. Padma Mohan	
	11.	Jaba Munda, S/O. Jogesh	
	12.	Sampati Debbarma, W/O. Lt, Bidhadhar	
-do-	1.	Nagendra Debbarma, S/O. Gangaram	1998-99
Purba Bamutia	1.	Sarada Biswas, W/O, Nibashwa	1997-98
	2.	Jatin Bhil, S/O. Mahesh	
	3.	Narayan Das, S/O. Nirmal	
	4.	Kiran Datta, S/O. Gourchand	
	5.	Krishna Das, S/O. Upendra	
	6.	Gopal Paul, S/O. Nagarbashi	
	7.	Nirada Sarkar,	
	8.	Mangra Munda, W/O. Lt. Anil	
-do-	1.	Nepal Sarkar, S/O. Lt. Kachavitilla	1998-99
	2.	Kauta Sist, S/O. Lt. Joy Baw	
	3.	Nikhil Sarker, S/O. Lt. Daktai	
	4.	Amulya Sarker, S/O. Birendra	
	5.	Gauranga Das, S/O. Bhabon	
	6.	Bakul Dey, W/O, Ranjit	
	7.	Jagadish Bhil, S/O, Lt. Nirmal	
	8.	Pulin Befari Son, S/O. Diechan	
	9.	Amulya Datta, S/O. Gopeshar	
	10.	Swadhan Datta, S/O. Lt, Gakul	
-do-	1.	Sunil Munda, S/O, Charan	1999-2000
	2.	Sitla Munda, W/O, Lt, Babul	
	3.	Matilal Das, S/O, Lt. Kanan	
	4.	Abala Sarkar, W/O, Lt, Chandrasal	
	5.	Sishu Ranjan Roy, S/O, Lt, Piyarimal	

Purba Bamutia	6.	Malati Datta, W/O. Pran gros	1999-2000
	7.	Parulbala Debnath, W/O. Dinesh	
	8.	Chanu Debi, W/O. Lt. Indrajit	
Parchim Bamutia	1	Bhajan Das, S/O. Lt. Anata	1997-98
	2.	Laxman Das. S/O. Lt. Harendra	
	3.	Nepal Das, S/O. Lt. Payari	
	4.	Raj Kr. Das, S/O. Lt. Neelcharan	
	5.	Thakur Chand Biswas, S/O, Lt. Ruhini	
	6.	Sadhan Sarkar, S/O. Lt. Murari	
	7.	Hari Kr, Sarkar, S/O, Lt. Joychandra.	
	8.	Sandhya Sarkar, W/O Lt. Tarani	
	9.	Maya Mandal, W/O Lt. Madhu	
	10.	Utam Debnath, S/O. Lt. Manmuhan	
	11.	Nirmal Sarkar, S O. Lt. Bhim	
	12.	Balak Das, S/O. Lt. Manindra	
	13.	Sushil Das, S/O. Lt, Prakash	
	14.	Sudhila Datta, W/O. Jubaraj	
	15.	Chandra Mohan Sarkar, S/O. Lt, Sashimohan	
	16.	Lalit Das, S/O. Lt. Baikuntha	
	17.	Indra Kr. Banik, S/O. Lt. Rajani	
	18.	Rakhal Das, S/O. Lt, Judhisthir	
	19.	Jagendra Biswas, S/O. Lt. Jamini	
	20.	Milan Sarkar, S/O. Lt. Binanda	
	21.	Subodh Debnath, S/O. Sudhir	
Parchim Bamutia	1.	Nani Gopal Dey, S/O. Lt. Piyari	1998-99
	2.	Niranjan Biswas, S/O. Tarun	
	3.	Niranjan Nama, S/O. Lt. Sridhan	
	4.	Romi Sarkar, S/O. Lt. Nagarbashi	
	5.	Rabindra Sarkar, S/O. Nagarbashi	
	6.	Sachindra Das S/O. Lt, Jagendra	

Pachim Bamutia	7. Nagendra Gupali, S/O. Lt. Surendra		
	8. Kuleswar Datta, S/O. Lt, Ratan		
	9. Jahula Bhill, W/O. Manu Bhill		
		Mud Wall	1999-2000
-do-	1. Nityananda Rudra Paul, S/O. Pratap		
	2. Jyostna Sarkar, W/O, Lt. Mukunda		
	3. Pradip Das S/O. Promoda		
	4. Kshirmohan Das, S/O. Harendra		
	5. Laxmikanta Bhi, S/O. Lt. Joychandra		
Laxmi Lunga	1. Kajal Debnath, S/O, Sunil		1997-98
	2. Manju Deb, W/O, Niranjan		
	3. Naresh Deb, S/O, Banka		
	4, Jatindra Das' S/O, Ramdhan		
	5. Jogesh Das, S/O, Jamini		
	6. Anjali Das, W/O. Amal		
	7. Khagendra Das, S/O, Upendra		
	8. Parimal Das, S/O, Kachan		
	9. Haridhan Roy, S/O, Dinabandu		
	10. Krishnadhan Sarkar, S/O. Lt, Jadab		
	11. Chandrakanta Pattanayak, S/O. Jagal		
	12. Daitari Tanti, S/O. Gobinda		
	13. Budhu Jhara, S/O. Kushal		
	14. Mani Munda, W/O, Haricharan		
	15. Sita Ramgar, S/O. Chandra		
	16. Kamal Bhil, S/O. Dinesh		
	17. Nripendra Das, S/O. Lt, Nibaran		
Laxmi Lurga, G/P	1. Nakul Roy, W/O. Pradip		1998-99
	2. Dhivendra Das, S/O. Dinesh		
	3. Jamuna Bhil, W/O, Mahendra		
	4. Bilba Das, W/O, Ram Kumar		

Laxmilonga G/P.	5. Shanti Natto, S/O. Sunaton		1998-99
	6. Samara Urang, S/O. Ramesh		
	7. Bachu Nanda, S/O. Ujan Sish		
-do-	1. Balai Roy, S/O. Panna	Mud Wall	1999-2000
	2. Parimal Sarkar, S/O. Aghor		
	3. Biswajit Das, Manindra		
	4. Rabindra Das, S/O.		
	5. Sukrakara, S/O. Lt. Dandu		
	6. Karena Debnath, S/O. Lt. Bipin		
	7. Kanai Das, S/O. Lt. Degamsar		
	8. Dhirendra Biswas, S/O. Lalchand		
	9. Lalchand Das, S/O. Nibaran		
	10. Muhini Debbarma, W/O. Ramganesh		
	11. Madan Munda, S/O. Chanda		
	12. Phulmani Munda, W/O. Birsha		
	1. Kamini Biswas, S/O. Lalchand	Upgradation	
	2. Balaram Bakti, S.O. Adam		
	3. Swapan Chowdhury, S/O. Birendra		
	4. Kalpana Tanti, W/O. Tipu		
	5. Manindra Ch. Das, S/O. Malendra		
	6. Sibu Das, S/O. Satish		
Debendranagar	1. Purna Debbarma, S/O. Lt. Bharat Joyram mudi para.		1997-98
	2. Budhuram Debbarma, S/O. Lt. Mani Ch. Balaram Chowdhury para.		
	3. Sobodh Debbarma, S/O. Lt. Brajendra, Purabari.		
	4. Bijoy Debnath, S/O. Lt. Sachindra, Harekrishna para.		
	5. Sanjoy Marak, S/O. Sunil, Marak para.		
	6. Kunja Debbarma, S/O. Rajani, Melapati para.		
	7. Dilbahadhur Pum, S/O. Lt, Purna, Nepdibasti.		
	8. Nidan Sarkar, S/O. Nishikanta, Damdania.		

Debendranagar	1.	Rajar Sarkar, S/O. Banamali	1998-99
	2.	Satish Sarkar, S/O. Lt. Rajendra	
	3.	Rabi Laxmi Debbarma, W/O. Lt, Debendra	
	4.	Santosh Debbarma, S/O. Lt. Jotendra	
	5.	Rabi Debbarma, S/O. Hiran	
	6.	Kalcharan Neeha, S/O. Md. Ali Dhand	
	7.	Narendra Keter, S/O. Sridam	
-do-	1.	Sambhari Munda, W/O. Lt. Abhiram	1999-2000
	2.	Ananda Debbarma, S/O. Lt. Rajkumar	
	3.	Abdul Kasen, S/O. Lt. Karmet Ali	
	4.	Amulya Munda, S/O. Lt. Fago	
	5.	Suatan Helebe, S/O. Kalikumar	
-do-	1.	Ranjit Biswas, S/O. Lt, Unesh	Upgradation
	2.	Anath Biswas, S/O. Jagabandhu	
	1.	Amnali Das, W/O. Lt, Prashat	Non Mud Wall
	2.	Sandhya Laxmi Debbarma, W/O. Kali Ch.	
	3.	Sukhi Debbarma, W/O. Biclyamohan	
	4.	Mohini Debbarma, W/O, Renu	
Purba Gandhigram	1.	Satyendra Deb, S/O. Lt, Hari Kr.	1997-98
	2.	Kamini Sarkar, S/O. Lt, Mahendra	
	3.	Kartik Das, S/O. Chandra Mohan	
	4.	Sudhangshu Das, S/O Chandra Sekhar	
	5.	Haradhan Chakraborty, S/O. Lt, Jamini	
	6.	Subash Chakraborty, S/O. Lt, Manindra	
-do-	1.	Suresh Das, S/O. Lt, Girish	1998-99
	2.	Niranjan Rudra Paul, S/O. Lt, Khirode	
	3.	Sankar Dhar, S/O. Lt, Monoranjan	
	4.	Lal Mohan Sarkar, S/O. Lt, Rajani	
	5.	Kartik Das, S/O. Lt, Chandramohan	
	6.	Sujit Biswas S/O. Lt, Khetra Mohan	

Purba Gandhigram G/P.	7.	Bimal Das, S/O. Lt, Atul	1998-99
	8.	Ashu Rai Chakraborty, W/O. Lt Nagendra	
	9.	Bishu Barman, S/O. Lt, Kalachand	
	1.	Aruni Das, W.O, Narandra	Mud Wall 1999-2000
	2.	Uma Rani Biswas, W/O. Lt, Chandramohan	
	3.	Sukumar Biswas, S/O. Lt. Bipra	
	4.	Rakhal Nama, S/O. Lt, Biswanda	
	5.	Remesh Acharjee, S/O. Lt, Surjya Kumar	
	6.	Sipra Bhowmik, S/O. Lt, Tapa	
	7.	Debendra Debnath, S/O. Lt, Rajkumar	
	8.	Gouraga Dhakraborty, S/O. Lt, Nagendra	
	1.	Ranjit Biswas, S/O, Lt. Sudhir	Up-gradetion
	2.	Rabindra Thakur, S/O, Harimohan	
	3.	Tulshi Deb, S/O. Lt. Agni Kumar	
Parchim Gandhigram	1.	Kamini Barman, W/O, Lt, Monmohan	1997-98
	2.	Sudhan Das, S/O. Lt, Nagendra	
	3.	Gopal Das, S/O. Lt, Aswini	
	4.	Ajit Deb, S/O, Sunil	
	5.	Mantu Mallik, S/O. Lt, Ananda	
	6.	Amrit Das, S/O. Lt, Lalmohan	
	7,	Usha Kapali, S/O. Digendra.	
	1.	Gopal Das, S/O. Lt. Bharat	1998-99
	2.	Uttom Das S/O. Subud	
	3.	Raj kumar Nama, S/O. Lt, Ananda	
	4.	Milon Sarkar, W/O. Lt, Pratab	
	5.	Sita Banik, W/O. Satay	
	6.	Nesa Bhomik, S/O. Birchandra.	
	7.	Motilal Nama, S/O. Lt, Laxmi ch	
	8.	Dulal Deb, S/O. Surjya	
	9.	Santosh Sarkar, S/O. Sudhir	

Pachim Gandhigram	1.	Jugendra Das, S/O, Lt, Ktishu	1999-2000
	2.	Adhir ch, Gope, S/O, Lt, Haribsl	
	3.	Narayan Das, S/O Aswini	
	4.	Sandeep Kr, Singh, S/O, Lt,Nitanjan.	
	5.	Rabindra Deb, S/O, Surjya,	
	6.	Swapan Nama, S/O, Umakanta	
	1.	Gopal Das, S/O, Lt, Aswni	Upgradation
	2.	Sudharani Saha, W/O. Dinesh.	
	3.	Sudhir Sarkar, S/O. Aswini	
	1.	Kajal Chakraborty, S/O. Lt. Ashotush	Non-mud wall
Narsingarh	1.	Sushil Biswas, S/O. Mahim	1997-98
	2.	Ratan Das, S/O. Lt. Kalipada	
	3.	Jadu Bir, S/O. Suku	
	4.	pradeep Datta, S/O. Suresh	
	5.	Gouranga Nama, S/O. Budhai	
	6.	Rakhal Sarkar, S/O, Lt. Kalicharan	
	7.	Sanjip Bardhan, S/O. Lt. Narendra	
	8.	Suknaranjan Kar, S/O. Lt. Amar	
	1.	Raju Mohan Bir, S/O. Ram Ch.	1998-99
	2.	Paresh Nama Das, S/O, Lt. Gopal	
	3.	Piyar Nama, S/O. Lt. Abinash	
	4.	Mukul Biswas, S/O. Lt. Nogorshi	
	5.	Dipak Paul, S/O. Lalmohan	
	6.	Kalpana Bhomik, W/O. Puchu	
	7.	Kanu Das, S/O-Lt. Jugesh	
	1.	Sanjit Chowdhury, S/O. Manindra	1999-2000
	2.	Sushil Das, S/O. Kalicharan	
	3.	Hiralal Acharjee, S/O. Rajani	
	4.	Rabindra Sarkar, S/O, Lt, Birendra	
	5.	Gopal Deb, S/O, Rajmohan	

6. Kananbala Datta, D/O. Sadhan
7. Haradhan Rudra Paul, S/O. Mukunda
8. Nibu Rudra Paul, S/O
9. Sadhan Biswas, S/O. Suresh
10. Makhan Goale, S/O. Laxman

UP-GRADATION

1. Sobharani Acharjee, S/O. Benimadhab
2. Haradhan Sarkar, S/O. Aswini
3. Dhanesh Sarkar, S/O. Suresh
4. Anjali Malakar, W/O. Sunil
5. Banshi Banik, S/O. Suresh

Taranagar G/P.

1998-99

1. Manindra Biswas S/O. Pulendra
2. Haralal Sarkar, S/O. Lt. Ram chandra
3. Ananta Debnath, S/O.Rupsagar
4. Kalimohan Das, S/O. Lt. Rajmohan
5. Malin Debnath, S/O. Makhan
6. Fulan Rani Shil, S/O. Anukul
7. Nagendra Debnath, S/O. Depchand
8. Sital Das, S/O. Mahindre

NON-MUD-WALL—1998-99

1. Narayan Deb, S/O. Lakshan Deb

1999-2000

1. Sukhan bala Sarkar, W/O. Kiran
2. Amrit Deb, S/O. Lt. Harikrishna
3. Rekha Debnath, W/O. Gouranga
4. Kalyani Dutta, D/O. Lt. Santosh
5. Bimal Deb, S/O. Lt. Binode

UP-GRADATAION

1. Parimal Das, S/O. Banashashashi

	2. Renubala Das, S/O. Narendra
	3. Jites Das, S/O. Lt. Manindra
	NON-MUD-WALL
	1. Kali Pada Das, S/O. Lt, Rajendra
	2. Shibani Majumdar, W/O. Nirmal
South Taranagar G, P.	1. Madan Das, S/O. Lt. Brajendra
	2. Chinu Debnath, S/O. Lt, Surendra
	3 Parasmani Das, W. O. Lt, Ashotosh
	4. Sital Das, S/O. Lt, Ranjankanta
	5. Makhan Das, S/O Lt, Narendra
	6. Prafulla Sarkar, S/O. Lt, Ramcharan
	7. Dhaleswari Hrishidas W/O. Rajendra
	1999-2000 NON-MUD-WALL
	1. Nabaloxmi Debbarma, W/O. Sudhyana
	2. Subhakabya Debbarma,, W/O. Rajendra
	UP-GRADATION
	1. Subodh Das, S/O. Lt. Kishnamani
	2. Gouranga Debnath, S/O. Jaladhar
	3. Malati Debnath, W/O. Lt, Ranjit
Paschim Taranagar G/P.	1997-98
	1. Ananda Charan Debnath, S/O. Banandi
	2. Amrit Debnath, S/O. Gangacharan
	3. Abha Deb, W/O. Lt. Ajit
	4. Rekha Debnath, W/O. Haripada,
	5. Amar Chand Debnath, S/O. Dipchand
	6. Sunil Sarekr, S/O. Chandra Kishore
	7. Shib Charan Debnath, S/O. Madhusudan
	8. Suble Das Baisnob, S/O. Jadu Charan
	9. Bala Deb, W/O. Amulya
	10. Haripada Modak, S/O. Subal

11. Parimal Sarkar, S O. Nityananda
12. Ram Kumar Sarkar, S/O Parimal
13. Niyati Bala Gope, W/O. Harendra
14. Akhil Gope, S'O. Surendra
15. Sandhya Chakraborty, W/O. Manindra
16. Subash Deb, S/O. Gureshadhar
17. Binode Debnath, S/O. Lt. Gagan
18. Girish Debnath, S/O. Lt. Surendra
19. Rabindra Chakraborty, S/O. Lt. Chandra Mohan
20. Adhir Bhattacharjee, S/O. Lt. Mehendra
21. Narayan Sarkar, S/O. Lt. Jasudha
22. Samar Debnath, S O. Sankar
23. Gopal Debnath, S/O. Radhaharan

Paschim Taranagar G/P.

1998-99

1. Parul Das, W/O. Hiralal
2. Abinash Gosh, S/O. Lt. Arun Uday
3. Dharai Haran Acharjee, S/O. Lt. Kishore
4. Premananda Debnath, S/O. Lt. Nagendra
5. Dilip Sarkar, S/O, Lt. Nagendra
6. Brajalal Sutradhar, S/O. Adhir
7. Nabadip Rudra Paul, S/O. Narayan
8. Gopal Gosh, S/O, Mathor
9. Nira Debnath, W/O. Lt, Naresh
10. Milon Debnath, W/O. Lt. Amulya
11. Upendra Debnath, S/O. Lt, Harendra

1999-2000

1. Subha Rani Sarkar, W/O. Lt. Harendra
2. Bimal Chandra Das, S/O, Lt. Upendra
3. Haripada Das, S/O, Lt. Rajendra

4. Subharani Deb, W/O, Lt Dinesh
5. Jharna Acharjee W/O. Lt. Darendra
6. Thakurdha Sarkar, S/O. Lt. Rakhim
7. Prafulla Das, S/O. Lt, Harimsham
8. Kalyani Bala Singh, W/O. Surendra
9. Amrit Sarkar, S/O. Prahallad
10, Sribash Das, S/O. Bijesh

UP-GRADATINO

1 Paresh Deb, S/O Dinesh
2. Mahendra Rudra Paul, S/O. Gour Charan
3. Dhirendra Das, S/O. Lt. Biprecharan
4. Priyalal Bhowmik, S/O. Lt. Manindra
5. Sajal Deb S/O. Lt. Gopal
6 Pannalal Das, S/O. Nibaran

Harina Khala G/P,

MUD-WALL

1. Usha Rani Sarkar, W/O. Nanda Kumar
2. Krishnadhan Sarkar, S/O. Durgadhan
3. Harendra Debnath, S/O. Gurau charan
4. Swapan Sarkar, S/O. Lt. Jatindra
5. Upendra Ghosh, S/O. Bhagaban
6. Birendra Debnath, S/O, Haridhan

UP-GRADATION 1999-2000

1. Gita Sarkar, W/O Lt, Bajendra
2. Krishna Shil, S/O. Raj Mohan
3. Bakul Rani Debnath, W/O. Gouranga

NON-MUD-WALL

1. Jatindra Debnath, S/O. Lt, Bharat

Tulabagan G/P,

1. Haridhan Paul, S/O. Bajendra
2. Sadhan Das, S/O. Balaram
3. Khokan Paul, S/O. Umesh

4. Manto Das, S/O. Bharat
5. Kartik Deb. S/O. Satish
6. Lila Das, S/O, Lt. Rupchand
7. Naresh Nama, S/O, Kalachanad
8. Gonesh Karmakar, S/O. Debendra
9. Surja Das, S/O. Shirish
10. Harendra Paul, S/O. Purna
11. Gopal Sarkar, S/O. Kulak
12. Abhinash Deb. S/O, Aswini
13. Sudhan Sarkar, S/O. Rajendra
14. Nandalal Sarkar, S/O. Lt. Madhu Bashi
15. Santilal Deb, S/O. Dinesh

Tulabagan G/P.

1998-99

1. Niranjan Das, S/O, Lt, Nagendra
2. Subal Debnath, S/O. Nitanjaoy
3. Direndra Sarkar, S/O. Dhananjoy
4. Patas Biswas, Pratoled
5. Loxman Saha, S/O. Prafulla
6. Sukharanjan Saha, S/O. Lt, Abitosh
7. Uttam Sarkar, S/O. Narauttam
8. Ranibala Debbarma, S/O. Bharat
9. Manik Paul, S/O, Prabir
10. Rabindra Paul, S/O. Balaram
11. Harendra Sarkar, S/O. Arjun
12. Sunil Das, S/O. Nimcharan

1999—2000

1. Gital Rani Das, W/O. Lt. Surendra
2. Naresh Das. S/O.Achali
3. Anath Bandan Debnath, S/O. Lt. Lamini

4. Gaoranga Das, S/O. Naresh
5. Jagadish Das, S/O. Hiralal

UP-GRADATION

1. Debendra Paul, S/O. Prahallad
2. Sunil Nama, S/O. Lt. Kailash
3. Sanju Karmakar, S/O. Dharesh NON-MUD-WALL

Satdubia G/P. 1997-98

1. Jhulan Deb, W/O. Satya Bhusan
2. Phani Bhusan Deb, S/O. Upendra
3. Niyhawla Sarkar, W/O. Jogesh
4. Nibir Sarkar, S/O. Lt, Balai
5. Rakhal Malakar, S/O. Lt, Budukanta
6. Sudhir Sarkar, S/O. Lt. Shibcharan
7. Tamba Singha, S/O. Anil

Satdubia G/P. 1998-99

1. Satya Deb, D.M. Coloney
2. Durjoy Gotom Sarkar, S O. Debendra
3 Suklal Sarkar, S/O. Upendra
4. Durjaoy Dutta, S/O. Pokra
5. Champa Sharma, W/O. Punkhirai
6 Sachaindra Nath, S/O. Lt, Gagendra
7. Khala Rani Deb, W/O. Lt. Tikendra
8. Nepal Choudhury, S O. Lt, Prafulla
9. Sinil Sarkar, S/O. Lt, Gopal

1999-2000

1. Ramchandra Munda, S/O. Jogesh
2. Sushila Sarkar, W/O. Dhirendra
3. Karuma Sarkar, W/O. Rangamaohan
4. Natin Shil, S/O. Lakhia
5. Shyamlal Das, S/O. Thakuncharan

6. Narayan Das, S/O. Nabadeep
7. Amarchand Malakar, S/O. Chandra
8. Sumitra Nama, W/O. Hrikrishna

UP-GRADATION—1999-2000

1. Nimai Shil, S/O. Sentu
2. Narayan Sarkar, S/O. Kamal
3. Rajendra Debnath, S/O. Baikunta
4. Abiram Baisnob, S/O. Murari

NON-MUD-WALL

1. Aushma Debnath, W/O. Gouranga
2. Jugal Sarkar, S/O. Lt, Jamini

Kalkalia G/P. 1997-98

1. Rakhal Sarkar, S/O. Lt, Krishnadhan
2. Naresh Sarkar, S/O. Lt. Rupchand
3. Sachindra Biswas, S/O. Lt. Mahesh
4. Subal Debnath, S/O. Lt. Chaitra
5. Anil Sarkar, S/O. Lt. Surendra
6. Uttam Debnath, S/O. Lt. Rajendra
7. Anil Das, S/O. Lt. Akhil
8. Mantu Tanti, S/O. Lt. Abhani
9. Santi Tanti, S/O. Lt. Durgacharan
10. Suboth Debnath, S/O. Lt. Surendra
11. Jasuda Roy, W/O. Lt. Swapan
12. Milon Sutradhar, S/O. Nitai
13. Parimal Sarkar, S/O. Chandra kumar
14. Sudhangshu Sarkar, S/O. Suresh
15. Jagendra Kanda, S/O. Haricharan
16. Harendra Sarkar, S/O. Lt. Biseamber
17. Phulashashi Sarkar, W/O. Manmohan

1998-99

1. Jugendra Sarkar, S/O. Lt. Tanmai

2. Jatindra Sarkar, S/O. Lt Mothan
3. Jagadish Debnath, S/O. Prafulla
4. Bimal Tanti, S/O. Lt. Debendra
5. Suresh Sarkar, S/O. Lt. Gouresh
6. Suklal Sarkar, S/O. Lt. Nishikanta
7. Namita Sutradhar, W/O. Nepal
8. Arun Sarkar, W/O. Jogesh

1999-2000, MUD-WALL

1. Gita Bhim W/O. Nirow
2. Sunil Dutta, S/O, Thakurcharan
3. Nibaran Debnath, S/O. Arudhaj
4. Putul Munda, W/O, Samar
5. Kumod Mallik, S/O. Chandra kumar
6. Ramani Sarkar, S/O. Aswini

UP-GRADATION

1. Gopal Das, S/O. Ramchandra
2. Jahaja Begum, W/O Hachem Alli

NON-MUD-WALL

1. Sumitra Sarkar, W/O. Manindra

Fatikcharra G/P,

1997-98

1. Tapas Sarkar, S/O Lt, Arun
2. Santi Sarkar, W/O. Lt. Kaira
3. Drupati Debnath, W/O. Lt. Nandalal
4. Promode Debnath, S/O. Lt. Gokhendra
5. Inchamani Dutta S/O. Lt. Thambo
6. Usha Rani Sarkar, S/O. Lt. Rajendra
7. Krishnamohan Sarkar, S/O. Meghu
8. Haradhan Sarkar, S/O. Jogesh
9. Sarmila Sarkar, W/O. Lt, Amullya
10, Budharai Sarkar, S/O. Lt. Ramchandra

Fatikchara G/P

11. Digendra Das, S/O. Lt. Prasanna
12. Paresh Bill, S/O. Gour
13. Haradhan Bardhan, S/O. Lt. Mohim
14. Pranati Saha, W/O. Lt. Tab Kumar
15. Asani Sarkar, S/O. Lt. Rakhal
16. Bikram Uria, S/O. Lt, Haricharan
17. Straghuna Munda, S/O, Lt. Nirmal
18. Anima Das, W/O. Lt, Nitai
19. Sukhalal Shil, S/O. Manindra

1998-99

1. Satish Sarkar S/O. Lt, Darani
2. Anil Debnath, S/O. Lt, Debendra
3. Nikhil Shil, S/O. Lt Debendra
4. Ranjit Das, S/O. Parendra
5. Malati Telanga, W/O. Lt. Laxman
6. Maya Chakraborty, W/O. Lt. Chitta
7. Alok Sarkar, S/O. Lt. Haripada
8. Bijlika Debnath, D/O. Lt. Duria

1999—2000

1. Gouhar Sarkar, S/O, Lt. Kailesh
2. Rabindra Saha, S/O. Jalindra
3. Narayan Deb. S/O. Adhir
4. Krishna Sarkar, S/O. Debendra
5. Bishnupada. S/O, Lt. Bishurai
6. Ratan Bill, S/O. Jthisthir
7. Monoranjan Bhill, S/O. Sukumar
8. Ranjit Sarkar, S/O. Lt. Aghore

UP-GRADATION

1. Haradhan Mandal, S/O. Lt. Darika
2. Supria Sarkar, W/O. Nani
3. Gurucharan Debnath, S/O. Hriday

Kamalghat G/P.

1997-98

1. Kumudini Sarkar, W/O. Dhananjoy
2. Monoj Debbarma, S/O. Manindra
3. Pranot Biswas, S/O. Lt. Sonatan
4. Kalidhan Kapali, S/O. Lt, Hamohan
5. Manu Debbarma, S/O. Lt. Kartik
6. Santi bala Kapali W/O. Lt. Harish
7. Laxmi Rani Das, W/O. Naresh

1998-99

1. Mangal Debbarma, S/O. Lt. Raticharani
2. Gurucharan Debbarma, S/O. Lt. Prasanna
3. Apu Paul, S/O. Lt. Ajit
4. Satish Debbarma, S/O. Lt. Karim
5. Manoranjan Das, S/O. Lt. Biswambar
6. Manindra Sutradhar, S/O. Lt. Mahendra
7. Sachindra Gosh, S/O. Lt. Surendra

1999-2000, MUD-WALL

1. Phul Manjuri Dutta, W/O. Lt. Ratammani
2. Gita Rani Das, W/O. Lt. Sukumar
3. Parimal Singh, S/O, Haridas
4. Niyati Madak, W/O, Indra Kr.
5. Puspa Rani Sarkar, W/O. Lt, Bangshi
6. Satish Debbarma, S/O. Sambu
7. Mangaleswari Debbarma, W/O. Takhirai

UP-GRADATION

1. Swapan Das, S/O Lt, Chitaranjan
2. Chandan Das, S/O. Jaladhar
3. Surja Kapali, S/O. Lt. Rajendra

1999-2000, NON-MUD-WALL

1. Pramila Singh S/O. Ranjit
2. Pradeep Ghosh, S/O. Akshog
3. Biswalayui Debbarma, W/O. Bishnu

Lembuchara G/P.

1997-98

1. Direndra Debbarma. S/O.
2. Subha Loxmi Debbarma, W/O.
3. Puniram Debbarma, S/O.
4. Sampati Debbarma,
5. Hamanta Tanti, S/O.
6. Khuku Rani Datta, W/O.
7. Chaluia Munda, S/O.
8. Harendra Acharjee, S/O.

1998-99

1. Kartik Dedbarma, S/O. Mangal
2. Gita Dey, W. O. Kajal
3 Haridas Debbarma, S/O. Lt. Brajendra
4. Sukuram Sarkar, S/O. Harendra
5. Chandramohan Sarkar, S/O. Krishna
6. Dilip Debbarma, S/O. Surja
7. Rubi Debbarma, S/O. Madhan
8. Sudhir Debbarma, S/O. Nabakumar

MUD-WALL—1999-2000

1. Kajali Debbarma, W/O. Nabarai
2. Malati Debbarma, W/O. Uddhab
3. Milon Das, W/O. Uddab
4. Nohabala Das, W/O. Gyanrangaj
5. Nikhil Sarkar. S/O. Mukunda
6. Swapan Chakraborty, S/O. Gopal
7. Styajit Singh, S/O Sudhir
8. Nantu Deb S/O. Monuranjan
9. Kumar Debbarma, S/O. Ramsing

UP-GRADATION

1. Sachaiadra Bairagi S/O. Haralal
2. Nabakumar Debbarma, S/O. Samparai

3. Kali prasad Debbarma, S/O. Lt, Pulin
4. Lalita Debnath, W/O. Anil

Singerbill G/P.

1997-98

1. Gopal Haldoc, S/O. Lt, Ramenada
2. Biswa Sarkar, S/O. Lt. Hiralal
3. Dipali Ghosh, W/O. Lt. Chandan
4. Mantu Sarkar, S/O. Lt, Joy Kishore
5. Dulal Bir, S/O. Sriram
6. Charu bala Ghosh, W/O. Dashu
7. Chaya Rani Majumder, W/O. Lt. Hiralal
8. Sadhan Das, S/O. Lt. Uma nath
9. Santosh Das, S/O. Lt. Debendra.
10. Ananda Bardhan, S/O Jaladhar
11. I la Malakar,W/O. Lt. Swapan.

1998-99

1. Biswaram Das, S/O. Biswanath
2. Sankar Das, S/O. Lt. Bothai
3. Chitta Rn. D/nath, S/O. Lt, Nabadip
4. Tibu Gosh, S.O. Lt, Krishno
5. Priyatosh Das, S/O. Gouranga
6. Lal Mohan Biswas, S/O. Shyan Sarkar
7. Anil Chakraborty, S/O. Lt, Jogesh
8. Dilip Das, S/O. Lt, Bivision

1999-2000

1. Chakia Khatum, W/O. Fajlu
2. Ratan Ghosh, S/O. Lt. Ambika
3. Usha Rani Ghosh, W/O. Hemata
4. Jitendra D/nath, S/O. Umesh
5. Lalmohan Das, S/O. Chandramani
6. Ratan Das, S/O. Hriday
7. Pranab Rabidas, S/O. Bijoy

UP-GRADATION

1. Manik Majumder, S/O. Lt. Hiralal
2. Bhajan Das, S/O. Haridhan
3. Laxmirani Dev, W/O. Kamal

Ananganagar G/P.

1999-2000 – MUD WALL

1. Tulsi Sarkar, W/O. Atul
2. Khirmohan Sarkar, S/O. Balaram
3. Mahamaya Chowdhury, W/O. Pramananda
4. Nagendra Munda, S/O. Guru Charan
5. Nagaedra Das, S/O. Niranjan
6. Shanti Barman, W/O. Sukhamoy
7. Mita Ghosh, W/O. Bairagi
8. Mangal Sarkar, S/O. Makhan
9. Hari pada Karmakar, S/O. Bhajahan

1999-2000—UP-GRADATION

1. Maya Biswas, W/O. Rup Chand
2. Nil Mohan Das, S/O. Ran Charan
3. Harendra Das, S/O. Jogendra Das
4. Bidhan Kar, S/O. Bhagaban

Nutannagar

1997-98

1. Krishna Saha, S/O. Lt. Khatramohan
2. Uttam Ghosh, S/O. Lt. Akhil
3. Lalit Debnath, S/O. Lt Agni Charan
4. Swapan Debnath, S/O. Lt. Pratap
5. Swapan Debnath, S/O. Lt. Heladhar
6. Laxmi Shil, W/O. Lt. Jogesh
7. Sadhan Das, S/O. Lt. Kalacharan

1998-99

1. Rekha Debnath, W/O. Nepal
2. Anjana Debnath, W/O. Anil

3. Tyoti Debnath, W/O. Subash
4. Sukumar Debnath, S/O. Lt. Akhil
5. Laxmi Munda, W/O. Dilip
6. Kanan Sutradhar, W/O. Sunil
7. Laljit Acharjee, S/O. Karik Mohan
8. Mira Das, W/O. Pritish

1999-2000—MUD WALL

1. Sento Das, S/O. Lt, Aditya
2. Kedar Bin, S/O Lt. Prasad
3. Khokan Debnath, S/O. Hiralal
4. Ramdhan Das, S/O. Sonaram
5. Ranjit Naha, S/O. Dengari
6. Rabi Rajbhar, S/O. Lt, Gori
7. Rabi Das, S/O. Parameswar

UP-GRADATION

1. Maran Shaha, S/O. Lt, Kalimohan
2. Rekha Debnath, W/O. Narayan

Patunagar G/P

1999-2000

1. Subendu Bhattacharjee, S/O. Lt. Dhirendra
2. Jayanbin, W/O. Nageswar
3. Gagadish bin, S/O. Slari Bin

MUD-WALL

1. Naresh Sarkar, S/O Gajen
2. Minu Shil, W/O. Lt. Amrit
3. Sridam Ghosh, S/O. Lt. Tirthdhan
4. Natu Debnath, S/O. Lt. Chandrakanta
5. Nimai Das, S/O. Jamini
6. Manindra Debnath, S/O. Bhagirath
7. Sneha lata Debnath, W/O. Lt. Nityanaada

Chandinamura

1997-98

1. Kanailai Das, S/O. Lt. Nibaran
2. Bholaram Bin, S/O. Lt. Sitaram
3. Kalipada Deb, S/O Lt. Sashimohan
4. Shibu Saha, S/O. Lt. Sailesh
5. Sadhan Datta, S/O. Lt.
6. Shibu Deb, S/O. Nimchand
7. Tapan Des, S/O Lt. Anil
8. Uttam Dey, S/O. Surja Kumar
9. Badal Deb, S.O. Lt.
10. Anjana Das, W/O Lt. Narayan
11. Ratan Kr. Saha, S/O. Nitai

1998-99

1. Sajal Chakraborty, S/O, Sukhendu
2. Hiranny Roy, S/O. Binode
3. Haripada Paul, S/O. Suresh
4. Nirmal Bin, S/O. Sonkar
5. Ponchan Bin, S/O. Sanpad
6. Manoranjan Paul, S/O.
7. Ranjit Debnath, S/O.
8. Ratan Nag, S/O. Lt. Dinath

MUD-WALL (1999-2000)

1. Lalit Mohan Sarkar, S/O. Lt. Rabi
2. Kabita Das, W/O. Amrit
3. Rakhal Sarkar, S/O. Lt. Patu
4. Sambhu Deb, S/O. Jogyesh
5. Manju Deb, W/O. Kalipada
6. Makhan Sarkar, S/O. Lt. Balaihip
7. Chanda Mallik, S/O, Lt. Nabadhip
8. Dipu Bin, S/O. Lt, Dilu
9. Usha Nath, S/O. Ratan

UP-GRADATION (1999-2000)

1. Dilip Biswas, S/O. Sukesh
2. Dinesh Paul, S/O. Jugesh
3. Sankar Deb, S/O. Jitendra
4. Bhubi Deb, W/O. Priyalal

NON-MUD-WALL (1999-2000)

1. Jogesh Sarker, S/O, Lt. Pakan
2. Swapan Sarkar, S/O. Lalchan
3 Manuranjan Das, S/O. Maniklal

Lankamura

1997-98

1. Hiru Chouhan, S/O. Madhab
2. Dinesh Deb, S/O, Lt. Rajani
3. Sakhi charan Kapali, S/O. Rajani
4. Jogesh Biswas, S/O. Lt. Ranjani
5. Minati Das, S/O. Chintaharan
6. Thakurchan Sarkar, S O. Kulak
7. Dhirandra Rudra Paul S/O. Girish
8. Suniti Sarkar, W/O. Lt. Abani
9. Kalidas Karmakar, S/O. Lt Sadhindu
10. Rashik Sarkar, S/O. Krishnu
11. Tapan Paul, S/O. Bimal Paul

1998—99

1. Sabita Sarkar, W/O. Anil
2. Minakshi Sarkar, W/O. Lt, Haridhan
3. Radhyashyam Bidhya, S/O. Debendra
4. Manuranjan Debnath, S/O. Lt. Upendra
5. Bijan Debnath, S/O. Harimohan
6. Krishna pada Debnath, S/O. Haripada
7. Prafula Das, S/O Lt. Boshi Mahan
8. Dulal Sarkar, S/O. Lt. Mukunda

MUD WALL—1999-2000

1. Narendra Deb, S/O. Santush
2. Ranjit Ghosh, S/O. Santush
3. Amar chand Sarkar, S/O. Nibaran
4. Harekrishna Sarkar, S/O. Abhaycharan
5. Allhadi Sarkar, W/O. Akhil
6. Niranjan Rudrapal, S/O. Upendra
7. Durjoy Sarkar, S/O. Sushil
8. Ramdhan Sarkar
9. Madhucharan Sarkar, S/O. Shyamucharan
10. Bhanulal Das, S/O. Ramesh
11. Sadhan Das, S/O. Madhab

UP-GRADATION—(1999-2000)

1. Narayan Das, S/O. Nibaran
2. Rajendra Sarkar, S/O. Kalachand
3. Rashik Sarkar, S/O Manichand
4. Nirubala Chowdhury, W/O. Poresh
5. Gournagar Das, S/O. Gandacharan

Barjala

1997-98

1. Sarswati Sarkar, W/O. Lt. Rajkishore
2. Ajit Sarkar, S/O. Lt. Upendra
3. Purna Debnath, S/O. Lt. Chintaharan
4. Mantosh Das, S/O. Lt. Nagendra
5. Lalmohan Debnath, S/O. Lt. Debendra
6. Narayan Acharjee, S/O. Lt. Madhusuda
7. Jitendra Sarkar, S/O. Lt. Naresh
8. Mukul Bhowmik, S/O. Sachindra

1998-99

1. Nripendra Roy, S/O. Lt. Kamini
2. Rates Debnath, S/O. Lt, Sivsha

3. Baruna Sarkar, W/O. Debendra
4. Ranjit Acharjee, S/O. Matilal
5. Kshitish Deb, S/O. Lt. Khukan
6. Naik De, S/O. Lt. Birswas
7. Monuranjan Gupta, S/O. Lt. Ramananda

Barjala

1999-2000

1. Maya Paul, W/O. Manik
2. Makhan Das, S/O.
3. Nirabala Sarkar, W/O. Kailash
4. Sachindra Biswas, S/O. Khetramoha
5. Bibha Acharjee, W/O. Monoranjan
6. Santu Deb, S/O. Naresh
7. Dipali Das, W/O Haladhar
8. Sunil Sarkar, S/O. Surendra
9. Kalyan Bhattacharjee, S/O. Ashotush
10. Subal Das, S/O. Radhacharan

UP-GRADATION

1. Nimai Mitra, S/O. Lt. Surendra
2. Gita Deb, W/O. Madhu
3. Gouranga Das, W/O. Bairagi
4. Puspa Das, W/O. Swaraj

Litchubagan

1997-98

1. Jaltu Mia, S/O. Lt, Kala Mia
2. Sankar Chakraborty, S/O. Lt. Aswini
3. Puranlal Gosh, S/O. Ananda
4. Anil Biswas, S/O. Lt. Nanda
5. Upendra Shil, S/O. Lt. Rashik
6 Chandra Kr. Sharma, S/O. Lt. Nilmani
7. Radha Chatri, D/O. Lt. Harandra
8. Sadesh Das, S/O. Sri Chandmohan

(Questions & Answers)

1998-99

1. Sahaded Acharjee, S/O. Lt. Amar Krishna
2. Shomendra Roy, S/O. Dharai
3. Gopendra Dhar, S/O. Lt. Goush
4. Jagat Shoo, S/O. Hridoy
5. Phiri Dania, S/O. Lt. Pratap
6. Shayan Sen, S/O. Soboot
7. Bimal Roy, S/O. Lt. Sakumar

1999-2000 MUD-WALL

1. Bama Charan Sarkar, S/O, Rojmohan
2. Archana Debnath, W/O. Ashotosh
3. Bikram Acharjee, S/O. Himangshu
4. Partha Kal, S/O. Shsabhu
5. Laxmi Sonar, D/O. Kadambahadur
6. Amit D/nath, S/O Gopal
7. Bina Ghosh, W/O. Khetramohan
8. Padma Das, W/O. Parimal
9. Manju Bhattacharjee, W/O. Narayan
10. Manindra Paul, S/O. Madan Mohan

UP-GRADATION

1. Krishna Dhar, S/O. Bishno Charan
2. Leunsri Das, S/O. Abu
3. Jyotirmoy Paul, S/O. Dhirendra
4. Subhash Roy, S/O. Amulya
5. Binoy Mista, S/O. Lalit
6. Rebati Das, S/O. Ramani

NON-MUD-WALL

1. Jahar Roy, S/O. Ramananda

Paschim Simna

1997-98

1. Guchabari Munda, W/O. Lt. Birshu
2. Sacindra Urang, W/O. Lt, Jiban

3. Manan Deb. Barma, S/O. Dinesh
4. Ranibala Deb, W/O. Lt. Birendra
5. Dulal Urag, S/O. Balaram
6. Manindra Das, S/O. Lt. Brajakishore
7. Surabala Sarkar, W/O. Lt. Kanai
8. Gouranga Das, S/O. Lt. Gangacharan

1998—99

1. Kamal Sarkar, S/O. Nanda
2. Bedhu Sanyal, S/O. Lt. Jogen
3. Rita Tanti, W/O. Lt. Panu
4. Sepali Deb, W/O. Lt. Nama
5. Bijit Deb, S/O. Lt. Jhunu
6. Kobir Sautal, S/O. Lt. Ghanga
7. Niranjan Sharma, S/O. Rajendra
8. Haridas Urang, S/O. Lt. Sitaram
9. Sukumar Sarkar, S/O. Lt. Satish
10. Sonatan Nayek, S/O. Lt. Khatiya
11. Budhugar Urang, S/O. Lt. Ram Chandra
12. Sunil Munda, S/O. Ram Das

Moghliban

1997-98

1. Laxmi Kanta Sarkar, S/O. Lt. Parameswar
2. Gopal Das, S/O. Lt. Jogesh
3. Dulal Urang, S/O. Lt. Dhamda
4. Bodhg Urang, S/O. Lt. Nilkanta
5. Upendra Deb Barma, S/O. Ananta
6. Surendra Deb Barma, S/O. Krishnamani
7. Kuleswar Rabidas, S/O. Motilal
8. Sunil Orang, S/O. Harilal
9. Arjun Orang, S/O. Charan
10. Maji Orang, S/O. Manu

11. Bijoy Orang, S/O. Bardno
12. Sankar Saha, S/O. Jatindra
13. Hemendra Debnath, S/O. Nabin
14. Nishi Kanta Sarkar, S/O. Lt, Sonatan
15. Safal Malakar, S/O. Lt. Khirode
16. Parimal Das, S/O. Lt. Piyari
17. Bikash Roy, S/O. Suresh
18. Sukumar Hrishi Das, S/O. Lt. Suresh

Megliban

1998-99

1. Hikhil Das, S/O. Lt. Chitta
2. Direndra Acherjee, S/O. Kalipara
3. Harakumar Sarkar, S/O. Lt. Suklal
4. Mira Saha, W/O. Sadhan
5. Maran Saha, S/O. Makhan
6. Tarun Biswas, S O. Premanda
7. Manu Urgang, S/O. Uma Chandra
8. Arun Urang, S/O. Uma Chandra
9. Kulada Soutal, W/O. Mando
10. Manindra Urang, S/O. Rabindra
11. Barun Deb, S/O. Makhan

1998-99—NON MUD WALL

1. Binode Rai, S/O. Duk Rai

Tusamunkurai

1997-98

1. Rajendra Debbarma, S/O. Rati Ranjan
2. Sobodh Debbarma, S/O. Harendra
3. Sukuchandra Debbarma, S/O. Debendra
4. Krishna Kanta Debbarma, S/O. Ram Krishna
5. Shishir Debbarma, S/O Gayacheran
6. Biswalaxmi Debbarma, W/O. Biswarai
7. Madhu Kr Debbarma, S/O. Dhaniram

-do- 1998-99

1. Arun Debbarma, S/O. Mangal
2. Kiran Debbarma, S/O. Tolachandra
3. Chandra Kr. Debbarma, S/O, Sarat
4. Monoranjan Debbarma, S/O. Harendra
5. Asharam Debbarma, S/O. Nabakumar
6. Mankarai Debbarma, S/O. Bisha Ch.
7. Bijoy Debbarma, S/O. Charan
8. Manichandra Debbarma, S/O. Shibjoy
9. Benoy Debbarma, S/O. Kashiroy
10. Chitta Debbarma, S/O. Chandrakanta

-do- 1998-99

1. Ratan Debbarma, S/O. Lalit
2. Bijoy Debbarma, S/O. Laxmi Charan

Balurbondh 1997-98

1. Satya Laxmi Debbarma, W/O. Joyanta
2. Ratiranjan Debbarma, S/O. Sonacharan
3. Kurthi Debbarma, W/O. Nagendra
4. Amulya Debbarma, S/O Ramdayal
5. Chandra Kr. Debbarma, S/O Abhimunnya
6. Malanti Debbarma, W/O Lt. Arjun
7. Samprai Debbarma, S/O. Bahadur

-do- 1998-99

1. Sonachandra Debbarma, S/O. Lt. Maniram
2. Dilip Dabbarma, S/O. Hari Bakta
3. Anil Debbarma, S/O. Bidyut
4. Bidhya Laxmi Debbarma, W/O. Lt. Laxman
5. Upendra Debbarma, S/O. Dilchandra
6. Nagendra Debbarma, S/O. Lt. Surendra
7. Kulendra Debbarma, S/O. Lt Birendra

8. Lal Mohan Debbarma, S/O. Bidyaram
9. Jotendra Debbarma, S/O. Samprai
10. Birendra Debbarma, S/O. Jatindra
11. Dhabendra Debbarma, S/O. Manilal

1998-99 MUD-WALL

1. Bishnu Debbarma, S/O. Lt. Laxmichandra

Kambuckcherra 1997-98

1. Kiran Debbarma, S/O, Lt. Monoranjan
2. Kunja Laxmi Debbarma, W/O. Subha
3. Sudhir Debbarma, S/O. Lt. Chandra Kumar
4. Sudhanya Debbarma, S/O. Arjun
5. Joy Mohan Debbarma, S/O. Lt. Bipin
6. Puika Debbarma, S/O. Biswarath
7. Laxmi Narayan Debbarma, S/O. Iswarrai
8. Rabindra Debbarma, S/O. Ramesh
9. Ratan Debbarma, S/O. Sonacharan
10. Sachindra Debbarma, S/O. Narendra
11. Senarai Debbarma, S/O Joydhan
12. Sonjit Debbarma, S/O. Khirode
13. Ranil Debbarma, S/O. Lt. Harirai
14. Niranjan Debbarma, S/O. Lt. Shyamodha
15. Resamati Debbarma, W/O. Samir
16. Brupati Debbarma, W/O. Agnia

-do- 1998-99

1. Sabata Debbarma, W/O. Sadhan
2. Sampati Debbarma, W/O. Jagadesh
3. Bidhya Laxman Debbarma, S/O. Bodrai
4. Sita Ranjan Debbarma, S/O. Budhia
5. Ramesh Debbarma, S/O. Bishanath
6. Prabir Debbarma, S/O. Rabicheran

7. Gopal Debbarma, S/O. Baijan
8. Bidhya Laxman Debbarma, S/O. Biktabashi
9. Kanshamari Debbarma, S/O. Satish
10. Bangra Debbarma, S/O. Joymanu
11. Biswanath Debbarma, S/O, Nagar

1998–99 NON MUD WALL

1. Nagrai Debbarma, Biswamanu

Dumrakaridak 1997-98

1. Padama Laxmi Debbarma, W/O. Lt. Krishna
2. Falgunia Debbarma, W/O. Mangal
3. Rampada Debbarma, S/O. Lt. Biyarai
4. Reshamati Debbarma, W/O Geyin Chanda
5. Rabiya Debbarma, S/O. Mohan
6. Gurucharan Munda, S/O. Kandhara
7. Shekarai Debbarma, S/O, Pashiya
8. Rajani Debbarma, W/O. Rabati
9. Budharai Debbarma, S/O. Harikumar
10. Jatindra Debbama, S/O. Rabia
11. Kamala Debbarma, W/O. Khiruju
12. Budhia Debbarma, S/O. Ramanidas
13. Aranpati Debbarma, D/O. Prashan
14. Budhini Debbarma, W/O. Manindra
15. Ranjit Mala Debbarma, W/O. Pabindra

-do- 1998-99

1. Nabachandra Debbarma, S/O. Lt. Sambhu
2. Mailya Debbarma, S/O. Dipchandra
3. Dilip Debbarma, S/O. Girendra
4. Rajchandra Debbarma, S/O. Patcha

1998-98 NON MUD WALL

1. Hemanta Debbarma, S/O. Rambabu

2. Satish Debbarma, S/O. Moharani
3 Debra Munda, S/O. Prem Munda
4. Satish Debbarma, S/O. Munichandra
5. Agunia Debbarma, S/O. Puska
6. Rabindra Debbarma, S/O. Ramesh
7. Taramohan Debbarma, S/O. Ramesh
8. Gobardhan Dabbarma, S/O. Dinanath

-do-
1. Harendra Debbarma, S/O. Ramesh
2. Ganga Debbarma, S/O. Metai
3 Pankhirai Debbarma, S/O. Pssidas
4. Grajendra Debbarma, W/O Kusum

Baikunthapur 1997-98

1. Chandaswari Debbarma, W/O. Lt. Girindra
2. Sarubala Debbarma, W/O. Lt. Chandramala
3. Mangal Debbarma, S/O. Lt. Harirai
4. Lalit Debbarma, S/O. Lt. Joydhan
5. Bishu Debbarma, S/O. Lt. Joydhan
6 Rajendra Debbarma, S/O. Sumanta
7. Nitai Debbarma, S/O. Lt. Sugha Chandra
8. Nil Mani Debbarma, S/O. Meghchandra
9. Srimati Debbarma, W/O. Lt. Anil
10. Biswachandra Debbarma, S/O. Lt. Susha
11. Ban Singh Debbarma, S/O. Lt. Raghuram
12. Bivishan Debbarma, S/O. Lt. Harendra
13. Ram Bakta Debbarma, S/O. Lt. Biswa
14. Monoranjan Debbarma, S/O, Lt. Joykumar
15. Rabindra Debbarma, S/O. Sumanta
16. Manmohan Debbarma, S/O. Mangal
17. Jatindra Debbarma, S/O. Mangal

-do- 1998-99

1. Satimala Debbarma, S/O. Lt Gouranga
2. Suresh Debbarma,
3. Sachirai Saha,
4. Khirodi Debbarma, W/O. Lt. Bijoy
5. Gita Das, W/O. Lt. Har Gopal
6. Gour Hallam, S/O. Lt. Arjun
7. Jotindra Debbarma, S/O Lt Jaga hari
8 Mangal Boujeea, S/O. Inchoram
9. Posma Bujeea, S/O. Ananda
10. Ranjit Debbarma, S/O. Gopal
11. Hari Soma, Lt. Ananda
12. Naba Chandra Debbarma, S/O. Lt. Rabichandra

Barkethal 1997-98

1. Biswa Kumar Debbarma, S/O.
2. Sambhu Charan Debbarma, S/O. Radha Krishna
3. Padma Kumar Debbarma,
4. Dhanalaxmi Debbarma, W/O. Khetra
5. Budhi Chandra Debbarma, S/O. Rabiya
6. Narayan Debbarma, S/O. Mankurai
7. Arun Debbarma, S/O. Budhichandra
8. Asmprai Debbarma, S/O. Gobinda

-do- 1998-99

1. Harendra Debbarma, S/O. Laxmi Narayan
2. Promod Debbarma, S/O. Sikradhan
3. Gothala Ghar, S/O. Budhiya
4. Sonaram Gar, S/O. Dhananjoy
5. Hemanta Debbarma, S/O. Biswanath
6. Sambhu Ram Debbarma, S/O. Karna
7. Dasarath Debbarma, S/O. Ramchnadra

8 Premananda Sarkar, S/O. Gopal
9. Sampray Debbarma, S/O. Gobinda
10. Akhil Debbarma, S/O. Sukrcy
11. Biswarai Debbarma, S/O. Nabachandra
12. Laxman Debbarma, S/O. Khirode

Indrenagar

1997-98

1. Laxmi Malakar, W/O. Dilip
2. Shibaprasad Sarkar, S/O. Lt. Abani
3. Jyostna Nath, W/O. Babul
4. Anil Das, S O. Akhil
5. Chitta Ranjan Debnath, S/O Lt. Lalmohan
6. Nani Sarkar, S/O, Lt. Bashu
7. Santi Debnath, S/O. Sanchindra
8. Lalitmohan Malakar, S/O. Lt. Sashimohan
9. Abdul Motayam, S/O. Lt. Imam Uddin
10. Pradeep Deb, S/O, Lt. Ramesh
11. Anita Das, (Chakraborty), W/O. Sankar
12. Bhakta Bashi Acharjee, W/O. Lt. Paresh
13. Chayarani Das, W/O. Sudhir
14. Anil Sarkar, S/O. Lt. Ramani
15. Dilip Nandi, S/O. Lt. Dharani
16. Aswini Das, S/O. Lt. Adhar
17. Hanich Mia, S/O. Lt. Badsha

1998-99

1. Harendra Das, S/O. Suresh
2. Haradhan Lodh, S/O. Debendra
3. Parul Biswas W/O. Lt. Anil
4. Puspa Debnath, W/O. Manuk
5. Narayan Karmakar, S/O. Nagendra

NON MUD WALL

1. Smt. Usha Kar, W/O. Benode Word No.–4
2. Sri. Shyamal Dhar, S/O. Lt. Brajendra

1999-2000 MUD-WALL

1. Subhash Das, S/O. Lt. Manindra
2. Dipak Das, S/O. Harimohan
3. Payari Basak, S/O. Propullya
4. Reba Sarkar, W/O. Supan (PH)
5. Anil Shil, S/O. Abani
6. Kumudbanshi Debnath, S/O. Piyari
7. Ranjit Debnath, S/O. Nikujan
8. Pradip Kr. Das, S/O. Birendra
9. Sandha Das, W/O. Paritosh
10. Dulal Ghosh, S/O. Debendra

UP-GRADATION

1. Akanat Ali, S/O. Addul
2. Harekrishna Saha, S/O. Nikhil
3. Sikha Das, W/O. Pradip (Ph)
4. Rajkumar Saha, S/O. Banikantha
5. Keshab Chakraborty, S/O. Rajani

NON MUD WALL

1. Hiran Mia, S/O. Abdul Husem
2. Anil Das, S/O. Sunil

Nandannagar

1997-98

1. Aminur Islam, S/O. Manohar
2. Paresh Sarkar, S/O. Chandramohan
3. Bidhumohan Rudra Paul, S/O, Chanda
4. Bhanjan Das, S/O. Sachindra
5. Kani Mia, S/O. Alim Uddin
6. Nayan Rn Ray, S/O. Bindo
7. Maran Rudra Paul, S/O. Manmohan

1998-99

1. Balaram Ch. Paul, S/O. Sarat
2. Babul Mia, S/O. Aktai
3. Thakur Chand Sarkar, S/O. Rajendra

NON-MUD WALL

1. Gousen Debnath, S/O. Jitedra
2. Bishu Debnath, S/O. Nerendra.
3. Surjya Chakraborty, S/O. Srishi
4. Pradut Gup, S/O. Sukumar

1999-2000 (MUD WALL)

1. Narayan Chandra Das, S/O. Lt. Ramani
2. Ashok Marak, S/O. Tamendra
3. Santi Rudra Pal, S/O Lt. Makhan
4. Shyaml Rudra Paul, S/O, Lt. Nishikanta
5. Paresh Saikar, S/O. Premananda
6. Kkalek Mia, S/O. Amir Hossain
7. Sadhan Das, S/O. Lt. Sirish

UP-GRADATION

1. Gopal Chakraborty, S/O. Dharma
2. Animesh Debbarma, S/O. Nani
3. Arabinda Sarkar, S/O. Jagabondhu

NON MUD WALL

1. Rama Debbaima, S/O. Lt. Girish

1999-2000 (MAD WALL)

Chanmari G/P.

1. Manju Datta, W/O. Shibulal
2. Jagadish Debnath, S/O. Nanigopal
3. Subhash Acharjee, S/O. Satyandra
4. Shyamal Chakraborty, S/O. Rabindra
5. Anil Chandra Saha, S/O. Atul
6. Rahaman Ali, S/O. Quatar Ali
7. Ratan Ghosh, S/O. Premananda
8. Rama Das, W/O,
9. Atul Das, S/O. Rashik
10. Sankar Debbarma, S/O. Sukram

NON MUD WALL

1. Sital Rani Ghosh, W/O. Ajit
2. Namita Chakraborty, W/O, Tapan

UP-GRADATION

1. Puspa Das, W/O, Birendra
2. Chandan Nama, S/O. Gopal
3. Nanita Das, W/O, Dhirendra
4. Sudir Day, S/O. Haridhan
5. Sribash Shaha, S/O Bhanulal

Chandrapur G/P

1999-2000 MUD-WALL

1. Sudhangshu Sarkar, S/O. Tulsi Sarkar
2. Bimal Rudra Paul, S/O. Kamal
3. Premananda Debnath, S/O. Lt. Harendra
4. Nakul Shil, S/O, Payari Mohan
5. Helen Acharjee, W/O. Bimal
6. Amara Begam, D/O. Kholek
7. Samar Debnath, S/O. Dinesh

NON-MUD WALL

1. Madhu Ghosh, S/O. Lt, Ramkumar
2. Chitra Biswas, S/O. Ramani
3. Ratan Rudra Paul, S/O. Gouranga
4. Shyamal Nag, S/O. Nagendra

UP-GRADATTION

1. Premahanda Debnath, S/O. Prabhat
2. Subal Das, W/O. Ganga Charan
3. Jagadish Sarkar, S/O. Sahadeb
4. Bashu Chakraborty, S/O. Kalibandu
5. Tapan Chakraborty, S/O. Prafulla

Noagaon G/P. 1997-98

1. Bishu Rani Debbarma, W/O. Budhi chandra.
2. Chitta Ranjan Debbarma, S/O. Bidhyaram
3. Chandrabali Debnath, W/O. Gouranga
4. Sukumar Debnath, S/O. Surendra
5 Budrai Debbarma, S/O. Sonaram
6. Kukila Debnath, W/O Harkumar
7. Fulkumari Debbarma, W/O. Phani

do 1998-99

1. Arun Debbarma, S/O. Baishak
2. Dab Kannya Debbarma, W/O. Rathindra
3. Haribandhu Debnath, S/O. Jagabandhu
4. Parendra Debbarma, S/O. Joykumar
5. Birbahadue Debbarma, S/O. Lt. Mangal
6. Priyakanta Debnath, S/O. Lt. Pitambar
7. Rahia Debbarma, S/O. Lt, Biswarai
8. Udiram Debbarma, S/O. Lt, Rasicharan

২নং প্রশ্নের উত্তর :--

বর্তমান অর্থ বছরে কতজনকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হবে তার সিদ্ধান্ত এখনো নেওয়া হয়নি।

ANNEXURE—C

Reply laid on the Table of the House on 20/07/2000 by the Minister In-charge of Home Department on the matter of Urgent Public Importance raised by Shri Nagendra Jamatia, Member of Legislative Assembly.

"গত—১৩ই জুলাই ২০০০ ইং তেলিয়ামুড়ার কয়েকটি গ্রামে অগ্নি সংযোগের ঘটনা সম্পর্কে" :

গত ১৩-৭-২০০০ ইং রাত্রি প্রায় ১১-২৫ মিঃ নাগাদ তেলিয়ামুড়া থানার ৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণ পূর্বে জারিলং গ্রামে বোমা ফাটার শব্দ এবং আগুন দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে Addl. S. P (Rural) ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তার কিছুক্ষণ পরেই TSR 6th Bn. এর Commandant এবং ১১৮ Bn. CRP এর জোয়ানরা ও জারিলং এ পৌঁছে যায়। সংগে সংগে দমকলের জন্য খবর পাঠানো হয়। এই সময় তেলিয়ামুড়ার SDPO রাঙ্খল পাড়ারদিকে এক অপারেশনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

এই অবস্থায় উত্তর ব্রহ্মছড়া এবং ইন্দ্রমোহন কলই পাড়ার দিকে আগুন দেখে তাঁরা ছুটে যান। দুষ্কৃতকারীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ, টি. এস, আর এবং সি, আর, পি, এফ ১৩ রাউণ্ডগুলি চালায় এবং ১৩ জন দুষ্কৃতিকারীকে গ্রেপ্তার করে। এর মধ্যে একজনের হাতে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় এবং অপর দুজন সামান্য আহত হয়েছিলেন। তাদেরকে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। ঠিক ঐ সময় চাকমাঘাট এবং লেম্বুছড়া এলাকাতেও আগুন দেখা যায়।

এই সমস্ত ঘটনাতে নিম্নলিখিত সংখ্যক বাড়ীঘর আগুনে পুড়ে যায়:—

১। জারিলং বাড়ী—৬০টি ঘর (৯৫% উপজাতি অংশের)

২। কলই পাড়া ২৫টি ঘর (উপজাতি অংশের)

৩। উত্তর ব্রহ্মছড়া—২৩টি ঘর (অনুপজাতি অংশের)

৪। লেম্বুছড়া (খাসিয়ামঙ্গল সংলগ্ন)—১২টি ঘর (উপজাতি অংশের)

৫। চাকমাঘাট—৫টি ঘর (পরিত্যক্ত দোকান ঘর অনুপজাতি অংশের)

. এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে—তেলিয়ামুড়া এবং আশপাশ এলাকায় কার্ফুও জারি করা হয়েছিল। উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তেলিয়ামুড়া থানার S. I. রতন মজুমদার এবং A. S. I তপন লস্করের অভিযোগ মূলে দুটি মোকদ্দমা যথাক্রমে - ৬১/২০০০ ধারা ১৪৮/১৪৯/৩২৬/৩০৭/৪৩৬ এবং ৩/৫ বিস্ফোরক পদার্থ আইন ও ২৭ অস্ত্রআইন এবং ৬২/২০০০ ধারা ১৪৮/১৪৯/৩২৬/৩০৭/৪৩৬ এবং ২৭ অস্ত্র আইন রুজু করা হয়। ৬১/২০০০ নং মামলায় ৭ জন দুষ্কৃতকারীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ৬২/২০০০ নং মামলায় ৮ জন দুষ্কৃতকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এছাড়া ৫ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তেলিয়ামুড়া থানাতে আনা হয়।

এই ঘটনাগুলোর ফলে অউপজাতি অংশের লোকেরা তেলিয়ামুড়া D F O Offiec সংলগ্ন বিদ্যামন্দির স্কুলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উপজাতি অংশের লোকজন কুঞ্জমুড়া স্কুলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রাথমিক ভাবে জেলা প্রশাসন থেকে প্রত্যেক অনুপজাতি পরিবারকে প্রথমে ১৫০ টাকা এবং পরে আরো ১০০ টাকা করে প্রত্যেক পরিবারকে মোট ২৫০ টাকা করে দেয়া হয়। এছাড়া উপজাতি পরিবারদের মধ্যে সমপরিমাণ মূল্যের চাউল, ডাল, লবণ, সরিষারতেল এবং শুকনা মাছ বিলি করা হয়। এছাড়া যে সমস্ত পরিবারদের বাড়ী ঘর সম্পূর্ণ রূপে ভস্মীভূত হয়েছে তাঁদেরকে নগদ ২০০০ টাকা করে অনুদান দেয়া হয়েছে এবং সরকারী আইন অনুযায়ী অন্যান্য জিনিষ দেবার জন্য প্রক্রিয়াকরণ চলছে।

পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনী দ্রুত ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৫-৭-২০০০ ইং তারিখে কিছু কিছু ঘটনা তেলিয়ামুড়া এলাকায় ঘটেছে। পরিস্থিতির উপর তীক্ষ্ম নজর রাখা হচ্ছে।

ANNEXURE—D

Reply laid on the Table of the House on 20/07/2000 by the Power Department Minister to the Calliug Attention Notice given by Samir Deb Sarkar, Member of Legislative Assembly.

"রাজ্যে বিদ্যুৎ সঙ্কট সম্পর্কে"

রাজ্যের বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো হয় সাধারণতঃ রাজ্যের নিজস্ব উৎপাদন কেন্দ্রগুলির দৈনিক উৎপাদন এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্থাপিত কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর দৈনিক উৎপাদনের রাজ্যের প্রাপ্য অংশ থেকে।

রাজ্যের বর্তমানে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ দিনের চাহিদা প্রায় ১৩৫ মেঃ ওয়াট এবং অফ্ পিকে চাহিদা প্রায় ৬৫-৭০ মেঃ ওয়াট। নিজস্ব উৎপাদন প্রায় ৫১'৫ মেগাওয়াট। কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে রাজ্যের প্রাপ্য অংশ উৎপাদন হিসাবে পাওয়া যায় ৪০-৪৫ মেগাওয়াট। সুতরাং রাজ্যে মোট বণ্টনযোগ্য বিদ্যুৎ পাওয়া যায় ৯১'৫ থেকে ৯৬'৫ মেগাওয়াট। (এর মধ্যে রুখিয়া ৫ম ও ৬ষ্ঠ ইউনিটের উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে প্রায় ৪ থেকে ৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ মিজোরামের জন্য বরাদ্দকৃত) তাই ঘাটতি থেকে যায় প্রায় ৩৮'৫ থেকে ৪৩'৫ মেগাওয়াট। যা প্রতি ফিডারে পর্যায়ক্রমে ১'৩০ ঘণ্টা লোড শেডিং এর মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। সকালবেলা (সকাল ৭টা-১১টা পর্যন্ত) পানীয় জল সরবরাহের কারণে (গৃহস্থালী, পাবলিক হেলথ ইত্যাদি) রাজ্যের বিদ্যুৎ চাহিদা দাড়ায় সর্ব সাকুল্যে প্রায় ৮০ মেগাওয়াট। কিন্তু তখন নিজস্ব উৎপাদন ৪৮ মেগাওয়াট ও কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে রাজ্যের প্রাপ্য অংশ বাবত পাওয়া যায় ১৬ মেগাওয়াট অর্থাৎ মোট যোগান ৪৮+১৬=৬৪ মেগাওয়াট) কিন্তু তখন চাহিদা ৮০ মেগাওয়াট। তাই ঘাটতি থেকে যায় ৮০-৬৪=১৬ মেগাওয়াট। এই ঘাটতি মেটাতে সকালবেলা (সকাল ৭টা থেকে ১১টা) পর্যায়ক্রমে প্রতি ফিডারে ৪৫ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা লোডশেডিং করতে হয়।

রাজ্যে প্রকল্পগুলি নিজস্ব উৎপাদন নিম্নে দেওয়া হল :

ক্রমিক নং	নাম	স্থাপিত ক্ষমতা	বর্তমানে উৎপন্ন বিদ্যুতের পরিমান
১।	রুখিয়া গ্যাস ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৬×৮=৪৮ মেঃ ওঃ	৩৮ মেগাওয়াট
২।	বড়মুড়া গ্যাস ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২×৫+৬'৫×১=১৬'৫	৩'৫ মেগাওয়াট
৩।	গোমতী জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৩×৫=১৫	১০'০০ মেগাওয়াট
৪।	মহারানী ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র	২×০'৫=১ মেঃ ওঃ	
	মোট—	৮০'৫ মেঃ ওঃ	৫১'৫ মেগাওয়াট

এরমধ্যে এন, ই, সির নির্দেশিকা অনুযায়ী রুখিয়ায় ৫ম এবং ৬ষ্ঠ নং ইউনিটে উৎপাদিত বিদ্যুতের ৫০%পার্শ্ববর্তী রাজ্য মিজোরামের জন্য বরাদ্দ। বর্তমানে ৬ষ্ঠ ইউনিট খারাপ থাকতে সবসময় ৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ মিজোরামকে দিয়ে যেতে হচ্ছে।

উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলো থেকে রাজ্যের প্রাপ্য অংশ নিম্নে দেওয়া হল :—

ক্রমিং নং	স্থাপিত ক্ষমতা	শতকরা প্রাপ্য অংশ	প্রাপ্য অংশ	মেগাওয়াটে
১।	লোকটাক (এন. এইচ, পি.সি)	৩X৩৫ = ১০৫ মেওঃ	১৪.৩৫%	১৫.০৯ মেঃ ওঃ
২।	কপিলি (নেপকো)	২ × ২৫ = ৫০ মেঃ ওঃ	৮.৬%	৪.৩ মেঃ ওঃ
		২X৫০ = ১০০ মেঃ ওঃ	৮.৬%	৮.৬ মেঃ ওঃ
৩।	এক্সটেনশন (ষ্টেজ)	২X৫০ = ১০০ মেঃ ওঃ	৮.৬%	৮.৬ মেঃ ওঃ
৪।	কাঁঠালগড়ি	৪ X ৩৩.৬৬ = ১৩৪.৬৪		
		২ × ৩৫.১ = ৭৪.২	৯.৫৫%	২৮.১৭ মেঃ ওঃ
		৩X৩০ = ৯০.০		
৫।	রামচন্দ্রনগর	৪ × ২১ = ৮৪ মেঃ ওঃ	১৯.৮%	১৬.৬৩ মেঃ ওঃ
	মোট—	৭৩৩.৮৭ মেঃ ওঃ		৮১.৩৯৯ মেঃ ওঃ

যদিও কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে রাজ্যের প্রাপ্য অংশ হিসাবে মোট ৮১.৩৯৯ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ পাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে মাত্র ৪০—৪৫ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। কারণ রাজ্যের প্রাপ্য অংশ উক্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ রাজ্যে প্রাপ্য শেয়ারে শতকরা ৫০ ভাগের বেশী বিদ্যুৎ কখনোই পাওয়া যায় না। তাছাড়া উল্লেখ্য যে, বর্তমানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কোন রাজ্যই বিদ্যুৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বর্তমানে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পিক্ পাওয়ার বিদ্যুৎ ঘাটতি ১৪০- ৫০ মেগাওয়াট। তাই সব রাজ্যই কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলো থেকে তাদের প্রাপ্য অংশ নিয়ে নেয়। ফলে রাজ্যে প্রয়োজনে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ পেতে হলে তা অন্য রাজ্যগুলোর সঙ্গে কথা বলে ওদের প্রাপ্য অংশ থেকে নিতে হয়।

রাজ্যের নিজস্ব উৎপাদন ও বাইরে থেকে বিদ্যুৎ কিনে গ্রাহকের বাড়ী পর্যন্ত প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের জন্য খরচ পড়ে গড়ে ২.৯১ টাকা এবং বর্তমান বিদ্যুৎ মাশুল অনুযায়ী প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ গ্রাহকদের গড়ে ১.২১ টাকা বিক্রয় করাব ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের জন্য সরকারকে ১.৭০ টাকা ভর্তুকী দিতে হচ্ছে। দেশের কোন রাজ্যের গ্রাহকদের এত বেশী ভর্তুকী দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় না।

রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিদ্যুৎ ক্রয়, যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সারাই, কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি বাবত প্রতিবছর গড়ে খরচ হয় প্রায় ১০৪ কোটি টাকা।

প্রতি মাসে কেন্দ্রীয় সংস্থা (নিপকো, এন, এইচ, পি, সি) থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় বাবত খরচ হয় গড়ে ৩'৫ কোটি টাকা (বছরে ৪২ কোটি টাকা)।

বিদ্যুৎ পরিবহন শুল্ক (হুইলিং চার্জ) বাবত পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড (পি, জি, সি, আই, এল) কে দিতে হয় গড়ে মাসিক ৭০ লক্ষ টাকা (বছরে ৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা)

প্রতি মাসে গ্যাস কেনা বাবত গেইলকে গড়ে ২ (দুই) কোটি টাকা (বছরে ২৪ কোটি টাকা দিতে হয়)

কর্মচারীদের বেতনভাতার টাকা বাদ দিলেও প্রতি বছর রাজ্য সরকারের ৫১ কোটি টাকার মত ভর্তুকী দিতে হয়, এই টাকা মেটাতে গিয়ে রাজ্য সরকারের অন্য দপ্তরের বরাদ্দকৃত টাকা কেটে নিতে হয়। ফলে ঐ সমস্ত দপ্তরগুলির উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হয়। বিগত আর্থিক বছর ভিত্তিক বিদ্যুৎ দপ্তরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া হল। (কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাদ দিয়ে)

বছর	আয় (কোটি টাকা)	ব্যয় (কোটি টাকা)
১৯৯৪-৯৫ ইং	৯'১৪	৩৭'৯২
১৯৯৫-৯৬ ইং	১৬'৪০	৬৪'৮১
১৯৯৬-৯৭ ইং	১০.৩১	৪৯'৮৩
১৯৯৭-৯৮ ইং	১৪'১০	৫৮'১০
১৯৯৮-৯৯ ইং	১৯'৯১	৬১'৬০
১৯৯৯-২০০০ ইং	২৩'১৯	৮২'৬০

উপরোক্ত মূল্যায়ন থেকে দেখা যায় যে, দপ্তরের আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। তা সত্ত্বেও প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ সময়ে যেমন উৎসব পার্বনে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় ইত্যাদির চাহিদার গুরুত্ব অনুসারে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে ক্রয় করে রাজ্যের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো হয়। যার ফলে দপ্তরের আর্থিক বোঝা আরও বেড়ে যায় যা বাজেটে অতিরিক্ত খরচ।

দপ্তরের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা সমূহ নেওয়া হয়েছে।

ক) কম্পিউটারের মাধ্যমে আগরতলায় বিলিং ব্যবস্থার জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়েছে। যাতে নূন্যতম সময়ে বিলিং ব্যবস্থার তদারকি করা যাবে। পরবর্তীকালে রাজ্যের অন্যান্য মহকুমায় এই ব্যবস্থা ধাপে ধাপে বিস্তার করা যাবে।

খ) বে-আইনী সংযোগ কেটে আইনী সংযোগ দেওয়ায় বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

গ) যথাসময়ে বিদ্যুৎ বিল তৈরীর জন্য ৪৫ জন্য "মিটার-রিডার-কাম বিল ক্লার্ক" নিয়োগ করা হয়েছে (গত জুন ১৯৯৯ ইং তে)

ঘ) বিদ্যুৎ মাশুল ব্যবস্থার পুনঃ বিন্যাস ও পুনঃ গঠন করে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ঙ) বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করার জন্য ডিভিশন স্কোয়ার্ড গঠনের জন্যে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

চ) বিদ্যুৎ পরিবহন ও বিতরণের লোকশান কমানোর জন্য বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইনে সারাইয়ের (রিনোভেশান) কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। আমাদের রাজ্যে পরিবহন ও বিতরনের লোকসানের হার ২৯.৫% এবং জাতীয় স্তরে এর হার ২৩%।

বর্তমান বিদ্যুৎ ঘাটতি এবং ভবিষ্যতে অতিরিক্ত চাহিদা পূরণ করতে রাজ্য সরকার নবম পরিকল্পনার মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে নন্-লেশসেলস সেন্টাল পুল ফাণ্ডে রোখিয়ায় একটি ২১ মেগাওয়াটের গ্যাস ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের (রোখিয়া ফেইস-২) কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের (এন, ই, সি) আর্থিক অনুদানে বড়মুড়ার একটি ২১ মেগা ওয়াটের গ্যাস ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে তবে এন, ই, সির অনুমোদন পাওয়া গেছে। গত ১৭ জুলাই ২০০০ ইং এ এব্যাপারে ই, এফ, সি (এক্সপেনডিচার ফিনান্স কমিটি)-র অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।

পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে রাজ্য পরিকল্পনাখাতে রোখিয়ায় একটি ২১ মেগা-ওয়াট গ্যাস ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প (রোখিয়া ফেইজ-১) প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে। ঐ সময়ে রাজ্যে ঘাটতি থাকবে ৩২-৪০ মেগাওয়াট (১৫ তম ইলেকট্রিক লোড সার্ভে) অনুযায়ী রাজ্যে ২০০২ সাল নাগাদ বিদ্যুতের চাহিদা হবে প্রায় ১৮৬ মেগাওয়াট।

উল্লেখ্য ঐ সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় সংস্থা অরুনাচলে রঙ্গানদী প্রকল্প (৩X১৩৫=৪০৫ মেগাওয়াট) এবং নাগল্যাণ্ডে দয়াং প্রকল্প (৩X২৫=৭৫ মেগাওয়াট) এর কাজ শেষ করার কথা রয়েছে। এই প্রকল্পগুলি শেষ হলে রাজ্যের প্রাপ্য অংশ বাবদ আরও ৪১ মেগাওয়াট বাড়তি বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে।

উত্তর পূর্বাঞ্চল বিদ্যুৎ পর্ষদের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে একটি ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাস ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য নেপকো'কে প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে উপজাতি এলাকায় অবিদ্যুতায়িত গ্রাম ও পাড়াগুলিতে বিদ্যুত পৌঁছানোর জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিবাহী লাইনগুলো পুরানো হয়ে যাওয়াতে বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। পুরানো লাইনগুলোকে ধাপে ধাপে সারাইয়ের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রাজস্ব আয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বৈদ্যুতিকরণ ইত্যাদি কাজের প্রতিনিয়ত পর্যালোচনা করা হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ সংকট কাটানোর জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যে বিদ্যুৎ সংকট মোচনে দপ্তরের উপরোক্ত উদ্যোগগুলোতে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগীতা যদি সঠিক সময়ে পাওয়া যায় তবে আগামী বছর গুলোতে আমরা বিদ্যুৎ সংকট মুক্ত হব বলে আশা করা যায়।

Reply laid on the Table of tha House on 20/07/2000 by the Tribal welfare Department Minister to the Calling Attention Notice given by Manik Dey and Sri Khagendra Jamatia, M.LA

"মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত উপজাতি কল্যাণে ২৫ দফা গুচ্ছ কর্মসূচী প্রসঙ্গে"।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ২৫ দফা গুচ্ছ প্রকল্প মূলতঃ শিক্ষা (৭), অর্থনীতি (৭), পরিকাঠামো (৪) সামাজিক-সাংস্কৃতিক (৫), স্বাস্থ্য পরিষেবা (২) ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে উপজাতিদের উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত।

শিক্ষা সম্প্রসারণ ও মনোন্নয়ন

২০০২ সালের মধ্যে পাকা বাড়ী নেই এমন এডিসি এলাকার ৬০০টি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পাকা বাড়ী তৈরী করে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে এপর্যন্ত ১২০টি বিদ্যালয়ের পাকা বাড়ী তৈরীর কাজ শেষ হয়েছে এবং ৯৫টির ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজ অব্যাহত আছে।

একজন মাত্র শিক্ষক বিশিষ্ট ২৪৪টি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৫২টি বিদ্যালয়ে দুজন করে শিক্ষক যথারীতি নিয়োগ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত কেবলমাত্র উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ৬টি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্দেশ্যে ৭.৩৬ কোটি টাকার মঞ্জুরী পাওয়া গিয়েছে। খুমলুঙ এবং আমবাসাতে যথাক্রমে ৪২০ এবং ৩০০ আসন বিশিষ্ট আবাসিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ যথারীতি শুরু করা হয়েছে। কুমারঘাট, কাঞ্চনপুর এবং বীরচন্দ্র মনুর স্থান নির্বাচন করা হয়েছে এবং পি. ডাব্লিউ. ডি. কে নির্মাণ কাজ শুরু করার কথা বলা হয়েছে। করবুকের স্থান নির্বাচন হয়েছে. তবে কোন অর্থ মঞ্জুরী পাওয়া যায় নি।

উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ক্রীড়া ও এথলেটিস এর উৎকৃষ্ট কেন্দ্রে উন্নীত করার লক্ষ্যে নিম্ন বিদ্যালয়গুলি নির্বাচিত :-

১) মহারাণী ও তুলসীবতী দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়, আগরতলা।
২) তুলাশিখর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খোয়াই।
৩) কুলাই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, কমলপুর।
৪) কাঞ্চনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, কাঞ্চনপুর।
৫) চাতকছড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সাব্রুম।

ডিগ্রী কলেজে পাঠরত ছাত্রদের জন্য আগরতলাতে ৩০ আসন বিশিষ্ট এবং ধর্মনগরে ২০ আসন বিশিষ্ট ছাত্রাবাস ইতিমধ্যেই খোলা হয়েছে। উদয়পুরে ও কমলপুরে অনুরূপ ছাত্রাবাস নির্মানের কাজ চলছে।

প্রত্যেকটি ৫০ আসন বিশিষ্ট এরূপ ৪টি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। কেন্দ্রগুলি হল ধর্মনগর, কুলাই, বিশ্রামগঞ্জ এবং উদয়পুর।

তুলাশিখর, মান্দাই, বগাফা ও রূপাইছড়িতে আরও ৪টি অনুরূপ কেন্দ্র খোলার জন্য নির্মাণ কাজ চলছে।

মাধ্যমিক স্তরের ড্রপ-আউট উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সারা রাজ্যে ৪১টি বিশেষ কোচিং কেন্দ্র খোলা হয়েছিল, এতে ১৭১৪ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে।

আগরতলাতে ২টি ষ্টাডি সার্কেল খোলা হয়েছে। প্রত্যেক জেলাতেও অনুরূপ কেন্দ্র খোলার যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিগত বছর আগরতলা কেন্দ্রের ২৯ জন জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯ জন নির্বাচিত হয়েছিল।

১৯৯৮-৯৯ বছরে ১৫ জন উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীকে দিল্লীর এস,এন, দাসগুপ্ত কলেজে আই,এ এস, কোচিংএর জন্য পাঠানো হয়েছিল এবং ১৯৯৯-২০০০ বছরে ৬ জনকে পাঠানো হয়েছে। ভারতীয় বিদ্যাভবনে আগরতলা কেন্দ্রে ৫ জন উপজাতি ছাত্র ছাত্রীকে আই এ, এস, কোচিং দেওয়া হয়েছে।

উপজাতি এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সারা রাজ্যে ৩৮টি সুসংহত এলাকাভিত্তিক প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

উপজাতি পরিবার কল্যানের উদ্যোগে রাবার, চা, কফি ভিত্তিক বাগানের এ পর্যন্ত অগ্রগতি নিম্নরূপ :—

	এরিয়া		উপকৃত পরিবার সংখ্যা
রবার —	৩৪০৯.২৫	হেঃ	৩৩১৩
চা —	৪২৭.৮০	হেঃ	৮৭০
কফি —	১২৬	হেঃ	৩৬০

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রচেষ্টায় উপজাতি অধ্যুষিত ২৮০৪.৫ হে· এলাকাকে ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

১৯৯৮-৯৯ বছরে ৫৫৪ বেকার যুবক যুবতীকে স্বনির্ভর কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ বছরে আওতায় এসেছে ২২৬ জন।

উপজাতি মহিলাদেরকে অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্যে সারা রাজ্যে মোট ৯৬ টি আত্মনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে।

এপর্যন্ত ৪০৯টি উপজাতি অধ্যুষিত পাড়াতে পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

রাজ্যের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার বাজারকে সর্বদা ব্যবহারোপযোগী রাস্তার দ্বারা যুক্ত করার লক্ষ্যে যথারীতি চিহ্নিত ২৭টি রাস্তার কাজের অগ্রগতি বিভিন্ন পর্যায়ে আছে। দুটি রাস্তার কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে।

ডুম্বুর প্রকল্পজনিত কারণে উদ্বাস্তু ৫০০ পরিবারের মধ্যে এপর্যন্ত ১৫ পরিবারকে কুটিরজ্যোতি প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

১৯৯৮-৯৯ বছরে ৪৯৩৫ উপজাতি পরিবারের জন্য বাসগৃহ তৈরী করে দেয়া হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ বছরে ৩৩৫৮টি নতুন ঘর এবং ১৭২৩টি বাসগৃহকে উন্নতমানের করা হয়েছে।

খুমলুঙে একটি উপজাতি মিউজিয়াম তৈরী করার কাজ শুরু হয়েছে। আগরতলায় সুপারিবাগানের উপজাতি কৃষ্টি কেন্দ্র নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।

উপজাতি গ্রাম, নদী ইত্যাদির নাম পূর্বে উপজাতি ভাষায় ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে অন্য নাম দেওয়া হয়েছে সেগুলি পুনরুদ্ধার করে পুনঃ নামকরণ করার উদ্যোগের অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন, ব্যক্তিবর্গ, সংস্থা, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শক্রমে ও ব্যাপক প্রকার সংগঠিত করার মাধ্যমে ৯৮টি নাম পরিবর্তনের জন্য এপর্যন্ত চিহ্নিত করা হয়েছে।

কক্‌বরক ভাষার ব্যবহারিক জ্ঞান সম্প্রসারণের উদ্যোগ হিসাবে আগরতলায় মাননীয় মন্ত্রী ও উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীদের কোচিং সংগঠিত করা হয়েছে। জেলাগুলিতে আরও ১২টি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আগরতলা, উদয়পুর ও কৈলাশহরে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে কক্‌বরক শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

ঊনকোটি, চতুর্দশ দেবতা বাড়ী ও পিলাকের উন্নয়নের নিমিত্তে মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে এবং নির্মাণ কাজ যথারীতি শুরু করা হয়েছে।

কাঞ্চনপুর, ছৈলেংটা ও গণ্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালগুলির শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা. এক্সরে মেশিন স্থাপন ও ই. সি. জি. মেশিন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মান্দাই স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। দয়ারামবাড়ীর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। তুলাশিখর, মাছমারা, রূপাইছড়ি, খেদাছড়া ও সালেমার নির্মাণ কাজের অগ্রগতি বিভিন্ন পর্যায়ে আছে।

প্রতিটি প্রকল্প এলাকায় ৩০,০০০ আদিম জাতি গোষ্ঠীভুক্ত (রিয়াং) উপজাতিকে উপকৃত করার লক্ষ্যে কাঞ্চনপুর ও ধলাই-এ দুটি বিশেষ স্বাস্থ্য পরিসেবামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আই. সি. এম. আর. এর তত্ত্বাবধানে এপর্যন্ত ৬০ জন গ্রামীণ স্বেচ্ছাসেবী ও ৬০ জন ধাই এর ট্রেনিং এর কর্মসূচী রূপায়িত হয়েছে। এখন এদের মধ্যে ঔষধ ও প্রয়োজনীয় টোল কিট্‌স বিলি করা হবে।

উক্ত কর্মসূচী গুলোর বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মনিটরিং কমিটি গঠিত। এই কমিটি নিয়মিত কাজের অগ্রগতির মূল্যায়ণ এবং পরামর্শদান করে থাকে।

মুখ্যসচিব, প্রিঃ সেক্রেটারী, কমিশনার ও সচিব পর্য্যায়েও উল্লিখিত কাজকর্ম সমূহ সম্পর্কে নিয়মিত পর্য্যালোচনা করা হয়ে থাকে।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত উপজাতি কল্যাণে ২৫ দফা গুচ্ছ কর্মসূচী, কলিং এটেনশন প্রসঙ্গের পরিপূরক

১। শিক্ষা সম্প্রসারণ :—

১২০টি বিদ্যালয় যার পাকা বাড়ীর কাজ শেষ হয়েছে এবং ৯৫টি বিদ্যালয় যার নির্মাণ কাজ এখনও অব্যাহত আছে তার জেলা ভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপ।

ক্রমিক নং	জেলা/এ.ডি সি	সম্পূর্ণ	অসম্পূর্ণ	মন্তব্য
১)	পশ্চিম	২৯	৩৬	—
২)	উত্তর	৩৭	—	৮টির কাজ এখনো আরম্ভ হয় নাই।
৩)	ধলাই	৬	১২	—
৪)	দক্ষিণ	১৫	১৯	—
৫)	এ ডি সি. (বি.এ.ডি.পি) ও এ ডি সি নিজস্ব।	৩৩	১৮	৮টির কাজ এখনো আরম্ভ হয় নাই।
	মোট	১২০	৯১	১৬

২। আবাসিক বিদ্যালয় :

আবাসিক বিদ্যালয়ের জন্য মঞ্জুরী প্রাপ্ত অর্থ এবং নির্মাণ কার্য্যের বিবরণ।

ক্রমিক নং	স্থান	আসন সংখ্যা	অর্থ মঞ্জুরীর পরিমাণ
১)	খুমলুঙ	৪২০	১ কোটি টাকা
২)	আমবাসা	৩০০	২.৬২ কোটি টাকা
৩)	কুমারঘাট	৪২০	১ কোটি টাকা
৪)	কাঞ্চনপুর	১০০	১.৭০৪ কোটি টাকা
৫)	বীরচন্দ্রনগর	৪২০	১ কোটি টাকা
৬)	করবুক	১০০	অর্থ বরাদ্দ হয় নাই

এইসব বিদ্যালয়গুলিতে গৃহ, ছাত্র ছাত্রীদের হোস্টেল, শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের বাসগৃহ, একত্রেই থাকে।

৩) বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র :

প্রশিক্ষন কেন্দ্র সম্পন্ন হওয়া সাপেক্ষে বর্ত্তমানে এই কাজটি এন, বি, ইন্সটিটিউট নামক এন, জি, ও সংস্থার মাধ্যমে প্রশিক্ষন কার্য্য চলছে। এই পর্যন্ত এই খাতে সর্বমোট ১২ লক্ষ্য ৫৬ হাজার ১০০ টাকা উক্ত সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে। এই পর্যন্ত ২৫০ জন শিক্ষানবিশকে বিভিন্ন বৃত্তিতে ঘড়ি মেরামত, টি, ভি, মেরামত, বৈদ্যুতিক মেরামত ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

৪) আই. এ, এস কোচিং :

এ যাবত এস, এন দাশগুপ্ত কলেজে আই, এ, এস. কোচিং এর প্রশিক্ষণার্থীদের যাতায়াত ও রাহা খরচ বাবত মোট ১২ লক্ষ ১০ হাজার ৪০০ টাকা বায় হইয়াছে।

৫) চা, রাবার ও কফি চাষ প্রকল্প :

ক) রাবার চাষ :— রাবার চাষ প্রকল্পের জন্য প্রতি পরিবার পিছু ১ হেক্টর পরিমাণ ভূমিতে মোট ৫৩ হাজার ৫০০ টাকা খরচ হয়। এই প্রকল্পের টাকা ৮ বৎসরে মোট ৮ কিস্তিতে দেওয়া হয়।

খ) চা চাষ : চা চাষ প্রকল্পের জন্য প্রতি পরিবার পিছু ১ হেক্টর পরিমাণ ভূমিতে মোট ৩০ হাজার টাকা খরচ হয়। এই প্রকল্পে ৫ বৎসরে বাস্তবায়ন করা হয়।

গ) কফি চাষ : এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও প্রতি পরিবার পিছু ১ হেক্টর পরিমাণ ভূমি বন্দোবস্ত করে প্রতি পরিবার পিছু ৩০ হাজার টাকা মঞ্জুরী দেওয়া হয়।

৬) পানীয় জলের সংস্থান :—

২৫ দফা গুচ্ছ প্রকল্পের আওতায় নিম্ন লিখিত ব্লক ভিত্তিক পাড়া গুলিতে জলের সু বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ক) দশদা ব্লক ২০টি পাড়া।

খ) ডাংমুন (জম্পুই হিল) ৪টি পাড়া।

গ) দামছড়া ১৫টি পাড়া।

উপরোক্ত ৩৯টি পাড়া সহ সর্বমোট ৪০৯টি উপজাতি অধ্যুষিত পাড়াগুলিতে পরিস্রুত পানীয় জলে সুব্যবস্থা করা হইয়াছে।

Reply laid on the Table of the House on 20/07/2000 by the Home Department Minister to the Calling Attention Notice given by Shir Billal Miah, Shri Prakash Chandra Das, and Shri Kajal Chandra Das, M. L. A.

"গত ১০ই জুলাই রাত্রী আনুমানিক ৮ ঘটিকায় জিরানীয়া মধ্যপাড়ায় টিউশনি করে বাড়ী ফেরার পথে বাড়ীর পাশে (মধ্যপাড়া) যুব কংগ্রেস কর্মী পার্থ চৌধুরী (২৩) নৃশংসভাবে খুন হওয়া সম্পর্কে"

গত ১০/৭/২০০০ ইং রাত আনুমানিক ৮ টার সময় শ্রীপার্থ চৌধুরী (২২) পিতা শ্রী গান্ধী চৌধুরী জিরানীয়া থানাধীন দাসপাড়া সাকিনের সুকদেব গোয়ালার বাড়ী অভিমুখে রওনা হন। পথে আনুমানিক পৌনে নয়টার সময় সুখদেব গোয়ালার বাড়ীর অনতিদূরে ধানক্ষেতের কাছে পৌঁছলে অতর্কিতে ২/৩ জন অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতকারী ধারালো অস্ত্র দিয়ে পার্থ চৌধুরীকে কুপিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করে ধানক্ষেতের মধ্যে ফেলে পালিয়ে যায়। শ্রীগান্ধী চৌধুরী দাসপাড়ার কেশব গোয়ালার কাছ থেকে ঘটনা জানতে পারেন এবং দৌড়ে ঘটনাস্থলে যান। পরে মারাত্মক রক্তাক্ত জখমপ্রাপ্ত পার্থ চৌধুরীকে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় জিরানীয়া হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পরে প্রাক্তন বিধায়ক শ্রী দীপক নাগ আহত পার্থ চৌধুরীকে জি, বি, হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তারবাবু (জি, বি ইমারজেন্সী) আহত পার্থ চৌধুরীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

জি, বি, পুলিশ আউট পোষ্টের দারোগা বাবু পার্থ চৌধুরীর মৃতদেহের সুরথাল রিপোর্ট তৈরী করে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নির্ণয় এর জন্য আগরতলা আই, জি, এম হাসপাতাল মর্গে ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করেন। ১১/৭/২০০০ ইং আই, জি, এম, হাসপাতাল মর্গে মৃত পার্থ চৌধুরীর শবদেহের পোষ্টমর্টেম হয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এখনো সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে পাওয়া যায়নি।

এদিকে পার্থ চৌধুরীর পিতা শ্রীগান্ধী চৌধুরীর অভিযোগ শ্রীসুখদেব গোয়ালার মোকাবেলায় জিরানীয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় ১০-৭-২০০০ ইং ৮৯/২০০০ নং মোকদ্দমা জিরানীয়া থানায় নথিভুক্ত করেন এবং S.I. শ্রীবিশ্বনাথ দেবকে এই মোকদ্দমার তদন্তভার অর্পণ করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত তদন্তকারী অফিসার ঘটনার অব্যবহিত পরেই Senior Police Officer সহ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থল থেকে একটি রক্তযুক্ত প্রায় পৌনে দুই হাত লম্বা কাঠের হাতলযুক্ত পুরানো তলোয়ার উদ্ধারক্রমে তদন্তকারী অফিসার তাহা সিজ করে হেফাজতে নেন এবং তদন্তসংক্রান্ত অন্যান্য আইনসঙ্গত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন।

এই খুনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অপরাধীর নাম যদিও বাদী FIR-এ উল্লেখ করেনি, তথাপি অপরাধী চিহ্নিতকরণ ও গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কাউকে

এখনো গ্রেপ্তার করা যায় নি। অবশ্য ঘটনার দিন রাত্রে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ নিম্নবর্ণিত চার ব্যক্তিকে থানায় নিয়ে আসেন এবং প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পরদিন রাত্রে (১১-৭-২০০০ ইং) ছেড়ে দেয়।

১) শ্রীশঙ্কর গোয়ালা (৩৮) পিতা মৃত মাণিক গোয়ালা, সাং—সুভাষনগর জিরানীয়া।

২) শ্রীসমীরণ সরকার (২৩) পিতা—শ্রীকাজল কান্তি সরকার, সাং—ঐ

৩) শ্রীপরিমল দাস (২৪) পিতা—শ্রীজগবন্ধু দাস, সাং—ঐ

৪) শ্রীবাদল গোয়ালা (৪৮) পিতা—মৃত মাণিক গোয়ালা, সাং - ঐ

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত ১১-৭-২০০০ ইং রাত অনুমান ৯-৩০ মিঃ সময় স্থানীয় প্রাক্তন বিধায়ক শ্রীদীপক নাগ, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শ্রীজহর সাহা মহাশয় এবং জিরানীয়া মধ্যপাড়া সাকিনের শ্রীসঞ্জীব চৌধুরী জিরানীয়া থানায় উপস্থিত হয়ে থানার বড়বাবুর বরাবরে এই মোকদ্দমার বাদী শ্রী গান্ধী চৌধুরীর দস্তখত করা এই ঘটনা সংক্রান্ত অপর একটি লিখিত অভিযোগপত্র দাখিল করেন। উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে নি।

১। শ্রীঅঞ্জন দাস, পিতা—মৃত কালীপ্রসন্ন দাস, সাং—দাসপাড়া, জিরানীয়া।

২। শ্রীবিমল দাস, পিতা—জয়কুমার দাস, সাং—ঐ

৩। শ্রীশঙ্কর গোয়ালা, পিতা - মাণিক গোয়ালা, সাং—ঐ

৪। শ্রীপরিমল দাস, পিতা · জগবন্ধু দাস, সাং—ঐ

৫। শ্রীনাগর দেববর্মা, পি—অজ্ঞাত, সাং—বিশ্রামবাড়ী

৬। শ্রীজমাদার দেববর্মা, পি—অজ্ঞাত, সাং ঐ

এই দ্বিতীয় দরখাস্তের ব্যাপারে (১১-৭-২০০০ ইং) তদন্তকারী অফিসার বাদী শ্রীগান্ধী চৌধুরীকে পরবর্তীকালে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে শ্রী চৌধুরী বলেন যে, তাঁর মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি তাঁকে আসামীদের ব্যাপারে বিভ্রান্ত করেন এবং তাদের পরামর্শে উপরোক্ত আসামীদের নামধাম সহ একটি লিখিত কাগজে সই করেন। তিনি আরও বলেন যে, এই খুনের সঙ্গে উক্ত ব্যক্তিগণ জড়িত নন। খুনের সঙ্গে যুক্ত মূল আসামীর পরিচয় তিনি জানতে পেরেছেন এবং ইতিমধ্যেই তা তদন্তকারী অফিসারকে জানিয়েছেন। ঘটনার পর থেকেই উক্ত আসামী পলাতক আছেন। তদন্তের স্বার্থে আসামীর নাম প্রকাশ করা যাবে না।

Reply laid on the Table of the House on 20/07/2000 by the Home Department Minister to the Calling Attention Notice given by Shri Nagendra Jamatia, Member of Legislative Assembly.

"গত ১৫ই জুলাই ২০০০ ইং বিলোনীয়া মহকুমার লাউগাং থেকে সোনারটিলা হাইস্কুলের প্রধান

শিক্ষক অপহৃত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।" :—

গত ১৪-৭-২০০০ ইং শ্রীচন্দ্রোদয় দেববর্মা, প্রধান শিক্ষক (সোনারটিলা হাইস্কুল) ছুটি কাটিয়ে বাইখোড়া তাঁর ভাড়া বাড়ীতে ফিরে আসেন। ১৫-৭-২০০০ ইং তারিখে স্কুল ছুটি হবার পর হরিশ চন্দ্র দাসের রিক্সা করে বাইখোড়া ভাড়া বাড়ীতে যাবার উদ্দেশ্যে, ২টা ৪০/৪৫ মিঃ রওনা হন। তাঁর পেছন পেছন সহকারী শিক্ষক শ্রীহারান চন্দ্র বিশ্বাসও একটি সাইকেলে করে রওনা দেন। ঐ সময়ে একটি সবুজ রং-এর মারুতি ভ্যান তাঁর রিক্সার উল্টোদিক থেকে এসে লাউগাং বাজারের দিকে যায়। ঐ মারুতি গাড়ীর ভেতরে কয়েকজন আরোহী ছিল। বিদ্যালয় থেকে আনুমানিক ৩/৪ ফার্লং আসার পর সেই মারুতি গাড়ীটি রিক্সার পিছন দিক থেকে এসে রিক্সাকে অতিক্রম করে সামনে দাঁড়ায় এবং গাড়ীর ভিতর থেকে দু'জন লোক মুখে কালো কাপড় জড়ানো, লম্বা প্লেন্ট পরিহিত এবং হাতে একটি পিস্তল নিয়ে রিক্সার চালককে ধমক দেয়। এর পর জোর করে শ্রীচন্দ্রোদয় দেববর্মাকে রিক্সা থেকে টেনে নামায় এবং মারুতি গাড়ীতে তোলে। শ্রী দেববর্মা বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার দেন। ঐ গাড়ীতে ড্রাইভার সহ মোট চার জন ছিল। গাড়ীর কোন নাম্বার প্লেট ছিল না। তারপর গাড়ীটিকে জোরে চালিয়ে বেতাগা বাজারের দিকে চলে যায়। পেছনে সহকারী শিক্ষক শ্রীহারান চন্দ্র বিশ্বাস গাড়ীর কাছাকাছি আসার আগেই গাড়ীটি চলে যায়। পরবর্তী সময়ে এই ঘটনা জানিয়ে শ্রীহারান চন্দ্র বিশ্বাস বাইখোড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। যেহেতু ঘটনাস্থলটি শান্তির বাজার এলাকার অন্তর্ভুক্ত তাই শান্তির বাজার থানায় ভাঃ দঃ বিধির--৩৬৫ ধারা মোতাবেক ৪৫/২০০০ নং একটি মামলা ১৫-৭-২০০০ ইং তারিকে রুজু হয়।

এরপর বিলোনীয়া মহকুমা পুলিশ অফিসারের নেতৃত্বে শান্তির বাজার থানার বড়বাবু শ্রীরতন মজুমদার সহ বিভিন্ন স্থানে তল্লাসী চালিয়ে রাত একটার সময় শ্রীপঙ্কজ পোদ্দার, পিতা--যোগেন্দ্র পোদ্দার সাং—বেতাগা, শ্রীবরুণ দত্ত পিতা—মৃত নারায়ণ দত্ত সাং - কাঞ্চননগর, শ্রীমুরারী দাস, পিতা ঈশান দাস, সাং- মাইছড়াকে গ্রেপ্তার করে। বর্তমানে তারা জেল হাজতে আছে।

১৬-৭-২০০০ ইং তারিখে পুলিশ শ্রীবাস সাহা—পিতা মৃত হরেন্দ্র সাহাকে গ্রেপ্তার করে এবং আদালতে প্রেরণ করে মাননীয় আদালতের আদেশ অনুসারে ৫ দিনের পুলিশ হাজতে নিয়ে আসে।

গত ১৭-৭-২০০০ ইং একটি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাইখোড়া S.I শ্রীপিনাকী মজুমদার ও থানার কয়েকজন পুলিশ সহ মুহুরীপুর R.F.-এর অন্তর্গত বামছড়ার চন্দন দেবনাথ (৩২) পিতা - মৃত মনমোহন দেবনাথের বাড়ীতে তল্লাসী চালিয়ে অপহৃত প্রধান শিক্ষক শ্রীচন্দ্রোদয় দেববর্মাকে উদ্ধার করে এবং অপহরণকারী শ্রীশঙ্কর পাল, পিতা মৃত দীনেশ পাল, সাং—ডলুছড়া, কলসী, শ্রীবিশ্বজিৎ বৈষ্ণব ওরফে বিশু, পিতা মৃত নিতাই বৈষ্ণব, সাং- বেতাগা গ্রেপ্তার করা হয়। তাদেরকে তল্লাসী করে একটি '২২ রিভলবার ও দুটি তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়। এরপর—শ্রীশ্যামল ভৌমিক (২৭) পিতা মনোরঞ্জন

সাং—লক্ষীছড়া, শ্রীস্বপন মল্লিক, পিতা নিতাই মল্লিক, সাং—পূর্ব চরকবাই এবং গাড়ীর চালক শ্রীবিমল বৈদ্য (২৩) পিতা মৃত লক্ষীচরণ বৈদ্য, সাং—আশ্রমটিলা কেও গ্রেপ্তার করা হয়। এছাড়া গাড়ীর মালিক জনৈক অজিত সাহা (৬৭) পিতা মৃত ভারত চন্দ্র সাহা, সাং—রামঠাকুর পাড়া, থানা—বিলোনীয়া কে গ্রেপ্তার করা হয়। গাড়ীর নাম্বার প্লেট তারা খুলে নিয়েছিল। গাড়ীটির নাম্বার ছিল—TR-01A-2199। গাড়ীটিকে বিলোনীয়া শহর থেকে উদ্ধার করা হয়।

Reply laid on the Table of the House on 20/07/2000 by the Forest Department Minister to the Calling Attention Notice given by Shri Samir Deb Sarkar and Shri Amitabha Datta, Member of Legislative Assembly.

"উদারীকরণ নীতি ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য রাজ্যে রাবার চাষে সংকট সম্পর্কে" মাননীয় বিধায়কদ্বয় শ্রীসমীর দেব সরকার এবং শ্রীঅমিতাভ দত্ত মহোদয়গণের আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই বক্তব্য :—

ভারতের পণ্য আমদানী ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে উদারীকরণের মূলনীতির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার কাঁচা রাবার ও রাবারজাত পণ্য বিশেষতঃ রেডিয়েল টায়ার আমদানীর ক্ষেত্রে পূর্বে প্রযোজ্য নিয়ম নীতি শিথিল করেছেন। আগে এই সমস্ত পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে আমদানীকারকদের অগ্রিম LOC নেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু বর্তমানে বিশেষ আমদানী লাইসেন্স নিয়ে যে কোন উৎপাদক সংস্থা কাঁচা রাবার আমদানী করতে পারেন। এতে করে আমদানীকৃত কাঁচা রাবার ও রাবারজাত পণ্য দেশের বাজারে প্রবেশ করার সহজতর সুযোগ পেয়েছে। এই নীতি গ্রহণ করার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ধারাবাহিকভাবে রপ্তানীকারক দেশ যেমন—মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া ও শ্রীলঙ্কা—যাদের বর্তমান মুদ্রামূল্য ডলারের ভিত্তিতে ভারতের তুলনায় অনেক কম, তাদের পক্ষে ভারতের বাজারে প্রতিযোগীতামূলক দরে এইসকল পণ্য রপ্তানী করা সহজতর হয়েছে। কাঁচা রাবারের সবচেয়ে বেশী চাহিদা গাড়ীর টায়ার উৎপাদন শিল্পে। কোরিয়ার তৈরী ব্যবহৃত রিট্রেড করা টায়ার ভারতে উৎপাদিত নুতন টায়ারের চেয়েও উৎকৃষ্টমানের এবং সস্তা হওয়ায় ভারতের বাজারে এ চাহিদা অত্যন্ত বেশী। এই কারণে ভারতের টায়ার শিল্পে কাঁচা রাবারের চাহিদা অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এতে করে ভারতের রাবার চাষীরা তাদের উৎপাদিত কাঁচা রাবার প্রতিযোগিতামূলক দরে বাজারজাত করতে প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং উৎপাদনমূল্য ও বিক্রয়মূল্যের মধ্যে সমতা বজায় রাখতে পারছেন না। দেশের রাবার বাজার এই অনিশ্চিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যোগাযোগ ব্যবস্থাজনিত অসুবিধার কারণে মূল রাবার বাজার থেকে বিচ্ছিন্ন রাজ্যের রাবার চাষীরা সংকটের মুখে পড়েছেন।

সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপের ফলে রাজ্যের বিভিন্ন রাবার বাগানে কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটা সত্বেও সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপের কারণে রাজ্যের রাবার শিল্পে এ পর্যন্ত সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। রাজ্যের দুই বৃহৎ কাঁচা রাবার উৎপাদনকারী সংস্থার গত তিন বৎসরের কাঁচা রাবার উৎপাদনের নিম্নে দেওয়া পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে যে ত্রিপুরায় কাঁচা রাবারের উৎপাদনের গতি এখন পর্য্যন্ত উর্দ্ধমুখীই আছে।

টি, আর, পি, সি ও টি, এফ, ডি, পি, সি-র

গত তিন বৎসরের কাঁচা রাবার উৎপাদনের পরিসংখ্যান

কাঁচা রাবার উৎপাদনকারী সংস্থার নাম	কাঁচা রাবার উৎপাদন (মেট্রিকটন হিসাবে)		
	১৯৯৭-৯৮ ইং সন	১৯৯৮-৯৯ ইং সন	১৯৯৯-২০০০ ইং সন
টি, আর, পি, সি, লিঃ	২৪৮.১৯৩	৩২০.০০০	৪২৫.৭৮২
টি, এফ, ডি, পি, সি, লিঃ	২৬১০.০০০	২৫৮৪.৬৭৪	৩০১৪.২৭৩

উপরে উল্লিখিত সংস্থায় কাঁচা রাবার উৎপাদনের উর্দ্ধমুখী গতি বর্তমান আর্থিক বৎসরেও অব্যাহত আছে। কাঁচা রাবার উৎপাদনের এই উর্দ্ধমুখী প্রবণতা রাজ্যের অন্যান্য ছোট ছোট রাবার চাষীদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। পাশাপাশি একথাও সত্যি যে সন্ত্রাসবাদী কার্যাকলাপের দরুণ কিছু কিছু বাগানে রাবার উৎপাদন মাঝে মাঝে সাময়িকভাবে ব্যহত হয়। কিন্তু এই কার্য্যকলাপের দরুণ কোন বাগানে রাবার উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা এখন পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের নজরে আসেনি। এই শিল্পের কাজ অব্যাহতভাবে বজায় রাখার প্রয়াসে রাজ্য সরকার সতর্ক আছেন।

ANNEXURE—'E'

Admitted Postponed Starred Question No. 41

Name of the Member :— Smti Baijayanti Kalai,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of General Administration (P&T) Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৯ ইং সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় মোট কতজন জাতি-উপজাতি অংশের মানুষ সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন ? (জাতি উপজাতি কর্মচারীর পৃথক পৃথক হিসাব ?)

উত্তর

১। ১৯৯৯ ইং সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় মোট ১,১৪,৮৭০ জন জাতি উপজাতি অংশের মানুষ সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন।

এই জাতি-উপজাতি কর্মচারীর পৃথক পৃথক হিসাব নিম্নরূপ :—

ক) তপশিলীভুক্ত উপজাতি	:	২৫,৮৪৯ জন
খ) তপশিলীভুক্ত জাতি	:	১৫,২৬০ জন
গ) সাধারণ জাতি	:	৭৩,৭৬১ জন
মোট	:	১,১৪,৮৭০ জন

ANNEXURE—'F'

Admitted Postponed Un-Starred Question No. 39

Name of the Member :— Shri Ratanlal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the revenue Depertment be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত পাঁচ বছরে উগ্রপন্থার কারণে যারা নিহত এবং আহত হয়েছেন তাদের নাম ঠিকানা সহ কবে কোথায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তার বিবরণ কি ?

২। আক্রান্তদের পরিবারের আবেদনের ভিত্তিতে যারা সরকারী চাকুরী পেয়েছেন তাদের নাম ঠিকানা কি এবং যারা আবেদন করে এখনও পায় নাই তাদের নাম ঠিকানা কি ?

৩। আক্রান্তদের মধ্যে সহায়তা প্রদান সহ সরকারী তরফে কি কি সাহায্য প্রদান করা হয়েছে তার বিবরণ (নাম ঠিকানা ভিত্তিক)।

১। গত পাঁচ বছরে উগ্রপন্থার কারণে (১৯৯৫-১৯৯৯ পর্য্যন্ত) ৮৫১ জন নিহত এবং ৪১৫ জন আহত হয়েছেন, তাদের নাম ঠিকানা, যাবতীয় বিবরণ সঙ্গীয় তালিকা 'ক' এবং 'খ'-তে দেওয়া হল।

২। মোট ৪৫৩টি আক্রান্ত পরিবারের আবেদনের ভিত্তিতে ৩৯২ জন সরকারী চাকুরী পেয়েছেন বাকী ৬১ জন এখনও পাননি, তাদের নাম ঠিকানা সঙ্গীয় তালিকা 'গ'-তে দেওয়া হয়।

৩। আক্রান্তদের মধ্যে ১২৯ জনকে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা করে এবং বাকী ২৯২ জনকে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ১০০ টাকা থেকে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা পর্য্যন্ত সাহায্য দেওয়া হয়েছে। নাম ঠিকানা সঙ্গীয় তালিকা 'ঘ'-তে দেওয়া হল।

PERSONS KILLED BY EXTREMISTS DURING THE YEAR 1.1.1995 TO 31.12.95

Sl. No.	Name and particulars of the victim	Date of occurance & case reference & Place of Occurance Date of occurance.	By whom	Affiliation of the victim.
1	2	3	4	5
1,	Suren Padma Kolai S/O Company Kalai of Jamir Chhara PS-Manu.	On 3.1.95 Manu PS Case No. 1/95 Jamirchhara	TTYF	TUJS
2.	Puniram Debbarma S/O. Jamadar Debbarma of Balaram thakurpara PS-Jirania.	On 13.1 95 Jirania PS Case No. 3/95 Balaramthakur para	TTDF	Labour
3.	Balendra Debbarma S/O. Lt. Sukumar Debbarma of NSC Colony PS-Jirania.	On 23.1.95 Jirania PS Case No. 10/95 NEC Colony.	TLO	TUJS
4.	Ashirai Debbarma S/O. Mongal Debbarma of Ashigarh (Patni) PS-Jirania.	On 25.1 95 Jirania PS Case No. 12/95 Ashigarh	TLO	TUJS
5.	Anjan Deb S/O. Kalidas Deb of Urabari PS-Sidhai	On 25.1.95 Sidhai PS Case No· 10/95 Urabari	TTYF	Civilian
6.	LNK Nemai Das of 113 Bn BSF	On 30.1.95 R.K. Pur PS Case No. 18/95 Halimura (Maharani)	NLFT	BSF
7.	Sanjib Dhar S/O. Lt. Sudhan Dhar of Noagaon PS-Salema	On 3.2.95 Salema PS Case No. 7/95 Noagaon	ATTF	Cong (I)

1	2	3	4	5
8.	Sachindra Rudra Paul S/O. Lt' Nagendra Paul of Dhanlekhe PS-Ompi	On 21.2.95 Ompi PS Case No. 3/95 Dhanlekhe	TTDF	Civilian
9.	Manindra Das S/O. Lt. Hemanta Das of Chanban PS-R.K. Pur	On 21.2.95 Killa PS Case No. 2/95 Maitialyng	TTDF	Cong (I)
10.	Madhu Kolai S/O. Kusum Kolai Taicharangchak PS-Takerjala	On 14.3.95 Killa PS Case No. 3/95 72 Bari	NLFT	Tiger force
11.	Kumar Jamatia of Duluma PS-Birganj	On 14.3.95 Killa PS case No. 3/95 72 Bari	NLFT	Tiger force
12.	NK. 6025434 Bhim Singh of 1816 PNR Core	On 24.3 95 Kanchanpur PS Case No. 23/95. 8 K M, Point on Manu Kanchanpur road.	NLFT	GREF
13.	Daraka Debbarma of Sachindra S/O. Lt, Wakhirai Debbarma of Kairai PS-Jirania	On 10 3 95 Jirania PS case No. 38/95 Kaipeai School	TLO	Civilian
14.	Monoranjan Debbarma S/O. Jatindra Debbarma of Bharât Chowdhury para PS-Jirania	On 3.3 95 Khowai PS Case No. 13/95 Jumiabari	ATTF	Civilian

1	2	3	4	5
15	Rajmohan Debbarma S/O. Nemaichan Debbarma of Radhanagar PS-Jirania	On 8.3.95 Khowai PS Case No.13/95 Jumiabari	ATTF	Civilian
16.	Sukram Debbarma S/O Rajkumar Debbarma	On 2.3.95 Manu PS Case No.10/95 Arjunpara	TTVF	Civilian
17.	Rabi Munda S/O Bir Singh Munda PS Manu Karaticharra	On 12.3.95 Manu PS Case No.15/95 Karatichara	ATVF	TTA returnee
18	Nabin Chabi Jamatia of Tofa Jamatia of Bahirampara PS-Takarjala	On 3.4.95 Takarjala PS Case No. 21/95 Dhanaibari	TTDF	Civilian
19.	Ananta Debbarma of Daroga S/O Lt, Baishak Debbarma of Sukram Master para	On 4 4.95 Jirania PS Case No.53/95 Kutnee (Chargaria)	TLO	ATTF returnee
20.	Dhanai Debbarma of Ruhidas Akra pera	On 4.4 95 Jirania PS Case No.53/95 Kutnee (Chargaria)	TLO	TLO
21.	Suramohan Karbari S/O. Lt, Kalachandra Karbari of Sashi bahadur para PS-Raishya bari	On 16.4 95 Raishyabari PS Case No.6/95 Sashi Mohan para	TNLF	Civilian
22.	Uttam Debbarma Personal Guard of Tarani Debbarma Ex-MLA (DAR West Constable)	On 2.4.95 Jirania PS No 52/95 Megnath Sardar para	TTVF	Constable DAR (West) Job given to Son

1	2	3	4	5
23.	Rajandra Debbarma S/O. Lt. Ramchandra Debbarma of Kantia Kobra, PS-Jirania.	On 8.4 95 Sadhai PS Case No.43/95 Abhicharanmarket	TLO	Civilian
24.	Jatindra Das S/O Dhananjoy Das of Chagaria Maharani PS-R K Pur	On 3.5 95 Birganj, PS Case No. 27/95 Birganj, Chalitachara	Tiger-force	Civilian
25.	Mikhil Das S/O. Suresh Das of Chagaria Maharani PS-R. K. Pur	On 3.5.95 Birganj, PS Case No. 27/95 Chalitachara	-do-	-do-
26.	Hanif Miah S/O. Fazar Ali of Chagaria Moharani PS-R. K. Pur	On 3.5.95 Birganj, PS Case No. 27/95 Chalitachara	-do-	-do-
27.	Sunil Das S/O Gopal Das of Laxmipati, PS R K Pur.	-do-	-do-	-do-
28.	Nihar Goswami S/O. Haralal Goswami of Gangfira Maharani PS-R. K. Pur	-do-	-do-	-do-
29.	Binode Debnath of Gangfira Maharani PS-R K. Pur	-do-	-do-	-do-
30.	Bharat Kr, Tripura S/O. Lt. Kuladhan Tripura Narayan pur PS-Gandachera	Gandacharra PS Case No. 17/95 Gandacharamarket to Narayanpur	TTYF	Civilian

1	2	3	4	5	6
31.	Uttam Debbarma S/O. Budhia Debbarma of 39 Miles PS-Teliamura	On 6.5.95 Teliamura PS Case No. 38/95 39 Miles point in jungle.	Sengkrak	Members of TLO	
32.	Green Manik Malsum S/O. Jentramohan Malsum of Rantee of Ghungroy Malsum para PS-Takarjala	On 25.5.95 Takarjala PS Case No. 38/95 Ghangroy Malsum para	Tiger force	Civilian	
33.	Dlian Chandra Kalifa . Constable 143 Bn, CRPF	On 7.6 95 Kanchanpur PS Case No. 37/95 Taisama Kanchanpur—Dasda Road.	NLFT	CRPF	
34.	Pannalal Constable 146 Bn, CRPF	-do-	-do-	-do-	
35.	Mrinal Kanti Das S/O. Lt. Dhani Bhusan Das of Suknacharra PS-Kanchanpur	-do-	-do-	Civilian	
36.	Khokan Nath S/O. Sri Makhan Nath of Suknacharra driver of ZRM-1706	-do-	-do-	-do- driver	
37.	Nikhil Barman S/O Rashik Barman of Subashnagar	On 7.6 95 Kanchanpur PS Case No. 37/95 Taisama	NLFT	Civilian	
38	Gopal Saha S/O Lt. Basanta Saha of Jampaijala PS-Takarjala	On 20.6 95 Takarjala PS Case No.46/95 Jampaijala	TTDF	Civilian	

1	2	3	4	5	6
39.	Sudhir Das S/O. Nibaran Das of Mankurai Sadhu para PS-Jirania	On 27.6.95 Jirania PS Case No 90/95 Mankurai Sadhupara	SDFT	Civilian	
40.	Bishurai Debbarma S/O Debendra Debbarma of Satpara PS-Jirania	On 21.6.95 Jirania PS Case No 87/95 Satpara	TLO	Civilian	
41.	Hari Singh S/O Sri Nagin Singh of Kanchanpur Bazar	On 7.6.95 Kanchanpur PS Case No 37/95 Taisama Dasda KCP road	NLFT	Civilian	
42.	Constable 6645 Dasarath Debbarma Tripura Police	On 13 7.95 Chamanu PS Case No 22/95 Hejachara	NLFT	Const. DAR (North)	job given to son.
43.	Const. 6545 Pradip Das	-do-	-do-	-do-	under process,
44.	Const. 6850 Nirmal Purkaysta	-do-	-do-	-do-	job given to son.
45.	Const. 7096 Sukramani Debbarma	On 13.7.95 Chamanu PS-Case No. 22/95 Hejachara	NLFT	Const. DAR (North)	-do-
46.	Const. 6686 Hrishikesh Dutta	-do-	-do-	-do-	
47.	Const. 7004 Biswajit Paul	-do-	-do-	-do-	Not eligible
48.	Const. 6674 Bhupendra Sarma	-do-	-do-	-do-	Job given to son

1	2	3	4	5	6
49.	Madhumangal @ Rajmoni Jamatia S/O. Bipul Kr. Jamatia of Kunjamura PS-Takarjala	On 14.7.95 Takarjala PS Case No. 55/95 Darkai Kaipengpara	ATTF	Civilion	
50.	NK. Pramatha Dutta of DAR (W)	On 20.7.95 Khowai PS Case No. 58/95 Baijalbari, Nagar Sardharpara	Tiger-Force	Police perso-nnel	Job given to son
51.	SI. Balin Deb of West District of Kalamcharra PS	On 29 7.95 Jirania PS Case No. 113/95 Jiban Sardar para	-do-	-do-	Job given to Deptt son
52.	Const. 1366 Swapan Debnath of West Tripura	-do-	-do-	-do-	Job given to son
53.	Ranjan Debbarma Driver of TRY-943 Agri. Deptt.	-do-	-do-	Civilion	
54.	Const. 1651 Narayan Debnath	-do-	-do-	Police	job given to son
55.	Mongal Debbarma S/O. Hajari Debbarma of Rabirai para PS-Taidu	On 19/7/95 Taidu PS Case No 28/95 Rabirai para	TTDF/ TTACI	Public	
56.	Sambhunath Debbarma S/O. Lt. Nabakumar Debbarma of Kunjamura	On 27.7.95 Takarjala PS Case No. 60/95 Kunjamura	-do-	-do-	
57.	Rupchand Das S/O Lt. Thakurchand Das West Masli PS-Manu	On 20-7-95 Manu PS Case No. 50/95 West Masli	TNSF	Public	

1	2	3	4	5	6
58.	Partham Tripura S/O Rajarai Tripura of Naithangchara	On 29/7 95 Manu PS Case No. 55/95 Naithangchara	-do-	-do-	
59	Bishu Debbarma S/O Rabi Debbarma of Tuibaklai	On 22/7/95 Manu PS Case No. 52/95 Tubaklai	TTVF	-do-	
60.	Brikharam Reang S/O Lt. Kasamjoy Reang of Tuibaklai	-do-	-do-	-do-	
61.	Ranjit Das S/O Biswaswar Das of Sinhaghat Colony	On 3.7 95 Salema PS Case No. 28/95 Sinhaghat Colony	ATVF	-do-	
62.	Nirmal Das S/O Kamdev Das of Sishaghat Colony	-do-	-do-	-do-	
63.	Ranjit Debbarma S/O Ilamani Debbarma of Ram Kurda chara PS-Manu	On 7.7.95 Manu PS Case No 46/95 Ramkurdacharra	ATVF	Public	
64.	Madhu Sudhan Das S/O Lt. Ganesh Ch. Das of Dhalacharra PS-Salema	On 12.7.95 Selema PS Case No. 31/95 Dhalachara	TTYF	-do-	
65.	Gopal Deb S/O. Sri Bishnu Deb of Katalutma PS-Salema	On 17 8.55 Salema PS Case No. 35/95 Katalutma		Civilian	

1	2	3	4	5	6
66.	Ramu Deb S/O Sri Bishnu Deb of Katalutma	-do-	-do-	-do-	
67.	Ashotosh Dutta S/O Sukhendhu Dutta of Patlabari	On 14.8 95 Teliamura PS Case No. 68/95 Patlabari			
68.	Sudhir Das S/O Lt. Suresh Das of Laxmipati, PS-R.K. Pur	On 11.8 95 R K. Pur PS Case No. 151/95 Laxmipati	ATTF		
69.	Dalbir Singh Driver of GREF No, 159244 A/MT	On 12 8.95 Nutanbazar PS Case No 46/95 Pilanjoypara Bridge Karbook to Jaiya	NLFT	Pioneer Army	
70.	Prabakar Matiram No. 802855	-do-	-do-	-do-	
71.	Ananta Gopal Mandal GD No 8028096	-do-	-do-	-do-	
72.	Raghu Raj Singh GD No. 8024007	-do-	-do-	-do-	
73.	Girish Dabnath S/O Lt. Rajani Debnaih of Maracharra PS-Fatikroy	On 1.8.95 Fatikroy PS Case No.62/95 Maracharra	NLFT	Public	
74.	Smt. Sarala Debnath D/O. Girish Debnath of -do-	-do-	-do-	-do-	
75.	Supriya Debnath S/O Sunil Debnath of -do-	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
76.	Kajali Debnath D/O. Lt Donomoni Debnath of -do-	-do-	-do-	-do-	
77.	Khutuni Debnath D/O Lt. Durga charan Debnath Marachara	-do-	-do-	-do-	
78.	Kali Charan Debnath S/O. Lt. Kishore Debnath of -do-	-do-	-do-	-do-	
79.	Upendra Debnath S/O Lt. Kishore Debnath of -do-	-do-	-do-	-do-	
80.	Khiro Ranjan Biswas S/O Gojendra Biswas of Baisnab Colony PS-Kalyanpur	On 6 8.95 Kalyanpur PS Case No.35/95 Baishnab Colony	TLO	Civilian	
81.	Annajoy Reang S/O Sangsari Reang of Chandukcharra PS-Birganj	On 6 8 95 Birganj PS Case No 51/95 Chandukchara	NLFT	-do-	
82	Buddha Chandra Kalai S/O Sukramani Kalai of Taichang, PS-Ompi	On 23.8.95 Ompi PS Case No. 12/95 Taichang			
83.	Mohasanje GREF	On 12.8.95 Nutanbazar PS Case No. 46/95 Pilanjoypara	NLFT	Pioneer Army	

1	2	3	4	5	6
84.	Binanda Kishore Debbarma S/O Gopal Kishore Debbarma of Mendi PS-Kamalpur	12.9.95 Salema PS-Case No. 40/95 Mendi	Tiger Force	Civilian	
85.	Netai Debbarma S/O Lt Joy Kishore Debbarma of Maichangcherra PS-Salema	On 6.9 95 Salema PS Case No. 39/95 Katalutma	NLFT	-do-	
86.	Ehanu Chakma S/O Lt. Purnajoy Chakma of Lalcharra PS-Manu	On 2.9.95 Manu PS Case No. 6/95 Lalcharra	TTACF/ TTDF	-do-	
87.	Puduikya Chakama S/O. Lt Ananta Chakma of Lalcharra PS-Manu	On 2.9.95 Manu PS Case No. 66/95 Lalcharra	-do-	-do-	
88.	Gira Chakma S/O. Dri Dainya Chakma of Lalcharra	-do-	-do-	-do-	
89.	NK. Krishna Mohan Jha of 130. Bn. CRPF	On 14.9.95 Ompi PS Case No. 23/95 Kajubadam Orchard Tingaria	NLFT	CRPF	
90.	LNK Jagadish Singh of 130 Bn CRPF	-do-	-do-	-do-	
91.	Constable Rameswar Rao	On 14.9.95 Ompi PS Case No. 23/95 Kajubadma Orchard Tingaria	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
92.	Mani Debbarma S/O. Sabendra Debbarma of Khamper PS-Sidhai	On 17.9.95 Sidhai PS Case No. 115/95 Talchandra para	TTVF	Civilian	
93.	Nripendra Barman S/O. Bidhu Barman of Itbatta, Bisramganj PS-Bishalgarh	On 25.9.95 Bishalgarh PS Case No, 94/95 Itbatta, Bishramganj	TTACF	-do-	
94.	Bhulu Barman S/O Nripendra Barman of Itbatta Bisramganj PS. Bishalgarh	On 25.9.95 Bishalgarh PS Case No 91/95 Itbatta Bisramganj	TTACF	Civillian	
95	Suklal Debnath S/O Amarchand Debnath of 30 Card PS. Gandacharra	On 9.9.95 Gandacharra PS Case No. 34/95 30 Card	SENGKRAK	-do-	
96.	P.C. Singar Supdt. of Engineer NPCC Office Khumlung PS Jirania	On 30.9.95 Jirania PS Case No. 154/95 Khumlung Jirania	Tiger	Govt. employee	
97.	HC. Phani Rn. Sarkar DAR Dhalai Dist. Jalajhari camp	Cn 3.10.95 Raishyabari PS Cas No. 18/95 Bholanbassa Ferryghat	-do-	Police	job given to son
98.	C/3174 Bimal Kanti Dey	-do-	-do-	-do-	Financial Asst. given to son.
99.	C/4705 Sonatan Paul	-do-	-do-	-do-	-do-

1	2	3	4	5	6
100.	Rupan Saha of Sonamura PS. R.K. Pur	On 28.10 95 Birganj PS Case No 76/95 Gandhari	-do-	Civilian	
101.	Sultan Mia S/O Amanat Khan of Laxmanbari PS. Killa	On 2.10.95 Killa PS Case No 28/95 Laxmanbari	TTACF	-do-	
102.	Birendra Pratap C/930920409 of 92 Bn. CRPF	On 2.10.95 Ambassa PS Case No 58/95 5 KM Point On ABS-GNC road	TTYF	CRPF	
103.	R. Alckzander C/860924193	-do-	-do-	-do-	
104.	Khitish Das S/O Krishnalal Das of Kalichowmuhani PS. Jirania	On 9.10.95 Jirania PS Case No 158/95 Kali Chowmuhani	TTVF	Civilan	
105.	Pradipjoy Chakma S/O Chandradhar Chakma of Lalcherra PS Manu	On 13.10 95 Manu PS Case No. 79/95 Lalchrra	ATVF	-do-	
106.	Shyamal Biswas S/O. Sri Rajmohan Biswas PS-Gandacharra	On 25.10.95 Gandachara PS Case No. 28/95	PLA (Tripura)	Civilian	
107.	Anil Paul S/O. Lt Sarada Paul of Fulchari PS-Kamalpur	On 29.11.95 Kamalpur PS Case No. 65/95 UBI Branch Kamalpur	NLFT	Civilian	

1	2	3	4	5	6
108.	Sanjit Sengupta S/O. Lt. Subal Sengupta of Mayacharra PS-Kamalpur	On 29.11.95 Kamalpur PS Case No 65/95 UBI Branch Kamalpur	NLFT	Civilian	
109.	Biranjoy Tripura S/O. Thampi Singh Tripura of Garjanpassa PS-Chamanu	On 30.11.95 Chamanu PS Case No. 34/95 Garjanpassa Thalcherra road	NLFT	Civilian (Porter)	
110.	Tirtharai Jamatia S/O Sashi Chandra Jamatia of Tairupabari PS-Killa	On 27 11.95 Killa PS Case No 35/95 Tairupabari	Tiger Force	Civilian	
111.	Ratan Saha C/8097 SAF Staff	On 29.11.95 East Agartala PS Case No. 204/95 Lembocharra ICAR Complex	-do-	Police	Job given to son
112.	Sukram Debbarma S/O. Lt. Kishore Debbarma of Karbangpara PS-Jirania	On 10.11.95 Jirania PS Case No. 181/95 Karbang para	TTACF	Civilian	
113.	Amar Reong S/O Lt. Bidyajoy Reang of Ganganagar PS-Ganganagar	On 22.11.95 Ganganager PS Case No. 8/95 Ganganagar	SENG-KRAK	Civilian	
114.	Milan Debbarma S/O. Sunaram Debbarma of Ultachara PS-Gandachara	On 15/12/95 Gandachara PS Case No. 41/95 Ultacharra	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
115.	Kshitish Roy S/O. Nani Bhusan Roy of Gabordi PS-Takajala	On 20.12.95 Takarjala PS Case No. 92/95 Gabordi School ground	TTVF	Civilian	
116.	Swapan Biswas S/O. Swadhesh Biswas of Jampuijala PS-Takarjala	-do-	-do-	-do-	
117.	Smt. Charubala Ghosh W/O. Lt. Mahendra Ohosh of Noabadi PS-Jirania	On 22/11/95 Jirania PS Case No. 202/95 Noabadi	SDFT	-do-	
118.	Bidhan Chandra Roy DAR South Kalshi, DAR Camp PS-Baikora	On 25.12.95 Baikora PS Case No 71/95 Kalshi DAR Camp	TRA	Police	
119.	Radha Guha S/O. Lt. Jyotish Guha of Kalshi PS-Baikora	-do-	-do-	Civilian	
120.	Subimal Lodh S/O. Lt. Malchand Lodh of Manu	On 25.12 95 Manu PS Case No. 94/95 Manu-Chawmanu road	ATBSF	Civilian	
121.	Sishu Mia S/O. Lt. Khalil Mia of Bhadramisirpara PS-Jirania	On 28.12 95 Jirania PS Case No. 208/95 Bhadaramisir para	TTVF	-do-	
122.	Sridam Saha S/O. Debendra Saha of Bhadramisir para PS-Jirania	-do-	-do-	-do-	

Persons killed by Extremists for the year—1996

Sl. No.	Name and particulars of the victim	Date of occurance & case reference & Place of Occurance Date of occurance.	By whom	Affiliation of the victim.
1			4	
1,	Jagamani Debbarma S/O Indra Kr. Debbarma PS Salema.	On 10. 1.96 At Maichang orchand SLM PS Case No 5/96.	NLFT	DRW employee Agri. Deptt.
2.	Sankar Deb, Constable	On 13.1 96 At Ratanpur TKJ PS Case No. 4/96.	NLFT	Police. job given to son.
3.	Chandan Chakraborty Constable.	-do-	-do-	-do- Finncial Assistance given to wife
4	Debendra Namasudra S/O. Lt. Mahim Namasudra of Banbazar, PS Khowai.	On 17.1 96 At Banbazar KHW PS Case No 5/96	ATTF	Civilian
5.	Nripendra Namasudra S/O. Lt. Aditya Namasudra of Banbazar, PS Khowai.	-do-	-do-	-do-
6.	H/C J.D. Pandey 128 Bn CRPF.	On 20.1.96 At Mohanpur to Subal Singh road Hejamara. SDI PS Case No. 10/96	-do-	CRPF
7.	NK. Nabal Kishor 128 Bn. CRPF.	-do-	-do-	-do-
8.	Constable Babulal Mina	-do-	-do-	-do-
9.	Sr. Har Bhajan Singh	-do-	-do-	-do-
10.	Constable Jamespa of 12 Bn. CRPF.	-do-	-do-	-do-
11.	Constable Nagba Owrao.	-do-	-do-	-do-
12.	LNK. Bijoy Kumar	-do-	-do-	-do-

1	2	3	4	5
13.	Kajal Natra (Drivor of TR-10 2883) S/O Sadhan Datta of M.B. Tilla. PS West Agt.	-do-	-do-	-do-
14.	Lani Miah S/O. Lt' Mana Miah of Atharabula, PS Killa.	On 12.1.96 At Killa PS Case No. 2/96	TTSF/ TTACF	Civilian
15	Narendra Debbarma S/O. Lt. Buddhi Chandra Debbarma of waighati, PS Killa.	On 1.2.96 At waighati, Killa PS Case No. 5/96	NLFT	Civilian
16:	Tapan Barman Rifleman 2nd Bn TSR.	On 27.2.96 at Mechuria SLM PS Case No.12/96	NLFT	TSR 2nd Bn Job given to son
17.	Smt. Sajal Barai W/O. Sri Pabiram Barai of 32-Cards PS Salema.	On 4 2.96 At 32-card SLM PS case No.8/96	NLFT	Civilian
18.	Kumari Mina Shil D/O Priyalal Shil PS -do-	-do-	-do-	-do-
19.	Purusuttam Driver of vehicle BSF personal. C-copy, 145 Bn BSF.	On 6.2.96 At Simna to Belcharra Khowai PS Case No. 9/96.	ATTF	BSF
20.	Mr. M S. Kaoul, Asstt. Commandant C-coy 145 Bn BSF	-do-	-do-	-do-
21.	Jatindra Debbarma S/O. Lt, Rabi Debbarma of Tairajbari PS Sidhai.	On 24 2 96 At Srihari para SDI PS case No.17/96	-do-	Civilian Tribal.
22.	Unknown deadbody	On 6.3.96 At Kunjamohan para JRN PS Case No 30/96	TTVF	Civilian Tribal.

1	2	3	4	5
23	Rabindra Shil S/O Jagadish Shil of 32-Card PS Salema.	On 17.3.96 At 32-Card SLM PS Case No 13/96	ATVF	Civilian
24.	H/C H.E. Yaday, CISF	On 3.4.96 At Brajendranagar TKJ PS Case No.22/96	NLFT	CISF
25.	LNK B.C. Dey	-do-	-do-	-do-
26.	CONST. A. Mina	-do-	-do-	-do-
27.	Const. H. Mandal	-do-	-do-	-do-
28	Const. Alam Ali	-do-	-do-	-do-
29	M D. Khan Driver ef CISF Escort party.	On 3.4.96 At Brajendranagar TKJ PS Case No. 22/96	NLFT	Public Driver
30.	Sital Dey S/O Nani Gopal Dey of Dasamighat PS West Agartala	On 7.4,96 At Kuarimukh, Taidu PS Case No. 6/96	SHANG- KARK	Civilian.
31,	Bibhuti Bhusan Debnath S/O Krishna Kanta Debnath of Khamartilla, PS KLN.	On 19.4.96 At Dhumacharra Kalyanpur PS Case No 16/96	ATTF	Civilian
32.	Sushon Shil S/O Lt, Sachindra Shil At of Sonatala, PS KHW,	On 12 5 96 At Khowai PS Case No.38/96 At Rathatilla bazar.	NLFT	Civilian
33	Santosh Deb S/O. Lt, Narendra Deb of Hatkata, PS KHW.	-do-	-do-	-do-
34.	Bhakta Barman S/O Lt. Bulchand Barman of Ajagartilla, PS -do-	-do-	-do-	-do-

1	2	3	4	5
35	Ganash Das S/O. Lt. Rakesh Das of Dowliatill (Dhalabil) PS -do-	-do-	-do-	-do-
36	Ranjit Das S/O Lt Ramesh Das of Hatkata, PS -do-	-do-	-do-	-do-
37.	Banamali Deb alias Bana S/O Lt, Manimohan Deb of Hatkata, PS Khowai.	-do-	-do-	-do-
38.	Joydev kuri S/O Niranjan Kuri of Durganagar, PS -do-	-do-	-do-	-do-
39.	Chandra Mohan Debbarma S/O Rajmohan Debbarma of Belfung (Kachamati) PS Khowai	-do-	-do-	-do-
40.	Jagadish Prasad Verma Manager of Joynagar Petrol pump, PS Jirania.	On 20.5 96 At Joynagar Petrol Pump, Jirania. JRN PS Case No. 66/96.	TTVF	-do-
41.	Harendra Debbarma S/O Lt. Prasanta Debbarma of Sarbong PS Kalyanpur.	On 16.6.96 At Basikobra KLN PS Case N.29/96	ATTF	Civilian
42.	Abhinash Datta at Sadhu S/O Sri Sachindra Datta of Kulaiganta chara PS ABS	On 31.7.96 At Kulai Gantacharra ABS PS Case No. 34/96	ATTF	Civilian
43.	Haripada Goswami S/O Lt, Gour Gopal Goswami of East Chakrabai FS BKR.	On 7.7.96 At Aloycherra STB PS Case No. 50/96	TRA	Civilian

1	2	3	4	5
44.	Sunil Das S/O Lt Alonga Das of Madhupur PS Bishalgarh	-do-	-do-	-do-
45.	Chektoo Mohan Tripura S/O. of S.K. para PS Manu.	On 6 7 96 At S.K. Hera Manu FS Case No. 36/96	NMF	-do-
46.	Hamendra Sarkar S/O of 30 Card (Laxmipur) PS Gandacharra.	On 31.7.96 At 30-Card (Laxmipur)	TLF	Civilian
47.	Sanjit Dobbarma S/O. Shikrai Debbarma of Patni PS Jirania.	On 6.8.96 At Badanchandra pa:a. (patni) JRN PS Case No. Nil	NLFT	Civilian
48.	Bachhu Saha S/O. Lt, Mukunda Saha of Pitrabazar PS R.K. Pur.	On 19 8 96 At Pitrabazar R K. Pur PS Case No. 168/96	NLFT	Civilian
49.	Prabir Debbarma S/O. Sri Budhu Debbarma of Badan Chandra para (Patni) PS JRN.	On 22.8.96 At Badancharra para JRN PS Case No. 111/96	ATTF	Civilian
50.	Ranjit Debbarma S/O. Rajchandra Debbarma of Gopinathpara (Patni) PS JRN.	-do-	-do-	-do-
51.	Malijoy Reang S/O. Lt, Dastaram Reang of Muhanya para PS Gandacharra.	On 13.8.96 At Near Munanya para ONC PS Case No. 19/95	TNSF	Civilian

1	2	3	4	5	6
52	Const. Joydeb Sharma D/113 CRPF Ex-Mungiabari	On 7-8-96 At 41 Miles Assam-Agartala Road TLM PS-Case No 47/96	TLO	CRPF D/113 Bn. Ex-Mingia-bari	
53.	Ratish Ghosh S/O. Lt. Ramesh Ghosh of Colaghati, PS-TKJ	On 1.9.96 At Colaghati TKJ PS-Case No. 34/96	NLFT	Civilian	
54.	Narta Mohan Tripura S/O. Purnada Tripura of Gira Chandra para PS-Gandacharra ATTF Returnco, Class-IV employee of RWS Deptt.	On 23.9 96 At Girachandra para GNC PS Case No. 22/96	NLFT	Class-IV Employee of RWS Deptt. (ATTF Retn)	
55.	Braja Bashi Koloi Chairman, Taichang Gaowsabha (CPI-M) of Taichang, PS-Ompi	On 24.9.96 At Nagraibazar Ompi PS Case No 21/96 U/S 302 IPC	NLFT	Chairman (CPI-M)	
56.	Kishore Debbarma S/O. Harakrishna Debbarma of Hejamara PS Sidhai	On 8.9.96 At Kambukcharra Sidhai PS Case No. 86/96	ATTF	Civilian	
57.	Monoranjan Debnath S/O. Lt. Madhab Debnath of Kobra Khamar PS-Jirania	On 16.9.96 At Kobra Khamar JRN PS Case No 121/96	ATTF	Civilian	
58.	Rekha Debnath W/O. Sri Kanu Debnath of Kobra Khamar PS-Jirania	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
59.	Sangita Debnath D/O. Kanu Debnath of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	
60.	Bakul Rani Debnath W/O. Mano Rn. Debnath of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	
61.	Santi Bala Das W/O. Amarchand Das of 32-Card PS-Salema	-do-	-do-	-do-	
62.	Harendra Saha of Champaknagar PS-Jirania	On 11.10.96 At East Champak-nagar Bazar JRN PS Case No 129/96	TLO	Civilian	
63.	Bhulu Das of Champaknagar PS-Jirania	-do-	-do-	-do-	
64.	Kanu Debnath of Champaknagar PS-Jirania	On 11.10 96 At East Champk-nagar Bazar, JRN PS Case No. 129/96	TLO	Civilian	
65.	Surendra Saha of Champaknagar PS-Jirania	-do-	-do-	-do-	
66.	Krishna Debbarma S/O. Lt. Rajendra Debbarma of Malkapara PS-Sidhai	On 4.10.96 At Barhkathal Sidhai PS Case No. 91/96	NLFT	Civilian	
67.	NK. Sardhar R. M. Das 1st. Bn. TSR	On 6.11.96 At Barhkathal & Chachu, SDI PS Case No. 107/96	NLFT	TSR 1st Bn.	Job given to son

1	2	3	4	5	6
68.	Riflemen Sankar Paul Ist Bn. TSR.	On 6.11.96 At Barhkathal & Chachu SDI PS-Case No. 107/96	NLFT	TSR 1st Bn.	job given to son.
69.	Samar Sutradhar	On 2.11.96 At Chakmaghat Bazar TLM PS Case No 82/96	-do-	Civilian	
70.	Nihar Saha S/O Lt. Rajmohan Saha of Kauirampalli PS Birganj	On 11.11.96 At Burburia Birganj PS Case No. 103/96	ATTF	Civilian	
71.	Rakhal Das S/O Sri Ananta Das of Mailak PS Birganj	On -do-	-do-	-do-	
72.	Binode Behari Nama S/O Lt. Ramani Nama of Birganj	-do-	-do-	-do	
73.	Jadav Das S/O Sri Lal Mohan Das of Mailak PS Birganj	-do-	-do-	-do-	
74.	Krishna Das S/O Sri Ramani Das of Mailak PS Birganj	-do-	-do-	-co-	
75.	LNK. B. Jamatia CISF	On 25.11.96 At Bagbari JRN PS Case No. 144/96	ATTF	CISF	
76.	C/P P.A. Swami CISF	-do-	-do-	-do-	
77.	Const. Anil Thapo	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
78.	Babul Das	On 25.11.96 At Bagbari JRN PS Case No 144/96	ATTF	Civilian	
79.	Subash Debnath	-do-	-do-	-do-	
80.	Bakta Debbarma of Mangal Sadhupara PS Jirania	On 12.11.96 At Mangalsadhupara JRN PS Case No. 139/96	TTVF	-do-	
81.	Mathow Malsum S/O Sri Dulai Malsum of Malsumbasti PS Teliamura	On 6.12.96 At Manik Debbarma para TLM PS Case No 91/96	ATTF	Civilian	
82.	Bishnupada Shil S/O Lt. Upendra Shil of Bazar Colony PS Kalyanpur	On At Kalyanpur Bazar Colony KLN PS Case No. 54/96	ATTF	Civilian	
83.	Ashim Das Chowdhury S/O Sri Usha Rn. Chowdhury Bazar Colony PS KLN	-do-	-do-	-do-	
84.	Rashamoy Gope S/O Lt. Ramkanta Gope of Bazar Colony PS Kalyanpur	-do-	-do-	-do-	
85.	Binapani Das Chowdhury S/O Ashim Das Chowdhury of Bazar Colony PS KLN	-do-	-do-	-do-	
86.	Ajit Gope S/O Lt. Kumode Gope of Bazar conony PS Kalyanpur	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
87.	Smti. Sipra Gope W/O Lt. Ajit Gope of Bazar Colony PS Kalyanpur.	On At Kalyanpur Bazar Colony KLN PS-Case No. 54/96	ATTF	Civilian	
88.	Bijoy Deb S/O. Sri Sonatan Deb of Bazar Colony PS-Kalyanpur	-do-	-do-	-do-	
89.	Smti Sampa Gope @ Manti D O Sushil Gope of Bazar Colony PS-Kalyanpur	-do-	-do-	-do-	
90.	Rakesh Ghosh S/O. Ramkanta Ghosh of Bazar Colony PS. Kalyanpur	-do-	-do-	-do-	
91	Bimal Shil @ Majumdar S/O Lt. Surendra Shil @ Majumder of Bazar Colony PS- Kalyanpur	-do-	-do-	-do-	
92.	Nitai Malakar S/O. Surja Malakar of Bazar Colony PS-Kalyanpur	-do-	-do-	-do-	
93.	Barsa Goswami D/O Mohit Goswami of Bazar Colony PS-Kalyanpur	-do-	-do-	-do-	
94.	Jadav Gope S/O Lt. Madhab Gope of Bazar Colony PS-Kalyanpur	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
95.	Kajal Ch. Das Chowdhury @ Jotirmoy S/O Lt Jogesh Das Chowdhury of Bazar Colony PS-Kalyanpur	On At Kalyanpur Bazar Colony KLN PS-Case No. 54/96	ATTF	Civilian	
96.	Smti. Basana Majumder (Shil) @ Mani D/O Sri Bimal Majumder @ Shil of Bazar Colony	-do-	-do-	-do-	
97.	Anita Gope D/O Lt. Khitish Gope of Bazar Colony PS-Kalyanpur	-do-	-do-	-do-	
98.	Mohan Bashi Gope W/O Lt. Khitish Gope of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	
99.	Soma Gope D/O Sri Rashamoy Gope of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	
100.	Mani Deb D/O Lt. Bijoy Deb of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	
101.	Jaya Chakraborty (Goswami) W/O Sri Mohit Goswami of Bazar Colony PS-Kalyanpur	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
102.	Subodh Gope S/O. Sri Sukumar Gope of Bazar Colony PS KLN.	On At Kalyanpur Bazar Colony KLN PS-Case No. 54/96	ATTF	Civilian	
103.	Barun Bhattacharjee @ Kausik S/O. Sri Bakul Bhattacharjee of Bazar Colony PS-KLN	do	do	do	
104.	Bimal Deb S/O Bishnu Deb of Bazar Colony PS-Kalyanpur	do	do	do	
105	Smti. Sandhya Rani Gope W/O. Sri Sushil Gope of Bazar Colony PS-Kalyanpur	do	do	do	
106.	Usha Ranjan Chowdhury S/O. Lt. Umash Chandra Chowdhury of Bazar Colony PS-KLN	do	do	do	
107.	One unknown person	do	do	do	
108.	Gopal Deb S/O. Sri Gopesh Deb of Napaltilla PS-Manu	On At Ganganagar Manu PS-Case No. 66/96	NLFT/ NMF	Civilian	
109.	Prabhat Dhar S/O. Lt. Amullya Dhar of Karaticharra PS-Manu	-do-	-do-	-do-	
110.	Amal Bikash Chakma Dy. S.P., SDPO, LTV	-do-	-do-	Tripura police	No. prayer received

1	2	3	4	5	6
111.	Const. No. 4588 Parbati Sarkar	-do-	-do-	-do-	Job given
112.	Const. No. 4449 Mangal Debbarma	-do-	-do-	-do-	-do-
113.	Const. No. 5481 Gouranga Majumder	-do-	-do-	-do-	Not willing
114.	Const. No. 3679 Bijoy Debbarma	-do-	-do-	-do-	Job given
115.	Const. Pramode Banik (DAR) Dhalai	-do-	-do-	-do-	Financial Asst. given to son
116.	Driver Const. Prem Mohan Jamatia (DAR) Dhalai	do	do	do	Job given to son

PERSONS KILLED BY EXTREMISTS FOR THE YEAR—1997

1	2	3	4	5	6
1.	Braja Gopal Debbarma S/O. Lt. Rasan Debbarma of Suridhan para Jamircharra, PS-Manu	On 15.1.97 At Jamircharra (Suridha para) Manu PS-Case No. 4/97	ATTF	Civilian	
2.	Malin Debbarma of Kumarbill PS-Sidhai	On 28.1.97 At Kamarbill SDI PS Case No. 6/97	do	do	
3.	Parshuram Debbarma S/O. Sri Naba Sindhu Debbarma of Taichakatar PS-Salema	On 16.1.97 At Taichakatar (Mandi) SLM PS Case No. 4/97	NLFT	ATTF Returnee	

1	2	3	4	5	6
4.	Ratan Paul of North Taidu PS-Taidu	On 31.1.97 At North Taidu TDU PS Case No. 1/97	NLFT	Civilian	
5.	Usha Rani Paul of North Taidu PS-Taidu	do	do	do	
6.	Mohan Paul of North Taidu PS-Taidu	do	do	do	
7.	Amar Chand Das of North Taidu PS-Taidu	do	do	do	
8.	Bimal Das of North Taidu PS-Taidu	do	do	do	
9.	Sonatan Biswas of North Taidu PS-Taidu	do	do	do	
10.	Tikaram Goutam D/119 Bn. GREF Ex-Raishyabari PS Raishyabari	On 4.1.97 At Chamlingcharra Raishyabari-Tirthamukh road RSB PS Case No. 1/97	TRA	GREF	
11.	Amar Kumar Thapa D/119 Bn. GREF Ex-Raishyabari PS Raishyabari	do	do	do	
12.	Jogesh Sarkar of Baralunga PS Teliamura	On 21.1.97 At Baralunga TLM PS Case No. 5/97	SDFT	Civilian	

1	2	3	4	5	6
13.	Manindra Das SI of Police Khowai PS	On 11.1.97 At Khowai PS. Case No. 2/97	PLFT	Tripura police	Job given to son
14.	H/G Niranjan Dey of Khowai PS	-do-	-do-	H/G Orgn. TPA.	
15.	Sachindra Sarkar S/O Lt. Umesh Sarkar of Banganbari (Jarulbachai) PS Takarjala	On 11.2 97 At Jarulbachai (Baganbari) TKJ PS Case No. 12/97	ATTF	Civilian	
16.	Smti. Archana Sarkar W/O Sachandra Sarkar of Jarul Bachai PS Takarjala	-do-	-do-	-do-	
17.	Dipak Sarkar S/O. Sachindra Sarkar of Jarul Bachai PS Takarjala	-do-	-do-	-do-	
18.	Smti. Laxmi Rani Sarkar D/O. Sachandra Sarkar of Jarul Bachai PS Takarjala	-do-	-do-	-do-	
19.	Rajesh Sarkar S/O. Sachindra Sarkar of Jarulbachai PS Takarjala	-do-	-do-	-do-	
20.	One Male baby (1½) S/O. Dulal Sarkar Grand S/O. Sachindra Sarkar of Jarul Bachai PS Takarjala	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
21.	Smti Khelon Sarkar W/O Hemendra Sarkar of Baganbari PS-TKJ	On 11.2.97 At Jarulbachai (Baganbari) TKJ PS Case No. 12/97	ATTF	Civilian	
22.	Sujit Sarkar S/O. Hemendra Sarkar of Baganbari PS-TKJ	-do-	-do-	-do-	
23.	Smti. Saraswati Biswas W/O Sri Ajit Biswas of Baganbari, PS-TKJ	-do-	-do-	-do-	
24.	Bipul Sarkar (7) S/O. Hemendra Sarkar of Baganbari PS-TKJ	-do-	-do-	-do-	
25	Narayan Das S/O Lt. Amullya Das of Baganbari PS-Takarjala	-do-	-do-	-do-	
26.	Kumari Mithu Das S/O. Narayan Das of Baganbari PS-TKJ	-do-	-do-	-do-	
27.	Bidhu Das S/O. Narayan Das of Baganbari PS-TKJ	-do-	-do-	-do-	
28.	Tulshi Biswas S/O. Sri Ajit Biswas of Baganbari PS-TKJ	-do-	-do-	-do-	
29.	Chuttan Biswas S/O. Sudhi Biswas of Baganbari PS-TKJ	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
30.	Smti. Mati Bala Das D/O Sri Rakesh Das of Gandabasti PS-Khowai	On 15 2.97 At Gandabasti & Behalibari Khowai PS Case No. 14/97	ATTF	Civilian	
31.	Smti Pranati Shil W/O Pratap Shil of Gandabasti PS-Khowai	-do-	-do-	-do-	
32.	Shri Parimal Nath Sarma S/O. Lt. Satish Sarma of Gandabasti PS-Khowai	-do-	-do-	-do-	
33.	Smti. Pusparani Das (25) W/O. Sri Subodh Deb of Ramchandraghat Colony PS-Kalyanpur	On 16.2 97 At Ramchandraghat Colony KLN PS Case No 18/97	-do-	-do-	
34.	Shri Kukunda Paul (65) S/O. Lt Hari Ch. R/Paul of Ramchandraghat Colony PS-Kalyanpur	-do-	-do-	-co-	
35.	Shri Nirmal Deb (13) S/O. Lt. Prabodh Deb of Ramchandraghat Colony PS-Kalyanpur	-do-	-do-	-do-	
36	Smti. Sukriti R/Paul (35) W/O. Gouranga Paul of Ramchandraghat Colony PS-Kalyanpur	-do-	-do-	-do	
37.	Smti Gangabashi Deb (Baisnab) (40) W/O Lt. Prabodh Deb of Ramchandraghan Colony PS-Kalyanpur	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
38.	Smti. Archana @ Himani Dey (21) W/O Lt. Probodh Deb of Ramchandraghat Colony PS-Kalyanpur	On 16.2.97 At Ramchandraghat Colony KLN PS Case No. 18/97	ATTF	Civilian	
39.	Sachindra @ Niba R/Paul (35), S/O Lt. Brajendra R/Paul of Remchandraghat Colony PS-Kalyanpur	-do-	-do-	-do-	
40.	Rasemoy Deb (65) .S/O Nabakishore Deb of Ramchandraghat Colony PS-Kalyanpur	-do-	-do-	-do-	
41.	Chitta Mayee R/Paul W/O. Lt. Surjamani R/Paul of -do-	-do-	-do-	-do-	
42.	Basanti R/Paul (30) W/O. Aditya R/Paul of -do-	-do-	-do-	-do-	
43.	Arati Bala Paul (35) W/O Lt. Mukunda Paul of -do-	-do-	-do-	-do-	
44.	Jharna Rani Deb (50) W/O Lt. Rasamoy Deb of -do-	-do-	-do-	-do-	
45.	Unknown Male Tribai person. recovered from the house of Dinesh D/Berma S/O Ramesh Debbarma of -do-	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
46.	Unknown Female Trjbal porson, Recovered from the house of Dinesh Debbarma S/O Ramesh Debbarma of -do-	-do-	-do-	-do-	
47.	Paresh Das (65) S/O Lt. Ramesh Das of Dhalabil PS Khowai	On 16.2.97 At South Laltilla Colony, Khowai PS Case No 15/97	ATTF	Civilian	
48.	Sunity Paul (55) W/O Lt. Rabindra Paul of Dhalabil, PS-Khowai	-do-	-do-	-do-	
49.	Niranjan Ghosh (61) S/O Lt. Durga Charan Ghosh of Kamlipur PS Khowai	-do-	-do-	-do-	
50.	Dulali Ghosh (55) W/O Lt. Keshab Ghosh of Kamlipur PS-Khowai	-do-	-do-	-do-	
51.	Haladhar Barman (35) S/O. Sri Bangabashi Barman of Barmantilla, PS-Kalyanpur	On 15 2.97 At Barmantilla KLN FS Case No 20/97	ATTF	Civilian	
52.	Nibhu Das (40) W/O. Bulan Das of Laxmi Narayanpur Colony PS-Kalyanpur	On 16 2 97 At Gourangatilla KLN PS Case No. 19/97	ATTF	Civilian	
53	Niram Tanti (60/65) W/O Lt Durjyadhan Tanti of Laxminarayanpur Colony PS-Kalyhpur	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
54.	Sadhana Bala Das W/O. Monmohan Das of Laxminarayanpur Colony PS-Kalyanpur	On 16.2.97 At Gourangatille KLN PS Case No. 19/97	ATTF	Civilian	
55	Dhananjoy Das S/O Lt. Jogesh Das of -do-	do	do	do	
56.	Gita Chakraborty (Choudhary) (50) W/O. Bhabesh Chakraborty of Kaxminarayanpur Colony PS-Kalyanpur	do	do	do	
57.	Suchitra Bala Das (50) W/O. Gopal Das of do	do	do	do	
58.	Santosh Das S/O. Harilal Das of do	do	do	do	
59.	Tapan Das (18) S/O. Monmohan Das of do	do	do	do	
60.	Fulo Tanti (55) W/O. Jogendra Tanti of do	do	do	do	
61.	Anita Tanti (16) S/O. Cobinda @ Gopendra Das of do	do	do	do	
62.	Priyatosh Das (22) S/O. Lt. Hiralal Das of do	do	do	do	

1	2	3	4	5	6
63.	Alaka Bala Das W/O. Rasamoy Das of do	On 16.2.97 At Gourangatilla KLN PS-Case No. 19/97	ATTF	Civilian	
64.	Namita Das (13) D/O. Monmohan Das of Laxmi Narayanpur Colony PS-Kalyanpur	-do-	-do-	-do-	
65	Debend Tanti (16) S/O. Jogandra Tanti of do	-do-	-do-	-do-	
66.	Dinesh Debnath S/O. Gagan Debnath of Kalabagan PS-Khowai	On 16.2.97 At Kalabagan KHW PS Case No. 17/97	-do-	-do-	
67.	Anandamayee Debnath W/O Lt. Bhim Chandra Debnath of Chandranath Thakur para PS-Khowai	On 9/2/97 At Chandranath Thakur para KHW PS Case No. 12/97	-do-	-do-	
68.	Badal Debbarma S/O. Suman Debbarma of Dasarambari PS-Jirania	On 27.2.97 At Dasrambari JRN PS Case No. 20/97	NLFT	Civilian (ST)	
69.	Mangal Chandra Reang (55) S/O Lankarai Reang of Dhananjoy Chowdhury-para PS-Nutanbazar	On 28.2.97 At Dhananjoy Chowdhary para NTB PS Case No. 11/97	do	do	
70.	Binode Debbarma (30/35) S/O. Lt. Rabi Debbarma of Chargharia PS-JRN	On 15.2.97 At Chargaria JRN PS-Case No. 28/97	SDFT	Civilian (ST)	

1	2	3	4	5	6
71.	Rabi Charan Debbarma (32) S/O. Sri Rajchandra Deb Barma of Muktachandra Bari PS-Khowai	On 15 3.97 At Sombariabazar KHW PS-Case No. 27/97	ATTF	DRW employees coconut garden	
72.	Sankar Debbarma (26) S/O Sashi Kumar Deb Barma of Ramgopal Bari (Bidyabil) PS-Khowai	On 17.3.97 At Ramgopal Bari (Bidyabil) KHW PS Case No. 28/97	NLFT	Civilian	
73	Surjya Debbarma of Darugamura PS SDI	On 28.3.97 At Darugamura SDI PS-Case No. 25/97	NLFT	Chairman CPI(M) East Simna Goan Sabha	
74.	Darmapal Barua S/O Jamini Ranjan Barua of West Chamanu PS Chamanu	On 16.4 97 At West Chamanu CMN PS Case No 1/97	TTVF	Member, CPI(M) LTV D/C	
75.	Shubha Kanya Debbarma W/O Sambhu Debbarma of Chargharia PS Jirania	On 20.4.97 At Chargarin (Mandai) JRN PS Case No. 04/97	TTVF	Civilian	
76.	Keshab Debbarma (60) S/O Lt, Ram Debbarma of Santia Sadhupara (Sarbong) PS KLN	On 17.5.97 At Santiasadhupara KLN PS Case No. 49/97	ATTF	Civilian	
77.	Mayani Debbarma (55) W/O Lt Keshab Debbarma of do	-do-	-do-	-do-	
78.	Nirendra Debbarma (35) S/O Lt. Keshab Debbarma of do	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
79.	Bidhu Debbarma (28) S/O Lt. Keshab Debbarma of do	-do-	-do-	-do-	
80.	Ashish Saha S/O. Monoranjan Saha of Sarbong PS Birganj	On 27.5 97 At Sarbong BRG PS Case No. 38/97	ATTF	Civilian	
81.	Gopal Debnath (50) S/O. of Sarbong PS Birganj	-do-	-do-	-do-	
82.	No. 680835446 SI G. S. Bhati 33 Bn. CRPF Ex-Chellegang, PS NTB	On 7 5.97 At Khumlong (Setarai Uchai para) NTB PS Case No. 24/97	NLFT	CRPF	
83.	No 781240064 H/C T. Varsingh 33 Bn. CRPF Ex-Cnclagan	-do-	-do-	-do-	
84.	No. 800677804 H/C T Kindo of -do-	-do-	-do-	-do-	
85.	No. 7002700 NK Mohan Lal of -do-	-do-	-do-	-do-	
86	No 830726124 LNK Hensmukh Kumar of -do-	-do-	-do-	-do-	
87.	No. 050610155 LNK. Ramchandra of -do-	-do-	-do-	-do-	
88.	No. 913130263 C/V Mailvaganon of -do-	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
89	No. 911243462 C/R. Baruah of -do-	On 7.5.79 At Khumlong (Sataral Uchai Para) NTB PS Case No. 24/97	NLFT	CRPF	
90.	No. 903040797 C/ Balbir Singh 33-Bn.CRPF Ex-Cnollagang PS-Nutanbazar	-do-	-do-	-do-	
91	No. 913131848 C/T. Renu Gopal of -do-	-do-	-do-	-do-	
92.	No. 861120314 C/Ranadhir Singha of -do-	-do-	-do-	-do-	
93.	No 8612055 C/Naresh Kumar of -do-	-do-	-do-	-do-	
94.	No. 830741004 C/Bachnu Singa of -do-	-do-	-do-	-do-	
95.	No. 913137028 C/Nareshi Miah of -do-	-do-	-do-	-do-	
96.	No. 943314813 C/K Nagrajan of -do-	-do-	-do-	-do-	
97.	No. 943312849 C/B. Gandhi	-do-	-do-	-do	
98.	No. 931120051 D/C Vigendra Singha of -do-	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
99.	Ratan Malakar H/G No. 932089 of NTB PS.	On 7.5 97 At Khumlung (Satarai Uchai para) NTB PS Case No. 24/97	NLFT	H/G TP	Under Process
100.	Rashu Debbarma PS East Agt.	On 17.5.97 At Mailya Chowdhury muni, East Agt. PS Case No. 78/97	NLFT	Civilian	
101.	Nabinham Reang S/O Sri Suharai Reang of North Subashnagar PS Kanchanpur	On 20.5.97 At Anandabazar KCP PS-Case No. 20/97	NLFT	Civilian	
102.	C/3035 Swapan Laskar DAR South Dist Ex-Pitra O.P. PS R K. Pur	On 21.5 97 At Pitrabazar RKP PS Case No 78, 97	NLFT	Tripura police	Job given to son
103.	Prabir Das Teacher Mashli J/B School	On 2.5.97 At Atharamura (34 miles) TLM PS Case No. 30/97	Tiger Commando	Govt. Employee	
104.	Haribal Majumdar (60) S/O Lt. Krishna Dhan Majumder of 7 mile PS Taliamura	On 3.6.97 At 7 Miles (Near Khagiamangal) TLM PS Case No. 39/97	NLFT	Civilian	
105.	Basanti Majumder (50) W/O. Haribal Majumder of -do-	-do-	-do-	-do-	
106.	Gaanesh Chowdhury (60) S/O Lt. Nakul Chowdhury of -do-	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
107.	Biswajit Majumder (45) S/O Lt. Sudarshan Majumder of -do-	On 3.6.97 At 7 Miles (Near Khagiamangal) TLM PS Case No. 39/97	NLFT	Civilian	
108.	Helen Sarkar W/O Sri Ajit Sarkar of do	do	do	do	
109.	GREF No. 169631 Dr. 11. Nanda Ktsoore PS Chamanu	On 10.6.97 At 10 K. M. Point On CMN-Gobinda Bari Road, CMN PS Case No. 3/97	-do-	GREF	
110.	GREF No. 176242 MT/DVR Jagtar Singh PS Chamanu	do	do	do	
111.	No. TA 3736 Sub N.B. Singh 199 Territorial Army Bn Ex Govindabari PS Chamanu	do	do	T.A.	
112.	Sep No. 10245441 Mrinal Singh of do	do	do	T.A.	
113.	Sep No. 10245507 Kamalakanta Singh of do	do	do	T.A.	
114.	Sep No. 10245572 M. Santi Singh of do	do	do	T.A.	
115.	Sep. No. 1025492 Madhav patar of do	do	do	T.A.	

1	2	3	4	5	6
116.	Sep No 10245692 Pavitra Borkakati 199 Territorial Army Bn	On 10.6 97 At 10 K, M, Point On CMN Gobinda Bari Road, CMN PS No, 3/97	NLFT	T.A,	
117.	Sep. No. 10245013 Ratneswar Hajarika of do	-do-	-do-	T.A.	
118.	Daiyan chand Tripura S/O Marmajoy Tripura of North Longtharai PS Chamanu	-do-	-do-	Casual paid Labour	
119.	Kulai Chand Tripura S/O Lt Chitra Kr. Tripura of Amtali Chowmohani PS Chamanu	-do-	-do-	-do-	
120.	Bikash Chakama S/O. Bhanu Chakma of Amtali RS Chamanu	-do-	-do-	-do-	
121.	Mahindra Tripura S/O. Rashna Tripura of Amtali PS Chamanu	-do-	-do-	-do-	
122.	Nitairam Tripura S/O Lt. Nabadwip Tripura of Thalcharra PS Chamanu	-do-	-do-	Civilian	
123.	Smt! Bararung Tripura D/O. Birendra Tripura of Rajendra Roaja para PS Chamauu	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
124.	Smti Khnngrashrce Tripura W/O Thanda Kr. Tripura of Thalcharra PS CMN.	-do-	-do-	-do-	
125.	Nakiram Tripura S/O Patimoy Tripura S/O Patimoy Tripura of Nakiram para PS CMN	-do-	-do-	-do-	
126	Smti Amita Tripura S/O Natai Tripura of Amtali PS Chamanu	-do-	-do-	-do	
127	Binode Debbarma (22) . S/O Lt Nagendra Debharma of Bagabil Juma Colony PS-Khowai	On 26.6.97 At Bagabil Jumia Colony, KHW PS Case No. 50/97	NLFT	Civilian	
128.	Jewel Debbarma S/O Sri Manti Mohan Debbarma of Chotasurma PS-Kamalpur	On 29.6.97 At Madab Bazar SLM PS Case No 25/97	do	do	
129.	Dhanna Debbarma S/O Smti. Kailas of ADC Colony PS-Jirania	On 11.6.97 At Borakha ADC Colony JRN PS Case No. 56/97	ATTF	-do-	
130.	Indra Mohan Saha S/O Lt. Rebati Mohan Saha of Katlamara PS Sidhai	On 16/6/97 At Sonarambazar SDI PS Case No. 51/97	-do-	-do-	
131.	Manik Majumder of Shantirabazar PS STB	On 2.7 97 At Panpathar PS STB PS-Case No. 42/97	NLFT	Civilian	

1	2	3	4	5	6
132.	Badal Bhowmik of West Manu Bazar PS-Manu Bazar	-do-	-do-	-do-	
133.	Kshirode Debbarma Leader of CMP (CPI-M) S/O. Lt. Chandra Mohan Debbarma of Tillabari (Rathatilla) PS-Khowai	On 3.7.79 At Officetilla KHW PS Case No. 53/97	NLFT	Civilian	
134.	Dilip Das S/O Lt. Hiranmoy Das of Cmpi Colony PS-Ompi	On 5.7.97 At Tetaibari PS Ompi OMPI PS-Case No 28/97	-do-	-do-	
135.	Rajendra Reang S/O. Sri Balujoy Reang of Sagarpur PS-Kanchanpur	On 1.7 97 At Sagarpur KCP PS Case No 25/97	-do-	-do-	
136.	Ramkanta Debbarma S/O Lt. Jagadish Debbarma of Binakobra para PS-Khowai	On 19.7.97 At Palkabari KAW PS Case No. 59/97	-do-	-do-	
137.	Riflemen Sanjib Chowdhury of 2nd Bn TSR R.K. Nagar	On 30.7.97 At Nutunbari KCP PS-Case No. 27/97	-do-	TSR	
138.	Rifleman Nepal Das of -do-	-do-	-do-	-do-	
139.	Riflemen. Nirmal Paul of -do-	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
140	Mohandra Reang (35) S/O Lt. Salnangia Reang of Mohanta Reang paia PS-Gandacharra	On 19.7.97 At Mohanta Roang Para, GNC PS Case No. 8/97	SMNG KRAK	Civilian	
141.	Gandhi Tripura (50) S/O Lt Gupta Mani Tripura of Kharang para PS-Belonia	On 21.8.97 At Kharang para BLN PS Case No. 89/97	NLFT	Civilian	
142.	Khokan Shil S/O. Lt. Bipin Shil of Shantirbazar PSSLM	On 24.8 97 At Santirbazar SNB PS Case No. 29/97	-do-	-do-	
143.	Bisedaitya Debbarma (45) S/O Lt. Ramkrishna D/Barma of Binen Hajari para PS-Kalyanpur	On 29.8.97 At Binon Hajari para KLN PS Case No. 66/97	-do-	-do-	
144.	Mati Lal Saha of Terapur (Jagatpur) PS-Sidhai	On 9.8.97 At Tarapur (Jagatpur) SDI PS. Case No. 66/97	ATTF	-do-	
145	Nirmal Canti Debbarma S/O Nikunja Debbarma of Khongrabari PS Khowai	On 10.8.97 At Khongrabri KHN PS Case No. 61/97	-do-	-do-	
146.	Manabashi Sarkar (60) W/O Monmohan Sarkar of South Brahmacharra PS Teliamura	On 14 8.97 At South Brachma-charra TLM PS Case No. 53/97	-do-	-do-	
147.	Anita Sarkar (22) W/O Sri Rakhal Sarkar of -do-	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
148	Subodh Deb S/O Lt. Nagondra Deb of Samatal Padmabil PS-Khowai	On 16 8 97 At Samatal Padmabil KHW PS Case No. 62/97	ATTF	Civilian	
149.	Smil. Chhaya Dab W/O Lt Subodh Deb of -do-	-do-	-do-	-do-	
150.	Smti Sobha Rani Das (26) W/O Narayan Das of Laxmipati PS R. K. Pur	On 8.9.97 At Laxmipati RKP PS Case No. 138/97	NLFT	Civilian	
151	J/C No 182139 Subedar Bidher Daisy of A-Coy. 18 Bn A/R	On 23.9.97 At Belcharra Khowai PS Case No. 78/97	NLFT	Assam Rifle.	
152.	No. 182535 NK Gopinath Barman of A-Coy. 18 Bn A/R	-do-	-do-	-do-	
153.	No. 184121 Rifleman Hom Bahadur Thapa of do	-do-	-do-	-do-	
154.	No. 184159 RFN, Hetman of do	-do-	-do-	-do-	
155.	No. 184166 RFN Prem Singh of do	-do-	-do-	-do-	
156.	Ref. Gobind Singh of do	-do-	-do-	-do-	
157.	Hossain Miah (Truck Driver)	-do-	-do-	Civilian	

1	2	3	4	5	6
158.	Rakhal Saha (Asstt. of the Truck)	-do-	-do-	Civilian	
159.	Mayana Debbarma (45) S/O Lt. Mankanta Debbarma of Jamadarbari PS Khowai	On 27.9.97 At Jamadarbari KHW PS-Case No. 73/97	-do-	-do-	
160.	Alok Chowdhury S/O Sri Sachindra Chowdhury of Samatal Padmabil (Hatkata) PS Khowai	On 8 9.97 At Manaicharra KHW PS Case No. 73/97	-do-	-do-	
161.	Janmejoy Reang (32) S/O Sri Satrugna Reang of GNR PS GNR	On 1.10.97 At Ganganagar market GNR PS Case No 6/97	-do-	-do-	
162.	Constable Nikhil Das P.G of MLA S/O Sri Sudhir Das	On 3.10.97 At Manikbhandar Kamalpur PS Case No. 79/97	-do-	Tripura Police	Job given to son
163.	Manoranjan Chowdhury S/O Lt. Nibaran Chowdhury of Noabari PS R.K Pur	On 11.10.97 At Noabari RKP PS Case No. 182/97	-do-	Civilian	
164.	Sukramani Malsum S/O Lt. Rangtai Singh Malsum of Gamake PS Ompi	On 15.10 97 At Gamako Ompi PS Case No. 17/97	-do-	-do-	
165.	Alindra Debbarma S/O Lt Pandit Debbarma of Lofunga PS SDI	On 6.10.97 At Lofunga SDI PS Case No. 83/97	ATTF	Civilian	
166.	Biswa Kumar Debbarma (45) S/O Sri Upendra of Modibari PS Khowai	On 9.10 97 At Padmobil KHW PS Case No, 83/97	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
167.	Pradip Das (32) S/O Tarani Das of Jagatpur PS-SDI	On 19.10.97 At Balaram Thakur Para TKJ PS Case No. 53/97	NLFT	Civilian	
168.	Milan Debnath (24) S/O. Niranjan Dednath of Golaghati PS-TKJ	On -do-	-do-	-do-	
169.	Binanda Sarkar Asst. Teacher of Jampai-jala Colony School	-do-	-do-	Govt. Employee	
170.	Shyam sundar Dey S/O Sri Gajendra Dey of Amrapassa PS FTK	On 29.10.97 At Amrapassa FTK PS Case No. 75/97	NLFT	Civilian	
171.	Pratul Dey S/O. Shyam Sundar Dey of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	
172	Ashis Dey (16) S/O Pratul Dey of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	
173.	Ajit Dey (14) S/O -do- of -do-	-do-	-do-	-do-	
174	Biswajit Dey S/O Biraja Kr Dey of Duraichara PS KMP	On 31.10.97 At Duraichara KMP PS Case No. 82/97	-do-	-do-	
175	Paikha babu Malsum (35) S/O. Dipak Bahadur Malsum of Chankhola PS Taidu	On 4 11.97 At Chankhola TDU PS Case No. 17/97	ATTF	Civilian	
176.	No. 76001028 H/C Bijayananda	On 7.11.97 At Chaplingchara Dyke No. 4 BOP RSB PS Case No. 9/97	ATTF	BSF	
177.	No. 892100800 C/T Babu Jorge	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
178.	No. 90193390 Bhim Singh	On 7.11 97 At Chaplingcharra Dyke No 4 BOP RSB PS Case No. 9/97	ATTF	BSF	
179.	No. 9049961 S.K. Mastan	-do-	-do-	-do-	
180.	No. 93106885 CT Bhub Singh	-do-	-do-	-do-	
181.	No 81002798 CT Driver, V.S. Misra	-do-	-do-	-do-	
182.	No. 90100201 C T Driver Fakkaruddin Khan	-do-	-do-	-do-	
183.	Sambhusingh Tripura of Dyke No. 4	-do-	-do-	Civilian	
184.	Nasirung Tripura of -do-	-do-	-do-	-do-	
185.	Madhuri Tripura of -do-	-do-	-do-	-do-	
186.	Gunadhan Tripura of -do-	-do-	-do-	-do-	
187.	Karjamaca Tripura of -do-	-do-	-do-	-do-	
188.	Gulihubi Tripura of -do-	-do-	do-	-do-	
189.	Puppabala Tripura of -do-	-do-	-do-	-do-	
190.	Bhaklirung Tripura of do	-do-	-do-	-do-	
191.	Dulu Mohan Tripura of -do-	do	do	do	
192.	Ashabi Tripura of Dyke No. 1	do	do	do	

1	2	3	4	5	6
193.	Kusum Tripura of -do-	do	do	do	
194.	Kapi Mohan Tripura of -do-	do	do	do	
195.	Mano Debbarma S/O Kusha Dabbarma of Bugrambari PS Jirania	On 11.11.97 At Bugrambari JRN PS Case No. 116/97	ATTF	Civilian	
196.	Sukhendu Das (17) S/O. Nirmal Das of Jarulcharra PS-Manu	On 12.11.97 At Jarulcharra MNU PS Case No. 45/97	NLFT	-do-	
197	Ratan Kumar Jamatia (36) S/O. Lt Ajendra Jamatia of Garjankhola PS Birganj	On 16.11.97 At Garjankhola BRG PS Case No. 72/97	TNSF	Civilian	
198	Mangaljoy Reang (32) S/O Lt Balarai Reang of Rutugrai Bari PS Biganj	On 22.11.97 At Rutugraibari BRG PS-Case No. 73/97	TTCF	Civilian	
199.	Mahesh Debbarma (16) S/O Sri Nanda Kumar Debbarma of Badan Ch. para PS-Khowai A student of Class X	On 15 12 97 At Badan Chowdhury para KHW PS Case No 99/97	NLFT	Civilian	
200.	Sujit Dabbarma (16) S/O Sri Anil Debbarma of Induria (West Belcharra) PS-Khowai	On 20/12/97 At Induria KHW PS Case No. 101/97	ATTF	-do-	
201.	Bhupendra Debbarma (26) S/O. Sri Manoranjan Debbarma of Tingharia PS-Khowai	-do-	-do-	-do-	

PERSONS KILLED BY EXTREMISTS FOR THE YEAR–1998

1	2	3	4	5	6
1.	Putrajoy Malsum (Panchayat Member) S/O Reched Mohan Malsum of Aga-Saimarua PS-Killa	On 10.1.98 At Aga-Saimarua KLA PS Case No. 2/98	NLFT	Civilian	
2.	Tikkirai Tripura S/O Lt. Ashapurna Tripura of Dhupeharl PS Manu	On 11.2.98 At Nutanbazar MNU PS Case No. 5/98	NMF	do	
3.	Smti Sarnalata Shil (50) W/O Sri Manindra Shil of Samatal Padmabil PS-Khowai	On 9.2.98 At Samatal Padmabil KHW PS Case No. 14/98	ATTF	do	
4.	Manojit Shil (18) S/O Manindra Shil of -do- PS -do-	do	do	do	
5.	Bikash Shil (16) S/O Sri Binode Shil of -do- PS -do-	do	do	do	
6	Rahul Shil (3) S/O Sri Manindra Shil of do PS do	do	do	do	
7.	Shilpi Shil (9) S/O do of do PS do	do	do	do	
8.	Kshir Mohan Suklades S/O Rashmohan Sukladas of East Ganki, Bhumihin Colony PS Khowai	On 11.2.98 At East Ganki Colony KHW PS Case No. 16/98	do	do	
9.	Bhajan Sukladas S/O Bargamohan Sukladas of do	do	do	do	

1	2	3	4	5	6
10	Durgamohan Sukladas (70) S/O Kunjamohan Sukladas of do	On 11.2 98 At East Ganki Colony KHW PS Case No. 16/98	ATTF	Civilian	
11.	Smti Suradhani Shabar (50) W/O Iswar Sabar of do	do	do	do	
12.	Smti Rina Shabar (19) D/O Iswar Sabar of do	do	do	do	
13.	Satrughna Shabar (8) S/O do of do	do	do	do	
14.	Tanu Sabar D/O Iswar Sabar of East Ganki Bhumihin Colony PS-Khowai	do	do	do	
15.	Smti Minu Rani Chakraborty W/O Lt. Parimal Chakraborty of Urabari PS Sdhai	On 11.2.98 At Urabir SDI PS Case No. 19/98	-do-	-do-	
16.	Smti. Niropama Chakraborty W/O Lt Reboti Chakrborty of do PS do	do	do	do	
17.	Smti Gyana Badhur Debnath (70) W/O Lt. Umesh Debnath of do PS do	do	do	do	
18.	Sri Paresh Debnath S/O Ramesh Debnath of do PS do	do	do	do	
19.	Sri Binode Debnath S/O. Rabi Charan D/Nath of do PS do	do	do	do	

1	2	3	4	5	6
20.	Sri Manindra Das	On 13.2.98 At Laxmibazar (Kantachowdhury para) Manu PS Case No. 6/98	NMF	Civilian	
21.	Smti Shila Das (2½)	-do-	-do-	-do-	
22.	LNK Arun Kanti Bhowmik of 3rd TSR, A-Coy	On 12.2.98 At Champaraipara GNR PS Case No. 2/98	NLFT	TSR 3rd Bn A-Coy	Job given to son
23.	LNK Mukaddas Ali of do	-do-	-do-	-do-	-do-
24.	RFM Laxman Debnath of do	-do-	-do-	-do-	Under process
25.	RFM. Bapi Malakar of do	-do-	-do-	-do-	-do-
26.	RFM. Rabi Ch. Debbarma of do	-do-	-do-	-do-	Job given to son
27.	RFM Bikash Chakraborty of do	-do-	-do-	-do-	-do-
28.	RFM Samsul Haque of do	-do-	-do-	-do-	No Application received
29.	RFM Pramode Sarkar of do PS do	-do-	-do-	-do-	-do-
30.	Ranjit Debbarma (18) S/O Nandi Debbarma of Balucharra PS-SDI	On 27.2 98 At Rajanpara/ Balucharra	ATTF	Civilian	
31.	Dhirendra Debbarma S/O Mangrai Debbarma of Rahenpara PS Sidhai	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
32.	Subal Debbarma S/O Agunia Debbarma of Rajanpara PS Sidhai	-do-	-do-	-do-	
33.	Mahan Debbarma S/O Agunia Debbarma of do	-do-	-do-	-do-	
34.	Sajal Biswas S/O Lt. Monmohan Biswas of Amarpur Town	On 2 3.98 At Dalak BRG Case No. 25/98	-do-	Govt. Employee	
35.	Sachindra Reang S/O Sri Sathiram Reang of Sathiram Reang PS Ambassa	On 7.3.98 At Sathirampara ABS PS Case No 5/98	NLFT	Civilian	
36.	Arun Debbarma (??) S/O Sri Bishu Debbarma of Ramkrishna Sarder para PS Jirania	On 9.?.98 At R K Sardar para JRN PS Case No. 40/98	ATTF	Civilian	
37.	Parija Bibi (46) W/O Jalal Miah Garjee PS R. K Pur	On 15.3.98 At Garjee RKP PS Case No. 73/98	NLFT	Civilian	
38.	Balaram Das (55) S/O Lt Banka Behari Das of Tuisang PS Ompi	On 16 3.98 At Tuisang Ompi PS Case No. 6/98	do	do	
39.	Prallad Debbarma S/O Lt. Padma Debbarma of Santosia PS-Kamalpur	On 14.3.98 At Saralmanipara KMP PS Case No. 14/93	do	do	

1	2	3	4	5	6
40.	Sankuram Reang (16) S/O Lt. Daya Runga Reang of Chakako PS STB	On 17.3.98 At Chakako STB PS Case No. 16/98	NLFT	Civilian	
41.	Kharendra Reang (38) S/O Lt. Gouranga Reang of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	
42.	Pabitra Reang (28) S/O Billaram Reang of -do- PS -do-	do	do	do	
43.	Durbajoy Reang (21) S/O Bwluram Reang of -do- PS -do-	do	do	do	
44.	Sudhan Debbarma (50) S/O Lt. Premananda Debbarma of Demdum PS Fatikroy	On 19.3.98 At Demdum ATK PS Case No. 18/93	NLFT	Civilian	
45.	Jatu Debbarma (22) S/O Sri Bashuram Debbarma at Gajapara PS Sidhai	On 19.3.98 At Bairagipara SDI PS Case No. 33/98	ATTF	do	
46.	Akhil Debbarma (32) S/O Lt. Bharat Debbarma of Debra PS Sidhai	-do-	-do-	-do-	
47.	Sushil Debbarma (25) S/O Sri Baman Debbarma of Debra PS-Sidhai	-do-	-do-	-do-	
48.	Hiran Debbarma (35) S/O Sri Chintaram Debbarma of Bairagi PS Sidhai	-do-	-do-	-do-	
49.	Major Santosh Pravakar of 14 Mardha Regiment Ex-Nejamara	On 20 3.98 At Radhabati SDI PS Case No. 36/98	-do-	Army	

1	2	3	4	5	6
50.	NK. Shibajak hate of -do-	-do-	-do-	-do-	
51.	H/C N C Roy of 2nd Bn TSR R.K. Nagar	On 22.3.98 At Mangal Chowdhury para KDR PS Case No. 14/98	NLFT	TSR	
52.	H/C Charles Murmu of -do-	do	do	do	
53.	RFN. Kabir Roy of -do-	do	do	do	
54	RFN Swapan Rhowmik of -do-	do	do	do	
55.	RFN. Sachitnanda Paul of -do-	do	do	do	
56	RFN. Subhash Debbarma of -do-	do	do	do	
57.	Bimal Sinha Minister of Health S/O Laxmikanta Sinha of Mohanpur PS-Kamalpur	On 31.3.98 At Avanga SLM PS Case No. 5/98	do	Minister of Tripura	
58.	Bidyut Sinha @ Roket S/O Laxmikanta Singha of Mohanpur PS-Kamalpur	do	do	Civilian	
59.	Dhironta Reang (19) S/O Sri Mitrajoy Reang of Masuria para PS Ambassa	On 2.4.98 at Masuraipera ATS PS Caae No 3/98	SUNGKRAK	Civilian	
60.	Tagari bala Banik (36) W/O Nikhil Banik of Khadarnal PS Nutanbazar	On 3.4 98 At Khodarnal NSB PS Case No. 25/98	NLFT	-do-	

1	2	3	4	5	6
61.	Shyamapada @ Madhu Bhattacharjee (50) S/O Harimoy Bhattacharjee of Barabil	On 4.4 98 At Lathabari KHW PS Case No. 32/98	ATTF	Govt. Employee	
62.	Sashadhar Sharma S/O Anukul Sarma of Pitra PS R.K. Pur	On 12.4.98 At Pitra RKP PS Case No. 94/98	NLFT	Civilian	
63.	Apazna Sarma D/O Sashadhar Sarma of -do-	-do-	-do-	-do-	
64.	Chandrakanta Reang (26) of Thalibari PS Taidu	On 14.4.98 At Thalibari TDU PS Case No, 7/98	NLFT	Civilian	
65.	Binanda Reang (35) S/O Lt. Gadadhar Reang of Mansipara PS Ambassa	On 15.4.98 At 6-Mile point ABS-GNC Road ABS PS Case No. 13/98	NLFT	Civilian	
66.	Samar Debbarma (25) S/O. Dinesh debbarma of Narendra Debbarma para Kasko, PS Birganj	On 7.4.98 At Nurendra D/Barma para BRG PS Case No. 26/98	-do-	-do-	
67.	Bachephari Malsum (49) S/O. Lt. Jadi Bahadur Malsum of Atham Bhagya Malsum para PS-Birganj	On 1.5.99 At Atham Baigya Malsum para BRG PS-Case No. 47/98	-do-	-do-	
68.	C/T/Sajal Banik of DIS (South) Tripura	On 14r5.98 At Ompi OMPI PS Case No. 10/98	-do-	Police	

1	2	3	4	5	6
69.	Hanif Kumar Debbarma (20) S/O Shri Bhajendra Debbarma of Dafadarbari PS-Khowai	On 1.5 98 At Dafadarbari KHW PS Case No. 47/98	-do-	Civilian	Job given to son
70.	Bishu Debbarma (36) S/O Lt. Dinabandhu Debbarma of UdaiKobra PS-JRN	On 18.5.98 At Chargaria JRN PS Case No. 72/98	-do-	-do-	
71.	Anna Kumar Debbarma (35) S/O. Sri Sambhu Dabbarma of Chargharia PS-JRN	do	do	do	
72.	C/Dipesh Chakraborty of Tripura police	On 18.5.98 At Sundartilla SDI PS Case No. 55/98	ATTF	Police	Job given to son
73	Partha Pratim Das Litan S/O. Johesh Das of Jogendranagar PS East Agartala	On 20.5 98 At Dhupcharrra JRN PS Case No. 74/98	TMP	Civilian	
74.	Mohit Joshi 2nd Licatenant (Army) 18 Marathe L/I	On 31.5.98 At Dalanbari SDI PS Case No. 59/98	ATTF	Army	
75	Jiten Debbarma (30) S/O Sri Laxmiram Debbarme of Lambucharra PS KMP	On 29.5.98 At Lambucharra KMP PS Case No. 27/98	NLFT	Civilian	
76.	Charindra Tripura S/O. Lt. Sumanta Mohan Tripura, of Madan Roaja para PS Manu	On 3.6 98 At Dhumacharra MNU PS Case No. 21/98	NLFT	do	
77.	Mrinal Kanti Debbarma (18) S/O Gajendra Debbarma of Kamarsadhu para PS-Kalyanpur	On 4.6.98 At Khamarsadu para KLN PS Case No. 36/98	NLFT	do	

1	2	3	4	5	6
78	Dilip Debbarma S/O Sashi Kanta Debbarma of Bhaktamani para PS Khowai	On 7 6.98 At Bhaktamani para KHW PS Case No. 51/98	ATTF	NLFT Collaborator	
79.	Sanjib Debbarma S/O Upendra Debbarma of Dhakhal Singhbari PS-KHW	On 8.6.98 At Dhakbalsinghabari KHW PS Case No. 52/98	NLFT	Civilian	
80.	Hriday Debbarma (16) S/O Paritosh Debbarma of Behalabari, PS Khowai	-do-	-do-	-do-	
81.	Raju Debbarma S/O Fulu Debbarma of Redhaghat para PS-Jirania	On 10.6.98 At Rajkumarpara JRN PS Case No. 84/98	TMP	-do-	
82.	Budhuhang Chakma (55) S/O Lt Balaiya Chakma of Haripur PS Gandacharra	On 11.6 98 At Haripur GNC PS Case No. 8/98	TNSF	-do-	
83.	Mrinal Kanti Chowdury (70) Owner of Adarini Tea Garden of Adarini PS-East AGT	On 15.6.98 At Adarini T.E. E. AGT. PS Case No. 75/98	NLFT	-do-	
84.	Anjan Chowdhury (39) S/O Lt. Mrinal Kanti Chowdhury of -do-	-do-	-do-	-do-	
85.	Pradip Dey (40) Bangali Typist of JMP Block	On 16.6.98 At Pailabhaga TKJ PS Case No. 31/98	NLFT	Govt. Employee	
86.	Jhantu Sarkar S/O Amullya Sarkar of Nutantiila (Gakulpur) PS-R.K. Pur	On 16.6.98 At Nutantilla (Gakulpur) RKP PS Case No. 158/98	NLFT	Civilian	

1	2	3	4	5	6
87	NK. Mantu Das of 1st Bn TSR 'B Coy	On 29.6 98 At Nabarampara (TNV Colony) BKR PS Case No. 38/98	NLFT	TSR	
88.	R/FN. Rajendra Dowedi	-do-	-do-	-do-	
89.	Priya Mohan Das PS-Baikhora	-do-	-do-	Civilian	
90.	Shanti Sur PS-BKR	-do-	-do-	Govt Employee	
91.	Amaiosh Debbarma (16) S/O Sri Shambhuram Debbarma of Shyambahadur para PS-Kalyanpur	On 29.6.98 At Shyambahadur para KLN PS Case No. 41/98	-do-	Civilian	
92.	Samarendra Debbarma S/O Lt Mangal Debbarma of Shyambahadur para PS-Kalyanpur	-do-	-do-	-do-	
93.	Surjya Kumar Debbarma S/O Sri Loha Kumar Debbarma of Ramdurga para PS-Kalyanpur	-do-	-do-	-do-	
94	Saraswati Chakraborty (14) D/O Paresh Chakraborty of Killa Baganbari .	On 3.7.98 At Killa Baganbari Kill PS Case No. 16/98	-do-	-do-	
95	Satya Ranjan Debbarma (45) LBT of Bairagipara J/B School S/O Sri Manindra Debbarma of Kalachand Sarda: para PS-Kalyanpur	On 15.7.98 At Kalachand Sardar Para KLN PS Case No. 43/98	-do-	Govt. Employee	
96.	Shimul Saha S/OJatindra Saha of Taidu market PS-Taidu	On 18.7.98 At Taidu market TDU PS Case No. 11/98	-do-	Civilian	

1	2	3	4	5	6
97.	Narayan Chanda (42) S/O Lt. Umesh Chanda of South Taidu PS -do-	-do-	-do-	-do-	
98.	Bhuban Debnath S/O Lt. Aswini Debnath	-do-	-do-	-do-	
99	Sanjjt Debnath S/O Sri Lalmohan Debnath of East Mirza PS. R.K. Pur	On 26.7.98 At Ichamara RKP PS Case No. 193/98	NLFT	Civilian	
100.	Ramini Dayal Jamatia S/O Lt. Dwija Kanta Jamatia of North Tulamura PS-R.K. Pur	-do-	-do-	-do-	
101.	Ashit Patari (32) S/O Shri Jatindr Kumar Patari of Manpathar Bazar PS-Santirbazar	On 25.7.98 At Khalifatilla STB PS Case No. 44/98	NLFT	Civilian	
102.	Arun Kumar Debbarma S/O Sri Sonacharan Debbarma of Baijalbari PS-Khowai	On 9.7.98 At Balcabari KHW PS Case No. 64/98	ATTF	-do-	
103.	Pradip Goswami Storekeeper of SDO (Food) LTV, Chailengta	On 30.7.98 At Tilakpara Manu PS Case No. 33/98	NLFT	Govt. Employee	
104.	Khokan Shil (30) S/O. Lt. Dayalhari Shil Gobindatilla PS-Birganj	On 2.8.98 At Debbarighat BRJ PS Case No. 62/98	NLFT	Civilian	
105.	Mintu Day (35) S/O Lt. Anukul Dey of -do- PS Birganj	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
106.	Maloy Kanti Nag S/O Pravat Nag of Krishnagar PS-West Agartala	On 5 8.98 At Narondrapur R.T. SDI PS Case No. 72/98	ATTF	Civilian	
107.	Karna Sindhu Paul of Kumarghat PS-Fatikroy	-do-	-do-	-do-	
108.	Paritosh Sarkar of Gandhigram PS-Airport	-do-	-do-	-do-	
109.	Ganesh Ghosh of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	
110.	Narayan Das of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	
111.	Biresh Baidya S/O Rabindra Baidya of Garjee PS R. K Pur	On 8.8 98 At Gargee R.K. Pur PS-Case No. 206/98	NLFT	-do-	
112	Umesh Debbarma (36) S/O. Sri Jogesh Debbarma of West Tuichaeg PS Taidu	On 14.8.98 At West Tuichang TDU PS Case No. 226/98	TTCF	-do-	
113	Madhu Krishna Malsum S/O. Sri Dolai Mani Molsum of Bhaktamani para PS-Ompi	On 14.8.98 At West Tuichang TDU PS Case No. 14/98	TTCF	Civilian	
114.	Prajabashi Malsum (36) S/O Dinabandhu Malsum of Jaleyabari PS-Ompi	-do-	-do-	-do-	
115	Mira Nath (25) W/O Sri Dilip Nath of Rabindranagar PS-Kanchanpur	On 15.8.98 At Kanchanpur Pecharthal Road Near Manpui Manu KCP PS Case No. 70,98	NLFT	-do-	
116.	Binode Chowdhury (26) S/O Lt. Subodh Chowdhury of Srirampur PS-KCP	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
117.	Fritish Chakraborty (Driver of TRTC Bus) of Krishnanagar PS-West Agartala	-do-	-do-	Govt. Employee	
118.	Swapan Debbarma (32) of Krishnanagar PS-West Agartala	-do-	-do-	Civilian	
119.	Sushil Nath S/O Lt. Suresh Nath of Gopalpur PS-KCP	On 15 8.98 At Kanchanpur Pecharthal Road KCP PS Case No. 70/98	NLFT	-do-	
120	Prem Sing Urang (45) S/O Mithu Sing Urang of Pramodenagar PS-Khowai	On 16.8.98 At Pramodenagar bazar, KLN PS Case No. 54/98	NLFT	Civilian	
121.	Ratia Urang (48) S/O Makka Urang of Binon Hajnri PS-KLN	-do-	-do-	-do-	
122	Anil Baidya S/O Lt. Sashi Mohan Baidya of Bagantiila PS-BKR	On 19 8 98 At Bagantilla BKR PS Case No. 43/98	-do-	-do-	
123.	Unus Miah	On 22.8.98 At Sadhupara JRN PS Case No. 116/98	-do-	-do-	
124.	Kajal Debbarma (14) D/O Sri Debendra D/barma of Maharam Chowdhury para PS-Jirania	-do-	-do-	-do-	
125.	Malina Debbarma S/O Jamini Debbarma of Shibram Thakur para PS-Jirania	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
126.	Bipul Debbarma (22) S/O Lt Gyan Debbarma of Nutan Tablabari PS-Khowai	On 23 9 98 At Nutun Tablabari KHW PS Case No. 84/98	TCF	Civilian	
127.	Ramabrata Debbarma (25) S/O Sri Upendra Debbarma of -do-	-do-	-do-	-do-	
123.	Dulal Gour (30) S/O Sri Thakur Gour of South Sonarai PS-KMP	On 29.8.98 At Shivhari KMP PS Case No. 56/98	NLFT	-do-	
129.	Krishna Kairi (24) S/O Lt. Hariyrasad Kairi of Sonarai PS-KMP	-do-	-do-	-do-	
130.	Bijoy Kairi (26) S/O Sri Mithailal Kairi of -do-	-do-	-do-	-do-	
131.	Golap Gour (16) S/O Sri Ananta Gour of -do-	-do-	-do-	-do-	
132.	Susen Deb (31) S/O Lt. Sunil Deb of Lalchari PS-KMP	-do-	-do-	-do-	
133.	Bhupen Debbarma (25) @ Gopen S/O Lt. Rasik Debbarma of Shivbari PS-KMP	-do-	-do-	-do-	
134.	Ranjan Kairi	-do-	-do-	-do-	
135	Girendra Debbarma	-do-	-do-	-do-	
136.	Chandan Chakraborty S/O Lt Bhuhendra Chakraborty of Betcharra P/S-FTK	On 30.8 99 At Betcharra Bazar A, A. Road, FTK PS Case No. 54/98	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
137.	Gopal Dey S/O Lt. Akshoy Dey of -do- PS -do-	do	do	do	
138.	Tarani Majumdar S/O. Lt. Harish Majumdar of Bhati Dudpur PS Fatikroy	do	do	do	
139.	Madhu Sudhan Paul of Naba Santi ganj PS Takarjala	On 31.8.98 At Naba Santi ganj TKJ PS Case No. 40/98	NLFT	Civilian	
140.	Ali Ahammad (34) S/O Lt. Sahed Ali of Chhanbari Nabasantiganj PS TKJ	do	do	do	
141.	Suklal Debnath (27) S/O Lt. Robati Debnath of Jampuijala	On 4 9.98 At Kanuram para TKJ PS Case No. 41/98	-do-	-do-	
142.	Kishan Das (16) S/O Amullya Das of Mailak PS BRG	On 15 9.98 At Mailak BRG PS Case No. 71/98	-do-	-do-	
143.	Sambhu Das (35) S/O Manmohan Das of Malbassa PS BRG	do	do	do	
144	Manmohan Das S/O Lt Brajendra Das of Mailak	do	do	do	
145	Dhan Kumar Debbarma (ATTF Roturnee)	On 6.9 98 At Kusum Chowdhury para Taidu PS Case No 14/98	TTCF	ATTF Roturnee	
146.	Shyamal Dey S/O Lt. Akhil Dey of Dhalacarra PS Taidu	On 18.9.98 At Dhalacharra TDU PS Case No. 15/98	NLFT	Civilian	

1	2	3	4	5	6
147.	Gouranga Sarkar S/O Lt. Anukul Sarkar of West Howaibari PS Teliamura	On 19.9.98 At West Howaibari TLM PS Case No. 67/98	NLFT	Civilian	
148.	Chinu Shome S/O Nakul Shome	On 24.9.98 At Gachiacharra AGT-SBM Road, MNB PS Case No. 45/98	NLFT	Civilian	
149	Jayanta Das (14) S/O Sukumar Das of Town Rankang PS-Birganj	On 22.9.98 At Town Rankang BRG PS Case No. 73/98	NLFT	Civilian	
150.	Amar Dey (35) S/O Lt. Debendra Dey of -do- PS -do-	do	do	do	
151.	Chinta Haran Naogi (45) S/O Lt. Dinabandhu Naogi of -do- PS -do-	do	do	do	
152	Sahaeb Ali (45) S/O Mabhad Ali of -do- PS -do-	do	do	do	
153	Benode Das S/O Jogesh Das of Town Rankang PS-Birganj	On 22.9.98 At Town Rangkang BRG PS Case No 73/96	NLFT	Civilian	
154.	Chakradhar Tripura S/O Jagadish Tripura of Ratan Roaja para PS-Manu	On 30.9.98 At Ratan Roja para Manu PS Case No 45/98	NLFT	Civilian	
155.	Sudhir Deb (70) S/O Lt. Iswar Chandra Deb of Dhalacharra PS-Taidu	On 24.9 98 At Dhalachara Taidu PS Case No. 16/98	do	do	

1	2	3	4	5	6
156.	Binapani Deb W/O Sudhir Deb of -do- PS -do-	do	do	do	
157.	Shibu Deb S/O Sudhir Deb of -do- PS -do-	do	do	do	
158	Khapengral Debbarma of Chaigharia PS-Jirania	On 2 10.98 At Chaigharia JRN PS Case No. 134/98	NLFT	do	
159.	Subal Debbarma S/O Purna Debbarma of Mahim Ch. para PS-Jirania	On 4.10.98 At Mahim Ch para JRN PS Case No. 134/98	NLFT	do	
160.	Sukhram Debbarma S/O Mukta Debbarma of -do- PS -do-	do	do	do	
161.	Bir Chandra Chowdhury of Trisabari PS-Teliamura	On 10.10.98 At Trishabari TLM PS Csae No 77/98	do	do	
162.	Ajoy Chowdhury S/O Priyanath Chowdhury of -do-	do	do	do	
163	Abhijit Paul (5) S/O Govinda Paul of -do-	do	do	do	
164	Monmohan Baishya (50) S/O Sri Haran Baishya of -do-	do	do	do	
165.	Ito Chowdhury (22) D/O Sri Priyanath Chowdhury of do	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
166.	Smti Mithu Chowdhury (22) W/O Sri Amrit Chowdhury of do	On 10.10.98 At Trishabari TLM PS Case No. 77/98	NLFT	Civilian	
167.	Smti Sushama Paul W/O Lt. Nagendra Paul of -do-	-do-	-do-	-do-	
168.	Dharmacharan Jamatia S/O Ramani Mohan Jamatia of Trishabari PS-Teliamura	-do-	-do-	-do-	
169.	Dilip Debbarma S/O Sambhu Debbarma of Duski PS-Teliamura	On 15.10.98 At Duski TLM PS Case No. 90/98	NLFT	Civilian	
170	LNK Subha Paul 14-Bn CRPF Ex-Manu	On 13.10 98 At Joyrampara Manu PS Case No. 46/98	NLFT	CRPF	
171.	Uttam DebNath S/O Prafulla Debnath of Agartala, Dhaleswar PS-East Agartala	On 17.10.98 At Raishyabari TKJ PS Case No. 47/98	NLFT	Driver	
172.	Ananda Mohan Roaja S/O Lt. Surjya Bangshi Roaja of Durgapur PS-Gandacharra	On 13.10 98 At Durgapur GNC PS Case No. 20/98	NLFT	Ex-MLA	
173.	Narayan Das S/O Anil Das of Jharjharia PS Nutanbazar	On 2.10 98 At East Duluma NTB PS Case No. 63/98	ATTF	Civilian	
174.	SI Birendra Debbarma of Takarjala PS	On 20.10.98 At Garubazar TKJ PS Case No 52/98	NLFT	Tripura police	Not application recived from son

1	2	3	4	5	6
175	C/1253 Dhirendra Das of Takarjala PS	On 20.10 98 At Garubazar TKJ PS Case No. 52/98	NLFT	Tripura police	Not application recived from son
176.	Saroj Debbarma S/O Sri Birendra Debbarma of Udai Dafadar para PS-Kalyanpur	On 1.11.98 At Udai Dafadar para KLN PS Case No. 65/98	-do-	Civilian	
177.	Rupdhan Chakma of Bhitar Mainama PS-Manu	On 3.11.98 At Mainama Bazar Manu PS Case No. 15/98	-do-	Civilian	
178	Manindra Debbarma of -do-	-do-	-do-	-do-	
179.	Subodh Kairi of -do-	-do-	-do-	-do-	
180.	Joydeb Saha S/O Haridas Saha of Ompi bazar PS-Ompi	On 3.11.98 At Baramura JRN PS Case No. 148/98	-do-	-do-	
181.	Nirendra Debbarma of Athaibari PS-Khowai	On 2.11.98 At Athaibari KHW PS Case No. 106/98	-do-	-do-	
182.	Swapan Rupini S/O Lt. Rhaktajoy Rupini of Belbari PS Jirania	On 4.11.98 At Belbari, JRN PS Case No. 109/98	-do-	-do-	
183.	Mrs. Bhuturi Adhikari D/O Manindra Adhikari of Uttar Barjala PS-BLG	On 3.11.98 At Uttar Barjala BLG PS Case No. 91/98	NLFT	Civilian	
184.	Harendra Debnath S/O Lt. Mohendra Debnath of -do- PS do	-do-	-do-	do	
185.	Benode Behari Bhowmik S/O Lt. Ishan Ch Bhowmik of Phutamati, PS-R K. Pur	On 19.11.98 At Phutamati, R.K. pur PS Case No. 277/98	NLFT	do	

1	2	3	4	5	6
186.	Rabindra Deb Staff of TTM Hydra Project	On 28.11.98 At Karaicharra NTB PS Case No. 69/98	ATTF	Govt. Employee	
187.	Haribhushan Saha S/O Lt. Jagmohan Saha of GNC PS GNC	On 30.11.98 At Jagabandhu para GNC PS Case No. 22/98	NLFT	Civilian	
188	Gunadhar Jamatia S/O Dharmadayal Jamatia of Gamaku PS BRG	On 30.11.98 At Gamaku BRG PS Case No. 87/98	NLFT	Govt. Employee	
189.	Abhiram Debbarma S/O Sri Sukurai D/Barma of Sachirampara, PS BRG	On 4.11.98 At Khumtaya bazar BRG PS Case No. 150/98	NLFT	Civilian	
190.	Padma Charan Jamatia S/O Tara Kr Jamatia of Murasinghbari, PS -do-	On 3.12 98 At Old Kachima BRG PS Case No. 88/98	-do-	-do-	
191.	Smt. Basanti Shil W/O Rashmohan Shil of Kunjaban, PS KLN.	On 6.12 98 At Kunjaban School KLN PS Case No. 76/98	ATTF	-do-	
192.	Rajkumar Debbarma S/O. Lt Rabi Debbarma of Jagatram T/para PS-Jirania	On 15.12.98 At Jagatram Thakurpara JRN PS Case No. 166/98	NLFT	-do-	
193	Bhakta Deb S/O Pran Kr. Deb of Uttar Barjala, PS Bishalgarh	On 17.12.98 At Rangmala BLG PS Case No. 109/98	-do-	-do-	
194.	Manik Saha S/O Monoranjan Saha of Panbari, Matabber tilla, PS Ompi	On 17.12.98 At Panbari (Matabber- tilla) Ompi PS Case No. 23/98	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
195.	Samiran Dey S/O Rabindra Dey of Mashaoli, PS-FTK	On 17.12 98 At 82 mile bazar Manu PS Case No. 60/98	NLFT	Civilian	
196.	Rakhal Das S/O Lt. Manindra Das of Dudhpur PS-FTK	-do-	-do-	-do-	
197.	Tamal Das S/O Sri Alanga Das of Betaga, PS-STB	On 19.12.98 At Bagafa STB PS Case No. 84/98	-do-	-do-	
198.	Swapan Saha S/O Sri Sudhangshu Saha of Mara Chowmohani PS Jirania	On 23.12.98 At Chakbasta JRN PS Case No. 171/98	-do-	-do-	
199.	Chaitra Mohan Debbarma S/O Lt. Vachai Debbarma of Banamalipur, PS E/AGT	On 23.12 88 At Sambhucharan para TKJ PS Case No 59/98	NLFT	Govt. Employee	
200.	Sudhir Das S/O Mukunda Das of Pitra, PS Killa	On 28.12 98 At Chalitabari Bazar Killa PS Case No 25/98	NLFT	Civilian	
201.	Monoranjan Biswas S/O Sri Harish Biswas of Dulucherra, PS BKR	On 30.12.98 At Dulucherra BKR PS Case No. 70/98	-do-	-do-	
202.	Smt Laxmi Biswas W/O Monoranjan Biswas of do, PS do	-do-	-do-	-do-	
203.	Sachindra Ch. Das S/O Lt. Sagar Ch. Das of Jampuijala, PS TKJ	On 17 10 98 At Baishyabari TKJ PS Case No. 47/98	-do-	-do-	

PERSONS KILLED BY EXTREMISTS FOR THE YEAR—1999

1	2	3	4	5	6
1.	Patabashi Malsum S/O Labaram Malsum of Chankhala PS-Taidu	On 1.10 98 D/R.11.1.99 At Dudraichara TLM PS Case No. 4/99	NLFT	Civilian	
2.	Smti Danbashi Sarkar W/O Harimohan Sarkar of Bairangpara PS Takarjala	On 2.1.99 At Bairang para TKJ PS Case No. 1/99	NLFT	Civilian	
3.	Satyabrata Chakraborty (Asstt. Teacher of Jampai- jala H/S School) of Badharghat, PS Amtali	On 5.1.99 At Kanurampara TKJ PS Case No. 1/99	NLFT	Govt. Employee	
4.	Karmafal Jamatia S/O. Lt. Angadas @ Baishnab of Nabari PS-R K Pur	On 15.1.99 At Anukul Colony Near Gamaria R.K. Pur PS Case No 13/99	NLFT	Civilian	
5.	Sailendra Nath S/O Kunja Nath of Satnala	On 21.1.99 At Satnala Market KCP PS Case No. 4/99	NLFT	Civilian	
6.	Bimal Dey @ Bhulan S/O Sri Harilal Dey of South Charilam PS Bishalgarh	On 16.1.99 At Hormabazar BLG PS Case No 6/99	NLFT	Civilian	
7.	Sudhir Biswas (30) S/O Joy Charan Biswas PS -do- (Class IV Employee of Charilam High School)	-do-	-do-	Govt. Employee	
8.	Jatindra Baishnab (32) S/O Lt. Aswini Baishnab of Barbaiya PS-R.K. Pur	On 21.1.99 At Pathaliaghat BLG PS Case No. 7/99	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
9.	Niranjan Shil S/O Monoharan Shil of Belonia	-do-	-do-	-do-	
10.	Siraj Miah S/O Ushab Miah of Nutanbazar PS-Nutanbazar	On 26.1.99 At Chandrapur R.K. Pur PS-Case No. 23/99	-do-	-do-	
11.	Chelafru Mog (52) S/O Raime Mog Pradhan of West Nalichara of West Nalicharra PS-Ambassa	On 27.1.99 At West Nalicharra ABS PS Case No. 6 99	-do-	-do-	
12.	Balendra Debbarma (28) (ATTF Returnee) S/O Benu Ch. Debbarma of West Nalicharra PS-Ambassa	On 27.1.99 At West Nalicharra ABS PS Case No. 6/99	NLFT	Civilian	
13.	Nikhil Das S/O Sri Manmohan Das of Sekerkot PS Amtali	On 2.2 99 At Kanchanmala AMT PS Case No. 12/99	NLFT	-do-	
14.	Rabi Dey (40) S/O Lt. Sachindra Dey of Kanchanmala PS-Amtali	-do-	-do-	-do-	
15.	Haripada Dey (42) S/O Sachindra Lal Dey of -do- PS do	-do-	-do-	-do	
16.	Dhruba Dey (32) S/O Lt. Sachindra Dey of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
17.	Jamini Debbarma (55) S/O Lt. Mohan Ch. D/barma of Apraskar, PS-Kamalpur	On 8.2 99 At Apareshkar KMP PS Case No. 12/99	NLFT	Civilian	
18.	Balai Karmakar (15) S/O Prafulla Karmakar of Bandowar No. 2 Fulkumari PS-R K. Pur	On 17.2.99 At Bandowar R K. Pur PS Case No 39/99	-do-	-do-	
19.	Biswajit Rabi Das (28) S/O Bhutia Rabi Das of Barkathal PS-Sidhai	On 17.2.99 At Barkathal SDI PS Case No. 15/99	ATTF	-do-	
20	Sachindra Tripura (35) S/O Sri Marma Kumar Tripura of Banch para PS-Chamanu	On 23.2.99 At Banchpara CMN PS Case No. 3/99	NLFT	-do-	
21	Rasha Das S/O Lt Rajendra Das of Ompi	On 28.2 99 At Chanchola TDU PS Case No.	NLFT	-do-	
22	LNK. 2600387 Govinda Singh Mehta 26 A/R Ex-Tulasikhar	On 28.2.99 At Panchabati KLN PS Case No. 14/99	NLFT	A/R Staff	
23.	Padma Ram Reang S/O Mailyaram Reang of West Chamanu PS-Chamanu KBT of Baibonchara J/B School	On 5.3.99 At West Chamanu CMN PS Case No. 4/99	NLFT	Govt. Employee	
24.	Rakhal Saha S/O Mahendra Saha of Barabhiya PS R.K. Pur	On 8 3.99 At Longthaicharra BLG PS Case No. 27/99	NLFT	Govt. Employee	

1	2	3	4	5	6
25.	Anil Paul of -do- PS -do-	On 8.3 99 At Longthaicharra BLG PS Case No. 27/99	NLFT	Civilian	
26.	Samiran Bibi of No. 2 Chandranagar PS-Bishalgarh	-do-	-do-	-do-	
27.	Rasana Khatoon W/O Ali Akbar of Pramodenagar PS-Bishalgarh	-do-	-do-	-do-	
28.	Nepal Shil S/O Hemachandra Shil of Chandrapur PS-R.K. Pur	-do-	-do-	-do-	
29.	Jhutan Dey S/O Gouranga Dey of Polti Road, PS-R K Pur	On 9.3.99 At Maharani K.R Pur PS Case No 52/99	-do-	-do-	
30.	Dulal Das S/O Yadav Das of North Maharani PS -do-	-do-	-do	Govt. Employee	
31.	Tapan Sutradhar S/O Debendra Sutradhar of Garjee PS -do-	On 11.3 99 At Garjee R. K. Pur PS Case No. 56/99	-do-	-do-	
32.	A/C Some Prakash Sharma of 33 Bn CRPF Ex-NTB	On 14.3.99 At Uchaibari NTB PS Csae No. 19/99	-do-	CRPF	
33.	Jarnal Singh of -do-	-do-	-do-	-do-	
34.	SI Sadhan Nandy O/C NTB PS of Tripura Police	-do-	-do-	Tripura police	Under process

1	2	3	4	5	6
35	Kamala Sadhan Jamatia S/O Lalit Gobinda Jamatia of Kejurbari PS-Ompi	On 17.3 99 At Khejurbari, Ompi PS Case No. 9/99	NLFT	Civilian	
36.	Subhash Kar (42) S/O Indra Kumar Kar of Madhyapara PS R K. Pur	On 19.3.99 At Barabhaiya R.K. Pur PS Caae No. 59/99	-do-	-do-	
37.	Tarendra Tripura of Dhumachara PS Manu	On 25.3 99 At Dwangmog para ABS PS Case No. 24/99	-do-	NMT Extremist	
38	Narayan Saha S/O Prafullya Saha of RNB PS-Jirania	On 29.3 99 At Faiurdhum JRN PS Case No. 18/99	ATTF	Civilian	
39.	Krishna Saha S/O Prabodh Saha of RNB PS-Jirania	-do-	-do-	-do-	
40	Rambhagya Malsum (32) S/O Bijoy Ram Malsum of Bhakta Mohan para PS-Taidu	On 27 3.99 At Bhakta Mohanpara TDU PS Case No. 7/99	NLFT	Civilian	
41	Bhaimanta Malsum (30) S/O Bijoy Ram Malsum of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	
42.	Radha Ram malsum (25) S/O Sri Niranjan @ Monoranjan Malsum of Bhakta Mohan para PS-Taidu	-do-	-do-	-do-	
43.	Dhirendra Debnath (50) S/O Chandradhan Debnath of Chandrapur No. 4 Colony PS-R.K. Pur	On 17.3 99 At Madhab Garatilla R. K. Pur PS Case No.	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
44.	Parendra Reang (35) S/O. Banshi Reang of Gangarai PS-Santirbazar	On 10.3.99 At Debipur STB PS Case No. 17/99	-do	-do-	
45.	Brajendra Debbarma S/O Mani Ch Debharma of Maglambari PS-KLN	On 5.4.99 At Maglambari KLN PS Case No. 19/99	ATTF	Civilian	
46.	Anukul Debbarma S/O Brajendra Debbarma of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	
47.	NB/Sub Singhbahadur Gurung of 22-A/R	On 6 4 99 At Bagbasa DMN PS Case No. 34/99	PLA	Assam Rifle	
48.	R/N Madan Kachari of 22/AR of Bagabasa Transit Camp	-do-	-do-	-do-	
49.	Bratarai Tripura S/O Bina Ch. Tripura of Baganbari PS-CMN	On 10.4.99 At Baganbari CMN PS Case No 6/99	NLFT	ATBSF Extremists	
50.	Helan Debnath (40) S/O Lt. Basanta Debnath of Tulamura PS-R K. Pur	On 10.4.99 At Tulamura market R. K. Pur PS Case No. 80/99	NLFT	Civilian	
51.	Milan Kar (40) S/O Lt. Rasaraj Kar of -do- PS -do.	-do-	-do-	-do-	
52.	Amal Paul (20) S/O Sri Sudhan Paul of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	
53.	Chandra Mohan Paul (62) S/O Lt. Matim Paul of Tulamura PS-R K. Pur	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
54.	Ful Miah (40) S/O Sona miah of Kushamara PS -do-	At Tulamura market R. K. Pur PS Case No. 80/99			
55.	Birendra Sarkar (26) S/O Lt. Nibaran Sarkar of Baishnab Colony PS-Kalyanpur	On 11.4.99 At Turupacharra KLN PS Case No. 21/99	ATTF	Civilian	
56.	Ashok Debbarma (25) S/O Naba Ch Debbarma of Debendra Chowdhury para PS-Teliamura	On 17.4.99 At Satish D/B para South Gokulnagar TLM PS Case No. 28/99	NLFT	Civilian	
57.	Shambhu Debbarma (60) S/O Gayan Debbarma of -do- PS do	-do-	-do-	-do-	
58	Sumendra Debbarma S/O Sri Joy Krishna Debbarma of Kachimcharra PS Ambassa	On 21.4.99 At East Nalicharra ABC PS Case No. 17/99	-do-	-do-	
59.	Haribandhu Sarkar (22) S/O Sri Nirmal Sarkar of Bramhacharra PS-Teliamura	On 28.4.99 At Kunjamura TLM PS Case No. 30/99	-do-	-do-	
60.	Karada Reang (40) S/O Raghu Ch. Reang of Raibhadur para PS-Birganj	On 17.5.99 At Mailakcharra Aga BRG. PS Case No. 21/99	NLFT	Civilian ATPLO roturnee	
61.	Raban Dayal Jamatia of Panchayat member of CPIM (M) S/O Ramlal Jamatia of North Saimarua PS-Killa	On 22.5 99 At Julaiyachital (North Saimarua) Killa PS Case No. 13/99	-do-	Civilian	

1	2	3	4	5	6
62.	Alendra Tripura (50) S/O. Lt. Sukhia Tripura of Ratannagar RS-Kaishyabari	On 2.6.99 At Ratannagar RSB PS Case No. 3/99	NLFT	Civilian	
63.	Chakbeta Jamatia S/O Shidak Roy Jamatia of Old Singhlong PS Taidu	On 10.6.99 At Chankhola TDU PS Case No. 13/99	TTCF	Civilian	
64.	Mangalswari Debbarma W/O Harirai Debbarma of No. 2 Colony PS JRN	On 10.6.99 At No. 2 Colony PS Jirania JRN PS Case No. 41/99	NLLT	Civilian	
65.	Nantu Debnath (15) S/O Bhighadhan Debnath of Chebri	On 11.6.99 At Barcharra KLM PS Case No 29/99	ATTF	Civilian	
66.	Krishna Manik Debbarma S/O Atonga Debbarma of Sadhupara PS-Taidu	On 23.6.99 At Sadhunpara Taidu PS Case No. 16/99	TTCF	Civillan	
67.	Dharmajoy Reang (45) S/O Lt. Paltainrai Reang of Kathalia PS-STB	On 28.6.99 At Kathaliacharra STB PS Case No. 36/99	NLFT	Civillan	
68.	Chandi Reang S/O Lt. Chandra Mohan Reang of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	
69.	Sital Nama S/O Sachindra Nama of Gopalpur PS-Kanchanpur	On 3.7.99 At Gopalpur KCP PS Case No. 44/99	NLFT	-do-	
70.	Dilip Shil (40) S/O Lt. Umacharan Shil of Dhananjoy para PS-Kanchanpur	On 6.7.99 At Dhananjoy para KCP PS Case No. 46/99	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
71.	RFN. Krishna Kr. Singh of 5th Bn TSR F-Coy, Ex-Karbook camp	On 10.7.99 At Takumbari Jatanbari-Karbook Road NTB PS Case No. 34/99	-do-	TSR	No application recieved
72.	RFN Abdul Raff of -do-	-do-	-do-	-do-	-do-
73.	RFN Parimal Malakar of -do-	-do-	-do-	-do-	-do-
74.	RFN Sankarjeet Debbarma of -do-	-do-	-do-	-do-	-do-
75.	RFN Kali Debbarma of -do-	-do-	-do-	-do-	-do-
76.	Goutam Ghosh (Driver of TR-01-2659) of Thakurcharra PS Melaghar	-do-	-do-	Civilian Driver	
77.	Ramani Rudrapaul (60) S/O Lt. Nanda Lal Rudrapaul of Dhanlekha Bengali para PS Ompi	On 14.7.99 At Dhanlekha Bengali para, Ompi PS Case No 21/99	-do-	Civilian	
78.	CT. 94113054 Bittal Reddy of 18 Bn CRPF D/Coy	On 13.7.99 At Batarai FTK PS Case No. 41/99	-do-	CRPF	
79.	Arun Banik (32) S/O Sri Dinesh Banik of Manughat PS Manu	On 15.7.99 At Kanchancharra FTK PS Case No. 42/99	-do-	Civilian	
80.	Indra Debbarma S/O Sri Subal Debbarma of Tuichakma PS Taidu	On 21.7.99 At Tuichakma TDU PS Case No. 18/99	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
81.	Chiranjit Talukdar (22) S/O Lt Amarketu Talukdai of Chamanu	On 23.7 99 At North Longtharai PS Case No. 9/99	NLFT	Civilian	
82.	Ujjal Saha (19) @ Niranjan S/O Chitta Rn. Saha of Chamanu	-do-	-do-	-do-	
83.	Nitai Das (28) S/O Jogesh Das of Matarbari PS R.K. Pur (A/T of Fulkumari S/B School)	On 27.7.99 At Hirapur R.K Pur PS-Case No. 145/99	-do-	Govt. Employee	
84.	Mrs. Gita Rani Bhowmik W/O Lt Srikrishna Bhowmik of Hirapur, Maharani PS-R.K. Pur	-do-	-do-	Civilian	
85.	Mrs Nanibala Bhowmik W/O Lt Jatindra Ch. Bhowmik of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	
86.	Zonal Mohan Tripura S/O Mukta Singh Tripura of Dhumacharra PS-Manu	On 26.7.99 At Dhumacharra market Manu PS Case No. 40/99	-do-	-do-	
87.	H/C Tarsenlal Dogra of 104 Bn BSF D-Coy of Bachaibari BOP	On 28.7.99 At Gumbingh bari KHW PS Case No. 43/99	ATTF	BSF	
88.	C/751 Parimal Das of DAR West Camp 22 Card Jampai Colony	On 11.8.99 At 22 Card Colony Jampaijala TKJ PS Case No. 42/99	NLFT	Tripura police	Not application ricived

1	2	3	4	5	6
89.	Sushil Das (35) S/O Upendra Das of 7 Card Shivbari PS-Manu	On 12.8 99 At 7-Card Shivbari Manu PS Case No. 43/99	NLFT	Civilian	
90.	Abhinash Roy (45) S/O Lt. Binode Roy of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	
91.	Abhinash Sarkar (38) S/O Lt. Dhananjoy Sarkar of -do- PS -ds-	-do-	-do-	-do-	
92.	Nakul Debnath (25) S/O Narendra Debnata of -do- PS -do.	-do- -do-	-do- -do-	-do- -do-	
93.	Ratan Biswas (22) S/O Rashik Biswas of -do- PS -do-				
94.	Samiran Nama (25) S/O Kamini Nama of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	
95.	Bhupendra Nama (35) S/O Mahendra Nama of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	
96.	RFN Monoj Rai of 5th Bn TSR Duluma	On 20.8 99 At Paharpur BRG PS Case No. 36/99	ATTF	TSR	No appli- cation reci ved
97.	Dylirung Reang W/O Chanuram Reang of N.C. Para PS FTK	On 20.8.99 At N. C. Para FTK PS Csae No. 52/99	NLFT	Civilian	
98.	Amullya Das (45) S/O Lt. Mahim Ch. Das of Chagnaria PS R.K. Pur	On 23.8.99 At Chagnaria K.R. Pur PS Case No. 163/99	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
99.	Curu Charan Debbarma S/O Bharat Debbarma of Kainta Kobra PS Sidai	On 27.8.99 At Kainta Kobra SDI PS Case No. G. D. Entry No. 1056 Dated 29.8 99	ATTF	Civilian	
100	Sukramani Dhbbarma S/O Lt. Naba Ch. Debbarma of Dangabari PS Sidhai	On 29.8.99 At Churalambasti SDI PS Case No. 60/99	-do-	-do-	
101.	Bishu Debbarma (28) S/O Sri Budhirai Debbarma of Samburam Sardar para PS-Jirania	On 30.8.99 At Sambhuram para JRN PS Case No. 66/99	-do-	-do-	
102.	Sambhu Debbarma S/O Sri Sukram Debbarma of -do- PS do	-do-	-do-	-do-	
103.	Samir Debbarma S/O Lt. Nanda Kumar Debbarma of Ratannagar PS-Bishalgarh (Panchayat Secretary)	On 1.9.99 At Chalikhola Panchayat Office BLG PS Case No. 76/99	NLFT	Govt. Employee	
104.	Rebati Debbarma (Upa Pradhan) CPI (M) S/O. Monmohan Debbarma of Bashtail PS-BLG	On 1.9 99 At Bashtali BLG PS Case No. 77/99	NLFT	Civilian	
105.	Manik Majumder (45) Teacher of S N. Colony High School S/O Lt. Jaggeswar Majumder of Bhaskar Kobra PS-JRN	On 3.9.99 At Baskar Kobra JRN PS Case No. 59/99	NLFT	Govt. Employee	
106.	Sashi Mohan Debnath S/O Lt. Nagarbashi D/Nath of Brindabanghat PS-Khowai	On 4.9.99 At Birndabanghat Khowai PS Case No. 58/99	ATTF	Civilian	

1	2	3	4	5	6
107.	Hiranya Prabhat Jamatia @ Hiranmoy (28) S/O Sri Bijju Jamatia of Duakmura PS-R K. Pur	On 3.9 99 At Maharani R. K. Pur PS Case No. 171/99	NLFT	Civilian	
108.	Antosh Debbarma (28) Class IV employee of Amarpur Halka Office S/O Dhan Ch. Debbarma of Tuichakma, PS Taidu	On 6.9 99 At Tuichakma TDU PS Case No. 19/99	TTCF	Govt. Employee	
109	Himalay Hajari (22) S/O Lt. Harendra Hajari of Telarban PS Takarjala	On 15.9.99 At Kalkalia BLG PS Case No. 81/99	NLFT	Civilian	
110.	Man Kumar Jamatia (45) S/O Lt. Brajendra Jamatia of Now Kachima PS BRG Member of CPI (M)	On 15.9.99 At Kachima Karcha BRG PS Case No. 43/99	-do-	-do-	
111.	Harendra Shil (75) S/O Lt Purna Shil of Takarjala PS Takarjala	On 16 9 99 At Pailyabanga TKJ PS Case No. 46/99	-do-	-do-	
112.	Briha Kumar Debbarma (26) S/O Sri Madhusudhan Debbarma of Rabirai para PS-Taidu	On 17.9.99 At Rabiraipara TDU PS Case No. 20/89	-do-	-do-	
113.	Upendra Jamatia @ Surendra (26) S/O Sri Debendra Jamatia of New Singhlung PS-Taidu	On 20.9.99 At Khamarbari Taidu PS Case No. 21/99	TTCF	-do-	
114.	RFN. Sankar Gurung of 23 Assam Rifle Ex-Gakulnagar	On 22.9.99 At Banlthang Malsum para Killa PS Case No. 15/99	NLFT	Assam Rifle	

1	2	3	4	5	6
115	RFN. Sunil Kamar Thappa of -do-	On 22.9.99 At Banithang Malsum Para Killa PS Case No. 15/99	NLLT	Assam rifle	
116.	RFN. Kamal Sfngh Subba of -do-	-do-	-do-	-do-	
117.	LNK. Kailash Chand Debbarma of -do-	-do-	-do-	-do-	
118.	Tapan Sarkar Civilian Driver of TR-01 A-1683	-do-	-do-	-do-	
119.	Pabitra Reang S/O Ram Bahadur Reang of R.K. Ganj PS-Santirbazar	On 28.9.99 At R. K. Ganj STB PS Case No. 55/99	NLFT	Civilian	
120.	LNK, 86102541 S. Anandan (32) of 13 Bn. BSF	On 26.9.99 At 10 KM Point Chamanu Govindu Bari Road.	-do-	BSF	
121.	C/87433920 Tajpaul Singh Malik (32) of -do-	-do-	-do-	-do-	
122.	C/92010248 Bir Kumar Barua (35) of 13 Bn, BSF	-do-	-do-	-do-	
123.	C/87007423 Ullan Marak (45) of 13-BN BSF	-do-	-do-	-do-	
124.	C/89141011 Purshuttam Das (55) of -do-	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
125.	C/90486881 Narayan Chandra (40) of -do-	-do-	-do-	-do-	
126.	C/97655029 P.K Panda (36) of -do-	-do-	-do-	-do-	
127.	C/88243212 Hira Singh (40) of -do-	-do-	-do-	-do-	
128.	H/C Bal Mukundaram 2nd Bn CRPF of Madhaya Pradesh	On 8.10.99 At Ananda para RSB PS Case No. 9/99	ATTF	CRPF	
129.	C/Sudhamoy Rai 2nd Bn. CRPF of Bihar	-do-	-do-	-do-	
130.	C/Sudhir Kumar 2nd Bn CRPF of -do-	-do-	-do-	-do-	
131	C/Rabindra Kumar 2nd Bn CRPF of -do-	-do-	-do-	-do-	
132.	Kanu Debnath (Driver) of Bhubanban PS-Airport	-do-	-do-	Civilian	
133.	Ranjit Mallik (asstt. of driver)	-do-	-do-	-do-	
134.	Rashid Debbarma (30) S/O Sonamani Debbarma of Ramkumar para PS-Teliamura	On 3.10.99 At Durgadhanpara TLM PS Case No. 65/99	NLFT	Civilian	
135.	Malendra Debbarma (32) S/O Sampri Debbarma of Brindaban Master para PS -do-	-do-	-do-	-do-	-do-

1	2	3	4	5	6
136.	Sakhrai Debbarma (40) S/O Krishna Kr. Debbarma of Malakaloi PS -do-	-do-	-do-	-do-	
137.	Inspr. Tribeni Prasad of 109 Bn CRPF E-Coy	On 3.10.99 At Ishan Roaja para Manu PS Case No. 49/99	NLFT	CRPF	
138	LNK Bhairaj Bhai of 109 Bn CRPF	-do-	-do-	-do-	
139	Kalachand Dey (58) S/O Pyari Mohan Dey of Pathaliaghat PS Bishalgarh	On 8.10.99 At Pathaliaghat BLG PS Case No. 88/99	NLFT	Civilian	
140.	Rekharani Dey (37) W/O Santosh Dey of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	
141.	Baisak Debbarma (70) S/O Chandra Kumar D/barma of Master Para (Ashigarh) PS-Jirania	On 9.10.99 At Sukram Master para (Ashigarh G/S)	ATTF	-do-	
142.	Smti. Sukanti Debbarma (55) W/O Baisak Debbarma of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	
143.	Bhajan Deb (30) S/O Mahendra Deb of Laxmipati PS-R K. Pur	On 18.10.99 At Laxmipati Bagan R.K. Pur PS Case No. 199/99	NLFT	Civilian	
144.	Madhu Sudhan Das (32) S/O Nabadeep Das of -do-	-do-	-do-	-do-	
145	Rupen Deb Roy (32) S/O Dhirendra Deb Roy of Jail Road PS-Dharmanagar	On 23.10.99 At Sanicharra CRB PS Case No. 49/99	-do-	Govt. Employee	

1	2	3	4	5	6
146.	Sridam Saha S/O Lt Haladhan Saha of Takarjala	On 24.10 99 At Takarjala Bazar TRJ PS Case No. 51/99	-do-	Civilian	
147.	Sanju @ Sanjit Saha S/O Parimal Saha of Amarpur Hospital Chowmohani, PS-BRG	On 26.10.99 At Dulungghati BRG PS Case No. 49/99	-do-	-do-	
148.	Indra Debbarma S/O Jamini Debbarma of Mangaljoy para PS Teliamura	On 11.10 99 At Mangaljoy para TLM PS Case No. 75/99	ATTF	Civilian	
149.	Jhuma Deb (17) Student D/O Sukhendu Deb of Dalucharra PS Ambassa	On 9.11.99 At Kekmacharra Dalubari	NLFT	Civilian	
150	Monoranjan Debbarma @ Bathar S/O. Chandra Debbarma of Sakiraipara PS JRN	On 10.11.99 At Sekiraipara JRN PS Case No. 89/99	NLFT	Civilian	
151.	Tapash Dhar (32) S/O Lt. Dhirendra Dhar of Panchabati PS-Sidhai	On 14.11.99 At Panchabati Bazar SDI PS Case No. 80/99	ATTF	Civilian	
152.	Makhan Lal Saha (70) S/O Lt Mahesh Saha of Panchabati PS -do-	-do-	-do-	-do-	
153.	Manmohan Saha (65) S/O Lt. Mohanta Saha of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	
154.	Amullya Saha (50) S/O Raimohan Saha of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
155.	Sankar Sarkar (24) S/O Lt. Monoranjan Sarkar of Purba Colony PS-SDI	On 14.11.99 At Panchabati Bazar SDI PS Case No. 80/99	ATTF	Civilian	
156.	Gita Rani Debnath (45) W/O Lt. Purna Ch. Debnath of Bairagi para PS SDI	-do-	-do-	-do-	
157.	Rakhal Das (60) S/O Lt. Aditya Das of Nayadil, PS-Sidhai	-do-	-do-	-do-	
158	Monoranjan Deb (60) S/O Lt. Sachindra Deb of Bairagi para PS Sidhai	-do-	-do-	-do-	
159.	Rati Bhushan (58) S/O Lt, Dharani Bhusan of Bairagipara PS Sidhai	-do-	-do-	-do-	
160.	Suman Das (26) S/O Lt. Upendra Das of Nayandil PS-Sidhai	-do-	-do-	-do-	
161.	Bishu Urang (35) S/O Lt. Balai Orang of Nayadil PS Sidhai	-do-	-do-	-do-	
862.	Hemalata Sarkar (40) W/O Lt. Jatindra Sarkar of Purba Colony PS SDI	-do-	-do-	-do-	
163.	Sukumar Debnath (52) S/O Lt. Lalmohan Debnath of Panchabati, PS Sidhai	-do-	-do-	-do-	
164.	Sankar Saha (40) S/O Sri Gouranga Ch. Saha of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
165.	Gopesh Saha (45) S/O Sri Gopal Ch Saha of -do- PS -do-	On 14 11 99 At Panchabati Bazar SDI PS Case No. 80/99	ATTF	Civilian	
166.	Nripendra Das (33) S/O Sri Nepal Das of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	
167.	Sonatan Sarkar (60) S/O Lt Upendra Sarkar of Purba Colony PS-SDI	-do-	-do-	-do-	
168.	Bishu Sarkar (30) S/O Lt Rajendra Sarkar of Panchabati PS-Sidhai	-do-	-do-	-do-	
169.	H/C Shibupada Das of DAR (South) Tripura Police	On 22 11 .99 At Kajubagan (Hatimara) R K. Pur PS Case No. 226/99	NLFT	Tripura police	No application ricived
170.	D/C 3112 Sankar Malakar of DAR (South)	do	do	do	do
171.	C/2974 Gopal Dutta of -do-	do	do	do	do
172.	C/4410 Md. Hanif Miah of -do-	do	do	do	do
173.	C/4423 Manik Lal Debnath	do	do	do	do
174.	C/4379 Pradip Debnath of -do-	do	do	do	

1	2	3	4	5	6
175.	C/2883 Suresh Paul of -do-	On 22.11 99 At Kajubagan (Hatimara) R. K. Pur PS Case No. 226/99	NLFT	Tripura police	No application received
176.	C/3005 Rupmohan Jamatia of -do-	-do-	-do-	-do-	Under Process
177.	Sarna Kumar Debbarma S/O Lt. Sunit Debbarma of Raj Sardar para PS-Kalyanpur	On 16.11.99 At Chakbazar KLN PS Case No. 57/99	ATTF	Civilian	
178.	Nanda Dulal Das Forest Guard	On 23 11.99 At Kiran Malakar para KLN PS Case No. 58/99	TTCF	Forest Guard	
179.	Kalikanta Jamatia of Forest Dept.	-do-	-do-	-do-	
180.	Sajal Das Contingent Driver of Forest Dept.	-do	-do-	Govt. Employee	
181.	Taranga Mayee Das W/O Sri Gopal Das of Latiacharra PS Salema	On 25.11.99 At Latiacharra SLM PS Case No. 27/99	NLFT	Civilian	
182.	Tapan Patari S/O Krishna Patari of Khalifatilla PS Santirbazar	On 26.11.99 At Khalifatilla Krishnanagar STB PS Case No. 67/99	NLFT	Civilian	
183.	Dulal Das (42) S/O Lt. Tiyamohan Das of No. 2 Sukanta Colony PS Birganj	On 27.11.99 At Kurma BRG PS Case No. 56/99	NLFT	Civilian	

1	2	3	4	5	6
184.	Rajendra Sarkar (42) S/O Bhanu Lal Sarkar of Laxmicharra PS Baikhora	On 28.11 99 At Brick field Near Laxmicharra BKR PS Case No. 68/99	NLFT	Civilian	
185	Arun Debbarma (40) S/O Sri Upendra Debbarma of Krishna Bhaktapara PS Kalyanpur	On 28 11 99 At Karunatilla KLN PS Case No. 61/99	NLFT	Govt. Employ	
186	Krishna Ch. Debnath (70) (Baishnab) S/O Lt Kailash Baishnab of Kash Kalyanpur PS Kalyanpur	On 28.11.99 At Kash Kalyanpur Bazar KLN PS Case No. 62/99	NLFT	Civilian	
187.	Subal Tripura (35) S/O Sri Gakul Tripura of Rangacharra PS Baikhora	On 24.11.99 At Rangacharra BKR PS-Case No. 67/99	NLFT	Civilian	
188.	RFN. Upendra Singh of TSR 1st Bn Ex-MNP OP	On 5 12 99 At Aloycharra STB PS Case No. 71/99	NLFT	TSR	No application received
189.	Durlab Debbarma S/O Lt Maniram Debbarma of Joyingbari PS Killa	On 7.12.99 At Pedrambari (Maithulong)	NLFT	Civilian	
190.	Parimal Paul (30) S/O Anil Paul of Radhanagar PS Fatikroy	On 8 12.99 At Sreepur Bazar FTK PS Case No. 73/99	NLFT	Civilian	
191.	Kanu Singh (35) S/O Sri Chaba Singh of Sreepur PS Fatikroy	-do-	-do-	-do-	
192.	Gouranga Paul S/O Girendra Paul of Assambasti PS Fatikroy	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
193	Pranati Das (26) W/O Sri Kulesh Das of Chailengta S C. Colony PS Manu	On 11.12.99 At Chailengta Manu PS Case No 56/99	NLFT	Civilian	
194.	Kumbharai Reang (25) S/O Sri Ajodhya Reang of Ramdolapara PS Pecharthal	On 10.12 99 At Krishnatilla PTL PS Case No 25/99	UBLF	-do-	
195.	Kamirai Reang (30) S/O Sri Manmohan Reang of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	
196.	Chandra Kumar Reang (35) S/O Lt. Gangajoy Reang of Ramdealpara PS Pecharthal	-do-	-do-	-do-	
197.	Alenjoy Reang (10) S/O Lt. Chandra Kr. Reang of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	
198.	H/C Prabhat Debnath of 1st Bn TSR Ex-Baikhora	On 21.12 99 At Pangtafa para (Tairuma) BRK PS Case No. 71/99	NLFT	TSR	
199.	RFN Sachin Debbarma of 1st Bn TSR Ex-Baikhora	-do-	-do-	-do-	
200.	Swapan Das Baishnab (36) S/O. Sri Ruhidas Baishnab of Laxmandepa PS MLG	On 24.12.99 At Laxmandepa Bazar MLG PS Case No. 64/99	NLFT	Civilian	
201.	Narayan Das (36) S/O Lt. Harendra Das of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	
202.	Haribandhu Debnath of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6
203.	Nirmal Debbarma (32) S/O Sukraj Debbarma of Natunduraipara PS Sidhai	On 30.12.99 At Noagaon SDI PS Case No. 88/99	UBLF	Civilian	
204.	Hari Debbarma (30) S/O Lt. Amrai Debbarma of Khampar para PS-Sidhai	-do-	-do-	-do-	
205.	Sanjit Debbarma (25) S/O Birendra Debbarma of Tamakari PS-Sidhai	-do-	-do-	-do-	
206	Krishna Debbarma (35) S/O Sri Ramratan Debbarma of Barkathal PS-Sadhai	-do-	-do-	-do-	
207.	Sushendra Malakar (60) S/O Surendra Malakar of Radhanagar PS Fatikroy	On 8.12.99 At Sraepur Bazar FTK PS Case No. 73/99	NLFT	-do-	
208.	Thakurmani Malakar S/O Sonath Malakar of -do- PS -do-	-do-	-do-	-do-	
209.	Dilip Chowdhury (25) S/O. Lt Haradhan Chowdhury of Harikanta para PS-TKJ	On 25.7.99 At Harikanta para TKJ PS Case No. 37/99	-do-	-do-	

APPENDIX—"A"

List of persons injured by extremiets during the year—1995

Sl. No.	Na ne and Particulars	D/O, P/O	Case Reference
1	2	3	4
1.	Badal Das of Mahadev tilla	On 22.3.95 At Mahadevtilla	TLM PS Case No. 21/95
2.	Sunil Sarkar of Brahmacherra, PS-TLM	On 8.4.95 At Brahmacherra	TLM PS Case No. 29/95

1	2	3	4
3.	Ranjit Debbarma of Banshipara, PS-TLM	On 11.8.95 At Banshipara	TLM PS Case No. 67/95
4.	Bishurai Debbarma of Bishuraipara, PS-TLM	On 25.8.95 At Bishuraipara	TLM PS Case No. 73/95
5.	Sishir Saha Driver constable of Tripura Police, MT Pool	On 20.7.95 At Nagarasardar para	KHW PS Case No. 53/95
6.	Nidhan Debnath S/O Tarani Debnath of Bhadramissip para PS-JRN	On 28.12 95 At Bhadramissippara	JRN PS Case No. 205/95
7.	Sekhar Chakraborty of Padmanagar, PS BLG	On 13.9.95 At Padmanagar	BLG PS Case No. 82/95
8.	Ituan Adhikati S/O Manindra Adhikari of Uttar Barjala: PS BLG	-do-	-do-
9.	Dipankar Saha S/O Lt, Gopal Saha of Jampuijala, PS Takarjala	On 20 8.95 At Jampuijala	TKJ PS Case No. 46/95
10.	Dipak Paul S/O Jatindra Paul of -do- PS -do-	-do-	-do-
11.	Haridhan Das S/O Lt. Jogesh Das of Gabardi, PS TKJ	On 13.9 95 At East Gabardi	TKJ PS Case No. 72/95
12.	Suren pada Kolai S/O Sri Sambhunath Kolai of 72 bari, PS Killa	On 25.5.95 At 72 bari	Killa PS Case No. 12/95
13.	Sukumar Kolai S/O -do- of -do- PS -do-	-do-	-do-
14.	Udaimanik Kolai of Arjunbari, PS-Killa	-do-	-do-

1	2	3	4
15.	Mukta ranjan Jamatia S/O Lt. Dulu Jamatia of Kalamkhai, PS Killa	On 27.7.95 At Kalamkhai	Killa PS Case No. 22/95
16.	Nepal nath S/O Nityagopal Nath of Takma. PS STB	On 28.7 95 At Takma Market	STB PS Case No. 47/95
17.	Tapan Dey S/O Ananda Ch. Dey of Kalsi, PS BKR	On 25.12.95 At Kalsi	BKR PS Case No. 71/95
18	Bina Paul S/O Parimal Paul of -do- PS -do-	-do-	-do-
19.	C/Biswajit Das of DAR South Tripura	On 10.2.95 At Puranjoy Chow. para	BRG PS Case No. 7/95
20.	Swapan Banik S/O Rabindra Banik of Nutanbazar, PS-NTB	On 28.10.95 At Gandhari	BRG PS Case No. 76/95
21.	Tapan Banik S/O Birendra Banik of Town Sunamura PS R.K. Pur	-do-	-do-
22.	Subal Das S/O. Jahar Das of Dhanlakha, PS-Ompi	On 21.2.95 At Dhanlekha	Ompi PS Case No. 3/95
23.	Monoranjan Rudrapaul S/O Sunil Rudrapaul of -do- PS -do-	-do-	-do-
24.	Medhu Debbarma S/O Radha Ch Debbarma of Radhsa Krishnapara PS-TDU	On 26.10.95 At Radhakrishna para	Taidu PS Case No. 16/95

1	2	3	4
25	Miss Chamarai Debbarma D/O Madhu Debbarma of -do- PS -do-	On 26.10.95 At Radhakrishna para	Taidu PS Case No. 16/95
26	Issan Chandra Chakma S/O Chikan Ch. Chakma of Kamala Kanta para PS NTB	On 9.3.95 At Jharjharia	NTB PS Case No. 9/95
27.	Shyamal Barman S/O Lt. Kshirode Barman of Shanti colony, PS NTB	On 22.4.95 At Kathalbagan	NTB PS Case No. 22/95
28.	Arjun Barman S/O Lt Kshirode Barman of -do- PS -do-	On 7.8.95 At Rambhadra	NTB PS Case No. 43/95
29.	Nanigopal Das S/O Nianran Das of Jatanbari, PS-NTB	-do-	-do-
30.	Ranjit Sahani S/O Baleswar Sahani of Lebacherra, PS NTB	On 10.12.95 At Mandirghat	NTB PS Case No. 80/95
31.	H/C Suresh Debbarma of Dhalai DAR police	On 13.7.95 At Hezacherra	CMN PS Case No. 22/95
32.	C/5822 Bishu Kr. Debbarma of -do-	-do-	-do-
33.	C/6620 Brajalal Roy of -do-	-do-	-do-
34.	C/6507 Kantilal Sharma of -do-	-do-	-do-
35.	C/ Gakul prashad of 99 Bn BSF Ex-Garjanpasaa BSF BOP	On 30.11.95 At Nishiram Chow. para	CMN PS Case No. 34/95
36.	C P. Agni (CHM) of -do-	-do-	-do-

1	2	3	4
37.	C/Magan Bhai of -do-	On 30.11 95 At Nishiram Chow. para	CMN PS Case No. 34/95
38.	C/Suresh Babu of 99 Bn. BSF, Ex-Garjanpassa BOP	-do-	-do-
39.	C/Jashpal Singh of -do-	-do-	-do-
40.	Inspr. Nehal Singh of -do-	-do-	-do-
41.	Sankar Rabi Das S/O Lt Benuary Rabi Das of Mayachari, PS KMP	On 29.11 95 At UBI Kamalpur	KMP PS Case No. 65/95
42.	Bibhuti Bhattacharjee S/O Biman Behari Bhattacharjee of Kamalpur town, PS KMP	-do-	-do-
43.	C/Parimal Shil of DAR Dhalai	-do-	-do-
44.	Nitish Nath of -do-	-do-	-do-
45.	Sri Krishna Deb S/O Subodh Deb of Raishyabari, PS-RSB	On 6.5 95 At Raishaybari market	RSB PS Case No. 8, 95
46.	C/Arun Debbarma of DAR Dhalai	On 6.10.95 At Bulungbasha	RSB PS Case No. 18/95
47.	Karunanidhi Chakma of -do-	-do-	-do-
48.	Smt Mangaleawarl Debbarma W/O Ranjit Debbarma of Ramkutta cherra, PS Manu	On 6.7.95 At Ramkuttacherra	Manu PS Case No. 46/95

1	2	3	4
49.	Smt Khajani Reang W/O Kartikjoy Reang of J C para, PS GNC	On 19 10.95 At Hatimara	GNC PS Case No 37/95
50.	Smt. Rupti Reang W/O Sanjaoy Reang of -do- PS -do-	-do-	-do-
51.	Keshuram Reang S/O Lt. Rajmohan Reang of -do- PS -do-	-do-	-do-
52.	H/C Mongaram of 114 Bn. CRPF, C/coy	On 1.6.95 At Taisama	KCP PS Case No. 37/95
53.	Smt. Malati Nath W/O Sri Gouranga Nath of Laljuri, PS-KCP	On 6.7.95 At Laljuri	KCP PS Case No 62/95
54.	Smt. Sabitri Debnath D/O Sri Sunil Debnath of Maracherra, PS-FTK	On 1.3.95 At Maracherra	FTK PS Case No. 82/95
55.	Surendra Debnath S/O Satyendra Debnath of -do- PS -do-	-do-	-do-

List of persons injured by extremists during the year—1996

Sl. No.	Name and Particulars	D/O, P/O	Case Reference
1			
1.	Bidhu Bhushan Das S/O Lt, Kumode Rn. Das of Durgapur, PS-KLN	On 3.1 96 At Durgapur	KLN PS Case No. 1/96
2.	Tapan Gope S/O Krishna Gope of Bazar colony, PS-KLN	On 13.12.96 At Kalyanpur bazar colony	KLN PS Case No. 54/96

1	2	3	4
3.	Smt Sarala Gope W/O Madhav Gope of -do- PS -do-	On 13.12 96 At Kalyanpur Bazar Colony	KLN PS Case No. 54/96
4.	Haribhakta Ghosh S/O Nilkanta Ghosh of -do- PS -do-	-do-	-do-
5.	Badal Gope S/O Haribhakta Gope of -do- PS -do-	-do-	-do-
6.	Bishnu Deb S/O Manindra Deb of -do- PS -do-	-do-	-do-
7.	Sanjoy Gope S/O Ajit Gope of -do- PS -do-	-do-	-do-
8	Smt. Sabita Gope W/O Subhash Gope of -do- PS -do-	-do-	-do-
9.	Kumode Shil S/O Kamini Shil of -do- PS -do-	-do-	-do-
10.	Jamuna Deb Choudhury D/O Jyotirmoy D/Choudhary of -do- PS do	-do-	-do-
11.	Ranabir Das Choudhury S/O Jogesh Das Choudhury of -do- PS do	-do-	-do-
12.	Amal Gope S/O Kamiai Gope of do PS do	-do-	-do-
13.	Kshitish Paul S/O Digendra Paul of do PS do	-do-	-do-

1	2	3	4
14.	Smt. Laxmi Shil W/O Kripa Shil of do PS do	On 13 12.96 At Kalyanpur	KLN PS Case No. 54/96
15.	Saraswati Gope D/O Ramakanta Gope of do PS do	-do-	-do-
16.	Chapala Gope W/O Rama Kanta Gope of do PS do	-do-	-do-
17.	Swapna Bhattacharjee W/O Benu Bhattacharjee of do PS do	-do-	-do-
18.	Saba Das @ Jaya D/O Monoranjan Das of Bazar colony, PS KLN	-do-	-do-
19.	Shuva Gope W/O Sukumar Gope of do PS do	-do-	-do-
20.	D. C. Pradhan of CISF	On 25 11.96 At Bagbari	JRN PS Case No. 144/96
21.	NK-A K Beral of -do.	-do-	-do-
22.	C/T.B. Koki of do	-do-	-do-
23.	C/Dilip Sarkar of do	-do-	-do-
24.	C/Kumode Khan of do	-do-	-do-
25.	ASI Jaladhar Debnath of Takarjala PS	On 13.1.96 At Ratanpur	TKJ PS Case No. 4/96
26.	C/1030 Gour Datta of do	-do-	-do-

1	2	3	4
27.	C/2014 Jaharlal Debbarma of do	On 13.1.96 At Ratanpur	TLJ PS Case No. 4/96
28.	Mahendra Debbarma (driver) S/O Nihar Debbarma of Amtali, PS-TKJ	-do-	-do-
29.	CT-Gurmit Singh of CISF	On 3.4.96 At Brajendranagar Colony	TKJ PS Case No. 22/96
30.	Laxman Baidya	On 7.7.96 At Aloycherra	STB PS Case No. 50/96
31.	Mati Debnath	-do-	-do-
32.	Swapan Jamatia	-do-	-do-
33.	Kamal Biswas	-do-	-do-
34	Ramesh Debnath of Kupilong, PS-Killa	On 27.2.96 At West Kupilong	Killa PS Case No. 10/96
35.	Bachhu Saha S/O Mukunda Saha of Pitrabazar, PS R.K. Pur	On 17.8 96 At Pitrabazar	R.K. Pur PS Case No. 168/96
36.	Sital Dey S/O Nanigopal Dey of Deshamighat, PS TLM	On 7.4.96 At Kuwari Mukh	Taidu PS Case No. 6/96
37.	Chandan Dey S/O Sonatan Dev of South Taidu, PS TDU	On 8.7.96 At Taidu Orchard	Taidu PS Case No. 12/96
38.	Nripendra Laskar S/O. Satish Laskar of -do- PS -do-	-do-	-do-
39	Rabindra Debbarma S/O Dasarath Debbarma of Taichakma, PS-Taidu	-do-	-do-
40.	Sikrai Reang S/O Lt Kitendr Reang of Batabari, PS-GNR	On 22 3.96 At 22 miles	GNR PS Case No. 4/96

1	2	3	4
41.	Ramcharan Reang S/O Dhananjoy Reang of Ulamacherra, PS-GNR	On 24.4.96 At Balucherra	CNR PS Case No. 5/96
42.	Dharma Reang S/O. Sri Baikyade Reang of K M. para, PS GNR	On 10.11.96 At Taikarama	CNR PS Case No. 9/96
43.	Krishna Kr Singh of TSR 1st Bn. D/coy	On 27.2.96 At Mechuria	SLM PS Case No. 12/96
44.	Rina Debnath D/O Sri Dhirendra Debnath of Rakhalteli, PS SLM	On 19.5.96 At South Kachucherra	SLM PS Case No. 22/96
45.	Haribal Namsadra of 30 crads, PS GNC	On 31.8.96 At 30 Cards	GNC PS Case No. 16/96

List of persons injured by extremists during the year—1997

Sl. No. 1	Name and Particulars	D/O, P/O	Case Reference
1.	Jogesh Sarkar of Baralunga, PS TLM	On 20.1.97 At Baralunga	TLM PS Case No. 5/97
2.	Tara Mohan Das of Hadrai, PS TLM	On 19.3 97 At South Pulinpur	TLM PS Case No. 22/97
3.	Suresh Das of do PS do	-do-	-do-
4.	Pijush Sarkar S/O Gopal Sarkar of South Brahmacherra PS-TLM	On 14.8.97 At South Barhmachera	TLM PS Case No. 53/97
5.	Debabrata Sarkar S/O Rakhal Sarkar of do PS do	-do-	-do-

1	2	3	4
6.	Rakhel Sarkar of do PS do	On 14.8 97 At South Bramacharra	TLM PS Case No. 53/97
7.	Indrathang Hrangkhal S/O Dhannya Kr. Hrangkhal of Debthang, PS TLM	On 26.9.97 At Hrangkhal para	TLM PS Case No. 67/97
8.	SI Dipanqshu Rn. Mhjumder of Khowai PS	On 11.1.97 At Khowai PS	KHW PS Case No. 2/97
9.	Narayan Das of Landless colony, PS KLN	On 16.2.97 At Gorangatilla	KLN PS Case No. 19/97
10.	Saraswati Das D/O Manindra Das of do PS do	-do-	-do-
11.	W/O Manind a Das of do PS do	-do-	-do-
12.	Subha Tanti S/O Subhash Tanti of do PS do	-do-	-do-
13	Samir Debnath S/O Mahesh Debnath of Khamartilla PS-KLN	-do-	-do-
14.	Wife of Jatandra Paul of Laxminarayanpur PS KIN	-do-	-do-
15.	Tarun Deb S/O Lt. Jatindra Deb of East Ramchandraghat PS KLN	On 16.2 97 At East R. C. Ghat	KLN PS Case No. 18/97
16.	Bina Deb W/O Tarun Deb of do PS do	-do-	-do-
17.	Samo Deb S/O Lt. Rashamoy Deb of do PS do	-do-	-do-

1	2	3	4
18.	Jatindra Debnath S/O Lt. Kamini Debnath of Barcherra, PS KLN	On 11.2.97 At Barcherra	KLN PS Case No. 15/97
19.	Sukhu Debbarma S/O Bhirbabu Debbarma of Gigrapara, PS-JRN	On 24.7.97 At Gigrapara	JRN PS Case No. 92/97
20.	Sukdeb pan Tanti S/O Lt, Shyampan Tanti of Takkarnagar, PS-SDI	On 9.8.97 At Jagatpur	SDI PS Case No. 66/97
21.	Dulal Sarkar S/O Sachindra Sarkar of Baganbarl, PS-TKJ	On 11.2.97 At Beganbari	TKJ PS Case No. 12/97
22.	Smt Suchitra Sarkar W/O Dulal Sarkar of -do- PS -do-	-do-	-do-
23.	Hemendra Sarkar S/O Jogeh Sarkar of -do- PS -do-	-do-	-do-
24.	Ajit Biswas S/O Lt. Kallash Biswas of -do- PS -do-	-do-	-do-
25.	Priyabala Das W/O Lt. Amar Ch. Das of North Taidu, PS-TDU	On 31.1.97 At North Taidu	Taidu PS Case No. 1/97
26.	Nibash Das S/O Amar Ch. Das	-do-	-do-
27.	CT. Damudar Wathare of C/33 BN CRPF.	On 7.5.97 At Khumlong Uchai para	NTB PS Case No. 24/97
28.	CT. Samir Monal of C/33 Bn. CRPF.	-do-	-do-

1	2	3	4
29.	CT. Kabul Chand of do	On 7.5.97 At Khumlong Uchai para	NTB PS Case No. 24/97
30.	CT. M.C. Dey of do	-do-	-do-
31.	Pradhan Das S/O Hiralal Das of Kulai, PS ABS	On 2.7.97 At Tripura Gramin Bank. B. C. Nagar	STB PS Case No. 42/97
32.	Rabindranath Mandal 120 R.C.C. Naik	-do-	-do-
33.	Smt. Sakuntala Debbarma W/O Manbahadur Shetri of B.C. Nagar, PS STB	-do-	-do-
34.	Khukan Gope S/O Monoranjan Gope of Jolaibari, PS BKR	-do-	-do-
35.	Ajit Paul S/O Bhubaneswar Paul of Shantirbazar, PS STB	-do-	-do-
36.	Smt. Milan Debroy W/O Surendra Debroy of Naraifung, PS-STB	-do-	-do-
37.	Pran Krishna Paul S/O Hemanta Paul of Jolaibari, PS-BKR	-do-	-do-
38.	Nabadwip Das S/O Satyaban Das of Kalacharra, PS-STB	-do-	-do-
39.	Arjun Debnath S/O Khukan Debnath of Muharipur, PS-BKR	-do-	-do-
40.	Sibhu Biswas S/O Parimal Biswas of Kalsimukh, PS-BKR	-do-	-do-

1	2	3	4
41.	Sanjib Kr. Majumder S/O Purna Kanta Majumder of Betaga, PS-BKR	On 2.7 97 At Tripura Gramin Bank B. C. Nagar	STB PS Case No. 42/97
42.	Manik Bhowmik D/O Satish Ch, Bhowmik of B,C. Nagar, PS-STB	-do-	-do-
43.	Haradhan Das of Laxmipati, PS-R.K.pur	On 3.7.97 At Laxmipati	R K. Pur PS Case No. 168/97
44.	Dhirendra Das of -do- PS -do-	-do-	-do-
45.	Kumari Jayanti Das of -do- PS -do-	-do-	-do-
46.	LNK Lukhi kanta Singh of/Army (GREF)	On 13.1.97 At 10 K. M. Point.	CMN PS Case No. 3/97
47.	NK. Tarun Ch. Dekha of -do-	-do-	-do-
48.	C/Pramila KuKi of -do-	-do-	-do-
49.	Nepal Bhoumik S/O Amrit Bhoumik of -do-	-do-	-do-
50.	Rangachan S/O Jaha Chan	-do-	-do-
51.	Padma Lal S/O Kitu Kr. Lal	-do-	-do-
52.	Kamal Bikash Chakma S/O Nanda Chakma	-do-	-do-
53.	Namajit Debbarma S/O Bijoy Debbarma	-do-	-do-
54.	Babul Deb S/O Pulin Deb	-do-	-do-
55.	Mandirjoy Tripura S/O Prachinjoy Tripura	-do-	-do-

1	2	3	4
56	Tarani kanta Datta S/O Jatindra Datta of Nakphul, PS-SLM	On 13.1.97 At Nakphul	SLM PS Case No. 3/97
57.	Diaya mohan Debbarma S/O Lt. Kamal Charan Debbarma of Tuichaktar, PS-SLM	On 16.1.97 At Tuichakatar	SLM PS Case No. 4/97
58.	Bidya Debbarma S/O Ramcharan Debbarma of Tuichaktar, PS-SLM	-do-	-do-
59.	Monoranjan Paul S/O Lt. Jamini Paul of Chankup, PS-SLM	On 17.1.97 At Chankup	SLM PS Case No. 5/97
60.	Tapan Lodh S/O Lt Nibaran Lodh of Abhanga, PS-SLM	On 29 8.97 At Shantirbazar	SLM PS Case No. 29/97
61.	Santu Deb S/O Manindra Deb of Katalutma, PS-SLM	-do-	-do-
62.	Pradip Das S/O Gopal Das of Latiabil, PS-SLM	On 25.10.97 At Maharani	SLM PS Case No. 37/97
63.	H/C Joy kr. Das of T/Army. C/coy (GREF)	On 4.1 97 At Champlingcherra	RSB PS Case No. 1/97
64.	Sushil Berdalal of Marigram, Assam	-do-	-do-
65.	Balak mani Jamatla S/O Rebati Kr. Jamatia of Dyke No. 8, PS-RSB	-do-	-do-
66.	Paresh Malakar S/O Pramode Malakar of Joykishore para, PS-GNC	On 10.9.97 At Joykishore para	GNC PS Case No. 10/97

1	2	3	4
67	Hemanta Biswas of -do- PS -do-	On 10.9.97 At Joykishore para	GNC PS Case No. 10/97
68.	H/C Shanti lal Saha of 2nd Bn. TSR B/coy. Dasde	On 30.1.97 At Nutanbari	KCP PS Case No. 27/97
56.	Priyalal Choudhury	-do	-do-
70.	RFN. Tapsn Sarkar of 2nd Bn. TSR B/coy. Dasda	-do-	-do-
71.	RFN. Dinesh Dabbarma of -do-	-do-	-do-
72.	RFN Samir Sarkar of -do-	-do-	-do-
73.	RFN. Monoranjan Das of -do-	-do-	-do-
74.	RFN. Ananta Jamatia of -do-	-do-	-do-
75.	RFN. Rabindra Das of -do-	-do-	-do-
76.	LNK Sukumar Debbarma of -do-	-do-	-do-
77.	Kumode Rn. Das S/O Sri Nanigopal Das of Rowa, PS-PNS	On 4.1.97 At Bidyanagar, KD	UMC PS Case No. 1/97
78.	Bircharan Debbarma S/O Bahadur Debbarma of Rajkandi, PS-FTK	On 18.7.97 At Saidacherra	FTK PS Case No. 52/97
79.	Sajal Das S/O Sri Nanigopal Das of Rowa, PS-PNS	On 4.1.97 At Bidyanagar, KD	DMC PS Caae No. 1/97
80.	Saljabanu Debbarma W/O Birendra Debbarma of Rajkandi, PS-FTK	On 18.7.97 At Saidacherra	FTK PS Case No, 52/97

1	2	3	4
81.	Gopal Deb S/O Lt. Sarada Deb of Laljuri, PS-FTK	On 7.10.97 At Laljuri	FTK PS Case No. 74/97
82.	Smt Pranati Deb W/O Sribash Dey of Emrapassa, PS-FTK	On 29.10.97 At Emrapassa	FTK PS Case No. 75/97
83.	Dwijendra Malakar S/O Lt. Dhirendra Malakar of -do-, PS -do-	-do-	-do-

List of injured persons by extremists during the year -- 1998

Sl. No.	Name and Particulars	P O./D.O.	Case Reference
1			
1.	Miss Milon Baidya of Trishabari, PS-TLM	On 10.10.98 Trishabari	TLM PS Case No. 77/98
2.	Kartik Baishys of -do-, PS -do-	-do-	-do-
3.	Chitta Rn. Mallik of -do-, PS -do-	-do-	-do-
4.	Sanjit Sarkar of -do- PS -do-	-do-	-do-
5.	Smt. Rekha rani Paul of -do-, PS -do-	-do-	-do-
6.	Smt Gita Shil W/O Sri Binode Shil of Samatal Padmabil, PS-KHW	On 9.2.98 At Samatal Padmabil	KHW PS Case No. 14/98

1	2	3	4
7.	Smt. Sanchita Kapsli D/O Satyandra Kapali of -do-. PS -do-	On 9.2.98 At Samalal Padmabil	KHW PS Case No 14/98
8.	Iswar Sabar S/O Lt. Gunu Sabar of Kalabagan, PS-KHW	On 11.2 98 At East Ganki Bhumihin Colony	KHW PS Case No 16/98
9.	Govinda Telenga S/O Lt. Fulu Telenga of -do-, PS -do-	-do-	-do-
10.	Satrughna Sabar S/O Iswar Sabar of -do-, PS -do-	-do-	-do-
11.	Tanu Sabar R/O -do-, of -do-	-do-	-do-
12.	Satya Rn. Sukladas S/O Jamini Sukladas of Bhnmihin colyny. PS-KHW	-do-	-do-
13.	Basanti Suklhdas W/O Jamini Suktadas W/O Jamini Sukladas of -do, PS -do-	-do-	-do-
14.	Benu Sabar D/O Iswar Sabar of Kalabagau, PS-KHW	-do-	-do-
15.	Prabhashini Paul W/O Hirendra Paul of Bhumihin colon, PS-KHW	-do-	-do-
16.	Kalpana Sukladas of -do-, PS -do-	-do-	-do-

1	2	3	4
17.	RFN. Ajit Debbarma of TSR 2nd Bn, E-coy.	On 22.3 98 At Mangal Chow. Para	KLN PS Case No. 14/98
18.	Driver Ramasen Debbarma of -do-	-do-	-do-
19	Mani Lal Debbarma S/O Brajendra Debbarma of Kali sardar para, PS-KLN	On 27.5.98 At Yeakrai bazar	KLN PS Case No. 38/98
20	Jatindra Debbarma S/O Lashei Debbarma of Shyambahadur para, PS-KLN	On 29.5.98 At Shyambahadur para	KLN PS Case No. 41/98
21.	Gouri Das Choudhury D/O Rekesh Das Choudhury of Kunjaban Das para, PS-KLN	On 6.12.98 At Kunjaban Das para	KLN PS Case No. 78/98
22.	Nripen Das S/O Gopendra Das of -do- PS -do-	-do-	-do-
23.	Pannalal Das S/O LT. Nishi Kanta Das of Chintaram, PS-JRN	On 20.3.98 At Chintaram	JRN PS Case No. 53/98
24.	Debabrata Debnath S/O Dhirendra Debnath of Dudpatl, PS-JRN	On 28.3.98 Dudpatil	JRN PS Case No. 56/98
25.	Bishu Debbarma S/O Dinabandhu Debbarma of Udaikobra, PS-JRN	On 17.5.98 At Chaigharia	JRN PS Case No. 72/98
26.	Anna kumar Debbarma S/O Sambhu charan Debbarma of Chaigheria, PS-JRN	-do-	-do-

1	2	3	4
27.	Tutan Adhikari S/O Sri Manindra Adhikari of Uttar Barjala, PS-BLG	On 3.11.98 At Uttra Barjala	BLG PS Case No. 91/96
28.	Mihir Chakraborty S/O. Chitta Rn. Chakraborty of Pramodenagar PS-BLG	On 8.11.98 At Padmanagar	BLG PS Case No. 92/98
29.	Narayan Debnath S/O Sri Jatindra Debnath of Jampui, PS-TKJ	On 4.9.98 At Kanuram para	TKJ PS Case No. 41/98
30.	Raju Saha S/O Lt. Jatindra Saha of Takarjala, PS-TKJ	On 30.10.98 Near Garubazar	TKJ PS Case No. 53/98
31.	Smt. Chandramukhi Debbarma W/O Lt. Chaitra Mn. Debbarma of Badurai para, PS-TKJ	On 23.12.98 At Sambhu Charan para	TKJ PS Case No. 59,98
32.	Anawara Begam D/O Jalil Miah of Garjee. PS-R.K. pur	On 15.3 98 At Garjee	RKP PS Case No. 73/98
33.	Swapna Podder of Pitra, PS-R. K. pur	On 12.1.98 At Pitra	RKP PS Case No. 94/98
34.	ASI Swapan Datta of South District Police	On 29.6.98 At Nabaram para	BKR P5 Case No. 33/98
35.	NK Rabindra Singh of 1st Bn. TSR	-do-	-do-
36.	NK. Anewer Ali of -do-	-do-	-do-
37.	RFN Nityabashi Jamatia of -do-	-do-	-do-
38.	RFN. Aiit Bera of Ist Bn TSR	-do-	-do-

1	2	3	4
39.	RFN. Sachindra Debbarma of -do-	On 29.6 99 At Nabaram para	BKR PS Case No. 33/98
40.	REN Mahadev Mahali of -do-	-do-	-do-
41.	Amesh Singh of -do-	-do-	-do-
42.	RFN. Sweeper Ram of -do-	-do-	-do-
43	Smt Bapi Chakraborty S/O Sankar Chakraborty of killa	On 3.7.98 At Baganbari	Killa PS Case No. 16/98
44	Nepal Sarkar S/O Rebati Sarkar of -do-	-do-	-do-
45.	Sambhu Baidya S/O Adhir Baidya of Baidye para, PS-R. K. pur	On 9.8 98 At Aarjee Market	R.K. Pur PS Case No, 206/98
46.	Rajendra Baidaya S/O Lt. Sushi Kr. Beidya of Bagantilla, PS-BKR.	On 19.8.98 At Bagan Tilla	BKR PS Case No. 43/98
47.	Pradip Debnath S/O Lt. Mukunda Debnath of Mallak, PS-BBG	On 15.9.98 At Mailak	BRG PS Case No. 71/98
48.	Rajendra Das S/O. Lt. Adhir Das of -do- PS -do-	-do-	-do-
49.	Uttam Ch. Saha S/O Anil Saha of -do- PS -do-	-do-	-do-
50.	Upendra Kr. Das S/O Nilmohan Das of -do- PS -do-	-do-	-do-

1	2	3	4
51.	Jahar Miah S/O Surath Ali of -do- PS -do-	On 15.9.98 At Mailak	BRG PS Case No. 7/98
52.	Smt. Saraswati Deb W/O Lt. Shibu Deb of Dhalacherra, PS-Taidu	On 24.9.98 At Dhalacharra	Taidu PS Case No. 16/98
53.	Smt. Nihar bala Dey W/O Lt. Akhu Dey of -do-	-do-	-do-
54.	Sajal Das S/O Nishi Kanta Das of Town Ranghaug, PS-BRG	On 22.9.98 At Rangkhang	BRG PS Case No. 73/98
55.	Bimal Das S/O Sri Sashi Mn. Das of -do- PS -do-	-do-	-do-
56.	Suman Das S/O Ramani Das of -do- PS -do-	-do-	-do-
57,	Nihar Das S/O Jogesh Das Town Rengkhang, PS-BRG	-do	-do-
58.	Anil Paul S/O Lt. Ramani Paul of -do-, PS -do-	-do-	-do-
59.	Jiban Das S/O Radha charan Das of -do-, PS -do-	-do-	-do-
60.	Janab Ali S/O Nayab Ali of -do- PS -do-	-do-	-do-

1	2	3	4
61.	Santosh Debnath S/O Lt. Tarani Debnath of Matabari, PS-R.K pur	On 25 9.98 At Maatarabari	RKP PS Case No. 239/98
62.	Magnath Majumder	On 7 9 98 At Aloycherra	STB PS Case No. 54/98
63	Priyatosh Das S/O Lt. Ramani Das of BLN SB Camp	-do-	-do-
64.	Sunil Das of -do-	-do-	-do-
65.	Asish Das of -do-	-do-	-do-
66.	Prabir Kar of -do-	-do-	-do-
67	Kalu Das S/O Monoranjan Das of Town Pratapgarh, AGT	-do-	-do-
68.	RFN Sambhu Debbarma of A/coy, 1st Bn. TSR Kowaifung	On 6.12.98 At Barpatirai	BKR PS Case No. 63/98
69.	Smt. Mamata Bhoumik W/O Sri Bimal Bhoumik of Laxmicherra, PS-BKR	On 22.12 98 At Laxmicharra	BKR PS Case No. 68/98
70.	Ashotosh Biswas S/O Sri Harish Ch Biswas of Dulucherra, PS-BKR	On 30.12.98 At Dulucherra	BKR PS Case No. 70/98
71.	Dulal Biswas S/O Lt. Monoranjan Biswas of -do-, PS -do-	-do-	-do-
72.	RFN. Abhijit Dutta of 3rd Bn. TSR	On 12 2 98 At Patireipara	GNC PS Case No. 2/98
73.	RFM Anil Debbarma of -do-	-do-	-do-

1	2	3	4
74.	RFM Sanjit Sarkar of -do-	On 12.2 98 At Patirelpara	GNC PS Case No. 2/98
75.	RFM. Atul Majumder of -do-	-do-	-do-
76.	RFM. Dilip Malakar of -do-	-do-	-do-
77.	RFM. Lalpulya Belam of -do-	-do-	-do-
78.	RFM. Bimal Deb of 3rd Bn. TSR	-do-	-do-
79.	RFM. Sabin Noatia of -do-	-do-	-do-
80.	Biswajit Saha of -do-	-do-	-do-
81.	Sanjit Singh of 78 RCC Camp, Maracherra	On 29.8.98 At Shibbari	KMP PS Case No. 56/98
82.	Sajal Kurmi S/O Lt, Hiralal Kurmi of South Sonarai PS-KMP	-do-	-do-
83.	Makhan Karmodi S/O Krishna Karmodi of -do-, PS -do-	-do-	-do-
84.	Hari Sankar Kurmi S/O Lt. Bhagabat Kurimi of -do- PS -do-	-do-	-do-
85.	Banbihari Saha S/O Basanta Saha of CNC, PS-BNC	On 4.2.98 Raishyabari	RSB PS Case No. 3/98
86.	Bimal Saha S/O Surendra Saha of -do-, PS -do-	-do-	-do-

1	2	3	4
87.	Nikhil Chandra Basu	On 13.10.98 At Joyrambari	MNU PS Case No. 46/98
88.	M/C Mohan Singh of 14 Bn. CRPF	-do-	-do-
89.	Subimal Saha S/O Lalbehari Saha of Dhumacherra, PS-Manu	On 19.10.98 At Dhumachrra	MNU PS Case No. 74/97
90.	Bikram Saha S/O Sukhilash Saha of -do, PS -do-	-do-	-do-
91.	Nripendra Das S/O Upeudra Das of -do-, PS -do-	-do-	-do-
92.	Krishna Ch. Singh S/O Sukramani Singh of Kanchanbari, PS-FTK	On 17.12.98 At 82 Mile	MNU PS Case No. 60/98
93.	Kanai Dutta S/O Sri Himangshu Dutta of Bhati Dudpur, PS-FTK	On 30.8.98 At Betcherra	FTK PS Case No. 54/98
94.	Nitai Dhar S/O Lt. Ramesh Dhar of Betcherra, PS-FTK	-do-	-do-
95.	Tarani Malakar S/O Lt. Prasad Malakar of Betcherra. PS -do-	-do-	-do-
96.	Siban Shil S/O Chitta Rn. Shil of -do- PS -do-,	-do-	-do-
97.	Prahllad Shil S/O Lt. Amrit Shil of Betcherra, PS-FTK	-do-	-do-

1	2	3	4
98.	Chiranjib Saha S/O Kamala Kanta Saha of Maseuli, PS-FTK	On 30.8.98 At Betcherra	FTK PS Case No. 54/98
99.	Nibaran Chanda S/O Nilkanta Chanda of -do- PS -do-	-do-	-do-
100.	Ramananda Deb S/O Lt. Ramesh Ch. Deb of -do- PS -do-	-do-	-do-
101.	Biru Nama S/O Lt. Girish Nama of -do- PS -do-	-do-	-do-
102.	Narayan Das S/O Shyama Kanta Das oi Kumarghat, PS -do-	-do-	-do-
103.	Smt. Kundali Darlong W/O Lt. Nowa Darloag of -do- PS -do-	-do	-do-
104.	Fulkumari Debbarma w/O Kiran Debbarma of -do- PS -do-	-do-	-do-
105.	Nibash Bachhar S/O Jogesh Bachhar of Nalkata, PS-Manu	-do-	-do-
106.	Dipak Dutta S/O Gopal Dutta of Masauli, PS-FTK	-do-	-do-
107.	Tgaria Chakma S/O Sri Dayan Ch. Chakma of Srirampur, PS-KCP	On 15.8 98 At 4 K.M point of KCP-PTL road.	KCP PS Case No. 70/98
108.	Dr. Subhrajyoti Dey of Shibnagar, Agartala	-do-	-do-

1	2	3	4
109.	Debenshu Nath of Srirampur, PS-KCP	On 15.8 98 At 4 K.M point of KCP-PTL road.	KCP PS Case No. 70/98
110.	Pintu Malakar S/O Chandra Mohan Malakar (conductor of the bus)	-do-	-do-
111.	Tiken Chakma S/O Lalthang Chakma of Jampui (VGM)	-do-	-do-
112.	Bikesanga S/O Thangum of Aizwoil	-do-	-do-
113.	Arjun Shil of 3rd Bn TSR	-do-	-do-
114	Subhash Barua S/O Lt Sudhir Barua of KCP market, PS-KCP	-do-	-do-
115.	RFM. Laxman Baidya of 3rd Bn. TSR, B/Coy	-do-	-do-
116.	Bandhan Dey W/O Umesh Ch Dey of Ratacherra, PS-FTK	-do-	-do-

List of persons injured by extremists during the year—1999

Sl. No.	Name and Particulars	P.O./D,O.	Case Reference
1.	Ganga charan Debbarma of Satish para, PS-TLM	On 17.4.99 At Satish Chow. para	TLM PS Case No. 28/99

1	2	3	4
2.	Narsingh Debnath S/O Lt. Sunatan Debnath of Brindaban ghat, PS-KLN	On 4.9.99 At Brindaban ghat	KLN PS Case No. 58/99
3.	Sushil Debnath S/O Narsing Debnath of -do- PS -do-	-do-	-do-
4.	Nakhina Ranjan Debbarma S/O Bir ch. Debbarma of Bachaibari, PS-KHW	On 6.10.99 At Akraibari	KHW PS Case No. 65/99
5.	Sukumar Malakar of Tuichaiya, PS-TLM	On 13.12.99 At Kagendra Bal Colony	TLM PS Case No. 65/99
6.	Sudhir Debbarma S/O Mangal Debbarma of -do- PS -do-	-do-	-do-
7,	Sailendra Debbarma S/O Rajendra Debbarma of -do- PS -do-	-do-	-do-
8.	Rabindra Debbarma S/O Sachindra Debbarma of North Maharanipur, PS-TLN	-do-	-do-
9.	Ramananda Shil S/O Upendra Shil of Khash Kalyanpur, PS-KLN	On 28.11.99 At Khash Kalyanpur Bazar	KLN PS Case No. 62/99
10.	Paresh Saha S/O Nripendra Sahy of Assampara, PS-JRN	On 19.3.99 At Balidum	JRN PS Case No. 18/99
11.	Anil Debnath S/O Sashi Debnath of -do-, PS -do-	-do-	-do-

1	2	3	4
12.	Upendra Sash S/O Bankabihari Saha of -do-, PS -do-	On 19.3.99 At Balidum	JRN PS Case No. 18/99
13.	Ananda Debnath S/O Amar chan Debnath of -do- PS -do-	-do-	-do-
14.	Dipak Das S/O Girendra Das of Chandra Sadhu para PS-JRN	On 8.8.99 At Bidya mohan sadhu para	JRN PS Case No. 56/99
15.	Kallyani Das D/O Sri Dipak Das of -do- PS -do-	-do-	-do-
16.	Sukumar Paul S/O. Sri Jadav Paul of Assam	On 8.10.99 At Pathalia ghat	BLG PS Case No. 88/99
17.	Krishna Dhan Saha S/O Prafulla Saha of Raghunathpur, PS-BLG	On 27.11.99 At Chalikhala	BLG PS Case No. 110/99
18.	Upendra Debnath S/O Sri Raicharn Debnath of Rangapania, PS-BLG	On 22.12.99 At Rangapania	B.C. PS Case No. 129/99
19.	Arun Saha S/O Sri Ramesh Ch. Saha of Bagmara,PS-BLG	On 29.12.99 At Begmara	B.C. PS Case No. 129/99
20.	Birendra obhath S/O Debendra Debnth of Laxmandepa,PS-BLG	On 24.12.99 At Laxmandepa Bazar	MLG PS Case No. 64/96
21.	Biswajit Dey S/O Sri Dulal Dey of -do- PS -do-	-do-	-do-

1	2	3	4
22.	Sudeb Debnath S/O Suresh Debnath of -do- PS -do-	-do-	-do-
23.	Bimal Shil S/O Krishna Shil of -do-, PS -do-	-do-	-do-
24.	Biswamhar Debnath S/O Lalit Debnath of -do-, PS -do-	-do-	-do-
25.	Subodh Saha S/O Sashi Mohan Saha of Kanchanmala PS-AMT	On 2.2.99 At Kanchanmala Bazar	AMT PS Case No. 12/99
26	Pintu Roy S/O Sishir Roy of -do-, PS -do-	-do-	-do-
27	Babul Saha S/O Manik Saha of Panchabati, PS-SDI	On 14 11.99 At Panchabati Bazar	SDI PS Case No. 80/99
28.	Prabhat Paul S/O Sukumoy Paul of -do- PS -do-	-do-	-do-
29.	Nirenjan Das S/O Lt. Chitta Rn. Das of -do- PS -do-	-do-	-do-
30.	Nripesh Das S/O -do- of -do- PS -do-	-do-	-do-
31.	Bikash Debnath S/O Hari Bandhu Debnath of -do- PS -do-	-do-	-do-
32.	Ratna Deb W/O Nagendra Deb of -do- PS -do	-do-	-do-

1	2	3	4
33.	Swapan Saha S/O Gopal Saha of -do- PS -do-	On 14.11.99 At Panchabati Bazar	SDI PS Case No. 80/99
34.	Usha Rani Sarkar W/O Rakhal Sarkar of -do- PS -do-	-do-	-do-
35.	Radha Rani Sarkar W/O Gouranga Sarkar of Panchabati, PS-SDI	-do-	-do-
36.	Sabyesachi Chakrabyrty S/O Sri Ajit Chakraborty ef -do- PS -do-	-do-	-do-
37.	Nirmal Debnath S/O Jahar lal Debnath of -do- PS -do-	-do-	-do-
38.	Sajal Debnath S/O Lt. Tarani Debnath of -do- PS -do-	-do-	-do-
39.	Chananjoy Das S/O Aswini Das of Bampur, PS-BRG	On 13.2.99 At Chachua	OMPI PS Case No. 4/99
40.	Priyanath Das S/O Lt. Raichan Das of -do-, PS -do-	-do-	-do-
41.	Smt. Rekha Karmakar S/O Chananjoy Karmakar of No. 2 Fulkumari PS-R.K. Pur	On 17.2 99 At No. 2 Fulkumari (Banduar)	R K. pur PS Case No. 39/99
42.	Godal Chakraborty S/O Harish Chakraborty of Chanban, PS-R.K. pur	On 8.3.99 At Gamaria	R.K. pur PS Case No. 52/99

1	2	3	4
43.	Diiip Debnath S/O Matilal Debnath of Rajarbag, PS-do-	On 8.3.99 At Gamaria	R.K. Pur PS Case No, 52/99
44.	Subhdh Saha S/O Lt. Surjya Saha of Madhya para, PS-do-	-do-	-do-
45.	Sakti Jamatia S/O Lt. Binoy Jamatia of Gamaria, PS-do-	-do-	-do-
46.	Sunatan Sarkar of -do-, PS -do-	-do-	-do-
47.	Puspa Chondhury S/O Lt Bhupendra Choudhury of Suknacheyra, PS- R.K pur	On 11.3.99 At Garjee	R.K. pur PS Case No. 56/99
48.	Smt. Hemalata Debnath. W/O Amarchand Debnath of Barbhaiye, PS-R.K.pur	On 19.3.99 At Barahaiya	R K. pur PS Case No. 59/99
49.	Sanjit Sarkar of Tulamura, PS-do-	On 10.4 99 At Tulamura	R.K. pur PS Case No. 60/99
50.	Dulal Debnath S/O Lt. Raghunath D/nath of -do- PS -do-,	-do-	-do-
51.	Uttam Chakraborty S/O Ramkrishna Chakraborty of -do- PS -do-	-do-	-do-
52.	Milan Majumder of -do, PS -do-	-do-	-do-
53.	Nitai Dhar of -do- PS -do-	-do-	-do-
54.	Subodh Das S/O Lt. Sukesh Das of Santi, dallr, PS-BRG	On 11.6.99 At	BRG PS Case No. 25/99

1	2	3	4
55.	Laxman Choudhury S/O Lt. Jckku Choudhnry of Sankar palli, PS-RBG.	On 13.7.99 At Sankarpalli	BRG PS Case No. 32/99
56.	Ratan Debbarma S/O Sri Suren Debbarma of Kashi Ch, para PS-Taidu	On 21.7.99 At Kshi Ch. para	Taidu PS Case No. 18/99
57,	Dhirendra Das Driver of TR-OI-1926	On 27.7.99 At Hati Mura	R.K. Pur PS Case No. 145/99
58	Niranjan Debnath S/O Sri Sadhan Debnath ef Maharani, PS-R.K pur	-do-	-do-
59.	Narayan Debnath S/O Lt Ananda Debnath of Maharani, PS-R.K dur	On 23.8.99 At Chaiygaria	R.K. pur PS Case No. 163/99
60.	Bishu Debbarma S/O Sri Santosh Debbarma of Chempabazar, PS-Taidu	On 6.9.99 At Taichkama	Taidu PS Case No. 19/99
61.	Lichurai Reang S/O Brindajoy Reang of Bahim Reang para, PS-TLM	-do-	-do-
62.	RFM. Ashish Kr Verma of 23/AR, Ex. Dhajanagar	On 22.9.99 At Maithulong	Killa PS Case No. 15/99
63.	Dharmaram Debbarma S/O Lt Babirai Debbarma of Rabirai para, PS-Taidu	On 25.9.99 At Ompi Bospital Chowmohani	Ompi PS Case No 26,90
64	Kshetra pada Debbarma S/O Lt Charanbashi Debbarma of Taichakma, PS-Ompi	-do-	-do-

1	2	3	4
65.	Dhirendra Reang S/O Ranasai Reang of Birenta Reang para, PS-BKR	On 25.10.99 At Muhuribari	BKR PS Case No. 58/99
66.	Bidhu Bn. Kar S/O Lt. Bankabehari Kar of Pecharthal, PS-PTL	On 10.11.99 At Kathalbagan	NTB PS Case No. 51/99
67.	Gitarani Patuari of Khalifatilla, PS-STB	On 26.11.99 At Khalifatila	STB PS Case No. 67/99
68	Rohini Majumder of -do- PS -do-	-do-	-do-
69.	C/Agni Chakraborty of DAR South	On 22.11.99 At Kajubagan	R K. Pur PS Case No. 226/99
70.	C/Dhruba Majumder of -do-	-do-	-do-
71.	Haradhan Das of -do-	-do-	-do-
72.	C/Sanjib Sarkar of -do-	-do-	-do-
73.	Titu Som (driver)	-do-	-do-
74.	Abu Taher S/O Samsar Ali of Killa	On 29.11.99 At Pitracharra	Killa PS Case No. 18/99
75.	Ramani Saha S/O Lt. Radhika Mn Saha of Jharjaria PS-NTB	On 29.12.99 At Jharjaria	NTB PS Case No. 58/99
76.	Sankar Saha S/O Ramani Saha of -do- PS -do-	-do-	-do-
77.	Smti Liyati Debbarma W/O Samarendra Debbarma of East Lalcharra PS-Ambassa	On 21.4.99 At East Nalicharra	ABS PS Case No. 17/99

1	2	3	4
78	Babul Saha S/O Lt. Amrit Lal Saha of Chamanu	On 23 7.99 At Surjya Roaja para	CMN PS Case No. 9/99
79.	Samiran Majumder S/O Sukhamoy Majumder of Kanchanpur PS-Fatikroy	On 27.4.99 At Shibbari	MNU PS Case No. 21/99
80.	Sukanta Banik S/O Hiran Chandra Banik of Dhum. o . rra PS-Manu	On 26.7.99 At Dhumacharra	MNU PS Case No. 40/99
81.	Monohar Ali S/O Lt. Kal. Mish of -do- PS -do-	-do-	-do-
82.	Sunil Das S/O Lt Upendra Das of Manu PS-Manu	On 12.8.99 At Shibbari	MNU PS Case No. 43/99
83	Swapan Debnath S/O Nagendra Debnath of -do- PS -do-	-do-	-do-
84.	CT. Naha Singh of 109 Bn CRPF	On 30.10.99 At Eshan Ch. Roaja para	MNU PS Case No 49/99
85.	CT T Ranjan of -do-	-do-	-do-
86.	H/C Ram Srup Singh of -do-	-do-	-do-
87	CT Vidosh Waldhi of -do-	-do-	-do-
88.	Nirenjan Das S/O Lt. Nitai Das of S.C. Colony PS-Manu	On 11.12.99 At S.C. Colony (CLT)	MNU PS Case No 56/99
89.	C/850 Satya Narayan Sharma of 18 Bn. CRPF	On 3 7.99 At Batarai	FTK PS Case No. 41/99
90.	Bipad Ranjan Banik S/O Lt. Krishnadas Banik of Dhumacharra PS-Manu	On 15 7.99 At Kanchancharra	FTK PS Case No. 42/99

1	2	3	4
91.	Sushendra Malakar S/O Lt. Dhirendra Malakar of Hospital Road, PS-Manu	On 15.7.99 At Kanchancharra	FTK PS Case No. 42/99
92.	Nripendra Das S/O Prasanta Das of Sripur PS-FTK	On 9.12.99 At Sripurbazar	FTK PS Case No. 42/99
93.	Surendra Shingh S/O Indra Singh of -do- PS -do-	-do-	-do-
94	Nalini Sutradhar, S/O Nabin of -do- PS -do-	-do-	-do-
95.	Arun Debnath S/O Sadesh Rn. Debnath of -do- PS -do	-do-	-do-
96.	Bimal Singh S/O Brajagopal Singh of -do- PS -do-	-do-	-do-
97.	Mamataj Ali S/O Lt. Md. Ali of Radhanagar PS-FTK	-do-	-do-
98.	Anil Malakar S/O Nitai Malakar of Gakulnagar PS-FTK	-do-	-do-
99.	Raju Paul S/O Jadu Paul of -do- PS -do-	-do-	-do-
100.	RFM. Joyanta Robba of 11 Bn A/R, B-Coy Camp-KIX	On 9.3.99 At Doganga	VGM PS Case No. 5/99
101.	H/C Naresh Kumar of 22 Bn A/R, Bagpassa	On 6.4.99 At Bagpassa	DMN PS Case No. 34/99
102.	H/C V,M Baspa of -do-	-do-	-do-
103.	H/C Madan Singh Dujra of -do-	-do-	-do-
104.	RFM Harikumar of -do-	-do-	-do-

1	2	3	4
105.	RFM Dilaram Dogra of -do-	On 6.4.99 At Bagpassa	DMN PS Case No 34/99
106.	RFM. Gurnam Singh of 22 Bn. A/R, Bagpassa	-do-	-do-
107.	Raibahadur Reang S/O Lt. Tarajoy Reang of Ramdulapara PS-PTL	On 10.12.99 At Ramdula para	PTL PS Case No. 25/99
108.	Ananta Reang S/O Ilachand Reang of -do-, PS -do-	-do-	-do-
109.	Dharam Reang S/O Gangabahadur Reang of -do- PS -do-	-do-	-do-
110.	Minuram Reang S/O Sri Kashirai Reang of -do- PS -do-	-do-	-do-
111.	Balaram Reang S/O Lt. Bakyaram Reang of -do-, PS -do-	-do-	-do-
112.	Ratanjoy Reang S/O Tasirai Reang of -do- PS -do-	-do-	-do-
113.	Niranjan Chanda S/O Sudan Chanda of Bagpassa PS-CRB	On 23.10.99 At Sanicharrabazar	CRB PS Case No 49/99
114.	Mallika Deb Roy W/O Lt. Dhirendra Deb Roy of Jail Road, PS-DMN	-do-	-do-
115.	Sekhar Sahani S/O Apu Sahani of Karsil Tamil Nardu	-do-	-do-
116.	Sudip Singh S/O Sri Lal Babu Singh of Deocharra, PS-Panisagar	-do-	-do-
117.	Manindra Chanda S/O Lt. Sudhangshu Chanda of Sanicharra PS-Churaibari	-do-	-do-

PERSONS APPROVED FOR GOVERNMENT JOB UNDER EXTREMIST VIOLENCE SCHEME DURING—1997

Sl. No.	Applicant's Name	W/O.D/O S/O	Sub. Div.	Dist	Name of deceased	Relation	Received	Post	Deptt	Approved
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Achauk Debbarma	Narendra	Bilonia	South	Narendra	Son	97	IV	Edn.	TRUE
2.	Adithya Rudrapaul	Gouranga	Khowai	West	Basanti	husband	97	IV	Edn.	,,
3.	Adtlti Chowdhury	Usha Rn.	Khowai	West	Usha Rn.	daughter	97	IV	Health	,,
4.	Alanjoy Reang	Durjala	Amarpur	South	Dujala	son	97	IV	DM(S)	,,
5.	Ahndra Debbarma	ChandraMohan	Khowai	West	Chandramohan	son	97	III	Edn.	,,
6.	Amai Das	Dhanjoy	Khowai	West	Dhanjoy	son	97	IV	Edn.	,,
7.	Amodh Sarkar	Ramkumar	Sadar	West	Ram Kumar	wife	97	IV	Edn.	,,
8.	Ananta Jamatia	Kioshori	Amrpur	South	Kioshore	wife	97	IV	DM(S)	,,
9.	Anika Das	Bulbul	Sadar	West	Bulbul	wife	97	IV	End.	,,
10.	Anukul Biswas	Sanatan	Amarpur	South	Sanatan	son	97	IV	DM(S)	,,
11.	Arati Sukla Das	Santosh	Khowai	West	Santosh	son	97	IV	Edn.	,,
12.	Arch na R Giri (Das)	Debabrata	Sadar	West	Debabrata	wife	97	IV	RD	,,
13.	Arun Bhattacharjee	Kaushik	Khowai	West	Barun Kanti	brother	97	IV	Edn.	,,
14.	Arun Debnath	Babui	Kamalpur	Dhalai	Babul	brother	97	IV	DM(D)	,,
15.	Bhanu Ghosh	Satish	Khowai	West	Renu Ghosh	brother	97	IV	Edn.	,,
16.	Bapi Rani Das	Ashotosh	Khowai	West	Ashotosh	wife	97	III	RD	,,
17.	Basanti Bala Nath	Dinesh	Khowai	West	Dinesh	wife	97	IV	Edn.	,,
18.	Basanti Sarkar	Hemendra	Ambassa	Dhali	Hemendra	wife	97	IV	Edn.	,,
19.	Beauti Rani Ghosh	Ratish	Sadar	West	Ratish	wife	97	IV	Edn.	,,

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Bela Ram Das	Ratish	Amarpur	South	Ratish	wife	97	IV	DM(S)	TRUE
21.	Bhusan Ch Shil	Sachindra	Khowai	West	Sachindra	brother	97	IV	Edn.	,,
22	Bikash Barna	Dharmapai	L.T.V	Dhalai	Dharmapai	son	97	III	RD	,,
23.	Parimal Bisws	Rajmohan	Gandacherra	Dhalai	Shyamal	brother	97	IV	DM(D)	,,
24.	Bina Rani Daa	Krishna	LTV	Dhalai	Krishna	wife	97	IV	Edn.	,,
25.	Biswanath Bhowmik	Sadhan	Sadar	West	Laxman	brother	97	III	Edn.	,,
26.	Biswa Kanya D Barm	Sashi Kanta	Kamalpur	Dhalai	Sashi Kanta	wife	97	IV	DM(D)	,,
27.	Binodhrong Uchai	Eradhan	Amarpur	South	Ramual	mother	97	IV	Edn.	,,
28.	Radha Debnath	Laxman	Khowai	West	Prabir	son	97	IV	Edn.	,,
29.	Bulbul Saha (Dey)	Ratan Saha	Sadar	West	Ratan Saha	wife	97	III	Edn.	,,
30.	Champa Barman	Nikhil	KLS	North	Nikhil	wife	97	IV	DM(N)	,,
31.	Chandan Debnath	Kiran	Sadar	West	Subodh	brother	97	IV	Edn.	,,
32.	Chandipada Shil	Upendra	Khowai	West	Bishnupada	brother	97	III	Edn.	,,
33.	Chandrabati Jamatia	Saktijoy	Amarpur	South	Saktijoy	mother	97	IV	Edn.	,,
34.	Chandra Mohan Namasudra	Khokan	Kanchanpur	North	Golapi	brother	97	IV	DM(N	,,
35	Chandradhar Gope	Madhab	Khowai	West	Jadab	brother	97	III	Edn.	,,
36.	Chionu Bhowmik	Binode	Udaipur	South	Binode	wife	97	IV	Edn.	,,
37.	Daibaki Debnath	Upendra	KLS	North	Upendra	daughter	97	iV	Edn.	,,
38.	Dhanapati Das	Uttam	Sadar	West	Uttam	wife	97	IV	Edn.	,,
39.	Dilip Barman	Nripendra Ch.	Bishalgarh	West	Nirpendra	son	97	IV	Edn.	,,
40.	Dilip Biswas	Suresh	Bishalgarh	West	Sanjan	brother	97	III	Edn.	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Dilip Nath	Monoranjan	Kanchanpur	North	Monoranjan	son	97	IV	DM(N)	TRUE
42.	Dipankar Choudhury	Babash	Khowai	West	Gita Das	son	97	III	Edn.	,,
43.	Dipu Choudhury	Ranjit	Sadar	West	Ranjit	wife	97	III	Govt. Press	,,
44.	Dipu Nama (Das)	Binode Behari	Amarpur	South	Binode Behari	wife	97	IV	DM(S)	,,
45	Drupadi D/Barma	Raj Chandra	Khowai	West	Ranjit	brother	97	IV	DM(W)	,,
46	Falendra D/Barma	Kalicharan	Khowai	West	Khiyuaral	brother	97	IV	PWD	,,
47.	Faringtia Reang	Annajoy	Amarpur	South	Annajoy Reang	wife	97	IV	Edn.	,,
48.	Girendra Malsum	Jatramohan	Khowai	West	Girin	son	97	IV	Edn.	,,
49.	Gita Debnath	Ramesh	Khowai	West	Dilip	mother	97	IV	Edn.	,,
50.	Gita R. Das Baishnab	Haripada Goswami	Belonia	South	Haripada	wife	97	IV	Edn.	,,
51	Gita Rani Das	Joytindra	Udaipur	South	Jyotindra	wife	97	IV	Edn.	,,
52.	Gita R. D/Barma	Mohan	Khowai	West	Mithu	sister	97	IV	Edn.	,,
53.	Gopesh Daa	Gopendra	Khowai	West	Anita	sister	97	IV	Edn.	,,
54.	Gouranga Paul	Gopal Ch.	Kamalpur	Dhalai	Anukul	brother	97	IV	DM(D)	,,
55.	Gouranga Rudrapaul	Brajendra	Khowai	West	Sukriti	hasband	97	IV	Edn.	,,
56	Gouranga Saha	Gopal	Bishalgarh	West	Gopal	son	97	III	Edn.	,,
57.	Gulnehar Begum	Abdul Karim Miah	Sadar	West	Abdul Karim	wife	97	IV	Edn.	,,
58.	Gumalaxmi D/Barma	Budhi Kumar	LTV	Dhalai	Budhi Kumar	wife	97	IV	D.MD)	,,
59.	Harirung Reang	Malijoy	Gandachera	Dhalai	Malijoy	wife	97	IV	Edn.	,,
60.	Hari Charan Malsum	Sasha Ch.	Amarpur	South	Muktajoy	father	97	IV	Edn.	,,

(Questions & Answers)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	Indramohan Tripura	Paurnada	Gandachara	Dhalai	Netramohan	brother	97	IV	DM(D)	TRUE
62.	Indra Mondal	Ramesh	Khowai	West	Chitta	brother	97	IV	Edn.	,,
63.	Jharna Namasudra	Narayan	Kamalpur	Dhalai	Narayan	wife	97	IV	DM(D)	,,
64.	Jyaisrhya K. Jamatia	Surendra	Amarpur	South	Sailendra	wife	97	IV	DM(S)	,,
65.	Jyoti Rani Deb	Jyotirmoy Chowdhury	Khowai	West	Jyotirmoy	wife	97	IV	Edn.	,,
66.	Kajal Bala Das	Madhusudhan	Kamalpur	Dhalai	Madhusudhan	wife	97	IV	Edn.	,,
67.	Kajal Rani Baishya	Sukumar	Sonamura	West	Sukumar	wife	97	IV	Edn.	,,
68.	Kalpana Debbarma	Ananta	Sadar	West	Ananta	wife	97	IV	Edn.	,,
69.	Kalpana Debnath	Sukumar	Sadar	West	Sukumar	wi'e	97	IV	Edn.	,,
70.	Kalpana R. Das	Nikhil	Udaipur	South	Nikhil	wife	97	IV	Edn.	,,
71.	Kalpana R. Ckakma	Bijoy	Amarpur	South	Bijoy	wife	97	IV	Edn	,,
72.	Kamala Rani Das	Nripendra Namasudra	Khowai	West	Nripendra	wife	97	IV	Edn.	,,
73.	Kamaladevi Jamatia	Milan D/Barma	Gandachera	Dhalai	Milan D/Barma	wife	97	IV	Edn.	,,
74	Kanu Debnath	Monoranjan	Sadar	West	Rekha	mother	97	IV	Edn.	,,
75.	Kartic Debnath	Gopal	Amarpur	South	Gopal	son	97	III	Edn.	,,
76.	Karuna Das	Anar.da	Amarpur	South	Ananda	wife	97	IV	Edn.	,,
77.	Khama Rani Banik	Sankar Deb	Sadar	West	Sankar Deb	wife	97	IV	SP(W)	,,
78.	Khokan Debnath	Kanulal	Sadar	West	Kanulal	son	97	IV	Edn.	,,
79.	Khokan Namasudra	Debendra	Khowai	West	Debendra	son	97	IV	Edn.	,,
80.	Kirti Jamatia	Golakcharan	Khowai	West	Golak Charan	son	97	III	PWD	,,
81.	Kumud Rn. D/Barma	Binandakhore	Kamalpur	Dhalai	Binanda Khore	son	97	IV	DM(D)	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	Lalita Chakraborty	Dinesh	Amarpur	South	Dinesh	wife	97	IV	Edn.	TRUE
83.	Lalmani Tripura	Kumbhai	LTV	Dhalai	Kumbhai	son	97	IV	Edn.	"
84.	Lata Rani Jamatia	Mohazan	Khowai	West	Parimohan		97	IV	Edn.	"
85.	Laxmi Debnath	Jatindra	Khowai	West	Jatindra	wife	97	IV	Edn.	"
86.	Lipika Natya	Sadhan	Bishalgarh	West	Kajal	sister	97	III	Edn.	"
87	Madhumala Debbarma	Mangal	Amarpur	South	Mangal	wife	97	IV	Edn.	"
88.	Mahendra Debnath	Kalicharan	Kalashahar	North	Kalicharan	son	97	IV	PWD	"
89	Malati Dhar	Sanjib	Kamalpur	Dhalai	Sanjib	wife	97	IV	DM(D)	"
90.	Malati Shil(Majumder)	Bimal	Khowai	West	Bimal	wife	97	IV	PWD	"
91.	Manglsri Debbarma	Ranjit	Kamalpur	Dhali	Ranjit	wife	97	IV	Edn.	"
92.	Mani Begum	Rajkumar	Khowai	West	Raj Kumar	wife	97	IV	Edn.	"
93.	Mani Rani Das	Pulin	Amarpur	South	Pulin	wife	97	III	DM(D)	"
94.	Manik Deb	Sonatan	Khowai	West	Bijoy	brother	97	IV	Edn.	"
95.	Manju Kuri	Jadab	Khowai	West	Jadeb	wife	97	III	PWD	"
96.	Manimala Debbarma	Garan Chandra	Kamalpur	Dhalai	Garan Chandra	daughter	97	III	Edn.	"
97.	Maya Rani Deb	Bishnu	Khowai	West	Bimal	mother	97	IV	End.	"
98.	Mina Deb	Abharan	Sadar	West	Animesh	sister	97	IV	Edn.	"
99.	Mina Kumari Debbarma	Sukumar	Amarpur	South	Sukumar	wife	97	IV	Edn.	"
100	Minati Paul	Harekrishna	Khowai	West	Harekrishna	wife	97	IV	Edn.	"
101.	Mira Rani Das	Sudhir	Sadar	West	Sudhir	wife	97	IV	Edn.	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	Mitali Bhattacharjee	Chandan Chakraborty	Sadar	West	Chandan	wife	97	IV	Edn.	TRUE
103	Mohan Chakma	Basanta	Gandachera	Dhalai	Basanta	son	97	IV	DM(D)	,,
104.	Namita Gope	Rashamoy	Khowai	West	Rashamoy	wife	97	IV	PWD	,,
105	Nitya Bala Tripura	Chandramohan	LTV	Dhalai	Chandra Mohan	wife	97	IV	DM(D)	,,
106.	Nutanchari Malsom	Purbamohan	Amarpur	South	Purbamohan	wife	97	IV	Edn.	,,
107.	Pandab Debnath	Bibhuti	Khowai	West	Bibhuti	son	97	IV	Edn.	,,
108.	Pandit Das	Kartik	Khowai	West	Kartik	son	97	III	RD	,,
109.	Parandra Das	Niranjan	Kanchanpur	North	Rabindra	brother	97	III	Edn.	,,
110.	Parikanya Debbarma	Nitai	Kamalpur	Dhalai	Nitai	wife	97	IV	Edn.	,,
111.	Parimal Deb	Probodh Deb	Khowai	West	Hiramani	brother	97	IV	Edn.	,,
112.	Patchari Jamatia	Kartik Sadhan	Amarpur	South	Kartik Sadhan	wife	97	IV	DM(S)	,,
113.	Pradeep Debbarma	Subash	Kamalpur	Dhalai	Subikash	brother	97	IV	D(MD)	,,
114.	Pramila Reang	Ratanjoy	Amarpur	South	Ratanjoy	wife	97	IV	Edn.	,,
115.	Rabina Debbarma	Sukumar	Khowai	West	Sukumar	daughter	97	IV	Edn.	,,
116.	Rajib Saha	Haradhan	Sadar	West	Haradhan	son	97	III	RD	,,
117.	Raj Kanya Jamatia	Kumar	Amarpur	South	Kumar	wife	97	IV	Edn.	,,
118.	Ramchandra Das	Sunil	Udaipur	South	Sunil	son	97	IV	Edn.	,,
119.	Rabindra Debbarma	Suku Ch.	Sadar	West	Bishu	brother	97	IV	Edn.	,,
120.	Rashiram Debbarma	Bishu Kumar	Sadar	West	Sachindra	brother	97		PWD	,,
121	Ratan Debnath	Rebati	Sadar	West	Minati	mother	97	III	Edn.	,,
122.	Rati Rani Saha	Bachu	Udaipura	South	Bachu	wife	97	IV	Edn.	,,
123.	Rinku Rani Das	Binoy Das	Khowai	West	Binoy Das	wife	97	IV	PHE	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.	Sabita Das (Talkdar)	Mrinal Kanti	Kanchanpur	North	Mrinal Kanti	wife	1997	IV	End.	TRUE
125.	Saboj Baran Das	Gopal	Khowai	West	Suchitra	Mother	97	III	Edn.	,,
126.	Sachi Rani Biswas	Keru Ranjan	Khowai	West	Keru Ranjan	wife	97	IV	Edn.	,,
127.	Sagan K Malsum	Nanda Bhusan	Khowai	West	Nanda Bhusak	wife	97	IV	Edn.	,,
128.	Sailesh Das	Rakesh	Khowai	West	Ganesh	brother	'97	IV	Edn.	,,
129.	Sainda Mog	Arey Mog	Gandachera	Dhalai	Arey Mog	wife	97	IV	Edn.	,,
130.	Sakina Bibi	Lani Mia	Udaipur	South	Lani Miah	wife	97	IV	Edn.	,,
131.	Sambati Tripura	Dharma Kumar	Amarpur	South	Dharma Kumar	wife	97	IV	Edn.	,,
132.	Sambhu Laxmi Kalai	Braja Basi	Amarpur	South	Braja Basi	wife	97	IV	Edn.	,,
133.	Santi Rani Das	Nagendra	Sadar	West	Nagendra	wife	97	IV	Edn.	,,
134.	Satish Debbarma	Dhan Chandra	Khowai	West	Bimal	brother	97	IV	Edn.	,,
135.	Shyana Bala Das	Suresh	Sadar	West	Suresh	wife	97	IV	Edn.	,,
136.	Sonatan Rudrapal	Sachindra	Amarpu	South	Sachindra	son	97	III	RD	,,
137.	Sova Rani Das	Sunil	Sadar	West	Sunil	wife	97	IV	Edn.	,,
138.	Srimati Namasudra	Pranesh	Kamalpur	Dhalai	Pranesh	mother	97	IV	DM(D)	,,
139.	Subal Majumder		Sadar	West	Dipak	brother	97	IV	Edn.	,,
140.	Subash Deb	Banamali	Khowai	West	Banamali	son	97	KBT	Edn.	,,
141	Subodh Ch. Deb	Rosomoy	Khowai	West	Ruspa Rani	Husband	97	IV	Edn.	,,
142.	Suchitra Chakma	Lalkumar	Kanchanpur	North	Lal Kumar	wife	97	IV	DM(N)	,,
143.	Suniti Barman	Bhakta	Khowai	West	Bhakta	wife	97	IV	End.	,,
144.	Supriti Rani Deb	Gopal	Kamalpur	Dahalai	Gopal	wife	97	IV	Edn.	,,
145.	Swapan Ch. Ghosh	Labanya Ch.	Bishalgarh	West	Labanya Chandra	son	97	III	Edn.	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146.	Tapan Saha	Ashwani	Amarpur	South	Rupan	brother	97	IV	DM(S)	"
147.	Tarulata Das	Thakurdhan	LTV	Dhalai	Rupchand	sister	97	IV	Edn.	"
148.	Ujjala Debnath	Manindra	Khowai	West	Manindra	wife	97	IV	Edn.	"
149	Usha Rani Das	Peon Das	Amarpur	South	Peon Das	wife	97	IV	Edn.	"
150	Usha Rani Debbarma	Mani	Sadar	West	Mani	wife	97	IV	Edn.	"
151.	Uttam K Debbarma	Sukrai	Sadar	West	Gundhar	brother	97	IV	End.	"
152.	Uttam K Nath	Makhan	Kanchanpur	North	Khokan	brother	97	III	TW	"
153.	Kiranmoy Debbarma	Biroy Kumar	Amarpur	Sauth	Bijoy Kumar	wife	97	IV	Edn.	"
154.	Haran Chari Malsom	Purbamchan	Amarpur	South	Purbamohan	wife	97	IV	DM(S)	"
155.	Mira Nath Bhowmik	Suklal	Gandachera	Dhalai	Suklal	wife	97	IV	Edn.	"
156.	Narayan Das	Krishnakumar	Udaipur	South	Suva Rani	husband	97	IV	Edn.	"
157.	Sukla Rani Das (Bhowmik)	Badal Bhowmik	Belonia	South	Badal	wife	97	IV	PWD	"
158.	Niyati Das Majumder	Manik	Belonia	South	Manik	wife	97	IV	PWD	"
159.	Sukumar Paul	Haribilash	Kamalpur	Dhalai	Dilip	brother	97	IV	DM(D)	"
160	Shayamal Choudhury	Monoranjan	Udaipur	South	Monoranjan	son	97	III	Edn.	"
161.	Maya Rani Deb	Bishnu	Khowai	West	Bimal	mother	97	IV	Edn.	"
162.	Uttam K Debnath	Makhan	Kamalpur	Dhalai	Makhan	son	97	III (TS)	TW	"

PERSONS APPROVED FOR GOVERNMENT JOB UNDER EXTREMIST VIOLENCE SCHEME DURING—1998

Sl. No.	Applicant's Name	W/O.D/O S/O	Sub. Div.	Dist	Name of deceased	Relation	Recei-ved	Post	Deptt	Appro-ved
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Arjun Dedbarma	Surjya	Sadar	West	Surja	son	97	IV	Edn.	"
2.	Bauyati Reang	Bikram	Ambassa	Dhalai	Bikram	wife	97	IV	Edn.	"
3.	Mari Rung Reang	Gajendra	Kamalpur	Dhalai	Gajendra	wife	97	IV	DM(D)	"
4.	Mangaldhan Halam	Rathindra	Kamalpur	Dhalai	Rathindra	wife	97	IV	DM(D)	"
5.	Raj Kanya Malsum	Prasanta Deo	Gandachera	Dhalai	Prasanta Deo	husband	97	IV	Agri.	"
6.	Sabitri Debnath	Pradip	Bishalgarh	West	Pradip	wife	97	IV	Edn.	"
7.	Sarathi Rudra Paul	Sachindra	Khowai	West	Sachindra	Daughter	97	IV	Edn.	"
8.	Ilabati Reang	Jarnejoy	Gandachera	Dhalai	Jarmejoy	wife	97	IV	Edn.	"
9.	Sukla Das	Makhan	Sadar	West	Shyamal	Sister	97	IV	Edn.	"
10.	Debasis Saha	Monoranjan	Amarpur	South	Ashis	brother	97	IV	DM(S)	"
11.	Rekha Dey	Pratul	Kailashahar	North	Pratul	wife	97	III(AT)	PWD	"
12.	Ajit Sarkar	Thakurdnan	Khowai	West	Helam	husband	97	IV	Edn.	"
13.	Pritilata Sarkar Majumder	Biswajit	Khowai	West	Bswajit	wife	97	IV	Edn.	"
14	Pranati Majumder	Haribal	Khowai	West	Haribal	daughter	97	IV	RD	"
15.	Preueswari D/Barma	Radha	Khowai	West	Radha	wife	97	IV	Edn.	"
16.	Amar Sutradhar	Sadhan	Khowai	West	Samar	brother	97	IV	Edn.	"
17.	Gita Nath Sharma	Dilip	Khowi	West	Dilip	wife	97	LDC	RD	"
18.	Anjali Debnath	Dulal	Sadar	West	Dulal	wife	97	IV	Edn.	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Uttam Kr. Debnath	Gouranga	Sadar	West	Gouranga	son	1997	IV	End.	TRUE
20.	Pradip Kr. Deb Roy	Haradhan	Sadar	West	Haridhan	son	97	IV	End.	"
21.	Raba Kanya D/Barma	Rabindra	Sadar	West	Rabindra	wife	97	IV	Edn.	"
22.	Sanjib Debbarma	Brajendra	Sadar	West	Surya	brother	97	KBT(III)	End.	"
23.	Bina Rani Das	Kshitish	Sadar	West	Kshitish	wife	97	IV	DM(W)	"
24.	Mangal Debbarma	Rabi Charan	Sadar	West	Bishu	brother	97	IV	End.	"
25	Bhajan Saha	Surendra	Sadar	West	Surendra	son	97	IV	End.	"
26.	Brikahya Rani Chakma	Pradipjoy	LTV	Dhalai	Pradipjoy	wife	97	IV	Agri.	"
27.	Bijoy Mohan Tripura	Bhakta Mohan	LTV	Dhalai	Bhakta Mohan	son	97	IV	Edn.	"
28.	Kanan Das	Arjun	Sadar	West	Arjun	wife	97	IV	DM(D)	"
29.	Rekha Debbarma	Krishna	Sadar	West	Krishna	wife	97	IV	Edn.	"
30.	Pratima Shil	Khokan	Kamalpur	Dhalai	Khokan	wife	97	IV	DM(D)	"
31.	Samba C. Tripura	Dharshindra	LTV	Dahalai	Dharshindra	son	97	IV	Edn.	"
32.	Patishree Tripura	Dhajendra	LTV	Dhalai	Dhajendra	wife	97	IV	End.	"
33.	Surendra Reang	Badan Choudhury	LTV	Dhalai	Badan Choudhury	son	97	IV	Agri.	"
34.	Shashanka Deb	Gopendra	Khowai	West	Gopendra	son	97	III(AT)	Edn.	"
35	Haribal Rudra Paul	Mukunda	Khowai	West	Mukunda	son	97	IV	Edn.	"
36.	Harendra Ch. Das	Paresh	Khowai	West	Pareah	son	97	IV	Edn.	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Bakul Debnath	Milan	Udaipur	South	Milan	wife	98	IV	Edn.	TRUE
38.	Mamata Roy (Saha)	Nakul Chandra	Udaipur	South	Nakul Chandra	wife	98	IV	Edn.	,,
39.	Dasha Laxmi Debbarma	Parsuram	Kamalpur	Dhalai	Parsuram	wife	98	IV	Edn.	,,
40.	Sanjoy Das	Harilal	Khowai	West	Priyatosh	brother	98	IV	Agri.	,,
41	Pradip Ghosh	Keshab	Khowai	West	Dulali	son	98	IV	Edn.	,,
42	Chandra Mukti Jamatia	Kishore Hari	Amarpur	South	Kishore Hari	wife	98	IV	Edn.	,,
43.	Latishri Tripura	Wakhijoy	LTV	Dhalai	Wakhijoy	wife	98	IV	Edn.	,,
44.	Pankhijoy Tripara	Kol Kumar	LTV	Dhalai	Banarumy	Husband	98	IV	Forest	,,
45.	Hari Priya Tripura	Nitai	LTV	Dhalai	Nitai	wife	98	IV	Food	,,
46.	Subodh Debbarma	Baishakh	Sadar	West	Baishakh	son	98	IV	TW	,,
47.	Sabitri Saha (Roy)	Indramhoan	Sadar	West	Indramohan	wife	98	IV	Edn.	,,
48.	Chhaya Debbarma	Rashmohan	Sadar	West	Rashmohan	wife	98	IV	Edn.	,,
49	Ajit Deb	Subodh	Khowai	West	Subodh	son	98	III(AT)	Edn.	,,
50	Anindita Roy Choudhnry	Anjan	Sadar	West	Anjan Choudhury	wife	98	III(AT)	Edn.	,,
51.	Sabita Das	Kumud	Sadar	West	Kumud	wife	98	IV	End.	,,
52.	Jalakanya Malsom (Kalai)	Kamal	Amarpur	South	Kamal	wife	98	IV	Edn.	,,
53.	Sibu Baidya	Rabi	Udaipur	South	Bibash	brother	98	III	Fishery	,,
54.	Sabita Deb (Nag)	Malay Nag	Sadar	West	Malay Nag	wife	98	IV	SAD	,,

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Dipti Datta (SarKar)	Paritcsh	Sadar	West	Paritosh	wife	98	IV	Edn.	TRUE
56.	Tripti Rani Ghosh	Ganesh	Sadar	West	Ganesh	wife	98	IV	Edn.	,,
57.	Anjan Das	Narayan	Sadar	West	Narayan	son	98	IV	Edn.	,,
58.	Anu Rani Roy (Sarkar)	Nepal	Udaipur	South	Nepal	wife	98	IV	Edn.	,,
59.	Swapna Rani Shii	Khokan	Amarpur	South	Khokan	wife	98	IV	DM(S)	,,
60.	Namita Shil (Dey)	Mintu	Amarpur	South	Mintu	wife	98	IV	DM(S)	,,
61.	Purnima Ghosh	Niranjan	Khowai	West	Niranjan	daughter	98	IV	End.	,,
62	Sita Rani Saha	Matiranjan	Sadar	West	Matiranjan	wife	98	IV	Edn.	,,
63	Kamalendu Paul	Karunashindhu	Kailashahar	North	Karunashindhu	son	98	III(LDC)	DM(N)	,,
64.	Mrinal Majumder	Tarani	Kailashahar	Narth	Tarani	son	98	III	Panch.	,,
65.	Rabindra Chakraborty	Bhupendra	Kaileshahar	North	Chandan	brother	98	III	Panch.	,,
66.	Pranesh Deb	Gopal	Kailashahar	North	Gopal	son	98	IV	Panch	,,

PERSONS APPROVED FOR GOVERNMENT JOB UNDER EXTREMIST VIOLENCE SCHEME DURING-- 1999

Sl. No	Applicant's Name	W/O.D/O. S/O	Sub. Div.	Dist	Name of deceased	Relation	Recei-ved	Post	Deptt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Harshayapriya Das	Paridhan	Amarpur	South	Praidhan	wife	97	IV	Edn.
2.	Rabi Dey	Braja Krishna	Kamalpur	Dhalai	Biswajit	brother	97	III	DM(D)
3.	Chandnn Deb	Kalidas	Sadar	West	Arjun	brother	97	IV	Edn.
4.	Nanu R. Debbarma	Bhakta	Sadar	West	Bhakta	wife	97	IV	Edn.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Narayan Boul	Rajmohan	LTV	Dhalai	Ranjan	brother	1997	IV	MIFC
6.	Mahendra DBarma	Chaitra Mohan	Sadar	West	Chak	father	97	IV	Panch.
7.	Rabi Laxmi Debbarma	Malin	Sadar	Wesr	Milan	wife	97	IV	DM(W)
8	Sanjit Dedbarma	Bahadur	Sadur	West	Ajit	brother	97	PS	Panch.
9.	Kaushik Deb	Gopesh	LTV	Dhalai	Gopal	brotner	97	IV	DM(D)
10.	Brikhayahjoy Tripura	Jogendra	LTV	Dhalai	Annajoy	brother	97	IV	Edn.
11.	Dilip Chandra Nath	Kamini Mohan	Kanchanpur	North	Mira	husband	98	IV	DM(N)
12	Kramati Reang	Mangal Chand	Amarpur	South	Mangal Chand	daughter	98	IV	DM(S)
13.	Sahalak Miah	Sada Miah	Udaipur	South	Paiija Bibi	son	98	IV	PHE
14	Sabita R, Goswami (Sharma)	Shasadhar	Udaipur	South	Shasadhar	wife	98	IV	Edn.
15.	Karnajoy Reang	Sankharam	Belonia	South	Sankharam	son	98	IV	DM(S)
16.	Mangeswari D/Barma	Dyamani	Khowai	West	Dyamani	wife	98	IV	Edn.
17.	Swapan Kr. Baidya	Anil	Belonia	South	Anil	son	98	AT	Edn.
18.	Ujjala Biswas (Majumder)	Ratan	Belonia	South	Sujit	mother	98	SM	Edn.
19.	Bisu Kumar Debbarma	Kusha Chandra	Sadar	West	Manu	brother	99	IV	Edn.
20.	Narayan Debnath	Prafulla	Sadar	West	Uttam	brother	99	Driver(III)	Health
21.	Kiran Prava Debbarma	Dinesh	Amarpur	South	Samar	mother	99	IV	Health

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Mangal Sakhi Jamatia	Ratan	Amarpur	South	Ratan	wife	99	IV	Health
23.	Fulu Rani D/Barma	Bijoy	Khowai	West	Bijoy	wife	99	IV	Edn.
24.	Karnamohan Tripura	Padmamohan	Gandacherra	Dhalai	Ashabi	husband	99	IV	Forest
25	Path Kr Tripura	Gunadhar	Gandacherra	Dhalai	Gunadhar	son	99	IV	Fishary
26.	Piya Kr Tripura	Gunacharan	Gandacherra	Dhalai	Gunacharan	father	99	IV	Fishary
27.	Sadhan Kr Tripura	Bikram	Gandacherra	Dhalai	Nakshirung	husband	99	IV	DM(D)
28.	Diyarung Reang	Alendra	Gandacherra	Dhalai	Alendra	wife	99	IV	End.
29.	Bibha Majumder (Shome)	Chinu Kr. Shome	Sabroom	South	Chinu Kr. Shome	wife	99	IV	Panch.
30.	Anjali Majumder	Sribash	Udaipur	South	Sribash	wife	99	IV	End.
31.	Badal Chakraborty	Pranesh	Udaipur	South	Saraswati	brother	99	IV	DM(S)
32.	Maya Goswami (Chakraborty)	Prithwish Chakraborty	Sadar	West	Prithwish	wife	99	IV	(DMW)
33.	Jabinti Reang	Nabinham	Kanchanpur	North	Nabinham	wife	99	IV	DM(N)
34.	Anjali Debbarma	Girendra	Kamalpur	Dhalai	Girendra	wife	99	IV	Edn.
35.	Bunala Tripura	Usha Ranjan	LTV	Dhalai	Usha Ranjan	wife	99	IV	Edn.
36	Kanja R/Kuri	Bijoydhar	Kamalpur	Dhalai	Bijoydhar	wife	99	IV	Edn.
37.	Uttara Deb	Sushen	Kamalpur	Dhalai	Sushen	wife	99	IV	Edn
38.	Parimal Das	Kumud Ranjan	Bishalgarh	West	Prabir	brother	99	AT	End.
39.	Dipak Das	Priyamohan	Belonia	Dhalai	Priyamohan	son	99	IV	DM(S)
40.	Dilip Debnath	Rebati	Sadar	West	Sukhlal	brother	99	IV	DM(W)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Mahju Das (Sarkar)	Suresh	Udaipur	South	Suresh	wife	99	IV	Edn.
42	Binoy Sabar	Iswar	Khowai	West	Saradhani Sabar	son	99	IV	Edn.
43.	Sikta Kar	Sudhangshu	Khowai	West	Bapi	Sister	99	SM	Edn.
44.	Karam Chand Bibi	Ali Ahamed	Bishalgarh	West	Ali Ahamed	wife	99	IV	DM(W)
45.	Padmini Devi Jamatia	Padma Charan	Amarpur	South	Padma Charan	wife	99	IV	Edn.
46.	Rita Das	Nandan	Amarpur	South	Nandan	wife	99	IV	End.
47.	Ista Rani Malsom	Paikhababu	Amarpur	South	Paikhababu	wife	99	IV	Edn.
43.	Tripal Manti Malsom	Sukramani	Amarpur	South	Sukramani	wife	99	IV	Edn.
49.	Rina Majumder (Das)	Tamar Das	Belonia	South	Tamar Das	wife	99	IV	Edn.
50.	Rabalaxmi D/Barma	Dahingsha	LTV	Dhalai	Dahingsha	wife	99	IV	Edn.
51	Dulia Debbarma	Prahalad	Kamalpur	Dhalai	Prahalad	wife	99	IV	End.
52.	Kahaila Tripura	Jania Kumar	Ambassa	Dhalai	Rupamala	Husband	99	IV	Fishary
53.	Tapan Saha	Hari Bhusan	Gandacherra	Dhalai	Hari Bhusan	son	99	AT	Edn
54.	Chikanti Tripura	Dulmohan	Ambassa	Dhalai	Dulmohan	wife	99	IV	Edn
55	Panchamala D/Barma	Jitendra	Ambassa	Dhalai	Jitendra	wife	99	IV	Edn
56.	Jimily Chakraborty (Goswami)	Sudip Rn.	Dharmanagar	North	Sudip Ranjan	wife	99	LDC	DM(N)
57.	Jumur Nandy Majumder (Deb)	Ratan Deb	Khowai	West	Ratan Deb	wife	99	IV	End.
58.	Dilip Debbarma	Gajendra	Khowai	West	Mrinal	brother	99	KBT	Edn.
59.	Rekha R Deb (Paul)	Madhusudan	Bishalgarh	West	Madhusudan	wife	99	IV	DM(W)
60	Bidhan Shil	Binode	Khowai	West	Bikram	brother	99	IV	PWD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.	Krishna Debnath	Sarda Charan	Bishalgarh	West	Subodh	brother	99	IV	RD
62.	Manju Rani Shil (Das)	Palash	Bishalgarh	West	Palash	wife	99	IV	DM(W)
63	Pradip Sarkar	Gouranga	Khowai	West	Gouranga	son	99	LDC	PWD
64.	Prantosh Baishya	Manmohan	Khowai	West	Manmohan	son	92	IV	Panch.
65	Gopal Ch. Deb	Haripada	Bishalgarh	West	Haripada	son	99	AT	Edn.
66.	Maran Paul	Nagendra	Khowai	West	Sumala	son	99	IV	Panch.
67.	Nilima Dey (Das)	Dhruba	Bishalgarh	West	Dhruba	wife	99	IV	Health
68.	Sujata Saha	Swapan	Sadar	West	Swapan	wife	99	IV	PWD
69.	Reva Datta	Samiran Datta	Kailashahar	North	Samiran Datta	wife	99	IV	RD
70.	Heeralal Das	Rakhal	Kailashahar	North	Rakhal	son	99	IV	RD
71.	Basanti Nath	Sailendra	Kailashahar	North	Sailendra	wife	99	IV	Edn.
72	Sunati Das	Sudhir	Udaipur	South	Sudhir	wife	93	IV	Edn.
73.	Sandhya R. Das	Birendra Kr	Udaipur	South	Sudhir	Sister	99	IV	Edn.
74	Rajdhar Mia Poddar	Aidhar Ali	Udaipur	South	Aidhar Ali	son	99	IV	PWD
75.	Nilmani Chakma	Duduhung	Gandacherra	Dhalai	Duduhung	son	99	IV	Panch.
76.	Tanglita Tripura	Takhirai	LTV	Dhalai	Takhirai	wife	99	IV	PWD
77.	Barun Debbarma	Manindra	LTV	Dhalai	Manindra	son	99	IV	Panch.
78	Basanti Chowdhury	Murari	LTV	Dhalai	Murari	wife	99	IV	Health
79.	Pigimala Chakma	Rupdhan	LTV	Dhalai	Rupdhan	wife	99	IV	Health
80.	Ranjana R. Das	Nripendra	LTV	Dhalai	Nripendra	wife	99	IV	PWD
81.	Rasna Tripura	Indramohan	Gandacherra	Dhalai	Mahendra	father	99	IV	TW

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82.	Jama Rung Tripura	Kalai Chnn	LTV	Dhalai	Kalai Chan	wife	99	IV	Health
83	Rabindra Paul	Nagendra	Khowai	West	Abhijit	father	99	IV	Panch.
84.	Jahar Manik Jamatia	Ramani Kumar	Khowai	West	Dharma Prasad	brother	99	KBT	Edn.
85	Binoy Debbarma	Purna Chandra	Sadar	West	Subal	brother	99	KBT	Edn.
86.	Badal Das	Sachindra	Bishalgarh	West	Sachindra	son	99	IV	Panch.
87.	Ramani Bebbarma	Alendra	Sadar	West	Alendra	wife	99	IV	Health
88	Namita Sarkar (Biswas)	Sudhir Biswas	Sadar	West	Sudhir	wife	99	IV	SAD
89.	Archana Debnath (Sarkar)	Jantu Sarkar	Udaipur	South	Jantu	wife	99	IV	Health
90.	Shefali Debnath (Saha)	Dilip @ Uttam	Udaipur	South	Dilip @ Uttam	wife	99	IV	DM(S)
91.	Litan Dey	Gouranga	Udaipur	South	Jhutan	brother	99	IV	MIFC
92.	Dipak Chandra Shil	Jiban	Udaipur	South	Jiban	son	99	IV	MIFC
93.	Mangal Sakhi Jamatia	Chinta Mohan	Udaipur	South	Prema Laxmi	Daughter	99	IV	Health
94.	Dulal Ch. Saha	Gourhari	Dharmanagar	North	Gourhari	son	99	IV	STE
95.	Mamata Debnath (Adhikan)	Manindra Adhikari	Bishalgarh	West	Rupali	mother	99	IV	Health
96	Madhumita Paul (Das)	Partha Prathim Das	Bishalgarh	West	Partha Pratim	wife	99	AT/LDC	Edn.
97.	Ayurna Mog	Chailafu	Ambassa	Dhalai	Chailafru	wife	99	IV	Health
98.	Anjana Debbarma	Balendra	Ambassa	Dhalai	Balendra	wife	99	IV	Health

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99.	Sudhir Debbarma	Rasik	Kamalpur	Dhalai	Gopen	wife	99	IV	Panch.
100.	Susen Ch. Das	Manindra	LTV	Dhalai	Manindra	son	99	PS	Panch.
101	Sajani Debbarma	Sukuram	Sadar	West	Sukuram	wife	99	IV	Health
102.	Basanti Nag (Debnath)	Swapan Nag	Udaipur	South	Swapan Nag	wife	99	IV	Health
103.	Alo R. Sutradhar	Tapan	Udaipur	South	Tapan	wife	99	IV	ICAT
104.	Rakhi Kar	Subhas	Udaipur	South	Subhas	wife	99	IV	RD
105.	Bishu Karmakar	Dhananjoy	Udaipur	South	Balai	brother	99	IV	DM(S)
106.	Harubala Debnath	Dhirendra Chanhra	Udaipur	South	Dhirendra Chandra	wife	99	IV	Health
107.	Sanchita Das	Dulal	Udaipur	South	Dulal	wife	99	IV	DM(S)
108.	Anju Rani Das	Shambu Das	Amarpur	South	Shambu Das	wife	99	IV	RD
109.	Shani Ch. D/Barma	Sudhan	Kailashahar	North	Sudhan	wife	99	IV	Panch.
110.	Sumitra Rudrapaul	Anil	Udaipur	South	Anil	wife	99	IV	Health
111.	Sandhya R. Saha	Rakhal	Udaipur	South	Rakhal	wife	99	IV	DM(S)
112.	Shikha R. Das Baishnab	Jatindra	Udaipur	South	Jatindra	wife	99	IV	ICAT
113.	Jyotsna Sharma (Goswami)	Nihar	Udaipur	South	Nihar	wife	99	IV	Health
114.	Amal Dey	Akhil	Amarpur	South	Jaya	Husband	99	IV	RD
115	Sankar Deb	Sudhir	Amarpur	South	Sudhir	son	99	IV	Panch.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116.	Mamata Rani Bhowmik (Dey)	Amar	Amarpur	South	Amar	wife	99	IV	RD
117.	Kajal Paul (Neogi)	Chintaharan Neogi	Amarpur	South	Chinta Haran	wife	99	IV	Health
118.	Nihar Das	Jogesh	Amardur	South	Binoy	brother	99	IV	Panch.
119.	RabiaBegum	Sahib	Amarpur	South	Sahib	wife	99	IV	ICAT
120	Nabin Laxmi Jamatia (D/Barma)	Dhan Kumar	Amarpur	South	Dhan Kumar	wife	99	IV	Health.
121.	Dulal Biswas	Monoranjan	Belonia	South	Monoranjan	son	99	IV	Panch.
122.	Tapati Das	Ratan	Amarpur	South	Ratan	wife	99	IV	RD
123.	Arun Kar	Milan Kar	Udaipur	South	Milan Kar	son	99	AT	Edn.
124.	Parimal Paul	Chandramohan	Udaipur	South	Chandramohan	son	99	IV	DM(S)
125	Sreemati Saha (Roy)	Narayan	Sadar	West	Narayan	wife	99	IV	Health
126.	Anita Rani Roy (Saha)	Krishnadhan Saha	Sadar	West	Krishnadhan	wife	99	IV	SAD
127.	Malati Dey	Rabi	Bishalgarh	West	Rabi	wife	99	IV	RD
128.	Shyamal Paul	Sudhan	Udaipur	South	Amal	brother	99	IV	DM(S)
129.	Pati Rani Debbarma	Anna Kumar	Sadar	West	Anna Kumar	wife	99	IV	ICAT
130.	Malati Das	Nikhil	Bishalgarh	West	Nikhil	wife	99	IV	Health

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131.	Budhu Laxmi Debbarma	Owakhirai	Sadar	West	Owakhirai	wife	99	IV	PWD
132	Jiban Krishna Shil	Manmohan	Udaipur	South	Arjun	brother	99	IV	PWD
133.	Sanjoy Das	Rasaranjan	Amarpur	South	Rasaranjan	son	99	IV	DM(S)
134	Samiran Das	Nimai Chand	LTV	Dhalai	Sukhendu	brother	99	IV	Agri.
135.	Anup Debnath	Narayan	Gandacherra	Dhalai	Narayan	son	99	IV	TW
136.	Bhagyabati Reang (Sarkar)	Promode Sarkar	Ambassa	Dhalai	Promode Sarkar	wife	99	IV	Power
137.	Chinta Laxmi Debbarma	Sumendra	Sadar	West	Sumendra	wife	99	IV	TW
138.	Shamburam Debbarma	Kanta Chandra	Khowai	West	Amalesh	father	99	IV	Power
139.	Puspa Sukladas	Bajan	Khowai	West	Bajan	son	99	IV	I & C
140.	Madhab Kumar Saha	Haridas Chandra	Amarpur	South	Jadav	brother	99	III(S)	Food
141.	Rekha Shil	Nepal Chandra	Udaipur	South	Nepal Chandra	wife	99	IV	I & C
142.	Nilima Debnath	Helan	Udaipur	South	Helan	wife	99	IV	I & C
143.	Rukea Begum	Ful Miah	Udaipur	South	Ful Miah	wife	99	IV	Forest
144.	Payati Malsom	Baimanta	Amarpur	South	Baimanta	wife	99	IV	RD
145.	Sampari Malsom	Rambhagya	Amarpur	South	Rambhagya	wife	99	IV	RD
146.	Shikha Sukladas	Kshirmohan	Khowai	West	Kshir Mohan	wife	99	IV	Health
147.	Chamana Begum	Siraj Miah	Amarpur	South	Siraj Miah	wife	99	IV	DM(S)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
148	Chikan Mala Debbarma	Anup	Khowai	West	Sita Rani	mother	99	IV	Health
149.	Pravati Debbarma	Birendra	Sadar	West	Saroj	mother	99	IV	DM(W)
150	Sunil Debbarma	Sashi Kumar	Khowai	West	Sanak	brother	99	IV	TW
151.	Anwara Khatun	Inush Miah	Sadar	West	Inush Miah	wife	99	IV	ARD
152.	Naresh C. Debnath	Harendra Chandra	Bishalgarh	West	Harendra Chandra	son	99	IV	Panch.
153	Badal Chakraborty	Rebati Mohan	Sadar	West	Nirupama	son	99	IV	PHE
154.	Golapi Debbarma	Dharani	Sadar	West	Dharani	wife	99	IV	TW
155.	Mangalaxmi Debbarma	Bishu Kumar	Sadar	West	Bishu	wife	99	IV	RD
156.	Sanjoy Rani Reang	Chanuram	Kailashahar	North	Delirung	son	99	IV	RD
157.	Jambi Rung Reang	Jatindra	Kanchanpur	North	Jatindra	wife	99	IV	RD
158.	Basudeb Datta	Durjudhan	Bishalgarh	West	Durjudhan	son	99	IV	MIFC
159.	Samir Nath Sharma	Satish	Khowai	West	Parimal	brother	99	IV	PWD
160.	Archana Das	Rakesh	Khowai	West	Mati Bala	mother	99	IV	Health.
161.	Pratima Basu (Bhoudhury)	Ajoy Choudhury	Khowai	West	Ajoy Choudhury	wife	99	IV	RD
162.	Chandra Sarkar	Nirmal	Khowai	West	Haribindu	brother	99	IV	RD
163.	Arun Bhowmik	Krishna	Udaipur	South	Gita Rani	son	99	III(LDC)	Agri.
164.	Ratan Debnath	Jatindra Mohan	Udaipur	South	Leni Bala	son	99	IV	ICAT

PAPER'S LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

PROPOSALS UNDER PROCESS IN THE DEPTT

S. No.	Applicant's Name	W/O.D/O. S/O	Sub. Div	Dist	Name of deceased	Relation	Recei-ved	Posi-tion	File Number
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Namita Saha	Sanjib	Sadar	West	Sanjit	brother	97	UP	10(17)-REV/97
2.	Padama Ranjan Debbarma	Sukumar	Sadar	West	Sarat	brother	97	UP	10(17)-REV/97(L)
3.	Budhu Debbarma	Rabicharan	Sadar	West	Bishu	brother	97	UP	10(18)-REV/97
4.	Tapan Ghosh	Labanya Chandra	Sadar	West	Swapan	brother	97	UP	10(24)-REV/97(L)
5.	Sujit Namasudra	Shivcharan	Khowai	West	Shivcharan	son	98	UP	10(44)-REV/98
6.	Pradip Kurmi	Subhanath	Kamalpur	Dhalai	Ranjan	brother	99	UP	10(12)-REV/99
7.	Bharati Gour	Thakura	Kamalpur	Dhalai	Dulal	sister	99	UP	10(12)-REV/99
8.	Gopal Gour	Ananta	Kamalpur	Dhalai	Gopal	sister	99	UP	10(12)-REV/99
9.	Pravabati Kairi	Hariprasad	Kamalpur	Dhalai	Kriahna	sister	99	UP	10(12)-REV/99
10.	Saraswati Deb	Sibu	Amarpur	South	Sibu	wife	99	UP	10(16)-REV/99
11.	Dhirendra Reang	Lalmohan	Belonia	South	Lalmohan	son	99	UP	10(17)-REV/99
12.	Radhabi Tripura	Manikrai	Kamalpur	Dhalai	Manikrai	wife	99	UP	10(23)-REV/99
13.	Namita Ghosh	Nikhil	Kamalpur	Dhalai	Nikhil	wife	99	UP	10(23)-REV/99
14.	Ratan Kuri	Subodh	LTV	Dhalai	Subodh	son	99	UP	10(30)-REV/99
15.	Mrinal Kanti Roy	Sarada Kumar	Sadar	West	Supal	brother	99	UP	10(36)-REV/99
16.	Dilip Ch. Dey	Anil Chandra	Bishalgarh	West	Anil Chandra	son	99	UP	10(41)-REV/99
17.	Akta Malsom	Madhu Krishna	Amarpur	South	Madhu Krishna	wife	99	UP	10(66)-REV/99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Laxmi Debbarma	Umesh	Amarpur	South	Umesh	wife	99	UP	10(66)-REV/99
19.	Nilmadhab Chakma	Birbahu	LTV	Dhalai	Abhijit	brother	99	UP	10(70)-REV/99
20	Baby Sinha	Bidyut	Kamalpur	Dhalai	Bidyut	wife	99	UP	10(71)-REV/99
21.	Jutan Saha	Balaram	Sadar	West	Srivash	brother	99	UP	10(110)-REV/99

FINANCIAL ASSISTANCE ALLOWED INSTEAD OF GOVERNMENT JOB

Sl. No.	Applicant's Name	W/O.D/O, S/O.	Sub. Div.	Dist	Name of deceased	Relation	Recei-ved	Appro-ved	File Number
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kalimohan Debbarma	Sonaram	Sadar	West	Raimohan	brother	97	FA	10(11)-REV/97
2.	Laxmi Rani Deb	Santosh	Khowai	West	Santosh	wife	97	FA	10(11)-REV/97-III(A)
3.	Puspa Rani Paul	Anil Ch.	Kamalpur	Dhalai	Anil Ch.	wife	97	FA	10(16)-REV/97-1
4.	Rakhal Deb	Bishnu	Kamalpur	Dhalai	Ramu	brother	97	FA	10(11)-REV/97-II
5.	Satrugna Reang	Baikyamoni	Kanchanpur	North	Nanda	brother	97	FA	10(11)-REV/97(L)
6.	Gopal Debnath	Gouranga	Kailashahar	North	Kajal	G/Son	97	FA	
7.	Samir Sengupta	Sanjib	Kamalpur	Dhalai	Sanjib	son	97	FA	10(16)-REV/97-I
8.	Dhananjoy Debbarma	Rajendra	Khowai	West	Krishnamohan	brother	97	FA	10(2)-REV/97-I
9.	Dilip Debbarma	Rajmohan	Kailashahar	North	Rajmohan	brother	97	FA	10(23)-REV/97
10.	Rani Debnath	Narayan	Gandachera	Dhalai	Narayan	wife	97	FA	10(15)-REV/97
11.	Gajendr Kalai	Kompani	KTV	Dhalai	Surenpada	brother	97	FA	10(15)-REV/97(L)
12.	Sushil Das	Mahendra	Khowai	West	Subodh	brother	98	FA	10(12)-REV/98
13.	Tirthron Reang	Pabitra	Belonia	South	Pabitra	wife	98	FA	10(28)-REV/98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Billyaram Reang		Belonia	South	Durbajoy	father	98	FA	10(28)-REV/98
15.	Sarathti Reang	Khagendra	Belonia	South	Khagendra	wife	98	FA	10(28)-REV/98
16.	Sanjit Sarkar	Dhirendra	Bishalgarh	West	Bishnupada	brother	98	FA	10(33)-REV/98
17.	Sunirmal Dey	Ramsankar	Kailashahar	North	Malay Nag	brother	99	FA	10(11)-REV/99
18,	Sachi Ranjan Tripura	Rabindra	LTV	Dhalai	Surilal	brother	99	FA	10(12)-REV/99
19.	Khinakrai Debbarma	Kartik	LTV	Dhalai	Binode	sister	99	FA	10(30)-REV/99
20.	Sachi Kr Tripura	Pandit	LTV	Dhalai	Kunjri	son	99	FA	10(43)-REV/99
21.	Bhakti Kanya Malsom	Basak Hari	Amarpur	South	Basak Hari	wife	99	FA	10(56)-REV/99
22.	Bharat Shakhi Jamatia	Kamala Sadhan	Amarpur	South	Kamala Sadhan	wife	99	FA	10(68)-REV/99
23.	Bikram Debbarma	Rajkumar	LTV	Dhalai	Rajkumar	son	99	FA	10(80)-REV/99
24.	Dilip Kumar Nama	Sachindra	Kanchanpur	North	Shitil	brother	99	FA	10(10)-REV/99

NUMBER OF PROPOSALS REJECTED (UP TO 31ST DECEMBER, 1999)

Sl. No.	Applicant's Name	W/O.D/O, S/O.	Sub. Div.	Dist	Name of deceased	Relation	Recei-ved	File Number
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bar Choka Chakma	Dulya	Kamalpur	Dhalai	Priotimoy	brother	97	10(16)-REV/97-II
2.	Deqendra Tripura	Bamadhan	Belonia	South	Bamadhan	father	97	10(32)-REV/97
3.	Kalpana Debnath	Aswani	Amarpur	Sonth	Malati Bala	mother	97	10(6)-REV/97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Satya Laxmi Debbarma	Binanda	Sadar	West	Binanda	wife	97	10(17)-REV/97
5	Arati Gope	Sunil	Khowai	West	Sandhya	Co-wife	97	10(5)-REV/97
6.	Sachi Rani Debbarma	Suklal	Kailashahar	North	Suklal	wife	97	10(23)-REV/97
7.	Mayadevi Chakma	Shovaram	Amarpur	South	Chitrasen	daughter	98	10(2)-REV/98
8.	Nirmala Das	Direndra Ch. Das	Amarpur	South	Jaba Rani	mother	98	10(2)-REV/98
9.	Arainyani Jamatia	Bailamani	Amarpur	South	Bailamani	wife	98	10(6)-REV/98
10,	Kalpana Debnath	Aswani	Udaipur	South	Matibala	daughter	98	10(6)-REV/98
11.	Pancharai	Kwali	Gandachara	Dhalai	Amar	brother	98	10(30)-REV/98
12,	Pranab Debbarma	Monoranjen	Sadar	West	Hiramani	brother	98	10(37)-REV/98
13.	Sarubala Debbarma	Rajendra	Khowai	West	Rajendra	wife	98	10(40)-REV/98
14.	Aloti Tripura	Gangajoy	Gandacherra	Dhalai	Ananda Mohan Roaza	D-in-law	99	10(30)-REV/99
15.	Mangal Debbarma	Deb Charan	Ambassa	Dhalai	Sanjit	brother	99	10(43)-REV/99(I)
16.	Samiran Das	Manindra	LTV	Dhalai	Shilpi	father	99	10(43)-REV/99

SADAR SUB-DIVISION ANNEXURE–A

Sl. No.	Name and address of the killed person	Date of incident	Place of incident	Financial assistant provided
1	2	3	4	5
1.	Kunjalal Das S/O Kshetramohan Das of Champaknagar, Jirania P S.	24.1.2000	Maharamsardar para	Rs 5500/-
2.	Anukul Das S/O Lt. Prasanna Das Champaknagar P.S. Jirania	-do-	-do-	Rs.5500/-
3.	Tapas Dhar, S O Sri Dhirendra Dhar Panchabati Sidhai P.S.	14.11.99	Panchabati	Rs.5000/-
4	Makhan Lal Saha S/O Lt, Mahesh Saha Panchabati, Sidhai P.S.	-do-	-do-	
5.	Manmohan Saha, S/O Lt, Mohanlal Saha Panchabati, Sidhai P S.	-do-	-do-	Rs.5000/-
6	Monoranjan Deb S/O Lt, Sachindra Deb, Bairagipara, Panchabati, Sidhai P.S	-do-	-do-	Rs 5000/-
7.	Rati Bhusan S/O Lt. Dharani Bhusan Panchabati, Sidhai P,S.	-do-	-do-	Rs.5000,
8.	Suman Das S/O Lt, Upendra Das Nayadadil Panchabati, Sidhai P.S.	-do-	-do-	Rs.5000/-
9.	Bishu Orang S/O Balai Orang Panchabati, Sidhai P.S.	-do-	-do-	Rs 5000/
10.	Hemalata Sarkar W/O Lt, Jatindra Sarkar, Purba Colony Panchabati, Sidhai P.S.	-do-	-do-	Rs 5000/-
11.	Amulya Saha S/O Raimohan Saha Panchabati, Sidhai P.S.	-do-	-do-	Rs.5000/-
12.	Shankar Sarkar S/O Lt Monoranjan Sarkar Panchabati, Sidhai P.S.	-do-	-do-	Rs.5000/-
13.	Gita Rani Debnath, W/O Pusna Ch. Debnath Panchabati, Sidhai P.S.	-do-	-do-	Rs 5000/-

1	2	3	4	5
14.	Rakhal Das S/O Lt, Aditya Das Nayadhil Panchabati, Sidhai P.S.	14.11.99	Panchabati	Rs.5C00/-
15	Shankar Saha, S/O Gouranga Saha Panchabati; Sidhai P.S.	-do-	-do-	Rs.5000/-
16.	Gopesh Saha S/O Gopal Saha Ishanpur, Panchabati, Sidhai P.S.	-do-	-do-	Rs.5000/-
17.	Santosh Sarkar S/O Lt, Purna Sarkar Panchabati, Sidhai P.S.	-do-	-do-	Rs.5000/-
18.	Sukumar Debnath Lt. Lalmohan Debnath Panchabati, Sidhai P.S.	-do-	-do-	Rs.5000/-
19.	Nripeadra Das S/O Sri Nepal Das, Bairagipara, Panchabati, Sidhai P.S.	-do-	-do-	Rs 5000/-
20	Bishu Sarkar S/O Lt, Rajendra Sarkar Panchabati, Sidhai P.S.	-do-	-do-	Rs.5000/-
21.	Nirmal Debbarma of Barkathal	30.12.2000	Barkathal	Rs 5000/-
22.	Krishna Debbarma of Barkathal	-do-	-do-	Rs.5000/-
23.	Sanjib Debbarma of Barkathal	-do-	-do-	Rs 5000/-
24..	Hari Debbarma of Barkathal	-do-	-do-	Rs.5000/-
25.	Anita Ghosh W/O Sudhir Ghosh Bhadramisipara, Jirania	19.10.99	Bhadramisipara	Rs 5000/-
26.	Rina Ghosh, D/O Sudhir Ghosh			
27.	Kanu Debnath, S/O Haradhan Debnath Nutannagar, Airport P.S.	3.10.99	Gandachara, Dhalai	Rs.5000/-
28.	Baishakh Debbarma	9.10 99	Ashighar	Rs 5000/-
29.	Sukhamati Debbarm			
30.	Shambhu Debbarma, Shambhu Sardar Para, Jirania P.S.	30 8 99	Shembhusardar Para	Rs 5000/-
31.	Narayan Ch Roy S/O Jatindra Ch. Roy, Assampara	29.3.99	Mandai	Rs 5C00/-
32.	Krishnndhan Saha S/O Paritosh Saha Debinagar	29.3 99	Mandai	Rs 5000/-

1	2	3	4	5
33.	Anjan Choudhury S/O Lt. Mrinal Kanti Choudhury, Colonel Choumuhani, Agartala	15 6.98	Adarni Tea Est.tc	Rs.5000/-
34.	Malay Kanti Nag S/O Prabhat Ch. N g, Bejoy Kr. Choumuhani	5 8 98	Narendrapur T E.	Rs 5000/-
35	Paritosh Sarkar S/O Subal Bandhu Sarkar, Nabagram, Airport	-do-	-do-	Rs 5000/-
36.	Ganesh Ghosh' S/O Jogendra Ghosh, Gandhigram	-do-	-do-	Rs.5000/-
37.	Narayan Das, S/O Lt, Bisweswar Das Kalagachia Market	-do-	-do-	Rs 5000/
38	Nirupama Chakraborty, Rabati Mohan Chakraborty, Orabari	10.2.98	Orabari	Rs 5000/
39.	Minu Rani Chakraborty, Orabari	-do-	-do-	Rs.5000/
40	Paresh Debnath, S/O Ramesh D/nath Orabari	-do-	-do-	Rs 5000/
41.	Benode Debnath, Orabari	-do-	-do-	Rs.5000/
42.	Jnanada Bala Debnath,W/O Lt. Ramesh Debnath Orabari	-do-	-do-	Rs.5000,
43.	Uttam Debnath S/O Prafulla Debnath Dhaleswar	13.10.98	Jairampara Manu P S.	Rs.5000/
44.	Prithwish Chakraborty, Dhaleswar	15.8.98	82 Mile	Rs 5000/
45.	Swapan Debbarma S/O Sri Brajendra Debbarma, Krishnanagar	15.8.98	Kanchanpur	Rs 5000/
46.	Mano Debbarma S/O Kusha Debbarma Begrem Bari, Sachindranagar Colony Jirania	11.11 97	Begrambari	Rs 5000/-
47.	Ajit Debbarma S/O Lt Bahadur Debbarma Nandaram Choudhury para Jirania P.S	13.3 96	Nandaram Choudhury Para	Rs.5000/-
48	Sukumar Debbarma S/O Mukta Ch. Debbarma, Chakmapara Jiania	4.10.98	Chakmapara	Rs 5000/-

1	2	3	4	5
49.	Subal Debbarma S/O Purna Chandra Debbarma, Raju Das Para, Jirania	4.10.98	Sonai river	Rs.5000/-
50.	Poush Rani Debbarma S/O Shona Ch. Debbarma Kobra Khamar, Durganagar, Jirania	13.7.95	Madhya Maheshpur	Rs.5000/-
51.	Arun Debbarma S/O Nabin Debbarma Ramkumar Thakur Para	9.8.98	Jiban Sardar Para	Rs.5000/-
52.	Alindra Debbarma, S/O Lt. Pandit Debbarma, Lefungapara, Sidhai	7.10.97	Lefunga	Rs.5000/-
53.	Swpan Saha, S/O Sudhangshu Saha, Devinagar, Ranirbazar	23.12 98	Chakbasta	Rs 5000/-
54.	Anjan Roy, S/O Sri Chitta Ranjan Roy, Barjala	17 10.98	Barmura	Rs.5000/-
55.	Anna Kr. Debbarma, S/O Lt, Mera Debbarma, Chaygharia	17.5 98	Chaygharia	Rs.5000/-
56.	Wakhirai Debbarma, S/O Sri Gakul Ch. Debbarma, Chaygharia	12.9 97	-do-	Rs.5000/-
57.	Bishu Debbarma, S/O Sri Dinabandhu Debbarma, Udaikobra para, Mandai	17.5.98	-do-	Rs 5000/-
58.	Puniram Debbarma, S/O Mangal Debbarma, Tuikolai para, Mandai	16.1.95	Radhacharan Thakur para	Rs.5000/-
59.	Dharani Debbarma, S/O Lt. Tilak Debbarma, Borakha, Jirania	11.6.97	Borakha	Rs 5000/-
60.	Yunus Mia, Purba Noabadi	Aug. 98	Purba Noabadi	Rs.5000/-
61.	Biswajit Rabidas, S/O Batuya Rabidas, Barkathalia	20.2.99	Barkathalia	Rs.5000/-
62.	Nandi Debbarma, S/O Parshuram Debbarmal, Orabari	2.4.98	Orabari	Rs 5000/-
63.	Kajal Rani Debbarma, W/O Debendra Debbarma, Maharam Choudhurypara, Durganagar, Jirania	22.8 98	Champaknagar Sadhupara	Rs 5000/-
64.	Hiran Debbarma, S/O Lt. Chintaharan Debrai, Sidhai P.S.	19.3.98	Debrai	Rs.5000/-

1	2	3	4	5
65.	Akhil Debbarma, S/O Bharat Ch. Debbarma -do-	19.3.98	Debrai	Rs.5000/-
66.	Arati Debbarma, W/O Kasam Deb-Barma, Chankhola	18.6 97	Chankhola	Rs 5000/-
67.	Jatu Debbarma, S/O Bashuram Deb Barma, Maharani Sardar Para	19.3.98	Debrai	Rs 5000/-
68.	Sushil Debbarma, S/O Baman Deb Barma, Debrai	-do-	-do-	Rs.5000/-
69.	Dilip Choudhury, S/O Ranjan Choudhury, Chandrapur, East Agt. P.S.	24.7.99	Harikanta Para Gabordi	Rs 5000/-
70	Jatindra Debbarma, S/O Rabia Deb Barma, Tairajbari	1996		Rs.50000/- (ex-gratia)
71.	Debabrata Das, S/O Sashadhar Das, S. N. Colony	1995		Rs.5000/-
72.	Sachindra Debbarma, S/O Wakhirai Debbarma, Kairai	1995		Rs.50000/-
73.	Shishu Mia, S/O Khalil Mia, T. E. College	1995		9000/- +50000/-
74.	Asrai Debbarma, S/O Mangal Deb Barma, Ashighar	1995		3000/- +50000/-
75	Monoranjan Debnath, S/O Madhab Debnath, Kobrakhamar	1996		10000/- +50000/-
76.	Bakul Rani Debnath, W/O Monoranjan Debnath, Kobrakhamar	1996		
77.	Surendra Ch. Saha, S/O Nanda Ch. Saha, Champaknagar	1996		8000/-
78.	Manu Debbarma, S/O Kusha Deb Barma, S. N. Colony	1997		5000/-
79.	Kajal Natta, S/O Sadhan Natta, Badharghat	1996		
80.	Ratan Saha, S. F. Constable	1995		
81.	Subash Debnath, S/O Kiran Debnath, Mohanpur	1996		5000/-
82.	Bhulu Das, S/O Indra Mohan Das, Champaknagar	1996		8000/-
83.	Kanu Debnath, S/O Basanta Debnath Champaknagar	1996		8000/-

1	2	3	4	5
84.	Babul Das, S/O Gopal Das, Resham-bagan	1996	—	5000/-
85	Ananta Debbarma, S/O Baisakh Debbarma, N E. Colony, Mandai	1995	—	5000/-
86.	Sangita Debnath, D/O Kanu Debnath Kobrakhamar	1996	—	—
87.	Rekha Debnath, D/O Kanu Debnath, Kobrakhamar	-do-	—	—
88	Haradhan Saha, S/O Amarchand, Champaknagar	1996	Champaknagar	8000/
89.	Prabir Debbarma, S O Budhu Deb Barma, Badan Ch. Para	-do-	—	1000/-
90.	Ranjit Debbarma, S/O Raj Chandra Debbarma, Gopinath para, Patni	-do-	—	1000/-
91	Mani Debbarma, S/O Sabendra Khemperpara	1995	—	—
92.	Agunia Debbarma, S/O Narsingha Debbarma	1996	—	—
93.	Monoranjan Debbarma, S/O Joy Ch. Debbarma, Rabia Sardar Para	10 11.99	Rabiasardarpara Jirania	—
94.	Gouranga Debnath, Laxaman Kobra Para	20 9.95	Laxman Kobra Para	
95.	Rajkumar Debbarma, S/O Lt Rabi Ch. Debbarma, Jagatram Thakurpara	16 12.98	Jagataram Thakurpara	5000/-
96.	Badal Debbarma, S/O Somendra Deb Barma. Dasrambari, Radhamohonpur	27.12.97	Dasrambari	—
97.	Bhupendra Debbarma, S/O Lt. Kusha Rjn. Debbarma, Gamchakobra	12.4.97	Gamchakobra	—
98	Bimal Acherjee, S.O Birendra Acherjee Ramsadhupara, Jirania	19.2.99	Ramsadhup. r.	—
99.	Parimal Saha, Montala Colony, Sidhai	22.9.98	Behalabari	—
100	Anil De, Subhashnagar. East. Agt. P S.	20 3 95	Nailahabari Ambassa	—
101	Chitta Rjn. Shukla Baidya, Ramnagar Road No—3	23.9 95	Chankhola Bazar	—

ANNEXURE–B

Sl. No.	Name and address of the killed person	Date of incident	Place of incident	Financial assistant provided as medicine blood and others
1	2	3	4	5
1.	Litan Saha, S/O Anil Ch. Saha, Jaygobinda Para	25.1.97	Jaygobinda para	534.75
2.	Abhiram Debbarma, S/O Surendra Debbarma, -do-	-do-	-do-	578.60
3.	Jaysree DebBarma, W/O Brajendra Debbarma, Daigyabari	28.3.97	Daigyabari	325.90
4.	Manik Das, S/O Haraial Das, Nanda-nagar	18.5.97	Nandannagar	3109.05
5.	Arun Das, S/O Jogesh Das, Nanda-nagar	-do-	-do-	1101.70
6.	Haiidhan Debroy, S/O Birendra, Ishanpur	16.6.97	Sonaram	898.25
7.	Sabita Debnath, Panchabati	16.6 97	Panchabati	1259.95
8.	Rana Debbarma, S/O Achanta Deb-Barma, Panchabati	-do-	-do-	126.00
9.	Ashit Debbarma, S/O Chandra Kumar -do-	-do-	-do-	276.00
10.	Ratan DebBarma, Panchabati	-do-	-do-	1006.87
11.	Mahendra Debbarma, S/O Krishna Debbarma, Malipara, Panchabati	-do-	-do-	117.40
12.	Tapan Sarkar, S/O Sri Himangshu Sarkar, West Noabadi	30.7.97	Kanchanpur	983.83
13.	Sukdeb Pan Tanti, S/O Shyamacharan Jagatpur	9 8.97	Jagatpur	4837.00
14.	Ranjit Debnath, S/O Debendra Deb-nath, Durganagar	30.12 97	Borakha	493.45
15.	Pannalal Das, S/O Nishikanta Das, Champaknagar	20.3.98	Champaknagar	11308.47

1	2	3	4	5
16.	Sonaram Debbarma, S/O Surjya Kr. Debbarma, Chaigharia, Mandai	17.5.98	Chaigharia, Mandai	1366.43
17.	Churamani Debnath, S/O Monohar Debnath, Sundartilla, Sidhai	18.5 98	Sundratilla	6810.00
18.	Bharati Debbarma, W/O Parshuram Debbarma, Tamakari, Simna	31.5.98	Tamakari	18077.00
19.	Chandan Debbarma, S/O Kshirode Debbarma, Jagatpur, Mohanpur	30.6 91	Jagatpur	8716 00
20	Bikash Roy, S/O Bidhubhusan Roy, Radhamohonpur, Jirania	7 7.98	Radhamohanpur	6304.00
21.	Malin Debbarma, S/O Jamini Debbarma, Murabari, Jirania	22 8.98	Sadhupara	1400 00
22.	Kayum Mia, S/O Jahar, Harinamura, Jirania	-do-	-d-	18661.20
23.	Kajal Debbarma, -do-	-do-	-do-	200.00
24.	Surjya Debbarma, S/O Basanta Debbarma, -do-	-do-	-do-	605.00
25.	Mintu Debbarma, S/O Babul Debbarma -do-	-do-	-do-	6778.00
26.	Bikram Debbarma, S/O Kamini Debbarma -do-	-do-	-do-	4407.00
27.	Sunil Debbarma, S/O Rabicharan Debbarma, Murabari	-do-	-do-	857.00
28.	Madan Debbarma, S/O Surendra Debbarma, Jirania	-do-	-do-	496.38
29.	Bhuban Debbarma, S/O Kusha Charan Debbarma, Murabari, Jirania	-do-	-do-	570.00
30.	Archana Debbarma, D/O Suku Debbarma, -do-	-do-	-do-	553.00
31.	Jurist Debbarma, D/O Rajendra Debbarma, -do-	-do-	-do-	1897.00

1	2	3	4	5
32.	Dhrubajyoti Dey, S/O Rakesh Ch. Dey, Old College Road, Agartala	15.8.98	Kanchanpur	150.00
33.	Kartik Thapa, S/O Shankar lal Thapa, C/O Sunil Das, Shyamalibazar, Agt.	7.10.98	Bagma	1187.63
34.	Golap Mia, S/O Gedu Mia, Jirania-khola	30.11.98	Jiraniakhola	
35	Birbahu Debbarma, S/O Rabi Debbarma, Chargharia, Mandai	29.11 98	Mandai	
36.	Anil Debnath, S/O Sashimohon Debnath, Radhamohonpur	29.3 99	Mandai	4120/-
37.	Paresh Ch. Saha, S/O Nripendra Ch. Sash, Assam para	29.3 99	Mandai	2617/-
38	Gourchand Banik, S/O Tarani Kumar Banik, Debinagar	29.3.99	Mandai	
39.	Upendra Ch. Saha, S/O Bankabehari Saha, Nalgaria	-do-	-do-	
40	Ananda Debnath, S/O Amarchand Debnath, Brajanagar	-do-	-do-	900/-
41.	Siraj Mia, S/O Lt. Badsha Mia Durganagar, Ranirbazar	7.4.99	Barmura	
42.	Radheshyam Saha, S/O Chanmohan Saha, Ranirbazar, Debinagar	24 6.99	Debinagar	
43.	Ratan Debbarma, S/O Lt. Mohon Debbarma, Narengbari, Jirania	29.6.99	Jirania	
44.	Arun Majumder ,S/O Lt. Harishankar Majumder, Kalabagan, Jirania	-do-	-do-	
45.	Apu Roy, S/O Lt Paresh Ch. Roy, 79 Tilla	26.7.99	Rajchantai	1318/- 454
46.	Rakhal Ghosh, S/O Sri Sudhir Ghosh, Bhadramjsipara, Jirania	19.10.98	Jirania	
47.	Rakhi Ghosh, D/O Sudhir Ghosh -do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5
48	Master Bapi Ghosh S/O Sudhir Ghosh -do-	-do-	-do-	
49.	Sefali Deb W/O Basulal Deb Arjun Sadhupara, Jirania	20.10.99	Jirania	
50	Prabodh Pal S/O Sukhamay Pal, Panchabati, Mohanpur	11.99	Panchabati	1987
51	Sabyasachi Chakraborty, S/O Ajit Chakraborty -do-	-do-	-do-	21316
52.	Bapan Saha S/O Manik Saha -do-	-do-	-do-	2787/
53.	Nirmal Debnath S/O Jaharlal Debnath, -do-	-do-	-do-	
54.	Niranjan Das, S/O Lt./Chitta Ranjan Das. -do-	-do-	-do-	
55	Swapan Saha S/O Brajendra Saha -do-	-do-	-do-	9181-7642
56.	Usha Sarkar W/O Sri Rakal Sarkar -do-	-do-	-do-	357
57.	Ratna Deb W/O Nagendra Deb, Panchabati -do-	-do-	-do-	3175
58	Radharani Sarkar W/O Lt. Gouranga Sarkar -do-	-do-	-do-	1603
59.	Biswajit Debbarma S/O Ram Ch. Debbarma Khamperpara, Mohanpur	30.12.89	Barkathal	
60.	Malin Debbarma S/O Rabia Debbarma Sarat Ch. Para	-do-	-do-	
61.	Puniram Debbarma S/O Mangal Debbarma, Orabari	-do-	-do-	
62.	Bejoy Debbarma S/O Sikirai Debbarma Daikhola	-do-	-do-	
63.	Debalina Debbarma D/O Monoranjan Debbarma Bairagipara	-do-	-do-	
64.	S. bita Debbarma D/O Kamal	-do-	-do-	

BISHALGARH SUB-DIVSION, WIST TRIPURA.

Sl. No.	Name of Killed person under Extremist violence with Address and place of occurance	Application for Job, exgation of the next kin of deceased	Exgatia sanctioned	Recommended for job and proposal sent to Rev. Deptt.
1	2	3	4	5
1.	Late Milan Sarkar, W/O. Shri Hamendra Ch. Sarkar (2) Late-Sujit Sarkar S/O, Shri Hemendra Ch. Sarkar (3) Late Bipul Sarkar, D/O, Shri Hemandre Sarkar of Jarulbachai, Bishalgarh Plaae of occurance at Jarulbachai, BLG P.S.	Shri Harendra Sarkar S/O, Umash Sarkar of Jarulbacnai, BLC.	50,000	
2.	Late Prasenjit Sarkar, S/O, Dulal Sarkar, Jarulbachai. BLG. Place of occurance Jarulbachai, BLG P.S.	Shri Dulal Sarkar S/O, Sachindra Sarkar of Jarulbachai, BLG.	50,000	
3.	Late Chhotan Biswas, S/O, Sudhir Biswas, of Jarulbachai, BLG P.S. -do-	Shri Sudhir Biswas S/O, Kailash Biswas of Jarulbachai, BLG.	50,000	
4.	Late Narayan Das, S/O, Amulya Das, (2) Late Mitheu Bala Das D/O, Lt. Narayan Das (3), Lt. Bitu Das S/O, Lt, Narayan Das of Jarulbachai, BLG P.S. -do-	Smti Mana bala Das, W/O, Lt. Narayan Das	50,000	

1	2	4	5	6
5.	Lt. Satya Rani Biswas, W/O, Shri Ajit Biswas, (2) Lt Tulsi Biswas. S/O, Shri Ajit Biswas of Jarulbachai, BLG PS. -do-	Shri Ajit Biswas, S/O, Kailash Biswas,	50,000	
6.	Lt. Sachiadra Sarkar, H/O, Lt. Archana Sarkar and 4 other family members of Jarulbachai, BLG PS. -do-	Shri Nripendra Sarkar, S/O, Lt. Sachindra Sarkar	50,000	
7.	Lt. Pradip Debnath, H/O, Smti Sabitri Debnath, of Sombaria Bazar, Takarjala P.S. Place of occurance Takarjala.	Smti Sabitri Debnath W/O, Lt. Pradip Debnath	50,000	
8.	Lt. Nabin Sabi Jamatia, S/O, Lt. Ranjan Jamatia, Ganirampara, TKJ PS. Place of occurannce Takarjala.	Smti Madhu Mala Jamatia W/O, Lt. Nabin Sebi Jamatia	50,000	
9.	L.t. Biswa Laxmi Debbarma, W/O, Shri Mangal Debbarma Harikumarpara, TKJ. PS. -do-	Shri Mangal Debbarma H/O, Lt Biswa Laxmi Debberma	50,000	
10.	Lt. Sambhunath Debbarma, S/O. Lt. Naba Kr. Debbarma Iswarmapara, TKJ PS. Place of occurende—TKJ.	Smti. Isisri Debbarma W/O, Lt. Sambhunath Debbarma.	50,000	
11.	Lt. Bishnu pada Sarkar. S/O, Lt Dhirendra Sarkar Golaghati, BLG. Place of occurance—Golaghati.	Shri Sanjit Sarkar, S/O, Lt. Dhirendra Sarkar	50,000	

1	2	3	4	5
12.	Lt Paresh Ghosh, S/O, Lt Ramesh Ghosh, Gabordi (Purbapara) TKJ PS. -do- Takarjala.	Smti Bakul Rani Ghosh W/O, Lt. Paresh Ch. Ghosh	50,000	
13.	Lt. Kahitish Ch. Roy, S/O, Shri Nani Bh. Roy, Gabardi, TKJ PS. -do- Gabardi.	Smti Stkha Roy, W/O, Lt. Kashitish Ch. Roy,	50.000	
14.	Lt. Bulu Barman, S/O. Nripendra Bnrman, It Batta, Bishramgonj.	Smti Shymali Barman, W/O, Lt. Bulu Barman	50,000	
15.	Lt Madhumangal Jamatia, S/O, Shri Bipad Sadhan Jamatia, Kunjamura, Sankumabari PS. -do- Sankumabari.	Shri Bipad Sadhan Jamatia, F/O. Lt. Madhumangai Jamatia	50,000	
16.	Lt. Sukumar Debnath, S/O, Lt. Mahendra Debnath Vitl-Berjala, Bishramganj.	Smti Kalpana Debnatb, W/O, Lt Sukemar Debnath		On 13.4 97
17.	Lt. Uttam Das, S/O, Shri Nityahari Das: Vill-Khamarbari, TKJ PS.	Smti Dhanapati Das W/O. Lt. Uttam Das		On 19 4.97
18.	Lt. Ratish Ghosh, S O, Lt. Ramesh Ghosh, Santipara, Agt.	Smti Beauti Rani Goosh, W/O, Lt. Ratish Geosh		On 19 4.97
19.	Lt. Girin Manik Malsum, S/O, Jantra Mohan Malsum Vill-Gongari Malsum Kendrai cherra, TKJ PS.	Shri Girindra Malsum S/O, Sri Jatramohan Malsum		On 19.4.97
20.	Gopal Saha, S/O: Lt. Basanta Saha, Jampuijala, TKJ. PS.	Shri Gouranga Saha S/O. Lt. Gopal Saha		On 19 4.97

1	2	3	4	5
21	Lt. Laxman Bhowmik, S/O. Sri Sudhan Chandra Bhowmik, Mohanpur (Pal Para) TKJ. PS.	Sri Biswanath Bhowmik, S/O. Sri Sudhan Ch. Bhowmik		19.4 97
22	Lt. Sanjan Biswas, S/O Sri Suresh Chandra Biswas, Vill-Nutannagar, TKJ PS.	Sri Dilip Biswas, S/O. Sri Suresh Biswas		19 4 97
23.	Lt. Chandan Chakraborty, Vill-Subash Paili, North Badherghat.	Smti Mitali Bhattacharjee (Chakraborty) W/O, Lt. Chandan Chakraborty		19.4.97
24.	Lt. Nripendra Barman, S/O, Lt. Sudhir Barman, Vill-It batta, Bisramganj.	Sri Dilip Barman S/O. Lt. Nripendra Barman		19.4 97
25.	Lt. Labanya Ch. Ghosh, S/O. Lt. Rajbihari Ghosh, Vill-Jampuijala.	Sri Swapan Ch. Ghosh S/O. Lt. Labanya Ch. Ghosh		19.4 97
26,	Lt. Abdul Karim Mia, Driverkhan of CISF, ONGC) Vill-Jagaharimura.	Smti. Gual Nehar Begam W/O. Lt. Abdul Karim Mia		19.4.97
27.	Lt. Sankar Deb, Agartala Narsingarh.	Smti Khorna Rani Banik W/O. Lt. Sankar Deb		19.4.97
28.	Lt. Pradip Debnath. S/O, Lt. Amar Chandra Debnath, Sambaria Bazar, TKJ PS.	Smtl. Sabitri Debnath W/O, Lt. Pradip Debnath		29 10.97
29.	Lt. Prabir Das, S/O, Sri Kumode Rn. Das, Maheshkhala, Anandanagar, Amtali PS,	Srl Parimal Das		5.2.99
30.	Lt. Suklal Debnath, S/O, Lt. Rebati Debnath, Dhajanagar, Bishslgarh.	Sri Dilip Debnath S/O, Lt. Rebati Debnath		20.2.99

1	2	3	4	5
31.	Lt. Ali Ahamed, Vill-Mohanpur, Takarjala PS	Smti Karamchand Bibi, W/O, Lt. Ali Ahamed.	—	15.3.99
32	Lt. Madhusudan Paul, Nabasantiganja Bazar, PS. Takarjala.	Smti Rekha Rani Deb, W/O. Lt. Madhusudan Paul,	—	20.3.99
33	Lt. Subodh Debnath, S/O. Lt. Sarada Charan Debnath, of East Noagaon, Takarjala PS.	Shri Krishna Debnath, S/O, Lt. Sarada Charan Debnath.	—	3,4.99
34.	Lt. Palash Das, Ramharipara, PS Takarjala Bishalgarh.	Smti Manju Rani Shil, (Das) W/O, Lt. Palash Das,	—	3.4.99
35.	Lt. Haripada Deb, Kanchanmala, PS. Amtali.	Shri Gopal Ch, Deb, S/O, Lt. Haripada Deb,	—	20.4 99
36,	Lt. Dhruba Dey, Vill & PO, Kanchanmala, PS. Amtali	Smti Nilima Dey (Das), W/O, Lt. Dhruba Dey.	—	24.4.99
37.	Lt. Sachindra Das, Jampaijala Colony, PS, Takarjala.	Shri Badal Das, S/O, Lt, Sagar Ch. Das	—	14.5 99
38.	Lt Anil Ch. Dey, S/O, Lt. Harkumar Dey, ot Subashnagar,	Shri Dilip Ch. Dey, S/O, Lt. Har Kr. Dey	—	4.6.99
39.	Lt. Rupali Adhikari, D/O. Sri Manindra Adhi-kari, Barjala, Bishalgarh.	Smti Mamata Debnath, W/O, Sri Manindra Adhikari	—	4 6.99
40.	Lt. Partha Pratim Das, of Bankumari, Jogendranagar, East Aat. PS,	Smti Madhumita Paul, W/O, Lt. Partha Pratim Das	—	4.6.99
41.	Lt Rabi Dey, PO, & Vill Kanchanmala PS. Amtali	Smti Malati Dey, W/O, Lt. Rabi Dey,	—	25.6.99

1	2	4	5	6
42.	Lt. Nikhil Das, Vill. & PO, Sakerkote PS Amtali.	Smti Malati Das, W,O, Lt Nikhil Das		6,7,99
43.	Lt. Harendra Ch. Debnath of Vill & PO. Barjala Bishramganj, BLG. PS.	Shri Naresh Ch, Debnath, S/O. Lt. Harendra Ch Debnath		12.10.99
44.	Lt. Durjudhan Dutta. of Vill. & PO. Barjendra-nagar Colony, Takerjala PS.	Shri Basudeb Dutta, S/O, Durjudhan Dutta.		9,11,99
45.	Lt. Rabindra Ch. Deb PO. Golaghati, PS, Takarjala.	Shri Pratipada Deb, S/O, Lt, Rabindra Ch. Deb		7,12,99
46.	Lt. Satulal Das. Vill & PO. Gabardi Takarjala PS.	Smti Kajal Rani Das, W/O, Lt. Satulal Das		9,12.99
47.	Lt. Samiran Bibi W/O. Kaffilat Khan Vill & PO. No. 2 Chandranagar, PS Bishalgarh.	Shri Basu Miah, F/O. Kaffilat Khan,		9,12,99
48.	Lt. Sribash Saha, S/O. Lt, Balaram Saha Vill. Jampauijala, PS. Takarjala	Shri Jhutan Saha, S/O, Lt. Balaram Saha		23,12.99
49.	Lt. Ratan Saha (Missing-person) husband of Smti Mamata Saha Vill. Raghunathpur, PS. Bishalgarh.	Smti Mamata Saha, W/O, Ratan Saha		24.1.2000

BISHALGARH SUB-DIVISION, WEST TRIPURA.

1	2	3	4	5
50	Ranjit Das (Missing person) husband of Smti Chandana Das, Vill-Ram Hari para. Golaghati, BLG.	Smti Chandana Das, W/O, Ranjit Das		Now under process.
51	Shri Haripada Debnath, S/O, Lt Harendra Debnath Vill-Padmanagar BLG,	Self.		-do-
52.	Lt. Bhakta Deb S/O, Shri Pran Kr. Deb Barjala, Bishramganj. BLG PS.	Shri Partha Deb, S/O, Shri Pran Kr. Deb		-do-
53.	Lt. Sridam Ch Saha, S/O. Lt. Haladhar Ch. Saha Takarjala, BLG.	Shri Alak Saha, S/O. Lt. Slidam Ch. Saha		-do-
54.	Lt. Rekha Rani Dey. W/O, Shri Santosh Ch. Dey Vill-Pataliaghat, Bishramganj BLG PS,	Shri Dayal Dey, S/O. Shri Santosh Ch. Dey		-do-
55.	Lt. Rakhal Saha, S O, Gopal Saha of Madhya Laxmi bill, BLG.	Smti. Bela Saha, D/O Gcpal Saha		-do-
56	Lt. Raimohan Bhowmik, S/O, Dharani Bhowmik, Gabordi, Takarjala BLG.	Smti. Gwana Ceowdhury (Bhowmik) W/O. Raimohan Bhowmik		-do-
57.	Lt. Bijoy Bhattacharjee, S/O, Shri Haridas Bhattacharjee of Viil-Kenchanmala PS-Amiali,	Shri Jagadananda Bhattacharjee S/O, Haridas Bhattacharjee		-do-
58.	Lt. Bimal Saha, S/O, Shri Adhir Saha. of Gabordi, TKJ PS.	Shri Narayan Saha S/O. Shri Adhir Saha		-do-

SONAMURA SUB-DIVISION

Sl. No.	Name of Killed person under Extremist violence with Address	Application for Job/exgation of the next kin of diceased	Please of occu-rranace	Exgatiad sanctione	Recommended for job and proposal sent. to Rev. Depttt
1	2	3	4	5	6
1.	Lt Goutam Ghosh, Husband of Smti Rupali Chowdhury (Ghosh), Vill-Thakurmura. P.S. Sonamure.	Smti Rupani Choudhury (Ghesh) W/O. Lt. Goutam Ghosh	Vill-Takumbari, PS. Amarpura Tripur (S)	50,000	—

Name of the injured person under extremist violence from—1995 to Dec'99

KHOWAI SUB-DIVISION

Sl. No.	Name of the injured person and address	Date of injury	Pleace of occurence	Financial assistance given
1	2	3	4	5
		1995-NIL		
		1996		
1.	Sri Tapas Gope, S/O, Krishna of Kalyanpur Bezar colony	13-12-96	Kalyanpur Bezar colony	500
2.	Smti. Sarala Gope, W/O Mahadev of -do-	-do-	-do-	500
3.	Sri Haribhakta Ghosh. S/O, Nilkanta of -do-	-do-	-do-	500
4.	Shri Badat Gope. S/O, Manindra of -do-	-do-	-do-	500
5.	Sri Bishnu Deb, S/O, Manindra of -do-	-do-	-do-	500
6.	Sri Senjoy Gope, S/O, Ajit of -do-	-do-	-do-	500
7.	Smti. Soubhagva Gope, W/O, Sri Sukumar of -do-	-do-	-do-	500

1	2	3	4	5
				Rs.
8,	Smti. Sabitri Gope. W/O, Subodh of -do-	-do-	-do-	500
9.	Sri Kumude Shil, S/O. Kamini of -do-	-do-	-do-	500
10.	Smti, Jumuna Das Chowdhury, D/O Jyotirmoy of -do-	-do-	-do-	500
11.	Sri Banabir Das Chowdhury, S/O Jogesh -do-	-do-	-do-	600
12.	Sri Amal Gope, S/O Kamini of -do-	-do-	-do-	500
13.	Sri Kshitish Paul, S/O Digendra of -do-	-do-	-do-	500
14.	Smti. Laxmi Shil, W/O, Lt. Kripa of -do-	-do-	-do-	500
15.	Smti. Swaraswati Gope, D/O Ramakanta of -do-	-do-	-do-	500
16.	Smti. Chapala Gope, W/O Ramakanta of -do-	-do-	-do-	500
17.	Smti Swapna Bhattacharjee W/O Benoy of -do-	-do-	-do-	500
18.	Smt. Seba Des, D/O Monoranjan of -d-	-do-	-do-	1000
		1997		
19,	Sri Jatindra Debnath, S/O Kemini of Barcherra,	11-2-97	Barcherra	500
20.	Sri Tarun Deb S/O Lt. Jirendra of RC Ghat colony.	16-2-97	SC Ghat colony.	500
21,	Smti. Bina Deb W/O Tarun of -do-	-do-	-do-	500
22.	Sri Samar Deb S/O Rasamoy of -do-	-do-	-do-	500

1	2	4	5	6
				Rs.
23.	Sri Narayan Das, S/O Manindra of L.N pur colony.	-do-	L.N. Pur colony	500
24	Smti, Saraswati Das, D/O Sri Manindra of -do-	-do-	-do-	500
25.	Smti, Amari Das, W/O Brajesh of -do-	-do-	-do-	500
26,	Sri Hemanta Paul S/O, Sri Jitendra of LN. pur colony	-do-	-do-	500
27.	Smti. Saila Tanti W/O Sri Subhas of -do-	-do-	-do-	500
28.	Sri Samir Debnath S/O, Lt. Mahesh of Khamartilla.	-do-	-do-	500
29.	Sri Ranjit Namasudra S/O, Lt. Ramesh of R.C. Ghat colony.	16-2-97	R. C. Ghat colony	500
30.	Sri Nantu Deb, S/O. Subodh of -do-	-do-	-do-	500
31.	Smti. Manika Deb, D/O Subodh of -do-	-do-	-do-	500
32.	Smti, Purnima Das, D/O Dulal of L.N. pur Colony	16-2.97	L N pur colony	500
33.	Sri Satyendra Das, S/O, Hem Ch. of -do-	-do-	-do-	500
34.	Sri Madhab Das, S/O, Mahendra of -do-	-do-	-do-	500
35.	Smt. Pravati Das, W/O, Mahendra of -do-	-do-	-do-	500
36.	Sri Nayan Das, S/O, Manmohan of -do-	-do-	-do-	500

1	2	3	4	5
				Rs.
37.	Smti. Maya Rani Ghosh W/O. Chandi of Kamini para	-do-	Kamini para	500
38.	Smti Usha Das, W/O Patan of Samatal Padmabil	15-2-97	Samatal Padmabil	500
39.	Sri Laxmicharan Debbarma S/O Rari Ch of Mukta Ch Bari	-do-	Makta Ch. Bari	500
40	Smti Arati Roy W/O Nalini ot Laltilla.	-do-	Ampura bazar	500
41.	Smti Maya Kani Ghosh, W/O Amulya of Kamini para	-do-	Kamini para	500
42.	Sri Debabarta Sarkar, S/O. Sri Rakhal of Iswar Sardar para.	14-8-97	Brahmacherra	500
43.	Sri Rakhal Sarkar, S/O, Lt Manmohan of -do-	-do-	-do-	500
44.	Sri Pijush Sarkar, S/O, Gopal of -do-	-do-	-do-	500
		1998		
45.	Sri Iswar Sabar. S/O. Lt. Gunu of Ganki Bhnmihin colony.	11-2-98	Ganki Bhumihin colony	500
46.	Sri Gobinda Telenga. S/O Jamini of -do-	-do-	-do-	500
47.	Sri Satya Rn. Sukladas, S/O Jamini of -do-	-do-	-do-	500
48.	Smt. Basanti Sukladas, W/O Lt. Jamini of -do-	-do-	-do-	500
49.	Bina Sabar. S/O, Iswar of -do-	-do-	-do-	500
50	Smti. Pravasini Paul, W/O Harendra of -do-	-do-	-do-	500
51.	Smti. Kalpana Sukladas W/O Bhavan of -do-	-do-	-do-	500

1	2	3	4	5	
				Rs.	
52.	Smti. Gita Shil, W/O, Shri Binod of Samatal Padmabil.	9-2-98	Samatai Padmabil	7170	(cost of medicin of cash, cost of blood, cloth etc.)
53.	Smti. Sanchita Kapali D/O Satyendranath of -do-	-do-	-do-	15800	(-do- and also Rs 5000/- from CM Relief Fund)
54.	Smti. Milan Baishya, W/O Lt. Manmohan of Trishabari.	10-10-98	Trishabari	500	
55.	Sri Kartik Baishya, S/O, Jatindra of -do-	-do-	-do-	500	
56.	Sri Chitta Rn, Mallik, of Trishabari.	-do-	-do-	500	
57.	Sri Sanjit Sarkar, S/O, Kamal of -do-	-do-	-do-	500	
58.	Smt. Rekha Rani Paul, W/O Sri Rabindra of -do-	-do-	-do-	500	
59.	Smti. Gouri Das Chowdhury D/O Rakesh of Kunjaban.	6-12-98	Kunjaban	500	
60.	Sri Nripendra Das, S/O, Sri Gopendra of -do-	-do-	-do-	500	
		1999			
61.	Sri Ganga Charan Debbarma of Manik Debbarma para.	17-4-99	Manik Debbarma para	500	
62.	Sri Santosh Debbarma, of -do-	-do-	-do-	500	
63.	Smti. Baijayantimala Sharmu W/O Lt. Nileswar of Gournagar.	24-10-99	Gournagar	1000	
64.	Sri Narayan Jamatia of Kunjamura.	20-10-99	Kunjamura	1000	
65.	Sri Bijoymanik Jamatia of -do-	-do-	-do-	1000	
66.	Sri Chitta Rn Debbarma, S/O Sitia of Duski.	2-10-99	Duski	200	

Sl No.	Name of the Deceased	Name of the person who applied Financial Assistance	Present Status	Remarks
1	2	3	4	5
1	Sabita Shil SLM	PS Sri Priya Lal Shil	Financial Assistance Sanctioned	
2	Anil Ch. Paul KMP	PS Smt Puspa Rani Paul	do	
3	Sanjib Sengupta KMP	PS ,, Sabita Sengupta	do	
4	Shashi Kanta Debbarma KMP	PS ,, Biswakanya Debbarma	do	
5	Ranjit Das SLM	,, ,, Helon Das	do	
6	Sankar Debnath SLM	,, Sri Nani Debnath	do	
7	Rabindra Shil SLM	,, Smt Sefali Shil	do	
8	Abinash Datta ABS	,, Sri Nibaran Datta	do	
9	Haribal Sutradhar ABS	,, Smt Kamala Rani Sutradhar	do	
10	Shanti Bala Das SLM	,, Sri Amarchand Das	do	
11	Kartik Debbarma ,,	,, ,, Mangal Debbarma	do	
12	Nitiray Tripura ,,	,, Smt Laxmi Rani Tripura	do	
13	Chandra Mohan Tripura ,,	,, ,, Basari Tripura	do	
14	Kamdeb Das KMP	,, Sri Sunil Das	do	
15	Bimal Sinha SLM	,, Smt Bijoylaxmi Sinha	do	
16	Pradip Reang GNC	,, Sri Aneroy Reang	do	
17	Subhadhan Reang TLM	,, ,, Bishnuram Reang	do	
18	Mistari Tripura GNR	, Smt Sundari Tripura	do	
19	Kiran Kr. Tripura RSB	,, Sri Kamal Kr. Tripura	do	
20	Sur Mohan Karbari ,,	,, ,, Sumati Ranjan Chakma	do	
21	Sambasing Tripura ,,	,, Smt Ajanta Tripura	do	
22	Smt. Bhaktirung Tripura ,,	,, Sri Chain Jakri Tripura	do	
23	Kapi Bhusan Tripura ,,	,, ,, Smt Gita Rani Tripura	do	
24	Guna dhan Chakma RSB	,, Smt Golchoki Chakma	do	
25	Bir Mohan Tripura RSB	PS Smt Chikubati Tripura	do	
26	Rabi Munda MNU	,, ,, Jasada Munda	do	

1	2		3	4	5
27	Dharam Kr. Tripura	CMN	,, Puma rung Tripura	do	
28	Bishnu Debbarma	MNU	Sri Angarai Debbarma	do	
29	Bhanu Chakma	MNU	Smt Sashilata Chakma	do	
30	Brajagopal Debbarma	MNU	,, Budhyalaxmi Debbarma	do	
31	Tarani Debbarma	MNU	,, Sandhyalaxmi	do	
32	Sukramani Debbarma	MNU	Sri Bikram Debbarma	do	
33	Surangpada Kalai	MNU	,, Gagendra Kalai	do	
34	Hiran Barua	CMN	Smt Mani Barua	do	
35	Shanti Mahan Tripura	MNU	,, Manjuri Tripura	do	
36	Mukul Das	MNU	Sri Manik Lal Das	do	
37	.Pada Rai Tripura	MNU	,, Haricharan Tripura	do	
38	Mukta Mohan Tripura	MNU	Smt Sabitri Debbarma	do	
39	Nitai Rudra Paul	MNU	,, Dai Rani Rudra Paul	do	
40	Mangalya Tripura	MNU	,, Anadashari Tripura	do	
41	Prabhat Dhar	MNU	,, Sanchita Dhar	do	
42	Ksargasri Tripura	MNU	Sri Thanda Kr. Tripura	do	
43	Bidhyadhar Tripura	CMN	Smt Kamaladevi Jamatia	do	
44	Khagendra Reang	CMN	Sri Dhadanjoy Reang	do	
45	Dharma Kr. Tripura	CMN	Smt Janti Tripura	do	
46	Prasanta Das	MNU	,, Sindu Rani Das	do	
47	Surilal Tripura	MNU	,, Sachiranjan Tripura	do	
48	Binode Debbarma	MNU	Sri Khinakrai Debbarma	do	
49	Sachindra Reang	MNU	,, Dhanchamani Reang	do	
50	Chakradhan Tripura	MNU	Smt Raibasari Tripura	do	
51	Ananta Mohan Tripura	CMN	Sri Sechi Kr. Tripura	do	
52	Kutukya Chakma	MNU	,, Kalukya Chakma	do	
53	Bikash Chakma	CMN	Smt Sachilata Chakma	do	

Sl. No	Name of Deceased	Name of person who applied for Financial Assistance	Present Status	Remarks
1	2	3	4	5
1	Sabita Shil SLM PS	Sri Priya Lal Shil	F A Sanctioned	
2	Anil Ch. Paul KMP PS	Smt Puspa Rani Paul	do	
3	Sanjib Sengupta ,,	Smt Sabita Sengupta	do	
4	Ranjit Des SLM PS	Smt Helon Das	do	
5	Nirmal Das ,,	Smt Matanga Das	do	
6	Sankar Debnath ,,	Sri Nani Debnath	do	
7	Sabindra Shil ,,	Smt Sefali Shil	do	
8	Abhinish Datta ABS PS	Sri Nibaran Datta	do	
9	Haribal Sutradhar ,,	Smt Kamal Rani Sutradhar	do	
10	Santi Bala Das SLM PS	Sri Amarchand Das	do	
11	Kartik Debbarma ,,	Sri Mangal Debbarma	do	
12	Nitiray Tripura ,,	Smt Laxmi Rani Tripura	do	
13	Chandra Mohan Tripura ,,	Smt Basana Tripura	do	
14	Kamdeb Das KMP PS	Sri Sunil Das	do	
15	Bimal Sinha SLM PS	Smt Bijoylaxmi Sinha	do	
16	Barat Kr Tripura GNC PS	Smt Bhakyashree Tripura	do	
17	Pradip Reang ,,	Sri Aneroy Reang	do	
18	Subhadhan Reang TLM PS	Bishnuram Reang	do	
19	Mistarai Tripura GNR PS	Smt Sundarai Tripura	do	
20	Kiran Kr. Tripura RSB PS	Kamal Kr. Tripura	do	
21	Sura Mohan Karbari ,,	Sumati Ranjan Chakma	do	
22	Sambasing Tripura ,,	Smt Anjana Tripura	do	
23	Smt Bhakti Rung Tripura ,,	Chainjukri Tripura	do	
24	Kapi Bhusan Tripura ,,	Smt Gita Rani Tripura	do	
25	Gunadhan Chakma ,,	Smt Golchoki Chakma	do	
26	Bir Mohan Tripura ,,	Smt Chikubati Tripura	do	
27	Rabi Munda MNU PS	Smt Jashada Munda	do	
28	Dharm Kr. Tripura CMN PS	Smt Purna Rung Tripura	do	
29	Bishnu Debbarma MNU PS	Sri Angarai Debbarma	do	

1	2		3	4	5
30	Bhanu Chakma	MNU PS	Smt Sashilata Chakma	F A. Sanctioned	
31	Brajagopal Debbarma	„	Smt Budhyalaxmi Debbarma	do	
32	Tarani Debbarma	„	Smt Sandhyalaxmi Debbarma	do	
33	Sukramani Debbarma	„	Sri Bikram Debbarma	do	
34	Surangpada Kalai	„	Sri Gajendra Kalai	do	
35	Hiran Barua	CMN PS	Smt Mani Barua	do	
36	Santi Mohan Tripura	MNU PS	Smt Manju Tripura	do	
37	Mukul Das	„	Sri Manik Lal Das	do	
38	Pada Rai Tripura	„	Sri Haricharan Tripura	do	
39	Mukta Mohan Tripura	„	Smt Sabitri Debbarma	do	
40	Nitai Rudra Paul	„	Smt Dali Rani Rudra Paul	do	
41	Mangalya Tripura	„	Smt Anadashri Tripura	do	
42	Prabhat Dhar	„	Smt Sanchita Dhar	do	
43	Khargasri Tripura	„	Sri Thanda Kr Tripura	do	
44	Bidhyadhar Tripura	CMN PS	Smt Kamaladevi Tripura	do	
45	Khagendra Reang	„	Sri Dhananjoy Reang	do	
46	Dharma Kr. Tripura	„	Smt Janti Tripura	do	
47	Prasanta Das	MNU PS	Smt Sindu Rani Das	do	
48	Surilal Tripura	„	Smt Sachiranjan Tripura	do	
49	Charindra Tripura	„	Smt Dhanita Tripura	do	
50	Binode Debbarma	„	Sri Khinakrai Debbarma	do	
51	Sachindra Reang	„	Sri Dhanchamani Reang	do	
52	Chakradhan Tripura	„	Smt Raibasri Tripura	do	
53	Ananta Mohan Tripura	CMN PS	Sri Sachi Kr Trpura	do	
54	Kutukya Chakma	MNU PS	Sri Kalukya Chakma	do	
55	Bikash Chakma	CMN PS	Smt Sachilata Chakma	do	

Name of persons died	Place of occurance	Name of next of kin	Name of next of kin whom job not yet provided	immidiate assistance @ Rs 5000 paid	Ex-gratia assistance @ Rs. 5000 paid	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
KAILASHAHAR SUD-DIVN.						
1. Late Raimohan D/Barma S/o Rajmohan D/Barma of Demdum, FTK. KLS.	Rajkandi dt. 29-4-94	Sri Dilip D/Barma (Brother)	—	Rs. 5,000 paid	Rs. 50'000 paid	There is no elegible person for Govt. job.
2. Late Bijoy Debnath S/o Jogesh Debnath of Rajkandi FTK. KLS.	do	Nilmoni Debnath (Brother)	—	Rs. 5,000 paid	Rs. 50,000 paid	do
3. Late Kajali Debnath S/o Dinomoni Debnath of Rajkandi FTK. KLS.	do	Sri Gopal Debnath (Grandson)	—	Rs. 5,000 paid	Rs. 50,000 paid	do
4. Late Girish D/nath S/o Late Rajani Debnath 2. Supriya D/Nath D/o Sunil D/Nath 3. Sarala D/Nath W/o Late Girish D/Nath of Rajkandi FTK. KLS.	do	Smt. Mahamaya D/Nath (Daughter)	—	Rs 5,000 paid	Rs. 50,000 paid	do
5. Amrika D/Nath S/o Durgacharan D/Nath of Fatikroy.	do	Sri Damina D/Nath (Brother)	—	Rs 5,000 paid	Rs, 25,000 paid (below 18 years)	do
6. Late Upendra D/Nath S/o Kishore D/Nath of Rajkandi FTK. KLS	do	—	Smt Daibaki D/Nath (Daughter)	Rs. 5,000 paid	—	Proposal sent to Rev. Deptt for providing job Edn. Deptt

1	2	3	4	5	6	7
7. Late Kalicharan D/Nath S/o Kishore D/Nath of Rajkandi FTK. KLS.	do	Sri Mahendra D/Nath (Son)	—	Rs. 5,000 paid	—	job provided to Dist Admn North
8. Malay Dey S/o Ram-sundar Dey of Emrapassa FTK KLS.	do	Sri Sunirmal Dey (Brother)	—	Rs. 5,000 paid	Rs. 50,000 paid	There is no eligible per-son for Govt.
9 Late Shyamsundar Dey Lt Gagendra Dey of Emrapassa FTK, KLS.	Emrapassa dt. 29-10-97	Sri Sribas Dey (Son)	—	Rs. 5,000 paid	Rs. 50,000 paid	do
10. Lt Pratul Dey S/o Lt Shyamsundar Dey of Emrapassa FTK. KLS	do	Smt Rekha Dey (Wife)	—	Rs. 5000	—	Job provided to Edn. Deptt,
11, Lt Ashis Dey & Ashit Dey S/o Sribas Dey of Emrapassa FTK KLS	Emrapassa dt. 12-11-97	Smt Pranati Dey (Mother)	—	Rs. 5,000 paid	Rs. 50,000 paid	There is no eligible per-son for Govt. job.
12. Lt Sudhan Deb-barma S/o Lt Rama-nanda D/Barma of Demdum ETK KLS.	Demdum dt. 19-3-98	Sri Sanicharan D/Barma (Son)	—	Rs. 5,000 paid	—	Job provided to Panchayet Deptt.
13. Lt Karunasindhu Paul S/o Kailash Ch. Paul of Kumarghat Bazar KLS.	Narendrapur Tea Estate dt 5-8-98	Sri Karnalendu Paul	—	Rs. 5,000 paid	—	

1	2	3	4	5	6	7
14. Lt Tarani Majumder S/o Harish Majumder of Dudpur KLS.	Betcherra Bazar dt. 30-8-98	Sri Mrinal Majumder (Son)	—	Rs. 5,000 paid	—	
15. Lt Chandan Chakraborty S/o Maniklal Chakraborty of Dudpur KLS.	do	Sri Rabindra Chakraborty (Brother)	—	Rs. 5,000 paid	—	
16. Lt Gopal Deb S/o Lt Akshay Deb of Belcherra KLS.	do	Sri Pranesh Deb (Son)	—	Rs. 5,000 paid	—	
17. Lt Samiran Datta S/o Rabindra Datta of Zinazini, Masauli, Kanchanbari.	82 Miles dt. 17-12-98	Smt Reva Datta (Sister)	—	Rs 5,000 paid	—	Job provided under Panchayet deptt.
18. Lt Rakhal Das S/o Dhananjoy Das of Dudpur, Kanchanbari KLS.	do	Sri Heeralal Das (Son)	—	Rs. 5,000 paid	—	
19. Lt Delerung Reang W/o Lt Chanuram Reang of N.C. Para, Fatikroy KLS.	N C Para, Fatikroy dt. 20-8-99	—	Sri Sanjoyrai Reang (Son)	Rs, 5,000 paid	—	Proposal sent to Rev. deptt. for providing job.
20. Lt Kishore Das S/o Sri Kirendra Das of Pabiacherra, KGT. KLS.	Manu BDO Office chember	—	Smt Mamata Das (Wife)	Rs 5,000 paid	—	—
21. Lt Kanu Sinah S/o Lt Chandra Sinha of Radhanagar FTK. KLS.	Snpur Market dt. 8-12-99	—	Smt Joy Kanan Sinha (Wife)	Rs. 5,000 paid	—	do

1	2	3	4	5	6	7
22. Lt Thakurmoni Malakar S/o Sri Sanat Malakar of Radhanagar FTK. KLS	Srupar Market dt. 8-12-99	—	Smt Bina Rani Malakar (Wife)	Rs. 5,000 paid	—	Proposal sent to Rev Deptt. for providing job.
23 Lt Susendra Malakar S/o Lt Surendra Malakar of Radhanagar FTK KLS.	do	—	Smt Karuna Malakar (Wife)	Rs. 5,000 paid	—	do
24. Lt Parimal Paul S/o Sri Anil Ch. Paul of Radhanagar FTK. KLS.	do	—	Smt Purnima Paul (Wife)	Rs. 5,000 paid	—	do
25. Lt Gouranga Paul S/o Lt Girendra Paul of Assambasti FTK. KLS.	do	—	Smt Krishna Paul (Wife)	Rs. 5,000 paid	—	do
26. Lt Akhil Roy S/o Lt Anukul Roy of Chaintail KLS.	Nishan Choudhury Para dt. 14-10-96	—	Smt Aparna Roy (Wife)	Rs. 5,000 paid	—	do
DHARMANAGAR SUB-DIVISION						
27. Lt Rupayan Debroy (P/A) Post Office DMN	Sanicherra dt 23-10-99	Smt Gouri Debroy (wife)	—	Rs 3,000 paid	—	There is no eligible person for Govt. job
KANCHANPUR SUB-DIVISION						
28 Lt Khokan Nath S/O Sri Makhan Nath of Suknacherra KCP.	Tuisamaghar dt. 7-6-95	—	Sri Uttam Kr. Nath (Brother)	Rs. 5,000 paid	—	Proposal sent to Rev, Deptt. for providing job.

1	2	3	4	5	6	7
29. Lt Hari Singha F/O Nagina Singha of KCP.	Tuisama-ghat dt 7-6-95	Sri Nagina Singha (Son)	—	Rs 5,000 paid	Rs 50,000 paid	There is no eligible person for Govt. job.
30 Lt Monoranjan Nath S/o Mukunda Nath of Subhash-nagar KCP.	do	Srt Dilip Nath (Son)	—	Rs. 5,000 paid	—	Job already provided
31. Lt Rabindra Das S/o Niranjan Das of Dasda, Laxmipur KCP.	do	—	Sri Parendra Das (Brother)	Rs. 5,000 paid	—	Proposal sent to Rev. Deptt for providing job under Edn. Deptt.
32. Lt Lal Kr. Chakma S/o Purna Mh. Chakma of Bursinghapara KCP.	Bursinghapara dt. 24-10-94	Smt Suchitra Chakma (Wife)	—	Rs. 5,000 paid	—	Job already provided.
33. Lt Dilip Paul S/o Haribilash Paul of Dasda Laxmipur KCP	Tnisamaghat dt. 9-10-94	Sri Sukumar Paul (Brother)	—	Rs 5,000 paid		do
34. Lt Mrinal Das S/o Lt Fani Bh. Das of Suknacherra (Daspara) KCP.	do	Smt Sabita Das (Wife)	—	Rs. 5000	—	Job provided under Panchayet Deptt.

1	2	3	4	5	6	7
35. Lt Nikhil Barman S/o Rashik Barman of Subhashnagar KCP	Tuisamaghat dt. 9-10-94	Smt Champa Singha (Wife)	—	Rs. 5,000 paid	do	job provided under Dist. Admn (North)
36. Lt Nanda Reang S/o Baikuntha Reang of Kanchancherra KCP.	Chandipur year 1995	Sri Satrugna Reang (Brother)	—	Rs 5,000 paid	Rs. 50,000 paid	—
37. Nabin Ham Reang S/o Suharoy Reang of Subhashnagar KCP.	Anandabazar dt. 20-5-97	Smt Jabirti Reang (Wife)	—	Rs. 5,000 paid	—	Job provided under Dist, Admn. (North)
38. Lt Rabindra Reang S/o Balujoy Reang of Bhandarima KCP.	Bhandarima dt 1-7-97	—	Sri Ajit Reang (Brother)	Rs. 5,000 paid	—	Proposal sent to Rev. Deptt, for providing job.
39, Lt Manik Das S/o Lt Upendra Das of Rabindranagar KCP.	KCP to PTL road dt. 15-8-98	Smt Chayarani Das (Wife)	—	Rs. 5,000 paid	Rs 50,000 paid	There is no eligible person for Govt.
40. Lt Binod Choudhury of Srirampur KCP,	do	Smt Maya Barua (Wife)	—	Rs 5,000 paid	Rs. 50,000 paid	do
41. Lt Sushil Nath S/o Lt Suresh Nath of Gopalpur KCP.	do	Smt Suradhani Nath (Mother)	—	Rs. 5,000 paid	Rs. 50,000 paid	do
42. Lt Mira Nath W/o Dilip Ch, Nath of Rabindranagar KCP.	do	Sri Dilip Ch. Nath (Husband)	—	Rs 5,000 paid	—	Job provided under Dist. Admn. (North)

1	2	3	4	5	6	7
43. Lt Sailendra Nath S/o Lt Kunja Nath of West Satnala KCP.	Satnala 21-1-99	Smt Basanti Nath (Wife)	—	Rs. 5,000 paid	—	Job provided under Dist Admn. (North).
44. Lt Jitandra Reang S/o Lt Binod Reang of Doganga, Vanghmun KCP.	Kalagang 3-3-99	—	Smt Jamburung Reang (Wife)	Rs, 5,000 paid	—	Proposal sent to Rev. Deptt. for providing job.
45. Lt Shital Nama S/o Sachindra Nama of Ramdulapara KCP.	Gopalpur dt 3-7-99	—	Sri Dilip Kr. Nama (Brother)	Rs. 5,000 paid	—	do
46. Lt Kamlrai Reang S/o Monmohan Reang of Ramdulapara KCP.	Ramdulapara dt. 10-12-99	—	—	Rs. 5,000 paid	—	Under process
47. Lt Alen Reang S/o Lt Chandta Kr. Reang Ramdulapara.	do	—	—	Rs. 5,000 paid	—	do
48. Lt Chandra Kr. Reang S/o Lt Gangajoy Reang of Ramdulapara KCP.	do	—	—	Rs. 5,000 paid	—	do
49. Lt Kumbharai Reang S/o Sri Ajodhya Reang of Ramdulapar.	do	—	—	Rs. 5,000 paid	—	do

Admitted Un-Starred Question No. 107 (Postponed)

Name of M.L.A : - **Shri Rati Mohan Jamatia;**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of General Administration (P & T) Department be pleased to state :-

১ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে যে সমস্ত শূন্যপদ রয়েছে তার মধ্যে তপসিলীভুক্ত জাতি, উপজাতি, অন্যান্য পশ্চাৎপদ সম্প্রদায় সহ সাধারণ প্রার্থীদের জন্য কয়টি শূন্যপদ আছে ?

ANSWER

১। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ১৪৩১৮টি শূন্যপদ রয়েছে।

এই শূন্যপদগুলির মধ্যে তপসিলী ভুক্ত জাতি, উপজাতি, অন্যান্য সহ সাধারণ শূন্যপদ গুলি নিম্নরূপ :-

১)	তপসিলী ভুক্ত উপজাতি	:—	৭৭৭৭টি
২)	তপসিলী ভুক্ত জাতি	:—	২১৩৭টি
৩)	সাধারণ জাতি	:—	৪২৬৯টি
৪)	এক্স-সার্ভিসম্যান	:—	৫৭টি
৫)	বিকলাঙ্গ জাতি	:	৭৮টি
		মোট—	১৪৩১৮টি

Printed by :

Secretary,

TRIPURA PRESS OWNER'S ASSOCIATION

AGARTALA, TRIPURA.